শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন
এবং
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত

ছেপেছেন—
এস. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪. ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

ভূমিকা
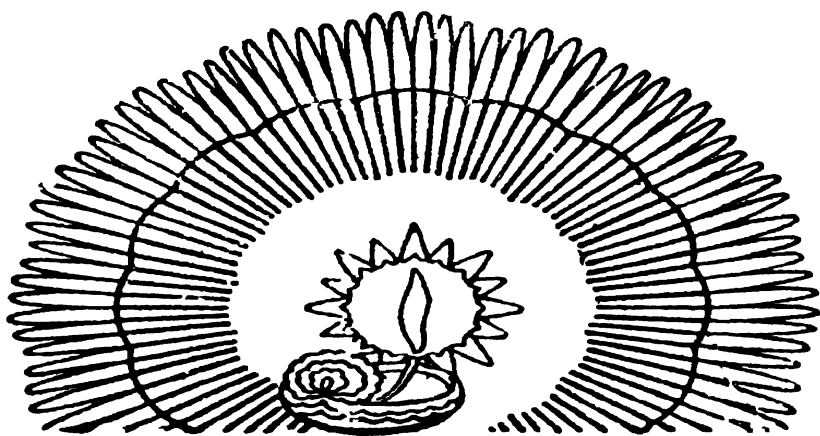
শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের অন্ত্যলীলা শ্রবণের অত্যধিক আগ্রহেই শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলী শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীর যোগ্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ ছিল না। সুতরাং তাঁহার রচনায় বৈষ্ণবগণের আকুল আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই গুরুদায়িত্ব পালন করিতে গিয়া কবিরাজ গোস্বামী এক সুকঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের উত্তর-চরিতরূপে তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে অভিনব আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছিলেন, দেশ-কালের অতিক্রান্ত মহিমা তাহার দিব্য দ্যুতিকে অবিনশ্বর সৌন্দর্য মণ্ডিত করিয়াছে। শ্রীরায়রামানন্দ, শ্রী-বাসুদেব সার্বভৌম, শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি ঋষিগণ শ্রীমহাপ্রভুকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই দেখিয়াছিলেন। পুরীধামের এবং বৃন্দাবনের আচার্যগণের সেই দৃষ্টিলব্ধ অপরোক্ষানুভূতি সংস্কৃত কবিতাতেই নিবদ্ধ ছিল। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজই সেই শ্লোকাবলী বিশ্লেষণ পূর্বক সে সকলের তথ্য ও তত্ত্ব সমূহ বাঙ্গালা কাব্যে সুশৃঙ্খল ভাবে অতি নিপুণতার সহিত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীর এই দিব্য অবদান চিরস্মরণীয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার-রহস্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অজ্ঞাত ছিল না। আর শ্রীনিত্যানন্দের আদেশেই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত নামে অভিহিত) গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শ্রীবৃন্দাবন দাস যুগ প্রয়োজন শ্রীনামসংকীর্তন প্রবর্তন ভিন্ন শ্রীমহাপ্রভুর অবতরণের অপর কোন কারণ প্রকাশ করেন নাই।

সেকালে শ্রীবৃন্দাবন বিশেষতঃ পুরীধামের সঙ্গে বাঙ্গালার নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ অব্যাহত ছিল। যতদিন শ্রীমহাপ্রভু মর্ত্যধামে বর্তমান ছিলেন, প্রতি বৎসর বাঙ্গালা হইতে প্রায় দুইশতাধিক ভক্ত পুরীধামে গিয়া কয়েক মাস অবস্থিতি করিয়া আসিতেন। ইঁহাদের মধ্যে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তের সংখ্যা বড় কম ছিল না। পুরীধামে ঋষি-দৃষ্টিতে শ্রীমহাপ্রভুর যে সমস্ত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল, ইঁহারা তাহার সমগ্র রহস্যই অবগত ছিলেন এবং একথা নিশ্চিত যে, এই সমস্ত তত্ত্ব বাঙ্গালায় বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। অনুমান করিতে পারি শ্রীল বৃন্দাবন দাসেরও তাহা অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, শ্রীচৈতন্যভাগবতে সেই সমস্ত রহস্যের প্রসঙ্গমাত্র উল্লিখিত হয় নাই। এই অনুল্লেখ আজ পর্যন্ত কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। আমরাও এখানে ইহার ইঙ্গিতমাত্র করিয়া রাখিলাম। সময়ান্তরে কোন পৃথক প্রবন্ধে এই সমস্যার আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিপূরক গ্রন্থ, শ্রীবৃন্দাবন দাস যেখানে আসিয়া লেখনীর বিরাম দিয়াছেন, কবিরাজ গোস্বামী সেই অধিষ্ঠান ভূমি হইতেই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সূচনা করিয়াছেন। অথচ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক অভিনব বিগ্রহ।

এই বিগ্রহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যদিও কবিরাজ গোস্বামীকে মহাপ্রভুর বাল্যলীলা হইতেই কিছু কিছু আয়োজন করিতে হইয়াছে তথাপি ইঁহার প্রকৃত নান্দীপাঠ হইয়াছে শান্তিপুরে আচার্য্য অদ্বৈতের ভবনে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কাটোয়া হইতেই মহাপ্রভু নবানুরাগিণী গোপবধূর অনুরাগে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। দিগ্বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য হইয়া রাঢ়দেশে তিন দিন ভ্রমণের পর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুরে লইয়া আসেন। স্বভবনে পাইয়া শ্রীমহাপ্রভুকে সম্মুখে রাখিয়া সন্ধ্যায় আনন্দে উদ্বেল আচার্য্য আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন।

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥"

শ্রীচৈতন্যলীলার এই অভিনব উদ্বোধন-মন্ত্র তাঁহারই কণ্ঠে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, যিনি গোলোকের নীলরত্নকে মর্ত্তে আনয়ন করিয়াছিলেন। গম্ভীরা লীলায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে মহাভাব-স্বরূপিণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া থাকিতেন, আচার্য্য অদ্বৈত এবং শ্রীপাদ নিত্যানন্দের উপস্থিতিতে তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইত। শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্বের দিক্ হইতে বলদেবের সঙ্গে অনঙ্গমঞ্জরীর মিলিত স্বরূপ হইলেও তিনি উপস্থিত থাকিলে মহাপ্রভুর বাধাভাব স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইত না। বাঙ্গালায় নাম প্রেম প্রচার তথা জাতি গঠনের জন্য শ্রীনিত্যানন্দকে তিনি প্রায়ই পুরীতে আসিতে নিষেধ করিতেন। ইহার মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত কারণও অন্তর্নিহিত ছিল। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য রথযাত্রার সময় বৎসরে একবার মাত্রই পুরীধামে উপস্থিত হইতেন। সুতরাং তাঁহাকে নিষেধের প্রয়োজন হইত না। এই সমস্ত আলোচনার পরও বিস্ময়ের সঙ্গে স্বীকার করিতে হয় যে যতীন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র বাঙ্গালায় ভক্তাগ্রগণ্য আচার্য্য অদ্বৈতের নিকটেই ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে প্রথম প্রতিভাত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের পটভূমিকায় এই দৃশ্য অভিনব। বলিতে গেলে শ্রীবৃন্দাবন দাসের বিবৃত তত্ত্ব শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণেই পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে, এবং চৈতন্যচরিতামৃতের ইহাই শুভারম্ভ।

পণ্ডিতাগ্রণী শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম বলিয়াছেন—কালে কালে নিজ ভক্তিযোগ বিলুপ্তপ্রায় হইলে সেই ভক্তিযোগ এবং বৈরাগ্যবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য বিশ্বের পুরাণ পুরুষই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীরায় রামানন্দ বলিলেন—শ্রীরাধারূপ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা-সমাবৃত বৃন্দাবনের নীলকান্তমণিই এই শ্রীগৌরাঙ্গদেব। শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর বলিলেন—ইনি নিজ প্রয়োজনেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীরাধার প্রণয় কেমন মহিমময় (যে প্রণয় আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে), আমার অদ্ভুত মাধুর্য্য কিরূপ (যে মাধুর্য্য শ্রীরাধা আস্বাদন করেন), আর আমার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধার যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দ কি প্রকার—বৃন্দাবনে এই ভাব ত্রয়ী আস্বাদনের সুযোগ ঘটে নাই। এই তিন বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই শ্রীরাধার ভাব-সমৃদ্ধ হইয়া শচীগর্ভরূপ ক্ষীরার্ণব হইতে স্বয়ং বৃন্দাবনচন্দ্রই শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্ররূপে সমুদিত হইয়াছেন। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বলিতেছেন—কমল-নয়না নিখিল ব্রজকুলাঙ্গনাগণের প্রেম নির্য্যাস আকার পরিগ্রহ করিয়াছেন—এই নদীয়া-পুরন্দররূপে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচিত না হইলে আমাদের এই সমস্ত সংবাদ জানিবার সৌভাগ্য হইত না। আচার্য্যগণের প্রতিটি আস্বাদনই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীবৃন্দাবনলীলায় মাধুর্য্যের পরে মথুরা এবং দ্বারকায় ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি। আর শ্রীগৌর-লীলায় শ্রীধাম নবদ্বীপে ঐশ্বর্য্য প্রকাশের পর পুরুষোত্তমে মাধুর্য্য-নির্ঝর স্বতঃ উৎসারিত হইয়াছে।

এই লক্ষণীয় বৈপরীত্যও উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই মাধুর্য্যের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। শ্রীবৃন্দাবন দাস এই রহস্য অবগত ছিলেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীগৌরলীলায় ব্রজমাধুর্য্যোল্লাস অনুল্লিখিত থাকার ইহাই একতম কারণ।

মাত্র দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব কথাই নহে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মানব বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের যে উজ্জ্বল আলেখ্য অঙ্কিত রহিয়াছে, অন্যত্র তাহা দুর্লভ। গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, প্রিয় ভৃত্য গোবিন্দ প্রভৃতির সঙ্গে আচরণে, বাঙ্গালার ভক্তগণের সঙ্গে মিলনে, গুণ্ডিচামার্জ্জনে ও প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দানে, জননীর নিকট শ্রীজগন্নাথ দেবের প্রসাদ পট্টডোর-প্রেরণে, কালিদাসকে চরণামৃত দানে, ছোট হরিদাস বর্জ্জনে, হরিদাস নির্য্যাণে, বল্লভ ভট্ট উপেক্ষায় (এমন কত উদাহরণ দিব) ক্ষণে ক্ষণে এই প্রেমিক সন্ন্যাসীর চরিত্রের যে বিচিত্র চিত্র পরিস্ফুরিত হইয়াছে, তাহার তুলনা হয় না। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে যেমন স্বর্গ মর্ত্তের সীমারেখা মুছিয়া গিয়াছে, তেমনই দেবতা-মানবের ব্যবধানও ঘুচিয়াছে। এ হেন লোকোত্তর চরিত কেমন সহজে, কোন্ ইন্দ্রজাল প্রভাবে এমন লোকায়ত্ত হইয়াছেন, চরিতামৃত পাঠে তাহার স্বচ্ছন্দ উপলব্ধি ঘটে।

এই গ্রন্থ সম্পাদনে আমরা ভক্ত সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এই অবসরে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই গ্রন্থখানি তাঁহার স্মরণীয় নামে উৎসর্গ করিয়া আমরা ধন্য হইলাম। ইতি—

বিনীত
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
ও
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

উৎসর্গপত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

স্বনামধন্য সম্পাদক

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

মহাশয়ের করকমলে

প্রীতিবদ্ধ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সূচীপত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত—আদিলীলা, মধ্যলীলা এবং অন্ত্যলীলা। আদিলীলায় মোট সতেরটি, মধ্যলীলায় পঁচিশটি এবং অন্ত্যলীলায় বিশটি পরিচ্ছেদ আছে; সমগ্র গ্রন্থে মোট বাষট্টিটি পরিচ্ছেদ।

আদিলীলা

বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়

বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয় — পৃষ্ঠা

মধ্যলীলা

বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয় পৃষ্ঠা

অন্ত্যলীলা

পরিশিষ্ট

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।
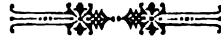
আদিলীলা।
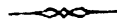
প্রথম পরিচ্ছেদ

বন্দে গুরূনীশভক্তা-
নীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ
কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥ ১

অন্বয়ঃ।—গুরূন্ (গুরুগণকে), ঈশভক্তান্ (ঈশ্বরের ভক্তগণকে, শ্রীবাসাদিকে), ঈশাবতারকান্ (ঈশ্বরের অবতারগণকে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদিকে), তৎপ্রকাশান্ (ঈশ্বরের প্রকাশকগণকে, শ্রীপাদ নিত্যানন্দাদিকে), তচ্ছক্তীঃ (ঈশ্বরের শক্তিসমূহকে, শ্রীগদাধরাদিকে), কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞকম্ ঈশং চ বন্দে (ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক ঈশ্বরকে বন্দনা করি)।

অনুবাদ। আমি শ্রীরূপসনাতনপ্রমুখ শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুদের বন্দনা করি। বন্দনা করি তাঁদের,—শ্রীবাস প্রভৃতি যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত, অদ্বৈত প্রভৃতি যাঁরা ঈশ্বরের অবতার, নিত্যানন্দ প্রভৃতি যাঁরা ঈশ্বরের প্রকাশ, গদাধর প্রভৃতি যাঁরা ঈশ্বরের শক্তি এবং বন্দনা করি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে যিনি স্বয়ং ঈশ্বর॥ ১॥

মন্তব্য।—প্রথম শ্লোক হইতে চতুর্দ্দশ শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের স্বীয়গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ। ইহার পরে সপ্তদশ শ্লোকের শেষে গ্রন্থকার নিজেই বাঙ্গালা পয়ারে তাহা বলিয়াছেন। মঙ্গলাচরণের শ্লোকগুলির মধ্যে কতক গুলি গ্রন্থকারের নিজকৃত। ৪ সংখ্যক শ্লোকটি শ্রীরূপ গোস্বামীর "বিদগ্ধমাধব" নাটক হইতে গৃহীত। ৫ হইতে ১১ সংখ্যক শ্লোকগুলি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর করচা হইতে গৃহীত। ঐ করচা এক প্রকার সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। ১১ হইতে ১৭ সংখ্যক শ্লোকও গ্রন্থকারের নিজের রচিত।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ
চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥ ২

অন্বয়ঃ।—গৌড়োদয়ে (গৌড়দেশরূপ উদয়াচলে) সহোদিতৌ (একই কালে সমুদিত) পুষ্পবন্তৌ (সূর্য্য ও চন্দ্রকে) চিত্রৌ (আশ্চর্য্য) শন্দৌ (কল্যাণপ্রদ) তমোনুদৌ (অজ্ঞানান্ধকার-নাশক) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ বন্দে (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে বন্দনা করি)।

অনুবাদ।—গৌড়দেশে একই কালে আবির্ভূত হয়েছেন শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ। উদয়গিরিতে একই কালে উদিত সূর্য্য-চন্দ্রের মতনই আশ্চর্য্য এঁদের আবির্ভাব। সূর্য্য-চন্দ্রের মতনই এঁরা কল্যাণকে এনেছেন, অন্ধকারকে নাশ করেছেন॥ ২॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি
তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি
সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ
ভগবান্ স স্বয়ময়ং,
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি
পরতত্ত্বং পরমিহ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—উপনিষদি (উপনিষদে) যৎ অদ্বৈতং ব্রহ্ম (যাহা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম) তদপি (তিনিও, সেই ব্রহ্মও) অস্য তনুভা (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গজ্যোতি), আত্মান্তর্য্যামী যঃ পুরুষঃ (যে পুরুষ অন্তর্য্যামী আত্মা) ইতি সঃ অস্য অংশবিভবঃ (তিনি ইঁহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশরূপ বিভূতি), ইহ যঃ ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ ভগবান্, অয়ং সঃ স্বয়ম্ (ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ যিনি ভগবান্ ইনিই স্বয়ং তিনি), ইহ জগতি চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ পরং (শ্রেষ্ঠতর) পরতত্ত্বং ন (এই জগতে চৈতন্যরূপী কৃষ্ণ হইতে আর শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নাই)।

অনুবাদ।—উপনিষদে যিনি অদ্বৈত ব্রহ্ম তিনি এঁরই অঙ্গকান্তি। যোগশাস্ত্রে যিনি অন্তর্য্যামী আত্মা তিনি এঁরই আংশিক বিভূতি। এমন কি ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবান্ যিনি তিনিও এঁরই স্বরূপ। সুতরাং কৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্য থেকে পরম তত্ত্ব আর কিছু নেই। ॥ ৩ ॥

শ্রীবিদগ্ধমাধবে (১।২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—চিরাৎ অনর্পিতচরীম্ (কোনকাল যাহা প্রদত্ত হয় নাই) উন্নতোজ্জ্বলরসাম্ (যাহাতে শৃঙ্গারাখ্য মধুর রস পরিপূর্ণভাবে বর্ত্তমান) স্বভক্তিশ্রিয়ং (নিজের প্রেমসম্পদ্) সমর্পয়িতুং (প্রদান করিবার জন্য) কলৌ করুণয়া অবতীর্ণঃ (কলিকালে কৃপাবশে অবতীর্ণ) পুরট সুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ (স্বর্ণবর্ণ দ্যুতিঃপুঞ্জ দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত) শচীনন্দনঃ হরিঃ (শচীনন্দনরূপী শ্রীহরি) বঃ হৃদয়কন্দরে সদা স্ফুরতু (আপনাদের হৃদয়রূপ গুহায় সর্ব্বদা স্ফুরিত হউন)।

অনুবাদ।—যা ছিল চির-অনর্পিত অর্থাৎ কোনোকালে যা কাউকে দেওয়া হয়নি সেই উজ্জ্বল অর্থাৎ মধুর রসে রসাল নিজস্ব প্রেমসম্পদ্ বিলিয়ে দেবার জন্য করুণাবশতঃই তিনি কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। স্বর্ণপুঞ্জের মতন উজ্জ্বল তাঁর দেহকান্তি। সেই শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়কন্দরে সর্ব্বদাই দীপ্তি পেতে থাকুন ॥ ৪ ॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াং—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥৫

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ (কৃষ্ণপ্রণয়ের বিকৃতি অর্থাৎ বিশেষরূপ প্রকাশ) হ্লাদিনীশক্তিঃ রাধা (আনন্দদায়িনী শক্তি শ্রীরাধিকা), অস্মাৎ তৌ একাত্মানৌ অপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ (এই হেতু একাত্ম হইয়াও তাঁহারা অনাদিকাল হইতে ভূ-বৃন্দাবনে দেহভেদ ধারণ করিয়াছিলেন), অধুনা চ তদ্দ্বয়ম্ ঐক্যম্ আপ্তং (সম্প্রতি সেই দুই একত্ব প্রাপ্ত হইয়া) রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং (রাধার ভাব ও অঙ্গকান্তির দ্বারা সুশোভিত) চৈতন্যাখ্যং প্রকটং কৃষ্ণস্বরূপং নৌমি (যিনি চৈতন্য নামে প্রকাশিত বা অবতীর্ণ হইয়াছেন অথচ স্বরূপতঃ যিনি কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রণাম করি)।

অনুবাদ।—রাধা স্বরূপতঃ কৃষ্ণপ্রেমই, তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। রাধা ও কৃষ্ণের সত্তা ভিন্ন নয়, কিন্তু লীলার জন্যই তাঁরা ভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখন আবার তাঁরা চৈতন্যের মধ্যেই এক হয়েছেন, প্রকট হয়েছেন চৈতন্যরূপে। রাধার গৌরকান্তি ও কৃষ্ণপ্রেম নিয়ে যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন—সেই চৈতন্যকে নমস্কার করি। ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা
কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা
কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ
কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচী-
গর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা বা কীদৃশঃ (শ্রীরাধার প্রণয়ের মহিমা কিরূপ), যেন অনয়া এব আস্বাদ্যঃ মদীয়ঃ অদ্ভুতমধুরিমা বা কীদৃশঃ (সেই প্রেমের দ্বারা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য্য তিনি আস্বাদ

করেন তাহাই বা কিরূপ) মদনুভবতঃ অস্যাঃ সৌখ্যং বা কীদৃশম্ (আমাকে অনুভব করিয়া বা আস্বাদন করিয়া ইঁহার যে সুখ হয় তাহাই বা কিরূপ) ইতি লোভাৎ তদ্ভাবাঢ্যঃ সন্ হরীন্দুঃ শচীগর্ভসিন্ধৌ সমজনি (এই লোভ হইতে তাঁহার অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাবযুক্তা হইয়া হরিরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—চন্দ্র যেমন সমুদ্র থেকে উঠেছিলেন, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রও তেমনি শচীর সন্তান হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হয়ে চৈতন্য-রূপে জন্ম নিয়েছেন তিনটি সাধ পূরণের জন্য—প্রথম সাধ,—রাধাপ্রেমের মহিমা কতখানি তা তিনি জানবেন, দ্বিতীয় সাধ,—সেই প্রেমের আলোকপাতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের চমৎকারিতা কতখানি তা তিনি জানবেন, তৃতীয় সাধ,—সেই চমৎকারিতা অনুভব করে রাধার আনন্দ কতখানি তাও তিনি জানবেন ॥ ৬ ॥

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭

মন্তব্য।—এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটি শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এই লীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার নিজেই ইহার সারার্থ প্রদান করিয়াছেন।

অন্বয়ঃ।—সঙ্কর্ষণঃ (মহাসঙ্কর্ষণ) কারণতোয়শায়ী (কারণবারিশায়ী) গর্ভোদশায়ী (ব্রহ্মাণ্ডান্তর-জলশায়ী) পয়োব্ধিশায়ী চ (ক্ষীরসমুদ্রশায়ী) শেষঃ চ (এবং অনন্তদেব) [এতে (ইহারা সকলে)] যস্য অংশ-কলাঃ (যাহার অংশ ও অংশাংশ)* স নিত্যানন্দা-খ্যরামঃ মম শরণম্ অস্তু (সেই নিত্যানন্দাখ্যরাম আমার আশ্রয় হউন)।

অনুবাদ।—আমি নিত্যানন্দরূপী বলরামের শরণ গ্রহণ করি। এঁরই অংশ বা কলা কারণ-সলিলশায়ী সঙ্কর্ষণ, গর্ভোদশায়ী বিরাট্, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ও অনন্তদেব ॥ ৭ ॥

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে (মায়া-তীত সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে) পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে (ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ শ্রীবাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহের মধ্যে) যস্য সঙ্কর্ষণাখ্যং রূপম্ উদ্ভাতি (যাঁহার সঙ্কর্ষণাখ্য রূপ প্রকাশ পাইতেছে) তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে (সেই শ্রীনিত্যানন্দ রামকে আমি আশ্রয় করি)।

অনুবাদ।—আমি বলরামরূপী নিত্যানন্দের শরণ গ্রহণ করি। বলরাম সঙ্কর্ষণরূপে বৈকুণ্ঠের চতুর্ব্যূহের মধ্যে বিরাজিত আছেন। এই চতুর্ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ। সর্ব্বব্যাপী ও মায়াতীত বৈকুণ্ঠেই এঁরা নিত্য-বিরাজমান আছেন ॥ ৮ ॥

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—অজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ সাক্ষাৎ মায়া-ভর্ত্তা (যাঁহার অঙ্গ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয়, যিনি মায়ার সাক্ষাৎ অধীশ্বর), [যঃ] কারণাম্ভোধিমধ্যে শেতে (যিনি কারণসমুদ্রে শয়ন করিয়া আছেন) [সঃ] আদিদেবঃ শ্রীপুমান্ যস্য একাংশঃ (সেই আদিদেব মহাবিষ্ণু যাঁহার একাংশ) তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে (সেই শ্রীনিত্যানন্দ-নামক রামের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি)।

অনুবাদ।—আমি বলরামরূপী নিত্যানন্দের শরণ গ্রহণ করি। এঁরই অংশ আদিদেব প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু মায়ার অধীশ এবং তাঁর দেহ থেকে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়েছে। তিনি কারণ সাগরে শায়িত থাকেন ॥ ৯ ॥

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১০

* অংশের অংশকে কলা বলা হয়।

অন্বয়ঃ।—লোকসংঘাতনালং (লোকসমূহের আশ্রয়স্থান) যন্নাভ্যব্জং (যাঁহার নাভিপদ্ম) লোকস্রষ্টুঃ ধাতুঃ সূতিকাধাম (লোকস্রষ্টা বিধাতার জন্মস্থান) [সঃ] শ্রীলগর্ভোদশায়ী যস্য অংশাংশঃ (সেই গর্ভোদকশায়ী যাঁহার অংশেরও অংশ) তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে (আমি সেই নিত্যানন্দ-নামক শ্রীবলরামের শরণ গ্রহণ করিলাম)।

অনুবাদ।—আমি বলরামরূপী নিত্যানন্দের শরণ গ্রহণ করি। এঁরই অংশের অংশ গর্ভোদশায়ী সহস্রশীর্ষ বিরাট্ পুরুষ, যার নাভিপদ্ম প্রজাপতি ব্রহ্মার জন্মস্থান এবং ঐ পদ্মের নালেই চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি।॥ ১০॥

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ১১

অন্বয়ঃ।—যস্য অংশাংশাংশঃ (যাঁহার অংশের অংশের অংশ) অখিলানাং (সমস্ত ব্যষ্টি-জীবের) পরাত্মা (অন্তর্য্যামী পরমাত্মা) পোষ্টা-(পালয়িতা) দুগ্ধাব্ধিশায়ী (ক্ষীরসমুদ্রে শয়নকারী) বিষ্ণুর্ভাতি (বিষ্ণুরূপে বিরাজিত) ক্ষৌণীভর্ত্তা সঃ অপি অনন্তঃ যৎকলা (পৃথিবীর পালনকর্ত্তা বা ধারণকর্ত্তা সেই অনন্তদেব যাঁহার অংশেরও অংশ) তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে (সেই শ্রীনিত্যানন্দ-নামক শ্রীবলরামের শরণ গ্রহণ করিতেছি)।

অনুবাদ।—আমি নিত্যানন্দরূপী বলরামের শরণ গ্রহণ করি। ক্ষীরসাগরশায়ী বিষ্ণু যিনি নিখিল-বিশ্বের পালক ও চালক তিনি এঁর অংশের অংশেরও অংশ মাত্র। আর অনন্তনাগ যিনি পৃথিবীধারণ করে আছেন তিনিও এঁরই কলা বা আবেশ-অবতার॥ ১১॥

মন্তব্য।—পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যপ্রভুর তত্ত্ব কথিত হইতেছে।

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—জগৎকর্ত্তা (জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা) যঃ মহাবিষ্ণুঃ মায়য়া (যে মহাবিষ্ণু মায়ার দ্বারা) অদঃ (বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড) সৃজতি (সৃষ্টি করেন) অয়ম্ অদ্বৈতাচার্য্যঃ ঈশ্বরঃ তস্য এব অবতারঃ (এই ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার)।

অনুবাদ।—জগতের কর্ত্তা মহাবিষ্ণু যিনি মায়ার সাহায্যে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বরস্বরূপ এই অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার॥ ১২॥

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতা-
দাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশন্ত-
মদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—হরিণা অদ্বৈতাৎ অদ্বৈতং (শ্রীহরির সহিত অভিন্নত্ব হেতু যিনি অদ্বৈত) ভক্তিশংসনাৎ আচার্য্যং (ভক্তি উপদেশ করিবার জন্য যিনি আচার্য্য) ভক্তাবতারম ঈশং তম্ অদ্বৈতাচার্য্যম্ আশ্রয়ে (ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইলেও সেই ঈশ্বর অদ্বৈত আচার্য্যকে আশ্রয় করি)।

অনুবাদ।—আমি ভক্তাবতার ও ঈশ্বরস্বরূপ অদ্বৈতাচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করি। ইনি আর হরি অভিন্ন বলেই এঁর নাম অদ্বৈত। ভক্তি শিক্ষা দিয়েছেন বলেই ইনি আচার্য্য॥ ১৩॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং
ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং
নমামি ভক্তশক্তিকম্॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—ভক্তরূপস্বরূপকং (ভক্তরূপ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য, ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ) ভক্তাবতারং (ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত) ভক্তাখ্যং (ভক্ত নামক শ্রীবাসাদি) ভক্তশক্তিকং (ভক্তশক্তি শ্রীগদাধরাদি) পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং নমামি (এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে প্রণাম করি)।

অনুবাদ।—আমি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য, গদাধরপণ্ডিত ও শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপভূত ইনি শ্রীচৈতন্যে ভক্তরূপে, নিত্যানন্দে ভক্ত-স্বরূপে, অদ্বৈতাচার্য্যে ভক্তাবতাররূপে, গদাধরে ভক্তশক্তিরূপে এবং শ্রীবাসাদিতে ভক্তনামধারী রূপে বিরাজিত আছেন।॥ ১৪॥

মন্তব্য।—শ্রীল কবিকর্ণপূরের "শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা" গ্রন্থে বলা হইয়াছে—পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণরূপে

অবতীর্ণ হইবার সময়ে তিনি যেরূপ পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন, এখন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারেও তিনি সেইরূপ পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মনে হয় শ্রীল কবিকর্ণপূর হইতেই পঞ্চতত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রচার হইয়াছে।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গো-
র্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্ব-পদাম্ভোজৌ
রাধামদনমোহনৌ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—পঙ্গোঃ মন্দমতেঃ মম (গতি-শক্তিহীন এবং মন্দমতি আমার) গতী (একমাত্র গতি) মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ (যাঁহাদিগের পাদপদ্মই আমার সর্ব্বস্ব) সুরতৌ (কৃপালু) রাধামদনমোহনৌ জয়তাম্ (সেই শ্রীরাধামদনমোহনের জয় হউক)।

অনুবাদ।—ভক্তের প্রতি কৃপালু শ্রীরাধামদনমোহন জয়লাভ করুন। আমি মন্দমতি ও পঙ্গু কিন্তু তাঁদের চরণকমলই আমার সর্বস্ব ও পরম শরণ ॥ ১৫ ॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—দীব্যদ্বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ (পরমশোভাময় শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের নিম্নদেশে) শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ (পরমসুন্দর রত্নমন্দিরমধ্যস্থ সিংহাসনে আসীন) প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ (প্রিয় সখীগণকর্ত্তৃক পরিসেবিত) শ্রীমদ্রাধা-শ্রীল গোবিন্দদেবৌ স্মরামি (শ্রীমদ্রাধাগোবিন্দদেবকে স্মরণ করিতেছি)।

অনুবাদ।—শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি স্মরণ করি। দীপ্তিমান্ বৃন্দারণ্যে কল্পতরুর নীচে রত্নমন্দিরের রত্নসিংহাসনে আসীন তাঁরা প্রিয়সখীবেষ্টিত হয়ে বিরাজিত আছেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী
বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপী-
র্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—বংশীবটতটস্থিতঃ (বংশীবটের মূলদেশে অবস্থিত) বেণুস্বনৈঃ গোপীঃ কর্ষন্ (বেণুধ্বনিদ্বারা কান্তাভাববতী গোপীদিগের আকর্ষণকারী) রাসরসারম্ভী শ্রীমান্ গোপীনাথঃ (রাসরসপ্রবর্ত্তক সেই গোপীনাথ) নঃ শ্রিয়ে অস্তু (আমাদের কুশল বিধান করুন)।

অনুবাদ।—গোপীনাথ আমাদের মঙ্গল করুন। রাসলীলায় অভিলাষী হয়ে পরমসুন্দর ইনিই (যমুনাতটে) বংশীবটের তলে বেণু বাজিয়ে গোপীদের আকর্ষণ করেছিলেন ॥ ১৭ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ! (১)
এই তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে (২)
করিয়াছেন আত্মসাথ (৩)।
এ তিনের চরণ বন্দো তিন
মোর নাথ ॥
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান্— তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ ॥
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
বস্তু-নির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ আর নমস্কার (৪) ॥
আদি দুই শ্লোকে ইষ্টদেবে নমস্কার।
সামান্য-বিশেষরূপে দুইত প্রকার ॥

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ। সুতরাং সংস্কৃত শ্লোকের পর প্রকৃত গ্রন্থারম্ভে ইহাই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় শুভসূচনা—জয় জয় শ্রীচৈতন্য ইত্যাদি। এটি সাধারণ মঙ্গলাচরণ। কোনও কোনও পুঁথিতে এই পয়ার দুইটি দেখা যায় না। টীকাকারগণ পরবর্ত্তী পয়ারের এই তিন ঠাকুর অর্থে পূর্ব্বের তিন শ্লোকোক্ত গ্রন্থকারসেবিত মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ অর্থ ধরিয়াছেন।

(২) গৌড়িয়াকে— গৌড়দেশবাসী বৈষ্ণবগণকে।

(৩) আত্মসাথ—নিজত্বে অঙ্গীকার অর্থাৎ আপনার বলিয়া সেবাকার্য্যে গ্রহণ।

(৪) "আশীর্নমস্ক্রিয়াবস্তুনির্দ্দেশো বাপি তন্মুখম্।" বস্তুনির্দ্দেশ—গ্রন্থে বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ।

তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ।
যাহা হৈতে জানি পরতত্ত্বের উদ্দেশ॥
চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ।
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ॥
সেই শ্লোকে কহি বাহ্য-অবতার-কারণ (১)।
পঞ্চ-ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন॥
এই ছয় শ্লোকে কহি চৈতন্যের তত্ত্ব।
আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব॥
আর দুই শ্লোকেতে অদ্বৈত তত্ত্বাখ্যান।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান॥
এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ।
তহি মধ্যে কহি সব বস্তু-নিরূপণ॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ বিচার॥
সকল বৈষ্ণব শুন করি এক মন।
চৈতন্য-কৃষ্ণের শাস্ত্রমত নিরূপণ॥ (২)
কৃষ্ণ গুরুদ্বয় (৩) ভক্ত অবতার প্রকাশ (৪)।
শক্তি এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ॥

তথাহি—

বন্দে গুরূনীশভক্তানিত্যাদি॥

অনুবাদ।—প্রথম শ্লোক ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁ সবার আগে করি চরণ বন্দন॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
ইহা সভার পদ-আগে করি নমস্কার (৫)॥
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান (৬)।
তাঁ সভার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর অংশ-অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার॥
নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দোঁ, মুঞি যাঁর দাস॥
গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজশক্তি।
তাঁ সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম॥
সাবরণে (৭) প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
এই ছয় তেহোঁ যৈছে—করি সে বিচার (৮)॥
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ (৯)॥

---

(১) বাহ্যাবতার-কারণ—অবতীর্ণ হইবার বাহিরের কারণ—অবতার গ্রহণের একটি কারণ অধর্ম্মের অভ্যুত্থান নিবারণ ও ধর্ম্মসংস্থাপন। এইটি বাহ্যকারণ। আর অবতারীর নিজ উদ্দেশ্যসাধন মূলকারণ বা অন্তরঙ্গ কারণ। রসাস্বাদনই ঐ মূল-কারণ, তাহার নানাবিধ বৈচিত্র্যই উহার চমৎকারিত্বের হেতু। উহার দ্বারাই রসিক ও ভাবুকগণ আকৃষ্ট হন।

(২) অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভু যে **শ্রীকৃষ্ণ**, তাহা শাস্ত্রমতে নির্ণয়।

(৩) গুরুদ্বয়—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু।

(৪) **শ্রীকৃষ্ণ** স্বয়ংরূপে, গুরুতত্ত্বরূপে, শক্তি-তত্ত্বরূপে, ভক্তরূপে অবতাররূপে এবং প্রকাশতত্ত্বরূপে বিলাস অর্থাৎ লীলা করিয়া থাকেন।

(৫) আমি ইঁহাদের চরণ-স্পর্শের অযোগ্য, এই নিমিত্ত চরণের অগ্রে নমস্কার করি।

(৬) শ্রীবাস (পূর্ব্বলীলার নারদ) ভগবানের প্রধান ভক্ত, গৌর-ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীবাস সকলের শ্রেষ্ঠ।

(৭) সাবরণে—আবরণের সহিত অর্থাৎ পার্ষদগণের সহিত।

(৮) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইলেও তিনিই যে উক্ত ছয়রূপে বিলাস করেন তাহার বিচার করিতেছি।

(৯) যদ্যপি আমার গুরু (গ্রন্থকারের দীক্ষাগুরু) মহাপ্রভুর সেবকরূপে গণ্য হইতেছেন, তথাপি তিনি আমার গুরু, এবং গুরুতেই যখন ভগবানের প্রকাশ দেখা যায়, তখন আমি তাঁহাকে মহাপ্রভুর প্রকাশ বলিয়াই জ্ঞান করি।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১৮।২৭

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—[শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে উপদেশ দিতেছেন।] আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ (আচার্য্যকে আমারই স্বরূপ বলিয়া জানিবে)। কর্হিচিৎ ন অবমন্যেত (কখনও তাঁহাকে অবমাননা করিবে না)। মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা ন অসূয়েত (মানুষ ভাবিয়া কখনও তাঁহার দোষ দর্শন করিবে না)। গুরুঃ সর্ব্বদেবময়ঃ (কারণ শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদেবময়)।

অনুবাদ।—আচার্য্যকে আমার স্বরূপ ব'লে জেনো। কখনও তাঁর অবমাননা ক'র না। তিনি সাধারণ মানব—এই জ্ঞানে তাঁকে কখনও তাচ্ছিল্য ক'র না, কেননা সমস্ত দেবতাই গুরুতে আছেন॥ ১৯॥

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি—কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ (১) এই দুই রূপ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১১।২৯।৬

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥ ২০

অন্বয়ঃ।—[উদ্ধব শ্রীভগবান্‌কে কহিলেন] হে ঈশ (হে ভগবান্) যঃ (যে তুমি) আচার্য্যচৈত্যবপুষা (বাহিরে গুরুরূপে উপদেশাদি দ্বারা এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে সাধু প্রবৃত্তি দ্বারা) তনুভৃতাং (দেহধারী মানবগণের) অশুভং বিধুন্বন্ (ভক্তির প্রতিবন্ধক সমস্ত বাধাকে দূরীভূত করিয়া) স্বগতিং ব্যনক্তি (নিজরূপ বা নিজ বিষয়ক অনুভব প্রকাশ কর) কবয়ঃ (তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ) ব্রহ্মায়ুষাপি (ব্রহ্মার সমান পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াও) তব (সেই তোমার) অপচিতিম্ (উপকারের প্রত্যুপকারপূর্ব্বক অঋণী) ন উপযান্তি (হইতে পারেন না) কৃতং (তোমার কৃত উপকার—অশুভ নাশ ও অনুভব প্রকাশ) স্মরন্তঃ (স্মরণ করিয়া) ঋদ্ধমুদঃ (তাঁহারা পরমানন্দে মত্ত হন)।

অনুবাদ।—হে প্রভু, বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা ব্রহ্মার পরমায়ু পেলেও তোমার ঋণশোধ করতে পারবেন না। তুমি অন্তর্য্যামী রূপে মানবকে শুভ প্রবৃত্তি দাও ও গুরুরূপে বিষয়বাসনারূপ অশুভ থেকে নিবৃত্ত কর। এইভাবে সমস্ত অকল্যাণ দূর করে তাঁদের ভক্তিনির্ম্মল-চিত্তে আপনাকে প্রকাশ কর। তাই তাঁরা তোমার দয়া স্মরণ ক'রে পরমানন্দে বিভোর হয়ে থাকেন॥ ২০॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ ১০।১০

তেষাং সততযুক্তানাং
ভজতাং প্রীতি-পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং
যেন মামুপযান্তি তে॥ ২১

অন্বয়ঃ।—[শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন:—] সততযুক্তানাং (যাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা আমাতে আসক্ত) প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তেষাং (এবং যাঁহারা প্রীতিভরে আমাকে ভজন করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে) তং বুদ্ধিযোগং দদামি (সেই বুদ্ধিরূপ যোগ বা উপায় প্রদান করিয়া থাকি) যেন তে মাম্ উপযান্তি (যাহাদ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করেন)।

অনুবাদ।—আপন চিত্ত যারা নিঃশেষে আমাকেই দিয়েছে, প্রেমভরে যারা আমারই ভজনা ক'রে থাকে, তাদের আমি নির্ম্মল প্রজ্ঞা দান করি এবং সেই প্রজ্ঞার দ্বারাই তারা আমাকে লাভ করে॥ ২১॥

যথা ব্রহ্মণে ভগবান্
স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্।

(ভগবান্ ব্রহ্মাকে স্বয়ং উপদেশ প্রদান করিয়া যেমন অনুভব করাইয়াছিলেন)।

তথাহি

শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৯।৩০-৩১

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ ২২

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়া অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে ঐ বিষয়ে অনুভব করাইয়া দেন। সুতরাং তিনি উক্ত দুইরূপে শিক্ষাগুরু হইয়া থাকেন।

যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—[শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন :—] পরমগুহ্যং (পরম গোপনীয়) বিজ্ঞানসমন্বিতম্ (অনুভবযুক্ত) যৎ মে জ্ঞানং ময়া গদিতং (মদ্বিষয়ক যে তত্ত্বজ্ঞান মৎকর্ত্তৃক কথিত হইতেছে) সরহস্যং ভক্তি-সমন্বিতং (তাহা প্রেমভক্তিরূপ রহস্যের সহিত) তদঙ্গঞ্চ (শ্রবণাদি ভক্তিরূপ সহায়ক সহ) গৃহাণ (গ্রহণ কর)। অহং যাবান্ (আমি স্বরূপতঃ যাদৃশ) যথাভাবঃ (যল্লক্ষণযুক্ত) যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ (যাদৃশ রূপ গুণ ও লীলা বিশিষ্ট) তথৈব তত্ত্ব-বিজ্ঞানং মদনুগ্রহাৎ তে অস্তু (আমার অনুগ্রহে তোমার সেই যাথার্থ্যানুভব হউক)।

অনুবাদ।—পরমগোপনীয় আমার সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান পরমপ্রজ্ঞাস্বরূপ এবং রহস্যময়—এখন অঙ্গ-সহিত সেই তত্ত্ব আমি বলি তুমি শ্রবণ কর। আমার স্বরূপ কি, আমার স্বভাব কি, আমার রূপ গুণ কর্ম্মই বা কি এই সব তত্ত্বের নির্ম্মল প্রজ্ঞা অর্থাৎ বোধ আমার অনুগ্রহে তুমি লাভ কর॥ ২২।২৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৯।৩২

অহমেবাসমেবাগ্রে
নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ
যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—অহম্ এব অগ্রে এব আসন্ (আমিই সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলাম) অন্যৎ যৎ সদসৎ পরম্ (অন্য স্থূল সূক্ষ্ম বা ইহার কারণ অর্থাৎ প্রকৃতি) ন [আসীৎ (ইহা কিছুই ছিল না)]; পশ্চাৎ (পশ্চাতে অর্থাৎ সৃষ্টির অবস্থাতেও আমি আছি) অহম্ এতচ্চ যৎ (যঃ) [প্রলয়ে]; অবশিষ্যেত (ইহার পরে অর্থাৎ প্রলয়েও যাহা অবশিষ্ট থাকে) সঃ অহম্ অস্মি (সেও আমি)।

অনুবাদ।—সৃষ্টির পূর্ব্বেও আমিই বর্ত্তমান ছিলাম, প্রকৃতি বা প্রকৃতির বিকার কিছুই ছিল না। প্রলয়ে আমি থাকি, স্থিতিতেও আমি থাকি। সৃষ্টি যার থেকে হয়, স্থিতি যার দ্বারা হয়ে থাকে এবং যাতে সব কিছুর লয় ঘটে সেই আমিই চিরন্তন সত্য ও নিত্য॥ ২৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৯।৩৩

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত
ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাত্মনো মায়াং
যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—অর্থম্ (পরমার্থ বস্তু আমি) ঋতে (বিনা) যৎ প্রতীয়েত (যাহার প্রতীতি হয়) আত্মনি (নিজের মধ্যে স্বতঃ) চ ন প্রতীয়েত (যাহার প্রতীতি ঘটে না) তৎ আত্মনঃ (তাহাই আমার) মায়াং বিদ্যাৎ (মায়া বলিয়া জানিবে) যথা আভাসঃ যথা তমঃ (দৃষ্টান্ত—যেরূপ প্রতিচ্ছায়া বা অন্ধকার)।

অনুবাদ।—আত্মজ্ঞান না হ'লে যার প্রতীতি হয় এবং আত্মজ্ঞান হ'লে যার প্রতীতি হয় না সেই আমার মায়া। যেমন বিম্ব না থাকলে প্রতিবিম্বের প্রতীতি হয় না, যেমন অন্ধকারকেও দৃষ্টির আলোক দিয়েই দেখতে হয় তেমনি আমার মায়াও পরমার্থ-প্রতীতি থেকে ভিন্ন হ'য়েও পরমার্থের আশ্রয় ভিন্ন প্রতীত হয় না॥ ২৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৯।৩৪

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—যথা মহান্তি ভূতানি (যেরূপ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূত) উচ্চাবচেষু ভূতেষু (সর্ব্ববিধ প্রাণীতেই) অপ্রবিষ্টানি (অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ বহিঃস্থিত) অনুপ্রবিষ্টানি (মধ্যে প্রবিষ্ট) তথা (তদ্রূপ) অহম্ (আমি) তেষু (তাহাদের মধ্যে আমিও বটে) ন তেষু (তাহাদের মধ্যে নাইও বটে)।

অনুবাদ।—যেমন পঞ্চমহাভূত সমস্ত প্রাণীতে একই সময়ে অনুপ্রবিষ্ট ও অপ্রবিষ্ট, তেমনি আমিও একই সময়ে লোকময় হ'য়েও লোকাতীত॥ ২৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৯।৩৫

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং
তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং
যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং (বিধি এবং নিষেধ দ্বারা) যৎ (যাহা) সর্ব্বদা (সকল সময়ে) সর্ব্বত্র (সকল স্থানে) স্যাৎ (বিদ্যমান রহিয়াছে) এতাবৎ (তদ্বিষয়) এব আত্মনঃ (এই আমার) তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা (তত্ত্বজ্ঞানলাভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের দ্বারা) জিজ্ঞাস্যং (জিজ্ঞাসার যোগ্য)।

অনুবাদ।—যার উপস্থিতি সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র সকলের অবস্থিতির কারণ এবং যার অনুপস্থিতি সকলের অনবস্থিতির কারণ সেই পরমতত্ত্বই তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির জিজ্ঞাসার যোগ্য ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিল্বমঙ্গলস্য শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ১মঃ শ্লোকঃ

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ংবররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—চিন্তামণিঃ মে সোমগিরিঃ গুরুঃ জয়তি (চিন্তামণি স্বরূপ আমার গুরু সোমগিরি জয়লাভ করুন)। জয়শ্রীঃ (শ্রীরাধা) যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু (যাঁহার পদকল্পতরুর পল্লবাগ্রে) লীলাস্বয়ংবররসং লভতে (স্বয়ম্বররসলীলা অর্থাৎ উজ্জ্বল রসলীলারূপ সুখ লাভ করেন) স শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ ভগবান্ শিক্ষাগুরুশ্চ জয়তি (শিক্ষাগুরুরূপ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক যাঁহার চূড়া শিখিপাখাশোভিত)।

অনুবাদ।—আমার গুরু সোমগিরি চিন্তামণিস্বরূপ, তিনি জয়লাভ করুন। জয়লাভ করুন আমার শিক্ষাগুরু শিখিপুচ্ছধারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর পদযুগল কল্পতরুর সঙ্গে তুলনীয় এবং যার পল্লবতুল্য অঙ্গুলির অগ্রভাগে শ্রীমতী রাধিকা মধুর লীলারস আস্বাদন ক'রে থাকেন ॥ ২৮ ॥

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে(১)
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে (২)॥

(১) শ্রীকৃষ্ণ চৈত্ত্যরূপে অর্থাৎ চিত্তের অধিষ্ঠাতা অন্তর্য্যামী গুরুরূপে সাধারণ জীবের চক্ষুর গোচর হন না, সেই জন্য তিনি মহান্তস্বরূপে শিক্ষাগুরু হন। ইহাও সাধারণ নিয়ম, যেহেতু শুদ্ধচিত্ত ভক্তিনিষ্ঠ জীবে অন্তর্য্যামিরূপেও শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়া থাকেন।

(২) মহান্তস্বরূপেও—ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৬।২৬)

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য
সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি
মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—[শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন] ততঃ (সেই হেতু) বুদ্ধিমান্ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) দুঃসঙ্গম্ (দুঃসঙ্গকে) উৎসৃজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) সৎসু সজ্জেত (সৎসঙ্গে আসক্ত হইবেন)। সন্ত এবাস্য (সাধুগণই ইঁহার) মনোব্যাসঙ্গম্ (মনের বিশেষ আসক্তি) উক্তিভিঃ (ভক্তিবিষয়ক উপদেশ বাক্য দ্বারা) ছিন্দন্তি (ছেদন করেন)।

অনুবাদ।—যিনি বুদ্ধিমান্ তিনি অসৎসঙ্গ ত্যাগ ক'রে সৎসঙ্গ করবেন, কারণ সাধুজনেরাই সদুপদেশ দিয়ে মনের আসক্তিকে ছিন্ন করেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২৫।২৫

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—[শ্রীকপিলদেব স্বীয় মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন] মম বীর্য্যসংবিদঃ (আমার মহিমাপ্রকাশক) হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ (হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তিজনক কথা) সতাং প্রসঙ্গাৎ ভবন্তি (সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে হইয়া থাকে)। তজ্জোষণাৎ (সেই কথার সেবা বা আস্বাদনের দ্বারা) অপবর্গবর্ত্মনি (মুক্তির পথ স্বরূপ ভগবানে) আশু শ্রদ্ধা রতিঃ ভক্তিঃ (শীঘ্র শ্রদ্ধা অনুরাগ ও প্রেমভক্তি) অনুক্রমিষ্যতি (ক্রমে ক্রমে জন্মিয়া থাকে)।

অনুবাদ।—সাধুরা একত্র মিলিত হ'লে আমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ক'রে থাকেন। সাধুদের সঙ্গে থেকে সেই সব হৃদয়রঞ্জন শ্রুতিমধুর কথা শ্রবণ ক'রে অচিরেই মুক্তির পথ স্বরূপ ভগবানের প্রতি ক্রমশঃ মনে শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও প্রেম-ভক্তির উদয় হয় ॥ ৩০ ॥

ঈশ্বর-স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥ (৩)

(৩) শ্রীভগবান্ ভক্তের হৃদয়ে সতত অবস্থান করেন বলিয়া আধার ও আধেয়ের একত্ব হেতু ভক্ত ভগবৎস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।৬০)

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং
সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি
নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—[শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিতেছেন] সাধবঃ মহ্যং হৃদয়ম্ (সাধুগণই আমার প্রাণতুল্য প্রিয়) অহন্তু সাধূনাং হৃদয়ম্ (আমিও সাধুদিগের হৃদয় স্বরূপ) তে মদন্যৎ ন জানন্তি (তাঁহারা আমাকে ছাড়া জানেন না) অহং তেভ্যঃ মনাক্ অপি (আমিও তাঁহাদিগকে ছাড়া কিছুমাত্র) [ন জানে] (জানি না)।

অনুবাদ।—সাধুরা আমার প্রাণ, আমিও সাধুগণের প্রাণ। তাঁরাও আমাকে ছাড়া কিছু জানেন না, আমিও তাঁদের ছাড়া কিছু জানি না ॥ ৩১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১৩।১০

ভবদ্বিধা ভাগবতা-
স্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি
স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—[যুধিষ্ঠির বিদুরকে বলিলেন]—হে প্রভো ভবদ্বিধাঃ ভাগবতাঃ (হে প্রভো আপনার ন্যায় ভগবদ্ভক্ত সকল) স্বয়ং তীর্থীভূতাঃ (স্বয়ং তীর্থস্বরূপ) স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা (আপনার অন্তরে স্থিত গদাধরের দ্বারা) তীর্থানি তীর্থীকুর্ব্বন্তি (তীর্থসমূহকে তীর্থরূপে পরিণত করেন)।

অনুবাদ।—হে প্রভু, আপনার মতন ভক্তজন স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। আপনাব অন্তরে স্বয়ং ভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন সুতরাং তীর্থকেও আপনি নূতন করে তীর্থ করেন ॥ ৩২ ॥

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।
পারিষদগণ এক সাধকগণ আর ॥ (১)

(১) পারিষদ—ব্রজে নিত্যসিদ্ধ শ্রীদামাদি ও নবদ্বীপে শ্রীবাসাদি। সাধক—শ্রীবিল্বমঙ্গল জয়দেবাদি।

ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার—
অংশ-অবতার (২) আর গুণাবতার (৩) ॥
শক্ত্যাবেশ (৪) অবতার তৃতীয় এমত।
অংশ অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশে সনকাদি পৃথু ব্যাসমুনি ॥
দুইরূপে হয়ে ভগবানের প্রকাশ—
একে ত প্রকাশ হয় আরে ত বিলাস ॥
একই বিগ্রহ (৫) যদি হয় বহুরূপ।
আকারে ত ভেদ নাহি একই স্বরূপ ॥
মহিষী বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৬৯।২)

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—এতৎ বত চিত্রম্ (ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে) একঃ (একাকী শ্রীভগবান্) একেন বপুষা (একই দেহের দ্বারা) যুগপৎ (একই সময়ে) পৃথক্ গৃহেষু (পৃথক্ পৃথক্ গৃহে অবস্থিত হইয়া) দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয়ঃ (ষোল হাজার স্ত্রীকে) উদাবহৎ (বিবাহ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—একাকী শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শসহস্র রমণীকে

(২) যিনি স্বয়ংরূপ হইতে অভিন্ন হইয়াও বিলাস-শক্তি অপেক্ষাও অল্পপরিমিত শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে অংশাবতার কহে।

(৩) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের নিমিত্ত ভগবান্ যে অবতার গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম গুণাবতার।

(৪) জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥
(লঘুভাগবতামৃত)।

অর্থাৎ জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতির অংশমাত্র সমন্বিত হইয়া শ্রীভগবান্ যে যোগ্য জীবে আবিষ্ট হন তাঁহাকে আবেশাবতার বলা হয়।

(৫) বিগ্রহে—দেহে।

পৃথক্ পৃথক্ গৃহে একই কালে বিবাহ করেছিলেন—এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার ॥ ৩৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩৩।৩

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো
গোপীমণ্ডল-মণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন
তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং
কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্—॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—[শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিলেন]—কণ্ঠে গৃহীতানাং তাসাং (কণ্ঠদেশে আলিঙ্গিত সেই গোপীদিগের) দ্বয়োর্দ্বয়োঃ মধ্যে প্রবিষ্টেন (দুই দুইজনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া) যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন (যোগেশ্বর কৃষ্ণের দ্বারা) গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ (গোপীমণ্ডলে শোভিত) রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ (রাসোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল) স্ত্রিয়ং যং স্বনিকটং মন্যেরন্ (গোপীগণ যে কৃষ্ণকে তাহাদিগের নিজ নিজ নিকটে মনে করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—গোপীমণ্ডল শোভিত রাসলীলা আরম্ভ হ'ল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে প্রতি দুজন গোপীর মধ্যবর্ত্তী হলেন। প্রত্যেক গোপীই মনে করলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁরই নিকটে আছেন ॥ ৩৪ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (১।২১)

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥৩৫

অন্বয়ঃ।—একস্য (একই) রূপস্য (রূপের) একদা (একই কালে) অনেকত্র (অনেক স্থানে) যা প্রকটতা (যে আবির্ভাব) সর্ব্বথা তৎস্বরূপা এব (তাহা সকল প্রকারেই সেই মূলরূপের তুল্যই) সঃ প্রকাশঃ ইতীর্য্যতে (তাহাকে প্রকাশ বলা হয়)।

অনুবাদ।—একই সময়ে অনেক স্থানে একটি বিগ্রহের যে স্ব-স্বরূপে একাধিক আবির্ভাব—তাকেই প্রকাশ বলে ॥ ৩৫ ॥

একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে বিলাস-লক্ষণম্।

স্বরূপমন্যাকারং যৎ
তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা
স বিলাস ইতীর্য্যতে ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—তস্য (সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) যৎ স্বরূপং (যে স্বরূপ) বিলাসতঃ (বিলাস বা লীলাবশতঃ) অন্যাকারং (ভিন্নাকৃতি) ভাতি (প্রকাশ পায়) শক্ত্যা প্রায়েন আত্মসমং (কিন্তু শক্তিতে তাহা প্রায় শ্রীকৃষ্ণের সমান) স বিলাস ইতি ঈর্য্যতে (তাহাকে বিলাস বলিয়া থাকে)।

অনুবাদ।—শক্তিপ্রকাশে প্রায় সদৃশ থেকেও বিলাসের জন্য ভিন্ন আকৃতিতে প্রতিভাত হয়—শ্রীকৃষ্ণের যে স্বরূপ—তাকেই বিলাস বলে ॥ ৩৬ ॥

যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ ॥
ঈশ্বরের শক্তি (১) হয় এ তিন প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর (২) ॥
ব্রজে গোপীগণ আর সভাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান্ ॥
স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কায়ব্যূহ তাঁর সম (৩)।
ভক্ত-সহিতে হয় তাহার আবরণ ॥

---

(১) 'ঈশ্বরের'—কৃষ্ণের পাঠান্তর। শক্তি—হ্লাদিনীশক্তি।

(২) বৈকুণ্ঠপুরে লক্ষ্মীগণ ও দ্বারকাপুরে রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ।

(৩) যাতে (যে প্রাধান্য হেতু) ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্ (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান) সেই প্রাধান্য হেতুই ব্রজগোপীগণও সর্ব্বপ্রধান, কারণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষভাবে তাঁহার রূপ প্রকট হয়। সুতরাং তিনি প্রধান, কিন্তু তাহা হইতেই বলদেব প্রভৃতি বিলাস-মূর্ত্তি সকলের প্রকাশ হওয়াতে বিলাস-মূর্ত্তি সকল অপ্রধান। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সমান সুতরাং স্বয়ংরূপ; আর লক্ষ্মী ও রুক্মিণী প্রভৃতি তাঁহারই বিলাস-মূর্ত্তি সুতরাং শ্রীরাধাই প্রধান। ব্রজগোপীগণ শ্রীরাধার দ্বিতীয় দেহস্বরূপ বলিয়া তাঁহারাও প্রধান।

ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সভার বন্দন।
এ সভার বন্দন সর্ব্ব শুভের কারণ ॥
প্রথম শ্লোকে কহি সামান্য মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ
চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ

অনুবাদ।—১ম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় শ্লোকে এর অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটিসূর্য্য-চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম (১)
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্ব-শৈলে করিল উদয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাহার প্রকাশে সর্ব্ব জগত আনন্দ ॥
সূর্য্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি কৈল তত্ত্ব-বস্তু দান ॥
অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা-আদি সব ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১।২

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে
কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুদ্ধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—মহামুনিকৃতে অত্র শ্রীমদ্ভাগবতে (মহামুনিকৃত এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে) নির্ম্মৎসরাণাং সতাং (নির্ম্মৎসর সাধুদিগের) প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ (কৈতবশূন্য) পরমঃ ধর্ম্মঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম) শিবদং (মঙ্গলপ্রদ, পরম সুখপ্রদ) তাপত্রয়োন্মূলনং (তাপত্রয়-নাশক) বাস্তবং (পরমার্থভূত) বস্তু অত্র বেদ্যম্ (প্রকৃত তত্ত্ব ইহাতেই জ্ঞাতব্য)। পরৈঃ (অন্য শাস্ত্রদ্বারা) ঈশ্বরঃ হৃদি কিংবা সদ্যঃ (ঈশ্বর হৃদয়ে কি তৎক্ষণাৎ অথবা কিছু বিলম্বে) অবরুধ্যতে (অবরুদ্ধ হয়েন?) অত্র শুশ্রূষুভিঃ (কিন্তু ইহাতে শ্রবণাভিলাষী) কৃতিভিঃ তৎক্ষণাৎ (পুণ্যাত্মাদিগের হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হয়েন)।

অনুবাদ।—মহামুনি ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা। ঈশ্বরের আরাধনারূপ পরম ধর্ম্মই এতে নিরূপিত হয়েছে। সর্ব্বপ্রাণীর পরম কল্যাণকামী আসক্তি-বিদ্বেষ-শূন্য সাধুজনেরা এই ধর্ম্মকেই গ্রহণ করেছেন, কারণ যে ধর্ম্ম ফললাভের আশায় আচরিত, এমন কি মুক্তির জন্যও যে ধর্ম্ম গৃহীত হয় সে ধর্ম্ম ধর্ম্মের ছল মাত্র। ত্রি-তাপনাশক এই ধর্ম্ম শুভদ এবং পরমার্থ-ভূত বস্তু। অন্য কোন ধর্ম্মাচরণ দ্বারা কি ঈশ্বরকে তৎক্ষণাৎ লাভ করা যায়? যাঁরা শ্রীমদ্ভাগবতের পরম ধর্ম্ম শোনবার জন্যেও উৎসুক তারাও তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে লাভ করেন ॥ ৩৮ ॥

তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান (২) ॥

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামি-চরণৈঃ—
উজ্ঝিত-কৈতবঃ ফলানুসন্ধান-রহিতঃ
প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ ॥

শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন—
উজ্ঝিতকৈতব অর্থাৎ ফলের অনুসন্ধান-হীন,

(১) নিজধাম—নিজের তেজ বা প্রভাব।

(২) জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস; সুতরাং তাঁহার দাসত্ব ভিন্ন নিজের সুখের জন্য অন্য যাহা কিছু সকলই কৈতব অর্থাৎ কপট। মানব ফললাভের আশায় ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে সুতরাং ধর্ম্মাদি কৈতব। তবে ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেকও হইতে পারে। কিন্তু মুক্তিকামী ব্যক্তির হৃদয়ে কখনও ভক্তির স্থান নাই, কারণ 'সোঽহম্' অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্ম এই ভাব মনে আসিলেই মন হইতে সেব্য-সেবকভাব অর্থাৎ ভক্তি দূর হয়, সুতরাং মোক্ষলাভের ইচ্ছা কৈতব-প্রধান।

প্রোজ্ঝিত-শব্দের 'প্র'—এই উপসর্গের দ্বারা মোক্ষ-লাভের ইচ্ছাকেও নিবারণ করা হয়েছে।

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো ধর্ম্ম ॥
যাঁহার প্রসাদে এই তম হয় নাশ।
তমোনাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥
তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তি, প্রেমরূপ।
নাম সংকীর্ত্তন—সবার আনন্দ স্বরূপ ॥
সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তম সে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট-পট-আদি সে প্রকাশে ॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥
এক ভাগবত বড়—ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র ॥
দুই ভাগবত-দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তাহার প্রেমে হয় বশ (১) ॥
এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্ত-গুহার তমো করে নাশ ॥
এই চন্দ্র সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয় ॥
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥

(১) শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ ও ভক্তের সহিত জীবের সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে জীবের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইলে ইঁহারা সেই প্রেমে জীবের বশ হন।

এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল বন্দন।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন ॥
বক্তব্য বাহুল্য, গ্রন্থ বিস্তারের ডরে।
বিস্তারি না বর্ণি, সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে ॥

অনাদিব্যবহারসিদ্ধ প্রাচীনৈঃ স্বশাস্ত্রে উক্তঞ্চ
মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা ইতি ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ। —মিতং (বর্ণবাহুল্যরহিত) সারং (প্রকৃতার্থব্যঞ্জক) বচো হি (বচনই) বাগ্মিতা (বাকপটুতা) ইত্যুচ্যতে (রূপে উক্ত হয়)।

অনুবাদ। —বাগ্মিতা বলতে বোঝায় পরিমিত ও সার বচনবিন্যাস ॥ ৩৯ ॥

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ(২)।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে—পাইবে সন্তোষ ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত ভক্তি-নাম-প্রেমরসতত্ত্ব ॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তু-তত্ত্বসার ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং গুর্ব্বাদি-বন্দন-মঙ্গলাচরণং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

(২) অজ্ঞানাদি—অজ্ঞান, বিপর্য্যাস, ভেদ, ভয় ও শোক এই পাঁচটি অজ্ঞান—স্বরূপের অপ্রকাশ। বিপর্য্যাস—দেহাদিতে অহংবুদ্ধি। ভেদ—ভোগেচ্ছা। ভয়—ভোগপ্রতিঘাত। শোক—ভোগনাশ। ভোগ-নাশে আমি 'মরিলাম' এই বুদ্ধির নাম শোক। দোষ—মোহ তন্দ্রাদি আঠার প্রকার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে
বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহ-
ব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—বালোঽপি (বালকেও) যদনুগ্রহাৎ (যাঁহার অনুগ্রহে) নানামতগ্রাহব্যাপ্তং (নানামত-রূপ কুম্ভীরাদি জলজন্তুসঙ্কুল) সিদ্ধান্তসাগরং তরেৎ (সিদ্ধান্ত সাগর উত্তীর্ণ হয়) তং শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে (সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি)।

অনুবাদ।—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি, যাঁর অনুগ্রহে বালকও জলজন্তুসঙ্কুল সমুদ্রের মতন কুতর্কসঙ্কুল শাস্ত্রসিদ্ধান্ত পার হ'তে পারে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলা-
পাথোজনিভ্রাজিতা,
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপ-
শ্রেণীবিলাসাস্পদম্।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্ব্বহতু মে
জিহ্বামরু-প্রাঙ্গণে,
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব লস-
ল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী ॥ ২

অন্বয়ঃ।—শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন—গান-নর্ত্তন-কলা-পাথোজনিভ্রাজিতা (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক উচ্চসংকীর্ত্তন গান এবং নৃত্যের বৈদগ্ধ্যরূপ কমলের দ্বারা সুশোভিত) সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণী-বিলাসাস্পদং (এবং যাহা সাধু ভক্তাবলীরূপ হংসচক্রবাক ও মধুকরশ্রেণীর বিহারের উপযুক্ত স্থান স্বরূপ) কর্ণানন্দিকলধ্বনিঃ (যাহা কর্ণের আনন্দজনক কলধ্বনিবিশিষ্ট) তব লসল্লীলা-সুধাস্বর্ধুনী (তোমার সেই সমুজ্জ্বল লীলারূপ অমৃতমন্দাকিনী) মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে বহতু (আমার জিহ্বারূপ মরুপ্রাঙ্গণে প্রবাহিত হউক)।

অনুবাদ।—হে চৈতন্য, দয়ানিধি! তোমার উজ্জ্বললীলামৃত স্বর্গের মন্দাকিনীর সঙ্গে তুলনীয়। স্বর্গের মন্দাকিনী কমলশোভিত, তোমার লীলা কৃষ্ণের কীর্ত্তন গানে ও নর্ত্তনে শোভিত। স্বর্গের মন্দাকিনী হংস, চক্রবাক ও মধুকর-শ্রেণীর বিলাসস্থল, তোমার লীলাও সজ্জন ও ভক্তদের বিলাসস্থল। স্বর্গের মন্দাকিনীর কলধ্বনি শ্রুতিসুখকর, তোমার লীলার সংকীর্ত্তনধ্বনিও শ্রুতিসুখকর। কৃষ্ণনামগুণকীর্ত্তনহীন আমার রসনা মরুর সঙ্গে তুলনীয়, মন্দাকিনীর মতন তোমার লীলারসস্রোতস্বিনী আমার জিহ্বামরুতে প্রবাহিত হোক ॥ ২ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।
বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়মযং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৩

অনুবাদ।—এর অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের ৩নং শ্লোকে আছে।

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা অংশ স্বরূপ তিন বিধেয় চিহ্ন (১) ॥
অনুবাদ আগে, পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র বিবরণ ॥

---

(১) ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই তিনটি অনুবাদ এবং অঙ্গপ্রভা, অংশ ও স্বরূপ এই তিনটি বিধেয়। —"বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত। অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত।" অর্থাৎ যথাক্রমে ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা অংশ ও ভগবান্ স্বরূপ। চিহ্ন—চেন অর্থাৎ জান।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥
প্রকাশবিশেষে তেঁহো (১) ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান্॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ-
স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি
ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ৪

অন্বয়ঃ।—[শ্রীশুকদেব শৌনকাদিকে বলিতেছেন] —তত্ত্ববিদঃ তৎ তত্ত্বং বদন্তি (তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ তাহাকে তত্ত্ব বলিয়া থাকেন) যৎ অদ্বয়ম্ জ্ঞানং (যে অখণ্ড দ্বিতীয়রহিত জ্ঞানকে) ব্রহ্ম ইতি, পরমাত্মা ইতি, ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে (তাহারা ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ এই নামে অভিহিত করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ।—তত্ত্বজ্ঞেরা যে অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলে থাকেন, সেই অখণ্ড তত্ত্বই কখনো ব্রহ্ম রূপে, কখনো পরমাত্মা রূপে, কখনো বা ভগবান্ রূপে কথিত হ'য়ে থাকেন॥ ৪॥

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ (২) মণ্ডল।
উপনিষদ্ (৩) কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল(৪)॥
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ(৫)॥

---

(১) তেঁহো—তিনি অর্থাৎ শ্রীনন্দ-নন্দন।

(২) শুদ্ধকিরণ - অপ্রাকৃত জ্যোতিঃ বা জ্যোতির্মাত্র।

(৩) উপনিষদ্—বেদের জ্ঞানকাণ্ড।

(৪) সুনির্ম্মল—মায়াস্পর্শশূন্য।

(৫) মানস দিব্য দৃষ্টি লাভ না করিলে সাধারণ দৃষ্টিতে সূর্য্যদেবের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিতে পায় না, তাঁহাকে আলোকপিণ্ড বলিয়াই জানে। সেইরূপ ভক্তি না থাকিলে শুধু জ্ঞান দ্বারা মানব শ্রীভগবানের শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পায় না, তাঁহাকে নিরাকার কিরণ-মাত্র ভাবিয়া নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া আখ্যাত করে।

ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৫

অন্বয়ঃ।—জগদণ্ড-কোটিকোটিষু (কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে) অশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নং (অশেষ পৃথিব্যাদি বিভূতির দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত) নিষ্কলম (পরিপূর্ণ) অনন্তম্ অশেষভূতম্ (অন্তহীন এবং অশেষভূত) তৎ ব্রহ্ম (সেই ব্রহ্ম) প্রভবতঃ যস্য প্রভা (প্রভাবশালী যাঁহার কান্তি) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি (সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি)।

অনুবাদ।—আদিম আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। প্রভাবশালী এঁরই প্রভা ব্রহ্ম—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি বিভূতি পরিব্যাপ্ত এবং যিনি নিষ্কল অর্থাৎ অখণ্ড, অনন্ত ও অশেষভূত॥ ৫॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ-কান্তি॥
সে গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৬।৪৭)

মুনয়ো বাতবসনাঃ
শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি
শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—[উদ্ধব শ্রীভগবান্‌কে বলিতেছেন—] বাতবসনাঃ (দিগম্বর) মুনয়ঃ (মুনিগণ) ঊর্দ্ধমন্থিনঃ (ঊর্দ্ধরেতা) শান্তাঃ শ্রমণাঃ (জিতেন্দ্রিয় সাধুগণ) অমলাঃ সন্ন্যাসিনঃ (বিমলচিত্ত সন্ন্যাসিগণ) তে ব্রহ্মাখ্যং ধাম যান্তি (তোমার ব্রহ্মনামক ধামে গমন করেন)।

অনুবাদ।—দিগম্বর মুনিগণ, জিতেন্দ্রিয় সাধুগণ এবং নির্ম্মলচরিত্র শান্ত সন্ন্যাসিগণ তোমার ব্রহ্মরূপ ধামে গমন করেন॥ ৬॥

আত্মা-অন্তর্য্যামী যারে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয়॥

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে (১)।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (১০।৪২)

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো
জগৎ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—[শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন—] অথবা (হে) অর্জ্জুন! বহুনা (পৃথক্ পৃথক্) এতেন জ্ঞাতেন তব কিম্ (ইহা জানিয়া তোমার কি প্রয়োজন?) অহম্ একাংশেন (আমি এক অংশের দ্বারাই) ইদং কৃৎস্নং জগৎ (এই সকল জগৎ) বিষ্টভ্য স্থিতঃ (ব্যাপিয়া অবস্থিত)।

অনুবাদ।—হে অর্জ্জুন! একটি একটি করে জানার কি প্রয়োজন? আমার একাংশ দিয়েই আমি সারা জগৎ ব্যাপ্ত করে রেখেছি॥ ৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৯।৪২)

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—[শ্রীভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছেন—] বিধূতভেদমোহঃ অহম্ (যাহার ভেদরূপ মোহ দূরীভূত হইয়াছে সেই আমি) আত্ম-কল্পিতানাং (স্বয়ংনির্ম্মিত) শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতম্ (শরীরধারিগণের হৃদয়ে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত) তম্ ইমম্ অজং (সেই এই জন্মরহিত শ্রীকৃষ্ণকে) একম্ অর্কং প্রতিদৃশং নৈকধা ইব (প্রত্যেকের দৃষ্টিতে বহুপ্রকারে প্রতিভাত সূর্য্যবৎ) সমধিগতোঽস্মি (প্রাপ্ত হইয়াছি)।

অনুবাদ।—আমার ভেদমোহ আর নেই, কারণ আমি জেনেছি, বিভিন্ন লোকের দৃষ্টিতে নানাভাবে প্রকাশিত হ'লেও সূর্য্য যেমন এক, তেমনি নিজসৃষ্ট প্রাণীদের হৃদয়ে হৃদয়ে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত সেই শ্রীকৃষ্ণও প্রকৃতপক্ষে জন্মরহিত অর্থাৎ এক॥ ৮॥

সেইত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাঞি॥
পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্॥
বেদ ভাগবত উপনিষদ্ আগম।
'পূর্ণতত্ত্ব' যাঁরে কহে—নাহি যাঁর সম॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁর দরশন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞানযোগ মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব॥
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়েত উপমা॥
সেই নারায়ণ—কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে বিভেদ॥
ইহোঁত দ্বিভুজ তিহোঁ ধরে চারি হাত।
ইহোঁ বেণু ধরে, তিঁহো চক্রাদিক সাধ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১৪)

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নর-ভু-জলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ ৯

অন্বয়ঃ।—[ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন—] ত্বং নারায়ণঃ ন হি (তুমি কি নারায়ণ নহ?) যত ত্বং সর্ব্বদেহিনাম্ আত্মা অসি (যেহেতু তুমি সকল দেহীর আত্মা), (তথা) হে অধীশ (হে সর্ব্বেশ্বর) অখিল-লোক-সাক্ষী অসি (সমস্তলোকের অন্তরে থাকিয়া সাক্ষী বা অন্তর্য্যামী) নরভূজলায়নাৎ নারায়ণঃ (জীব-হৃদয়ে ও কারণসলিলে আশ্রয় হেতু যিনি নারায়ণ) তব অঙ্গং (তিনি তোমারই দেহ বা মূর্ত্তি) তৎ চ অপি সত্যং ন তু মায়া (তাহাও সত্য—তোমার মায়া নহে)।

---

(১) যেমন গগনস্থ এক সূর্য্য অনন্ত স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনন্তরূপে প্রকাশ পান, সেইরূপে নিত্যধামস্থ শ্রীকৃষ্ণ অনন্তজীবে পরমাত্মরূপে অনন্ত প্রতীয়মান হয়েন।
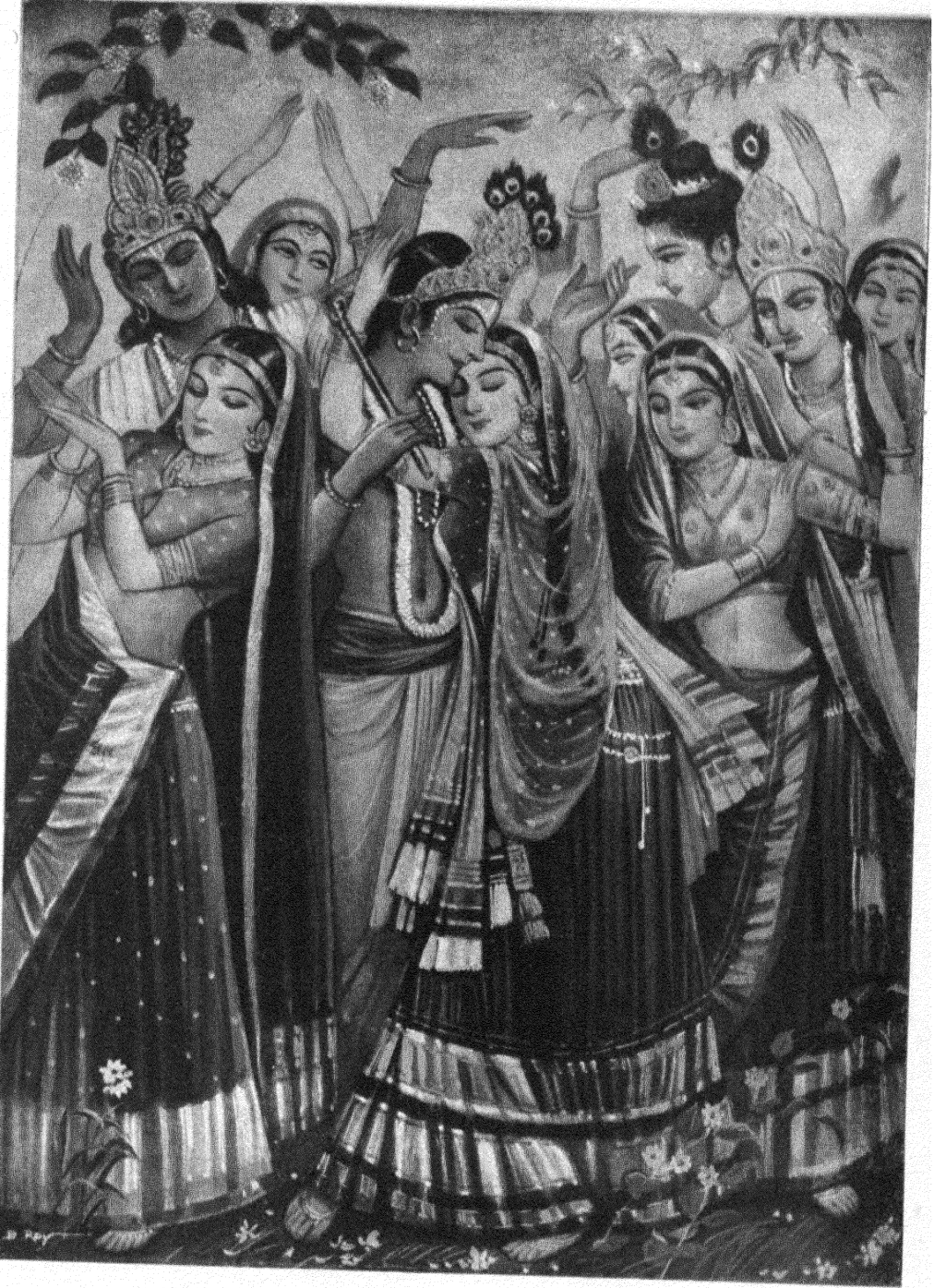
রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি-বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্যাস॥

অনুবাদ।—[ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন] তুমি যখন সর্ব্বজীবের আত্মা, তখন তুমি কি নারায়ণ নহ? নার শব্দের অর্থ জীবকুল, অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়। জীবসমূহের যিনি আশ্রয়, সেই পরমাত্মাই নারায়ণ; অতএব তুমি পরমাত্মা বলিয়াই তুমি নারায়ণ। যিনি সকল লোককে জানেন বা সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহাকেও নারায়ণ বলা যায়। আবার জীবের হৃদয় এবং জল এই দুইটি যাঁহার আশ্রয়, সেই প্রসিদ্ধ নারায়ণ তোমারই অংশ অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশেষ। তিনি তোমা হইতে ভিন্ন নহেন। তবে সেই নারায়ণের যে তাদৃশ পরিচ্ছিন্নত্ব (পার্থক্য) তাহা সত্য নহে, পরন্ত তোমার লীলাই অথবা নারায়ণরূপ তোমার সেই মূর্ত্তিও সত্য, অর্থাৎ—উহা মায়িক নহে॥ ৯॥

শিশু-বৎস (১) হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ॥
তোমার নাভিপদ্ম হৈতে মোর জন্মোদয়।
তুমি পিতা মাতা—আমি তোমার তনয়॥
পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষম—মোরে করহ প্রসাদ॥
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ তুমি কৈছে আমার নন্দন?॥
ব্রহ্মা বলে তুমি কিনা হও নারায়ণ?।
তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্ট্যে যত জীব-রূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ॥
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ-আশ্রয় (২)।
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয়॥
নার শব্দে কহে সর্ব্ব-জীবের নিচয়।
অয়ন শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু শুন দ্বিতীয় কারণ॥

(১) শিশুবৎস—শিশু রাখালগণ ও গোবৎসগণ।

(২) পৃথিবীর অংশ মৃত্তিকা দ্বারা ঘট নির্ম্মিত হয় বলিয়া পৃথিবীই ঘটের উপাদান, কারণ ও আশ্রয় (কিন্তু তা বলিয়া পৃথিবী ঘটের স্বরূপ নহে); সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ জীবের উপাদান কারণ (কিন্তু জীব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নহে)।

জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার (৩)।
তাহা-সভা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা।
তোমার শক্তিতে তারা জগৎ-রক্ষিতা॥
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ॥
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
ইতে যত জীব তার ত্রৈকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্ম্ম॥
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কারো নাহি স্থিতিগতি॥
নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ॥
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
জীব-হৃদি-জলে (৪) বৈসে সেই নারায়ণ॥
ব্রহ্মা কহে জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ এ সত্য বচন॥
কারণাব্ধি গর্ভোদক ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে (৫) সৃষ্টি করে, তাতে সব মায়ী॥
সেই তিনি জলশায়ী সর্ব্ব অন্তর্য্যামী।
ব্রহ্মাণ্ড-বৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী (৬)॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী (৭)।
ব্যষ্টিজীব (৮) অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী॥
এ সভার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ॥

(৩) মহাবিষ্ণু, সহস্রশীর্ষপুরুষ ও বিষ্ণু এই তিন পুরুষাবতার জীবের ঈশ্বর অর্থাৎ অধীশ্বর।

(৪) জীব-হৃদিজলে—অন্তর্য্যামিরূপে জীবের অন্তঃকরণে এবং কারণাব্ধিশায়িরূপে।

(৫) দ্বারে—দ্বারা।

(৬) পুরুষ নামী অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্য্যামী।

(৭) গর্ভোদকশায়ী পুরুষ ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী।

(৮) ব্যষ্টিজীব—প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ জীব।

তথাহি (ভাং ১১।২৫।১৬) স্বামিটীকায়াম্

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে॥১০

অন্বয়ঃ।—বিরাট্ (বিশ্বের স্থূলদেহ) হিরণ্যগর্ভঃ (অন্তর্য্যামিরূপ সূক্ষ্মদেহ) কারণং চ (এবং অবিদ্যা) ইতি ঈশস্য উপাধয়ঃ—(এই তিনটি ঈশ্বরের উপাধি) ত্রিভিঃ হীনং যৎ 'বস্তু' (এই তিনটি রহিত যাহা বা যে বস্তু) তৎ তুরীয়ং প্রচক্ষতে (তাহাকে তুরীয় বা চতুর্থ বলে)।

অনুবাদ।—বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ—এই তিনটি ঈশ্বরের উপাধি। উপাধিহীন যে চতুর্থ বস্তু তাকেই তুরীয় বলে॥ ১০॥

যদ্যপি তিনের মায়া লঞা ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাহি সভে মায়া পার (১)॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১১।৩৪)

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ ১১

অন্বয়ঃ।—ঈশস্য এতৎ ঈশনম্ (ঈশ্বরের ইহাই ঈশ্বরত্ব) প্রকৃতিস্থোঽপি (মায়াতে অবস্থিত হইয়াও) তদ্গুণৈঃ সদা ন যুজ্যতে (তাহার গুণের সহিত কোনও কালেই যুক্ত হন না) যথা তদাশ্রয়া বুদ্ধিঃ (যদ্রূপ ইঁহার আশ্রয় গ্রহণকারী বুদ্ধি) আত্মস্থৈঃ ন যুজ্যতে (দেহের সুখদুঃখে লিপ্ত হয় না)।

অনুবাদ।—ঈশ্বর প্রকৃতিতে আছেন, তবু প্রকৃতির গুণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না—এই-খানেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। ঠিক এইভাবেই ভগবদ্-বিষয়িণী বুদ্ধিকেও দৈহিক সুখ-দুঃখ কখনো স্পর্শ করতে পারে না॥ ১১॥

সেই তিন জনের তুমি পরম আশ্রয়।
তুমি মূল নারায়ণ—ইথে কি সংশয়?
সেই তিনের অংশী (২) পরব্যোম-নারায়ণ।
তেঁহ তোমার বিলাস তুমি মূল নারায়ণ॥

অতএব ব্রহ্মবাক্যে—পরব্যোম-নারায়ণ।
তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস এই তত্ত্ব-বিবরণ (৩)॥
এই শ্লোক তত্ত্ব-লক্ষণ (৪) ভাগবত সার।
পরিভাষা (৫) রূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার॥
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর॥
অবতারী নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার (৬)।
তেঁহ চতুর্ভুজ ইঁহ মনুষ্য আকার॥
এই মতে নানারূপ করে পূর্ব্বপক্ষ।
তাঁহারে নির্জ্জিতে ভাগবত পদ্য দক্ষ (৭)॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।২।১১

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ১২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ২য় পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১২॥

শুন ভাই এই শ্লোক করহ বিচার।
এক মুখ্যতত্ত্ব, তিন তাহার প্রচার (৮)॥

---

(১) অর্থাৎ ইঁহারা মায়ার অধীশ্বর, অধীন নহেন।

(২) অংশী—অন্য সব যাঁহার অংশ তিনিই অংশী অর্থাৎ মূলস্বরূপ।

(৩) পরব্যোমস্থ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ হইলেও আকৃতিতে ভিন্ন বলিয়া তাঁহার বিলাস-মূর্ত্তি।

(৪) তত্ত্বলক্ষণ—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বনিরূপণের মূল সূত্র।

(৫) পরিভাষা—"অনিয়মে নিয়মকারিণী পরিভাষা" যে স্থানে নিয়ম ছিল না সে স্থানে নিয়ম করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপনকে পরিভাষা কহে। আচার্য্যের যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত বাক্য।

(৬) "অবতারী নারায়ণ……" এই পয়ার হইতে "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ—" শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থকার তাঁহার মতের একজন পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদী কল্পনা করিয়া তাহার আপত্তি এবং কুব্যাখ্যাগুলির উত্থাপন-পূর্ব্বক পরে নানা যুক্তি দ্বারা সেইগুলির খণ্ডন করিতেছেন। পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছে—যেহেতু নারায়ণ চতুর্ভুজ এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ কাজেই নারায়ণই মূলতত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অবতার।

(৭) নির্জ্জিতে—নিরস্ত করিতে। দক্ষ—সমর্থ।

(৮) মুখ্যতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ। তিনি তাহার প্রচার অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকটে তিনি ব্রহ্ম, যোগীর নিকটে পরমাত্মা এবং ভক্তের নিকটে ভগবান্।

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তাঁর রূপ ॥
এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বচন(১)।
আর এক শুন ভাগবতের বচন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।২৮

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং
মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—[সূত শৌনকাদিকে কহিতেছেন]—এতে চ (পূর্ব্বে উক্ত ও অনুক্ত যত অবতার) পুংসঃ (পুরুষের) অংশকলাঃ (অংশ এবং বিভূতি) কৃষ্ণঃ তু স্বয়ং ভগবান্ (কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্) ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং (সেই সকল অবতার অসুরোপদ্রুত জগৎকে) যুগে যুগে মৃড়য়ন্তি (যুগে যুগে সুখী করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ।—এঁরা সকলেই সেই পুরুষোত্তমের অংশ বা কলা। কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। দৈত্যপীড়িত ভুবনকে ইনিই পরিত্রাণের দ্বারা সুখ দিয়ে থাকেন ॥ ১৩ ॥

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥
তবে সূত গোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥
অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব অবতংস ॥
পূর্ব্বপক্ষ কহে তোমার ভালত ব্যাখ্যান।
পরব্যোম-নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥
তেঁহ আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার (২)।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি, কি আর বিচার ॥

তারে কহে কেন কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥

তথাহি—একাদশীতত্ত্বে ধৃতো ন্যায়ঃ

অনুবাদ্যমনুক্ত্বৈব
ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ
কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—অনুবাদম্ (জ্ঞাতবস্তু) অনুক্ত্বা (না বলিয়া) এব বিধেয়ম্ (অজ্ঞাতবস্তু) ন উদীরয়েৎ (বলিবে না), হি (কারণ) অলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ (আশ্রয়হীন কিছুই) কুত্রচিৎ ন প্রতিতিষ্ঠতি (কোথাও প্রতিষ্ঠা পাইতে পারে না)।

অনুবাদ।—অনুবাদকে (উদ্দেশ্যকে) নির্দ্দেশ না করে বিধেয়কে নির্দ্দেশ করবে না। বিধেয়ের আশ্রয় অনুবাদ—আশ্রয় ছাড়া কোনো বস্তু প্রতিষ্ঠা পায় না ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয় ॥
বিধেয় কহিয়ে তারে—যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে—যেই হয় জ্ঞাত ॥
যৈছে কহি—এই বিপ্র পরম পাণ্ডিত।
বিপ্র অনুবাদ, ইঁহার বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥
বিপ্রত্ব বিখ্যাত তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাত ॥
তৈছে ইঁহা অবতার সব হইলা জ্ঞাত।
কার অবতার এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥
এতে শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥
অতএব 'কৃষ্ণ' শব্দ আগে অনুবাদ।
"স্বয়ং ভগবত্ত্ব" পাছে বিধেয় সংবাদ ॥
"কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব" ইহা হৈল সাধ্য।
"স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব" হৈল বাধ্য ॥

---

(১) নির্ব্বচন—নির্ব্বাক্ অর্থাৎ ইহার উপর তুমি কথা কহিতে পার না।

(২) কুতর্ককারী পূর্ব্বপক্ষ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' এই বাক্যের বিপরীত অর্থ করিয়া বলিতেছে যে "স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ পরব্যোমস্থিত নারায়ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং পরব্যোম-নারায়ণই মূলতত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অবতার।"

কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন (১) ॥
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্।
তিঁহোই শ্রীকৃষ্ণ ঐছে করিত ব্যাখ্যান ॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
আর্য্য বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব (২) ॥
বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ (৩) ॥
যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা (৪) ॥

(১) গ্রন্থকার পূর্ব্বপক্ষকারীর আপত্তি খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন যে "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই বাক্যে প্রথমে জ্ঞাত হইল অবতার, সুতরাং তাহা অনুবাদ বা উদ্দেশ্য। পরে কাহার অবতার বা অংশকলা এই অজ্ঞাত বিষয়ের উত্তর হইল 'পুরুষের' অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণের' সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বিধেয়। পরবর্ত্তী বাক্যে (জ্ঞাত অর্থাৎ উদ্দেশ্য) শ্রীকৃষ্ণ কে?—এই অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান জন্মিল 'ভগবান্ স্বয়ম্' এই কথা দ্বারা; সুতরাং তাহা বিধেয়। অলঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে উদ্দেশ্য থাকিবে পূর্ব্বে এবং বিধেয় প্রধানরূপে পরে থাকিবে। সুতরাং কৃষ্ণই উদ্দেশ্য কাজেই অংশী এবং ভগবান্ বা নারায়ণ অংশ ইহা প্রতিপন্ন হইল, আর নারায়ণ অংশী এবং শ্রীকৃষ্ণ অংশ এই অর্থ বাধিত হইল। কুতর্কীর মতে অর্থ হইলে শ্লোকে থাকিত 'ভগবাংস্ত কৃষ্ণঃ স্বয়ম্'।

(২) ভ্রম—অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান; যেমন—রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। প্রমাদ—অসাবধানতা বা অমনোযোগিতার নিমিত্ত এককে অন্য করিয়া বলা বা শুনা। বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনেচ্ছা, সেইজন্য যথার্থ না বলা বা শুনা। করণাপাটব—করণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অপাটব অর্থাৎ অপটুতা, তজ্জন্য এক বস্তুকে অন্যরূপে দর্শনাদি। বিজ্ঞ ঋষিদের বাক্যে এই সব দোষ নাই বলিয়া তাঁহাদের বাক্য অভ্রান্ত।

(৩) অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ—যে স্থানে প্রধানরূপে বিধেয়াংশ বর্ণিত হয় নাই। পদার্থের মধ্যে বিধেয়েরই উপাদেয়ত্বরূপে প্রাধান্য বিদ্যমান আছে, সুতরাং প্রধানরূপে বিধেয়ের নির্দ্দেশ করা উচিত, তাহা না করিলে উক্ত দোষ হয়। (৪) সত্তা—স্থিতি।

দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাঁহা করিয়ে গণন ॥
তৈছে সব অবতারের (৫) কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যা খণ্ডন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১০।১২)

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ ১৫
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—[শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিতেছেন] অত্র (শ্রীমদ্ভাগবতে) সর্গঃ বিসর্গঃ স্থানং পোষণম্ (সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ) উতয়ঃ (কর্ম্মবাসনা) মন্বন্তরেশানুকথাঃ নিরোধঃ মুক্তিঃ আশ্রয়ঃ (মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয় এই দশের কথা বলা হইয়াছে)। মহাত্মানঃ দশমস্য আশ্রয়স্য (মহাত্মারা ইহার মধ্যে দশমের অর্থাৎ আশ্রয়ের) বিশুদ্ধ্যর্থং (তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য) নবানাং (সর্গাদি নয়টির) লক্ষণং (স্বরূপ) শ্রুতেন অর্থেন অঞ্জসা বর্ণয়ন্তি (শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা এবং তাৎপর্য্যবৃত্তির দ্বারা সাক্ষাদ্রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ।—এই শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, কর্ম্মবাসনা, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয় বর্ণিত হয়েছে (৬)। এই আশ্রয়তত্ত্ব

(৫) অবতারের—মৎস্য-কূর্ম্মাদি সমস্ত অবতারের।

(৬) প্রকৃতির গুণপরিমাণহেতু পরমেশ্বরকর্ত্তৃক পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র এবং মহত্তত্ত্ব ও অহংকারের সৃষ্টির নাম সর্গ। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্থাবরজঙ্গম সৃষ্টির নাম বিসর্গ। ভগবানের সৃষ্ট বস্তুর সেই সেই মর্য্যাদা পালনে যে উৎকর্ষ তাহার নাম স্থান। ভক্তানুগ্রহের নাম পোষণ। কর্ম্মবাসনার নাম উতি। মন্বন্তরাধিপতিগণের সদ্ধর্ম্মের নাম মন্বন্তর। হরির অবতার-চরিত এবং তাঁহার ভক্তের কথার নাম ঈশানুকথা। ভগবান্ যোগনিদ্রাগত হইলে তাঁহাতে উপাধির সহিত জীবের লয়ের নাম নিরোধ। অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া জীবের স্বরূপে ব্যবস্থিতির নাম মুক্তি। যাহা হইতে সৃষ্টি হয় ও যাহাতে লয় হয় এবং যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই ব্রহ্ম ও পরমাত্মা নামে যিনি প্রসিদ্ধ, তিনি আশ্রয়।

জ্ঞানের জন্য সর্গাদি নয়টির লক্ষণ মহাত্মগণ কোনো স্থানে শ্রুতির সাহায্যে কোনো স্থানে সাক্ষাৎ ও কোনো স্থানে তাৎপর্য্য বৃত্তি দিয়ে বর্ণনা করে থাকেন॥ ১৫।১৬॥

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ এক ধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥

তথা ভাবার্থদীপিকায়াং শ্রীধরস্বামিনোক্তম্ (১০।১।১)

দশমে দশমং লক্ষ্য-
মাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম
জগদ্ধাম নমামি তৎ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং (যাঁহার বিগ্রহ আশ্রিতগণের আশ্রয়) পরং ধাম জগদ্ধাম (সেই পরমধামই জগতের আশ্রয়) দশমে (দশম স্কন্ধে) লক্ষ্যম্ (লক্ষ্যস্থানীয়) শ্রীকৃষ্ণাখ্যং তৎ দশমম্ নমামি (শ্রীকৃষ্ণ নামে সেই আশ্রয় পদার্থকে প্রণাম করি)।

অনুবাদ।—যাঁর শ্রীবিগ্রহ সঙ্কর্ষণ প্রভৃতির আশ্রয়, যিনি স্বয়ং পরম ধাম ও জগতের আশ্রয়, দশম স্কন্ধের লক্ষ্যস্থানীয় সেই আশ্রয় পদার্থরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি॥ ১৭॥

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান (১)।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥
কৃষ্ণের স্বরূপ হয় ষড়্‌বিধ বিলাস।
প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ (২)॥
অংশ শক্ত্যাবেশ রূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুই ত প্রকার॥
কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী (৩)।
ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্ব ভরি॥
এই ছয়-রূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্তরূপে একরূপ নাহি কিছু ভেদ॥
চিচ্ছক্তি, স্বরূপ শক্তি, অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ-কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য (৪) নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥
এইত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সব স্থিতি॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেই পুরুষাদি সভার কৃষ্ণ মূলাশ্রয়॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।১)

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণঃ ঈশ্বরঃ (সকলের বশকর্ত্তা) পরমঃ (পরমেশ্বর) সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ অনাদিঃ (সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি আদিহীন) আদিঃ গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ (অথচ সকলের আদি গোবিন্দ সমস্ত কারণের কারণ)।

অনুবাদ।—কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তিনি অনাদি ও আদি কেননা সর্ব্ব কারণের কারণ তিনিই গোবিন্দ॥ ১৮॥

(১) শক্তিত্রয়—অন্তরাত্মা অর্থাৎ চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি অর্থাৎ মায়া এবং তটস্থা শক্তি অর্থাৎ জীবশক্তি।

(২) প্রাভব—অল্প শক্তির প্রকাশ। বৈভব—প্রাভব অপেক্ষা অধিক শক্তির প্রকাশ।

(৩) ৫ম বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বাল্য, ১০ম বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পৌগণ্ড। ১১শ হইতে ১৫শ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কৈশোর। কিশোর-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অবতারী এবং স্বয়ং ভগবান্।

(৪) জীবশক্তিকে তটস্থা বলা হয় এইজন্য যে তাহা চৈতন্যযুক্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট আবার বহির্মুখী বলিয়া অপ্রবিষ্ট।

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভালমতে।
তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে (১) ॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্র-কুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥
অতএব চৈতন্য গোঁসাঞি পরতত্ত্ব সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি কি তাঁর মহিমা(২) ॥
সেহো ত ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী (৩) ॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোনরূপে কহে যেমন যার মতি ॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ—নরনারায়ণ।
কেহো কহে—কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন ॥
কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে—সত্য বচন সভার ॥
কেহো কহে পরব্যোম নারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী ॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি এক মন ॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥
চৈতন্য মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা জ্ঞান হৈতে ॥
চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥
চৈতন্য গোঁসাঞির এই তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিত-তত্ত্ব নিরূপণং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

---

(১) সব জানিয়াও তুমি আমাকে বিচলিত করিবার জন্য তর্ক করিতেছ।

(২) চৈতন্য ভাগবতে আছে "শুইয়া আছিমু ক্ষীরসাগর ভিতরে"। গ্রন্থকার সেই কথারই উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) কৃষ্ণে সমস্ত অবতারগণ বিদ্যমান আছেন, এই জন্য কৃষ্ণকে যিনি যাহা বলেন, তাহাই সম্ভব হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্লাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্ত-সন্মণীন্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—অজ্ঞঃ (মূর্খ ব্যক্তি) যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ (যাঁহার চরণাশ্রয়প্রভাবে) আকরব্রাতাৎ (শাস্ত্ররূপ-খনিসমূহ হইতে) সিদ্ধান্ত-সন্মণীন্ (সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণিসকল) সংগৃহ্লাতি (সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়) [তং] শ্রীচৈতন্য-প্রভুং বন্দে (সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি)।

অনুবাদ।—শ্রীচৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করি। তাঁর চরণ আশ্রয় করলে অজ্ঞজনও শাস্ত্র থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে—খনি থেকে মণি চয়নের মত ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥

তথাহি—বিদগ্ধমাধবে ১।২

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দর-দ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ২

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২ ॥

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার (১) ॥
ব্রহ্মার এক দিনে তিহোঁ একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার ॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি ॥
একাত্তর—চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর (২) ॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্ত মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগে তাহার অন্তর ॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে—দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে (৩) হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার—চারি রস।
চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ ॥
দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
যথেচ্ছা বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান ॥
চিরকাল নাহি করি প্রেম-ভক্তি দান।
ভক্তি (৪) বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥
সকল জগতে মোরে করে বিধি ভক্তি।
বিধিভক্ত্যে (৫) ব্রজ-ভাব পাইতে নাই শক্তি ॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত (৬) ॥

---

(১) গোলোকে—বৈকুণ্ঠের উপরিতন স্বনাম-প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণলোকে; ব্রজের—অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত স্বনামপ্রসিদ্ধ মথুরা-মণ্ডলরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণলোকের। সহ—একই সময়ে। অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলা চলিতেছে, ঐ লীলার পরিসমাপ্তি নাই, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলা নিত্য। অথবা ব্রজের—ব্রজপরিকরগণের।

(২) চৌদ্দ মন্বন্তর—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি এবং ইন্দ্রসাবর্ণি—এই চতুর্দ্দশ মনুর অধিকারকাল।

(৩) ব্রজের সহিত—ব্রজমণ্ডল ও ব্রজস্থিত পরিকরের সঙ্গে।

(৪) ভক্তি—প্রেমভক্তি।

(৫) বিধিভক্ত্যে—অনুরাগশূন্য হইয়া শাস্ত্রের শাসনে নরক-ভয় নিবারণের জন্য যে ভজন তদ্দ্বারা।

(৬) শ্রীকৃষ্ণকে ততক্ষণই আত্মীয় ভাবিয়া ভালবাসা যায় যতক্ষণ মনে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের বিষয় উদিত না হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিকে ক্ষুদ্র জীব আপনার জন বলিয়া ভাবিতে এবং ভালবাসিতে পারে না। সুতরাং ভগবান্ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য প্রীতিরই অভিলাষী, কারণ সেই প্রীতিই যথার্থ প্রীতি।

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥
সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য (১)।
সাযুজ্য(২) না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সংকীর্ত্তন।
চারিভাব (৩) ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥
আপনে করিমু ভক্ত-ভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাইমু সভারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এইত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াং (৪।৮)

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৩

অন্বয়ঃ।—[শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন] সাধুনাং (স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুণ্যাত্মাদিগের) পরিত্রাণায় (পরিত্রাণের জন্য) চ (পুনঃ) দুষ্কৃতাং (দুষ্কৃতকারিগণের) বিনাশায় (বধের জন্য) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় (ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য) যুগে যুগে সম্ভবামি (প্রতিযুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি)।

অনুবাদ।—সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুর্জনের বিনাশ, ধর্ম্মের সংস্থাপন—এই তিন উদ্দেশ্যে যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই॥ ৩॥

তত্রৈব (৩।২৪)

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা
ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্॥
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যা-
মুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—[শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন] চেৎ (যদি) অহং (শ্রীকৃষ্ণ) কর্ম্ম ন কুর্য্যাং (কার্য্য না করি) [তদা (তাহা হইলে)] ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ (এই সকল লোক ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইবে) চ (তাহা হইলে) সঙ্করস্য (বর্ণসঙ্করের) কর্ত্তা স্যাং (কর্ত্তা হইব) ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্ (এই প্রজাগণকে মলিন করিব বা ধর্ম্মভ্রষ্ট করিব)।

অনুবাদ।—আমি যদি কর্ম্ম না করি তাহ'লে এই লোকজগৎ বিনষ্ট হবে। আমিও বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হব, সৃষ্টিও লুপ্ত হবে॥ ৪॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।২।৪)

যদ্‌যদাচরতি শ্রেয়ানিতরস্তত্তদীহতে।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥৫

অন্বয়ঃ।—[যমদূতের প্রতি বিষ্ণুদূতের বাক্য] শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ জন) যৎ যৎ আচরতি (যাহা যাহা আচরণ করেন) ইতরঃ তৎ তৎ ঈহতে (অন্য প্রাকৃত লোকও তাহাই করিতে চেষ্টা করে) সঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে (সেই শ্রেষ্ঠজন যাহাকে প্রমাণ মনে করেন) লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে (সাধারণ লোকে তাহারই অনুসরণ করে)।

অনুবাদ।—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ দেখেই অন্য সকলে আচরণ শেখে। তিনি যা প্রমাণ বলে নির্দ্দেশ ক'রে যান—অন্যেরা তারই অনুসরণ করে॥ ৫॥

যুগ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ-প্রেম দিতে॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (৫।৩৭)

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য
সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি
প্রেমদো ভবতি॥ ৬

অন্বয়ঃ।—পঙ্কজনাভস্য (পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের) বহবঃ (বহু) সর্ব্বতঃ ভদ্রাঃ (সকলের সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ) অবতারাঃ সন্তু (অবতার থাকুন না কেন) কৃষ্ণাদন্যঃ কঃ বা (কৃষ্ণ ব্যতীত আর কে) লতাসু অপি প্রেমদঃ ভবতি (লতাকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করিতে পারেন?)।

অনুবাদ।—পদ্মনাভ ভগবানের সর্ব্বকল্যাণজনক থাকুক আরো অনেক অবতার, কিন্তু কৃষ্ণ ভিন্ন আর কেই বা লতাকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করেছেন?॥ ৬॥

(১) সার্ষ্টি—সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি। সারূপ্য—সমান রূপপ্রাপ্তি। সামীপ্য—সমীপে অবস্থানপ্রাপ্তি। সালোক্য—সমান লোকপ্রাপ্তি।

(২) সাযুজ্য—ভগবানে লয়প্রাপ্তি।

(৩) চারিভাব—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিব নানারঙ্গে॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥
চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়-কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ (১) নাশে যাহার হুঙ্কারে॥
প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তি রসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম (২)॥
"ডুভৃঞ্‌" ধাতুর অর্থ ধারণ পোষণ।
ধরিল পোষিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥
শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (৩)।
কৃষ্ণ জানাইয়া সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥
তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছেন নির্ণয়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৩)

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য
গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্ত স্তথা পীত
ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—[শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ সময়ে গর্গমুনি কহিতেছেন] অনুযুগং (যুগে যুগে) তনূঃ গৃহ্নতঃ (তনুগ্রহণকারী) অস্য (এই বালকের) হি (নিশ্চিত) শুক্লঃ রক্তঃ তথা পীতঃ ইতি ত্রয়ঃ বর্ণাঃ আসন্ (শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিনটি বর্ণ ছিল) ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ (সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন)।

অনুবাদ।—ইনি প্রতিযুগেই তনু গ্রহণ করেন। ইনি তিন যুগে শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিনটি বর্ণ দেহে ধারণ করেছিলেন—এখন এই দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছেন॥ ৭॥

শুক্ল-রক্ত-পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য-ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
ইদানীং দ্বাপরে তিহোঁ হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম্ম॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২৫)

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ
পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ
লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—দ্বাপরে (দ্বাপরযুগে) ভগবান্ শ্যামঃ (শ্যামবর্ণ) নিজায়ুধঃ (নিজের চক্রাদি অস্ত্রধারী) শ্রীবৎসাদিভিঃ (শ্রীবৎসাদি) অঙ্কৈঃ লক্ষণৈঃ (শারীরিক চিহ্নের দ্বারা ও কৌস্তুভাদি লক্ষণের দ্বারা) উপলক্ষিতঃ (চিহ্নিত হইয়া থাকেন)।

অনুবাদ।—দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবসন ও চক্রধারী ও কৌস্তুভ প্রভৃতি চিহ্নে উপলক্ষিত হন॥ ৮॥

কলিকালে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥
তপ্তহেম-সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর॥
দৈর্ঘ্যে বিস্তারে যেই আপনার হাথে।
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥
"ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল" হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম॥
আজানুলম্বিত ভুজ-কমল-লোচন।
তিলফুল জিনি নাসা—সুধাংশু বদন॥
শান্ত দান্ত কৃষ্ণ-ভক্তি-নিষ্ঠা-পরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব্বভূতে সম॥
চন্দনের অঙ্গদ বালা, চন্দন ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন॥

---

(১) কল্মষ-দ্বিরদ—দুর্ব্বাসনাদিরূপ মত্তহস্তী, পাপরূপ হস্তী। কল্মষ—"ভক্তির বিরোধিকর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম। তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতম।"

(২) ভূতগ্রাম—জীবসমূহ।

(৩) শ্রীকৃষ্ণং চেতয়তি যঃ সঃ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। চিৎ ধাতুর অর্থ সংজ্ঞান, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে বোধ করান তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অথবা শ্রীকৃষ্ণস্য চৈতন্যং সম্যক্ জ্ঞানং যতঃ সঃ, শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ জ্ঞান যাহা হইতে হয় তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্র নামে কৈল তাঁর নামের গণন॥
দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ॥

তথাহি—মহাভারতে দানধর্ম্মে (বিষ্ণু-সহস্রনাম-স্তোত্রে) ১২৭-৭৫

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো
বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো
নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণঃ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—সুবর্ণবর্ণঃ (শোভনবর্ণ বা 'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ, তাহা যিনি বর্ণনা করেন) হেমাঙ্গঃ (কাঞ্চনদেহ) বরাঙ্গঃ চন্দনাঙ্গদী (যাঁহার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ চন্দনের অঙ্গদধারী বা আনন্দময় কেয়ূরধারী) সন্ন্যাসকৃৎ (যিনি সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী) শমঃ (ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিযুক্ত) শান্তঃ (সুশীল) নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ (নিবৃত্তিপরায়ণ)।

অনুবাদ।—যিনি কৃষ্ণকথাশ্রয়ী—যাঁর কান্তি সোনার মত, তনু সুন্দর, বাহুভূষণ যাঁর চন্দন এবং যিনি সন্ন্যাসী, স্থিরচিত্ত, দৃঢ়নিষ্ঠ ও শান্তিপরায়ণ [তিনিই স্বয়ং কৃষ্ণ, শ্রুতিতে যাঁকে বলেছে হিরণ্ময় পুরুষ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম]॥ ৯॥

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগের যুগধর্ম্ম যুগ অবতার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩১।৩২)

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ
স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন,
কলাবপি তথা শৃণু॥ ১০

অন্বয়ঃ।—হে উর্ব্বীশ (হে পৃথিবীপতি) ইতি দ্বাপরে জগদীশং স্তুবন্তি (দ্বাপরে জগদীশ্বরের এইরূপ ভাবে স্তব করিয়া থাকেন) কলাবপি (কিন্তু কলি-কালেও) নানাতন্ত্রবিধানেন (নানাতন্ত্রের বিধান অনুসারে) [যথা যজন্তি] তথা শৃণু (যেরূপভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন তাহা শ্রবণ কর)।

অনুবাদ।—রাজন্! সাধুজনেরা ভগবানের স্তব এইভাবেই ক'রে থাকেন। কলিযুগেও নানান্ তন্ত্রের বিধান অনুসারে যেমন করা হবে—তাও শুনুন॥ ১০॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং
সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈ-
র্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—সুমেধসঃ (সুবুদ্ধিগণ) কৃষ্ণবর্ণং (কৃষ্ণের বর্ণনা করেন এমন) সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং (যিনি অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ষদগণের সহিত বিদ্যমান) ত্বিষা অকৃষ্ণং (এবং অঙ্গকান্তিতে গৌরবর্ণ) সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ যজ্ঞৈঃ [তাঁহাকে] (সঙ্কীর্ত্তন প্রধান পূজোপকরণের দ্বারা) হি (নিশ্চিত) যজন্তি (অর্চ্চনা করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ।—যাঁর মুখে কৃষ্ণনাম, বর্ণ যাঁর গৌর এবং অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ষদ নিয়তই যাঁর বর্ত্তমান তাঁকেই পণ্ডিতজনেরা সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান উপকরণ দিয়ে অর্চ্চনা ক'রে থাকেন॥ ১১॥

শুন ভাই এই সব চৈতন্য-মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা॥
"কৃষ্ণ" এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজ সুখে॥
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুইত প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনা তাঁর মুখে নাহি আইসে আন॥
কেহ তারে বলে যদি কৃষ্ণ-বরণ।
আর বিশেষণে তার করে নিবারণ॥ (১)
দেহ-কান্ত্যে হয় তিহোঁ অকৃষ্ণ-বরণ।
অকৃষ্ণ-বর্ণ শব্দে কহে পীত-বরণ॥

স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়াষ্টকে ১ম শ্লোকঃ

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাম্।
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ১২

অন্বয়ঃ।—বিদ্বাংসঃ (তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ) কলৌ স্ফুটং ('কলিযুগে ব্যক্ত) দ্যুতিভরাৎ অকৃষ্ণাঙ্গং (কান্তির আধিক্যবশতঃ যিনি অকৃষ্ণাঙ্গ বা গৌরবর্ণ)

(১) ১০ম শ্লোকে যে 'কৃষ্ণবর্ণ' শব্দ আছে তাহার অর্থ 'যিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণের বর্ণনা করেন' 'কাল বর্ণযুক্ত' নহে; কারণ 'ত্বিষা অকৃষ্ণম্' অর্থাৎ 'গৌরকান্তিযুক্ত' ইএ বিশেষণ দ্বারাই দ্বিতীয় অর্থের খণ্ডন হইতেছে।

যং কৃষ্ণং (যেই কৃষ্ণকে) উৎকীর্ত্তনময়ৈঃ মখবিধিভিঃ (উচ্চ সংকীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞবিধির দ্বারা) অভিযজন্তে (অর্চ্চনা করেন) চ (পুনঃ) যং চতুর্থাশ্রমজুষাম্ উপাস্যম্ প্রাহুঃ (পুনরায় যাঁহাকে সকল সন্ন্যাসিগণের উপাস্য বলিয়া থাকেন) সঃ চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ (সেই চৈতন্যাকৃতি দেব) নঃ অতিতরাং কৃপয়তু (আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন)।

অনুবাদ।—চৈতন্যদেব আমাদের অপার করুণা করুন। জ্যোতিঃপুঞ্জে উজ্জ্বল দেহ তাঁর অকৃষ্ণ যদিও তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ। তিনিই সমস্ত সন্ন্যাসিগণের উপাস্য দেবতা। তাঁকেই কলিযুগে জ্ঞানিজনেরা উচ্চ সংকীর্ত্তন ক'রে স্পষ্টতঃই অর্চ্চনা ক'রে থাকেন ॥ ১২ ॥

প্রত্যক্ষ তাহার তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি।
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি (১) ॥
জীবের কল্মষ-তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ উপাঙ্গ-নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতম ॥
বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্ট্যে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥

তথাহি—স্তবমালায়াং (২।৮)

স্মিতালোকঃ শোকং
হরতি জগতাং যস্য পরিতো,
গিরাস্তু প্রারম্ভঃ
কুশলপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কং বা
প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং,
স দেবশ্চৈতন্যা-
কৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—যস্য স্মিতালোকঃ (যাঁহার ঈষৎ হাস্য-সমন্বিত দৃষ্টি) জগতাং পরিতঃ শোকং হরতি (জগতের সকলেরই শোক হরণ করে) তু যস্য গিরাং প্রারম্ভঃ (পরন্তু যাঁহার কথা বলিবার উপক্রমে) কুশলপটলীং পল্লবয়তি (কল্যাণ-রাশি বিস্তার করে) যস্য পদালম্ভঃ (যাঁহার চরণাশ্রয়) কং বা প্রেমনিবহং হি ন প্রণয়তি (কাহাকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমরাশি প্রাপ্ত করায় না) সঃ চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ নঃ অতিতরাং কৃপয়তু (সেই চৈতন্যাকৃতি দেব আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন)।

অনুবাদ।—শ্রীচৈতন্যরূপ দেবতা আমাদের অপার কৃপা করুন। তাঁর স্মিত-দৃষ্টি জগতের সমস্ত শোক হরণ করে। তাঁর কথা জগতে কল্যাণ-বিস্তার করে। তাঁহার পদাশ্রয় নিলে কে না জগতে প্রেমসম্পদ্ লাভ করে? ॥ ১৩ ॥

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমধন ॥
অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ উপাঙ্গে ॥

তথাহি—স্তবমালায়াং (১।১)

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্
ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈ-
র্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং
নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে
পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—প্রণয়িতাং বহদ্ভিঃ ধৃতমনুজকায়ৈঃ (প্রীতিযুক্ত জনগণ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া) গিরিশ-পরমেষ্ঠি প্রভৃতিভিঃ গীর্ব্বাণৈঃ সদা উপাস্যঃ (শিব ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সতত যাঁহার উপাসনা করেন) স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ ভজন-মুদ্রাম্ উপদিশন্ (আর নিজ প্রিয় ভক্তগণকে যিনি নিজের শুদ্ধা ভজন-পদ্ধতির উপদেশ দান করেন) শ্রীমান্ স চৈতন্যঃ পুনরপি কিং মে দৃশোঃ পদং যাস্যতি (সেই শ্রীমান্ চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন?)

অনুবাদ।—সেই সুন্দর শ্রীচৈতন্য কি আবার আমার দৃষ্টিগোচর হবেন? শিব ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা মানুষের দেহধারণ ক'রে সর্ব্বদা তাঁরই উপাসনা করেন এবং তিনিও স্বীয় ভক্তদের ভক্তি-সম্পদ্ বিতরণ করেন ॥ ১৪ ॥

(১) অজ্ঞান-তমস্ততি—অজ্ঞানান্ধকাররাশি।

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্য সাধন।
'অঙ্গ' শব্দের আর অর্থ শুন দিয়া মন॥
'অঙ্গ' শব্দে অংশ কহে শাস্ত্রপরমাণ।
অঙ্গের অবয়ব তার 'উপাঙ্গ' ব্যাখ্যান॥

তথাহি - শ্রীভাগবতে (১০।১৪।১৪)
নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিল-লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ ১৫॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে —নবম শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৫॥

জলশায়ী অন্তর্য্যামী যেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অংশ তুমি মূল নারায়ণ॥
অঙ্গ শব্দে অংশ কহে সেহো সত্য হয়।
মায়া কার্য্য নহে সব চিদানন্দময়॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে 'উপাঙ্গ'॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর (১)।
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥
শ্রীবাসাদি পারিষদ-সৈন্য সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বুলে (২) কীর্ত্তন করিঞা॥
পাষণ্ড দলন বানা (৩) নিত্যানন্দ রায়(৪)।
আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায়॥
সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেইত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার॥

কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম॥
ভাগবতসন্দর্ভ (৫) গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
সেই শ্লোক জীব গোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে॥

তথাহি—ভাগবতসন্দর্ভে (২)
অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং
দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ
কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—কলৌ (কলিযুগে) অন্তঃ কৃষ্ণং বহিঃ গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং (যিনি ভিতরে কৃষ্ণ এবং বাহিরে গৌরাঙ্গরূপে অঙ্গাদিদ্বারা নিজ মহিমা প্রকাশক) কৃষ্ণচৈতন্যম্ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ আশ্রিতাঃ স্মঃ (আমরা সংকীর্ত্তনাদির দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করিতেছি)।

অনুবাদ।—যিনি অন্তরে কৃষ্ণ, বাহিরে গৌর, যাঁর মহিমা অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দে সুপ্রকাশিত, সেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে কলিযুগে সংকীর্ত্তন যজ্ঞে ভজনা করি॥ ১৬॥

উপপুরাণেতে শুনি শ্রীকৃষ্ণ-বচন।
কৃপা করি ব্যাস প্রতি কহিয়াছেন কথন॥

তথাহি—উপপুরাণে
অহমেব কচিদ্‌ব্রহ্মন্!
সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি
কলৌ পাপহতান্নরান্॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—হে ব্রহ্মন্ কচিৎ কলৌ অহম্ এব (হে ব্রহ্মন্ আমি কোনও কলিযুগে) সন্ন্যাসাশ্রমম্ আশ্রিতঃ (সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া) পাপহতান্ নরান্ হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি (পাপহত মনুষ্যদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব)।

অনুবাদ।—হে ব্রহ্মন্! কলিযুগে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে আমিই পাপহত মানুষকে হরিভক্তি বিলাব॥১৭॥

ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্য কৃষ্ণ অবতারে প্রকট প্রমাণ॥

---

(১) হলধর—বলরাম।
(২) বুলে—ভ্রমণ করে।
(৩) বানা—ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের চিহ্ন অর্থাৎ ধ্বজাবিশেষ।
(৪) যিনি আনন্দ প্রদান করেন, তাঁহাকে রায় কহে।

(৫) ভাগবতসন্দর্ভ—ষট্‌-সন্দর্ভ।

প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥

তথাহি যামুনাচার্য্যস্তোত্রে

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্ট-
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—অসুরপ্রকৃতয়ঃ (অসুরপ্রকৃতিশালী) পরমপ্রকৃষ্টসত্ত্বেন (অত্যুৎকৃষ্ট সত্ত্বের বা বলের দ্বারা) শীলরূপচরিতৈঃ (স্বভাব, রূপ ও চরিতের দ্বারা) সাত্ত্বিকতয়া (সাত্ত্বিক ভাবের দ্বারা) প্রবলৈঃ শাস্ত্রৈঃ চ (অভ্রান্তযুক্তি শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা) প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থ-বিদাং মতৈঃ চ (প্রসিদ্ধ পরমার্থতত্ত্বজ্ঞগণের মতের আলোচনা করিয়াও) ত্বাং বোদ্ধুং ন প্রভবন্তি (তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না)।

অনুবাদ।—তোমার অত্যুৎকৃষ্ট বল, স্বভাব, রূপ ও চরিত দেখেও, অতিনির্ম্মল ও দৃঢ় শাস্ত্রাদি প'ড়েও, প্রখ্যাত পরমার্থবেত্তাদের মত শুনেও—অসুর-প্রকৃতির লোকেরা তোমাকে জানতে পারে না॥ ১৮॥

আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥

তথাহি—তত্রৈব (১৮শঃ শ্লোকঃ)

উল্লঙ্ঘিত-ত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—কেচিৎ (কেহ কেহ) ত্বদনন্যভাবাঃ (যাঁহারা তোমাতে অনন্যভক্তিযুক্ত) ভবতা মায়াবলেন নিগুহ্যমানমপি (মায়াবলে তুমি গোপন করিলেও) উল্লঙ্ঘিত-ত্রিবিধ-সীমসমাতিশায়িসম্ভাবনম্ (ত্রিলোকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অতুলনীয়) তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্ (তোমার প্রভুত্বপূর্ণ স্বভাবকে) অনিশং পশ্যন্তি (সর্ব্বদা জ্ঞাত হইয়া থাকে)।

অনুবাদ।—তোমার স্বরূপ অসীম—দেশকাল-পাত্রাতীত। তোমার সমানও কেউ নেই, তোমার থেকে শ্রেষ্ঠও কেউ নেই। তোমার এই স্বরূপ মায়াবলে তুমি গোপন করেছ। কিন্তু তা সত্বেও যারা তোমার ভক্ত—অবিরত তোমারই ধ্যান করে, তারা তোমার এই স্বরূপ সর্ব্বদাই অনুভব করে॥ ১৯॥

অসুর স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে॥

তথাহি—পাদ্মে

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্
দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব
আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—অস্মিন্ লোকে (এই জগতে) দৈব আসুর এব চ দ্বৌ ভূতসর্গৌ (প্রাণিগণের দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার সৃষ্টি আছে)। বিষ্ণুভক্তঃ দৈবঃ তদ্বিপর্য্যয়ঃ আসুরঃ স্মৃতঃ (ইহার মধ্যে বিষ্ণুভক্ত দৈব ও তাহার বিরোধীকে আসুর বলে)।

অনুবাদ।—এই সৃষ্টজগতে দ্বিবিধ জীব আছে—এক দৈব, অপর আসুর। যারা ভক্ত তারা দৈব, যারা ভক্তিহীন তারা আসুর॥ ২০॥

আচার্য্য গোঁসাঞি প্রভুর ভক্ত অবতার।
কৃষ্ণ-অবতার-হেতু যাঁহার হুঙ্কার॥
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার॥
পিতা-মাতা-গুরু আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম॥
মাধব ঈশ্বরপুরী শচী জগন্নাথ।
অদ্বৈত-আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ॥
প্রকটিয়া (১) দেখে আচার্য্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তি-গন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার (২)॥
কেহো পাপে কেহো পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ॥
ভক্তি-গন্ধ নাহি যাতে যার ভবরোগ॥

(১) প্রকটিয়া—আবির্ভূত হইয়া অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া।

(২) বিষয়-ব্যবহার—সাংসারিক ব্যবহার, সাংসারিক লোকের কার্য্যাবলী।

লোকগতি (১) দেখি আচার্য্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয়॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার॥
নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ-অবতার॥
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন॥
আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ (২) কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমার॥
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে।
বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে॥

হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে দশাধিকশতাঙ্কধৃতং গৌতমীয়তন্ত্রে নারদবচনম্। (১১।১১০)

তুলসীদলমাত্রেণ
জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং
ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—ভক্তবৎসলঃ (ভক্তের প্রতি কৃপাপরায়ণ ভগবান্) তুলসীদলমাত্রেণ (তুলসীদল দ্বারা) জলস্য চুলুকেন বা (অথবা জলগণ্ডূষের দ্বারা) স্বম্ আত্মানম্ ভক্তেভ্যঃ বিক্রীণীতে (নিজের আত্মাকে ভক্তগণের নিকট বিক্রয় করেন)।

অনুবাদ।—একটি তুলসীপত্র কি এক গণ্ডূষ জল পেলেই ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের কাছে বিকিয়ে যান॥ ২১॥

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসী-জল দেয় যেই জন॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন॥
তবে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন॥

গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভাবি করেন সমর্পণ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার॥
চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্মসেতু (৩)॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।৯।১১

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ! পুংসাম্।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ ২২

অন্বয়ঃ।—[ব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিতেছেন] নন্ নাথ (হে প্রভো) ত্বং শ্রুতেক্ষিতপথঃ (তুমি ভক্তগণের বেদবিহিত মার্গ) পুংসাং ভক্তিযোগপরিভাবিত-হৃৎ-সরোজে (লোকের ভক্তিযোগপরিভাবিত হৃদয়-পদ্মে) আস্সে (অবস্থান করিয়া থাক)। হে উরুগায় (হে উরুগায়!) তে ধিয়া যৎ যৎ বিভাবয়ন্তি (ভক্তগণ নিজ নিজ ধীশক্তির দ্বারা তোমার যে যে রূপের ধ্যান করিয়া থাকে) তৎ তৎ বপুঃ সদনুগ্রহায় প্রণয়সে (তুমি সেই সেই রূপ সাধুগণের প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকট করিয়া থাক)।

অনুবাদ।—তুমি ভক্তের প্রেমভক্তি-নির্ম্মল হৃদয়-কমলে বাস কর। বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র শ্রবণ করলে তোমাকে পাওয়া যায়। শ্রবণ বিনাও ভক্তেরা তোমাকে যে যে ভাবে ধ্যান করে তার কাছে করুণা-বশতঃ তুমি সেই সেই রূপেই প্রকাশিত হও॥ ২২॥

এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার।
"ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার॥"
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং আশীর্ব্বাদ-মঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতার-সামান্য-কারণং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

(১) লোকগতি—লোকের অবস্থা।
(২) করোঁ—করিব
(৩) ধর্ম্মসেতু—ধর্ম্মমর্য্যাদারক্ষক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য-প্রসাদেন
তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং
দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—বালোঽপি (অত্যন্ত অজ্ঞ বালকেও) শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা (শাস্ত্র দেখিয়া) শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন (শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ্রহে) ব্রজবিলাসিনঃ তদ্রূপস্য (ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণরূপের বা শ্রীগৌরাঙ্গরূপের) বিনির্ণয়ং কুরুতে (বিশেষরূপে নির্ণয় করিতে পারে)।

অনুবাদ।—বালকেও শাস্ত্র দেখে শ্রীচৈতন্যের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্যের তত্ত্ব জানিতে পারে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥
মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস (১) ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার।
প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥
সত্য এই হেতু কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ ॥
পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন ॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার কাল।
ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল ॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥

(১) আভাস—অভিপ্রায়। অর্থাৎ কি অভিপ্রায়ে শ্লোক বলা যাইতেছে তাহা।

নারায়ণ (২) চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে (৩) কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে ॥
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ ॥
প্রেমরস নির্য্যাস (৪) করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি(৫) লোকে করিতে প্রচারণ ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥
আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যেইভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥

তথাহি—গীতায়াং (৪।১১)

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে
মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ ॥ ২

(২) নারায়ণ—পরব্যোমনাথ। চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। মৎস্যাদ্যবতার—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অবতার।

(৩) বিষ্ণুদ্বারে—স্বশরীর-লীন বিষ্ণুর দ্বারায়।

(৪) নির্য্যাস—সার।

(৫) অভিলষিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী আবেশ-পরাকাষ্ঠা, তাহার নাম রাগ।

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ (হে অর্জ্জুন), যে যথা (যাহারা যে প্রকারে) মাং প্রপদ্যন্তে (আমার ভজনা করে) অহং তথৈব (আমিও সেই প্রকারে) তান্ ভজামি (তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি)। মনুষ্যাঃ (মনুষ্যেরা) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) মম বর্ত্ম (আমার ভজনমার্গের) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরণ করিয়া থাকে)।

অনুবাদ।—হে অর্জ্জুন! যে যেমন ভাবে আমাকে ভজনা করে আমি তাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করি। সমস্ত ভাবেই মানুষে আমার ভজন-পথের অনুসরণ করে (মূলতঃ আমিই সব ভজন-পন্থার লক্ষ্য)॥ ২॥

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি॥
আপনারে বড় মানে—আমারে সম হীন।
সর্ব্বভাবে আমি হই তাহার অধীন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৪)

মযি ভক্তির্হি ভূতানা-
মমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো
ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—ময়ি ভূতানাং (আমাতে—শ্রীকৃষ্ণে প্রাণিগণের) ভক্তিঃ হি (ভক্তিই) অমৃতত্বায় কল্পতে (নিত্যপার্ষদত্ব বা অমৃতত্ব লাভের যোগ্য হয়) ভবতীনাং মদাপনঃ (তোমাদের মৎপ্রাপক) মৎস্নেহঃ (আমার প্রতি যে স্নেহ জন্মিয়াছে) যৎ তৎ দিষ্ট্যা (তাহা সৌভাগ্যবশেই হইয়াছে)।

অনুবাদ।—ভগবদ্ভক্তি প্রাণীকে অমৃতত্ব দান করে। আমাকে আপন করে নিতে পারে যে স্নেহ সে স্নেহ তোমাদের আছে, এতো সৌভাগ্য॥ ৩॥

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥
এই শুদ্ধভক্ত লঞা করিব অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে (১) নাহি যে-যে লীলার প্রচার।
সে-সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে (২)।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা—না জানে গোপীগণ।
দোঁহার রূপ-গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করায় মিলন।
কভু মিলে, কভু না মিলে—দৈবের ঘটন॥
এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সর্ব্ব ভক্তেরে প্রসাদ (৩)॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥

---

(১) বৈকুণ্ঠাদ্যে—বৈকুণ্ঠে ও তদুপরি গোলোকে।

(২) উজ্জ্বলনীলমণি মতে—অনুরাগ হেতু ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া যে পরকীয়া রমণীতে আসক্ত হয় এবং সেই রমণীর প্রেমই যাহার সর্ব্বস্ব জ্ঞান হয় সেই উপপতি। [এইরূপ উপপতি এক ব্রজবনিতাগণের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কোথাও সম্ভবে না। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে ভজন না করিয়া উপপতিভাবে ভজন করিলেন এই জন্য যে, পতিভাবে বিধির প্রাধান্য, কিন্তু উপপতিভাবে সর্ব্বতোভাবে অনুরাগেরই প্রাধান্য। জাগতিক হিসাবে উপপতিভাব অবৈধ, কারণ মানবের ঐরূপ ভাব 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা'-জনিত অর্থাৎ কামসম্ভূত; কিন্তু গোপীগণের অনুরাগ 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা'-জনিত, সুতরাং তাহা বিশুদ্ধ প্রেম। অতএব তাঁহাদের বিষয়ে জাগতিক বৈধত্বাবৈধত্বের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। আবার এ জগতে দেখা যায় মানুষের মধ্যেও যাঁহারা অতিমানুষ তাঁহারা সব সময় মানব-সমাজের বিধিনিয়মের বশবর্ত্তী থাকেন না (যেমন মহাকবিগণ ও ঋষিগণ অনেক স্থলে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া শব্দাদির প্রয়োগ করেন)। সুতরাং শ্রীভগবান্ যদি বিমল অপ্রাকৃত গোপী-প্রেমের আস্বাদন জন্য এবং তাহার মহিমা প্রকাশের জন্য প্রাকৃতজগতের বিধিনিষেধ উল্লঙ্ঘন করেন তাহাতে সাধারণ মানবের ন্যায় তাঁহাতে আদৌ দোষস্পর্শ হইতে পারে না]।

(৩) প্রসাদ—অনুগ্রহ।

কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।৩৬)

অনুগ্রহায় ভক্তানাং
মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া
যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—[ভগবান্] ভক্তানাম্ অনুগ্রহায় মানুষং দেহম্ আশ্রিতঃ (মানুষ দেহ গ্রহণ করিয়া) তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে (ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই ক্রীড়া করিয়া থাকেন) যাঃ শ্রুত্বা (যাহা শ্রবণ করিয়া) তৎপরঃ (তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্) ভবেৎ (হইয়া থাকে)।

অনুবাদ।—ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃই মানুষের দেহ গ্রহণ করে তিনি এমন লীলা প্রকাশ করেছিলেন যেন তা শুনে লোকে ভগবৎপরায়ণ হয় ॥ ৪ ॥

ভবেৎ ক্রিয়া বিধিলিঙ্, সেই ইহা কয়—
কর্ত্তব্য অবশ্য এই, অন্যথা প্রত্যবায় ॥ (১)
এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণের প্রাকট্য কারণ।
অসুর সংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন ॥
এই মত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম-কাল হৈল সে কালে মিলন ॥
দুই হেতু (২) অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন ॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেমমালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥

এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি ভাবের চতুর্ব্বিধ (৩) ভক্তই আধার ॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণসুখ-আস্বাদনে ॥
তটস্থ (৪) হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাং ২২শঃ শ্লোকঃ—

যথোত্তরমসৌ স্বাদ-
বিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্ব্বাসনয়া স্বাদ্বী
ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—অসৌ রতিঃ (ঐ চতুর্ব্বিধা রতি) যথোত্তরং স্বাদবিশেষোল্লাসময়ী অপি (উত্তরোত্তর ক্রমে স্বাদবিশেষে উল্লাসের আধিক্যযুক্ত হইলেও) বাসনয়া কা অপি কস্যচিৎ স্বাদ্বী ভাসতে (বাসনা-ভেদে কোনটি কাহারও নিকট স্বাদু বলিয়া প্রতীয়মান হয়)।

অনুবাদ।—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতি উত্তরোত্তর স্বাদুতর হ'লেও ব্যক্তিবিশেষের বাসনা অনুসারে যে কোনটি তার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাদু হয়ে ওঠে ॥ ৫ ॥

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া (৫) পরকীয়া-ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥

---

(১) ব্যাকরণানুসারে 'অবশ্যকর্ত্তব্য' অর্থে বিধিলিঙের প্রয়োগ হয়। পূর্ব্বোক্ত 'অনুগ্রহায় ভক্তানাম্' ইত্যাদি শ্লোকে 'ভবেৎ' ক্রিয়াতেও এই অর্থেই বিধিলিঙ্ হইয়াছে অর্থাৎ 'ভবেৎ' ক্রিয়ার প্রয়োগ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ দ্বারা তৎপ্রতি অনুরাগযুক্ত হওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে।

(২) দুই হেতু—শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বমাধুর্য্য আস্বাদন ও নাম-প্রেম-প্রচারণ ॥

(৩) চতুর্ব্বিধ ভক্ত—দাসগণ, সখাগণ, মাতাপিতা ও প্রেয়সীগণ। আধার—আশ্রয়।

(৪) তটস্থ হইয়া—অর্থাৎ মগ্ন না হইয়া; কারণ যিনি যাহাতে মগ্ন হয়েন তাহাই তাঁহার নিকট ভাল বলিয়া মনে হয়; কোন্‌টি বেশী ভাল কোন্‌টি কম ভাল এই তারতম্যের বোধ তাঁহার থাকে না।

(৫) স্বকীয়া—যাঁহারা বিধি অনুসারে বিবাহিতা ও পতির আজ্ঞা প্রতিপালনে তৎপরা এবং পাতিব্রত্য হইতে অবিচলিতা, সেই নায়িকা-দিগের নাম স্বকীয়া। যথা—শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি।

পরকীয়াভাবে (১) অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি (২)॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম (৩)।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের কারণ॥
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

তথাহি—স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য ১ম স্তবে ২য়ঃ শ্লোকঃ

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং,
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে
পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৬

অন্বয়ঃ।—সুরেশানাং (ইন্দ্রাদি লোকপালগণের) দুর্গম্ (অভয়স্থান) উপনিষদাং (শ্রুতিশিরোভাগের) অতিশয়েন গতিঃ (একমাত্র লক্ষ্যস্থল) মুনীনাং সর্ব্বস্বং (মুনিগণের সর্ব্বস্ব) প্রণতপটলীনাং (ভক্তসমূহের) মধুরিমা (মাধুর্য্যনিকেতন) নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং (সকল ব্রজবনিতাগণের) প্রেম্নঃ বিনির্য্যাসঃ (প্রেমের সার) স চৈতন্যঃ পুনঃ অপি কিং মে দৃশোঃ পদং যাস্যতি (সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন)?

অনুবাদ।—শ্রীচৈতন্যদেব কি আবার আমার লোচনপথে আসিবেন? তিনিই তো দেবতাদের অভয় আশ্রয়, উপনিষদের পরমা গতি, মুনিদের সর্ব্বস্ব, প্রণতজনের মধুরিমা ও গোপীপ্রেমের নির্য্যাস॥ ৬॥

স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য ২য় স্তবে তৃতীয়ঃ শ্লোকঃ

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ৭

অন্বয়ঃ।—কুতুকী (কৌতুহলী) যঃ (যিনি) কস্য অপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য (কোনও প্রণয়িজন-সমূহের) কমপি (কোনও অনির্ব্বচনীয়) অপারং মধুরং (অপরিসীম মধুর) রসস্তোমং হৃত্বা উপভোক্তুং (রসসমূহকে হরণ করিয়া তাহা আস্বাদন করিবার জন্য) ইহ তদীয়াং দ্যুতিং প্রকটয়ন্ (জগতে তদীয় কান্তি প্রকটন পূর্ব্বক) স্বাং রুচিম্ আবব্রে (স্বকীয় কান্তিকে আবৃত করিয়াছিলেন) স চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ (সেই চৈতন্যাকৃতি দেব) নঃ অতিতরাং কৃপয়তু (আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন)।

অনুবাদ।—ভগবান্ শ্রীচৈতন্য আমাদের অপার কৃপা করুন। কৌতুকী তিনি প্রণয়িনীদের অনির্ব্বচনীয় অপার মধুর প্রেমসম্ভার হরণ ক'রে উপভোগ করেছেন আপন শ্যামকান্তি তাদের স্বর্ণ-কান্তিতে আবৃত ক'রে॥ ৭॥

ভাব-গ্রহণ হেতু কৈল ধর্ম্ম স্থাপন (৪)।
মূল হেতু আগে শ্লোকে করি বিবরণ॥
"ভাব-গ্রহণের এই শুনহ প্রকার।
তা লাগি পঞ্চম শ্লোকের করিয়ে বিচার॥
এইত পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস।
এবে করি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ"॥

তথাহি—শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াং শ্লোকঃ

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকা-
ত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।

(১) পরকীয়া—যাঁহারা অনুরাগে আত্মা অর্পণ করিয়াছেন এবং ইহলোক ও পরলোকের অপেক্ষা করেন না, আর ধর্ম্ম অর্থাৎ বিবাহবিধি অনুসারে গৃহীতা নহেন, তাঁহারাই পরকীয়া; যথা—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজদেবীগণ।

(২) অবধি—শেষ সীমা, চরম উৎকর্ষ।

(৩) শ্রীরাধিকার প্রৌঢ় (পরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত) নির্ম্মল (ঐশ্বর্য্য-গন্ধহীন) ভাবই (পরকীয়া ভাবই) সর্ব্বোত্তম প্রেমের হেতু।

(৪) ভাবগ্রহণের হেতু ও ধর্ম্মস্থাপন কহিল অর্থাৎ ভাবগ্রহণের হেতু কহিলাম, ধর্ম্মস্থাপনের কথাও কহিলাম। এইবার মূল শ্লোকের বিবরণ করি। কেন শ্রীরাধার ভাবই গ্রহণ করিলেন সেই মূল কারণ অগ্রবর্ত্তী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং,
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ ৮

অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদে ৫ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই ॥
ইথে লাগি আগে করি তাহার বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন ॥
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপশক্তি-হ্লাদিনী (১) নাম যাঁহার ॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥
সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী (২)।
চিদংশে সম্বিৎ (৩) যারে জ্ঞান করি মানি ॥

তথাহি—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ১ম অংশে
১২ অঃ ৬৯ শ্লোকঃ

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবি-
ত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরা মিশ্রা
ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—[শ্রীধ্রুব ভগবান্‌কে বলিতেছেন—] একা হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ (মুখ্যা হ্লাদিনীশক্তি ও তৎপরে সন্ধিনী ও সংবিৎশক্তি) সর্ব্বসংস্থিতৌ (সকলের আশ্রয়ভূত) ত্বয়ি অস্তীতি শেষঃ (তোমাতে অবস্থান করিতেছেন) হ্লাদতাপকরী (আনন্দজনয়িত্রী সাত্ত্বিকী ও বিষয়বিয়োগাদিতে তাপকরী তামসী) [মিশ্রা শক্তিঃ] (এতদুভয়মিশ্রিতা রাজসী শক্তি) গুণবর্জ্জিতে ত্বয়ি নাস্তি (গুণবর্জ্জিত তোমাতে নাই)।

অনুবাদ।—সকলের আশ্রয়স্বরূপ তুমি—তোমার স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। গুণবর্জ্জিত তুমি—তোমাতে সুখদুঃখমিশ্রিত কোনো গুণ থাকতে পারে না ॥ ৯ ॥

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৪।৩।২১ শ্লোকঃ

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—[শ্রীশিব সতীদেবীকে বলিতেছেন]— বিশুদ্ধং সত্ত্বং (অন্তঃকরণ বা সত্ত্বগুণ) বসুদেবশব্দিতং (বসুদেব নামে কথিত হয়) যৎ তত্র অপাবৃতঃ পুমান্ (যেহেতু তাহাতে অনাবৃতভাবে সেই পুরুষ) ঈয়তে (প্রকাশ পাইয়া থাকেন)। তস্মিন্ সত্ত্বে ভগবান্ বাসুদেবঃ চ মে মনসা বিধীয়তে (সেই সেই সত্ত্বস্বরূপ বসুদেবে প্রকাশিত বাসুদেবই আমার মনের দ্বারা সেবিত হইয়া থাকেন) হি অধোক্ষজঃ (যেহেতু তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত)।

অনুবাদ।—বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম বসুদেব। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বেই পরমপুরুষ প্রকাশিত হন। এই জন্যই তার নাম বাসুদেব। ইন্দ্রিয়ের অগোচর তিনি। তাঁকে অন্তর দিয়েই জানতে হয় ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥

---

(১) শক্তিমাত্রেই জড়, কিন্তু ভগবানের চিচ্ছক্তি সেরূপ নহে, উহা ভগবানের স্বরূপ। চিচ্ছক্তির নামান্তর স্বরূপ শক্তি। হ্লাদিনী—ভগবান্ স্বয়ং আহ্লাদস্বরূপ হইয়াও যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং আহ্লাদিত হয়েন এবং ভক্তদিগকে আহ্লাদিত করেন, তাহার নাম হ্লাদিনী।

(২) সন্ধিনী—ভগবান্ সত্তারূপ হইয়াও যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং সত্তাধারণ করেন এবং পরকে ধারণ করান।

(৩) সম্বিৎ—ভগবান্ জ্ঞানরূপ হইয়াও যে শক্তিদ্বারা আপনি জানেন ও পরকে জানান।

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা (১)—নাম মহাভাব॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি॥

শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী-প্রকরণে
২য় অঙ্কে :—

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥ ১১

অন্বয়ঃ।—তয়োঃ উভয়োরপি মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথা অধিকা (শ্রীরাধিকা ও চন্দ্রাবলী উভয়ের মধ্যে রাধিকাই সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা। মহাভাবস্বরূপা) ইয়ং গুণৈঃ অতিবরীয়সী (ইনি অর্থাৎ শ্রীরাধিকাই গুণে অতিপ্রধানা এবং মহাভাবস্বরূপা)।

অনুবাদ।—রাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে রাধাই সব রকমে শ্রেষ্ঠা। অতুলনগুণশালিনী ইনি মহাভাবস্বরূপা॥ ১১॥

কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫।৩৭

আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ১২

অন্বয়ঃ।—অখিলাত্মভূতঃ য এব (গোলোকবাসিগণের আত্মাস্বরূপ যিনি অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ) আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ (আনন্দচিন্ময়রস অর্থাৎ প্রেম-প্রতিভাবিত) নিজরূপতয়া কলাভিঃ (নিজ পত্নীরূপে প্রসিদ্ধা হ্লাদিনীশক্তিরূপা) তাভিঃ (সেই গোপীগণসহ) গোলোকে এব নিবসতি (গোলোকে বাস করিতেছেন) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি (সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি)।

অনুবাদ।—আদিপুরুষ গোবিন্দ, আমি তাঁর ভজনা করি। সর্ব্বভূতের আত্মা তিনি গোলোকে বাস করেন। তাঁর সঙ্গিনী হ্লাদিনীশক্তিরূপা গোপীগণ, যাঁরা তাঁরই আনন্দচিন্ময় রস থেকে জাত॥ ১২॥

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণ-কান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
লক্ষ্মীগণ এক—পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার॥
অবতারী যৈছে কৃষ্ণ করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার॥
লক্ষ্মীগণ (২) তাঁর বৈভববিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ বিভব প্রকাশ স্বরূপ॥
আকার-স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহ-রূপ (৩) তাঁর রসের কারণ॥
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রস ভেদে (৪)।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলা-স্বাদে॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা—গোবিন্দ-মোহিনী।
গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব সর্ব্ব-কান্তা-শিরোমণি॥

তথাহি—বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্ব-কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ ১৩

(১) "পরমকাষ্ঠা"—চরম সীমা।

(২) 'লক্ষ্মীগণ' ইত্যাদি—যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমনাথ নারায়ণ, সেইরূপ পরব্যোমনাথ নারায়ণের কান্তা শ্রীলক্ষ্মীও শ্রীরাধিকার বিলাসমূর্ত্তি।

(৩) 'কায়ব্যূহ'—একশরীরীর বহুতর শরীর প্রকট করণের নাম কায়ব্যূহ। ব্রজদেবীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপ। একই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে রসবিশেষ আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ব্রজদেবীরূপে বহু হইয়াছেন।

(৪) 'তার মধ্যে'—বহুকান্তার মধ্যে। 'নানাভাব

অন্বয়ঃ।—রাধিকাদেবী কৃষ্ণময়ী (শ্রীরাধিকাদেবী কৃষ্ণময়ী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত একাত্মভূতা) পরদেবতা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ পরা সম্মোহিনী প্রোক্তা (তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা দেবতা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বশোভাময়ী এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সম্মোহিনী বলিয়া কথিত হন)।

অনুবাদ।—আনন্দদায়িনী পরমা দেবতা রাধিকা কৃষ্ণস্বরূপা। ইনিই নিখিলশ্রী, বিশ্বকান্তি ও দিব্যরূপা সম্মোহিনী ॥ ১৩ ॥

দেবী কহি দ্যোতমানা পরম সুন্দরী (১)।
কিম্বা কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তি-রূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—১০।৩০।২৮

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো
যামনয়দ্রহঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—অনয়া (ইঁহার দ্বারাই) হরিঃ ভগবান্ নূনম্ আরাধিতঃ (ভগবান্ ঈশ্বর নিশ্চিতভাবে আরাধিত হইয়াছিলেন) যৎ গোবিন্দঃ প্রীতঃ নঃ (যেহেতু শ্রীগোবিন্দ প্রীত হইয়া আমাদিগকে অর্থাৎ অন্য গোপীগণকে) বিহায় যাং রহঃ অনয়ৎ (ত্যাগ করিয়া ইঁহাকে নির্জ্জনে লইয়া আসিয়াছিলেন।

অনুবাদ।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চয়ই ইনি সেবায় প্রীত করেছেন, কেননা গোবিন্দ আমাদের পরিত্যাগ ক'রে এঁকে নিয়ে প্রীতমনে নির্জ্জনে গিয়েছেন ॥ ১৪ ॥

অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা ॥
সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান (২)।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিহেঁ৷ হয় অধিষ্ঠান ॥
কিম্বা সর্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য (৩)।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্ব-শক্তিবর্য্য (৪) ॥
সর্ব্ব সৌন্দর্য্য-কান্তি বসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে ॥
কিম্বা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিতপূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥
জগতমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা (৫) ঠাকুরাণী ॥
রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রে পরমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। (৬)
লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥

রস ভেদে—স্বপক্ষ বিপক্ষ সুহৃৎপক্ষ ও তটস্থপক্ষ প্রভৃতির ভাবভেদে ও রসভেদে এবং অনুরাগভেদে।

(১) দিব্ ধাতু হইতে দেবী হইয়াছে, এখানে দিব্ ধাতুর অর্থ দ্যুতি। তাহাতে দেবীশব্দের অর্থ দ্যোতমানা অর্থাৎ পরম সুন্দরী।

(২) 'লক্ষ্মীগণ তার বৈভব বিলাসাংশ রূপ'। পূর্ব্বোক্ত এই পয়ারেই সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩) 'কৃষ্ণের ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য'—(১) ঐশ্বর্য্য, সর্ব্ববশীকারিত্ব; (২) বীর্য্য, মণিমন্ত্রমহৌষধির ন্যায় অলৌকিক প্রভাব; (৩) শ্রী, সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি; (৪) যশঃ, রূপগুণাদির খ্যাতি; (৫) জ্ঞান, পরতত্ত্বানুভূতি; (৬) বৈরাগ্য; প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি—ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শব্দের দ্বিতীয়ার্থ।

(৪) সর্ব্ব-শক্তিবর্য্য—সব শক্তির শ্রেষ্ঠ।

(৫) পরা—শ্রেষ্ঠা।

(৬) মৃগমদ হইতে তাহার গন্ধকে এবং অগ্নি হইতে তাহার দাহিকা শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না, সুতরাং অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হেতু উভয়ে একাত্মক। রাধাকৃষ্ণ সেইরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে একাত্মক।

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে কৈল অবতার।
এইত পঞ্চম (১) শ্লোকের অর্থ পরচার॥
ষষ্ঠ শ্লোকের (২) অর্থ করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস॥
অবতরি প্রভু প্রচারিলা সংকীর্ত্তন।
এহো বাহ্যহেতু পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ (৩)।
রসিক শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য (৪) নিজ॥
অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ॥
রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর॥
শেষ লীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ—উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে॥
রাত্রে বিলাপ করেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘাড়ি (৫)॥
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীতি শ্লোকে সুখ দেন দামোদর॥
এবে কার্য্য নাহি কিছু এসব বিচারে।
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে॥

(১) পঞ্চম শ্লোকের—"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ" ইত্যাদি শ্লোকের।

(২) ষষ্ঠ শ্লোকের—"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" ইত্যাদি শ্লোকের।

(৩) 'বীজ'—মূল কারণ।

(৪) 'সেই কার্য্য'—মহাভাবরসাস্বাদনরূপ যে কার্য্য।

(৫) 'উঘাড়ি'—উদ্ঘাটন করিয়া।

পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম।
কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর অতিমর্ম্ম (৬)॥
বাৎসল্য আবেশে কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল॥
রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি-বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস॥
কৈশোর বয়স, কাম, জগত-সকল।
রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৫।১৩।৫৯)

সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—ক্ষপিতাহিতঃ (সমস্ত অমঙ্গলকে দূরীভূত করিয়া) সঃ অপি মধুসূদনঃ (সেই মধুসূদন) কৈশোরকবয়ঃ মানয়ন্ (কৈশোর বয়স সফল করিয়া) স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ সন্ (স্ত্রীরত্নসমূহের মধ্যস্থ হইয়া) ক্ষপাসু রেমে (শরৎকালের যামিনীতে বিহার করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—সেই মধুসূদনও কৈশোরের মান রেখে সুন্দরী রমণীদের মধ্যবর্ত্তী হ'য়ে যামিনী যাপন করেছিলেন ও সমস্ত অকল্যাণ নাশ করেছিলেন॥ ১৫॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে প্রথমলহর্য্যাং (১২৪)

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলা-
প্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়-
ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরী-
পাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্
কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—সখীনাম্ অগ্রে সূচিতশর্ব্বরীরতিকলা-প্রাগল্‌ভ্যয়া বাচা (সখীদিগের সম্মুখে রাত্রির রতিকলার প্রগল্‌ভতা প্রকাশক বাক্যের দ্বারা) রাধিকাং ব্রীড়া-

(৬) 'অতিমর্ম্ম'—কৈশোর বয়সে শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রেমময়ী শ্রীব্রজগোপিকাগণের সহিত প্রেমময় বিলাস করেন বলিয়া কৈশোরকালকে 'অতিমর্ম্ম' বলিলেন।

কুঞ্চিত-লোচনাং বিরচয়ন (শ্রীরাধিকাকে ব্রীড়াকুঞ্চিত-লোচনা করিয়া) তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরী-পাণ্ডিত্য-পারংগতঃ (তাঁহার স্তনদেশে কেলিমকরীর চিত্রনির্ম্মাণে নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক) অসৌ হরিঃ কুঞ্জে বিহারং কলয়ন্ কৈশোরং সফলীকরোতি (এই শ্রীহরি কুঞ্জে বিহার করতঃ কৈশোর বয়সকে সফল করিতেছেন)।

অনুবাদ।—কৈশোর বয়সকে সফল ক'রে কৃষ্ণ কুঞ্জে বিহার করছেন। রাধিকার বুকে পত্ররচনায় চমৎকার নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তিনি এবং রজনীর রতিকলায় শ্রীরাধা কেমন প্রগল্ভা হয়েছিলেন—সখীদের সামনেই সেই কথা বলে রাধিকাকে কেমন লজ্জানিমীলিতলোচনা করেছেন ॥ ১৬ ॥

তথাহি—শ্রীবিদগ্ধমাধবে (১৷৮)

হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং
মধুরাক্ষি রাধিকা চ।
অভবিষ্য দিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তু
বিশেষতস্তদাত্র ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—[শ্রীপৌর্ণমাসী বৃন্দাদেবীকে বলিতেছেন]—মধুরাক্ষি! এষ হরিঃ রাধিকা চ মথুরায়াং চেৎ ন অবাতরিষ্যৎ (হে মধুরনয়নে! এই হরি ও শ্রীরাধিকা যদি মথুরামণ্ডলে অবতীর্ণ না হইতেন) তদা ইয়ং বিসৃষ্টিঃ বৃথা অভবিষ্যৎ, অত্র মকরাঙ্কস্য বিশেষতঃ (তাহা হইলে এই বৈশিষ্ট্যময়ী সৃষ্টি এবং বিশেষতঃ কামদেবের অস্তিত্ব বৃথাই হইত)।

অনুবাদ।—হে মধুরনয়নে, কৃষ্ণ যদি মথুরায় অবতীর্ণ না হ'তেন—অবতীর্ণ না হ'তেন রাধিকা, সৃষ্টিই তা হ'লে বিফল হ'ত, বিশেষ ক'রে বিফল হ'ত মকরকেতু ॥ ১৭ ॥

এই মত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস নির্য্যাস চর্ব্বণ (১) ॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন ॥
তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান ॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ॥

(১) 'চর্ব্বণ'—আস্বাদন।

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥
রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (৮৷৭৭)

"কস্মাদ্বৃন্দে প্রিয়সখি" "হরেঃ
পাদমূলাৎ" "কুতোঽসৌ"
"কুণ্ডারণ্যে" "কিমিহ কুরুতে"
"নৃত্যশিক্ষাং" "গুরুঃ কঃ।"
"তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং
দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো
নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ" ॥ ১৮

টীকা—[শ্রীরাধা ও বৃন্দাদেবীর উক্তিপ্রত্যুক্তি]
"হে বৃন্দে! কস্মাদাগতা?" (হে প্রিয়সখি বৃন্দে! কোথা হইতে আসিলে?) "হরেঃ পাদমূলাৎ।" (শ্রীহরির পাদমূল হইতে)। "অসৌ কুতঃ" (তিনি কোথায় আছেন?) "কুণ্ডারণ্যে।" (শ্রীরাধার কুণ্ডের অরণ্যে)। "ইহ কিং কুরুতে?" (সেখানে কি করিতেছেন?) "নৃত্যশিক্ষাং" (নৃত্য শিক্ষা করিতেছেন)। "গুরু কঃ?" (তাহাতে গুরু কে?) প্রতিতরুলতাং, দিগ্বিদিক্ষু শৈলূষীব স্ফুরন্তী ত্বন্মূর্ত্তিঃ তং স্বপশ্চাৎ নর্ত্তয়ন্তী পরিতঃ ভ্রমতি (দিগ্বিদিকের প্রতিতরুলতায় উত্তম নটীর ন্যায় স্ফুরিত তোমার মূর্ত্তি তাহাকে স্বীয়পশ্চাতে নাচাইয়া ভ্রমণ করিতেছে)।

অনুবাদ।—কোথা থেকে এলে প্রিয়সখি?
—কৃষ্ণের পাদমূল হ'তে এসেছি আমি।
—কৃষ্ণ কোথায়?
—রাধাকুণ্ডবনে।
—সেখানে কি করছেন তিনি?
—নৃত্য শিক্ষা করছেন।
—গুরু কে?
—দিকে দিকে প্রতি তরু-লতার তলে তোমার যে মূর্ত্তি স্ফুরিত হচ্ছে প্রধানা নটীর মত—তারই পিছু পিছু তিনি নেচে চলেছেন ॥ ১৮ ॥

নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ ॥

আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয় (১)।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্ম্মময় ॥
রাধা-প্রেম বিভু(২)যার বাঢ়িতে নাই ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই ॥
যাহা বই গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব-বর্জ্জিত (৩) ॥
যাহা হৈতে সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য-বক্র-ব্যবহার (৪) ॥

তথাহি—দানকেলিকৌমুদ্যাং (২)

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—বিভুরপি (সম্পূর্ণ হইয়াও) সদা অভিবৃদ্ধিং কলয়ন্ (সর্ব্বদা সর্ব্বদিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তিশীল) গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ (গুরু হইয়াও গৌরবচর্য্যাবিহীন) মুহুঃ উপচিতবক্রিমা অপি (প্রতিক্ষণে কৌটিল্য বৃদ্ধি পাইলেও) শুদ্ধঃ (অতিশয় সরল) মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ জয়তি (মুরারির প্রতি শ্রীরাধিকার অনুরাগ জয়যুক্ত হউক)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণে রাধার অনুরাগ জয়লাভ করুক। রাধার অনুরাগ—সর্ব্বব্যাপী হয়েও প্রতিমুহূর্ত্তে বর্দ্ধনশীল, গৌরবান্বিত হয়েও অনুদ্ধত, নব নব বিলাসে কুটিল হয়েও নির্ম্মলপ্রেমে ঋজু ॥ ১৯ ॥

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয় ॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের(৫)আহ্লাদ ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ (৬) পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায় ॥
কভু যদি এই প্রেমের হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেম-লোভ ধক্‌ধকি ॥
এই এক শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার ॥
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণ (৭) ॥
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে ॥
মোর মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি(৮)।
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে—কেহ নাহি হারি ॥
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি ॥

---

(১) সর্ব্বব্যাপী হইয়াও মাতৃ-ক্রোড়স্থিত, আপ্তকাম হইয়াও স্তন্যার্থে রোদনরত, স্বতন্ত্র হইয়াও প্রেমপরতন্ত্র ইত্যাদি বিরুদ্ধধর্ম্মের আমি যেমন আশ্রয়।

(২) 'বিভু'—ব্যাপক ; সম্পূর্ণ।

(৩) 'গৌরব-বর্জ্জিত'—মমত্বময় মধুস্নেহোত্থ বলিয়া ঐশ্বর্য্যগন্ধহীনতা নিমিত্ত কাহারও নিকট গৌরবও চাহেন না এবং নিজেও গৌরব করেন না।

(৪) তুলনা করুন—"অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব-কুটিলা ভবেৎ" (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)।

(৫) 'আশ্রয়ের' তাদৃশ প্রেমের পরমাশ্রয় শ্রীরাধিকার।

(৬) 'আশ্রয় জাতীয় সুখ'—শ্রীরাধিকার যে জাতীয় সুখ।

(৭) 'যদ্যপি নির্ম্মল······বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ'—শ্রীরাধার সৎ-প্রেমদর্পণে মালিন্যের গন্ধমাত্রও নাই ; সুতরাং মলাপসরণের দ্বারা তাহার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আদৌ নাই ; তথাপি ক্ষণে ক্ষণে স্বচ্ছতা বাড়িতেছে। এইটি শ্রীরাধাপ্রেমের বিরুদ্ধধর্ম্ম। 'সৎপ্রেম'—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-গন্ধহীন প্রেম।

(৮) 'হোড় করি'—প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া।

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥

তথাহি—শ্রীললিতমাধবে (৮।৩২)

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—অপরিকলিতপূর্ব্বঃ (অদৃষ্টপূর্ব্ব) চমৎকারকারী গরীয়ান্ মাধুর্য্যপূরঃ কঃ এষ মম স্ফুরতি (চমৎকারকারী গৌরবশালী এই মাধুর্য্যস্বরূপ কে আমার নিকট প্রকাশ পাইতেছে ?) অয়ম্ অহমপি যং প্রেক্ষ্য (এই আমি যে সৌন্দর্য্য দেখিয়া) লুব্ধচেতাঃ সন্ হন্ত সরভসং রাধিকা ইব উপভোক্তুং কাময়ে (লুব্ধচিত্ত হইয়া শ্রীরাধিকার ন্যায় আনন্দসহকারে ইঁহাকে উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি)।

অনুবাদ।—কে এই অপূর্ব্ব চমৎকারিত্বজনক মহিমময় পরিপূর্ণমাধুর্য্যস্বরূপ আমার সম্মুখে স্ফুরিত হচ্ছে ? হায় ! মুগ্ধমন আমিও একে দেখে পরম আবেগে রাধার মতনই উপভোগ করতে উৎসুক হ'য়েছি ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল ॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করয়ে যতন ॥
এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে ॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।
অবিদগ্ধ (১) বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৩৯)

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎ-প্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—[শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিতেছেন] —সর্ব্বাঃ গোপ্যঃ চ যৎ-প্রেক্ষণে (গোপীগণ যাঁহার দর্শনকালে) দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি (নয়নের নিমেষ সৃষ্টিকারী বিধাতাকে অভিসম্পাত করিয়া থাকেন) 'তম্' চিরাৎ উপলভ্য দৃগ্‌ভিঃ হৃদীকৃতম্ অলং পরিরভ্য (সেই অভীষ্টকে বহুকাল পরে প্রাপ্ত হইয়া দৃষ্টির দ্বারা হৃদয়ের মধ্যে আনয়নপূর্ব্বক দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া) নিত্যযুজাম্ অপি দুরাপং তদ্ভাবম্ আপুঃ (তাঁহাতে যাঁহারা নিত্যযুক্ত তাঁহাদেরও দুষ্প্রাপ্য তদ্ভাব প্রাপ্ত হইলেন)।

অনুবাদ।—কৃষ্ণের সঙ্গে যে ঐকাত্ম্য রুক্মিণী প্রভৃতির পক্ষেও দুর্লভ ছিল সেই ঐকাত্ম্য গোপীরা পেয়েছিলেন। যে কৃষ্ণ তাঁদের হৃদয়ে নিত্যবিরাজিত ছিলেন—ছিলেন চির-ঈপ্সিত, যাঁর সৌন্দর্য্যদর্শনকালে নিমেষপাতকেও তাঁরা অসহনীয় ব'লে বোধ করতেন— সেই শ্রীকৃষ্ণকে বহুদিন পরে কুরুক্ষেত্রে পেয়ে গোপীরা তাঁকে দৃষ্টি দিয়েই পরিপূর্ণ আলিঙ্গন করলেন ॥ ২১ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৫)

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—ভবান্ অহ্নি যৎ কাননম্ অটতি (হে শ্রীকৃষ্ণ যখন তুমি দিবসে বনে ভ্রমণ কর) 'তদা' ত্বাম্ অপশ্যতাং 'ব্রজজনানাং' ত্রুটিঃ (তখন তোমার অদর্শনে অতি অল্পকালও) যুগায়তে (যুগের ন্যায় প্রতীত হয়)। তে কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখং চ উদীক্ষতাং (তোমার কুটিল কুন্তলযুক্ত শ্রীমুখদর্শনকারীর) দৃশাংপক্ষ্মকৃৎজড়ঃ (নয়নের নিমেষস্রষ্টা বিধাতা জড় অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধিহীন)।

অনুবাদ।—তুমি যখন দিবাভাগে কাননে কাননে ভ্রমণ কর তখন তোমাকে না দেখে মুহূর্ত্তও যুগ হ'য়ে ওঠে। তোমার কুঞ্চিত-অলক-শোভিত শ্রীমুখ দেখার সময় যে নয়নে নিমেষপাত হয় তার জন্য জড় সৃষ্টি-কর্ত্তাই দায়ী ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান্ ॥

(১) অবিদগ্ধ—অনিপুণ, অরসিক, মূর্খ।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।৭)

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—হে সখ্যঃ অক্ষণ্বতাম্ ইদং ফলং (সখিগণ! নেত্রশালিগণের ইহাই ফল) পরম্ ন বিদামঃ (এতদপেক্ষা অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ ফলের বিষয় আমরা অবগত নহি)। বয়স্যৈঃ সহ পশূন্ অনুবিবেশয়তোঃ ব্রজেশসুতয়োঃ (বয়স্যগণের সহিত গাভীগুলিকে বনে প্রবেশ করাইতেছেন এই অবস্থায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনদ্বয়ের) অনুবেণুজুষ্টম্ অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং বক্ত্রং যৈঃ বৈ নিপীতং (অনুকূল বংশীযুক্ত ও অনুরাগযুক্ত কটাক্ষ মোচনকারী বদন ইঁহারা নিঃশেষে পান করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ।—হে সখীগণ! সখাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গাভীদের বনভূমিতে নিয়ে চলেছেন—মুখে তাঁদের বেণু, অপাঙ্গে অনুরাগ। এ দৃশ্য যারা নয়ন দিয়ে পান করেছে—তাদেরই নয়ন সফল—এর চেয়ে বেশী আর কোন সুফল নয়ন পেতে পারে? ২৩॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৪।১৪)

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—গোপ্যঃ কিং তপঃ অচরন্ (গোপীগণ কি তপস্যাই না করিয়াছিলেন?) যৎ অমুষ্য লাবণ্যসারম্ অসমোর্দ্ধম্ অনন্যসিদ্ধম্ অনুসবাভিনবং (যাহাতে ইঁহারা এই শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যসার, অসমোর্দ্ধ—অর্থাৎ যাঁহার সমানও নাই এবং যাঁহার শ্রেষ্ঠও নাই—স্বাভাবিক সুন্দর, প্রতিক্ষণে নূতন) দুরাপং যশসঃ শ্রিয়ঃ ঐশ্বরস্য একান্তধাম রূপম্ দৃগ্ভিঃ পিবন্তি (দুর্লভ, যশ শ্রী ও ঐশ্বর্য্যের একমাত্র আশ্রয়ভূত রূপ নেত্রসমূহের দ্বারা পান করেন)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের রূপ—লাবণ্যের সার, তুলনাবিহীন, স্বভাবসুন্দর, প্রতিক্ষণেই নূতন, দুর্লভ, মাধুর্য্যের, সৌন্দর্য্যের ও ঐশ্বর্য্যের একান্ত আশ্রয়। গোপীরা কোন্ তপস্যা করেছিলেন যে এমন রূপ নয়ন ভরে পান করেন! ২৪॥

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥
কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণের উপজায় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ ॥
এইত দ্বিতীয় হেতুর কৈল বিবরণ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোঁসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥
যেবা কেহ অন্য জানে সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য গোঁসাঞির তেহো অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে ॥
গোপীগণের প্রেম অধিরূঢ় ভাব (১) নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥

তথাহি—গৌতমীয়তন্ত্রে

প্রেমৈব গোপরামাণাং
কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং
বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—গোপরামাণাং প্রেমা এব (ব্রজগোপীদিগের প্রেমই) কাম ইতি প্রথাম অগমৎ (কাম নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল)। ইতি উদ্ধবাদয়োঽপি ভগবৎ-প্রিয়াঃ (এইজন্য উদ্ধব প্রমুখ ভক্তগণ) এতম বাঞ্ছতি (ইহা লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ।—গোপীদের প্রেমই কাম নামে অভিহিত হয়ে থাকে। উদ্ধব প্রভৃতি মহাভাগবতেরাও এই প্রেমকে পেতে চান ॥ ২৫ ॥

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম ॥
কামের তাৎপর্য্য (২) নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম ত প্রবল ॥

---

(১) যে মহাভাবে সাত্বিকভাবের উদ্দীপন হয় তাহাই অধিরূঢভাব। (২) 'তাৎপর্য্য'—উদ্দেশ্য।

লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ (১) নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেমে নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ-সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৯)

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—হে প্রিয়! ভীতাঃ তে যৎ সুজাত চরণাম্বুরুহং (হে প্রিয়—আমরা তোমার যে সুকোমল চরণকমল) কর্কশেষু স্তনেষু শনৈঃ দধীমহি (আমাদিগের কঠিন স্তনসমূহে অতি ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি) তেন অটবীম্ অটসি (সেই চরণের দ্বারা যখন তুমি বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও) তৎ চরণং কূর্পাদিভিঃ কিংস্বিৎ ন ব্যথতে (তখন কি তাহা সূক্ষ্ম প্রস্তরখণ্ডাদির দ্বারা ব্যথা প্রাপ্ত হয় না?) ভবদায়ুষাং নঃ ধীঃ ভ্রমতি (ত্বদ্‌গতপ্রাণ—আমাদিগের উহা ভাবিয়া বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়া পড়ে)।

অনুবাদ।—হে প্রিয়! আমাদের কঠিন উরসে তোমার সুকোমল পদ-কমল—ভীরু আমরা—ধীরে ধীরে রেখেছিলাম—পাছে ব্যথা পাও। এখন তুমি সেই পায়ে অরণ্যে ভ্রমণ করছ, কঠিন কঙ্করে কি পায়ে ব্যথা লাগছে না—এ কথা ভেবে তোমাগতপ্রাণ আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি॥ ২৬॥

আত্ম সুখে দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥

(১) 'আর্য্যপথ'—পাতিব্রত্য ধর্ম্ম।

কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২১)

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—[গোপী-প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য] হে অবলাঃ মদর্থোজ্ঝিতলোক-বেদস্বানাং (হে অবলা-গণ! তোমরা আমার জন্য ইহলোকের লৌকিক ব্যবহার, বেদনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপথ এবং নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়াছ)। বঃ হি ময়ি এবম্ অনুবৃত্তয়ে (তোমাদের আমার প্রতি এই ভাব বৃদ্ধির জন্যই) পরোক্ষং ভজতা ময়া তিরোহিতং (পরোক্ষে তোমাদিগের ভজনা করিলেও আমি যে তিরোহিত হইয়াছিলাম) তৎ হে প্রিয়াঃ, প্রিয়ং মা অসূয়িতুং মা অর্হথ (তাহার জন্য হে প্রিয়াগণ আমার দোষ দর্শন করা তোমাদের উচিত হয় না)।

অনুবাদ।—আমার প্রেমে তোমরা সংসার ত্যাগ করেছ, ধর্ম্মাচার ত্যাগ করেছ—ত্যাগ করেছ আপন জনকে। তোমাদের নিরন্তর অনুরাগ আস্বাদনার (বা বৃদ্ধির) জন্যই আমি তিরোহিত হয়েছিলাম। তোমরা আমার প্রিয়া—আমি তোমাদের প্রিয়, আমাকে নিরপরাধ মনে কোরো॥ ২৭॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৬।৪)

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা
মদর্থে ত্যক্ত-দৈহিকাঃ।
মামেবং দয়িতং প্রেষ্ঠম্
আত্মানং মনসা গতাঃ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—[শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন] মন্মনস্কাঃ (সেই গোপীগণ—সকলেই মদ্‌গতচিত্ত)—মৎপ্রাণাঃ মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ (মদ্‌গতপ্রাণা এবং আমার জন্য সমস্ত দৈহিক সুখ বিসর্জ্জন করিয়া) তাঃ দয়িতং প্রেষ্ঠম্ আত্মানং মামেবং মনসা গতাঃ (তাঁহারা তাঁহাদের দয়িত, প্রিয়তম এবং আত্মস্বরূপ আমাকেই মনের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছেন)।

অনুবাদ।—আমাকে তারা মন সমর্পণ করেছে, প্রাণ সমর্পণ করেছে। দৈহিক সব কিছুই সমর্পণ

করেছে। আমি তাদের দয়িত, তাদের প্রিয়তম, আত্মস্বরূপ—আমাকে তারা অন্তরেই একান্ত ক'রে পেয়েছে ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (৪ অঃ ১১)

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৯

ইহার অন্বয়াদি চতুর্থ পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২৯ ॥

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২১)

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—[শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিতেছেন] অহং নিরবদ্যসংযুজাং বঃ (অনিন্দ্যভাবে মিলন-পরায়ণা—তোমাদের) স্বসাধুকৃত্যং (স্বীয় সাধুকৃত্য) বিবুধায়ুষা অপি (অমরের আয়ু লাভ করিয়াও) ন পারয়ে (আমি শোধ দিতে সমর্থ নহি) যাঃ দুর্জ্জরগেহ-শৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য (যেহেতু তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়াও) মা অভজন্ (আমাকে ভজনা করিয়াছ) বঃ তৎ সাধুনা প্রতিযাতু (অতএব তোমাদের এই সাধু-কৃত্যের দ্বারাই তাহার পরিশোধ হউক)।

অনুবাদ।—নির্ম্মলপ্রেমা তোমাদের প্রেমের ঋণ দেবতার আয়ু দিয়েও পরিশোধ করতে পারব না। দুশ্ছেদ্য গৃহবন্ধন ছিন্ন করে আমাকেই তোমরা চেয়েছ। তোমাদের প্রেমেই তার পরিশোধ হোক ॥ ৩০ ॥

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহোত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর ইহা সম্ভোগ সাধন ॥
এ-দেহ দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ।
এই লাগি করে দেহের মার্জ্জন ভূষণ ॥

তথাহি—গোপীপ্রেমামৃতে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো
মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ
নিগূঢ়প্রেমভাজনম্ ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—নিজাঙ্গম্ অপি মম ইতি সমুপাসতে (হে পার্থ যে গোপীরা তাঁহাদের নিজ নিজ অঙ্গকেও আমার বলিয়া সম্যক্‌ভাবে উপাসনা করেন) তাভ্যঃ পরং মম নিগূঢ়প্রেমভাজনং ন (তাঁহাদিগের হইতে কেহই আমার নিগূঢ় প্রেমভাজন নহেন)।

অনুবাদ।—আপন দেহকেও যে গোপীরা কৃষ্ণের বস্তু মনে ক'রে প্রসাধিত করতেন সেই গোপীরা ছাড়া—হে অর্জ্জুন—আমার পরমপ্রেমভাজন আর কেউই নেই ॥ ৩১ ॥

আর এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটি গুণ ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয় ॥
তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ (১)।
তথাপি বাঢ়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ ॥
এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাঢ়ে যার নাহিক সমতা ॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত ॥
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি (২)।
পরস্পর বাঢ়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি (৩) ॥

(১) 'অনুরোধ'—আগ্রহ।
(২) 'হুড়াহুড়ি'—পরস্পরকে জয় করিবার জন্য দৌড়ঝাঁপ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা।
(৩) অধোবদন হয় না, অর্থাৎ হারে না।

কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী রূপ গুণে।
তাঁর সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ সুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে ॥

যথোক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াং
কেশবাষ্টকে ৮ম-শ্লোকে

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ
কেশবম্ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—আভিঃ সুন্দরীততিভিঃ উপেত্য স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈঃ (এই ব্রজবধূগণ আসিয়া মৃদুমন্দ হাস্য ও রোমাঞ্চযুক্ত) নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ (নৃত্যশীল অসংখ্য কটাক্ষভঙ্গীর দ্বারা) পথি অভ্যর্চ্চিতং (যাঁহাকে পথিমধ্যে পূজা করিতেছেন) স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং (যাঁহার নয়নভৃঙ্গ সেই ব্রজসুন্দরীদিগের স্তনপুষ্পস্তবকে সঞ্চারিত হইতেছে) বিপিনদেশতঃ ব্রজে বিজয়িনং কেশবং ভজে (বনপ্রদেশ হইতে গোষ্ঠে আগমনকারী সেই কেশবকে আমি ভজনা করি)—

অনুবাদ।—আমি কেশবকে ভজনা করি। কেশব বন থেকে ব্রজে ফিরছেন—তাঁকে ব্রজরূপসীরা অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন স্মিতহাসি আর অপাঙ্গভঙ্গি দিয়ে। তাঁদের বক্ষকুসুমে লগ্ন হ'য়ে আছে তাঁরই নয়নভৃঙ্গ ॥ ৩২ ॥

আর এক গোপী প্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন ॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাঢ়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি ॥
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ (১)।
তাঁহা নাহি নিজ-সুখ-বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥

নিরুপাধি প্রেম (২) যাঁহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥
নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিম-বিভাগে
২য় লহর্য্যাং ২৪ শ্লোকঃ—

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং
প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষা-
দক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—দারুকঃ অঙ্গস্তম্ভারম্ভম্ উত্তুঙ্গয়ন্তং (শ্রীকৃষ্ণসারথি দারুকদেহে জড়তার উৎপত্তিজনক বা বৰ্দ্ধনকারী) প্রেমানন্দং ন অভ্যনন্দৎ (প্রেমানন্দকে অভিনন্দন করেন নাই)। যেন কংসারাতেঃ (কারণ উহা দ্বারা কংসারি শ্রীকৃষ্ণের) সাক্ষাৎ বীজনে (সাক্ষাৎ চামর-সেবনে) অক্ষোদীয়ান্ অন্তরায়ঃ ব্যধায়ি (অধিকতর বিঘ্ন উৎপন্ন হইয়াছিল)।

অনুবাদ।—উদীয়মান প্রেমানন্দে দারুকের অঙ্গ স্তম্ভিত হ'ল। তিনি কৃষ্ণকে ব্যজন করছিলেন—অঙ্গ স্তম্ভিত হওয়ায় সাক্ষাৎভাবে সেবায় অধিকতর বিঘ্ন ঘটল। তাই দারুক সেই প্রেমঘন আনন্দকেও নিন্দা করলেন ॥ ৩৩ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ৩য়-
লহর্য্যাং ৩২ শ্লোকঃ

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপিবাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ। অরবিন্দবিলোচনা (কমললোচনা) গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি-বাষ্পপূরাভিবর্ষিণং (শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের বিঘ্নকারী নেত্রজলবর্ষী) আনন্দম্ উচ্চৈঃ অনিন্দৎ (আনন্দকে উচ্চৈঃস্বরে নিন্দা করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—সেই কমললোচনা আপন আনন্দকেও অত্যন্ত নিন্দা করলেন, কারণ গোবিন্দদর্শনজনিত আনন্দে নয়ন দিয়ে যে অশ্রু ঝরছিল সেই অশ্রুই গোবিন্দদর্শনের বাধা হয়ে উঠল ॥ ৩৪ ॥

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ প্রেম সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥

(১) প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, তদাশ্রয় অর্থাৎ প্রীতির আশ্রয় শ্রীরাধা, তাঁহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দে শ্রীরাধার আনন্দ হয়।

(২) 'নিরুপাধি'—নির্হেতু, বাসনাশূন্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১১-১২)

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ৩৫ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ।—মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ (আমার গুণ শ্রবণমাত্রে) সর্ব্বগুহাশয়ে (সকলের অন্তঃকরণে অবস্থিত) ময়ি পুরুষোত্তমে (পুরুষোত্তমরূপী আমাতে) অম্বুধৌ (মহাসমুদ্রে) গঙ্গাম্ভসো যথা (গঙ্গাপ্রবাহের যেরূপ) (তথা) অবিচ্ছিন্না মনোগতিঃ (অবিচ্ছিন্না মনের গতি) (সা হি) নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য (তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের) লক্ষণম্ উদাহৃতং (লক্ষণরূপে কথিত হয়)—যা ভক্তিঃ অহৈতুকী, অব্যবহিতা (এই ভক্তি কারণান্তর-শূন্যা এবং অন্যব্যবধানরহিতা)।

অনুবাদ।—সমুদ্র অভিমুখে গঙ্গার গতি যেমন নিরন্তরা তেমনি আমার গুণশ্রবণে আমার প্রতিও ভক্তজনের নিরন্তরা মনোগতি হয়। পুরুষোত্তমে অকারণ ও অব্যবহিত এই ভক্তিকেই তাই নিষ্কাম ভক্তিযোগ বলে॥ ৩৫-৩৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।১৩)

সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ।—জনাঃ মৎসেবনং বিনা দীয়মানম্ উত (আমার সেবা বিনা আমি দিতে চাহিলেও) সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বম্ অপি ন গৃহ্লন্তি (সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তিও গ্রহণ করেন না)।

অনুবাদ।—আমার সেবা যারা চায় তারা সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সাযুজ্য—এই পঞ্চধা মুক্তি পেলেও গ্রহণ করে না ॥ ৪৭ ॥

তত্রৈব শ্রীমদ্ভাগবতে ৯।৪।৬৭ শ্লোকঃ

মৎসেবয়া প্রতীতং তে।
সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ
কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—সেবয়া পূর্ণাঃ তে (আমার সেবার দ্বারা পরিপূর্ণকাম আমার ভক্তগণ) মৎসেবয়া প্রতীতং (আমার সেবার দ্বারা লব্ধ) সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং ন ইচ্ছন্তি (সালোক্যাদি চারিপ্রকার মুক্তিও চাহেন না) কালবিপ্লুতং (কালপ্রভাবে ধ্বংসশীল) অন্যৎ কুতঃ (অন্য কিছু কেনই বা চাহিবেন ?)

অনুবাদ।—আমার সেবায় পরিপূর্ণচিত্ত তারা সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তিই গ্রহণ করে না—কালে বিনাশশীল স্বর্গাদি তো দূরের কথা ॥ ৩৮ ॥

কামগন্ধ হীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধহেম ॥
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী ॥
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা পরিপাটি ইষ্ট সমীহিত (১) ॥

তথাহি—গোপীপ্রেমামৃতে।

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা
ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ
কিং গোপ্যঃ মে ভবন্তি ন ॥ ৩৯
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং
মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ
নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ ! তে সত্যং বদামি (তোমাকে সত্যই বলিতেছি) গোপ্যঃ মে সহায়াঃ গুরবঃ শিষ্যাঃ ভুজিষ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ বান্ধবাঃ 'স্যুঃ' (গোপীরা আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, ভোগ্যা, বান্ধব ও পত্নী হইতেছেন)। 'অতস্তাঃ' মে কিং ন ভবন্তি (অতএব তাঁহারা আমার সর্ব্বস্ব)। হে পার্থ ! গোপিকাঃ মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতং জানন্তি (গোপিকারাই আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও আমার মনোগত অভিপ্রায় অবগত আছেন)। অন্যে তত্ত্বতঃ ন জানন্তি (অন্য কেহ তাহা স্বরূপতঃ জানেন না)।

(১) 'ইষ্ট-সমীহিত'—কৃষ্ণ যাহা ভালবাসেন সেইরূপ শারীরিক ব্যবহার।

অনুবাদ।—সত্য অর্জ্জুন! গোপীরা আমার কি নয়! তারা আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, ভোগ্যা, বন্ধু ও ভার্য্যা। আমার মর্য্যাদা, আমার সেবা, আমার শ্রদ্ধা ও আমার অভিলাষ—সেই গোপীরাই জানে, আর কেউ নয়॥ ৩৯-৪০॥

সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥

তথাহি পদ্মপুরাণে

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো-
স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা
বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—রাধা যথা বিষ্ণোঃ প্রিয়া তস্যাঃ কুণ্ডং তথা প্রিয়ং (শ্রীরাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া তাঁহার কুণ্ডও সেইরূপ প্রিয়) সর্ব্বগোপীষু সা এব একা বিষ্ণোঃ অত্যন্তবল্লভা (সকল গোপীর মধ্যে একমাত্র তিনিই শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় আদরণীয়া)।

অনুবাদ।—রাধা যেমন কৃষ্ণের প্রিয়তমা, রাধা-কুণ্ডও তেমনি কৃষ্ণের প্রিয়স্থান। রাধাই সর্ব্ব-গোপীদের মধ্যে কৃষ্ণের সর্ব্বাধিক প্রিয়া॥ ৪১॥

তথাহি গোপীপ্রেমামৃতে

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা
যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ
যত্র রাধাভিধা মম॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! যত্র বৃন্দাবনং পুরী সা পৃথিবী ত্রৈলোক্যে ধন্যা (বৃন্দাবন নামে পুরী আছে যেথানে সেই পৃথিবী ত্রিলোকের মধ্যে ধন্যা) তত্রাপি গোপিকাঃ যত্র মম রাধাভিধা প্রিয়া বর্ত্ততে (সেইস্থলেও গোপিকাগণ ধন্যা, যাদের মধ্যে আমার রাধা নাম্নী প্রিয়া বর্ত্তমান আছেন)।

অনুবাদ।—ত্রিলোকে পৃথিবীই ধন্য, কারণ সেখানে বৃন্দাবনপুরী আছে। বৃন্দাবনেও গোপীরাই ধন্য, কারণ তাদের মধ্যে আছে আমার রাধা॥ ৪২॥

রাধাসহ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ (১)॥

কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণপ্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ॥

শ্রীগীতগোবিন্দে ৩য় সর্গে ১ম শ্লোকে
শ্রীজয়দেববাক্যম্

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—কংসারিঃ অপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্ (সমস্ত লীলার সারভূতা রাসলীলার বাসনার দৃঢ় শৃঙ্খলরূপা) রাধাং হৃদয়ে আধায় (রাধারাণীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া) ব্রজসুন্দরীঃ তত্যাজ (অন্যান্য ব্রজ-সুন্দরীদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—রাসলীলার শ্রীবিলাস-স্বরূপা সেই রাধাকে হৃদয়ে গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণও ব্রজরূপসীদের পরিত্যাগ করলেন॥ ৪৩॥

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার॥
সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল যে কারণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গোঁসাঞি ব্রজেন্দ্র-কুমার।
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥

তথাহি—শ্রীগীতগোবিন্দে ১ম সর্গে ১২ শ্লোকে
শ্রীজয়দেববাক্যম্

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়-
ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণী-শ্যামলকোমলৈরুপনয়-
ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ
প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ, সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ
মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥ ৪৪

(১) রসোপকরণ—যেমন অন্নের উপকরণ ব্যঞ্জন; ব্যঞ্জনাদির দ্বারা অন্নের যেরূপ স্বাদ বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অন্য গোপিকাগণ-সঙ্গ দ্বারা শ্রীরাধা সহ ক্রীড়ারসের স্বাদুতা বৃদ্ধি হয়।

অন্বয়ঃ।—হে সখি, অনুরঞ্জনেন (হে সখি! অনুরঞ্জনের দ্বারা বা অধিকতর প্রীতিদানের দ্বারা বিশেষাৎ (তাঁহাদিগের সকলের) আনন্দং জনয়ন্ (আনন্দ জন্মাইয়া) ইন্দীবরশ্রেণীশ্যামলকোমলৈঃ অঙ্গৈঃ অনঙ্গোৎসবং স্বচ্ছন্দম্ উপনয়ন্ (এবং নীলকমলতুল্য শ্যামবর্ণ কোমল অঙ্গসমূহের দ্বারা স্বচ্ছন্দে অনঙ্গ উৎসব সম্পাদনপূর্ব্বক) ব্রজসুন্দরীভিঃ অভিতঃ প্রত্যঙ্গম্ আলিঙ্গিতঃ মুগ্ধঃ হরিঃ মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গারঃ ইব (ব্রজসুন্দরীদিগের দ্বারা প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররসের ন্যায় মুগ্ধ হরি) মধৌ ক্রীড়তি। (বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন)।

অনুবাদ।—সমস্ত গোপীদের অনুরঞ্জন করছেন শ্রীকৃষ্ণ—সুনীল পদ্মের মতন তাঁর কোমল ও শ্যামল অঙ্গ দিয়ে ইচ্ছামত অনঙ্গ উৎসব জাগিয়েছেন চারপাশের ব্রজরূপসীদের মধ্যে। তারা তাঁকে অঙ্গে অঙ্গে আলিঙ্গন করছে। সখি! মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গারের মতন মধুমাসে মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ায় মত্ত হয়েছেন ॥ ৪৪॥

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য গোঁসাঞি রসের সদন।
অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥
সেই দ্বারে (১) প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ ধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে সেই সব মর্ম্ম ॥
অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস।
গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস ॥
আর যত চৈতন্যকৃষ্ণের ভক্তগণ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥
ষষ্ঠ শ্লোকের এই কহিল আভাস।
মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ ॥

তথাহি—শ্রীস্বরূপগোস্বামিনঃ শ্লোকঃ।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি-
লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৪৫ ॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ১ম পরিচ্ছেদে ৬ষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৫ ॥

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥

(১) 'সেই দ্বারে'—মধুর-রসাস্বাদন দ্বারা।

অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ় (২)।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥
এ সব সিদ্ধান্ত-রস আম্রের পল্লব (৩)।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ (৪) ॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ (৫)।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥
যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে সভার হউক চমৎকার ॥
কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ পূর্ণরস-স্বরূপ কহে মোরে ॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্‌জন ॥
আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ।
সেইজন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥
আমা হৈতে গুণী বড় (৬) জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ (৭) মাধুর্য্য সাম্য নাহি যার ॥

(২) 'করিঞা নিগূঢ়'—গোপন করিয়া।

(৩) 'আম্রের পল্লব'—আম্রমুকুল।

(৪) 'বল্লভ'—প্রিয়।

(৫) উষ্ট্রের রসনায় আম্রমুকুলের আস্বাদ গ্রহণ করিবার শক্তি নাই, কিন্তু কণ্টকচর্ব্বণে মুখ ক্ষত হইলেও উষ্ট্র তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। এইরূপ অভক্তগণের হৃদয়ে ভক্তিরসের আস্বাদনের শক্তি নাই, তাহাদের হৃদয় নানা দুর্ব্বাসনায় সর্ব্বদা ব্যথিত, তথাপি তাহা ত্যাগ করিতে পারে না বলিয়া কবিবর উষ্ট্রের সঙ্গে অভক্তের তুলনা দিলেন।

(৬) 'গুণী বড়'—রূপাদি মাধুর্য্য-গুণে অধিক।

(৭) অসমোর্দ্ধ—যাহার সমান এবং যাহা হইতে অধিক নাই।
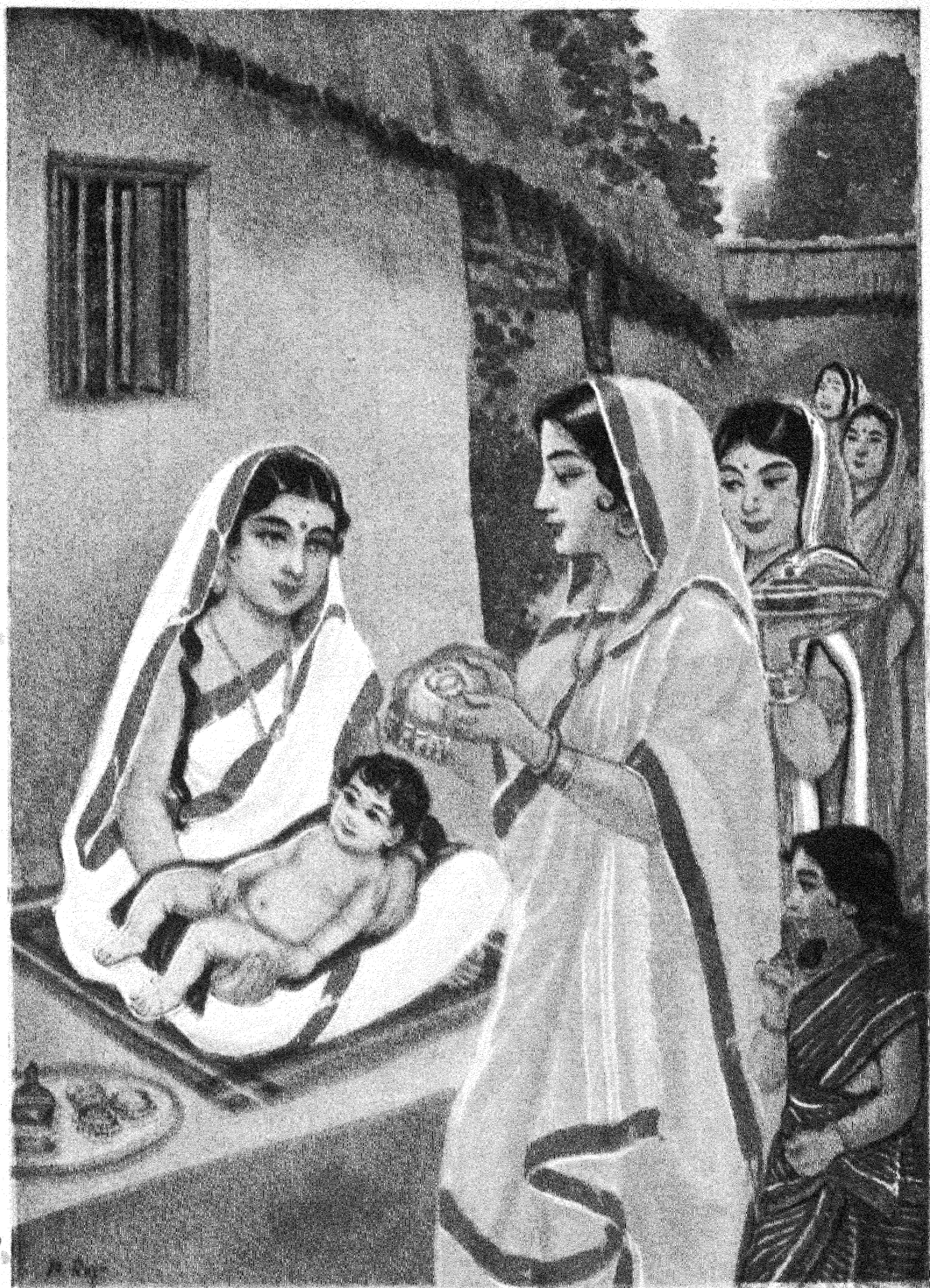
বালকের দিব্যদ্যুতি, দেখি পাইল বহুপ্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়॥

মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর বংশী-গীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।
রাধার অধর রসে আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল (১)।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু (২)॥
এই মত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত॥
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে আগেয়ান॥
পরস্পর বেণু-গীতে হরয়ে চেতন (৩)।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥
অনুকূল বাতে (৪) যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেম হঞা অন্ধ॥
তাম্বূল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন কিছুই না জানে॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত॥

(১) 'কোটীন্দু শীতল'—কোটী চন্দ্র হইতেও স্নিগ্ধ।
(২) 'জীবাতু'—জীবনৌষধি।
(৩) 'পরস্পর……চেতন'—শ্রীরাধিকার আমাতে এতই প্রীতি যে, আমি যে বেণুবাদ্য করিয়া থাকি, সেই বেণু জাতি অর্থাৎ বেড়্ বাঁশের ঝাড়ে পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে যে শব্দ হয়, তৎশ্রবণে তাঁহার চৈতন্য থাকে না। সাক্ষাৎ বেণুরবের কথা আর কি বলিব?
(৪) 'অনুকূল বাতে'—শ্রীকৃষ্ণের দিক্ হইতে শ্রীরাধার দিকে যে বায়ুপ্রবাহ আসে তাহাতে।

লীলা অন্তে (৫) সুখে ইঁহার যে অঙ্গ-মাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি॥
দোঁহার যে সম রস ভরত-মুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেই নাহি জানে॥
অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই (৬)॥

তথাহি—ললিতমাধবে ৯।৯
শ্রীরূপ-গোস্বামি পাদোক্তঃ শ্লোকঃ

নির্ধৌতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহুরুতশ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গশ্চন্দনশীতলস্তনুরিয়ং সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্
ত্বামাস্বাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং
রাধে মুহুর্ম্মোদতে॥ ৪৬

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্ত্বচ
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে
সংহৃষ্টনাসাপুটাম্।
আরজ্যদ্রসনাংকিলাধররসেন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদ্গীর্ণমাধৃতিং বহিরপি
প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাম্॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—হে কল্যাণি, তে বিম্বাধরঃ নির্ধৌতামৃতমাধুরীপরিমলঃ (হে কল্যাণি)! তোমার বিম্ব ফলের ন্যায় রক্তবর্ণ অধর অমৃতের মাধুর্য্য ও সুগন্ধের পরাভবকারী) বক্ত্রং পঙ্কজ-সৌরভম্ (তোমার বদন পদ্মের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত) গিরঃ কুহুরুতশ্লাঘাভিদঃ (তোমার বাক্য-সকল কোকিল ধ্বনির গর্ব্বহারী) অঙ্গঃ চন্দনশীতলঃ (তোমার অঙ্গ চন্দন হইতেও শীতল) ইয়ং তনুঃ সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্ (তোমার এই দেহ সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্যের আধার)। হে রাধে, ত্বাম্ আস্বাদ্য মম ইদম্ ইন্দ্রিয়কুলং মুহুঃ মোদতে (হে রাধে! তোমাকে আস্বাদন করিয়া আমার এই ইন্দ্রিয়কুল বারংবার আনন্দিত হইতেছে)।

(৫) 'লীলা অন্তে'—নির্জ্জনে কৃত লীলার শেষে।
(৬) রসশাস্ত্রের আদিগুরু ভরত মুনির মতে অনুরাগযুক্ত নায়ক নায়িকার পরস্পরের সঙ্গমে উভয়েরই সমান সুখ হয়। কিন্তু ব্রজলীলার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ও নায়িকা শ্রীরাধিকার সুখ সমান হয় না; পরন্তু শ্রীরাধিকার সুখ বহুপরিমাণে অধিক হয়।

কংসহরস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) রূপে লুব্ধনয়নাং (কংসহর শ্রীকৃষ্ণের রূপের মাধুর্য্যে তোমার নয়ন লুব্ধ) 'শ্রীকৃষ্ণস্য' স্পর্শে অতিহৃষ্যত্ত্বচম্ (শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে তুমি অতিশয় আনন্দে রোমাঞ্চগাত্রী), 'শ্রীকৃষ্ণস্য' বাণ্যাম্ উৎকলিত-শ্রুতিং (তাঁহার বাণী শুনিতে তোমার কর্ণ উৎকণ্ঠিত) 'শ্রীকৃষ্ণস্য' পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাং (তাঁহার অঙ্গগন্ধে তোমার নাসাপুট অতিশয় প্রফুল্ল) 'শ্রীকৃষ্ণস্য' অধররসে আরজ্যদ্রসনাং (তাঁহার অধর-সুধা-পানে তোমার রসনা অতিশয় অনুরাগযুক্তা) ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং (তোমার মুখপদ্ম লজ্জায় নম্র) বহিরপি দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং প্রোগুদ্বিকারাকুলাম্ (তুমি কপট মহা ধৈর্য্যশালিনী হইলেও বাহিরের স্পষ্ট বিকার দ্বারা আকুলা) 'রাধাম্ আলোকয়ন্' সেই তোমাকে আমি স্মরণ করিতেছি)।

অনুবাদ।—হে কল্যাণি! তোমার বিম্বাধর অমৃতের মাধুর্য্যপরিমলকেও জয় করেছে ; জয় করেছে তোমার মুখ পদ্মের সৌরভকে, কোকিলের কাকলির গৌরবকে জয় করেছে তোমার বাণী। অঙ্গ তোমার চন্দনের চেয়ে শীতল, তনু তোমার সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়। রাধে! তোমার সঙ্গে মিলনে আমার ইন্দ্রিয়কুল আকুল হয়ে অনুক্ষণ আনন্দিত।

কৃষ্ণের রূপে রাধার নয়ন লুব্ধ, স্পর্শে ত্বক্ রোমাঞ্চিত, কথায় শ্রবণ ব্যাকুল, সৌরভে নাসা আনন্দে বিভোর, অধররসে রসনা প্রলোভিত। তবু তিনি কপটছলে কোনোমতে মুখপদ্ম নত করে গর্ব্বভরে মনোভাব গোপন করেছেন কিন্তু দেহের বিকারে আকুলা হ'য়ে আছেন ॥ ৪৬-৪৭ ॥

তাতে জানি মোতে আছে কোন একরস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে ॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে ॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় (১) ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥
রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥
সর্ব্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এইত নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতার সময় ॥
সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ ॥
পিতা মাতা গুরুগণে আগে অবতারি।
রাধিকার ভাব-বর্ণ অঙ্গীকার করি ॥
নবদ্বীপে শচী-গর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥
এইত করিল ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যান।
স্বরূপ গোঁসাঞির পাদপদ্ম করি ধ্যান ॥
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিনু অর্থ।
শ্রীরূপ গোঁসাঞির শ্লোক প্রমাণ সমর্থ ॥

তথাহি—স্তবমালায়াং ২য়ে স্তবে ৩ শ্লোকঃ

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৪৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৭ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৮ ॥

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণ-চৈতন্যতত্ত্বলক্ষণম্।
প্রয়োজনঞ্চাবতারেশ্লোকষট্কৈর্নিরূপিতম্॥৪৯

অনুবাদ।—ছটি শ্লোকে নির্ণীত হল মঙ্গলাচরণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যলক্ষণ এবং অবতারের প্রয়োজন ॥ ৪৯ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

(১) 'বিজাতীয় ভাব'—শ্রীরাধার ভাব ব্যতীত অন্য জাতীয় ভাব।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং চৈতন্যাবতার-মূল-প্রয়োজনকথনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং
শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপ-
মজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে॥ ১

অন্বয়ঃ।—অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যম্ ঈশ্বরং শ্রীনিত্যানন্দং বন্দে (অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন শ্রীনিত্যানন্দ-রূপ ঈশ্বরকে বন্দনা করিতেছি) যস্য ইচ্ছয়া অজ্ঞেন অপি তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে (যাঁহার ইচ্ছায় নিতান্ত অজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে)।

অনুবাদ।—শ্রীনিত্যানন্দের বন্দনা করি যিনি অনন্ত ও অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যশালী ঈশ্বর। এঁর কৃপায় এঁর স্বরূপ অজ্ঞ লোকেও জানতে পারে॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
ষষ্ঠ শ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্য-মহিমা।
পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দ-তত্ত্ব সীমা॥
সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ—শ্রীবলরাম॥
একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ—(১) কৃষ্ণ লীলার সহায়॥
সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম সঙ্গে—শ্রীনিত্যানন্দ॥

তথাহি—শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী।
গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ১ম পরিচ্ছেদের ৭ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২॥

শ্রীবলরাম গোঁসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন॥
আপনে করেন কৃষ্ণ লীলার সহায় (২)।
সৃষ্টিলীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায়॥
সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন।
শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন (৩)॥
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ।
সেই রাম শ্রীচৈতন্য সঙ্গে নিত্যানন্দ॥
সপ্তম শ্লোকের (৪) অর্থ করি চারি শ্লোকে।
যাতে নিত্যানন্দ তত্ত্ব জানে সর্ব্বলোকে॥

তথাহি—শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াং—

মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ১ম পরিচ্ছেদে অষ্টম শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩॥

প্রকৃতির পার পরব্যোম নামে ধাম (৫)।
কৃষ্ণ বিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্॥

---

(১) যুদ্ধার্থ সেনা সন্নিবেশের নাম ব্যূহ। সৈন্যাধ্যক্ষ পুরুষ যেমন ব্যূহের মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কর্ষণাদি কায়ব্যূহের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া লীলা করিতেছেন।

(২) 'পঞ্চরূপ'—সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী, শেষ—এই পাঁচ রূপ। তাহার মধ্যে আপনি অর্থাৎ বলরাম সঙ্কর্ষণরূপে কৃষ্ণলীলায় সাহায্য করেন; আর কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি চারি রূপে সৃষ্টিকার্য্যাদি করেন।

(৩) 'বিবিধ সেবন'—বাসস্থান, শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্ত্র, উপাধান, ছত্র প্রভৃতি ধারণ করিয়া শেষরূপে সেবা করেন।

(৪) সপ্তম শ্লোকের—অর্থাৎ "সঙ্কর্ষণঃ কারণ-তোয়শায়ী" ইত্যাদি শ্লোকের।

(৫) 'প্রকৃতির পার'—মায়াতীত। 'পরব্যোম'—মহাবৈকুণ্ঠ।

সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম (১)।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥
তাহার উপরিভাগে—কৃষ্ণলোকখ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল—ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম।
উপর্য্যধো(২) ব্যাপি আছে—নাহিক নিয়ম ॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তার, নাহি দুই কায় ॥
চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম (৩) ॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ-গোপী সঙ্গে যাঁরা কৃষ্ণের বিলাস ॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫-২৫)

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—কল্পবৃক্ষ-লক্ষাবৃতেষু (লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষবেষ্টিত) চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু (চিন্তামণি নির্ম্মিত গৃহসমূহে) সুরভীঃ অভিপালয়ন্তং লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রম-সেব্যমানং তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি (শত সহস্র লক্ষ্মী কর্ত্তৃক সম্ভ্রম সহকারে সেব্যমান হইয়া যিনি কামধেনুবৃন্দকে লালনপালন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি)।

অনুবাদ।—আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি লক্ষ লক্ষ কল্পতরুর আড়াল দেওয়া চিন্তামণিময় মন্দিরে ইনি শত-সহস্র লক্ষ্মীর দ্বারা সেব্যমান হয়ে স্বয়ং সুরভি গাভীদের পালন করেন ॥ ৪ ॥

মথুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা ॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্যূহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ (৪) ॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময় (৫)।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥
পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণ রূপে করে বিবিধ বিলাস ॥
স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণ রূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মহৈশ্বর্য্যময়।
শ্রী ভূ লীলা শক্তি যাঁর চরণ সেবয় ॥
যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম।
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম ॥
সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥
ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তের তাঁহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তা সভার স্থিতি ॥
বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল ॥
সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎশক্তি তাহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার (৬) ॥
সূর্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥

---

(১) যেমন কৃষ্ণবিগ্রহ বিভুত্বাদি গুণবিশিষ্ট, এই পরব্যোমাদি ভগবদ্ধামসকলও সর্ব্বগ অনন্ত বিভু।

(২) 'উপর্য্যধো'—উপরে নীচে।

(৩) 'চর্ম্মচক্ষে'—প্রেমহীন চক্ষে। 'প্রপঞ্চের সম'—পঞ্চভূতের দ্বারা যে সকল বস্তু সৃষ্ট হয়, তাহার নাম প্রপঞ্চ, তাহার সমান।

(৪) মথুরা ও দ্বারকায় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ সর্ব্বস্থানের চতুর্ব্যূহের অংশী (আদিকারণ) এবং তুরীয় অর্থাৎ মায়াগন্ধহীন।

(৫) 'এই তিন লোকে'—গোকুল, মথুরা এবং দ্বারকায়।

(৬) 'চিৎশক্তি'—কিন্তু তথায় চিচ্ছক্তিবিকার অর্থাৎ চিদানন্দময় গৃহপরিচ্ছদাদিরূপ পরিণতি নাই। (ঝামটপুরের শ্রীগ্রন্থের পাঠ)

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১৩৬)

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ
প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ
কিরণার্কোপমাজুষোঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—যৎ অরীণাং (কংসশিশুপালাদির) প্রিয়াণাং (ব্রজবাসিগণের) একম্ ইব প্রাপ্যম্ ইতি উদিতং (একই প্রাপ্যস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে) তৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ (তারা সূর্য্যকিরণ ও সূর্য্যের উপমার ন্যায়) ব্রহ্মকৃষ্ণয়োঃ ঐক্যাৎ (ব্রহ্ম ও কৃষ্ণের একত্ব হইতে সিদ্ধ)।

অনুবাদ।—সূর্য্য ও সূর্য্যকিরণ অভিন্ন। কৃষ্ণ ও ব্রহ্ম অভিন্ন। তাই বৈরী ও বন্ধুর প্রাপ্যকে শাস্ত্র এক বলে নির্দ্দিষ্ট করেছে ॥ ৫ ॥

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥

তথাহি—রসামৃত-সিন্ধু-ধৃতং (১।২।১৩৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনম্ :—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ
পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না
দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—তমসঃ (মায়ার) পারে তু সিদ্ধলোকঃ (পারে সিদ্ধলোক) যত্র ব্রহ্মসুখে মগ্নাঃ সিদ্ধাঃ চ (সেখানে ব্রহ্মসুখে মগ্ন সিদ্ধগণ) হরিণা হতাঃ দৈত্যাঃ হি বসন্তি (এবং শ্রীহরি-কর্ত্তৃক হত দৈত্যগণ বাস করিয়া থাকে)।

অনুবাদ।—মায়াকে উত্তীর্ণ হ'য়ে আনন্দময় সিদ্ধলোক। সেখানে ব্রহ্মসুখে মগ্ন হ'য়ে সিদ্ধেরাও যেমন বাস করেন তেমনি বাস করে শ্রীকৃষ্ণ-নিহত দৈত্যেরাও ॥ ৬ ॥

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপাশে।
দ্বারকা চতুর্ব্যূহ দ্বিতীয় প্রকাশে ॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের এই তুরীয় বিশুদ্ধ ॥

তাঁহা (১) যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ।
চিচ্ছক্তিআশ্রয় তিহোঁ কারণের কারণ (২) ॥
চিচ্ছক্তি বিলাস এক শুদ্ধ সত্ত্ব নাম (৩)।
শুদ্ধ সত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥
ষড়্ বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহা—সকল চিন্ময়।
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয় ॥
জীব নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ সর্ব্ব জীবের আশ্রয় ॥
যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাহাতে প্রলয়।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয় (৪) ॥
সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বোদ্ভুত ঐশ্বর্য্য অপার।
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাঁহার ॥
তুরীয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম।
তিহোঁ যার অংশ সেই নিত্যানন্দ রাম ॥
অষ্টম শ্লোকের কৈল সংক্ষেপে বিবরণ।
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥

তথাহি—শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৭

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ ১ম পরিচ্ছেদে ৯ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৭ ॥

বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি ॥
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥

(১) 'তাঁহা'—পরব্যোমে।

(২) 'তিঁহো'—মহাসঙ্কর্ষণ। 'কারণের'—মহাবিষ্ণুর। 'কারণ'—অবতারী।

(৩) অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব চিচ্ছক্তির একটি বৃত্তি।

(৪) 'সেই পুরুষের'—মহাবিষ্ণুর। 'সমাশ্রয়'—অংশী, অবতারী।

চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।
যার এক কণা গঙ্গা জগৎ-পাবন (১) ॥
সেই ত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে (২) করেন শয়ন ॥
মহৎস্রষ্টা পুরুষ তিহোঁ জগৎকারণ।
আদ্য অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ ॥
মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে (৩)।
কারণ সমুদ্রে মায়া পরশিতে নারে ॥
সেইত মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি।
জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি ॥
জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করেন কৃপা (৪) ॥
কৃষ্ণ শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ (৫) ॥
অতএব কৃষ্ণ মুল জগৎকারণ।
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজা-গলস্তন (৬) ॥

(১) পাঠান্তর 'পতিত-পাবন'।

(২) 'এক অংশে'—মহাবিষ্ণুরূপে।

(৩) এই মহাবিষ্ণুই কারণার্ণবে শয়ন করিয়া কারণার্ণবের বাহিরে স্থিত মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন, তন্নিমিত্ত মায়া মহৎতত্ত্ব প্রসব করেন।

(৪) উপাদান এবং নিমিত্তরূপে মায়া দুই প্রকারে অবস্থান করেন। তন্মধ্যে উপাদানরূপে প্রধান ও প্রকৃতি নাম হয়, এবং নিমিত্তাংশে মায়াই নাম। যাহাকে গ্রহণ করিয়া কার্য্য হয়, তাহার নাম উপাদান। যেমন কুণ্ডলের উপাদান স্বর্ণ, ও ঘটের উপাদান মৃত্তিকা, এবং যাহা বিনা যাহা হয় না, তাহার নাম নিমিত্ত। যেমন কুণ্ডলের নিমিত্ত স্বর্ণকার ও ঘটের নিমিত্ত কুম্ভকার প্রভৃতি। এইরূপ, এক মায়া জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইলেও জড়ত্বনিবন্ধন কারণ হইতে পারে না; এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ করুণা করিয়া মায়াতে শক্তিসঞ্চার-পূর্ব্বক তদ্দারা সৃষ্টি করেন।

(৫) 'জারণ'—দহন।

(৬) প্রকৃতি কারণের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও কারণ নহে। 'আজা-গলস্তন'—নিরর্থক বস্তু, ছাগীর গলস্থিত স্তনবৎ মাংসপিণ্ডের ন্যায় যাহার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নাই এরূপ বস্তু।

মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ।
সেহ নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ ॥
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার (৭) ॥
কৃষ্ণকর্ত্তা মায়া তাঁর করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায় ॥
দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান (৮)।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥
এক অঙ্গাভাসে (৯) করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥
অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ (১০)।
ততরূপে পুরুষ করে সভাতে প্রবেশ ॥
পুরুষ নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ ॥
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ শরীরে ॥
গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু (১১) চলে।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥

তথাহি— ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪৮) শ্লোকঃ

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—অথ লোমবিলজাঃ (লোমকূপজাত) জগদণ্ডনাথাঃ (ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ব্রহ্মাদি) যস্য একনিশ্বসিতকালম্ অবলম্ব্য জীবন্তি (যাহার একটি

(৭) 'পুরুষাবতার'—প্রথম পুরুষ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু।

(৮) 'অবধান'—ঈক্ষণ, অবলোকন, দৃষ্টিপাত।

(৯) 'অঙ্গাভাসে'—অঙ্গচ্ছটায়।

(১০) 'অণ্ড সন্নিবেশ'—ব্রহ্মাণ্ডের অবয়ব সংস্থাপন।

(১১) 'ত্রসরেণু'—সূর্য্যকিরণে গবাক্ষরন্ধ্রে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণু দেখা যায়, তাহার নাম ত্রসরেণু। ৬টি (মতান্তরে ৩০টি) পরমাণু একত্র হইলে ত্রসরেণু হয়।

শ্বাসত্যাগের কাল অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিত থাকেন) স মহান্ বিষ্ণুঃ ইহ যস্য কলাবিশেষঃ (সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলাবিশেষ) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি (আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি)।

অনুবাদ।—আমি আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। এঁরই কলাবিশেষ মহাবিষ্ণু—যাঁর লোমকূপ থেকে জাত হয়ে ব্রহ্মাদি দেবতা তাঁরই নিঃশ্বাস-পতনকাল পর্য্যন্ত মাত্র বিদ্যমান থাকেন ॥ ৮ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১১)

ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরমাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মা বলিতেছেন—তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ-সংবেষ্টিতাণ্ড-ঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ অহং ক্ব (প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, মহদহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা বেষ্টিত অণ্ড ঘটে সমাপ্ত বিতস্তি—অর্থাৎ সাড়ে তিন হাত শরীর বিশিষ্ট আমিই বা কোথায়?) চ (পুনঃ) ঈদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরমাণুচর্য্যা-বাতাধ্বরোমবিবরস্য তে মহিত্বং ক্ব (আর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণু সকলের পরিভ্রমণের জন্য বায়ু চলাচলের গবাক্ষের ন্যায় যাহার লোমকূপ সেই তোমার মহিমাই বা কোথায়?)

অনুবাদ।—আপনার মহিমা কোথায়! আর আমি বা কোথায়? ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম-অহং-মহৎ-প্রকৃতি-পরিবেষ্টিত অণ্ডঘটে সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত আমি। আর আপনার রোমবিবরগুলিতেও পূর্ব্বোক্ত অসংখ্য অণ্ড পরমাণু বাতায়নপথে ধূলিকণার মত প্রচলিত ॥ ৯ ॥

অংশের অংশ যেই কলা তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি (১) শ্রীবলরাম ॥
তাঁর এক স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ।
তাঁর অংশ পুরুষ (২) হয় কলায়ে গণন ॥

(১) 'প্রতিমূর্ত্তি'—বিলাসমূর্ত্তি।
(২) 'তাঁর অংশ পুরুষ'—অংশ পুরুষ কারণার্ণবশায়ী।

যাহাকে ত কলা কহি তিহোঁ মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষ অবতারী তেঁহ সর্ব্বজিষ্ণু ॥
গর্ভোদ ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম।
সেই দুই যার অংশ—বিষ্ণু বিশ্বধাম (৩) ॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে
নবমাঙ্কধৃত সাত্বততন্ত্র-বচনম্

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥১০

অন্বয়ঃ।—তু বিষ্ণোঃ পুরুষাখ্যানি ত্রীণি রূপাণি অথো বিদুঃ (সেই বিষ্ণুর পুরুষনামে কথিত তিনটি রূপ আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন) তু মহতঃ স্রষ্টৃ একং (তাহার মধ্যে মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা একটি), তু অণ্ডসংস্থিতং দ্বিতীয়ং (দ্বিতীয়টি গর্ভোদকশায়িরূপ), সর্ব্বভূতস্থং তৃতীয়ং (তৃতীয়টি সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামিরূপ), তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে (এই তিনটিকে জানিতে পারিলে মনুষ্য মুক্তি লাভ করে)।

অনুবাদ।—বিষ্ণুর পুরুষাখ্য তিনটি রূপ আছে। প্রথম পুরুষ মহত্তের স্রষ্টা, দ্বিতীয় পুরুষ অণ্ডসংস্থিত ও তৃতীয় পুরুষ সর্ব্বভূতস্থ। এই তিনটি রূপ জানলে মুক্তিলাভ হয় ॥ ১০ ॥

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি।
মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যবতারের তেহোঁ অবতারী ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১১

এই শ্লোকের অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ ২য় পরিচ্ছেদে ১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১১ ॥

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার করে জগতের ভর্ত্তা ॥
সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান।
সেইত অংশের কহি অবতার নাম ॥
আদ্য অবতার মহাপুরুষ ভগবান্।
সর্ব্ব অবতার বীজ সর্ব্বাশ্রয়ধাম ॥

(৩) 'বিশ্বধাম'—সমস্ত বিশ্বের আশ্রয়।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৪২)

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—ভূম্নঃ পরস্য আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ (যিনি প্রথম পুরুষের পরবর্ত্তী তিনিই আদ্য অবতার) 'অতঃপরং' কালঃ স্বভাবঃ সদসৎ মনঃ দ্রব্যং বিকারঃ গুণঃ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু (তাঁহার পরেই কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণ মন, দ্রব্য—অর্থাৎ মহাভূত, অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণত্রয়, ইন্দ্রিয়সমূহ, বিরাট্ অর্থাৎ সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড, স্বরাট্ অর্থাৎ সমষ্টিজীব, স্থাবর ও জঙ্গমাদি সৃষ্টি হইয়া থাকে)।

অনুবাদ।—সেই পুরুষোত্তমের আদি অবতার যে পুরুষ তাঁরই বিভূতি—কাল, স্বভাব, সৎ, অসৎ, মন, দ্রব্য, বিকার, গুণ, ইন্দ্রিয়, বিরাট্, স্বরাট্ ও সমস্ত স্থাবর জঙ্গম্॥ ১২॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।১)

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—[শ্রীসূতশৌনকাদিকে বলিতেছেন]—ভগবান্ লোকসিসৃক্ষয়া (ভগবান্ লোকসৃষ্টির ইচ্ছা হেতু অর্থাৎ সৃষ্টির আরম্ভে) আদৌ মহদাদিভিঃ সম্ভূতং ষোড়শকলং পৌরুষং রূপং জগৃহে (মহদাদিসম্ভূত ষোড়শ কলাবিশিষ্ট (১) পুরুষরূপ গ্রহণ করিলেন)।

অনুবাদ।—লোকসৃষ্টির উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান্ মহৎ প্রভৃতি থেকে জাত ষোড়শ-কলা-যুক্ত পৌরুষ রূপ গ্রহণ করলেন॥ ১৩॥

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিহোঁ তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মা রূপে তাঁর জগৎ আধার॥
প্রকৃতি সহিত তাঁর উভয় সম্বন্ধ (২)।
তথাপি প্রকৃতি সহ নহে স্পর্শ-গন্ধ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১১।৩৯)

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ ১৪॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ২য় পরিচ্ছেদে ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৪॥

এই মত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয়॥
আমিত (৩) জগতে বসি জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি না আমা জগতে॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এইত গীতার অর্থ কৈল পরচার॥
সেইত পুরুষ যার অংশ ধরে নাম।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম॥
এইত নবম শ্লোকের অর্থ-বিবরণ।
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চোক্তশ্লোকঃ
যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসঙ্ঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ১৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ১ম পরিচ্ছেদে ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৫॥

সেইত পুরুষ অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হৈয়া॥
ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার॥
নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ॥

---

(১) একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত—এই ষোড়শকলা।

(২) 'উভয় সম্বন্ধ'—প্রভৃতি তাঁহাতে এবং তিনি অন্তর্য্যামিরূপে প্রকৃতিতে।

(৩) আমি জগতে বাস করি সুতরাং জগৎ আমার আশ্রয়, এবং জগৎ আমাতে বাস করে অতএব আমিও জগতের আশ্রয়। এইরূপে আশ্রয়-আশ্রিত বা আধার-আধেয় সম্বন্ধ থাকিলেও আমি জগতে বাস করি না, জগৎ আমাতে বাস করে। আমার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যই ইহার একমাত্র কারণ।

ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ পঞ্চাশৎকোটি যোজন।
আয়াম (১) বিস্তার হয়ে দুই এক সম॥
জলে ভরি অর্দ্ধ তাহা কৈল নিজ বাস।
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ॥
তাহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম।
শেষ শয়ন জলে করিল বিশ্রাম॥
অনন্ত-শয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন (২)।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন॥
সহস্র নয়ন হস্ত সহস্র চরণ।
সর্ব্ব অবতার বীজ (৩) জগৎ কারণ॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম (৪)॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
তেহোঁ ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন॥
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎ পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া গুণে॥
রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার॥
হিরণ্যগর্ভ অন্তর্য্যামী জগৎ কারণ।
যাঁর অংশ করি করে বিরাট্ কল্পন॥
হেন নারায়ণ (৫) যার অংশেরও অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস (৬)॥
দশম শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥১৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ১ম পরিচ্ছেদে ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৬॥

নারায়ণের নাভিনাল মধ্যে ত ধরণী।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্রে যে গণি॥
তাঁহা ক্ষীরোদধি মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু তাঁর সেই নিজধাম॥
সকল জীবের তেহোঁ (৭) হয়ে অন্তর্য্যামী।
জগত পালক তেহোঁ জগতের স্বামী॥
যুগ-মন্বন্তরে করি নানা অবতার।
ধর্ম্ম সংস্থাপন করে অধর্ম্ম সংহার॥
দেবগণ নাহি পায় যাঁহার দর্শন।
ক্ষীরোদক-তীরে যাই করেন স্তবন॥
তবে অবতরি করে জগৎ পালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন॥
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ (৮)।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব-অবতংস॥
সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরেন ধরণী (৯)।
কাঁহা আছে মহী শিরে হেন নাহি জানি॥
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝলমল॥
পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার।
যার এক ফণে রহে সর্ষপ আকার॥

---

(১) 'আয়াম'—দৈর্ঘ্য। 'বিস্তার'—প্রস্থ। এই দুইয়ের এক পরিমাণ।

(২) 'শেষ শয়ন…করিল শয়ন'। জলে—গর্ভোদকের জলে। শেষ শয়ন—অনন্তরূপ শয্যা। 'অনন্ত-শয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন', ইহার অর্থ—গর্ভোদকে যে অনন্তরূপ শয্যা তথায় শয়ন করিলেন।

(৩) 'সর্ব্ব অবতার বীজ'—এই দ্বিতীয় পুরুষ মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতারের অবতারী (মূল)।

(৪) সদ্ম—গৃহ, অর্থাৎ সেই পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হয়।

(৫) নারায়ণ—গর্ভোদশায়ী।

(৬) অবতংস—কর্ণভূষণ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।

(৭) 'তেহোঁ'—তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদ-শায়ী বিষ্ণু।

(৮) 'অংশাংশের অংশ'; অংশ—কারণার্ণবশায়ী, অংশাংশ—গর্ভোদশায়ী; অংশাংশের অংশ—ক্ষীরোদ-শায়ী।

(৯) 'সেই বিষ্ণু'—ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু। 'শেষ-রূপে'—অনন্তনাগরূপে।

সেইত অনন্ত শেষ ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর॥
সহস্র বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান।
নিরবধি গুণ গান—অন্ত নাহি পান॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে (১)।
ভগবানের গুণ কহে ভাসে প্রেমসুখে॥
ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান (২) বসন।
আরাম (৩) আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন॥
এত মূর্ত্তি ভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা (৪) পাঞা শেষনাম ধরে॥
সেইত অনন্ত যাঁর কহি এক কলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ কে জানে তাঁর খেলা॥
এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ সীমা।
তাঁহাকে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা॥
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি।
সেহোত সম্ভবে তাতে যাতে অবতারী॥
অবতার-অবতারী অভেদ যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণে কেহো কাহো (৫) করি মানে॥
কেহো বলে—কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নর নারায়ণ।
কেহো কহে—কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥
কেহো কহে—কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার॥
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশে আশ্রয়।
সর্ব্ব অংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয়॥
যেই যেই রূপে জানে সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নহে॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোঁসাঞি।
সর্ব্ব-অবতার লীলা করি সবারে দেখাই॥
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ (৬)।
সেইভাবে কহে মুঞি চৈতন্যের দাস (৭)॥
কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্যলীলা।
পূর্ব্বে যেন তিন ভাবে(৮)ব্রজে কৈল খেলা॥
বৃষ হঞা কৃষ্ণ-সনে মাথামাথি রণ।
কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ-সংবাহন॥
আপনাকে ভৃত্য করি 'কৃষ্ণ প্রভু' জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১১।৪০)

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ (তাঁহারা বৃষ সাজিয়া নিনাদ করিতে করিতে) পরস্পরং যুযুধাতে (পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতেন)। রুতৈঃ জন্তূন্ অনুকৃত্য প্রাকৃতৌ যথা 'তথা' চেরতুঃ (এবং শব্দ দ্বারা জন্তুগণের অনুকরণপূর্ব্বক প্রাকৃত বালকের ন্যায় বিচরণ করিতেন)।

অনুবাদ।—প্রাকৃত জনের মতই চলতেন তাঁরা—বৃষের অনুকরণে গর্জ্জন করতে করতে যুদ্ধও করতেন, আর নানা পশুপাখীর ডাকেরও অনুকরণ করতেন॥ ১৭॥

তত্রৈব—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।১৪)

ক্কচিৎ ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং গোপোৎ-সঙ্গোপবর্হণম্।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসংবাহনা-দিভিঃ॥ ১৮

(১) সনকাদি—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার।
(২) উপাধান—বালিস।
(৩) আরাম—উপবন (বাগান)।
(৪) 'শেষতা'—নির্ম্মাল্য, প্রসাদ (অথবা শেষত্ব অর্থাৎ উপকারিত্ব)।
(৫) 'কাহো'—কোনরূপ।

(৬) 'অনন্ত প্রকাশ'—অনন্তের অবতার।
(৭) সেইভাবে—অনন্ত ভাবে। মুঞি—আমি (নিত্যানন্দ)। নিত্যানন্দ—অনন্তদেব মিলিত থাকায় তদ্ভাবে তিনি আপনাকে শ্রীচৈতন্যদাস বলেন।
(৮) 'তিন ভাবে'—গুরু, সখা ও ভৃত্যভাবে।

অন্বয়ঃ।—[শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিলেন] —ক্বচিৎ স্বয়ং ক্রীড়া-পরিশ্রান্তঃ গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ (কোনও সময়ে ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া গোপশিশুর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শায়িত) আর্য্যম্ (আর্য্যকে অর্থাৎ অগ্রজকে) পাদসংবাহনাদিভিঃ বিশ্রাময়তি (চরণ-সংবাহনাদির দ্বারা তাঁহাকে বিশ্রাম করান)।

অনুবাদ।—কখনো বা খেলায় ক্লান্ত হ'য়ে গোপের কোলে মাথা রেখে বলদেব শুতেন আর কৃষ্ণ স্বয়ং পদসেবা ক'রে তাঁর ক্লান্তি দূর করতেন ॥ ১৮ ॥

তত্রৈব—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৩।২৭)

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা
নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি
বিমোহিনী ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—ইয়ং মায়া কা, কুতঃ বা আয়াতা, দৈবী বা নারী (ইনি কে ? কোথা হইতেই বা আসিলেন ? ইনি কি দেবসম্ভূতা না নরসম্ভূতা ?) উত আসুরী (অথবা ইনি আসুরী মায়াই বা হইবেন)। মে ভর্ত্তুঃ মায়া প্রায়ঃ অস্তু, অন্যা মে অপি বিমোহিনী ন (না ইনি আমার ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া, অন্য কেহ হইলে আমাকে মোহিত করিতে পারিত না)।

অনুবাদ।—ইনি কে ? কোথা থেকেই বা এলেন ? ইনি কি দেবতা, মানুষ বা অসুরসম্ভূতা মায়া ? মনে হয়, আমার প্রভুরই মায়া, অন্যথায় আমার মোহ হত না ॥ ১৯ ॥

তত্রৈব—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬৮।৩)

যস্যাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—অখিললোকপালৈঃ মৌল্যুত্তমৈঃ ধৃতম্ (কিরীটশোভিত সর্ব্বলোকপাল কর্ত্তৃক ধৃত) উপাসিত-তীর্থতীর্থম্ অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজো যস্য (তীর্থোপাসকেরও তীর্থস্বরূপ যাঁহার পদকমলরেণু) যস্য কলায়াঃ কলাঃ ব্রহ্মা ভব অহমপি শ্রীশ্চ চিরম্ উদ্বহেম (যাঁহার কলারও কলা, ব্রহ্মা, ভব—এমন কি আমি এবং লক্ষ্মীও চিরকাল বহন করি) অস্য নৃপাসনং ক (তাঁহার নিকট নৃপাসন কি ?)।

অনুবাদ।—তাঁর কাছে রাজসিংহাসন আর কি ? নিখিল লোকপালের মাথার মুকুটে তাঁরই পদকমলের রেণু, যে রেণু তীর্থঙ্কর মুনিদেরও তীর্থস্বরূপ। তাঁর অংশেরও অংশ মাত্র ব্রহ্মা, শিব, আমি ও লক্ষ্মীও সেই পদরেণুই নিত্য বহন করি ॥ ২০ ॥

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥
এই মত চৈতন্য গোঁসাঞি একলে ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ কেহ বা কিঙ্কর (১) ॥
গুরুবর্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত-আচার্য্য।
শ্রীবাসাদি আর যত লঘু-সম-আর্য্য (২) ॥
সভে পারিষদ সভে লীলার সহায়।
সভা লঞা নিজ কার্য্য সাধে গৌররায় ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দ দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
প্রভু গুরু করি মানে—তেহোঁত কিঙ্কর ॥
আচার্য্য-গোঁসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন।
কৃষ্ণ অবতারি (৩) যেহোঁ তারিল ভুবন ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ (৪) পূর্ব্বে হইলা লক্ষ্মণ।
লঘুভ্রাতা (৫) হৈয়া করেন রামের সেবন ॥
রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥

(১) 'পারিষদ'—লীলার অন্তরঙ্গ সাহায্যকারী।

(২) 'লঘু সম আর্য্য'—শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রী-অদ্বৈতাচার্য্য এবং শ্রীনিবাস ভিন্ন কেহ লঘু অর্থাৎ কনিষ্ঠ, কেহ সম অর্থাৎ সদৃশ, কেহ আর্য্য অর্থাৎ মাননীয়।

(৩) 'অবতারি'—আরাধনা দ্বারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাইয়া।

(৪) 'নিত্যানন্দ স্বরূপ'—যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ যোগপট্ট অর্থাৎ দশনামী সম্প্রদায়ের গিরিপুরীভারতী আদি উপাধি গ্রহণ করেন নাই, তাহাদিগকে স্বরূপ কহে। শ্রীমহাপ্রভুর গণে দুই স্বরূপ—শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ আর শ্রীদামোদর স্বরূপ।

(৫) 'লঘুভ্রাতা'—কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

নিষেধ করিতে নারে যাতে (১) ছোট ভাই।
মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই ॥
কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈল সেবার কারণ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা-সুখ আস্বাদন ॥
রাম-লক্ষ্মণ কৃষ্ণ-রামের অংশ বিশেষ।
অবতার-কালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ (২) ॥
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাভিমান।
অংশাংশী রূপে শাস্ত্র করয়ে ব্যাখ্যান ॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৩৯)

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠ-
ন্নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—যঃ পরমঃ পুমান্ কৃষ্ণঃ রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ (যিনি রামাদি মূর্ত্তিসমূহে কলা রূপে অবস্থানপূর্ব্বক) ভুবনেষু নানাবতারমকরোৎ (জগতে নানা অবতার করিয়াছিলেন) কিন্তু (অপিচ) যঃ স্বয়ং সমভবৎ (যিনি নিজে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি (আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি)।

অনুবাদ।—আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। তিনিই পরম পুরুষ যিনি স্বয়ং কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং নিজের অংশে রামাদি নানা অবতারের অবতারণা করেছেন ॥ ২১ ॥

শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ নিত্যানন্দ রাম (৩)।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম (৪) ॥
নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত অপার।
এক কণ স্পর্শি মাত্র সে কৃপা তাঁহার ॥

(১) 'যাতে'—যেহেতু।

(২) 'অবতার কালে'—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব অবতারকালে। দোঁহে দোঁহাতে—শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে আর শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীবলদেবে প্রবিষ্ট হন।

(৩) 'রাম'—অর্থাৎ বলরাম।

(৪) 'কাম'—কামনা।

আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জীবেরে চঢ়াইল ঊর্দ্ধসীমা ॥
বেদগুহ্য (৫) কথা এই অযোগ্য কহিতে।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে ॥
উল্লাসের বলে (৬) লে খাঁ তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ (৭) ॥
অবধূত গোঁসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম (৮) ॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র সংকীর্ত্তন।
তাহাতে আইলা তিঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ ॥
মহা প্রেমময় তেহোঁ বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিল চরণে ॥
নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চঢ়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে ॥
যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার (৯) ॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব (১০)।
এক অঙ্গে জাড্য (১১) তাঁর আর অঙ্গে কম্প ॥
নিত্যানন্দ বলি যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার ॥

(৫) 'বেদগুহ্য'—দেবতারা স্বপ্নাবস্থায় বা জাগ্রদবস্থায় সাক্ষাৎ হইয়া যাহা বলেন, তাহাকে বেদগুহ্য বলে।

(৬) 'উল্লাস উপরি'—আনন্দবশে।

(৭) 'ক্ষম অপরাধ'—গুহ্যকথা প্রকাশে যে অপরাধ, তাহা ক্ষমা কর।

(৮) অবধূত শ্রীনিত্যানন্দের রামদাস মীনকেতন নামে এক ভৃত্য ছিল।

(৯) মীনকেতন রামদাসের যে চক্ষুতে অশ্রু দেখিতে যাহার (যে ব্যক্তির অর্থাৎ কোন লোকের) মনে হয়, অমনি তাঁহার সেই চক্ষুতে অবিচ্ছিন্ন (সর্ব্বদা) অশ্রু বহে।

(১০) 'কদম্ব'—সমূহ।

(১১) 'জাড্য'—জড়তা।

গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তেঁহো(১) করে সেবাকার্য্য॥
অঙ্গনে আসিয়া তেহোঁ না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বোলে রামদাস॥
এইত দ্বিতীয় সূত রোমহর্ষণ।
বলদেবে দেখি যে না কৈল প্রত্যুদ্গম (২)॥
এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র না করিলে রোষ॥
উৎসবান্তে গেলা তেঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা সনে তাঁর কিছু হৈল বাদ॥
চৈতন্য গোঁসাঞিতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ প্রতি তাঁর বিশ্বাস-আভাস (৩)॥
ইহা শুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবেত ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে॥
দুই ভাই এক তনু সমান-প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥
একেতে বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান।
অর্দ্ধ-কুক্কুটী ন্যায় তোমার প্রমাণ (৪)॥
কিম্বা (৫) দোঁহা না মানিয়া হওত পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি এই মত ভণ্ড॥

(১) 'শ্রীমূর্ত্তি'—শ্রীরাধামদনমোহন মূর্ত্তি।

(২) যেমন পুরাণবক্তা রোমহর্ষণ নামক সূত বলদেবকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান করেন নাই, তদ্রূপ এই গুণার্ণবও আমাকে (রামদাসকে) দেখিয়া গাত্রোত্থান না করায় এ ব্যক্তি দ্বিতীয় সূত। 'প্রত্যুদ্গম'—আগত ব্যক্তির সম্মানার্থ তদুদ্দেশে অগ্রে গমন।

(৩) 'বিশ্বাস-আভাস'—সন্দেহ।

(৪) 'অর্দ্ধ-কুক্কুটি-ন্যায়'—কুক্কুটী পশ্চাদ্ভাগে ডিম্ব প্রসব করে, দেখিয়া এক গৃহস্থ কুক্কুটীকে কাটিয়া তাহার পূর্ব্বার্দ্ধ ভক্ষণ করিয়া এবং পশ্চার্দ্ধ রাখিয়া দিল। কিন্তু ঐ পশ্চার্দ্ধ আর ডিম্ব প্রসব করিল না। সেইরূপ শ্রীনিত্যানন্দকে অনাদর করিয়া শুধু শ্রীচৈতন্যদেবে বিশ্বাস স্থাপন করিলে কোন ফল লাভ হইবে না।

(৫) 'কিম্বা'—বরং।

ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ(৬)॥
এই ত কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব॥
ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন॥
নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম॥
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজ-পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে॥
উঠ উঠ বলি মোরে বোলে বার বার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার॥
শ্যাম-চিক্কণ কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর॥
সুবলিত হস্ত পদ কমল নয়ান।
পট্ট-বস্ত্র শিরে পট্ট-বস্ত্র পরিধান॥
সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা॥
চন্দন-লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম।
মত্ত গজ জিনি মদমন্থর পয়ান (৭)॥
কোটি চন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বল বরণ।
দাড়িম্ব-বীজ-সম দন্ত তাম্বুল-চর্ব্বণ॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বসিয়া গম্ভীর বোল বোলে॥
রাঙ্গা-যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্ত-সিংহ।
চারি-পাশে বেড়ি আছে চরণেতে ভৃঙ্গ॥
পারিষদগণে দেখি সব গোপ বেশ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে সবে সপ্রেম-আবেশ॥
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহো, কেহো নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বুল চামর ঢুলায়॥

(৬) 'সর্ব্বনাশ'—(সম্ভবতঃ) মহাপ্রভুতে যে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহার লোপ।

(৭) 'মদমন্থর পয়ান'—প্রেমমদে অলস গমন।

নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক সব॥
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী॥
"অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না কর ত ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়॥"
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসানি(১)দিয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈলা প্রভু নিজগণ লঞা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হঞাছে প্রভাতে॥
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার।
প্রভু আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার॥
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হইতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তি-রসপ্রান্ত (২)॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাঁহা হইতে পাইলাম শ্রীরাধাগোবিন্দ॥
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হইতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ (৩)॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয়ে যেই তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার॥
যে আগে পড়য়ে (৪) তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিলা মো-হেন দুরাচার॥
মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো-হেন (৫) অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ॥
শ্রীমদন গোপাল শ্রীগোবিন্দ (৬) দরশন।
কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন॥
বৃন্দাবন-পুরন্দর মদনগোপাল।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার॥
শ্রীরাধা-ললিতা সঙ্গে রাস-বিলাস।
মন্মথ-মন্মথ রূপে যাঁহার প্রকাশ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২)

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—[শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন] স্ময়মানমুখাম্বুজঃ (প্রফুল্লবদনকমল) পীতাম্বরধরঃ (পীতাম্বরপরিহিত) স্রগ্বী (মাল্যধারী) সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ (সাক্ষাৎ মদনেরও মনোহারী)· শৌরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) তাসাম্ আবিরভূৎ (তাঁহাদিগের অর্থাৎ গোপীদিগের নিকটে আবির্ভূত হইলেন)।

অনুবাদ।—তাদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন কৃষ্ণ, মদনেরও মনোহররূপে—তাঁর মুখকমলে মৃদু হাসি, অঙ্গে পীত বসন, গলায় বনমালা॥ ২২॥

স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ।
দুই পার্শ্বে রাধা ললিতা করেন সেবন॥
নিত্যানন্দদয়া মোরে তাঁরে দেখাইল।
শ্রীরাধামদনমোহনে প্রভু করি দিল॥

(১) 'হাতসানি'—হস্তদ্বারা ইসারা।
(২) 'ভক্তি-রস প্রান্ত'—ভক্তিরসের চরমসীমা, অর্থাৎ উজ্জ্বল রসময়ী ভক্তি।
(৩) 'পুরীষের'—বিষ্ঠার। 'লঘিষ্ঠ'—নীচ, অপকৃষ্ট।
(৪) যে ব্যক্তি তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করে।
(৫) 'মো-হেন'—আমার ন্যায়।
(৬) শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোবিন্দ এই দুইটি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি।

মো অধমে দিল শ্রীগোবিন্দদরশন।
কহিবার কথা নহে অকথ্য কথন ॥
বৃন্দাবনে যোগপীঠকল্পতরু-বনে।
রত্ন-মণ্ডপ তাহে রত্নসিংহাসনে ॥
শ্রীগোবিন্দ বসি আছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি করেন জগৎ মোহন ॥
বাম-পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে।
রাসাদিক-লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥
যাঁর ধ্যান নিজলোকে(১)করে পদ্মাসন(২)।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥
চৌদ্দ-ভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদি-পুরে যাঁর লীলা গুণ-গান ॥
যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী আকর্ষণ।
রূপ গোঁসাঞি করিয়াছেন সে রূপ বর্ণন ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সাধনভক্তিলহর্য্যাম্
পূর্ব্ববিভাগে (২।১১১)

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং
সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়া-
মুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ
কেশি-তীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে
বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—হে সখে! যদি বন্ধুসঙ্গে রঙ্গঃ অস্তি (হে সখে! যদি বন্ধুগণের সঙ্গলাভে তোমার আসক্তি থাকে) 'ইতঃ' কেশিতীর্থোপকণ্ঠে (তবে কেশিতীর্থের উপকণ্ঠে) স্মেরাম্ ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং (ঈষদ্ধাস্যযুক্তা ত্রিভঙ্গিভঙ্গিমময়ী) বংশীন্যস্তাধর-কিশলয়াম্ (অধর-পল্লবে বংশীধারিণী) সাচিবিস্তীর্ণ দৃষ্টিং (বঙ্কিম কটাক্ষশালিনী) চন্দ্রকেণ উজ্জ্বলাং হরিতনুং মা প্রেক্ষিষ্ঠাঃ (ময়ূরপুচ্ছশোভিতা গোবিন্দাখ্য শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিও না)।

অনুবাদ।—যদি স্বজনসুখ চাও—বন্ধু! কৃষ্ণকে তবে দেখো না। কেশিতীর্থের উপকণ্ঠে আছেন সেই শ্যামতনু গোবিন্দ। তাঁর মুখে মৃদু হাসি, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা, অপাঙ্গে বঙ্কিম চাহনি, অধর-কিশলয়ে বেণু ও চূড়ায় ময়ূরকলাপ ॥ ২৩ ॥

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-সুত ইথে নাহি আন।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরি প্রতিমাদি জ্ঞান ॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর ॥
হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাঁহা হৈতে।
তাঁহার চরণ কৃপা কে পারে বর্ণিতে ॥
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল।
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ পরম মঙ্গল ॥
যার প্রাণধন নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥
সে বৈষ্ণবের পদরেণু তার পদছায়া (৩)।
মো-অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়া ॥
"তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়" প্রভুর বচন।
সেই সূত্র এই তার কৈল বিবরণ ॥
সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবন আয় (৪)।
সেই সব লভ্য এই প্রভুর অভিপ্রায় ॥
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দ গুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥
নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ-মহিমা অপার।
সহস্র-বদনে শেষ নাহি পায় পার ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং শ্রীনিত্যা-নন্দতত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) 'নিজলোকে'—সত্যলোকে।
(২) 'পদ্মাসন'—ব্রহ্মা।
(৩) 'পদছায়া'—চরণাশ্রয়।
(৪) 'আয়'—আসিয়া।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতা-
চার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্‌।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি
তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ॥ ১

অন্বয়ঃ।—অদ্ভুতচেষ্টিতম্‌ (আশ্চর্য্য-চরিত) তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং বন্দে (সেই শ্রীমদদ্বৈত-আচার্য্যকে বন্দনা করি), অজ্ঞঃ অপি যস্য প্রসাদাৎ তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ (অতি অজ্ঞ হইয়াও যাঁহার অনুগ্রহে লোক তাঁহার স্বরূপ নিরূপণে সমর্থ হয়)।

অনুবাদ।—অপূর্ব্বকর্ম্মা সেই অদ্বৈতের বন্দনা করি। তাঁর কৃপায় অজ্ঞজনও তাঁর তত্ত্ব নির্ণয় করতে পারেন॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত মহাশয়॥
পঞ্চ শ্লোকে কহিল এই নিত্যানন্দ-তত্ত্ব।
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকদ্বয়ম্‌

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥ ২
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥ ৩

এই শ্লোকদ্বয়ের অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ ১ম পরিচ্ছেদে ১২।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২।৩॥

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি-কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত-আচার্য্য॥
যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় (১)॥
ইচ্ছায় (২) অনন্তমূর্ত্তি (৩) করেন প্রকাশে।
এক এক মূর্ত্ত্যে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশে॥
সে পুরুষের অংশ (৪) অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ।
শরীর বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ (৫)॥
সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধানে (৬)।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণে॥
জগৎ মঙ্গলাদ্বৈত মঙ্গল-গুণধাম।
মঙ্গল চরিত্র সদামঙ্গল (৭) যাঁর নাম॥
কোটি-অংশ কোটি-শক্তি কোটি-অবতার।
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার॥
মায়া যৈছে দুই অংশ নিমিত্ত উপাদান।
মায়া নিমিত্ত-হেতু উপাদান প্রধান॥
পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া।
বিশ্ব-সৃষ্টি করে নিমিত্ত-উপাদান লঞা॥
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ।
অদ্বৈত-রূপে উপাদান হয় নারায়ণ॥
নিমিত্তাংশে করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন (৮)॥

---

(১) 'লীলায়'—অনায়াসে।

(২) 'ইচ্ছায়'—স্বাধীনভাবে।

(৩) 'অনন্তমূর্ত্তি'—গর্ভোদশায়িরূপ অসংখ্য মূর্ত্তি।

(৪) 'সে পুরুষের'—মহাবিষ্ণুর। 'অংশ'—প্রকাশ।

(৫) 'বিচ্ছেদ'—পার্থক্য।

(৬) "সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধানে।" 'সহায়'—সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে সাহায্য। 'তাঁর লইয়া' অর্থাৎ তাঁর শক্তি লইয়া। 'প্রধান'—প্রকৃতি।

(৭) 'সদা-মঙ্গল'—সদাশিব।

(৮) 'মায়া যৈছে……সৃজন'—ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি-নিমিত্ত মহাবিষ্ণু নিমিত্ত মায়ার রজোগুণ বৃদ্ধি করেন। আর অদ্বৈত উপাদান মায়াদ্বারা অর্থাৎ পুরুষেক্ষণপ্রযুক্ত বর্দ্ধিতরজোগুণা মায়া দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন।
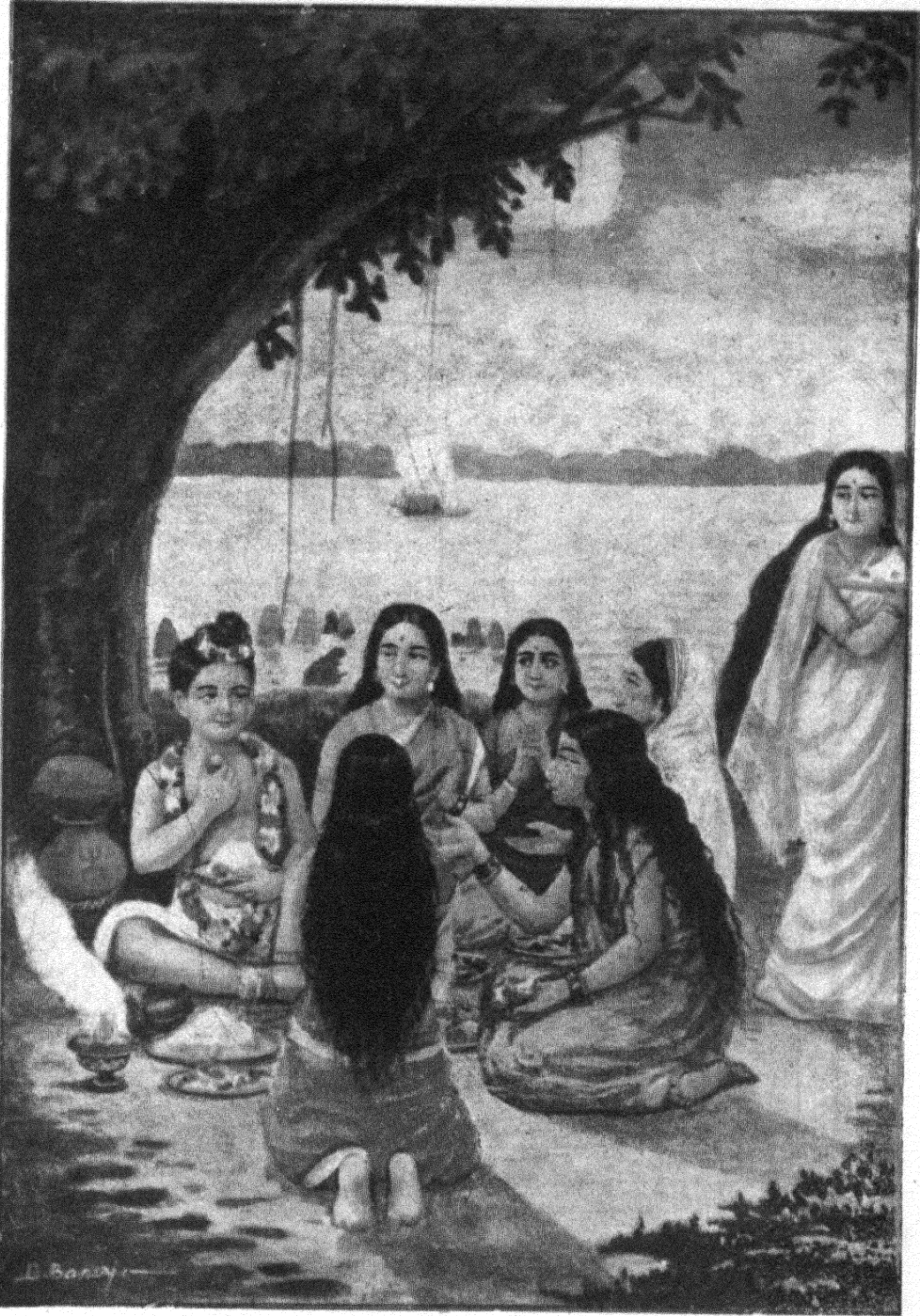
আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চালু কলা॥

যদ্যপি সাংখ্য মানে প্রধান কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ সৃজন॥
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারে প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়েত নির্ম্মাণে॥
অদ্বৈতরূপে করে শক্তি সঞ্চারণ।
অতএব অদ্বৈত হয়েন মুখ্য কারণ॥ (১)
অদ্বৈত আচার্য্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক এক মূর্ত্ত্যে (২) ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা॥
সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ অদ্বৈত।
অঙ্গ শব্দে অংশ করি কহে ভাগবত॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।১৪

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ ৪
অন্বয় ও অনুবাদ ১৬-১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ৫

ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দময়।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি এই শ্লোকে কয়॥
অংশ না কহিয়া কেনে কহ তাঁরে অঙ্গ।
অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ॥
মহাবিষ্ণুর অংশ অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরের অভেদ হৈতে অদ্বৈত পূর্ণনাম॥
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব বিশ্বের সৃজন।
অবতরি কৈল এবে ভক্তি প্রবর্ত্তন॥
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান।
গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান॥
ভক্তি-উপদেশ বিনু নাহি তাঁর কার্য্য।
অতএব নাম তাঁর হইল আচার্য্য॥

বৈষ্ণবের গুরু তেহোঁ জগতের আর্য্য।
দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত আচার্য্য॥
কমলনয়নের (৩) তেহোঁ যাতে অঙ্গ অংশ।
কমলাক্ষ (৪) করি ধরে নাম অবতংস॥
ঈশ্বর-সারূপ্য পায় পারিষদগণ।
চতুর্ভুজ পীতবাস যৈছে নারায়ণ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য। (৫)
তাঁর তত্ত্বনাম গুণ সকল আশ্চর্য্য॥
যাঁহার তুলসীজলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন-প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ-নিস্তার॥
আচার্য্য-গোঁসাঞির গুণ-মহিমা অপার।
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার॥
আচার্য্য গোঁসাঞি চৈতন্যের মুখ্য-অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু-নিত্যানন্দ॥
প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
হস্ত-মুখ-নেত্র-অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র সম॥
এ সব লইয়া চৈতন্য প্রভুর বিহার।
এ সব লইয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার॥ (৬)
মাধবেন্দ্র পুরীর ইহোঁ শিষ্য এই জ্ঞানে।
আচার্য্য গোঁসাঞিরে প্রভু গুরু করি মানে॥
লৌকিক লীলাতে ধর্ম্ম মর্য্যাদা রক্ষণ।
স্তুতি ভক্ত্যে করেন তাঁর চরণ বন্দন॥
চৈতন্য গোঁসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভুজ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান॥
সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে।
কৃষ্ণদাস হও জীবে উপদেশ করে॥
কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটি ব্রহ্ম সুখ নহে তার এক বিন্দু॥

---

(১) জড় হইতে…কারণ—প্রভু মহাবিষ্ণু অদ্বৈতরূপে জড়রূপা প্রকৃতিতে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করেন বলিয়া অদ্বৈতই ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির মুখ্য কারণ।

(২) 'এক এক মূর্ত্ত্যে'—গর্ভোদশায়িরূপে এক এক মূর্ত্তিতে।

(৩) 'কমলনয়নের'—মহাবিষ্ণুর।

(৪) 'কমলাক্ষ'—অদ্বৈত প্রভুর পিতৃদত্ত নাম।

(৫) অংশবর্য্য—শ্রেষ্ঠ অংশ।

(৬) বাঞ্ছিত প্রচার—জীবকে নাম প্রেম প্রদান।

মুঞি যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।
দাসভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥
পরম-প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো দাস্যসুখ মাগে করিয়া মিনতি ॥
দাস্য-ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি ভব নারদ আর শুক সনাতন ॥
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল। (১)
চৈতন্যের দাস্য প্রেমে হইলা পাগল ॥
শ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর।
মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর ॥
এ সব পণ্ডিত লোক পরম মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত ॥
এই মত নাচে গায় করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে (২) হও চৈতন্যের দাস ॥
চৈতন্য-গোঁসাঞি মোরে করে গুরুজ্ঞান।
তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমান ॥
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু সম লঘুকে করায় দাসভাব ॥ (৩)
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ ॥
অন্যের কা কথা ব্রজে নন্দ মহাশয়।
তাঁর সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহ নয় ॥
শুদ্ধ বাৎসল্য ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি যাঁর।
তাঁহাকেও প্রেমে করায় দাস্য অনুকার ॥
তেঁহো রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাঁহার শ্রীমুখ-বাণী তাহাতে প্রমাণে ॥
শুন উদ্ধব সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়।
তেঁহো ঈশ্বর হেন যদি তোমার মনে লয় ॥

(১) 'সবাতে আগল'—সকল পারিষদ মধ্যে অগ্রগণ্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(২) 'উপদেশে'—উপদেশ দান করেন।

(৩) 'গুরু'—পিতা, মাতা প্রভৃতি। 'সম'—সখা প্রভৃতি। 'লঘু'—কনিষ্ঠ বা দাস প্রভৃতি।

তথাপি তাঁহাতে মোর রহু মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর মতি ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৭।৬৬-৬৭

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ-
প্রহ্বণাদিষু ॥ ৫
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ-রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—[শ্রীনন্দমহারাজ বলিতেছেন] নঃ মনসো বৃত্তয়ঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ স্যুঃ (আমাদের মনোবৃত্তিসমূহ কৃষ্ণপাদপদ্মের আশ্রয় থাকুক) বাচঃ নাম্নাম্ অভিধায়িনীঃ স্যুঃ (ঐ বাক্যসকল তাঁহার নাম উচ্চারণে নিযুক্ত হউক) তৎপ্রহ্বণাদিষু কায়ঃ অস্তু (এবং শরীর তাঁহার নমস্কারাদিতে নিরত হউক) যত্র ক্বাপি ভ্রাম্যমাণানাং নঃ মঙ্গলাচরিতৈঃ দানৈঃ ঈশ্বরে কৃষ্ণে রতিঃ অস্তু (কর্ম্মফলে ঈশ্বরেচ্ছায় যে কোন স্থানেই ভ্রমণকারী আমাদের দানাদি পুণ্যাচরণের ও দানের ফলে শ্রীকৃষ্ণে রতি হউক)।

অনুবাদ।—আমাদের মনের বৃত্তিগুলি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলকে আশ্রয় করুক, কথায় হোক তাঁরই নামকীর্ত্তন, দেহ করুক তাঁরই সেবা। ঈশ্বরের নির্দেশে প্রাক্তনকর্ম্ম আমাদের যেথানেই নিয়ে যাক, দানাদি-পুণ্যকর্ম্মফলে যেন ঈশ্বরস্বরূপ কৃষ্ণেই মতি থাকে ॥ ৫-৬ ॥

শ্রীদামাদি ব্রজের যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন কেবল সখ্যময় ॥
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে স্কন্ধে আরোহণ।
তারা দাস্যভাবে করে চরণ-সেবন ॥

তথাহি—তত্রৈব শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৫।১৭

পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবী-
জয়ন্ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—কেচিৎ তস্য মহাত্মনঃ (কেহ কেহ সেই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের) পাদসংবাহনং চক্রুঃ (পাদসংবাহন করিয়াছিল) হতপাপ্মানঃ অপরে ব্যজনৈঃ

সমবীজয়ন্ (পাপশূন্য অপর কেহ কেহ তাঁহাকে ব্যজন দ্বারা বাতাস করিয়াছিল)।

অনুবাদ।—জনকয়েক সেই পরমপুরুষের পদসেবা করলেন, আর নিষ্পাপচিত্ত অনেকে তাঁকে ব্যজন করলেন॥ ৭॥

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥
যাঁ সভা উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁরা আপনাকে করে দাসী অভিমান॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩১।৬

ব্রজজনার্ত্তিহন্! বীর! যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে! ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয়॥ ৮

অন্বয়ঃ।—ব্রজজনার্ত্তিহন্ (তুমি ব্রজবাসীর দুঃখহারী) বীর নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত (তুমি নিজজনের গর্ব্বধ্বংসকারী হাস্যযুক্ত) সখে ভবৎ-কিঙ্করীঃ নঃ ভজ স্ম (অতএব হে সখে! তোমার দাসী আমাদিগকে তুমি ভজন কর) চারু জলরুহাননং যোষিতাং দর্শয় (এবং এই নারীগণকে তোমার বদন-কমল দর্শন করাও)।

অনুবাদ।—হে বীর! ব্রজের দুঃখ তুমি নাশ কর! হাস্যদ্বারা নিজজনের গর্ব্বকে তুমি হরণ কর। সখা! আমরা তোমার কিঙ্করী, আমাদের ভজনা কর; আর তোমার কমল-আনন তুমি দেখাও॥ ৮॥

তত্রৈব ১০।৪৭।২১

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্কচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু॥ ৯

অন্বয়ঃ।—[গোপীগণ উদ্ধবকে বলিতেছেন] আর্য্যপুত্রঃ অধুনা অপি বত মধুপুর্য্যাম্ আস্তে (আর্য্যপুত্র কি এখন মধুপুরীতেই আছেন?) সৌম্য! সঃ পিতৃগেহান্ বন্ধূন্ গোপান্ চ স্মরতি (হে সৌম্য! তিনি পিতৃগৃহসমূহকে, বন্ধুগণকে ও গোপগণকে কি স্মরণ করিয়া থাকেন?) সঃ ক্কচিদপি কিঙ্করীণাং নঃ কথাং গৃণীতে (তিনি কি কখনও এই দাসীদিগের কথা বলিয়া থাকেন?) অগুরুসুগন্ধং ভুজং কদা নু মূর্দ্ধ্নি অধাস্যৎ (হায় হায়! কবে তিনি তাঁহার অগুরুর দ্বারা সুগন্ধ বাহু আমাদিগের মস্তকে অর্পণ করিবেন?)।

অনুবাদ।—এখন কি আর্য্যপুত্র মথুরায় রয়েছেন? হে সৌম্য! তাঁর কি পিতৃগৃহের কথা মনে পড়ে? মনে পড়ে স্বজন ও গোপদের কথা? আমাদের মত কিঙ্করীদের কথা কি কখনো বলেন? হায়! আর কি তাঁর অগুরু-সুরভি বাহু আমাদের মাথায় রাখবেন?॥ ৯॥

তাঁ সবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা।
সভা হৈতে সকলাংশে পরম অধিকা॥
তেহোঁ যার দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩০।৩৯

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্কাসি ক্কাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥ ১০

অন্বয়ঃ।—[শ্রীরাধিকা বলিতেছেন] হা নাথ! রমণ! প্রেষ্ঠ! মহাভুজ! ক্ক অসি ক্ক অসি (হে নাথ! হে রমণ! হে প্রিয়তম! হে মহাভুজ! তুমি কোথায় আছ?) সখে! দাস্যাঃ কৃপণায়াঃ মে তে সন্নিধিং দর্শয় (হে সখে! তুমি এই দুঃখিতা দাসীকে তোমার দর্শন দান কর)।

অনুবাদ।—হে প্রভু, হে রমণ, হে প্রিয়তম!—মহাভুজ! তুমি কোথায়, তুমি কোথায়? আমি তোমার কিঙ্করী—সখা, তুমি কোথায় আছ, দুঃখিতা আমাকে দেখা দাও॥ ১০॥

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮৩।৮

চৈদ্যায় মার্পয়িতুমুদ্যত কার্ম্মুকেষু
রাজস্বজেয়ভটশেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ।
নিন্যে মৃগেন্দ্র ইব ভাগমজাবিযূথা-
ত্তচ্ছ্রীনিকেতচরণোঽস্তু মমার্চ্চনায়॥ ১১

অন্বয়ঃ।—[শ্রীরুক্মিণী দেবী শ্রীদ্রৌপদীকে

বলিতেছেন] মা চৈদ্যায় অর্পয়িতুং (আমাকে শিশুপালের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য) রাজসু উদ্যতকার্ম্মুকেষু (রাজগণ ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলে) মৃগেন্দ্রঃ অজাবিযূথাৎ ভাগম্ ইব (যিনি সিংহের ন্যায় অজগণের নিকট হইতে স্বীয় ভাগস্বরূপ) অজেয়ভটশিখরিতাঙ্ঘ্রি রেণুঃ (অজেয় বীরগণের মুকুটসমূহে পাদরেণু অর্পণপূর্ব্বক) [অহং] নিন্যে (আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন) তচ্ছ্রীনিকেত-চরণঃ মম অর্চ্চনায় অস্তু (তাঁহার সর্ব্বশোভার আস্পদ সেই শ্রীচরণ আমার অর্চ্চনের যোগ্য হউক)।

অনুবাদ।—সিংহ যেমন ক'রে অজবৃন্দের মধ্য থেকে নিজের ভাগ ছিনিয়ে আনে তিনিও তেমনি দুর্জ্জয় রাজবৃন্দের মাথায় পা দিয়ে সেই সব উদ্যতধনু রাজাদের সম্মুখেই শিশুপালের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন। সকল শোভার আস্পদ তাঁর চরণ দু'টি যেন আমি পূজা করতে পাই ॥ ১১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১০।৮৩।১১

তপশ্চরন্তীং মাজ্ঞায় স পাদস্পর্শনাশয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং সাহং
তদ্গৃহমার্জ্জনী ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—[শ্রীকালিন্দী শ্রীদ্রৌপদীকে বলিতেছেন] পাদস্পর্শনাশয়া তপশ্চরন্তীং মা আজ্ঞায় (আমি তাঁহার পাদস্পর্শের আশায় তপস্যা করিতেছি জানিতে পারিয়া) স সখ্যা উপেত্য পাণিম্ অগ্রহীৎ (তিনি সখার সহিত গমন করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন) সা অহং তদ্গৃহমার্জ্জনী (সেই আমি তদবধি তাঁহার গৃহ-সংস্কারকারিণী দাসী)।

অনুবাদ।—আমি তাঁর চরণস্পর্শের আশায় তপস্যা করেছিলাম, কিন্তু এ কথা জেনে তিনি সখাকে সঙ্গে নিয়ে এসে যাঁর পাণিগ্রহণ করলেন, আমিই সেই তাঁর গৃহদাসী ॥ ১২ ॥

তত্রৈব ১০।৮৩।৩৯

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—[শ্রীলক্ষণা বলিতেছেন] ইমা বয়ং সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা তপসা চ (এই আমরা সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্তি-মূলক তপস্যার দ্বারা) আত্মারামস্য তস্য অদ্ধা গৃহদাসিকাঃ বভূবিম (সেই আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ গৃহদাসী হইয়াছি)।

অনুবাদ।—সবার সঙ্গ ত্যাগ ক'রে আর তপস্যা ক'রে সেই আনন্দময় পুরুষোত্তমের আমরা সাক্ষাৎ কিঙ্করীই হয়েছি ॥ ১৩ ॥

আনের কি কথা বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব শুদ্ধ সখ্য-বাৎসল্যাদিময় ॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্ জনা ॥
সহস্র বদন যেহো শেষ সঙ্কর্ষণ।
দশদেহ (১) ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেহোঁ সর্ব্ব-অবতংস ॥
তেহোঁ যে করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণদাস ॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণ-লীলা গায় নাচে নিরন্তর ॥
পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
প্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয় ॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর ॥
কেহো মানে কেহো না মানে সবে তাঁর দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ ॥
চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস ॥
এত বলি নাচে গায় হুঙ্কার গম্ভীর।
ক্ষণেকে বসিলা আচার্য্য হৈঞা সুস্থির ॥

---

(১) 'দশদেহ'—ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, উপবন, বাসগৃহ, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ও পৃথিবীধারণ।

ভক্ত অভিমান (১) মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে ॥
তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত করি অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ ॥
তাঁর অবতার এক শ্রীযুত লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের দাস্য তেহোঁ কৈল অনুক্ষণ ॥
সঙ্কর্ষণ অবতার কারণাব্ধিশায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী ॥
তাঁহার প্রকাশভেদ অদ্বৈত-আচার্য্য।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য ॥
বাক্যে কহে মুঞি চৈতন্যের অনুচর।
মুঞি তাঁর ভক্ত মনে ভাবে নিরন্তর ॥
জল তুলসী দিয়া করে কায়েতে (২) সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন ॥
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সঙ্কর্ষণ।
কায়ব্যূহ (৩) করি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার ॥
এ সবাকে শাস্ত্রে কহে ভক্ত-অবতার।
ভক্ত-অবতার পদ উপরি সবার ॥
অতএব অংশী কৃষ্ণ অংশ অবতার।
অংশী অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ আচার ॥
জ্যেষ্ঠ ভাবে অংশীতে হয় প্রভুজ্ঞান।
কনিষ্ঠ ভাবে আপনাতে ভক্ত অভিমান ॥
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ভক্ত বড় করি মানে।
তাহাতে বহুত শাস্ত্র বচন-প্রমাণে ॥

তথাহি— শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১৪।১৫

ন তথা মে প্রিয়তমো আত্মযোনির্নশঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মাচ যথা ভবান্ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—[শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন]—ভবান্ যথা তথা (তুমি ভক্ত বলিয়া আমার যেরূপ প্রিয়তম সেরূপ) আত্মযোনিঃ মে ন প্রিয়তমঃ ন শঙ্করঃ ন চ সঙ্কর্ষণঃ ন শ্রীঃ ন এব আত্মা চ (আমা হইতে জাত ব্রহ্মা, আমা হইতে অভিন্ন শ্রীশঙ্কর বা সঙ্কর্ষণ, আমার বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী, এমন কি—আমার আত্মাও আমার সেরূপ প্রিয় নহেন)।

অনুবাদ।—আপনি যেমন আমার প্রিয়তম, তেমন প্রিয়তম ব্রহ্মাও নন, শিবও নন, সঙ্কর্ষণও নন, লক্ষ্মীও নন, আত্মপুরুষও নন ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণ সাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য আস্বাদন।
ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ ॥
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞ অনুভব।
মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব ॥
ভক্তভাব অঙ্গীকার বলরাম লক্ষ্মণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ সঙ্কর্ষণ ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রসামৃত করে পান।
সেই সুখে মত্ত কিছু নাহি জানে আন ॥
অন্যের আছুক কার্য্য আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন-মাধুর্য্য পানে হইয়া সতৃষ্ণ ॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্তভাব বিনু নহে তাহা আস্বাদন ॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-রূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ ॥
নানা ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান ॥
অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।
ভক্তভাব হইতে অধিক সুখ নাহি আর ॥
মূল ভক্ত অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত অবতার তহিঁ অদ্বৈত গণন ॥ (৪)

---

(১) 'অভিমান'—ভাব, নিজের ভাব।

(২) 'কায়েতে'—মস্তকে।

(৩) 'কায়ব্যূহ'—এক শরীর হইতে বহু শরীর প্রকটীকরণের নাম কায়ব্যূহ।

(৪) মূল ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ, তাঁহার অবতার বলিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে ভক্তাবতার বলা হয়।

অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞির মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার॥
সংকীর্ত্তন প্রচারিয়া জগৎ তারিল।
অদ্বৈত প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল॥
অদ্বৈত মহিমানন্ত কে পারে কহিতে।
সেই লিখি যেই শুনি মহাজন হৈতে॥
আচার্য্য চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু না লবে আমার॥
তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ।
তাহার ইয়ত্তা কহি এ বড় অপরাধ॥
জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আর্য্য॥
দুই শ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তত্ত্ব-নিরূপণ।
পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন ভক্তগণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং শ্রীঅদ্বৈত তত্ত্বনিরূপণং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তি-
বদান্যতা ॥ ১

অন্বয়ঃ।—অগত্যেকগতিম্ (গতিহীনদিগের এক-মাত্র গতি) হীনার্থাধিকসাধকং (যিনি নীচজনের পরমপুরুষার্থ সাধনকারী) শ্রীচৈতন্যং নত্বা অস্য প্রেম-ভক্তিবদান্যতা লিখ্যতে (সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে নমস্কার-পূর্ব্বক তাঁহার প্রেম-ভক্তি বদান্যতার বিষয়ে লিখিতেছি)।

অনুবাদ।—যিনি অগতির গতি, দুর্ভাগ্যের সৌভাগ্যদাতা—সেই শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম ক'রে তাঁর প্রেমভক্তির বদান্যতার কথা লিখছি ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত সেই বড় ধন্য ॥
পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বের(১)কৈল নমস্কার।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি শুন পাঁচের বিচার(২)॥
পঞ্চ-তত্ত্ব অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চ-তত্ত্ব মিলি করে সংকীর্ত্তন রঙ্গে ॥
পঞ্চ-তত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস-আস্বাদিতে তবু বিবিধ বিভেদ ॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামি—কড়চায়াম্

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥ ২

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক-শেখর ॥
রাসাদি-বিলাসী-ব্রজ-ললনানাগর।
আর যত সব দেখ তাঁর পরিকর ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥
একলে ঈশ্বরতত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥
কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোঁসাঞি।
ভক্ত-স্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই ॥
ভক্ত অবতার তাঁর আচার্য্য গোঁসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব (৩) সবে প্রভু করি গাই ॥
এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥
এই তিন তত্ত্ব—সর্ব্বারাধ্য করি মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব আরাধক জানি ॥
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধ-ভক্ত-তত্ত্ব মধ্যে সবার গণন ॥
গদাধর আদি প্রভুর শক্তি-অবতার।
অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন যাঁহার (৪) ॥
যাহা সভা লৈয়া প্রভুর নিত্য বিহার।
যাহা সভা লৈঞা প্রভুর কীর্ত্তন প্রচার ॥
যাঁহা সভা লৈয়া করেন প্রেম আস্বাদন।
যাঁহা সভা লৈয়া দান করেন প্রেমধন ॥

(১) গুরু, ভক্ত, ঈশ, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি—এই ছয় তত্ত্বের।

(২) 'পাঁচের'—পঞ্চতত্ত্বের।

(৩) 'এই তিন তত্ত্ব'—শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু।

(৪) হ্লাদিনীশক্তির অবতার কহিতেছেন—'গদাধর আদি···গণন যাহার', ইহাদ্বারা এই প্রতিপন্ন হইল যে, যাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত মধ্যে গণ্য, তাঁহারা হ্লাদিনীশক্তিরূপা শ্রীভগবৎপ্রেয়সীবৃন্দের অবতার।

এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব প্রেম ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া ॥ (১)
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ ॥
পুনঃ পুনঃ পিয়া পিয়া হয় মহা মত্ত।
নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদমত্ত ॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান ॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে ॥
উথলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ যুবা সভারে ডুবায় ॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেম-বন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥
জগৎ ডুবিল জীবের হৈল বীজ নাশ। (২)
তাহা দেখি পাঁচজনের (৩) পরম উল্লাস ॥
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে।
তত তত বাঢ়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবনে ॥
মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিক জন।
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পঢ়ুয়া অধম ॥
এই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা সভারে ছুঁইতে নারিল ॥ (৪)

তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন ॥
কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তা সভা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার ॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ আশ্রমে।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ।
যতেক পালিয়াছিল তার্কিকাদিগণ ॥
পঢ়ুয়া-পাষণ্ডী-কর্ম্মী-নিন্দকাদি যত।
সভে আসি প্রভু পায় হৈলা অবনত ॥
অপরাধ ক্ষমাইল ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম মহাজালে ॥
সভা নিস্তারিতে প্রভুর কৃপা অবতার।
সভা নিস্তারিতে করেন চাতুরী অপার ॥
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।
সবে এক এড়াইল কাশীর মায়াবাদী ॥
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দিতে ॥
সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন নাচন।
না করে বেদান্ত পাঠ—করে সংকীর্ত্তন ॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবক হইয়া ফেরে ভাবকের সনে ॥
এসব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে ॥
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরাগমন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন ॥
কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর।
তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥
তপন মিশ্রের (৫) ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥

---

(১) 'পূর্ব্ব……উঘাড়িয়া'—কৃষ্ণ অবতারকালের প্রেমভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া।

(২) 'বীজ'—অবিদ্যা। হৈল বীজ নাশ—সংসারবীজমূল অজ্ঞানবাসনা ধ্বংস হৈল।

(৩) 'পাঁচজনের'—পঞ্চতত্ত্বের।

(৪) 'মায়াবাদী'—যাহারা জগৎকে ভ্রম বলে; শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতানুবর্ত্তী গোতমাদি ব্যক্তিগণ। 'কর্ম্মনিষ্ঠ'—যাহাদের কর্ম্মে পুরুষার্থবুদ্ধি—অর্থাৎ যাজ্ঞিকাদি। 'কুতার্কিক'—ভক্তিবিরোধিতর্ককারী। 'পাষণ্ড'—নাস্তিক, উপধর্ম্মযাজী অর্থাৎ অবৈদিক পথানুসারী। 'পঢ়ুয়া'—ছাত্র। মায়াবাদী প্রভৃতি ভক্তিবহির্মুখ বলিয়া অধম, যেহেতু মহাপ্রভুর প্রেম-বন্যাও তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিল না, তাই কহিতেছেন 'এই সব…ছুঁইতে নারিল'।

(৫) 'তপন মিশ্র'—ইনি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর পিতা।

সনাতন গোঁসাঞি আসি তাঁহাই মিলিলা।
তাঁর শিক্ষা লাগি প্রভু দুই মাস রহিলা॥
তাঁরে শিখাইল যত বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
ভাগবত আদি শাস্ত্রে যত গূঢ় মর্ম্ম॥
ইতি-মধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্র তপন।
দুঃখী হৈয়া প্রভুপদে কৈল নিবেদন॥
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন॥
তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ।
শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ॥
ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
সেই কালে এক বিপ্র (১) মিলিল আসিয়া॥
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া।
এক বস্তু মাগোঁ দেহ প্রসন্ন হইয়া॥
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈল নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস পূর্ণ হয় মোর মন॥
না যাহ সন্ন্যাসী-গোষ্ঠী (২) ইহা আমি জানি।
মোর অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি॥
প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার॥
সেই বিপ্র জানে প্রভু না যান কারো ঘরে।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে (৩)॥
আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র ভবনে।
দেখিলেন বসি আছেন সন্ন্যাসীর গণে॥

(১) 'বিপ্র'—জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

(২) 'গোষ্ঠী'—সমাজ।

(৩) মহাপ্রভুর ইচ্ছা যে তিনি সন্ন্যাসিগণকে কৃপা করিবেন সুতরাং সেই বিপ্র যদিও জানিতেন যে, মহাপ্রভু কাহারও গৃহে খান না, তথাপি মহাপ্রভু এই ব্রাহ্মণের মনের মধ্যে তাঁহাকে (মহাপ্রভুকে) নিমন্ত্রণ করিবার ইচ্ছা জাগাইয়া দিলেন।

সভা নমস্করি (৪) গেলা পাদ প্রক্ষালনে।
পাদ প্রক্ষালন করি বসিল সেই স্থানে (৫)॥
বসিয়া করিল কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহা তেজোময় বপু কোটি সূর্য্যভাস॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিল সন্ন্যাসীগণ ছাড়িয়া আসন॥
প্রকাশানন্দ (৬) নামে সর্ব্ব সন্ন্যাসী-প্রধান।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান॥
ইহাঁ আইস ইহাঁ আইস শুনহ শ্রীপাদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস কিবা অবসাদ (৭)॥
প্রভু কহেন আমি হই হীন সম্প্রদায় (৮)।
তোমা সভার সভায় বসিতে না যুয়ায় (৯)॥
আপনে প্রকাশানন্দ হাথেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া॥
পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য॥

(৪) 'নমস্করি'—প্রণাম করিয়া।

(৫) 'সেই স্থানে'—যেখানে পাদ প্রক্ষালন করিলেন সেই স্থানে।

(৬) অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী। অনেকে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর পিতৃব্য ও গুরু 'প্রবোধানন্দকে' প্রকাশানন্দের সহিত অভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন—কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণ এই মতের বিরোধী।

(৭) 'অবসাদ'—দুঃখ, কষ্ট।

(৮) 'হীন সম্প্রদায়'—শ্রীশঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসিগণ—তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, পুরী, ভারতী, সাগর এবং সরস্বতী—এই দশ নামে বিখ্যাত। কথিত আছে, এই সন্ন্যাসী-দিগের মধ্যে গিরি ও পুরীর দণ্ড আচার্য্য কাড়িয়া লয়েন, এবং ভারতীর দণ্ড ভাঙ্গিয়া অর্দ্ধেক রাখেন, একারণ গুরুদণ্ডিত বলিয়া ভারতী সম্প্রদায় শঙ্কর সম্প্রদায়ের নিকট হীনরূপে গণ্য। শ্রীমহাপ্রভু ভারতী সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কহিলেন, আমি হীন সম্প্রদায়।

(৯) 'না যুয়ায়'—উপযুক্ত হয় না।

সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা সভার না কর দর্শনে॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবক সব সঙ্গে লঞা কর সংকীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেনে ভাবকের কর্ম্ম॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেনে কি ইহার কারণ॥
প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥
এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে॥

তথাহি—বৃহন্নারদীয়বচনম্ ৩৮।১২৬

হরের্নাম হরের্নাম
হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ৩

অন্বয়ঃ।—কলৌ অন্যথা গতিঃ নাস্তি এব (কলিযুগে অন্য গতি নাই নাই নাই) কেবলং হরের্নাম এব (মাত্র হরিনামই)।

অনুবাদ।-হরিনাম শ্রবণ কর, হরিনাম জপ কর, হরিনাম কীর্ত্তন কর। কলিতে জ্ঞানযোগ নয়, কলিতে কর্ম্মযোগ নয়, কলিতে ভক্তিযোগ ছাড়া আর কোনো পথই নাই॥ ৩॥

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য্য করিতে নারি—হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই—যৈছে মদমত্ত॥

তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥
পাগল হইলাঙ আমি ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি নিবেদিলুঁ গুরুর চরণে॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥
কৃষ্ণনামের ফল প্রেম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয়॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ (১)।
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি (২) ধায়॥
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্‌গদ বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য (৩)॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায়॥

(১) শরীর ও মনের চাঞ্চল্য।

(২) ইতি উতি—ইতস্ততঃ।

(৩) স্বেদ—ঘর্ম্ম। রোমাঞ্চ—লোমোদ্গম, পুলক। অশ্রু—নেত্রজল। গদ্‌গদ—অস্পষ্ট বাক্য। বৈবর্ণ্য—নিজবর্ণের অন্যথাভাব। উন্মাদ—চিত্ত-বিভ্রম। বিষাদ—অনুৎসাহ। ধৈর্য্য—সহিষ্ণুতা। গর্ব্ব—অন্যকে অবজ্ঞা। হর্ষ—চিত্তপ্রসন্নতা। দৈন্য—নিজেকে অতি হীন বলিয়া ভাবা।

ভাল হৈল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমাতে আমি হৈলাম কৃতার্থ ॥
নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার (১) সর্ব্বজন ॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবতের সার এই বোলে বারে বারে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২।৪৯

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—এবংব্রতঃ (এইপ্রকার ব্রতধারী মনুষ্য) স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা (নিজের প্রিয়নাম কীর্ত্তনের দ্বারা) জাতানুরাগঃ (জাতপ্রেম হইয়া) দ্রুতচিত্তঃ (বিদ্রাবিত চিত্ত হইয়া) উন্মাদবৎ লোক-বাহ্যঃ (উন্মাদের মত প্লথঙ্গদয়) সন্ (হইয়া) অথো উচ্চৈঃ হসতি, রোদিতি, রৌতি, গায়তি, নৃত্যতি (উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে থাকে, কখনও বা ক্রন্দন করিতে থাকে, কখনও চীৎকার করে, গাহিতে থাকে এবং নৃত্য করিতে থাকে)।

অনুবাদ।—এমনি ভাবে যে নাম ভাল লাগে সেই নামে ডেকে অনুরাগভরে, বিগলিত চিত্তে, বিবশ হয়ে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন, কখনো চেঁচান, কখনো গান করেন, আর কখনো বা উন্মাদের মতন নৃত্য করেন ॥ ৪ ॥

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করি ॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায় ॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর আগে খাতোদকসম ॥

(১) কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিবার উপদেশ দিয়া পরিত্রাণ কর।

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে ১৪।৩৬

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-
বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে
ব্রাহ্ম্যাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—[শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহকে বলিলেন] হে জগদ্‌গুরো ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য (হে জগদ্‌গুরো! তোমার সাক্ষাৎকারজনিত যে বিশুদ্ধ আনন্দসমুদ্র তাহাতে অবস্থিত হইয়া) মে ব্রাহ্ম্যাণি অপি সুখানি গোষ্পদায়ন্তে (আমার ব্রহ্মানন্দ-জনিত সুখসমূহকেও গোষ্পদের ন্যায় মনে হইতেছে)।

অনুবাদ।—হে ভুবনপাবন! সাগরশায়ী যেমন গোষ্পদকে তুচ্ছ করে, আমিও তেমনি তোমার দর্শনে আনন্দনির্ম্মল চিত্তে ব্রহ্মসুখকেও তুচ্ছ করি ॥ ৫ ॥

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুর বচন ॥
যে কিছু কহিলে তুমি সর্ব্ব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয় ॥
কৃষ্ণে ভক্তি কর ইহায় সভার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেনে তাতে কিবা দোষ ॥
এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন।
দুঃখ না মানহ যদি করি নিবেদন ॥
ইহা শুনি বলে সর্ব্ব সন্ন্যাসীর গণ।
তোমারে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥
তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন ॥
তোমার প্রভাবে সভার আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥
প্রভু কহে বেদান্ত-সূত্র ঈশ্বর-বচন।
ব্যাসরূপে কহিলা যাহা শ্রীনারায়ণ ॥
ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব (২)।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥

(২) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ২০ পৃষ্ঠায় ২নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব (১)।
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব (২)॥
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য (৩)।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্বকার্য্য॥
তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা (৪) পাইয়া।
গৌণ অর্থ কৈল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ অনূর্দ্ধসমান (৫)॥
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি (৬) আচ্ছাদি তাঁরে কহে নিরাকার॥
চিদানন্দ তেঁহো তাঁর স্থান পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার॥
তাঁর দোষ নাহি তিহোঁ আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ॥
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্ (৭)।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ॥

তথাহি—গীতায়াম্ ৭।৫

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং
প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো
যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—[শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন] ইয়ম্ অপরা (ইহা অপরা প্রকৃতি) ইতঃ পরাম্ অন্যাং জীবভূতাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি (ইহা হইতে উৎকৃষ্টা আমার অন্যা জীবভূতা প্রকৃতি আছে জানিও)। হে মহাবাহো, যয়া ইদং জগৎ ধার্য্যতে (হে মহাবাহো! ইহা দ্বারাই জগৎ বিধৃত হইয়া আছে)।

অনুবাদ।—হে মহাবাহু! এটি অপরা প্রকৃতি। আমার অন্য একটি প্রকৃতি আছে—সে পরা প্রকৃতি। সেই পরা প্রকৃতিই জীব শক্তি যা লোককে ধারণ ক'রে আছে॥ ৬॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে ৬।৭।৬১

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা
ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা
তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ৭

অন্বয়ঃ।—বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা (বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুর স্বীয়া অন্তরঙ্গা শক্তিকেই পরা বলা হইয়া থাকে) তথা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা অপরা (আমার ক্ষেত্রজ্ঞা নামে শক্তি অপরা শক্তি) অন্যা অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা, তৃতীয়া ইষ্যতে (অন্য অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা শক্তিকে তৃতীয়া শক্তি বলা হয়)।

অনুবাদ।—বিষ্ণুর তিনটি শক্তি—পরা, অপরা

---

(১) 'উপনিষদ'—বেদের শিরোভাগ যাহাতে ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন। যথা—ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি। 'সূত্র'—ব্রহ্মসূত্র।

(২) 'মুখ্যবৃত্তি'—শব্দের প্রধান অর্থ অর্থাৎ শব্দোচ্চারণ মাত্র যে অর্থের বোধ হয় তাহা। গৌণ-বৃত্তি শব্দের অপ্রধান অর্থ। যেমন "ঐ বালকটি সিংহ-শিশু"। সিংহশিশু শব্দের মুখ্যবৃত্তি 'সিংহের শাবক'। কিন্তু এ স্থলে তাহার গৌণবৃত্তি অর্থাৎ 'সিংহশাবকের ন্যায় পরাক্রান্ত' এই অর্থ হইয়াছে।

(৩) 'আচার্য্য'—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য।

(৪) শঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ ভগবান্, মহাদেবের অবতার, তিনি কেন এতাদৃশ কার্য্য করিলেন? ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তে (অথবা পদ্মপুরাণে) ভগবান্ মহাদেবকে কহিলেন, "আগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু" অর্থাৎ কল্পিত আগমদ্বারা জনসমূহকে আমা হইতে বিমুখ কর।

(৫) 'অনূর্দ্ধসমান'—যাহা হইতে উর্দ্ধ অর্থাৎ অধিক বা যাহার সমান নাই এমন।

(৬) 'চিদ্বিভূতি'—চিন্ময়বৈভব গৃহপরিচ্ছদাদি।

(৭) ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইলে তাহা পূর্ব্বের অগ্নির সহিত এক নহে অথচ তাহা হইতে ভিন্নও নহে। সেইরূপ অণুজীবও বিভুচৈতন্য ঈশ্বরের স্বরূপ নহে অথচ চৈতন্যাংশে ভিন্নও নহে।

ও অবিদ্যা। অপরাই ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি এবং অবিদ্যাকে কর্ম্মসংজ্ঞা এক তৃতীয়া শক্তি বলা হয় ॥ ৭ ॥

হেন জীবতত্ত্ব লৈয়া লিখি পরতত্ত্ব।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব (১) ॥
ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম-বাদ (২)।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাঁহা উঠাইল বিবাদ ॥
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী (৩)।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন যে করি ॥
বস্তুত পরিণামবাদ সেইত প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান (৪) ॥
অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম ॥
তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত-চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে ॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময় ॥
প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর-স্বরূপ প্রণব সর্ব্ব বিশ্বধাম ॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
"তত্ত্বমসি"-বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥
প্রণব মহাবাক্য তাহা করি আচ্ছাদন।
মহাবাক্যে করি তত্ত্বমসির স্থাপন (৫) ॥
সর্ব্ব বেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান (৬)।
মুখ্য বৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান ॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি।
লক্ষণা (৭) করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি ॥
এইমত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া ॥
এই মত প্রতি সূত্রে করেন দূষণ।
শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ ॥

(১) যে জীব ব্রহ্মের অংশমাত্র তাহাকে গৌণার্থের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের বিভুত্বাদি গুণের হানি করিয়াছেন।

(২) 'পরিণামবাদ'—বস্তুর অবস্থান্তরপ্রাপ্তির নাম পরিণাম। যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' প্রভৃতি সূত্রে পরিণামবাদ কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ সদ্রূপ ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে।

(৩) 'পরিণামবাদে' ঈশ্বরবিকারিত্ব প্রসঙ্গ হয় এবং ঈশ্বরের বিকারিত্ব প্রসঙ্গ হইলে সূত্রকর্ত্তা ব্যাস ভ্রান্ত হন, এইরূপ বাদ তুলিয়া বিবর্ত্তবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ না করিয়া অবস্থান্তরবৎ প্রকাশের নাম বিবর্ত্ত। যেমন রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি।

(৪) মহাপ্রভু বলিতেছেন যে পরিণামবাদই ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ, বিবর্ত্তবাদ নহে। নশ্বরদেহে যে সত্য বুদ্ধি তাহাই বিবর্ত্তবাদের স্থান (উদাহরণ)।

(৫) অর্থবোধক বর্ণ বা বর্ণসমূহের নাম পদ। যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিযুক্ত পদসমূহের নাম বাক্য। বর্ণনীয় বিষয়সমূহ যে বাক্যের অন্তর্গত তাহা মহাবাক্য অর্থাৎ মহাবাক্য সর্ব্বব্যাপক। শ্রীশঙ্করাচার্য্য চারি বেদের চারিটি শাখা হইতে চারিটি মহাবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন; (১ম) ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় আরণ্যক নামক শাখার মহাবাক্য "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", (২য়) যজুর্ব্বেদ শাখায় বৃহদারণ্যক উপনিষদের মহাবাক্য "অহং ব্রহ্মাস্মি", (৩য়) সামবেদীয় ছান্দোগ্য শ্রুতিগত মহাবাক্য "তত্ত্বমসি", (৪র্থ) অথর্ব্ববেদের মহাবাক্য "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। এই চারিবেদীয় চারিটি মহাবাক্য মধ্যে 'তত্ত্বমসি' সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু উপর্য্যুক্ত চারিটি বেদবাক্য বেদের একদেশ বলিয়া মহাবাক্য হইতে পারে না। বচনজাত দ্বারা সমস্ত বেদের নিদান ও ঈশ্বরস্বরূপ ও বিশ্বাশ্রয় প্রণবই যথার্থ মহাবাক্য।

(৬) 'অভিধান'—মুখ্যবৃত্তিদ্বারা কীর্ত্তন।

(৭) 'লক্ষণা'—মুখ্যার্থ দ্বারা অর্থসঙ্গতি না হইলে তদ্‌যুক্ত অন্যার্থ যাহা দ্বারা প্রতীত হয় তাহার নাম লক্ষণা, যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ"—গঙ্গায় ঘোষ বাস করে। এখানে গঙ্গা শব্দে লক্ষণা দ্বারা গঙ্গাতীর বুঝাইল।

সকল সন্ন্যাসী কহে শুনহ শ্রীপাদ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ এ নহে বিবাদ ॥
আচার্য্য কল্পিত অর্থ ইহা সভে জানি।
সম্প্রদায় অনুরোধে তবু তাহা মানি (১) ॥
মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।
মুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু সূত্র সকল ॥
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্ (২)।
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্ব ধাম ॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়া-গন্ধ (৩)।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সম্বন্ধ ॥
তারে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি(৪) ॥

ভগবান্ প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি-ভক্তি কৃপাপ্রাপ্তির সহায় ॥
সেই সর্ব্ববেদের হয় অভিধেয় নাম।
সাধন-ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম ॥
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রস করায় আস্বাদন ॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্ত বশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা সুখরস ॥
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান (৫) ॥
এই মত সর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥
বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈলু নিন্দন ॥
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥
এই মত তা সভার ক্ষমি অপরাধ।
সভাকারে কৃষ্ণনাম করিল প্রসাদ ॥
তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন (৬) সভে মধ্যে বসাইয়া ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর।
হেন চিত্রলীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥
চন্দ্রশেখর তপন-মিশ্র সনাতন।
শুনি দেখি আনন্দিত সভাকার মন ॥

---

(১) যেমন স্বপ্রকাশ সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে দীপাদির আবশ্যক হয় না, সেইরূপ বেদকে আর কিছুদ্বারা প্রমাণ করিতে হয় না। কিন্তু প্রদীপ জ্বালিয়া সূর্য্য দেখিতে গেলে সূর্য্যের স্বপ্রকাশতা নাই ইহাই যেরূপ বুঝায়, সেইরূপ বেদের মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করিলে বেদের সহজ আজ্ঞার আর এক প্রকারে ব্যাখ্যা হয় বলিয়া স্বতঃপ্রমাণত্ব থাকে না।

(২) 'জন্মাদ্যস্য' সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন, 'বৃহদ্বস্তু···প্রয়োজন নাম।' 'বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম'—অর্থাৎ যিনি স্বতঃ বৃহৎ ও অন্যকে বৃহৎ করেন, ব্রহ্ম শব্দের এই মুখ্যার্থে বৃহত্তা হেতু ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণতা ও অন্যকে বৃহৎ করান নিমিত্ত পূর্ণশক্তিমত্তাবিশিষ্ট ভগবান্‌কে প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু নির্ব্বিশেষ বস্তুকে প্রতিপাদন করিতেছে না।

(৩) যদি কেহ বলে "ঐশ্বর্য্য মাত্র মায়িক ও শক্তিজড়, এবং বৃহত্তা নিমিত্ত যদি আকার থাকে, তবে তাহার উৎপত্তি ও নাশ আছে" তাহাদিগকে নিরস্ত করিতেছেন, 'ঐশ্বর্য্য স্বরূপ···পূর্ণতা হয় হানি।' 'স্বরূপ ঐশ্বর্য্য'—স্বরূপভূত ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ভগবানের ঐশ্বর্য্য তত্তুল্য চিদানন্দময়, তাহাতে মায়া সম্বন্ধ নাই, তাঁহার শক্তিও চিদ্রূপা।

(৪) ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের আকার, ঐশ্বর্য্য ও শক্তি স্বীকার করেন না। কেবল ব্রহ্মের সত্তা মাত্র স্বীকার করেন; এই মতে দোষারোপণ করিতেছেন—'অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে ইত্যাদি'—অর্থাৎ চিদৈশ্বর্য্য, চিৎশক্তি ও চিদাকার না মানিয়া কেবল সত্তা মাত্র মানিলে, অর্দ্ধস্বরূপ না মানায় তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়।

(৫) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি অভিধেয় ও প্রেম প্রয়োজন, এই তিনটি বিষয় সমস্ত বেদান্তসূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

(৬) ভিক্ষা—ভোজন।

প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সর্ব্ব বারাণসী॥
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরীসহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য॥
লক্ষ-লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহা ভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে॥
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে॥
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।
তাহাঞি সকল লোক হয় মহা ভিড়ে॥
বাহু তুলি প্রভু বোলে বল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোকে স্বর্গমর্ত্ত ভরি॥
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইলেন শ্রীসনাতন॥
রাত্রি দিবসে লোকের শুনি কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল॥
এ লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিল ইহা প্রসঙ্গ পাইয়া॥
এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তেহোঁ ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণ দেশে করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণ নাম প্রচারণ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সভায় নিস্তার॥
এইত কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্ব জ্ঞান॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিন জন।
শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ॥
সভাকার পাদপদ্মে কোটী নমস্কার।
যৈছে তৈছে (১) কহি কিছু চৈতন্য-বিহার॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং পঞ্চতত্ত্বা-
খ্যাননিরূপণং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) যৈছে তৈছে—যথারূপে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বন্দে চৈতন্যদেবং তং
ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রং
লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—তং ভগবন্তং চৈতন্যদেবং বন্দে (শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেবকে বন্দনা করি)। জড়ঃ অপি অয়ং যদিচ্ছয়া লেখরঙ্গে প্রসভং চিত্রং নৃত্যতে (এই মূর্খ যাঁহার চরিত্র-লিখনরূপ রঙ্গে সহসা নানারূপ নৃত্য করিতেছে)।

অনুবাদ।—ভগবান্ চৈতন্যদেবের বন্দনা করি। তাঁর ইচ্ছাতে আমার মত জড় ব্যক্তিও রঙ্গভূমিতে নর্ত্তকের মতন লেখায় নৈপুণ্য লাভ করে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য কৃপাময়।
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
প্রণত হইয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥
মূক কবিত্ব করে যা সভার স্মরণে (১)।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারাগণে ॥
এ সব না মানে যেই পণ্ডিত সকল।
তা সভার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল (২) ॥
এ সব না মানে যেবা করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি তারে নাহি তার গতি ॥

পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজগণ।
বেদধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন ॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
এই লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥
সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার ॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলে তার অসুরে গণন ॥
অতএব পুন কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হঞা।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥
যদি বা তার্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ।
তর্ক-শাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ব বিভাগে প্রথম লহর্য্যাম্। (১।২৩)

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি-
র্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈ-
র্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥ ২

অন্বয়ঃ।—জ্ঞানতঃ মুক্তিঃ সুলভা (জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি সহজে লাভ করা যায়) যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ ভুক্তিঃ সুলভা (যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের পুণ্য হইলে সর্ব্ববিধ ভোগ সহজে লাভ করা হয়)। সা ইয়ং হরিভক্তিঃ সাধনসাহস্রৈঃ সুদুর্ল্লভা (কিন্তু এই হরিভক্তি সহস্র সাধনের দ্বারাও সুদুর্ল্লভা)।

অনুবাদ।—মুক্তি সুলভ কারণ জ্ঞান দিয়ে তা

---

(১) মূক—বাক্‌শক্তিহীন। কবিত্ব—রসাত্মক বাক্য রচনা শক্তি। পঙ্গু—খঞ্জ। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চতত্ত্ব স্মরণ প্রভাবে মূর্খ ব্যক্তিও শ্রীচৈতন্যলীলার কথা রচনা করে। পঙ্গু অর্থাৎ অলস ব্যক্তিও শাস্ত্রসকলের মীমাংসা করে। অন্ধ অর্থাৎ অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিও তত্ত্ব নির্ণয় করে।

(২) ভেক-কোলাহল—নিরর্থক হৈ চৈ।

উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর।
বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর॥

পাওয়া যায়। ভুক্তিও সুলভ, কারণ যজ্ঞাদি কর্ম্মেই তা পাওয়া যায়। হরিভক্তি কিন্তু সুদুর্লভ কারণ শতসহস্র সাধনাতেও তা পাওয়া যায় না ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ যদি ছুটে(১) ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।৬।১৮)

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—হে রাজন্, ভগবান্ মুকুন্দঃ ভবতাং যদূনাং পতিঃ (শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—হে রাজন্, ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের ও যদুদিগের পালক) অলং গুরুঃ দৈবম্ প্রিয়ঃ কুলপতিঃ বঃ ক্ব চ কিঙ্করঃ (গুরু, উপাস্য দেবতা, প্রিয় ও কুলপতি—তিনি কখনও তোমাদের কিঙ্করের কার্য্যও অর্থাৎ দৌত্যাদি করিয়াছেন)। অঙ্গ (হে) এবম্ অস্তু ভজতাং মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ ভক্তিযোগং স্ম ন (হে রাজন্! এইরূপ হইলেও যাঁহারা তাঁহার ভজনা করেন, তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া থাকেন কিন্তু ভক্তিযোগ সকলকে দান করেন না)।

অনুবাদ।—রাজন্, ভগবান্ মুকুন্দ আপনাদের প্রভু, গুরু, উপাস্য, বন্ধু, কুলপতি—এমন কি কিঙ্কর পর্য্যন্ত। হে রাজন্! যাঁরা তাঁর ভজনা করেন তাঁদের তিনি বরঞ্চ মুক্তি দেন—কিন্তু সকলকে ভক্তি দেন না ॥ ৩ ॥

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম-নিগূঢ়-ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার ॥
অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেবা লয়।
কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাশ্রুবিহ্বল সে হয় ॥

নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয়।
আউলায় (২) সকল অঙ্গ অশ্রু-গঙ্গা বয় ॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।২৪)

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥৪

অন্বয়ঃ।—তৎ হৃদয়ম্ অশ্মসারং বত যৎ ইদং গৃহ্যমাণৈঃ হরিনামধেয়ৈঃ ন বিক্রিয়েত (হরিনাম গ্রহণ করিয়াও যে হৃদয় বিকার প্রাপ্ত হয় না, সে হৃদয় পাষাণসার) অথ যদা বিকারঃ নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ন লক্ষ্যতে (অথবা বিকার প্রাপ্ত হইলেও নেত্রে জল রোমাবলীতে হর্ষ দেখা যায় না)।

অনুবাদ।—হৃদয় তার পাষাণের মত কঠিন—হরিনাম শুনে যা বিগলিত হয় না, কিংবা বিগলিত হলেও যার নয়নে অশ্রু কিংবা দেহে রোমাঞ্চ জাগে না ॥ ৪ ॥

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি (৩) করেন প্রকাশ ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার ॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি অপরাধ (৪) তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥

---

(১) ছুটে—ছুটী পান অর্থাৎ ভুক্তি মুক্তি দিয়া অব্যাহতি পান।

(২) 'আউলায়'—অধীর হয়, বিকারপ্রাপ্ত হয়।

(৩) 'ভক্তি'—শ্রবণাদি সাধনভক্তি।

(৪) 'অপরাধ'—অপরাধ দুই প্রকার, যথা—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। যাঁহারা ভগবৎসেবী, তাঁহাদিগের সেবাপরাধ, দৈনন্দিন স্তোত্রপাঠাদি

চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥
অরে মূঢ় লোক! শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন-দাস॥
বৃন্দাবন-দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল (১)।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা॥

ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়া নির্দ্ধার॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন-দাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবন-দাস পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিলা সংসার॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভোজন (২)।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত-বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥
অতএব ভজ লোক চৈতন্য নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল॥
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তার কৈল বিবরণ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন॥
নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের (৩) উৎকণ্ঠিত মন॥

দ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে, কিন্তু নামাপরাধ কোনক্রমে ক্ষয় হয় না, একারণ ভগবদ্ভক্তির অত্যন্ত বিঘ্নকারী বলিয়া এস্থলে সাধারণের বিদিতার্থ নামাপরাধ লিখিলাম। নামাপরাধ দশ প্রকার; যথাঃ—(১) সাধুনিন্দা। (২) শ্রীশিবের সত্তা, নাম, গুণ প্রভৃতি শ্রীনারায়ণ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা (৩) শ্রীগুরুদেবে অবজ্ঞা অর্থাৎ সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি করা। (৪) হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা, অর্থাৎ শ্রীহরিনামের মহিমাসমূহকে কেবল প্রশংসামাত্র মনে করা। (৫) বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা। (৬) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি। (৭) ধর্ম্ম, ব্রত, দান প্রভৃতি শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীহরিনামের তুলনা। (৮) যে শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ এবং শুনিতে অনিচ্ছুক, তাহাকে নাম করিতে উপদেশ দেওয়া। (৯) নামমাহাত্ম্য শুনিয়া নাম করিতে প্রবৃত্ত না হওয়া। (১০) নামে অহং মমতাপর হওয়া অর্থাৎ আমি বহুতর নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকি এবং ইতস্ততঃ নাম কীর্ত্তন প্রচার করিতেছি, আমি যে পরিমাণে নাম করিয়া থাকি, এইরূপ আর কেহ করিতে পারে না, আমার জিহ্বার অধীন নাম ইত্যাদি মনে করা।

(১) এখানে শ্রীবৃন্দাবনদাস প্রণীত 'চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থকেই চৈতন্যমঙ্গল আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থের নাম পূর্ব্বে 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল, পরে শ্রীবৃন্দাবনের মোহান্তগণ পরিবর্ত্তন করিয়া 'চৈতন্য-ভাগবত' নাম দেন এবং লোচনদাসের গ্রন্থ "চৈতন্যমঙ্গল" নামে খ্যাত হয়।

(২) নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস-গৃহে ব্যাসপূজা করিলে মহাপ্রভু নৈবেদ্য ভোজন করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণীকে দিয়াছিলেন। তাহাতেই নারায়ণীর গর্ভে ব্যাসাবতার বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্ম হয়। মতান্তরে মহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বূল ভক্ষণ করিয়াই নারায়ণীর এই সৌভাগ্য হয়।

(৩) 'বৃন্দাবনে বৈষ্ণবের' এইরূপ পাঠান্তরও দেখা যায়।

বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণসদন।
মহা যোগপীঠ তাঁহা রত্ন-সিংহাসন॥
তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দ-দেব নাম সাক্ষাৎ-মদন॥
রাজসেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার।
দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন॥
সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস (১)।
তাঁর যশ গুণ সর্ব্ব জগতে প্রকাশ॥
সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর।
মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর॥
সভার সম্মান-কর্ত্তা করেন সবার হিত।
কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা না জানে তার চিত॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ (২)।
সেই সব গুণ তাঁর শরীরে নিবাস॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৮।১২)

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—ভগবতি যস্য অকিঞ্চনা ভক্তিঃ অস্তি (শ্রীভগবানে যাঁহার নিষ্কাম ভক্তি আছে) তত্র সর্ব্বৈঃ গুণৈঃ সুরাঃ সমাসতে (তাঁহাতে সর্ব্বগুণের সহিত দেবতারা বাস করেন) মনোরথেন বহিঃ অসতি ধাবতঃ হরৌ অভক্তস্য (শ্রীহরিতে অভক্তের মনের অভিলাষ বাহিরের অসৎ বিষয়ে ধাবিত হয়) কুতঃ মহদ্গুণাঃ (সুতরাং তাঁহার আর মহদ্গুণ কি প্রকারে হইবে?)।

অনুবাদ।—ভগবানে যাঁর নিষ্কাম ভক্তি তাঁকে আশ্রয় করেন দেবতারা। আর তিনি হন সর্ব্বগুণের আধার। কৃষ্ণে যার ভক্তি নেই—তার মহৎগুণ কোথায়? সে তো কামনার বশে ক্ষণিকের বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটে যায়॥ ৫॥

পণ্ডিত গোঁসাঞির (৩) শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণ-প্রেমময় তনু উদার মহা আর্য্য॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করে প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইঁহো পণ্ডিত হরিদাস॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্যচরিতে তাঁর পরম উল্লাস॥
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব সন্তোষ॥
নিরন্তর শুনেন তিহোঁ চৈতন্য-মঙ্গল।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব-সকল॥
কথায় সভা উজ্জ্বল করেন যেই পূর্ণচন্দ্র।
নিজ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব আনন্দ॥
তেহোঁ বড় কৃপা করি আজ্ঞা কৈলা মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে॥
কাশীশ্বরগোঁসাঞিরশিষ্য গোবিন্দ গোঁসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাঞি॥

(১) ইনি শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীগোবিন্দদেব জীউর আদি সেবাধ্যক্ষ।

(২) শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চাশৎগুণ যথা—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগে। ১।১১

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপণ্ডিতো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরো করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী-ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্।
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ॥

(৩) পণ্ডিত গোঁসাঞি—শ্রীগদাধর পণ্ডিত।

যাদবাচার্য্য গোঁসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্য-চরিতে তিঁহো অতি বড় রঙ্গী॥
পণ্ডিত গোঁসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোঁসাঞি।
গৌর-কথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাঞি॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস॥
আচার্য্য গোঁসাঞির শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত সদা করে পান।
মদনমোহন বিনা নাহি জানে আন॥
আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা করিল সবে করুণা করিয়া।
তাঁ-সভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে॥
দরশন করি কৈলুঁ চরণ বন্দন।
গোঁসাঞিদাস পূজারী করেন চরণ সেবন॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের গণ হরিধ্বনি কৈল।
গোঁসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল॥
আজ্ঞামালা পাঞা আমার হইল আনন্দ।
তাঁহাঞি করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥
সেই লিখি মদনগোপাল যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥
কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন।
যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন॥
বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়লালস।
বৈষ্ণব আজ্ঞাবলে করি এতেক সাহস॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ চরণের এই বল।
যাঁর স্মৃতে (১) সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং গ্রন্থকরণে বৈষ্ণবাজ্ঞারূপকথনং নামাষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) স্মৃতে—স্মরণে।

নবম পরিচ্ছেদ

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্য-
দেবং বন্দে জগদ্গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি
মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্॥ ১

অন্বয়ঃ।—জগদ্গুরুং তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে (জগদ্গুরু সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি) যস্য অনুকম্পয়া শ্বাপি সুখং মহাব্ধিং সন্তরেৎ (যাঁহার কৃপায় কুক্কুরও স্বচ্ছন্দে মহাসাগর সন্তরণ দ্বারা উত্তীর্ণ হয়)।

অনুবাদ।—জগদ্গুরু সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি। তাঁর অনুগ্রহে কুকুরেও অনায়াসে মহাসাগর পার হয়ে যায়॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ত্তি হেতু যাঁহার স্মরণ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এসব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ।
জানি বা না জানি—করি আপন শোধন॥

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণ-
প্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং
যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে॥ ২

অন্বয়ঃ।—যঃ স্বয়ং মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ (যিনি নিজে মালাকার হইয়াও নিজে কৃষ্ণপ্রেমের কল্পবৃক্ষ) তৎফলানাং দাতা ভোক্তা চ তং চৈতন্যম্ আশ্রয়ে (নিজেই সেই বৃক্ষের ফলের দাতা ও ভোক্তা সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করি)।

অনুবাদ।—যিনি কৃষ্ণপ্রেমের কল্পতরু, স্বয়ং তাঁর মালাকার, প্রেমের ফল যিনি দান করেন—প্রেমের সুখ যিনি আস্বাদন করেন—সেই—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করি॥ ২॥

প্রভু কহে—আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান কর্ম্ম॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি-কল্পতরু রূপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানি॥
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর (১)।
ভক্তি-কল্পতরুর তেহোঁ প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীঈশ্বরপুরী (২) রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ (৩) উপজিল॥
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়॥
পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহ-তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥
এই নব মূল নিকসিল (৪) বৃক্ষমূলে।
এই নব-মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥
মধ্যমূল পরমানন্দ-পুরী মহাধীর।
অষ্টদিগে অষ্টমূল বৃক্ষ কৈল স্থির॥
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল॥
বিশ-বিশ শাখা করি এক এক মণ্ডল।
মহা-মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড-সকল॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত?॥

---

(১) 'প্রেমপূর'—প্রেমরাশি, প্রেমসমুদ্র।

(২) শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর মন্ত্রশিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী, তাঁহার মন্ত্রশিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

(৩) 'স্কন্ধ'—গুঁড়ি।

(৪) 'নিকসিল'—বাহির হইল।

মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম-গণন।
আগেতে করিব শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥
বৃক্ষের উপরি শাখা হৈল দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম—আর নিত্যানন্দ ॥
সেই দুই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥
বড় শাখা উপশাখা তার উপশাখা।
যত উপজিল তার কে করিবে লেখা ॥
শিষ্য, প্রশিষ্য, আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন ॥
উড়ুম্বর (১) বৃক্ষে যৈছে ফলে সর্ব্ব-অঙ্গে।
এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে ॥
মূলস্কন্ধের শাখা আর উপশাখাগণে।
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে ॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী—নাহি লয় মূল (২) ॥
ত্রিজগতে যত আছে ধন রত্ন মণি।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি ॥
মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে দিবমাত্র ॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে ॥
মালাকার কহে—শুন বৃক্ষ পরিবার।
মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার ॥
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয়কর্ম্ম।
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম ॥
এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন।
ব্যাপিল বাড়িয়া সভে সকল ভুবন ॥
একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥

(১) 'উড়ুম্বর'—যজ্ঞোডুম্বর।
(২) 'মূল'—মূল্য।

একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহো পায় কেহো না পায় রহে মনে ভ্রম ॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সভাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ॥
আত্মইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥
অতএব সভে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর-অমরে ॥
জগত ভরিয়া মোর হবে পুণ্য-খ্যাতি।
সুখী হৈয়া লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি ॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার ॥

তথাহি— শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২।৩৫)

এতাবজ্জন্মসাফল্যং
দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা
শ্রেয়-আচরণং সদা ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—ইহ এতাবৎ দেহিষু জন্মসাফল্যং (এ সংসারে ইহাই দেহীদিগের জন্মের সাফল্য) প্রাণৈঃ অর্থৈঃ ধিয়া বাচা দেহিনাং সদা শ্রেয়-আচরণম্ (প্রাণ দ্বারা, অর্থের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বদা মঙ্গলের আচরণ)।

অনুবাদ।—প্রাণ দিয়ে, অর্থ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, বাক্য দিয়ে সর্ব্বদাই জীবের কল্যাণসাধন করবে—দেহীর দেহধারণের সাফল্য এইখানেই ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণে—(৩।১২।৪৫)

প্রাণিনামুপকারায়
যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা
তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—ইহ পরত্র চ (ইহলোকেই হউক বা পরলোকেই হউক) যৎ এব প্রাণিনাম উপকারায়

(প্রাণীদিগের উপকারের জন্যই) মতিমান্ তদেব কর্ম্মণা মনসা বাচা ভজেৎ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, তাহাই কর্ম্মের দ্বারা, মনের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা আচরণ করিবে)।

অনুবাদ।—ঐহিক বা পারত্রিক—যে উপকারই হোক না কেন—কর্ম্ম দিয়ে মন দিয়ে বাক্য দিয়ে প্রাণীদের সেই উপকারই করবার চেষ্টা মতিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য ॥ ৪ ॥

মালী মনুষ্য—আমার নাহি রাজ্যধন।
ফলফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জ্জন ॥
মালী হঞা বৃক্ষ হইলাঙ এইত ইচ্ছাতে।
সর্ব্ব প্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২।৩৩)

অহো এষাং বরং জন্ম
সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ
বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—অহো সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্ এষাং জন্ম বরং (অহো! সর্ব্বজীবের জীবিকাভূত ইঁহাদিগের জন্মই শ্রেষ্ঠ) অর্থিনঃ সুজনস্য ইব যেষাং বৈ বিমুখাঃ ন যান্তি (সুজনের নিকট হইতে যাচকগণের ন্যায় ইঁহাদিগের নিকট হইতে কেহই বিমুখ হইয়া যায় না)।

অনুবাদ।—সর্ব্ব প্রাণীর উপজীব্য এঁদেরই জন্ম সার্থক। তাঁরা সুজনের তুল্য—তাঁদের কাছ থেকে কেউ বিফল হয়ে ফিরে যায় না ॥ ৫ ॥

এই আজ্ঞা কৈল যবে চৈতন্য মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ-পরিবার ॥
যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল ॥
মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়।
মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায় ॥
কেহ গড়াগড়ি যায় কেহত হুঙ্কার।
দেখি আনন্দিত হৈঞা হাসে মালাকার ॥
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল ॥
সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি মাতোয়াল।
সে হো প্রেমফল খায় বোলে ভাল ভাল ॥
এইত কহিল প্রেমফল-বিবরণ।
এবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ ॥
শ্রীরূপ সনাতন পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং ভক্তি-কল্পতরু-বর্ণনং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।
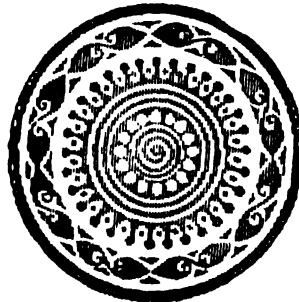
দশম পরিচ্ছেদ।

[illegible]
মধুপেভ্যো নমোনমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্‌যেষাং
শ্বাপি তদ্‌গন্ধভাগ্‌ ভবেৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপেভ্যঃ নমঃ নমঃ (শ্রীচৈতন্যদেবের পদকমলের মধুকরগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি) যেষাং কথঞ্চিদ্‌ আশ্রয়াৎ (যাঁহাদিগের কিছুমাত্র আশ্রয় দ্বারা) শ্বা অপি তদ্‌গন্ধভাক্‌ ভবেৎ (কুকুরও তাহার গন্ধ পায় অর্থাৎ নীচজনেও ভক্তিমান্‌ হয়)।

অনুবাদ।—শ্রীচৈতন্যের পদকমলের মধুপ যাঁরা তাদের নমস্কার—বারংবার নমস্কার। কোনোভাবে তাঁদের আশ্রয় পেলে কুকুরের মতন নীচজনেও ভক্তির সৌরভ লাভ করে॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন।
এবে শুন মুখ্য শাখার নাম বিবরণ ॥
চৈতন্য গোঁসাঞির যত পারিষদচয়।
লঘু গুরু ভাব তার না হয় নিশ্চয় ॥
যত যত মহান্ত—কৈল তাঁ সভার গণন।
কেহ না করিতে পারে জ্যেষ্ঠ লঘুক্রম ॥
অতএব তাঁ সভারে করি নমস্কার।
নাম মাত্র করি দোষ না লবে আমার ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্‌।
শাখারূপান্‌ ভক্তগণান্‌
কৃষ্ণপ্রেমফল প্রদান্‌ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রেমামরতরোঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপপ্রেমকল্পবৃক্ষের) শাখারূপান্‌ কৃষ্ণপ্রেম-ফল-প্রদান্‌ প্রিয়ান্‌ ভক্তগণান্‌ বন্দে (শাখারূপী কৃষ্ণ-প্রেম-ফল-প্রদানকারী প্রিয়ভক্তগণকে বন্দনা করি)।

অনুবাদ।—প্রেমের কল্পতরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তাঁর প্রিয়ভক্তদের বন্দনা করি। কল্পতরুর শাখা যেমন অভীষ্ট দান করে তাঁরাও তেমনি সর্ব্বাভীষ্টরূপ কৃষ্ণপ্রেম দান করেন॥ ২॥

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত ॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি তাঁর দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাস দাসী গৃহ পরিকর ॥
দুই শাখার উপশাখায় তাঁ সবার গণন।
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্ত্তন ॥
চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী-দেবা ॥
আচার্য্য-রত্ন নাম ধরে এক বড় শাখা।
তাঁর পরিকর তাঁর শাখা উপশাখা ॥
আচার্য্য-রত্নের নাম—শ্রীচন্দ্রশেখর।
যাঁর ঘরে দেবী ভাবে (১) নাচিলা ঈশ্বর ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি।
যাঁর নাম লৈয়া প্রভু কান্দিলা আপনি ॥
বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোঁসাঞি।
তেহোঁ লক্ষ্মীরূপা (২) তাঁর সম কেহ নাঞি ॥
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য—তাঁর উপশাখা।
এইমত সব শাখার উপশাখার লেখা ॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য ॥
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বোলে ॥
দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায় মুঞি নাচি, তবে মোর সুখ ॥

(১) শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে শ্রীচৈতন্যপ্রভু লক্ষ্মীভাবে নর্ত্তন করিয়াছিলেন।

(২) 'লক্ষ্মীরূপা'—সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধিকা।

প্রভু বোলে তুমি মোর পক্ষ (১) এক শাখা।
আকাশে উড়িতাম যদি পাঁও আর পাখা॥
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যেহোঁ সত্যভামার স্বরূপ॥
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুর লালন পালন। (২)
বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে প্রভু না মানে কথন॥
দুই জনে খটমটি (৩) লাগায় কোন্দল (৪)।
তাঁর প্রীতের কথা আগে কহিব সকল॥
রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য (৫) অনুচর।
তাঁর এক শাখা মুখ্য মকরধ্বজ-কর॥
তাঁহার ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগ সামগ্রী যে করে বারমাসি॥
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে (৬) ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত (৭) করিয়া॥
বারমাস প্রভু তাহা করেন অঙ্গীকার।
"রাঘবের ঝালি" বলি প্রসিদ্ধি যাহার॥
যে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় ভববন্ধ নাশ॥
চৈতন্য পার্ষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
পিতা করি যারে বলে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যেহোঁ কৈল বাক্যদণ্ড॥
দণ্ড কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠাল নদীয়া॥

তাঁহার অনুজ শাখা শঙ্করপণ্ডিত।
প্রভু পাদোপাধান (৮) যাঁর নাম বিদিত॥
সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভুপাদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস॥
শ্রীনৃসিংহ-উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈল নৃসিংহানন্দ করি॥
নারায়ণ পণ্ডিত এক বড়ই উদার।
চৈতন্য চরণ বিনু নাহি জানে আর॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য।
দেউটি (৯) ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্।
যার অন্ন মাগি কাড়ি খাইল ভগবান্॥
নন্দন আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুই প্রভুর যাঁর ঘরে স্থিত॥
শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোঁসাঞি॥
বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্র মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয়॥
জগতে যতেক জীব—তার পাপ লৈয়া।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া (১০)॥
হরিদাস ঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেহোঁ লয়েন অপতিত (১১)॥
তাঁহার অনন্ত গুণ—কহি দিঙ্মাত্র (১২)।
আচার্য্য গোঁসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায়
শ্রাদ্ধপাত্র (১৩)॥

---

(১) 'পক্ষ'—অর্থাৎ পাখা স্বরূপ এক শাখা।

(২) স্নেহবশতঃ প্রভুকে বৈরাগ্যধর্ম্ম ছাড়াইয়া বিষয়ভোগ করাইতে চাহেন।

(৩) 'খটমটি'—সামান্য কথায় কথায়।

(৪) 'কোন্দল'—কলহ।

(৫) 'আদ্য'—প্রধান।

(৬) 'ঝালিতে'—পেটরাতে।

(৭) 'গুপত'—গুপ্ত।

(৮) 'পাদোপাধান'—পায়ের বালিস।

(৯) 'দউটি'—মশাল।

(১০) 'ছোড়াইয়া'—মুক্ত করাইয়া।

(১১) 'অপতিত'—কদাপি নিয়মভঙ্গ না করিয়া।

(১২) 'দিঙ্মাত্র'—সামান্য মাত্র।

(১৩) 'আচার্য্য গোঁসাঞি যাঁরে' ইত্যাদি—আচার্য্য=শ্রীঅদ্বৈত। শ্রাদ্ধ=শ্রাদ্ধান্ন। অদ্বৈত প্রভু।

প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন-তাড়নে যাঁর নহিল ভ্রূভঙ্গ॥
তিহোঁ সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লৈয়া কোলে।
নাচিল চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে॥
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ॥
তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন।
সত্যরাজ আদি তাঁর কৃপার ভাজন॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে (১) শুনি দৈন্য যাঁর॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে না লয় কার ধন।
আত্মবৃত্তি (২) করি করে কুটুম্বভরণ॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয়॥

একদিন তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া পরম বৈষ্ণব হরিদাস ঠাকুরকে পাত্রান্ন ভোজন করান। শ্রাদ্ধের পাত্রান্ন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভোজন করান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তন্নিমিত্ত অদ্বৈত প্রভুর কুটুম্ব নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী ক্রুদ্ধ হইয়া সেই দিন ভোজন করিলেন না। ব্রাহ্মণগণ ভোজন না করায় অদ্বৈত প্রভু সবান্ধবে উপবাসী রহিলেন এবং পরদিন অনেক বিনয় করায় ব্রাহ্মণগণ সিধা লইতে স্বীকার করিলেন। অদ্বৈত প্রভু তাঁহাদিগকে সিধা দিলেন। সেই দিন বর্ষা হইল, এবং ব্রাহ্মণেরা পাক করিতে গ্রামে কাহারও গৃহে অগ্নি পাইলেন না, কোন স্থানে অগ্নি নাই, নিকটবর্ত্তী গ্রামেও অগ্নি ছিল না। তন্নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা অদ্বৈত প্রভুর প্রভাব বুঝিয়া সপরিবারে ক্ষুধায় কাতর হইয়া অদ্বৈত প্রভুর নিকটে আসিয়া পূর্ব্বদিনের বাসী অন্ন খাইতে স্বীকার করিলেন। তখন অদ্বৈত প্রভু তাঁহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া হরিদাসের গোফায় উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা দেখিলেন, হরিদাসের নিকটে কেবল একটি মৃৎপাত্রে অগ্নি রহিয়াছে। তদ্দর্শনে সকলে বিস্মিত হইলেন এবং হরিদাসকে অসামান্য বলিয়া জানিলেন (বারেন্দ্রব্রাহ্মণ কুলপঞ্জিকা)।

(১) 'দ্রবে'—দ্রবীভূত হয়, গলিয়া যায়।
(২) 'আত্মবৃত্তি'—চিকিৎসাবৃত্তি।

শ্রীমান্ সেন প্রভুর সেবক প্রধান।
চৈতন্য চরণ বিনু নাহি জানে আন॥
শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যেই বোলাইল হরি॥
শিবানন্দ সেন প্রভুর ভক্ত অন্তরঙ্গ।
প্রভু-স্থানে যাইতে সভে লয়েন যাঁর সঙ্গ॥
প্রতিবর্ষ প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া॥
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ-তিন স্বরূপে।
সাক্ষাৎ আবেশ আর আবির্ভাবরূপে॥
সাক্ষাতে সকল ভক্ত দেখে নির্ব্বিশেষ।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবেশ॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর আগে নাম ছিল।
নৃসিংহানন্দ নাম প্রভু পাছেতে রাখিল॥
তাঁহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব॥
আস্বাদিল এই সব রস শিবানন্দ।
বিস্তারি কহিব আগে এ সব আনন্দ॥
শিবানন্দের উপশাখা তাঁর পরিকর।
পুত্র ভৃত্য আদি চৈতন্যের অনুচর॥
চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর।
তিন পুত্র শিবানন্দের—প্রভুর ভক্তশূর॥
শ্রীবল্লভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত॥
প্রভু-প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত॥
শ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর আঁখরিয়া (৩)।
প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছেন লিখিয়া॥
রত্নবাহু বলি প্রভু থুইল তাঁর নাম।
আকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম॥

(৩) 'আঁখরিয়া'—পুস্তক-লেখক।

খোলা-বেচা (১) শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁহা সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস॥
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল।
যাঁর ফুটা (২) লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল॥
প্রভুর অতি প্রিয়দাস ভগবান্ পণ্ডিত।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈলা অধিষ্ঠিত॥
জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যাঁকে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥
এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইলা আপনে॥
প্রভুর পঢ়ুয়া দুই—পুরুষোত্তম সঞ্জয়।
ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয়॥
বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে।
সোণার মুষল হল দেখিল প্রভুর হাথে॥ (৩)
শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তিহোঁ সেবক প্রধান॥
গরুড় পণ্ডিত লয়ে শ্রীনাম মঙ্গল।
নামবলে বিষ যাঁরে না করিল বল॥
গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস।
'অক্রূর' বলি প্রভু যাঁরে করে পরিহাস॥
ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি অর্থ পাইল প্রভু হৈতে॥
খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস চিরঞ্জীব সুলোচন॥
এই সব মহাশাখা চৈতন্যকৃপাধাম (৪)।
প্রেমফল ফুল করে যাঁহা তাঁহা দান॥

কুলীন-গ্রামবাসী—সত্যরাজ রামানন্দ।
যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ॥
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী-জন।
সভেই চৈতন্য-ভৃত্য চৈতন্যপ্রাণধন॥
প্রভু কহে কুলীন গ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর॥
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়॥
অনুপম-বল্লভ (৫) শ্রীরূপ সনাতন।
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্ব্বোত্তম॥
তার মধ্যে রূপ সনাতন বড় শাখা।
অনুপম-জীব-রাজেন্দ্রাদি (৬) উপশাখা॥
মালীর ইচ্ছায় দুই শাখা বহুত বাড়িল।
বাড়িয়া পশ্চিম দিশা সব আচ্ছাদিল॥
আ-সিন্ধুনদী (৭) তীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন মথুরাদি যত তীর্থ হয়॥
দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল॥
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহা প্রকাশিল দোঁহে ভক্তি সদাচার॥
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি সেবার প্রচার॥
মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস।
সর্ব্ব ত্যাগি কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥
প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাথে।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥

(১) কদলীবৃক্ষের খোলা প্রভৃতি বিক্রয় করিতেন বলিয়া তাঁহার উপাধি খোলা-বেচা।

(২) 'ফুটা'—ছিদ্রযুক্ত, ভগ্ন।

(৩) অর্থাৎ ইঁহার সমক্ষে মহাপ্রভু একদিন বলদেবভাবাবিষ্ট হইয়া উক্ত রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

(৪) 'চৈতন্যকৃপাধাম'—শ্রীচৈতন্যের কৃপাগার (অর্থাৎ চৈতন্যদেবের প্রেম বিতরণকারী)।

(৫) ইঁহার নাম শ্রীবল্লভ—গৌড়েশ্বর-দত্ত নাম অনুপম মল্লিক।

(৬) 'রাজেন্দ্র'—শ্রীসনাতন গোস্বামীর পুত্র।

(৭) 'আ-সিন্ধুনদী'—সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত।

বৃন্দাবনে দুই ভাইর (১) চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত(২) করিয়া॥
এইত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবনে।
আসি রূপ সনাতনের বন্দিলা চরণে॥
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল॥
মহাপ্রভুর লীলা যত—বাহির অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর॥
অন্ন জল ত্যাগ কৈল অনন্যকথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত (৩) স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দিনে॥
তাঁহার সাধন-রীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার (৪)॥
ইহা সভার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন॥
শ্রীগোপাল ভট্ট এক শাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপ সনাতন সঙ্গে যাঁর প্রেম আলাপন॥
শঙ্করারণ্য আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র উপশাখা লেখা॥

শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন॥
জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয় দাস।
প্রভুর আজ্ঞাতে তেহোঁ কৈল গঙ্গাবাস॥
কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।
কবিচন্দ্র আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর॥
শ্রীনাথ-মিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান।
শ্রীনিধি শ্রীগোপীকান্ত মিশ্র ভগবান্॥
সুবুদ্ধি-মিশ্র হৃদয়ানন্দ কমলনয়ন।
মহেশ পণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন॥
পুরুষোত্তম শ্রীগালিম জগন্নাথ দাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য দ্বিজ হরিদাস॥
রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।
ভাগবতচার্য্য ঠাকুর সারঙ্গ দাস॥
জগন্নাথ তীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ।
গোপাল আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ॥
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যাঁ সভার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই॥
রামদাস অভিরাম— সখ্য প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গ্যের কাষ্ঠ (৫) তুলি যে করিল বাঁশী॥
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু-আজ্ঞায় আইলা॥
রামদাস মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু-সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ॥
ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন।
মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন॥
মহা কৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই।
পতিতপাবন নামের সাক্ষী দুই ভাই॥
গৌরদেশের ভক্তের কৈল সংক্ষেপে কথন।
অনন্ত চৈতন্য ভক্ত না যায় গণন॥

(১) 'দুই ভাইর'—রূপ সনাতনের।

(২) পর্ব্বতের অত্যুচ্চ এক তটে বসিয়া তাহা হইতে পতনের নাম 'ভৃগুপাত'।

(৩) 'অপতিত'—যাহার নিয়ম ভঙ্গ হয় নাই।

(৪) শ্রীরঘুনাথ-দাস-গোস্বামী—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর রাগানুগাভজনের শিক্ষাগুরু।

(৫) বত্রিশ জন বেহারায় যাহা বহিয়া থাকে, এতাদৃশ সাঙ্গ্যের কাষ্ঠ।

নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভু-সঙ্গে।
দুই স্থানে প্রভু সেবা কৈল নানা রঙ্গে॥
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ।
সংক্ষেপে সে সবার করিয়ে কথন॥
নীলাচলে প্রভু-সঙ্গে যত ভক্তগণ।
সভার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুইজন॥
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর।
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর॥
দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস॥
ইত্যাদিক পূর্ব্ব সঙ্গী (১) বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি করে প্রভুর সেবন॥
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দ (২) প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি॥
নীলাচলে প্রভুর যার প্রথম মিলন।
সেই ভক্তগণের এবে করিয়ে গণন॥
বড়শাখা ভক্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য॥
কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র রায় ভবানন্দ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ॥
আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু পঞ্চ পাণ্ডব তোমার নন্দন॥
রামানন্দ রায় পট্টনায়ক (৩) গোপীনাথ।
কলানিধি সুধানিধি নায়ক বাণীনাথ॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার—মোর প্রিয় পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ-ভেদ মাত্র॥
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ।
পরমানন্দ মহাপাত্র, ওড্র শিবানন্দ॥
ভগবান্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী।
শ্রীশিখি-মাহিতি আর মুরারি-মাহিতি॥

মাধবীদেবী শিখি মাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি॥
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর॥
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভু সঙ্গে মিলিলা আসিয়া॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকারে।
তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোঁহারে॥
অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে চলে আগে কাশীশ্বর॥
অপরশ (৪) যায় গোঁসাঞি মনুষ্যগহনে (৫)।
মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী (৬) বলবানে॥
রামাই নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥
বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করেন নন্দাই॥
কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈলা দক্ষিণ গমন॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তি অধিকারী।
মথুরা গমনে প্রভুর যেহোঁ ব্রহ্মচারী॥
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥
রামভদ্রাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর।
তপন আচার্য্য আর রঘু নীলাম্বর॥
শিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট দন্তুর শিবানন্দ।
গৌড়ে পূর্ব্বভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য তনয়।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ-আশ্রয়॥
নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস।
এই সভের প্রভু সঙ্গে নীলাচলে বাস॥

(১) 'পূর্ব্বসঙ্গী'—সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বের সঙ্গী, নবদ্বীপলীলার সঙ্গী।
(২) 'প্রত্যব্দ'—প্রতি বৎসরে।
(৩) 'পট্টনায়ক'—উপাধিবিশেষ।
(৪) 'অপরশ'—কাহাকেও স্পর্শ না করিয়া।
(৫) 'মনুষ্যগহনে'—মানুষের ভিড়ের মধ্যে।
(৬) 'কাশী'—কাশীশ্বর।

বারাণসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন॥
চন্দ্রশেখর-গৃহে কৈল দুই মাস বাস।
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন আর পাদসংবাহন॥
বড় হৈলে গেলা নীলাচলে প্রভু-স্থানে।
অষ্ট মাস রহিল, ভিক্ষা দেন কোন দিনে॥
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা।
আসিয়া শ্রীরূপ গোঁসাঞির নিকটে রহিলা॥
তাঁর স্থানে রূপ গোঁসাঞি শুনেন ভাগবত।
প্রভুর কৃপায় তিহোঁ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত॥
এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য ভক্তগণ।
দিঙ্‌মাত্র লিখি সম্যক্ না যায় কথন॥

একৈক শাখাতে লাগে কোটী কোটী ডাল।
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য—তাঁর উপডাল॥
সকল ভরিয়া আছে প্রেম-ফুল-ফলে।
ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণ-প্রেম-জলে॥
একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা।
সহস্র বদনে যার দিতে নারে সীমা॥
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ।
সমগ্র গণিতে নারে আপনে অনন্ত॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং মূলস্কন্ধ-শাখাবর্ণনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দপদাম্ভোজ-
ভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা
লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া ॥ ১

অন্বয়ঃ।—প্রেমমধূন্মদান্ (প্রেমমদে উন্মত্ত) অখিলান্ নিত্যানন্দপদাম্ভোজভৃঙ্গান্ নত্বা (নিত্যানন্দ-পাদপদ্মের মধুকর অখিল ভক্তবৃন্দকে নমস্কারপূর্ব্বক) তেষু মুখ্যাঃ কতিচিৎ ময়া লিখ্যন্তে (তাঁহাদের মধ্যে প্রধান কয়েক জনের নাম আমি লিখিতেছি)।

অনুবাদ। -নিত্যানন্দের পদকমলের মধুপ যাঁরা তাঁর পদমধু পান করে উন্মাদ হয়েছেন—তাঁদের নমস্কার করে মাত্র কয়েকজন প্রধানের উল্লেখ করছি ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ধন্য ॥

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
সৎ-প্রেমামর-শাখিনঃ।
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ
শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সৎ-প্রেমামর-শাখিনঃ (সেই চৈতন্যরূপ নিত্যপ্রেমকল্পবৃক্ষের) ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ (ঊর্দ্ধস্কন্ধরূপ অবধূতচন্দ্রের) শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ (শাখারূপ গণসমূহকে নমস্কার করিতেছি)।

অনুবাদ।—সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমের কল্পতরু। তাঁর প্রধান শাখা শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীনিত্যানন্দেরও শাখা-প্রশাখারূপ বহু শিষ্যাদি আছেন। তাঁদের নমস্কার করি ॥ ২ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর ॥
মালাকারের ইচ্ছা-জলে বাড়ে শাখাগণ।
প্রেম-ফুল-ফলে ভরি ছাইল ভুবন ॥
অসংখ্য অনন্তগণ—কে করু গণন।
আপনা শোধিতে লিখি মুখ্য মুখ্য জন ॥
শ্রীবীরভদ্র গোঁসাঞি স্কন্ধমহাশাখা (১)।
তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা ॥
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত।
বেদধর্ম্মাতীত হৈয়া বেদধর্ম্মে রত ॥
অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা বাহিরে নির্দম্ভ।
চৈতন্য-ভক্তিমণ্ডপে তেহোঁ মূল স্তম্ভ ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা মহিমা হইতে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥
সেই বীরভদ্র গোঁসাঞির লইনু শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ ॥
শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য-গোঁসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে ॥
অতএব দুইগণে দোঁহার গণন।
মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ ॥
রামদাস মুখ্য শাখা সখ্য প্রেমরাশি।
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যেই তুলি কৈল বাঁশী ॥
গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দান কেলি কৈল নিত্যানন্দ ॥
শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে ॥
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥
মুরারি চৈতন্য দাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র-গালে চড় মারে সর্প সনে খেলা ॥

(১) 'স্কন্ধমহাশাখা'—স্কন্ধরূপ শ্রীনিত্যানন্দের মহাশাখা।

নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজসখা।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ—শিরে শিখিপাখা॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি হয়॥
সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের সখা-ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম্ম॥
কমলাকর পিপ্পলাইর অলৌকিক রীত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত॥
সূর্য্যদাস সরখেল (১) তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস—প্রেমের নিবাস॥
গৌরীদাস পণ্ডিত যাঁর প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি॥
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি কুল পাঁতি।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করি প্রাণপতি॥
নিত্যানন্দ প্রিয় অতি পণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণব মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর (২)॥
পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈকশরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায়—তাঁরে যে করে স্মরণ॥
জগদীশ পণ্ডিত হয় জগত পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষা ঘন॥
নিত্যানন্দ প্রিয় ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত (৩) সদা কৃষ্ণপ্রেমময়॥
মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে—প্রেমে মাতোয়াল॥
নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোন্মাদ হয়॥
বলরাম দাস কৃষ্ণ-প্রেম-রসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী॥

(১) 'সরখেল'—গৌড়েশ্বর-দত্ত উপাধি।
(২) সমুদ্রমন্থনকালে ক্ষীরসমুদ্রে যেমন (যৈছন) মন্দর পর্ব্বত ঘুরিয়াছিল প্রেমসমুদ্রে সেইরূপ ঘুরে।
(৩) 'বিরক্ত'—বিষয়বাসনাশূন্য।

মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ॥
রাঢ়ে জন্ম যার কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিঁহো পরম কিঙ্কর॥
কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দ চন্দ্র বিনু নাহি জানে আন॥
শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ-সনে॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যাঁর দেহে বহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পূর॥
মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি অধিকারী।
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথ পুরী॥
শ্রীবিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিল নিত্যানন্দ গোঁসাঞি॥
নিত্যানন্দ-ভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়।
শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায়॥
পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি॥
নারায়ণ কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ—চারি ভাই নিতাই-কিঙ্কর॥
বিহারী (৪) কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ প্রভু-প্রাণ।
শ্রীনিত্যানন্দ-পদ বিনা নাহি জানে আন॥
নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর।
রামানন্দ বসু জগন্নাথ মহীধর॥
শ্রীমন্ত গোকুল দাস হরিহরানন্দ।
শিবাই নন্দাই অবধূত পরমানন্দ॥
বসন্ত নবনী হোড় গোপাল সনাতন।
বিষ্ণাই হাজরা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন॥

(৪) 'বিহারী'—বিহারদেশীয়।

শুনিঞা প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা স্তম্ভিত॥

কংসারি-সেন রামসেন রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ মুকুন্দ তিন কবিরাজ ॥
পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥
নর্ত্তক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস।
নৃসিংহ চৈতন্যদাস মীনকেতন রামদাস ॥
বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যিহোঁ করিলা রচন ॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস (১) ॥
সর্ব্বশাখা শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র গোঁসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত তার অন্ত নাঞি ॥

(১) শ্রীচৈতন্য-ভাগবতপ্রণেতা বলিয়া শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসদেব।

অনন্ত নিত্যানন্দগণ কে করু গণন।
আত্মপবিত্রতা হেতু লিখিল কথোজন ॥
এই সর্ব্বশাখা পূর্ণ পক্ক-প্রেমফলে।
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাইল সকলে ॥
অনর্গল প্রেম সভার—চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল ॥
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দগণ।
যাহার অবধি না পায় সহস্রবদন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং শ্রীনিত্যানন্দ-স্কন্ধ-বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতাঙ্‌ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্
সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাঽসারান্ সারভৃতো
নৌমি চৈতন্যজীবনান্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—সারাসারভৃতঃ অখিলান্ অদ্বৈতাঙ্‌ঘ্র্যব্জভৃঙ্গান্ (শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরণপদ্মের মধুকরগণের সার ও অসার সকলের মধ্যে) তান্ অসারান্ হিত্বা চৈতন্য-জীবনান্ সারভৃতঃ নৌমি (অসারগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহাদিগের জীবন সেই সারগ্রাহীদিগকে প্রণাম করিতেছি)।

অনুবাদ।—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরণকমলের ভৃঙ্গ (অর্থাৎ তাঁর ভক্ত বা শিষ্য) যাঁরা, তাঁদের কেহ নিয়েছিলেন সার অর্থাৎ ভক্তির পথ আর কেহ নিয়েছিলেন অসার অর্থাৎ জ্ঞানের পথ। তার মধ্যে অসারদের বাদ দিয়ে, শ্রীচৈতন্যদেব যাঁদের জীবনস্বরূপ সেই সার পথের পথিক অদ্বৈতভক্তদের নমস্কার করি ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয়াদ্বৈত ধন্য ॥

শ্রীচৈতন্যামরতরো-
র্দ্বিতীয়-স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য
শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—শ্রীচৈতন্যামরতরোঃ দ্বিতীয় স্কন্ধরূপিণঃ (শ্রীচৈতন্য কল্পবৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধরূপী) শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ (শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রের শাখারূপগণ-সমূহকে বন্দনা করিতেছি)।

অনুবাদ।—শ্রীচৈতন্যদেব হ'লেন কল্পতরু। তাঁর দ্বিতীয় স্কন্ধ বা প্রধান শাখা অদ্বৈতাচার্য্য। তাঁরও শাখা প্রশাখা স্বরূপ বহু শিষ্যাদি আছেন। তাঁদের নমস্কার ॥ ২ ॥

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার্য্য গোঁসাঞি।
তাঁর যত শাখা হৈল তার অন্ত নাই ॥
চৈতন্য-মালীর কৃপা জলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে ॥
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল।
সেই কৃষ্ণপ্রেম-ফলে জগত ভরিল ॥
সেই জল স্কন্ধে করে শাখায় সঞ্চার।
ফল ফুলে বাড়ে শাখা হইল বিস্তার ॥
প্রথমেতে একমত আচার্য্যের গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ (১) ॥
কেহো ত আচার্য্য আজ্ঞায় কেহো ত স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র ॥
আচার্য্যের মত যেই সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেই ত অসার ॥
অসারের নামে ইহাঁ (২) নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥
ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা (৩) সহিতে।
পাছে পাতনা উড়াইয়ে সংস্কার করিতে ॥
অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্য্য-নন্দন।
আজন্ম সেবিলা তেহোঁ চৈতন্যচরণ ॥

(১) শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু একবার জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া শিষ্যদিগকে কহিয়াছিলেন, তোমরা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বত্র প্রতিপাদন করিও এবং স্বয়ংও জানিও। তন্নিমিত্ত মহাপ্রভু তাঁহাকে দণ্ড করেন। তাহার পর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শিষ্যগণকে কহিয়াছিলেন, 'শিষ্যগণ! আমি মহাপ্রভুর দণ্ড পাইবার জন্য ভক্তি হইতে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলাম; এখন আমার দণ্ডলাভ হইয়াছে, তোমরা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা মানিও না।' তাহা শুনিয়াও শঙ্করদেব প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতাবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

(২) 'ইহাঁ'—এখানে।

(৩) 'পাতনা'—চিটাধান, যে ধানের ভিতরে চাউল নাই।

চৈতন্য-গোঁসাঞির গুরু কেশব-ভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি॥
জগদ্‌গুরুরে কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ॥
চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য গোঁসাঞি।
তাঁর গুরু অন্য—এই কোন শাস্ত্রে নাই॥
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইল আচার্য্য সন্তোষ অপার॥
কৃষ্ণমিশ্র নামে আর আচার্য্য তনয়।
চৈতন্য-গোঁসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয়॥
শ্রীগোপাল নামে আর আচার্য্যের সুত।
তাঁহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত॥
গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে।
কীর্ত্তনে নর্ত্তন করে বড় প্রেমসুখে॥
নানা ভাবোদ্গম দেহে অদ্ভুত নর্ত্তন।
দুই গোঁসাঞি(১)হরি বোলে আনন্দিত মন॥
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইয়া মূর্চ্ছিত।
ভূমিতে পড়িলা দেহে নাহিক সম্বিত (২)॥
দুঃখিত হইল আচার্য্য পুত্র কোলে লঞা।
রক্ষা করেন নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া॥
নানামন্ত্র পঢ়েন আচার্য্য না হয় চেতন।
আচার্য্য দুঃখী হইয়া করেন ক্রন্দন॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে হস্ত ধরি।
উঠহ গোপাল কৈল বোল "হরি হরি"॥
উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ-ধ্বনি শুনি।
আনন্দিত হৈয়া সভে করে হরিধ্বনি॥
আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম।
আর পুত্র স্বরূপ শাখা জগদীশ নাম॥
কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম আচার্য্য-কিঙ্কর।
আচার্য্যের ব্যবহার তাঁহার গোচর॥

নীলাচলে তেহোঁ এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপরুদ্রের পাশ দিলা পাঠাইয়া॥
সেইত পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে।
কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুস্থানে॥
সেই পত্রীতে লেখা আছে এইত লিখন।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করিয়াছে স্থাপন॥
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি তঙ্কা শত তিন॥
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হল দুখ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু কহে চন্দ্রমুখ (৩)॥
আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর (৪)॥
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল ঞিহা আজ হৈতে।
বাউলিয়া (৫) বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে॥
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হইল পরম দুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত॥
বিশ্বাসেরে কহে তুমি বড় ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অনুমান॥
মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ(৬)ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান॥
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ শ্রীমুকুন্দ॥
যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ড-প্রসাদ অন্য লোক পাবে কতি(৭)?

(১) 'দুই গোঁসাঞি'—অদ্বৈতপ্রভু ও মহাপ্রভু।
(২) 'সম্বিত'—জ্ঞান।
(৩) 'চন্দ্রমুখ'—শ্রীচৈতন্য।
(৪) 'দৈবত ঈশ্বর'—দেবতাদিগের ঈশ্বর, যথার্থত ঈশ্বর।
(৫) 'বাউলিয়া'—পাগ্‌লা, উন্মত্ত।
(৬) 'বাশিষ্ঠ'—যোগবাশিষ্ঠ।
(৭) মহাপ্রভুর প্রদত্ত শাস্তিই তাঁহার অনুগ্রহ। সেই অনুগ্রহ (দণ্ড প্রসাদ) লোক কোথায় পাইবে?

এত কহি আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হৈয়া আইলা মহাপ্রভুর পাশ॥
প্রভুকে কহেন তোমার না বুঝিয়ে লীলা।
আমা হৈতে প্রসাদপাত্র করিলা কমলা॥
আমারেহ কভু যেই না হয় প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ॥
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইলা কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা॥
আচার্য্য কহে—ইহাকে কেনে দিলে দরশন।
দুইপ্রকারেতে করে মোরে বিড়ম্বন॥
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দোঁহার অন্তর কথা দোঁহে সে বুঝিল॥
প্রভু কহে– বাউলিয়া ঐছে কাহে কর।
আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্মহানি সে আচর॥
প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন॥
লোকলজ্জা হয় ধর্ম্ম কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥
এই শিক্ষা সভাকারে সভে মনে কৈল।
আচার্য্য গোঁসাঞি মনে আনন্দ পাইল॥
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে।
প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য্য সমুঝে (১)॥
এইত প্রস্তাবে আছে বহুত বিচার।
গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে নারি লিখিবার॥
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তার শাখা উপশাখা নাহি হয় লেখা॥
বাসুদেব দত্তের তেহোঁ কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ॥
ভাগবতাচার্য্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য্য।
চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত-আচার্য্য॥

(১) 'সমুঝে'—বুঝে।

নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্যদাস।
দুর্ল্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস॥
জগন্নাথ কর, আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ সেন আর দাস ভোলানাথ॥
যাদব দাস বিজয় দাস দাস জনার্দ্দন।
অনন্ত দাস কানু পণ্ডিত দাস নারায়ণ॥
শ্রীবৎস পণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণ দাস॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ॥
লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত॥
বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈত-শাখা কত লৈব নাম॥
মালি-দত্ত (২) জল অদ্বৈত স্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা ফুল ফল পায়॥
ইহার মধ্যে মানি পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দ্দৈব কারণ॥
যে জন্মাইল জিয়াইল—তারে না মানিল।
কৃতঘ্ন হইল তারে স্কন্ধ (৩) ক্রুদ্ধ হৈল॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে॥
চৈতন্য-রহিত দেহ শুষ্ক কাষ্ঠসম।
জীবিতেই মৃত সেই দণ্ডে তার যম॥
কেবল এ-গণ প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য-বিমুখ যেই—সেই ত পাষণ্ড॥
কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতি।
চৈতন্য-বিমুখ যেই তার এই গতি॥
যেই যেই লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত॥

(২) 'মালী'—মহাপ্রভু।
(৩) 'স্কন্ধ'—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু।

অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার।
আর যত মত—সব হৈল ছারখার॥
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ॥
সেই আচার্য্যের গণে মোর কোটি নমস্কার।
অচ্যুতানন্দপ্রায় চৈতন্য জীবন যাহার॥
এইত কহিল আচার্য্য-গোঁসাঞির গণ।
তিন স্কন্ধ শাখার কৈল সংক্ষেপ কথন॥
শাখা উপশাখা তার নাহিক গণন।
কিছুমাত্র কহি করি দিগ্‌দরশন॥
শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম (১)।
তাঁর উপশাখা কিছু করিয়ে গণন॥
শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী॥
অনন্ত আচার্য্য কবিদত্ত মিশ্রনয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী মামুঠাকুর (২) কণ্ঠাভরণ॥
ভূগর্ভ গোঁসাঞি আর ভাগবত দাস।
এই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস॥
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয় (৩)।
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময়॥
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধব দাস।
জিতামিত্র কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস॥

শ্রীহরি-আচার্য্য সাদিপুরিয়া গোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল॥
শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
রঙ্গবাটী চৈতন্যদাস (৪) শ্রীরঘুনাথ॥
চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম।
মদনগোপাল পায়ে যাঁহার বিশ্রাম॥
অমোঘ পণ্ডিত হস্তিগোপাল চৈতন্যবল্লভ।
শ্রীযদু গাঙ্গুলি আর মঙ্গল বৈষ্ণব॥
এইত কহিল পণ্ডিত গোঁসাঞির গণ।
তৈছে আর শাখা উপশাখার গণন॥
পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ সভার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
এই তিন স্কন্ধের শাখা সংক্ষেপ গণন।
যাঁ সভা স্মরণে ভববন্ধ বিমোচন॥
যাঁ সভার স্মরণে পাই চৈতন্যচরণ।
যাঁ সভার স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
অতএব তাঁ সভার বন্দিয়ে চরণ।
চৈতন্যমালীর কহি লীলা অনুক্রম॥
গৌরলীলামৃত সিন্ধু অপার অগাধ।
কে করিতে পারে তাহে অবগাহ সাধ (৫)॥
তাহার মাধুর্য্য গন্ধে লুব্ধ হয় মন।
অতএব তটে রহি চাখি এক কণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াম্ অদ্বৈতস্কন্ধ-শাখা-বর্ণনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) শ্রীচৈতন্যরূপ মূলস্কন্ধ ও নিত্যানন্দ অদ্বৈত দুই উর্দ্ধস্কন্ধের বর্ণনা করিয়া শ্রীচৈতন্যশাখার প্রধান উপশাখা গদাধর পণ্ডিতের শাখা বর্ণন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য শাখা বর্ণন প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে "বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি"। গদাধর পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্য। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

(২) 'গঙ্গামন্ত্রী' ও 'মামুঠাকুর'—ইহারা উৎকল-দেশীয় ব্রাহ্মণ।

(৩) 'বড় মহাশয়'—অত্যন্ত মহান্।

(৪) 'রঙ্গবাটী চৈতন্যদাস'—রঙ্গবাটী গ্রামের চৈতন্যদাস।

(৫) তাহাতে স্নান করিবার বা ডুব দিবার আকাঙ্ক্ষা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স প্রসীদতু চৈতন্য-
দেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ
সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—সঃ চৈতন্যদেবঃ প্রসীদতু (সেই শ্রীচৈতন্যদেব প্রসন্ন হউন) যস্য প্রসাদতঃ অধমোঽপি অয়ং (যাঁহার প্রসাদে অধম এই ব্যক্তিও) তল্লীলাবর্ণনে সদ্যঃ যোগ্যঃ স্যাৎ (তৎক্ষণাৎ তাঁর লীলাবর্ণনে যোগ্যতা লাভ করিতে পারে)।

অনুবাদ।—ভগবান্ শ্রীচৈতন্য আমাকে কৃপা করুন। তাঁর করুণায় আমার মত অধমেও তাঁর লীলা বর্ণনার যোগ্যতা লাভ করতে পারে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।
জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস ॥
জয় স্বরূপ দামোদর জয় মুরারি গুপ্ত।
এই সব চন্দ্রোদয়ে তম কৈল লুপ্ত ॥
জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত চন্দ্রগণ।
সভার প্রেমজ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল কৈল ত্রিভুবন ॥
এইত কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ।
এবে কহি চৈতন্যলীলার ক্রম-অনুবন্ধ ॥
প্রথমে ত সূত্ররূপে করিয়ে গণন।
পাছে তাহা বিস্তারি করিব বিবরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান (১) ॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল কৃষ্ণ কীর্ত্তন-বিলাস ॥

(১) ১৪০৭-১৪৫৫ শকাব্দ=১৪৮৬-১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ।

চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন ॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম-নামামৃতে ভাসাইল সকলে ॥
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা—আদিলীলাখ্যান।
মধ্য-অন্ত্যলীলা—শেষ লীলার দুই নাম ॥
আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥
প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ-দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥
এই-দুই জনের সূত্র দেখিয়া-শুনিঞা।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিঞা ॥
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন—চারিভেদ।
অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ ॥

সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং
বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽ-
বতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥ ২*

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং ফাল্গুনপূর্ণিমাং বন্দে (সর্ব্বসদ্‌গুণে পরিপূর্ণ,—সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে বন্দনা করি) যস্যাং কৃষ্ণনামভিঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ অবতীর্ণঃ (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণনামাবলীর সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন)।

* কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকের পর আরও দুইটি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

যথা—

বৈবস্বতমনোরষ্টাবিংশকে যুগসম্ভবে।
চতুর্দ্দশশতাব্দে বৈ সপ্তবর্ষ সমন্বিতে ॥
ভাগীরথীতটে রম্যে শচী গর্ভমহার্ণবে।
রাহুগ্রস্তে পূর্ণিমায়াং গৌরাঙ্গঃ প্রকটো ভবেৎ ॥

অনুবাদ।—সমস্ত সদ্গুণে পূর্ণ যে ফাল্গুনপূর্ণিমা—যে পূর্ণিমায় কৃষ্ণনাম নিয়ে (অর্থাৎ কৃষ্ণনাম গান ও হরিধ্বনির সঙ্গে) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জন্মলাভ করেছেন—তাঁকে বর্ণনা করি॥ ২॥

ফাল্গুন-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেই-কালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়॥
হরি হরি বোলে লোক হরষিত হৈয়া।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইয়া॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে॥
বাল্যভাব-ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
'কৃষ্ণ' 'হরিনাম' শুনি রহয়ে রোদন (১)॥
অতএব হরি হরি বোলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ব বন্ধুজন॥
গৌরহরি বলি তাঁরে হাসে সর্ব্বনারী।
অতএব হৈল তাঁর নাম গৌরহরি॥
বাল্য-বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল।
পৌগণ্ড-বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল॥
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন।
সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম সংকীর্ত্তন॥
পৌগণ্ড (২) বয়সে পঢ়েন পঢ়ান শিষ্যগণে।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে॥
সূত্র বৃত্তি পাঁজি টীকা—কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্য।
শিষ্যের প্রতীত হয় প্রভাব আশ্চর্য্য (৩)॥
যারে দেখে তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম ভাসাইল নবদ্বীপ-গ্রাম॥
কিশোর বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন।
রাত্রি-দিনে প্রেমে নৃত্য—সঙ্গে ভক্তগণ॥
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া॥
চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ-গ্রামে।
লওয়াইল সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম-নামে॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লঞা কৈলা নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্যগীত-প্রেমভক্তি-দান নিরন্তর॥
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন।
প্রেম নাম প্রচারিলা করিলা ভ্রমণ॥
এই মধ্যলীলা নাম—লীলামুখ্যধাম।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ অন্ত্যলীলা নাম॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইলা নৃত্যগীত-রঙ্গে॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদনচ্ছলে॥
রাত্রিদিবসে কৃষ্ণ বিরহ-স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ বচন॥
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেইমত উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে॥
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ-সহিত॥
কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেমচেষ্টিত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া॥
সূত্র করি গণে যদি আপনে অনন্ত।
সহস্র-বদনে তেহোঁ নাহি পায় অন্ত॥
দামোদর-স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি॥
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ॥

(১) 'রহয়ে রোদন'—রোদন বন্ধ হয়।
(২) 'পৌগণ্ড'—৫ হইতে ১০ পর্য্যন্ত বয়ঃক্রম।
(৩) ছাত্রগণকে পড়াইতে গিয়া সব সূত্র হইতেই শ্রীকৃষ্ণরূপ তাৎপর্য্য বাহির করেন এবং তাঁহার আশ্চর্য্য প্রভাবে শিষ্যগণের তাহাতে বিশ্বাস হয়।

গ্রন্থ-বিস্তার ভয়ে তেঁহো ছাড়িল যে-যে-স্থান।
সেই সেই স্থান কিছু করিব ব্যাখ্যান॥
প্রভুর লীলামৃত তেহোঁ কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ॥
আদিলীলাসূত্র লিখি শুন ভক্তগণ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক্ না যায় লিখন॥
কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার॥
আগে অবতারিলা যে-যে গুরু পরিবার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার॥
শ্রীশচী-জগন্নাথ শ্রীমাধবপুরী।
কেশব ভারতী আর শ্রীঈশ্বর-পুরী॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্যনিধি বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস॥
শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্‌গুণপ্রধান॥
সপ্তমিশ্র তাঁর পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর (১)।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ॥
জগন্নাথ মিশ্রবর—পদবী পুরন্দর।
নন্দ-বসুদেব-রূপ সদ্‌গুণ-সাগর॥
তাঁর পত্নী শচীনাম পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী॥
রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত গুপ্ত মুরারি মুকুন্দ॥
অসংখ্য নিজভক্তের করাঞা অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার॥
প্রভুর আবির্ভাব-পূর্ব্বে সর্ব্ববৈষ্ণবগণ।
অদ্বৈত আচার্য্যস্থানে করেন গমন॥

(১) 'সপ্ত ঋষি'—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ।

গীতা-ভাগবত কহে আচার্য্য-গোঁসাঞি।
জ্ঞানকর্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি॥
সর্ব্বশাস্ত্রে করে কৃষ্ণ-ভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ নাহি মানে আন॥
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণ-পূজা কৃষ্ণ-কথা নাম-সংকীর্ত্তন॥
কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ।
বিষয়নিমগ্ন লোক দেখি পায় দুঃখ॥
লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন।
কেমতে এ সব লোকের হইবে তারণ॥
কৃষ্ণ অবতরি করে ভক্তির বিস্তার।
তবে ত সকল লোকের হইবে নিস্তার॥
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী গঙ্গাজল দিয়া॥
কৃষ্ণের আহ্বানে করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার॥
জগন্নাথ-মিশ্র-পত্নী-শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল—জন্মি জন্মি মরে॥
অপত্য বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ॥
তবে পুত্র উপজিল বিশ্বরূপ-নাম।
মহাগুণবান্ তেঁহো বলদেবধাম (২)॥
বলদেব প্রকাশ—পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ।
তেঁহো বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত-কারণ॥
তাঁহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নহে আর।
অতএব বিশ্বরূপ নাম যে তাঁহার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।৫)

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং বিশ্বং তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—জগদীশ্বরে ভগবতি অনন্তে হি এতৎ চিত্রম্ ন (জগদীশ্বর ভগবান্ অনন্তে ইহা আশ্চর্য্য

(২) 'বলদেবধাম'—বলদেবের প্রকাশ।

নহে)। অঙ্গ তন্তুষু পটঃ যথা! (হে প্রিয় তন্তুসমূহে বস্ত্রের ন্যায়) ইদং বিশ্বং ওতং প্রোতং (যাহাতে এই বিশ্ব ওত প্রোত রহিয়াছে)।

অনুবাদ।—কাপড় যেমন দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুই দিকের সূতায় গাঁথা, তেমনি এই সারা বিশ্ব গাঁথা অর্থাৎ অনুস্যূত রয়েছে শ্রীবলরামে। তিনিই জগদীশ্বর, তিনিই অনন্ত, তিনিই অচিন্ত্য শক্তি-সম্পন্ন ভগবান্। কাজেই তাঁর পক্ষে এ কাজ (অর্থাৎ ধেনুকাসুরকে নিক্ষেপ করে সমস্ত তালবন কাঁপিয়ে তোলা) মোটেই আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়?॥ ৩॥

অতএব প্রভুর তেঁহো হৈলা বড় ভাই।
কৃষ্ণ বলরাম দুই—চৈতন্য নিতাই॥
পুত্র পাইয়া দম্পতি হৈল আনন্দিত মন।
বিশেষে সেবন করেন গোবিন্দ চরণ॥
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘমাসে।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে॥
মিশ্র কহে শচীস্থানে দেখি আন রীত।
জ্যোতির্ম্ময় দেহ, গেহে লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত॥
যাঁহা তাঁহা সর্ব্বলোক করয়ে সম্মান
ঘরেতে পাঠাইয়া দেন বস্ত্র ধন ধান॥
শচী কহে—মুঞি দেখো আকাশ উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক সব যেন স্তুতি করে॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে যে স্বপ্ন দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥
আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি—জন্মিবেন কোন মহাশয়ে॥
এত বলি দোঁহে রহে হরষিত হৈঞা।
শালগ্রাম-সেবা করেন বিশেষ করিয়া॥
হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ-মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিলা গণিয়া—।
এই মাসে পুত্র হৈবে শুভক্ষণ পাঞা॥
চৌদ্দশত সাত-শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥

সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ (১) সর্ব্বসুলক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন?
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
"কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-হরিনামে" ভাসে ত্রিভুবন॥
জগত ভরিয়া লোক বোলে "হরি হরি"।
সেইক্ষণে "গৌরকৃষ্ণ" ভূমি অবতরি॥
প্রসন্ন হইল সর্ব্ব জগতের মন।
হরি বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন॥
হরি বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে নৃত্য-বাদ্য করে দেব কুতূহলী॥
প্রসন্ন হইল দশদিগ্ প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥

যথা রাগ ঃ

নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয়॥
সেই কালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লয়ে সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহো নাহি জানে॥
দেখি উপরাগ(২) হাসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি
আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিলা নানা দান॥

(১) ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ ইহাদিগকে ষড়্‌বর্গ বলে। শুভাশুভ ফলসূচক জন্মকালীন রাহু ভিন্ন অষ্টগ্রহ সমুদয়ের যে চক্র, তাহার নাম অষ্টবর্গ।

(২) 'উপরাগ'—গ্রহণ।

জগৎ আনন্দময়, দেখি মন সবিস্ময়,
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস —।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস (১) ॥
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি-সংকীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে ॥
এই মত ভক্ত ততি, যার যেই দেশে স্থিতি,
তাঁহা তাঁহা পাঞা মনোবলে।
নাচে করে সংকীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে ॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী নানা দ্রব্যে থালি ভরি,
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা সোণা দ্যুতি, দেখিয়া বালক-মূর্ত্তি
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা ॥
সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী
আর যত দেব-নারীগণ।
নানা দ্রব্য পাত্র-ভরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সভে করেন দর্শন ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ,
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত।
নর্ত্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সভে আসি নাচে পাঞা প্রীত ॥
কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সাম্ভালিতে (২) নারে কারো বল।
খণ্ডিলেক দুঃখ শোক, প্রমোদে পূর্ণিত লোক
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥
আচার্য্য-রত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথ মিশ্র পাশ,
আসি তাঁরে করি সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধিধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান ॥

(১) 'ভাস'—গূঢ়তত্ত্ব ; আভাস, অভিপ্রায়।
(২) 'সাম্ভালিতে'—সামলাইতে।

যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সভায় মান ॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর মালিনী,
আচার্য্য-রত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দূর হরিদ্রা তৈল, খই কলা নারিকেল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥
অদ্বৈত আচার্য্যভার্য্যা, জগতপূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা
দেখিতে বালক শিরোমণি ॥
সুবর্ণের কড়িবৌলি, রজতমুদ্রা পাশুলি (৩),
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দুবাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক,
স্বর্ণ মুদ্রা নানা হারগণ ॥
ব্যাঘ্রনখ হেম জড়ি, কটিপট্ট সূত্র ডোরী,
হস্ত পদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী, ভুনীফোতা(৪) পট্টপাড়ী (৫)
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন ॥
দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গল দ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়া।
বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লৈল বহুভার,
শচী গৃহে হৈলা উপনীত।
দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥
সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ প্রতিমা ভাণ,
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণ-ময়।

(৩) 'পাশুলি'—পাদাভরণবিশেষ, পাইজোড়।
(৪) 'ভুনীফোতা'—একপ্রকার চাদর।
(৫) 'পট্টপাড়ী'—পাটের পাড়যুক্তা।

বালকের দিব্যদ্যুতি, দেখি পাইল বহুপ্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥
দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
'চিরজীবী হও তুই ভাই'।
ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল "নিমাই" ॥
পুত্র-মাতা-স্নান দিনে, দিল-বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি।
শচী মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতা ঠাকুরাণী ॥
ঐছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হৈল সকল বাঞ্ছিত।
ধন ধানে ভরে ঘর, লোক মান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥
মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত, অলম্পট শুদ্ধ দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥
লগ্ন গণি হর্ষ মতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি এই তারিবে সংসারে ॥
ঐছে প্রভু শচীঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌর প্রভু দয়াময়, তারে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥
পাইয়া মানুষ-জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃত ধুনী (১), পিয়ে বিষগর্ত্ত পানি,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ?
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস।
ইহা সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং জন্মলীলা-সূত্রবর্ণনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) 'ধুনী'—নদী। কোথাও 'খনি' এই পাঠ আছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (২০১)

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্
দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ
শ্রীচৈতন্যং নমামি তম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যস্মিন্ (যিনি) কথঞ্চন স্মৃতে (যে কোন প্রকারে স্মৃত হইলে) দুষ্করং সুকরং ভবেৎ (দুষ্কর কার্য্যও সুখসাধ্য হয়) বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ (যাঁহাকে বিস্মৃত হইলে বিপরীত ফল হয়) তং শ্রীচৈতন্যং নমামি (সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম করি)।

অনুবাদ।—শ্রীচৈতন্যকে ভজনা করি। কোন-ক্রমে তাঁকে মনে করলে কঠিন কাজও সহজ হয়—আবার তাঁকে ভুলে গেলে সহজ কাজও কঠিন হয়ে যায় ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা সূত্র।
যশোদা নন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র ॥
সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা অনুক্রম।
এবে কহি বাল্যলীলাসূত্রের গণন ॥

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য
বাল্যলীলাং মনোহরাম্।
লৌকিকীমপি তামীশ-
চেষ্টয়া বলিতান্তরাম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণস্য মনোহরাং বাল্যলীলাং বন্দে (শ্রীচৈতন্যরূপী কৃষ্ণের মনোমুগ্ধকরী বাল্য-লীলাকে বন্দনা করি) লৌকিকীম্ অপি ঈশচেষ্টয়া বলিতান্তরাং (যেহেতু উহা অর্থাৎ ঐ লীলা লৌকিক হইলেও ঈশ্বরের চেষ্টা দ্বারা মধ্যে মধ্যে যুক্তা)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মনোহর বাল্যলীলাকে বন্দনা করি। তাঁর সেই সকল লীলাখেলা মানুষের মত হ'লেও, তারই ভিতর মাঝে মাঝে তাঁর ঐশ্বরিক কার্য্যকলাপ সকল প্রকাশ পেয়েছে ॥ ২ ॥

বাল্যলীলা আগে প্রভুর উত্তানশয়ন (১)।
পিতা মাতায় দেখাইল চিহ্ন-চরণ ॥
গৃহে দুই জন দেখে লঘুপদ চিহ্ন।
তাহে শোভে ধ্বজ-বজ্র-শঙ্খ-চক্র-মীন (২) ॥
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়।
কার পদ-চিহ্ন ঘরে না পায় নিশ্চয় ॥
মিশ্র কহে বালগোপাল আছে শিলা সঙ্গে।
তেঁহো মূর্ত্তি হঞা ঘরে খেলে জানি রঙ্গে ॥
সেইক্ষণে জাগি নিমাই করয়ে ক্রন্দন।
অঙ্কে লঞা শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন ॥
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল ॥
দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিত মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥
চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বলেন হাসিয়া।
লগ্ন গণি পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া ॥
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ।
এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥

তথাহি—সামুদ্রকে তৃতীয়ঃ শ্লোকঃ

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ
সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরো
দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥ ৩

---

(১) 'উত্তানশয়ন'—চিৎ হইয়া শয়ন।

(২) ধ্বজাদি উনবিংশ চিহ্ন; যথা,—ধ্বজা, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, উর্দ্ধরেখা, অষ্টকোণ, ইন্দ্রচাপ, ত্রিকোণ, কলস, অর্দ্ধচন্দ্র, অম্বর, মৎস্য, গোষ্পদ, জম্বুফল, চক্র, শঙ্খ, আতপত্র (ছত্র)।

অন্বয়ঃ—পঞ্চদীর্ঘঃ (পঞ্চ অর্থাৎ নাসিকা, হস্ত, হনু, নেত্র ও জানু এই পাঁচ অঙ্গ দীর্ঘ) পঞ্চসূক্ষ্মঃ (ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব্ব, দন্ত ও রোমাবলী এই পাঁচটি সূক্ষ্ম) সপ্তরক্তঃ (নেত্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা ও নখ এই সাতটি স্থল রক্তবর্ণ) ষডুন্নতঃ (বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ এই ছয়টি উন্নত) ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরঃ (গ্রীবা, জঙ্ঘা, মেহন এই তিনটি হ্রস্ব; কটি, ললাট, বক্ষ এই তিনটি পৃথু বা বিশাল এবং নাভি, স্বর ও বুদ্ধি এই তিনটি গভীর) দ্বাত্রিংশল্লক্ষণঃ মহান্ (মহাপুরুষের এই বত্রিশটি লক্ষণ থাকে)।

অনুবাদ।—তাঁর বত্রিশটি মহাপুরুষলক্ষণ ছিল—পাঁচটি সূক্ষ্ম, পাঁচটি দীর্ঘ, সাতটি আরক্ত, ছ'টি উন্নত, তিনটি হ্রস্ব, তিনটি স্থূল ও তিনটি গম্ভীর ॥ ৪ ॥*

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত চরণ।
এই শিশু সব লোকের করিবে তারণ ॥
এইত করিবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার।
ইঁহা হৈতে হবে দুই কুলের উদ্ধার ॥
মহোৎসব কর সব বোলাহ ব্রাহ্মণ।
আজি দিন ভাল করিব নামকরণ ॥
সর্ব্বলোকের করিব ইহোঁ ধারণ পোষণ।
"বিশ্বম্ভর" নাম ইঁহার এইত কারণ ॥
শুনি শচী মিশ্রের মনে আনন্দ বাঢ়িল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল ॥

* নাসা, ভুজ, হনু অর্থাৎ কপোলের উদ্ধভাগ, নেত্র এবং জানু এই পাঁচটি অঙ্গ দীর্ঘ; ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব্ব, দন্ত রোম এই পঞ্চ স্থান সূক্ষ্ম; নেত্রপ্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা এবং নখ এই সপ্ত স্থানে রক্তিমা; বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটিদেশ এবং মুখ এই ছয়টি অঙ্গ উন্নত; গ্রীবা, জঙ্ঘা এবং মেহন এই তিনটি হ্রস্ব; কটিদেশ, ললাট এবং বক্ষঃস্থল এই তিন স্থান বিস্তীর্ণ এবং নাভি, স্বর ও বুদ্ধি এই তিন গম্ভীর—যিনি অসাধারণ এই বত্রিশটি লক্ষণবিশিষ্ট তিনিই মহাপুরুষ।

তবে কথো দিনে প্রভুর জানু-চঙ্ক্রমণ (১)।
তথা নানা চমৎকার করাইল দর্শন ॥
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম।
নারী সব "হরিবোলে" হাসে গৌরধাম ॥
তবে কথো দিনে কৈল পদ-চঙ্ক্রমণ (২)।
শিশুগণে মিলি করে বিবিধ খেলন ॥
একদিন শচী খৈ সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি দিয়া বৈল—খাওত বসিয়া ॥
এত বলি গেলা—গৃহকর্ম্মাদি করিতে।
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥
দেখে শচী ধাঞা আইলা করি হায় হায়।
মাটি কাঢ়ি লৈয়া কহে মাটি কেনে খায় ॥
কান্দিয়া বোলেন শিশু কেন কর রোষ।
তুমি মাটি খাইতে দিলে মোর কিবা দোষ ॥
খৈ সন্দেশ অন্ন যত—মাটির বিকার।
এহো মাটি সেহো মাটি কি ভেদ বিচার ॥
মাটি দেহ মাটি ভক্ষ্য দেখহ বিচারি।
অবিচারে দেহ দোষ কি বলিতে পারি ॥
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে।
মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল তোরে ॥
মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহপুষ্টি হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয় ॥
মাটির বিকার ঘটে পানী ভরি আনি।
মাটি পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানী ॥
আত্ম লুকাইতে প্রভু বলিলা তাঁহারে।
আগে কেনে ইহা মাতা না শিখাইলে মোরে ॥
এবেত জানিনু আর মাটি না খাইব।
ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তন্যদুগ্ধ পিব ॥

(১) 'জানু-চঙ্ক্রমণ'—হাঁটু দ্বারা ভ্রমণ অর্থাৎ হামাগুড়ি।
(২) 'পদ-চঙ্ক্রমণ'-পদ দ্বারা ভ্রমণ অর্থাৎ হাঁটিয়া বেড়ান।

এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তন্য পান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥
এই মত নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায়॥
অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার॥
চোরে লঞা গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চড়ি আইলা তারে ভুলাইয়া॥
ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ-হিরণ্য-বদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইল একাদশীদিনে॥
শিশু সব লয়ে পাড়াপড়সির ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে॥
শিশু সব শচী স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিলা ওলাহন (১)॥
কেনে চুরি কর কেনে মারহ শিশুরে।
কেনে পর ঘরে যাহ কিবা নাহি ঘরে॥
শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হঞা ঘর ভিতর যাঞা।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ।
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি নিজদোষ॥
কভু মৃদু হস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি করয়ে ক্রন্দন॥
নারীগণ কহে—নারিকেল দেহ আনি।
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী॥
বাহির হইয়া আনিল দুই নারিকেল ফল।
দেখিয়া অপূর্ব্ব হৈল বিস্মিত সকল॥
কভু শিশু সঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাহা দেবতা পূজিতে॥
গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা॥
কন্যাগণে কহে আমা পূজ আমি দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর॥

(১) 'ওলাহন'—তিরস্কার।

আপনি চন্দন পরি—পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চালু কলা॥
ক্রোধে কন্যাগণ বোলে শুনহে নিমাঞি
গ্রাম সম্বন্ধে তুমি আমাসভাকার ভাই॥
আমাসভার পক্ষে ইহা করিতে না যুয়ায়।
না লহ দেবতাসজ্জ, না কর অন্যায়॥
প্রভু কহে তোমা সভাকে দিল এই বর।
তোমা সভার ভর্ত্তা হবে পরম সুন্দর॥
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধন-ধান্যবান্।
সাত সাত পুত্র হবে চিরায়ু মতিমান্॥
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভর্ৎসনা করে করি মিথ্যা রোষ॥
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি প্রভু কহে সক্রোধ হইয়া॥
যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি-চারি সতিনী॥
ইহা শুনি তা সভার মনে হৈল ভয়।
জানি কোন দেবাবিষ্ট ইহাতে বা হয়॥
আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল॥
এই মত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কারো মনে নহে সবে সুখ পায়॥
একদিন বল্লভ চার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী নাম।
দেবতা পূজিতে আইলা করি গঙ্গাস্নান॥
তারে দেখি প্রভুর হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে প্রীত পাইল প্রভু-দরশন॥
সাহজিক প্রীতি (২) দোঁহার করিল উদয়।
বাল্যভাবাচ্ছন্ন তভু হইল নিশ্চয়॥
দোঁহা দেখি দোঁহার চিত্তে হইল উল্লাস।
দেবপূজা-ছলে দোঁহার হইল প্রকাশ॥

(২) 'সাহজিক প্রীতি'—স্বাভাবিক প্রেম। শ্রীলক্ষ্মীদেবী ভগবানের নিত্যপ্রেয়সী, এ কারণ উভয়ের স্বাভাবিক প্রেম।

প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর॥
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল পুষ্প-চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥
প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিলা।
শ্লোক পড়ি তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈলা॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২১।২৫

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো
ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ
সত্যো ভবিতুমর্হতি॥ ৪

অন্বয়ঃ।—ভোঃ সাধ্ব্যঃ! ভবতীনাং মদর্চ্চনং সঙ্কল্পঃ (হে সাধ্বীগণ! তোমাদিগের আমাকে পূজা করিবার সঙ্কল্প) বিদিতঃ (আমি অবগত আছি) সঃ অসৌ ময়া অনুমোদিতঃ অত সত্যো ভবিতুমর্হতি (তাহা আমার অনুমোদিত, অতএব তাহা সত্যে পরিণত হইবার যোগ্য)।

অনুবাদ।—সাধ্বীগণ! তোমাদের সঙ্কল্প আমার অর্চ্চনা করা। তা আমি জেনেছি ও অনুমোদনও করেছি। তোমাদের সেই সঙ্কল্প সার্থক হোক॥ ৪॥

এই মত লীলা করি দোঁহে গেলা ঘর।
গম্ভীর চৈতন্যলীলা কে বুঝিবে পর॥
চৈতন্য চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ব্বজন।
শচী জগন্নাথে দেখি দেন ওলাহন॥
একদিন শচীদেবী পুত্রেরে ভর্ৎসিয়া।
ধরিবারে গেলা, পুত্র গেলা পলাইয়া॥
উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর।
বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর॥
শচী আসি কহে কেনে অশুচি ছুঁইলা।
গঙ্গাস্নান কর যাই—অপবিত্র হইলা॥
ইহা শুনি মাতারে কহিলা ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইল গঙ্গা-স্নান॥
কভু পুত্র সঙ্গে শচী করিলা শয়ন।
দেখে—দিব্যলোক আসি ভরিল ভবন॥
শচী বোলে—যাহ পুত্র বোলাহ বাপেরে।
মাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া প্রভু চলিলা বাহিরে॥
চলিতে নূপুর ধ্বনি বাজে ঝন ঝন।
শুনি চমকিত হৈল পিতা মাতার মন॥
মিশ্র কহে—এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি॥
শচী কহে আর এক অদ্ভুত দেখিল।
দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল॥
কিবা কোলাহল করে, বুঝিতে না পারি।
কাহাকে বা স্তুতি করে অনুমান করি॥
মিশ্র বলে—কিছু হউক চিন্তা কিছু নাঞি।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক—এই মাত্র চাই॥
একদিন মিশ্র পুত্রের চাঞ্চল্য দেখিয়া।
ধর্ম্মশিক্ষা দিল বহু ভর্ৎসন করিয়া॥
রাত্রে স্বপ্ন দেখে—এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন॥
মিশ্র তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান।
ভর্ৎসনা তাড়ন কর 'পুত্র' করি মান॥
মিশ্র কহে দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয়।
যে সে বড় হউক—মাত্র আমার তনয়॥
পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখালে কৈছে জানিবে ধর্ম্মাধর্ম্ম॥
বিপ্র কহে—পুত্র যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়।
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয়॥
মিশ্র বোলে—পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম পুত্রের শিক্ষণ॥
এই মতে দোঁহে করে ধর্ম্মের বিচার।
বিশুদ্ধবাৎসল্য মিশ্র—নাহি জানে আর॥
এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হৈলা পরম বিস্মিত॥
বন্ধুবান্ধব স্থানে স্বপন কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল॥
এই মত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতা মাতার বাঢ়য়ে আনন্দ॥

কতদিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্প দিনে দ্বাদশ ফলা (১) অক্ষর শিখিল ॥
বাল্যলীলা সূত্রে এই কৈল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি হয়—বিস্তারিয়া না কহিল ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং বাল্যলীলা সূত্রবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) দ্বাদশ ফলা—ক্য, ক্র, ক্ল, ক্ব, ক্ল, ক্ম, র্ক, ক্ন, ক্ক, ক্ষ, কৃ, কৢ, এই দ্বাদশ প্রকার।

প্রথমে ষড়্‌ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণুধর॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৭।১

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি
যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ
তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে॥ ১

অন্বয়ঃ।—কুমনাঃ যস্য পদাব্জয়োঃ সুমনোঽর্পণমাত্রেণ (কুবুদ্ধিযুক্ত জন যাঁহার চরণকমলযুগলে পুষ্প প্রদান করিবামাত্রই) সুমনস্ত্বং হি যাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে (নিশ্চয় সুমনস্ত্ব অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ততা প্রাপ্ত হয় সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি)।

অনুবাদ।—প্রভু চৈতন্যকে ভজনা করি। তাঁর চরণপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ামাত্রই কুমনা জন সুমনা হয়॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥
পৌগণ্ড-লীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ড বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন॥

পৌগণ্ডলীলা চৈতন্য-
কৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণি-
গ্রহণান্তা মনোহরা॥ ২

অন্বয়ঃ।—বিদ্যারম্ভ-মুখা পাণিগ্রহণান্তা (বিদ্যারম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত) মনোহরা চৈতন্যকৃষ্ণস্য পৌগণ্ডলীলা অতি-সুবিস্তৃতা (শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের মনোহর পৌগণ্ডলীলা অতিশয় সুবিস্তৃত)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাঁচ থেকে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে লীলা—বিদ্যারম্ভ থেকে সুরু করে বিবাহ পর্য্যন্ত* —তা অতি মনোহর ও সুবিস্তৃত॥ ২॥

গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ॥
অল্পকালে হৈলা পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পঢ়ুয়া জিনে হইয়া নবীন॥
অধ্যয়ন-লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন॥
একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম।
প্রভু কহে—মাতা মোরে দেহ এক দান॥
মাতা কহে তাহি দিব যে তুমি মাগিবা।
প্রভু কহে—একাদশীতে অন্ন না খাইবা॥
শচী কহে—না খাইব ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা॥
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা চাহি বিবাহ দিতে করিলেন মন॥
বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা॥
শুনি মিশ্র পুরন্দর দুঃখী হইল মন।
তবে প্রভু মাতাপিতার কৈল আশ্বাসন—॥
ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল॥
আমি ত করিব তোমা দোঁহার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল পিতামাতার মন॥
একদিন নৈবেদ্য-তাম্বুল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হঞা॥
আস্তে আস্তে পিতামাতা মুখে দিল পানি।
সুস্থ হৈয়া কহে প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী॥

* ইহাতে বুঝা যায় দশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিবাহ হয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতের মতে (আদি খণ্ড ৭ম অঃ) তাঁহার বিবাহ হয় যৌবনে, পৌগণ্ডে নহে। এই গ্রন্থেরও ১৩শ পরিচ্ছেদে আছে—"পৌগণ্ড বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈলা।"

এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লৈয়া গেলা।
সন্ন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা ॥
আমি কহি আমার অনাথ পিতামাতা।
আমি বালক সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা ॥
গৃহস্থ হইয়া করিব মাতাপিতার সেবন।
ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ ॥
তবে বিশ্বরূপ ইহাঁ পাঠাইল মোরে।
মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে ॥
এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি।
কি কারণে লীলা ইহা বুঝিতে না পারি ॥
কথো দিন রহি মিশ্র গেল পরলোক।
মাতা পুত্র দোঁহার বাঢ়িল হৃদি-শোক ॥
বন্ধুবান্ধব আসি দোঁহা প্রবোধিল।
পিতৃক্রিয়া বিধিদৃষ্টে ঈশ্বর করিল ॥
কত দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন।
গৃহস্থ হইলাম এবে চাহি গৃহধর্ম্ম ॥
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন ॥

তথাহি—উদ্বাহতত্ত্বে ৭ম অঙ্কে।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু-
র্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্
পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—গৃহং ন গৃহম্ ইতি আহুঃ (পণ্ডিতগণ কেবল গৃহকে গৃহ বলেন না) গৃহিণী গৃহমুচ্যতে (তাঁহারা গৃহিণীকেই প্রকৃত গৃহ বলিয়া থাকেন) হি তয়া সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে (কারণ—তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়াই গৃহস্থ ব্যক্তি ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদি পুরুষার্থ সম্যক্‌রূপে ভোগ করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ।—গৃহ গৃহ নয়—গৃহিণীই গৃহ—এ-কথা বিজ্ঞেরা বলেন। তাঁর সঙ্গে মিলেই গৃহস্থ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই সকল পুরুষার্থ ভোগ করে থাকেন ॥ ৩ ॥

দৈবে এক দিন প্রভু পঢ়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে ॥
পূর্ব্ব সিদ্ধ ভাব দোঁহার উদয় করিলা।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী স্থানে আইলা ॥
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শ্রীশচী-নন্দন ॥
বিস্তারিয়া বর্ণিলেন বৃন্দাবন দাস।
এই ত পৌগণ্ড লীলার সূত্রের প্রকাশ ॥
পৌগণ্ড বয়সে লীলা বহুত প্রকার।
বৃন্দাবন দাস তার করিয়াছেন বিস্তার ॥
অতএব দিঙ্মাত্র ইহাঁ দেখাইল।
চৈতন্যমঙ্গলে সর্ব্বলোকে খ্যাত হৈল ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং পৌগণ্ড-লীলাসূত্রবর্ণনং নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।
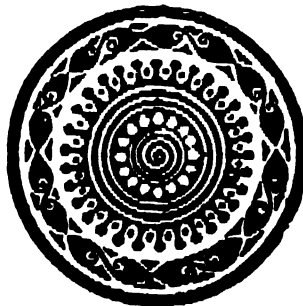
ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কৃপাসুধা-সরিদ্ যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১

অন্বয়ঃ---যস্য কৃপাসুধাসরিৎ বিশ্বম্ আপ্লাবয়ন্তী অপি (যাঁহার কৃপারূপা অমৃতনদী সমস্ত বিশ্বকে ভাসাইয়াও) সদা নীচগা এব ভাতি, তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে (সদা নীচগামিনীর ন্যায় প্রতীত হন সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি)।

অনুবাদ।—চৈতন্যপ্রভুর দয়া যেন অমৃতের নদী। নদী সারা জগৎ ভাসিয়ে দিলেও সব সময় নীচের দিকেই বয়ে যায়। মহাপ্রভুর করুণার ধারাও তেমনি সারা জগৎকে ভাসিয়ে দিয়েও নীচ অভাজন যারা তাদের দিকেই বয়ে গেছে। সেই চৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥

জীয়াৎ কৈশোরচৈতন্যো
মূর্ত্তিমত্যা গৃহাগমাৎ।
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্দেব্যা
দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—গৃহাগমাৎ মূর্ত্তিমত্যা লক্ষ্ম্যা অর্চ্চিতঃ (গৃহিণীলাভহেতু যিনি মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর দ্বারা অর্চ্চিত) অথ দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ বাগ্দেব্যা অর্চ্চিতঃ (অনন্তর দিগ্বিজয়ী-বিজয়চ্ছলে যিনি সরস্বতী কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়াছেন) কৈশোরচৈতন্যঃ জীয়াৎ (সেই কিশোর শ্রীচৈতন্যদেবের জয় হউক)।

অনুবাদ।—কিশোর চৈতন্য জয় লাভ করুন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুজনেই সেই কিশোর চৈতন্যকে অর্চ্চনা করেছিলেন। (লক্ষ্মী দেবীকে) বিবাহ করায় মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর সেবা তিনি পেয়েছিলেন, আর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করার ভিতর দিয়ে পেয়েছিলেন সরস্বতীর সেবা ॥ ২ ॥

এইত কৈশোর-লীলার সূত্র অনুবন্ধ।
শিষ্যগণ পঢ়াইতে করিলা আরম্ভ ॥
শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যাপন।
ব্যাখ্যা শুনি সর্ব্বলোকের চমকিত মন ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বপণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয় ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয় ॥
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ সঙ্গে।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে ॥
কথো দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় নাম সংকীর্ত্তন ॥
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিতে।
শত শত পঢ়ুয়া আসি লাগিলা পঢ়িতে ॥
সেই দেশে বিপ্র—নাম মিশ্র তপন।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য-সাধন (১) ॥
বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে, চিত্তে ভ্রম হয়।
'সাধ্যসাধন-শ্রেষ্ঠ' না হয় নিশ্চয় ॥
স্বপ্নে এক বিপ্র কহে—শুনহ তপন।
নিমাঞি পণ্ডিত পাশে করহ গমন ॥
তেঁহো তোমার সাধ্য সাধন করিবে নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেঁহো নাহিক সংশয় ॥
স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥
প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য-সাধন কহিল।
নামসংকীর্ত্তন কর উপদেশ কৈল ॥
তাঁর ইচ্ছা—প্রভু-সঙ্গে নবদ্বীপে বসি (২)।
প্রভু আজ্ঞা দিল—তুমি যাও বারাণসী ॥
তাঁহা আমার সঙ্গে তোমার হবে দরশন।
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥

(১) কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি এই চারিটি সাধন, আর স্বর্গ, পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও ভগবান্ এই চারিটি সাধ্য।

(২) 'বসি'—বাস করি।

প্রভুর অতর্ক্য-লীলা বুঝিতে না পারি।
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেন পাঠায় কাশীপুরী ॥
এই মত বঙ্গের লোকের কৈলা মহা হিত।
নাম দিয়া ভক্ত কৈল পঢ়াঞা পণ্ডিত ॥
এই মত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা ॥
প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥
অন্তরে জানিলা প্রভু—যাতে অন্তর্য্যামী।
দেশেরে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি ॥
ঘরে আইলা প্রভু লঞা বহু ধনজন।
তত্ত্বজ্ঞানে কৈল শচীর দুঃখ বিমোচন ॥
শিষ্যগণ লৈয়া পুনঃ বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যাবলে সভা জিনি ঔদ্ধত্য-প্রকাশ ॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পরিণয়।
তবেত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ি-(১) জয় ॥
বৃন্দাবন দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার।
স্ফুট নাহি করে দোষ-গুণের বিচার ॥
সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার।
যা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপন ধিক্কার ॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে।
বসি আছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাঁহাই আইলা।
গঙ্গার বন্দনা করি প্রভুরে মিলিলা ॥
বসাইলা তারে প্রভু আদর করিয়া।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া—॥
ব্যাকরণ পঢ়াহ নিমাই পণ্ডিত তব নাম।
বাল্যশাস্ত্রে (২) লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম ॥
ব্যাকরণ মধ্যে জানি পঢ়াহ কলাপ।
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ (৩) ॥
প্রভু কহে—ব্যাকরণ পঢ়াই অভিমান করি।
শিষ্যেহো না বুঝে আমি বুঝাইতে নারি ॥
কাঁহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাঁহা আমি সব শিশু পঢ়ুয়া নবীন ॥
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন ॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা।
ঘটী একে (৪) শত শ্লোকে গঙ্গার বর্ণিলা ॥
শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সৎকার।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর ॥
তোমার কবিতা শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি।
তুমি ভাল জান অর্থ—কিম্বা সরস্বতী ॥
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ মুখে।
শুনি সব লোকে তবে পাইব বড় সুখে ॥
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল (৫)।
শত শ্লোকের এক শ্লোক প্রভুত পঢ়িল ॥

তথাহি—দিগ্বিজয়িবাক্যম্।

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—গঙ্গায়াঃ ইদং মহত্ত্বং সততং নিতরাম্ আভাতি (শ্রীগঙ্গাদেবীর এই মাহাত্ম্য সততই নিশ্চিতরূপে প্রতীত হয়) যৎ এষা শ্রীবিষ্ণোঃ

(১) 'দিগ্বিজয়ী'—কাশ্মীরদেশীয় কেশবাচার্য্য।
(২) 'বাল্যশাস্ত্রে'—অর্থাৎ ব্যাকরণে; কারণ ব্যাকরণ বালকদের উপযুক্ত শাস্ত্র।

(৩) 'সংলাপ'—পরস্পর আলাপ। অ-কারে অ-কারে আকার হয়, কিন্তু উহাতে একার হয় না কেন? ইত্যাদিরূপ বাক্যকে ফাঁকি বলে।
(৪) 'ঘটী একে'—এক ঘটীতে, এক দণ্ডে।
(৫) কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

চরণকমলোৎপত্তিসুভগা (যে ইনি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমলে উৎপত্তির সহিতই সমস্ত সৌভাগ্য বা ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন) দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈঃ অর্চ্চ্যচরণা (ইনি দ্বিতীয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ন্যায় দেবতা ও মানুষের দ্বারা পূজিত-চরণ হইয়াও) যা ভবানীভর্ত্তুঃ শিরসি বিভবতি 'অতঃ', অদ্ভুতগুণা (ভবানীর ভর্ত্তার শিরোদেশে বিরাজ করিতেছেন ; এই হেতুই ইনি অদ্ভুতগুণশালিনী)।

অনুবাদ।—গঙ্গার পরম মাহাত্ম্য সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হয়ে আছে। বিষ্ণুর চরণকমল থেকে জাত হবার সৌভাগ্য তাঁর—দ্বিতীয় লক্ষ্মীর মত দেবতা ও মানুষের কাছে তাঁর আদর এবং ভবানী-পতি শিবের মাথায় তাঁর স্থিতি—অদ্ভুতগুণা এই গঙ্গাদেবী ॥ ৩ ॥

এই শ্লোকের অর্থ কর—প্রভু যদি কৈল।
বিস্মিত হৈয়া দিগ্বিজয়ী প্রভুরে পুছিল ॥
ঝঞ্ঝাবাত প্রায় আমি শ্লোক পড়িল।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ॥
প্রভু কহে দেব বরে তুমি কবিবর।
ঐছে দেবের বরে কেহো হয় শ্রুতিধর ॥
শ্লোক ব্যাখ্যা কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ।
প্রভু কহে কহ শ্লোকের কিবা গুণ দোষ ॥
বিপ্র কহে শ্লোকে নাহি দোষের আভাস।
উপমালঙ্কার (১) গুণ (২) কিছু অনুপ্রাস (৩)॥
প্রভু কহেন কহি যদি না করহ রোষ।
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ॥
প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা সন্তোষে(৪)।
ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ দোষে ॥
তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার।
কবি কহে--যে কহিল সেই বেদসার (৫) ॥
ব্যাকরণীয়া তুমি—নাহি পঢ় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ?
প্রভু কহেন অতএব পুছিয়ে তোমারে।
বিচারিয়া গুণ দোষ বুঝাহ আমারে ॥
নাহি পঢ়ি অলঙ্কার—করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ গুণ ॥
কবি কহে কহ দেখি কোন্ গুণ দোষ।
প্রভু কহেন কহি শুন না করিহ রোষ ॥
পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি শুন করহ বিচার ॥
অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ (৬) দুই ঠাঞি চিহ্ন।
বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রম পুনরাত্ত (৭) দোষ তিন ॥
'গঙ্গার মহত্ত্ব' (৮) শ্লোকে মূল বিধেয়।
'ইদং' শব্দে অনুবাদ পাছে অবিধেয় ॥
বিধেয় আগে কহি পাছে কহিলে অনুবাদ।
এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ ॥

(১) 'উপমালঙ্কার'—একটি বাক্যে উপমান-উপমেয়ের সাধর্ম্ম্য যখন কথিত হয় এবং কোনো বিরুদ্ধ উক্তি থাকে না তখন উপমা অলঙ্কার হয়।

(২) 'গুণ'—মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ—কাব্যের এই তিন গুণ। উক্ত শ্লোক মাধুর্য্যগুণ।

(৩) 'অনুপ্রাস'—একই ব্যঞ্জনবর্ণ বহুবার থাকিলে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়, স্বরবর্ণের মিল না থাকিলেও হয়। উক্ত শ্লোকে প্রথম পাদে পাঁচটি ত-কার, তৃতীয় চরণে পাঁচটি র-কার, চতুর্থ চরণে চারিটি ভ-কার ইত্যাদি।

(৪) 'প্রতিভা'—নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি, ঝটিতি উপস্থিত বুদ্ধি। সন্তোষে—অনুগ্রহে, বরে।

(৫) 'বেদসার'—বেদের সারবৎ অভ্রান্ত।

(৬) "অবিমৃষ্টঃ প্রাধান্যেনানির্দ্দিষ্টো বিধেয়াংশো যত্র তৎ।" যেখানে বিধেয়াংশ প্রাধান্যরূপে নির্দ্দিষ্ট না হয়, তাহাকে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ বলে।

(৭) 'বিরুদ্ধমতি'—যাহা বিরুদ্ধ-বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া সহৃদয়গণের রসাস্বাদনে বাধা জন্মায়, সেই দোষের নাম বিরুদ্ধমতিকারিতা। ভগ্নক্রম—যে ক্রমে বর্ণিত হইয়া আসিতেছে তাহার অন্যথা করা। পুনরাত্ত—ক্রিয়া ও কারকের অন্বয় সহিত বাক্যের সমাপ্তি হইলেও বিশেষ বিধান-ইচ্ছা ব্যতীত পুনরায় সেই বাক্যের সহিত অন্বয়ী পদের কথন যাহাতে হয়, তাহাকে পুনরাত্ত দোষ বলে।

(৮) প্রথমে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশতা দোষ দেখাইতেছেন 'গঙ্গার মহত্ত্ব'·· এই দোষের নাম।'

তথাহি—একাদশীতত্ত্বে ধৃতো ন্যায়ঃ।

অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
নহ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী ইহাঁ দ্বিতীয় বিধেয়।
সমাসে গৌণ হৈল শব্দ অর্থ গেল ক্ষয় (১)॥
দ্বিতীয় শব্দ বিধেয় তাহা পড়িল সমাসে।
লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশে॥
অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ এই দোষের নাম।
আর এক দোষ আছে শুন সাবধান॥
ভবানীভর্ত্তৃ শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
বিরুদ্ধমতিকৃৎ নাম এই মহাদোষ॥
ভবানী শব্দে কহে—মহাদেবের গৃহিণী।
তার ভর্ত্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি (২)॥
শিবপত্নীর ভর্ত্তা ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
বিরুদ্ধমতিকৃৎ শব্দশাস্ত্রে নহে শুদ্ধ॥
ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান।
শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয়-ভর্ত্তাজ্ঞান॥
বিভবতি ক্রিয়ায় বাক্য সাঙ্গ, পুনঃ বিশেষণ।
অদ্ভুতগুণা এই পুনরাত্ত-দূষণ॥
তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
এক পাদে নাহি এই দোষ ভগ্নক্রম॥
যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছারখার॥

দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়॥
সুন্দর-শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত (৩)॥

তথাহি—ভরতমুনিবাক্যম্।

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং
দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতম্।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি
শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্॥ ৪

অন্বয়ঃ।—রসালঙ্কারবৎ কাব্যং চেৎ দোষযুক্ (রসালঙ্কারসম্পন্ন কাব্য যদি দোষযুক্ত হয়) তদা বিভূষিতং সুন্দরমপি বপুঃ (তাহা হইলে অলঙ্কারে বিভূষিত শরীর সুন্দর হইলেও) একেন শ্বিত্রেণ দুর্ভগং স্যাৎ (একটিমাত্র শ্বেতকুষ্ঠে দূষিত হইয়া থাকে)।

অনুবাদ।—শ্বেতির একটি দাগ থাকলেও যেমন সুন্দর শরীর কুৎসিত হয়ে ওঠে তেমনি দোষযুক্ত কাব্য রসাল ও অলঙ্কৃত হয়েও অনাদৃত হয়ে থাকে॥ ৪॥

পঞ্চ-অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার।
দুই শব্দালঙ্কার তিন অর্থ অলঙ্কার॥
শব্দালঙ্কার তিনপাদে আছে অনুপ্রাস।
শ্রীলক্ষ্মী-শব্দে পুনরুক্তবদাভাস (৪)॥
প্রথম চরণে পঞ্চ তকারের পাঁতি (৫)।
তৃতীয় চরণে হয় পঞ্চ রেফ স্থিতি॥
চতুর্থ চরণে চারি ভকার প্রকাশ।
অতএব শব্দ অলঙ্কার অনুপ্রাস॥
শ্রীশব্দে লক্ষ্মীশব্দে একবস্তু উক্ত।
পুনরুক্ত প্রায় ভাসে নহে পুনরুক্ত॥

---

(১) এখানে 'শ্রীলক্ষ্মীদ্বিতীয়া ইব' না বলিয়া 'দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব' বলাতে বিধেয় দ্বিতীয় শব্দটি সমাসের অন্তর্গত হইল এবং তাহাতে বিধেয়ের প্রাধান্য নষ্ট হওয়ায় উক্ত দোষ হইল।

(২) ভব শব্দের অর্থ শিব; তাঁহার পত্নী অর্থে 'আনীপ্' প্রত্যয়দ্বারা ভবানী হইয়াছে অর্থাৎ ভবানী শব্দের অর্থ শিবপত্নী। সুতরাং ভবানী-ভর্ত্তৃ শব্দের অর্থ শিবপত্নীর পতি। এইরূপ শব্দে শিবপত্নীর শিব ভিন্ন অন্য পতিকেই বুঝায়।

(৩) 'বিগীত'—নিন্দিত।

(৪) 'পুনরুক্তবদাভাস'—পুনরুক্তি না থাকিলেও আপাততঃ পৌনরুক্ত্যের ন্যায় মনে হইলে সেখানে পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কার হয়।

(৫) 'পাঁতি'—সারি, শ্রেণী।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্ম অর্থে অর্থের বিভেদ।
পুনরুক্তবদাভাস শব্দালঙ্কার ভেদ ॥
লক্ষ্মীরিব অর্থালঙ্কার উপমা প্রকাশ।
আর অর্থালঙ্কার আছে নাম বিরোধাভাস (১)
গঙ্গাতে কমল জন্মে সভার সুবোধ (২)।
কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ ॥
ইহাঁ বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি।
বিরোধালঙ্কার ইহা মহাচমৎকৃতি ॥
ঈশ্বর-অচিন্ত্য-শক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি "বিরোধ আভাস" ॥

তথাহি—কস্যচিৎ

অম্বুজমম্বুনি জাতং ন জাতু
কিল জাতমম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং,
পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—অম্বুনি অম্বুজং জাতং (জলেই পদ্ম জন্মিয়া থাকে) জাতু কিল অম্বুজাৎ অম্বু ন জাতম্ (কিন্তু নিশ্চয় কখনও পদ্ম হইতে জলের উৎপত্তি হয় না) মুরভিদি তদ্বিপরীতং (কিন্তু মুরারি বিষ্ণুতে তাহার বিপরীত দেখা যায়) যথা তস্য পাদাম্ভোজাৎ মহানদী জাতা (যেহেতু তাঁহার চরণ-কমল হইতে বিশাল নদী গঙ্গার জন্ম হইয়াছে)।

অনুবাদ।—জল থেকেই পদ্ম হয়—পদ্ম থেকে কখনও জল হয় না, শ্রীকৃষ্ণে ঠিক তার বিপরীত—তাঁর চরণপদ্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে মহানদী ॥ ৫ ॥

গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্য সাধন তাহার।
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি—অনুমান অলঙ্কার (৩) ॥
স্থূল এই পঞ্চ দোষ, পঞ্চ অলঙ্কার।
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি—আছয়ে অপার ॥
প্রতিভা কবিত্ব তোমার দেবতা প্রসাদে।
অবিচার কবিত্বে অবশ্য পড়ে দোষবাদে (৪) ॥
বিচারি কবিত্ব কৈলে হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কার হৈলে—অর্থ করে ঝলমল ॥
শুনিঞা প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা স্তম্ভিত (৫)॥
কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর।
তবে বিচারয়ে মনে হইয়া ফাঁফর— ॥
পঢ়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধি লোপ।
জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ ॥
যে ব্যাখ্যা করিল সে মনুষ্যের নহে শক্তি।
নিমাইর মুখে রহি বোলে আপনি সরস্বতী ॥
এত ভাবি কহে—শুন নিমাই পণ্ডিত।
তব ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাম বিস্মিত ॥
অলঙ্কার নাহি পঢ় নাহি শাস্ত্রাভ্যাস।
কেমনে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ ॥
ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী।
তাঁহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী ॥
শাস্ত্রের বিচার ভালমন্দ নাহি জানি।
সরস্বতী যে বোলায় বলি সেই বাণী ॥
ইহা শুনি দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়—।
শিশু-দ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয় ॥
আজি তাঁরে নিবেদিব করি জপ-ধ্যান।
শিশু-দ্বারে কৈল মোরে এত অপমান ॥
বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল।
বিচার সময়ে তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল ॥
তবে শিষ্যগণ সভে হাসিতে লাগিল।
তা-সভা নিষেধি প্রভু কবিকে কহিল ॥

---

(১) যেখানে প্রকৃতপক্ষে বিরোধ না থাকিলেও আপাততঃ বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয় সেখানে উক্ত অলঙ্কার হয়।

(২) 'সভার সুবোধ'—সকলে স্পষ্ট বুঝে।

(৩) 'অনুমান অলঙ্কার'—হেতুর দ্বারা সাধ্যের (প্রতিপাদনীয় বিষয়ের) জ্ঞান, অনুমানালঙ্কার। এখানে বিষ্ণুপাদোৎপত্তিরূপ হেতুদ্বারা গঙ্গার মহত্ত্ব জ্ঞান হইল বলিয়া অনুমান অলঙ্কার হইল।

(৪) 'দোষবাদে'—দোষরূপ বিঘ্ন। বাধা-শব্দের অপভ্রংশ বাদ।

(৫) 'স্তম্ভিত'—জড়ীভূত।

তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি-শিরোমণি।
যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্য বাণী॥
তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজল-ধার।
তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর॥
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা-সভার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ॥
দোষ-গুণ বিচারে এই 'অল্প' করি মানি।
কবিতা-করণে শক্তি তাহা সে বাখানি॥
শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হই তোমার॥
আজি বাসা যাহ, কালি মিলিব আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার॥
এইমতে নিজ ঘরে গেলা দুই জন।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী আরাধন॥
সরস্বতী স্বপ্নে তাঁরে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল॥
প্রাতে আসি প্রভুপদে লইল শরণ।
প্রভু কৃপা কৈল, তার খণ্ডিল বন্ধন॥
ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল জীবন।
বিদ্যাবলে পাইলা মহাপ্রভুর চরণ॥
এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যে কিছু বিশেষ ইহাঁ করিল প্রকাশ॥
চৈতন্য গোঁসাঞির লীলা অমৃতের ধার।
সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি হয় শ্রবণে যাহার।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং কৈশোর-লীলাসূত্রবর্ণনং নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং
চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে
কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—স্বৈরাদ্ভুতেহং (স্বচ্ছন্দ অসাধারণ চেষ্টা সমন্বিত) তং চৈতন্যং বন্দে (সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি) যৎপ্রসাদতঃ যবনাঃ কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ সন্তঃ (যাঁহার কৃপায় যবনগণও কৃষ্ণনামগীতপরায়ণ হইয়া) সুমনায়ন্তে (শুদ্ধচিত্ত হইয়া থাকেন)।

অনুবাদ।—শ্রীচৈতন্যের বন্দনা করি; তাঁর ক্রিয়া-কলাপ—সবই স্বতন্ত্র ও অদ্ভুত। তাঁর করুণায় যবনগণও কৃষ্ণনাম জপ করে সুজন হয়ে ওঠে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
কৈশোরলীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবনলীলার সূত্র করি অনুক্রম ॥

বিদ্যা-সৌন্দর্য্য-সদ্বেশ-
সম্ভোগ-নৃত্য-কীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ
গৌরো দীব্যতি যৌবনে ॥ ২

অন্বয়ঃ।—গৌরঃ বিদ্যাসৌন্দর্য্যসদ্বেশসম্ভোগনৃত্য-কীর্ত্তনৈঃ প্রেমনামপ্রদানৈঃ (শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সুন্দর বেশ, বিধিপূর্ব্বক বিষয়ভোগ, নৃত্য ও কীর্ত্তনাদি ও প্রেমদানের দ্বারা) যৌবনে দীব্যতি (যৌবনকালে ক্রীড়া করিতেছেন, শোভা পাইতেছেন)।

অনুবাদ।—যৌবনে গৌরাঙ্গ শোভিত হলেন—বিদ্যায়, সৌন্দর্য্যে, সুন্দরবেশে, সম্ভোগে, নৃত্যে, কীর্ত্তনে এবং প্রেম ও নাম বিতরণ ক'রে ॥ ২ ॥

যৌবন প্রবেশে অঙ্গে অঙ্গ বিভূষণ (১)।
দিব্য বস্ত্র, দিব্য বেশ, মাল্য-চন্দন ॥
বিদ্যা-ঔদ্ধত্যে কাহাকেও না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন ॥
বায়ু-ব্যাধি-ছলে কৈল প্রেম-পরকাশ।
ভক্তগণ লইয়া কৈল বিবিধ বিলাস ॥
তবেত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥
দীক্ষা-অনন্তরে কৈল প্রেমপরকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস ॥
শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈত-মিলন।
অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন ॥
প্রভুর অভিষেক তবে করিলা শ্রীবাস।
খাটে বসি প্রভু কৈলা ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ ॥
তবে নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগমন।
প্রভুকে মিলিয়া পাইলা ষড়্ভুজ দর্শন ॥
প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণু-(২) ধর ॥
তবে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গ (৩) বক্র।
দুই হস্তে বেণু বাজায় দুইয়ে শঙ্খ চক্র ॥
তবেত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।
শ্যাম-অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥
তবে নিত্যানন্দ গোঁসাঞির ব্যাস-পূজন।
নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষল-ধারণ ॥
তবে শচী দেখিল রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই।
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই-মাধাই ॥
তবে সপ্ত-প্রহর প্রভু ছিলা ভাবাবেশে।
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥
বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে।
তার স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥

---

(১) অঙ্গ এত সুন্দর যে অঙ্গই অঙ্গের শোভা, আর কোন ভূষণের প্রয়োজন হয় না।

(২) 'শার্ঙ্গ'—কৃষ্ণ-ধনুকের নাম শার্ঙ্গ।

(৩) 'তিন অঙ্গ'—গ্রীবা, কটি এবং জানু।

তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ।
হরের্নাম শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে ৩৮।১২৬

হরের্নাম হরের্নাম
হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৩ ॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ৭ম পরিচ্ছেদে ৩য় শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩ ॥

কলিকালে নাম-রূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সব জগত-নিস্তার ॥
দার্ঢ্য লাগি "হরের্নাম" উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥
'কেবল'-শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ।
জ্ঞানযোগ-কর্ম্ম-তপ-আদি নিবারণ ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
'নাহি নাহি নাহি' এই তিন এবকার ॥
তৃণ হইতে নীচ হঞা সদা লৈবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান ॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসন তাড়নে কারে কিছু না বলিবে ॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয় ॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত-বৃত্তি (১) কিংবা শাক ফল খাইব ॥
সদা নাম লইব—যথালাভেতে সন্তোষ।
এইত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ ॥

তথাহি 'পদ্যাবল্যাং' (৩২) শ্রীমুখশিক্ষাশ্লোকঃ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—তৃণাদপি সুনীচেন (তৃণের অপেক্ষাও অতিশয় নীচ হইয়া), তরোরিব সহিষ্ণুনা (তরুর অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া), মানদেন অমানিনা (অন্যকে মানদান পূর্ব্বক নিজে মানশূন্য হইয়া) হরিঃ সদা কীর্ত্তনীয়ঃ (সর্ব্বদা শ্রীহরির কীর্ত্তন করিবে)।

অনুবাদ।—তৃণের চেয়েও নীচু হয়ে, গাছের মত সহিষ্ণু হয়ে, নিজের মান-অভিমান ছেড়ে দিয়ে আর অপরকে মান দান করে সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করবে ॥ ৪ ॥

ঊর্দ্ধবাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥
প্রভু আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সংকীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর ॥
কবাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে ॥
কীর্ত্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ি মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥
একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল।
পাষণ্ডীপ্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল ॥
ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া ॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড় ফুল (২)।
হরিদ্রা সিন্দূর আর রক্তচন্দন তণ্ডুল ॥
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজঘর গেলা।
প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস (৩) তাহাত দেখিলা ॥
বড় বড় লোক সব আনিল ডাকিয়া।
সভারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া ॥
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানীপূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥
তবে সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম হেথা কৈল কোন দুরাচার ॥

(১) 'অযাচিত-বৃত্তি'—না চাহিতে অমনি কেহ কিছু দিলে তাহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ।

(২) 'ওড় ফুল'—জবাফুল।
(৩) 'শ্রীনিবাস'—শ্রীবাস।

হাড়ি (১) আনাইয়া সব দূর করাইল।
জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল ॥
তিন দিন বই সেই গোপাল চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ—বহে রক্তধার ॥
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীটে—কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর ॥
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহেত বসিয়া।
একদিন বোলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া ॥
গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
ভাগিনা মুঞি কুষ্ঠব্যাধ্যে হঞাছোঁ ব্যাকুল ॥
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার ॥
এত শুনি মহাপ্রভু হইলা ক্রোধমন।
ক্রোধাবেশে কহে তারে তর্জ্জন-বচন ॥
আর পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটি জন্ম এই মত কীড়ায় খাওয়াইমু ॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে (২) পতন ॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার ॥
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপী দুঃখ ভোগে না যায় পরাণ ॥
সন্ন্যাস করি প্রভু যদি নীলাচলে গেলা।
তথা হৈতে যবে কুলিয়াগ্রামেতে (৩) আইলা ॥
তবে সেই পাপী লইল প্রভুর শরণ।
হিতোপদেশ কৈল প্রভু হৈঞা সকরুণ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত স্থানে হঞাছে অপরাধ।
তাঁহা যাহ তেহোঁ যদি করেন প্রসাদ ॥

(১) 'হাড়ি'—নীচজাতি বিশেষ।

(২) 'রৌরব'—নরকবিশেষ।

(৩) 'কুলিয়াগ্রাম'—এই গ্রাম শ্রীধাম নবদ্বীপের অপর পারে গঙ্গাতটে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে ইহা গঙ্গাগর্ভে সমাহিত হইয়াছে।

তবে তোর হবে এই পাপ বিমোচন।
যদি পুন ঐছে নাহি কর আচরণ ॥
তবে বিপ্র লইল আসি শ্রীবাস শরণ।
তাঁর কৃপায় পাপ তার হইল বিমোচন ॥
আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে।
দ্বারে কবাট না পাইল ভিতরে যাইতে ॥
ফিরি গেল ঘর বিপ্র মনে দুঃখী হৈয়া।
আর দিন প্রভুরে কহে গঙ্গায় লাগ পাঞা ॥
শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছি মনোদুঃখ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ—॥
সংসার-সুখ তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস ॥
প্রভুর শাপ বার্ত্তা যেই শুনে শ্রদ্ধাবান্।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥
মুকুন্দ দত্তে কৈল দণ্ড-পরসাদ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তের সব অবসাদ ॥
আচার্য্য গোঁসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি।
তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি ॥
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজান ॥
তবে আচার্য্য গোঁসাঞির আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥
মুরারিগুপ্ত মুখে শুনি রাম-গুণগ্রাম।
ললাটে লিখিল তার রামদাস নাম ॥
শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান।
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্ট বরদান ॥
হরিদাস ঠাকুরেরে করিল প্রসাদ।
আচার্য্য স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ ॥
ভক্তগণে প্রভু নাম-মহিমা কহিল।
শুনি এক পঢ়ুয়া তাহা 'অর্থবাদ' (৪) কৈল ॥

(৪) 'অর্থবাদ'—"অর্থাৎ নামের মহিমাবর্ণন ইহার প্রশংসা বা স্তুতিবাদমাত্র কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ নহে"—এইরূপ ব্যাখ্যা।

নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ।
সভে নিষেধিল ইহার না দেখিহ মুখ ॥
সগণে সচেলে (১) যাঞা কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাঁহা করিল ব্যাখ্যান ॥
জ্ঞানকর্ম্ম-যোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণবশ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তি রস ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২০)

ন সাধয়তি মাং যোগো
ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো
যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—[শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন] উদ্ধব ! মম উর্জ্জিতা ভক্তিঃ (হে উদ্ধব ! আমার প্রতি প্রবলা ভক্তি) যথা মাং সাধয়তি (যেরূপ আমাকে বশীভূত করে) তদা ন যোগঃ ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্মঃ ন স্বাধ্যায় তপঃ ত্যাগঃ (যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা বা সন্ন্যাসের দ্বারা তাহা হইতে পারে না)।

অনুবাদ।—হে উদ্ধব ! প্রবলা ভক্তিতে আমি যেমন বশীভূত হই তেমন হই না যোগে, সাংখ্যজ্ঞানে, ধর্ম্মপালনে, বেদপাঠে, তপস্যায় বা ত্যাগে ॥ ৫ ॥

মুরারিকে কহে—তুমি কৃষ্ণ বশ কৈলা।
শুনিয়া মুরারি শ্লোক কহিতে লাগিলা ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮১।১৬)

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্
ক্বঃ কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং
বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—[সুদামা বিপ্র শ্রীকৃষ্ণে বলিতেছেন] —দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ অহং ক্ব (দরিদ্র পাপিষ্ঠ আমিই বা কোথায় ?) শ্রীনিকেতনঃ কৃষ্ণঃ কঃ (আর লক্ষ্মীর আশ্রয়ভূত শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায় ?) ব্রহ্মবন্ধুঃ ইতি স্ম অহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ (তথাপি আমি শুধু জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়াই তিনি আমাকে বাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন)।

অনুবাদ।—কোথায় দরিদ্র ও পাপাচারী আমি, আর কোথায় সেই শ্রীকৃষ্ণ, যাঁতে স্বয়ং লক্ষ্মী বিরাজ করেন ? তবুও আমি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছি (যদিও ব্রাহ্মণের কোন গুণ আমাতে নেই) শুধু এই জন্যই তিনি দুই হাতে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন ॥ ৬ ॥

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়া।
সংকীর্ত্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হৈয়া ॥
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।
তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত।
পাকিল অনেক ফল—সভেই বিস্মিত ॥
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল।
প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥
রক্ত-পীতবর্ণ নাহি অষ্ট্যংশ (১) বল্কল।
এক জনের উদর পূরে খাইলে এক ফল ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন।
সবাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ ॥
অষ্ট্যংশ বল্কল নাহি অমৃত রসময়।
এক ফল খাইলে রসে উদয় পূরয় ॥
এইমত প্রতিদিন ফলে বার মাস।
বৈষ্ণব খায়েন ফল—প্রভুর উল্লাস ॥
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন।
অন্যলোক নাহি জানে—বিনা ভক্তগণ ॥
এইমত বার মাস কীর্ত্তন অবসানে।
আম্র-মহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে ॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইল মেঘগণ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ ॥
একদিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজ্ঞা দিল।
বৃহৎ-সহস্রনাম (২) পড় শুনিতে ইচ্ছা হৈল ॥

(১) 'সচেলে'—সবস্ত্রে।

(১) 'অষ্ট্যংশ'—আঁটি ও খোসা।
(২) মহাভারতে উক্ত বিষ্ণুর সহস্র নাম।

পড়িতে আইল স্তবে নৃসিংহের নাম।
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গৌরধাম॥
নৃসিংহ আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া॥
নৃসিংহ আবেশে দেখি মহাতেজোময়।
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা বড় ভয়॥
লোকভয় দেখিয়া প্রভুর বাহ্য হইল।
শ্রীবাসের গৃহে যাঞা গদা ফেলাইল॥
শ্রীবাসেরে কহে প্রভু করিয়া বিষাদ।
লোক ভয় পাইল মোর হৈল অপরাধ॥
শ্রীবাস বোলেন 'যে তোমার নাম লয়'।
তার কোটি অপরাধ সব হয় ক্ষয়॥
অপরাধ নাহি কৈলে লোকের নিস্তার।
যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার॥
এত বলি শ্রীনিবাস করিল সেবন।
তুষ্ট হৈয়া প্রভু আইলা আপন ভবন॥
আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে—ডমরু বাজায়॥
মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন।
তার স্কন্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ॥
আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে।
প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিলা করিতে॥
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে।
প্রভু তারে প্রেম দিল—প্রেমরসে ভাসে॥
আর দিনে জ্যোতিষ সর্ব্বজ্ঞ এক আইল।
তাহারে সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল॥
কে ছিলাঙ আমি পূর্ব্বজন্মে কহ গণি।
গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভুবাক্য শুনি॥
গণি ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ—মহাজ্যোতির্ম্ময়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সভার আশ্রয়॥
পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম পরম-ঈশ্বর।
দেখি প্রভু মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁফর॥
বলিতে না পারে কিছু, মৌন ধরিল।
প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈল কহিতে লাগিল॥

পূর্ব্ব জন্মে ছিলা তুমি জগত-আশ্রয়।
পরিপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়॥
পূর্ব্বে যৈছে ছিলা তুমি, এবে সেইরূপ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয় (১) নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ॥
প্রভু হাসি বোলে তুমি কিছু না জানিলা।
পূর্ব্বে আমি আছিলাঙ জাতিয়ে গোয়ালা॥
গোপগৃহে জন্ম ছিল গাভীর রাখাল।
সেই পুণ্যে এবে হৈলাম ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল॥
সর্ব্বজ্ঞ কহে আমি তাহা ধ্যানে দেখিলাম।
তাহাতেও ঐশ্বর্য্য দেখি ফাঁফর হইলাম॥
সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার।
কভু ভেদ দেখি এই মায়ায়ে তোমার॥
যে হও সে হও তুমি, তোমাকে নমস্কার।
প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার॥
এক দিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া।
"মধু আন মধু আন" বোলেন ডাকিয়া॥
নিত্যানন্দ-গোঁসাঞির আবেশ জানিল।
গঙ্গাজল পাত্র আনি সম্মুখে ধরিল॥
জলপান করি নাচে হইয়া বিহ্বল।
যমুনাকর্ষণ লীলা দেখয়ে সকল॥
মদমত্ত গতি বলদেব-অনুকার।
আচার্য্য-শেখর তাঁরে দেখে রামাকার॥
বনমালী আচার্য্য দেখে সোনার লাঙ্গল।
সবে মিলি নৃত্য করে—আবেশে বিহ্বল॥
এইমত নৃত্য হইল চারি প্রহর।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সভে গেলা ঘর॥
নগরিয়ালোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলা॥
"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"
মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্ত্তন উচ্চধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি॥

(১) 'দুর্ব্বিজ্ঞেয়'—যাহা সহজে জানা যায় না এমন।

শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী (১) পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন॥
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী একঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল॥
এতকাল কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানি।
এবে যে উদ্যম চালাও, কেন্ বল জানি॥
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু॥
এত বলি কাজী গেল, নগরিয়ালোক।
প্রভু-স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক॥
প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ করহ কীর্ত্তন।
আমি সংহারিব আজি সকল যবন॥
ঘরে গিয়া সব লোক করে সংকীর্ত্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে—চমকিত মন॥
তা সভার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি॥
নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সভে নগরমণ্ডন॥
সন্ধ্যাতে দেউটি (২) সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখোঁ কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে॥
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায়॥
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য্য গোঁসাঞি পরম-উল্লাস॥
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে (৩) প্রভু নিত্যানন্দ॥
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু-কৃপাবলে॥

(১) 'কাজী'—বিচারপতি। ইঁহার নাম 'চাঁদ কাজী'। ইনি গৌড়েশ্বর নবাবের দৌহিত্র।
(২) 'দেউটি'—মশাল।
(৩) 'বুলে'—ভ্রমণ করে।

এইমত কীর্ত্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সভে কাজী-দ্বারে গেলা॥
তর্জ্জ গর্জ্জ করে লোক করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয়-পাগল (৪)॥
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি না হয় বাহিরে॥
উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজীর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা॥
দূর হৈতে আইলা কাজী মাথা নোয়াইয়া।
কাজীরে বসাইল প্রভু সম্মান করিয়া॥
প্রভু বলে—
আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলে—এ ধর্ম্ম কেমত॥
কাজী কহে—তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া॥
এবে তুমি শান্ত হৈলে, আসি মিলিলাম।
ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম॥
গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা (৫)।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥
এই মতে দোঁহার কথা হয় ঠারে-ঠোরে।
ভিতরের অর্থ কেহো বুঝিতে না পারে॥
প্রভু কহে—
প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে।
কাজী কহে—আজ্ঞা কর যে তোমার মনে॥

(৪) গৌরচন্দ্রের শক্তিতে ও প্রশ্রয়ে উন্মত্ত।
(৫) 'নানা'—মাতামহ।

প্রভু কহে—
গোদুগ্ধ খাও গাভী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায় তাতে তেহ পিতা (১)॥
পিতা মাতা মারি খাও এবা কোন্ ধর্ম্ম।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম (২)॥
কাজী কহে—তোমার যৈছে বেদ পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র কেতাব কোরাণ॥
সেই শাস্ত্রে কহে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ-ভেদ।
নিবৃত্তি-মার্গে জীব মাত্র বধের নিষেধ॥
প্রবৃত্তি-মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ ভয়॥
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি॥
প্রভু কহে—বেদে কহে গোবধ নিষেধে।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে॥
জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।
বেদ পুরাণে আছে হেন আজ্ঞাবাণী॥
অতএব জরদ্গব (৩) মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন॥
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আর বার।
তাতে তার বধ নহে হয় উপকার॥
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহো না করে এখনে॥

তথাহি—ব্রহ্মবৈবর্ত্তবচনম্ কৃষ্ণজন্মখণ্ডে ১৮৫।১৮০

অশ্বমেধং গবালম্ভং
সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং
কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৭

অন্বয়ঃ—অশ্বমেধং গবালম্ভং (অশ্বমেধ ও গোমেধ যজ্ঞ) সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং (সন্ন্যাস ও মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ) দেবরেণ সুতোৎপত্তিম্ (দেবরের দ্বারা অপত্যোৎপত্তি) [এতানি] পঞ্চ কলৌ বিবর্জ্জয়েৎ (কলিযুগে এই পাঁচটি বর্জ্জন করিবে)।

অনুবাদ।—কলিযুগে পাঁচটি বর্জ্জনীয়—অশ্বমেধ, গো-মেধ, সন্ন্যাস, মাংস দিয়ে পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দেবর দিয়ে পুত্র লাভ॥ ৭॥

তোমরা জীয়াইতে নার বধ মাত্র সার।
নরক হৈতে তোমার নাহিক নিস্তার॥
গরুর যতেক রোম, তত সহস্র বৎসর।
গোবধী রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর॥
তোমাসভার শাস্ত্রকর্ত্তা—সেহো ভ্রান্ত হৈল।
না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম—ঐছে আজ্ঞা দিল॥
শুনি স্তব্ধ হৈল কাজী নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি॥
তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচার-সহ নয়॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি॥
সহজে যবন-শাস্ত্র অদৃঢ় বিচার।
হাসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আরবার—॥
আর এক প্রশ্ন করি শুন তুমি মামা।
যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা॥
তোমার নগরে হয় সদা সংকীর্ত্তন।
বাদ্যগীত কোলাহল সঙ্গীত নর্ত্তন॥
তুমি কাজী বিরোধে হিন্দুধর্ম্ম, অধিকারী।
এবে যে না কর মানা বুঝিতে না পারি॥
কাজী বোলে—সভে তোমায় বলে গৌরহরি।
সেই নামে আমি তোমা সম্বোধন করি॥
শুন গৌরহরি এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হও যদি তবে করি নিবেদন॥
প্রভু বোলে—এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি (৪) কহ তুমি, নাহি কিছু ভয়॥

---

(১) লাঙ্গল টানিয়া শস্য জন্মায় এবং এইভাবে অন্নদান করে বলিয়া পিতা।
(২) 'বিকর্ম্ম'—শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্ম্ম।
(৩) 'জরদ্গব'—বৃদ্ধ গরু।
(৪) 'স্ফুট করি'—প্রকাশ করিয়া।

কাজী কহে—যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া।
কীর্ত্তন করিনু মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি।
অট্ট অট্ট হাসে করে দন্ত কড়মড়ি॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোরস্বরে বোলে।
ফাড়িমু (১) তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস্ করিমু তোর ক্ষয়।
আঁসি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয়॥
ভীত দেখি সিংহ বলে হইয়া সদয়—।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয়॥
সে দিন বহুত তুমি না কৈলে উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করিঞা না কৈলু প্রাণাঘাত॥
ঐছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু॥
এত কহি সিংহ গেল—মোর হৈল ভয়।
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়॥
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল।
শুনি দেখি সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল॥
কাজী কহে—ইহা আমি কারে না কহিল।
সেই দিন এক মোর পেয়াদা আইল॥
আসি কহে—গেলুঁ মুঞি কীর্ত্তন নিষেধিতে।
অগ্নি উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে॥
পুড়িল সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ॥
তাহা দেখি বলি আমি মহাভয় পাঞা।
কীর্ত্তন না বর্জ্জিহ ঘরে রহত বসিয়া॥
তবে ত নগরে হৈবে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন॥
নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার।
হরি হরি ধ্বনি বিনা নাহি শুনি আর॥

আর ম্লেচ্ছ কহে—হিন্দু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
হাসে কান্দে নাচে গায়—গড়ি যায় ধূলি॥
হরি হরি করি হিন্দু করে কোলাহল।
পাৎসা শুনিলে তোমায় করিবেক ফল॥
তবে সেই যবনেরে আমিত পুছিল।
হিন্দু হরি বলে তার স্বভাব জানিল॥
তুমিহ যবন হঞা কেনে অনুক্ষণ।
হিন্দুর দেবতার নাম লহ কি কারণ॥
ম্লেচ্ছ কহে হিন্দুরে আমি করি পরিহাস।
কেহ কেহ কৃষ্ণদাস কেহ রামদাস॥
কেহ হরিদাস সদা বলে হরি হরি।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি॥
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে হরি হরি।
ইচ্ছা নাহি তবু বোলে কি উপায় করি॥
আর ম্লেচ্ছ কহে শুন আমি এইমতে।
হিন্দুকে পরিহাস কৈল সে দিন হৈতে॥
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে না মানে বর্জ্জন (২)।
না জানি কি মন্ত্রৌষধি করে হিন্দুগণ॥
এত শুনি তা সভারে ঘরে পাঠাইল।
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল॥
আসি কহে—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি (৩) করি জাগরণ।
তাতে বাদ্য নৃত্য-গীত যোগ্য আচরণ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥
উচ্চ করি গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়॥
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই—করি জাগরণ॥

(১) 'ফাড়িমু'—বিদীর্ণ করিব।

(২) 'বর্জ্জন'—বারণ।
(৩) 'বিষহরি'—মনসাদেবী।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—　　(আদিলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ, ১২১ পৃষ্ঠা)।
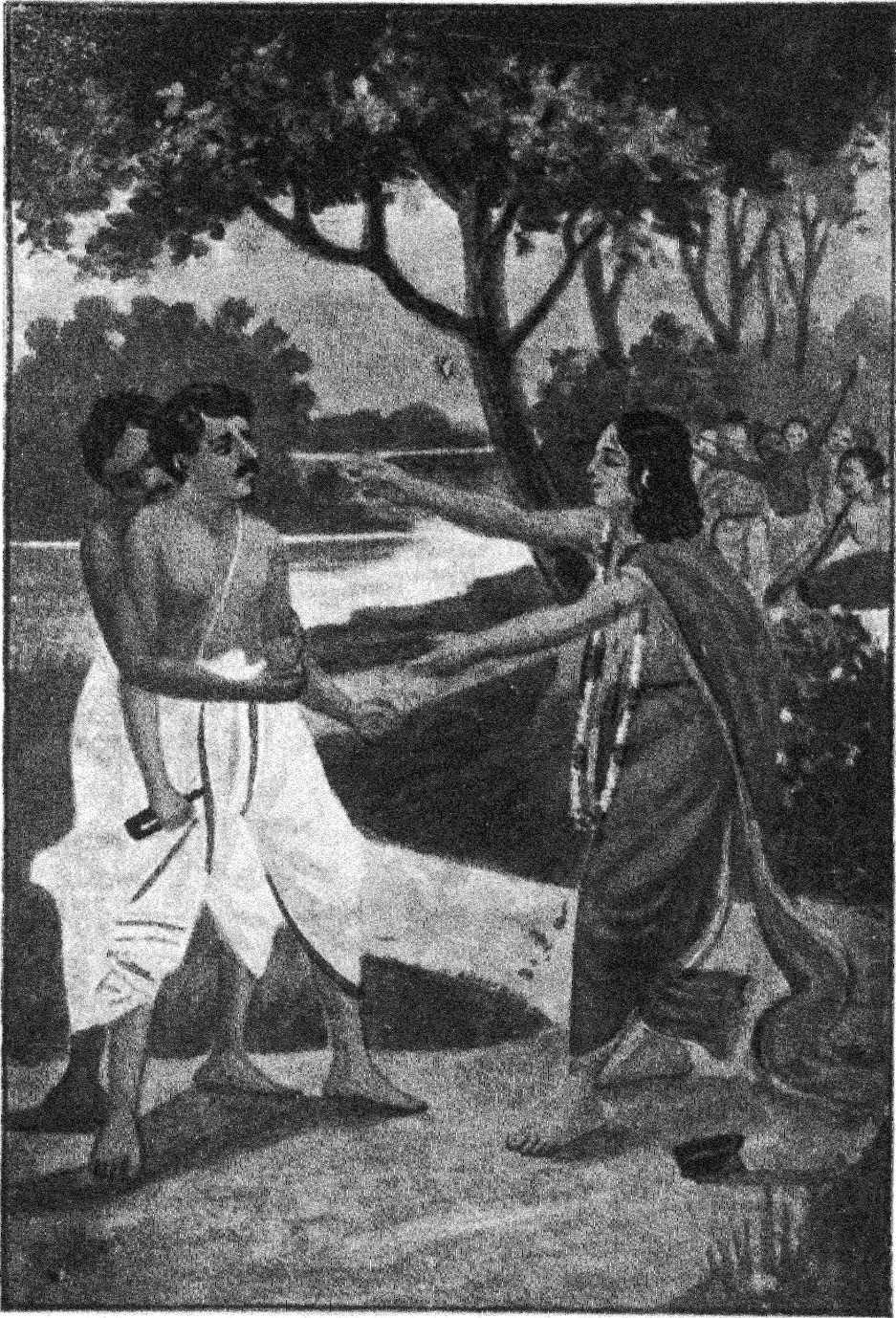
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই মাধাই।

নিমাই নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ রাড়বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর-নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি(১)॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি সভে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥
তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিলুঁ সভারে।
সভে ঘর যাহ আমি নিষেধিব তারে॥
হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও হেন লয় মোর মন॥
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কাজীরে ছুঁইয়া॥
তোমার মুখে কৃষ্ণনাম এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল হৈলা পরম পবিত্র॥
হরি-কৃষ্ণ-নারায়ণ লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড় পুণ্যবান্॥
এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানি।
প্রভুর চরণ ছুঁই কহে প্রিয়বাণী॥
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহু ভক্তি॥
প্রভু কহে—এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সংকীর্ত্তন বাদ যৈছে না হয় নদীয়ায়॥
কাজী কহে মোর বংশে যত উপজিবে(২)।
তাহাকে তালাক্ (৩) দিব—কীর্ত্তন না বাধিবে॥
শুনি প্রভু হরি বলি উঠিলা আপনি।
উঠিলা বৈষ্ণব সব করি হরি-ধ্বনি॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লসিত মন॥

(১) মন্ত্রের তেজ নষ্ট হয়।
(২) 'উপজিবে'—জন্মাইবে।
(৩) 'তালাক্'—দিব্য, শপথ।

কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন।
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন॥
এইমতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ॥
একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোঁসাঞি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই॥
শ্রীবাস পুত্রের তাহাঁ হৈল পরলোক।
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক॥
মৃতপুত্র মুখে কৈল জ্ঞানের কথন।
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাসনন্দন॥
তবেত করিলা সব ভক্তে বরদান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর (৪) করিল সম্মান॥
শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে (৫) দরজী যবন।
প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দরশন॥
দেখিনু দেখিনু বলি হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে হৈল বৈষ্ণব-আগল (৬)॥
আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশিকা মাগিল।
শ্রীবাস কহে গোপীগণ বংশী হরি নিল॥
শুনি প্রভু "বোল বোল" কহেন আবেশে।
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন-লীলারসে॥
প্রথমেতে বৃন্দাবন-মাধুর্য্য বর্ণিল।
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল॥
তবে 'বোল বোল' প্রভু ব'লে বার বার।
পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার॥
বংশীবাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ।
তা-সভার সঙ্গে যৈছে বন-বিহরণ॥
তাহি মধ্যে ছয় ঋতু লীলার বর্ণন।
মধুপান রাসোৎসব জলকেলি কথন॥
বোল বোল বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস।
শ্রীবাস কহে তবে রাস-রসের বিলাস॥

(৪) 'নারায়ণী'—শ্রীবাসের কন্যা, চৈতন্যভাগবত-প্রণেতা বৃন্দাবন দাসের জননী।
(৫) 'সিঁয়ে'—সেলাই করে।
(৬) 'আগল'—অগ্রগণ্য।

কহিতে শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল।
প্রভু শ্রীবাসেরে তুষি আলিঙ্গন কৈল॥
তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণী-স্বরূপ প্রভু আপনে হইলা॥
কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী হয়েন চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি ভক্তগণে দিল প্রেম-ভক্তি॥
এক দিন মহাপ্রভুর নৃত্য-অবসানে।
এক ব্রাহ্মণী আসি ধরিল চরণে॥
চরণের ধূলি সেই লয় বার বার।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার॥
সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িলা।
নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইলা॥
বিজয়-আচার্য্য গৃহে সে রাত্রে রহিলা।
প্রাতঃকালে ভক্ত সব ঘরে লৈয়া গেলা॥
একদিন গোপী-ভাবে গৃহেতে বসিয়া।
"গোপী গোপী" নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া॥
এক পঢ়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে।
"গোপী গোপী" নাম শুনি লাগিলা বলিতে॥
'কৃষ্ণনাম' কেনে না লও 'কৃষ্ণনাম' ধন্য।
"গোপী গোপী" বলিলে বা কিবা হবে পুণ্য॥
শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার (১)।
ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিলা প্রভু পঢ়ুয়া মারিবার॥
ভয়ে পালায় পঢ়ুয়া পাছে পাছে প্রভু ধায়।
আস্তেব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায় (২)॥
প্রভুরে শান্ত করি আনিল নিজ ঘরে।
পঢ়ুয়া পালায়ে গেল পঢ়ুয়া সভারে (৩)॥
পঢ়ুয়া সহস্র যাঁহা পড়ে এক ঠাঞি।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাঁহা যাই॥

শুনি ক্রোধ কৈল সব পঢ়ুয়ার গণ।
সবে মেলি করে তবে প্রভুর নিন্দন॥
সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাই।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্ম ভয় নাঞি॥
পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাহারে।
কোন্ বা মানুষ হয় কি করিতে পারে॥
প্রভুর নিন্দায় সভার বুদ্ধি হৈল নাশ।
সুপঠিত-বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ॥
তথাপি দাম্ভিক পঢ়ুয়া নম্র নাহি হয়।
যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয়॥
সর্ব্বজ্ঞ গোঁসাঞি জানি তা-সভার দুর্গতি।
ঘরে বসি চিন্তেন তা-সভার অব্যাহতি—॥
যত অধ্যাপক আর তার শিষ্যগণ।
ধর্ম্মী-কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন॥
এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে।
আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে॥
নিস্তারিতে আইলাম আমি হৈল বিপরীত।
এ সব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত॥
আমাকে প্রণতি করে হয় পাপক্ষয়।
তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয়॥
মোরে নিন্দা করে যে—না করে নমস্কার।
এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥
এ সব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার।
আর ত কোন উপায় নাই এই যুক্তিসার॥
এই দৃঢ় যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে।
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া নগরে॥
প্রভু তাঁরে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন॥
তুমি ত ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর সংসারমোচন॥

---

(১) 'দোষোদ্গার'—পূতনাবধ প্রভৃতি দোষের উল্লেখ।
(২) 'রহায়'—রক্ষা করে, নিবারণ করে।
(৩) 'সভারে'—সভাতে।

ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বর-অন্তর্য্যামী।
যে করাহ সে করিব স্বতন্ত্র নহি আমি॥
এতবলি ভারতী-গোঁসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাঁহা যাই সন্ন্যাস করিলা॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
মুকুন্দদত্ত, এই তিন কৈল সর্ব্বকার্য্য॥
এই আদি-লীলার কৈল সূত্র গণন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥
যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব (১) করে আস্বাদন॥
স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভাল মতে॥
গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে—আপনার কান্ত॥
গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়—।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন বিনা অন্যত্র না হয়॥
শ্যাম সুন্দর শিখিপিঞ্ছ গুঞ্জা বিভূষণ।
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলী-বদন॥
ইহা বিনু কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার॥

তথাহি—ললিতমাধবে (৬।১৪)

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবী-সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥ ৮

অন্বয়ঃ।—দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ (দুরূহপথাবলম্বী) পশুপেন্দ্রনন্দনজুষঃ (নন্দনন্দননিষ্ঠ) গোপীনাং ভাবস্য তাং প্রক্রিয়াং (গোপীদিগের ভাবের প্রক্রিয়া) বিজ্ঞাতুং কঃ কৃতী ক্ষমতে (কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি বুঝিতে পারেন)? [যতঃ] জিষ্ণুভিঃ চতুর্ভির্ভুজৈঃ অদ্ভুত-রুচিং বৈষ্ণবীং তনুম্ আবিষ্কুর্ব্বতি (যেহেতু—জয়শীল চারিটি হস্তের দ্বারা অদ্ভুত শোভাবিশিষ্ট নারায়ণমূর্ত্তি প্রকট করিলেও ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়) তস্মিন্ অপি যাসাং হন্ত রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি (যে তাঁহাতেও তাঁহাদের অনুরাগোল্লাস সঙ্কুচিত হইয়া থাকে)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের যে ভাব অর্থাৎ প্রেম, সে যে ঠিক কী রকমের তা জ্ঞানীজনও বুঝে উঠতে পারেন না। যে নারায়ণ মূর্ত্তির অতি-সুন্দর ভুবনবিজয়ী চারখানি হাত, শ্রীকৃষ্ণ সেই মূর্ত্তি ধারণ করলে, তা দেখে গোপীদের প্রেমভাব কমে যায়॥ ৮॥

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে (২)।
অন্তর্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধা সনে॥
নিভৃত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট (৩)।
অন্বেষিতে আইলা তাঁহা গোপিকার ঠাট (৪)॥
দূর হৈতে কৃষ্ণ দেখি বলে গোপীগণ।
এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্বস (৫)।
লুকাইতে নারিলা ভয়ে হৈলা বিবশ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি আছেন বসিয়া।
কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া॥
ইহোঁ কৃষ্ণ নহে ইহোঁ নারায়ণ মূর্ত্তি।
এত বলি সভে তাঁরে করে নতি স্তুতি॥
নমো নারায়ণ দেব করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণ সঙ্গ দেহ মোর ঘুচাহ বিষাদ॥
এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ।
হেনকালে রাধা আসি দিল দরশন॥
রাধা দেখি কৃষ্ণ তারে হাস্য করিতে।
সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে॥
লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে।
বহু যত্ন কৈল কৃষ্ণ—নারিল রাখিতে॥

(১) দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য এই চতুর্ব্বিধ।

(২) "রাসৌলিনামক" স্থানে।
(৩) 'বাট'—পথ। (৪) 'ঠাট'—দল।
(৫) 'সাধ্বস'—ভয়।

রাধার বিশুদ্ধ ভাবের অচিন্ত্য প্রভাব।
যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ-স্বভাব ॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ নায়িকাভেদ-প্রকরণে (৬)

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা
কুঞ্জে মৃগাক্ষিগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধুরধিয়া
যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা-
যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা
নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—রাসারম্ভবিধৌ কুঞ্জে নিলীয় বসতা (রাসারম্ভসময়ে কুঞ্জমধ্যে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থানকারী) হরিণা, মৃগাক্ষিগণৈঃ দৃষ্টং স্বং গোপয়িতুম্ উদ্ধুরধিয়া (শ্রীহরি মৃগনয়না গোপীদিগের দ্বারা দৃষ্ট হইয়া নিজেকে লুকাইতে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি দ্বারা) যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা হন্ত [ভোঃ] রাধায়াঃ প্রণয়স্য মহিমা যস্য শ্রিয়া (যে চতুর্ব্বাহুতা সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে, আহা সেই রাধার প্রণয়ের এমনই প্রভাব) প্রভবিষ্ণুনা অপি হরিণা সা চতুর্ব্বাহুতা রক্ষিতুং শক্যা ন আসীৎ (যে বিশেষ প্রভাবশালী হইয়াও—সেই শ্রীহরি সেই চতুর্ব্বাহুতা রক্ষা করিতে পারিলেন না)।

অনুবাদ।—রাসলীলা আরম্ভ হয়েছে। কৃষ্ণ কুঞ্জে লুকিয়েছেন। হরিণনয়না গোপীরা তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। তাঁদের চোখ এড়াবার জন্যে তিনি চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করলেন। কিন্তু হায়! রাধা-প্রেমের এমনি মহিমা! সর্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণু তিনি চতুর্ভুজ, তবু তিনিও তাঁর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি রাধার সম্মুখে চেষ্টা করেও রাখতে পারলেন না ॥ ৯ ॥

সেই ব্রজেশ্বর ইহাঁ—জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী ইহাঁ—শচীদেবী মাতা ॥
সেই নন্দসুত ইঁহা—চৈতন্য-গোঁসাঞি।
সেই বলদেব ইঁহা—নিত্যানন্দ ভাই ॥
বাৎসল্য-দাস্য-সখ্য—তিন ভাবময়।
সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-চৈতন্য সহায় ॥
প্রেমভক্তি দিয়া তেহোঁ ভাসাইল জগতে।
তাঁর চরিত্র লোক না পারে বুঝিতে ॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞি ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির প্রচার ॥
সখ্য-দাস্য দুই ভাব সহজ তাঁহার।
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু ব্যবহার ॥
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
নিজনিজ ভাবে করেন চৈতন্য-সেবন ॥
পণ্ডিত গোঁসাঞি আদি যার যেই রস।
সেই সেই রসে প্রভু হন তাঁর বশ ॥
তেহোঁ শ্যাম বংশী মুখ গোপ বিলাসী।
ইহোঁ গৌর কভু দ্বিজ—কভুত সন্ন্যাসী ॥
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে প্রাণনাথ করি ॥
সেই কৃষ্ণ সেই গোপী—পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর---অতি সুদুর্ব্বোধ ॥
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এইমত হয় ॥
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার।
চিত্রভাব চিত্রগুণ চিত্রব্যবহার ॥
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে তার নাহিক নিস্তার ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাম্—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা
ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ
তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—যে ভাবাঃ অচিন্ত্যাঃ (যে সকল পদার্থ অচিন্ত্য) খলু তান্ তর্কেণ ন যোজয়েৎ (তাহাদিগকে তর্কের দ্বারা যোজনা করিবে না)। যৎ চ প্রকৃতিভ্যঃ পরং তৎ অচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ (যাহা প্রকৃতির বিকারসমূহের অতীত, তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ)।

অনুবাদ।—চিন্তার অতীত বা অলৌকিক যে বিষয় তাকে তর্কশাস্ত্র দিয়ে বিচার কোরো না। সাধারণ লৌকিক ব্যাপারের (বা প্রাকৃতিক নিয়মের) উপরে বা তাই অলৌকিক বা অচিন্ত্য ॥ ১০ ॥

অদ্ভুত চৈতন্য-লীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেই জন যায় চৈতন্যের পদ-পাশ ॥
প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার।
ইহা যেই শুনে শুদ্ধ ভক্তি হয় তার ॥
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইয়ে আস্বাদ ॥
দেখি গ্রন্থে ভাগবতে ব্যাসের আচার।
কথা কহি অনুবাদ করে বার বার ॥
তাতে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদ-গণন।
প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ ॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্য-তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥
তেহোঁত চৈতন্য কৃষ্ণ শচীর নন্দন।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য-কারণ ॥
তঁহি মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ।
যুগধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-প্রেম-প্রচারণ ॥
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন।
স্বমাধুর্য্য প্রেমানন্দ-রস আস্বাদন ॥
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বনিরূপণ।
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন ॥
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত-তত্ত্বের বিচার।
অদ্বৈত আচার্য্য মহাবিষ্ণু-অবতার ॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান।
পঞ্চতত্ত্ব মিলে যৈছে কৈল প্রেমদান ॥
অষ্টমে চৈতন্য-লীলা বর্ণন-কারণ।
এক কৃষ্ণনামের মহা-মহিমা-কথন ॥
নবমেতে ভক্তি-কল্পবৃক্ষের বর্ণন।
শ্রীচৈতন্য-মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ ॥
দশমেতে মূলস্কন্ধের শাখাদি গণন।
সর্ব্বশাখাগণের যৈছে ফল বিতরণ ॥
একাদশে নিত্যানন্দ-শাখা বিবরণ।
দ্বাদশে অদ্বৈতস্কন্ধশাখার বর্ণন ॥
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্ম-বিবরণ।
কৃষ্ণনাম সহ যৈছে প্রভুর জনম ॥
চতুর্দ্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ।
পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা সংক্ষেপ-কথন ॥
ষোড়শ পরিচ্ছেদে কৈশোর-লীলার উদ্দেশ।
সপ্তদশে যৌবন-লীলার কহিল বিশেষ ॥
এই সপ্তদশ প্রকার আদি লীলার প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ মুখবন্ধ ॥
পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ রসের চরিত (১)।
সংক্ষেপে কহিল অতি না কৈল বিস্তৃত ॥
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্য-মঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিলা নিত্যানন্দ আজ্ঞাবলে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত ॥
যেই যেই অংশ কহে শুনে—সেই ধন্য।
অচিরে মিলিবে তার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
শ্রীবাস-গদাধর আদি ভক্তবৃন্দ ॥
যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হৈয়া শিরে ধরোঁ সভার চরণে ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাস আর শ্রীজীবচরণ ॥
শিরে ধরি বন্দোঁ নিত্য করোঁ তাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

---

(১) 'পঞ্চ রসের চরিত'—শ্রীচৈতন্যের জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবন এই পঞ্চ লীলা।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং যৌবন-লীলা-সূত্রবর্ণনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

আদিলীলা সমাপ্তা।

মধ্যলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি
সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে
ভগবান্ সম্প্রসীদতু ॥ ১

অন্বয়ঃ।—অজ্ঞোঽপি (মূর্খেও) যস্য প্রসাদাৎ সদ্যঃ (যাঁর কৃপায় তৎক্ষণাৎ) সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ (সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়) সঃ (সেই) ভগবান্ (পরমেশ্বর) শ্রীচৈতন্যদেবঃ (শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব) মে (আমার প্রতি) সম্প্রসীদতু (প্রসন্ন হউন)।

অনুবাদ।—ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। তার কৃপায় যে কিছুই জানে না সেও সব কিছুই তৎক্ষণাৎ জানতে পারে ॥ ১ ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-
নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ
চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥ ২ ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গো-
র্ম্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ
রাধামদনমোহনৌ ॥ ৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥ ৩ ॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥ ৪ ॥

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী
বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপী-
র্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥ ৫ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় শ্রীবাসাদি জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পূর্ব্বে কহিল আদি-লীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্র-মধ্যেই কহিল ॥
এবে কহি শেষ লীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন ॥
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিলা বর্ণন ॥
সেই ভাগের ইহাঁ সূত্রমাত্র লিখিব।
ইহাঁ যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব ॥
চৈতন্য-লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ ॥
ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ।
শেষলীলার সূত্রগণ করিয়া বর্ণন ॥
চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাঁহা যে করিলা লীলা আদি-লীলা নাম ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাঁহা যেই লীলা তার শেষলীলা নাম ॥
শেষ লীলার মধ্য অন্ত্য দুই নাম হয়।
লীলা ভেদে বৈষ্ণব সব নাম ভেদ কয় ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥

তাঁহা যেই লীলা তার মধ্যলীলা নাম।
তার পাছে লীলা অন্ত্যলীলা অভিধান॥
আদিলীলা মধ্যলীলা অন্ত্যলীলা আর।
এবে মধ্যলীলার কিছু করিয়ে বিস্তার॥
অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্য-গীত-রঙ্গে॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তেহোঁ গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে॥
সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম (১)।
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল যাঁহা তাঁহা (২) প্রেমদান॥
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চৈতন্যের ভক্তি যেহোঁ লওয়াইল সংসার॥
চৈতন্য-গোঁসাঞি যারে বোলে বড় ভাই।
তেঁহো কহে মোর প্রভু চৈতন্য-গোঁসাঞি॥
যদ্যপি আপনে হয়ে প্রভু বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস অভিমান (৩)॥
চৈতন্য সেব চৈতন্য গাও লও চৈতন্য নাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ॥
এই মত লোকে চৈতন্য-ভক্তি লওয়াইল।
দীনহীন নিন্দকাদি সভারে নিস্তারিল॥
তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
প্রভু আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন॥
ভক্তি প্রচারিয়া সর্ব্ব তীর্থ (৪) প্রকাশিল।
মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রচারিল॥
নানাশাস্ত্র আনি কৈল ভক্তিগ্রন্থ সার।
মূঢ়াধম জনেরে তেঁহো করিলা নিস্তার॥
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সর্ব্ব শাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি (৫) করিলা প্রচার॥
হরিভক্তি-বিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশম-টিপ্পনী আর দশম চরিত॥
এই সব গ্রন্থ কৈল গোঁসাঞি সনাতন।
রূপ গোঁসাঞি কৈল যত কে করে গণন॥
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজ-বিলাস বর্ণন॥
রসামৃতসিন্ধু আর বিদগ্ধমাধব।
উজ্জ্বলনীলমণি আর ললিতমাধব॥
দানকেলিকৌমুদী আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশ লীলা-ছন্দ আর পদ্যাবলী॥
গোবিন্দ-বিরুদাবলী তাহার লক্ষণ।
মথুরা-মাহাত্ম্য আর নাটক-বর্ণন॥
লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজ-বিলাস-বর্ণন॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম শ্রীজীব গোঁসাঞি।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাই॥
শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার।
ভক্তি-সিদ্ধান্তের তাতে দেখাইয়াছেন পার॥
গোপালচম্পূ নামে গ্রন্থ মহাশূর (৬)।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর (৭)॥
এইমত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ।
গোষ্ঠী সহিত কৈল বৃন্দাবনবাস॥
প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি (৮) গমন॥
রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহিলা চারিমাস।
প্রভু সঙ্গে নৃত্য-গীত পরম উল্লাস॥

(১) 'উদ্দাম'—উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল।
(২) 'যাহা তাঁহা'—যেখানে সেখানে অর্থাৎ স্থানাস্থান বা পাত্রাপাত্রের বিচার না করিয়া।
(৩) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং বলদেব হইয়াও নিজেকে শ্রীচৈতন্যদেবের দাস বলিয়া মনে করেন।
(৪) শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ সমুদয় তীর্থ।
(৫) 'ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি'—শ্রীব্রজগোপিকাগণের শ্রীকৃষ্ণে কান্তভাবে ভক্তি, অর্থাৎ রাগাত্মিকা ভক্তি। তাহার অনুসরণে রাগানুগা ভক্তি।
(৬) 'মহাশূর'—মহৎ।
(৭) 'ব্রজরসপূর'—ব্রজের রসে পরিপূর্ণ।
(৮) 'নীলাদ্রি'—নীলাচল।

বিদায় সময়ে প্রভু কহিলা সভারে।
প্রত্যব্দ আসিবে সভে গুণ্ডিচা (১) দেখিবারে॥
প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া॥
বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি।
অন্যোন্যে দোঁহার (২) দোঁহা বিন নাহি স্থিতি॥
শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর॥
নিরন্তর রাত্রি-দিন বিরহ-উন্মাদে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পরম বিষাদে॥
যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন।
মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন॥
রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন।
তাঁহা এই পদমাত্র করয়ে গায়ন॥

তথাহি—পদম্

সেইত পরাণ-নাথ পাইনু।
যাঁহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি (৩) গেনু॥
এই ধূয়া গানে নাচেন দ্বিতীয় প্রহর।
কৃষ্ণ লই ব্রজে যাই এভাব অন্তর॥
এই ভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক।
সে শ্লোকের অর্থ কেহো নাহি বুঝে লোক॥

(১) 'প্রত্যব্দ'—প্রতিবৎসর। 'গুণ্ডিচা'—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী গুণ্ডিচা দেবী পুরীতে একটি মণ্ডপ ও দেবী প্রতিষ্ঠা করেন; যাহাতে শ্রীজগন্নাথ দেব রথযাত্রার সময় রথে করিয়া গিয়া সাত দিন থাকেন। ঐ মণ্ডপের নাম গুণ্ডিচা আর এখানে গুণ্ডিচা অর্থ গুণ্ডিচা যাত্রা।

(২) 'দোঁহার'—মহাপ্রভু ও ভক্তের।

(৩) 'ঝুরি'—দগ্ধ হইয়া।

তথাহি—কাব্যপ্রকাশে ১।৪। সাহিত্য দর্পণে ১।১০ পদ্যাবল্যাং (৩৮৬)

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর-
স্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ
প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-
ব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥ ৬

অন্বয়ঃ।—যঃ (যিনি) কৌমারহরঃ (কৌমার্য্য হরণকারী) স এব হি বরঃ (তিনি নিশ্চিত পতি), তা এব চৈত্রক্ষপাঃ (সেইরূপই এই চৈত্র-মাসের রাত্রিগুলি) উন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ (বিকশিত মালতী কুসুমের সৌরভ বহনকারী) প্রৌঢ়াঃ তে চ কদম্বানিলাঃ (মন্দগতি আনন্দদায়ক সেইরূপই কদম্ববনবায়ু), সা চ অস্মি (সেই আমিও আছি) তথাপি তত্র (তথাপি সেই) রেবারোধসি বেতসীতরুতলে (নর্ম্মদাতটে বেতসতরু কুঞ্জে) সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ (রমণ ব্যাপার-কেলি বিষয়ে) চেতঃ (মনঃ) সমুৎকণ্ঠতে (উৎকণ্ঠিত হইতেছে)।

অনুবাদ।—যে আমার কৌমার্য্য হরণ করেছিল—সেই আমার বর। সেইতো মধুরজনী। সেইতো ধূলিকদম্বের বনের বাতাস আরো সুরভি হয়ে উঠেছে—ফুটে-ওঠা মালতী ফুলের সৌরভে। আমিও সেই—তবু রেবানদীর তীরে বেতস তরুতলে যে মিলন হয়েছিল তারই জন্যে আজও আমার মন আকুল হয়ে উঠছে॥ ৬॥

এই শ্লোকের অর্থ জানে একল স্বরূপ।
দৈবে সে বৎসর তাঁহা গিয়াছেন রূপ (৪)॥
প্রভু-মুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোঁসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থ শ্লোক(৫)করিল তথাই॥
শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপন বাসার চালে রাখিল গুঁজিয়া॥

(৪) 'রূপ'—শ্রীরূপগোস্বামী।

(৫) এই শ্লোকের ভাবযুক্ত আর একটি শ্লোক।

শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্র-স্নান করিতে।
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে॥
হরিদাস ঠাকুর আর রূপ সনাতন।
জগন্নাথ মন্দিরে নাহি যায় তিন জন॥
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোগ (১) দেখিয়া।
নিজগৃহে যান এই তিনেরে মিলিয়া॥
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেইজন।
তাঁরে আসি আপনে মিলে প্রভুর নিয়ম॥
দৈবে আসি প্রভু যবে ঊর্দ্ধেতে চাহিলা।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইলা॥
শ্লোক পড়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হইয়া।
রূপ গোঁসাঞি আসি পড়িলা দণ্ডবৎ হৈয়া॥
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া॥
মোর শ্লোকের অভিপ্রায় না জানে কোন জনে।
মোর মনের কথা তুমি জানিলে কেমনে॥
এত বলি তাঁরে বহু প্রসাদ (২) করিয়া।
স্বরূপ গোঁসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লৈয়া॥
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
মোর মনের কথা রূপ জানিলা কেমতে॥
স্বরূপ কহেন যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি হয় তোমার কৃপার ভাজন॥
প্রভু কহে তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।
আলিঙ্গন কৈল সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া॥
যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস (৩) বিবেচনে (৪)।
তুমিও কহিও তাঁরে গূঢ় রসাখ্যানে॥
এসব কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে উদ্দেশ কৈল প্রস্তাব পাইয়া॥

(১) 'উপলভোগ'—ছত্রভোগ, বাল্যভোগ।
(২) 'প্রসাদ'—অনুগ্রহ।
(৩) 'গূঢ়রস'—ব্রজের উজ্জ্বলরস।
(৪) 'বিবেচনে'—বিচার করিতে।

তথাহি—পদ্যাবল্যাং (৩৮।৭)—তথাহি—শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈরুক্তোঽয়ং শ্লোকঃ

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ
সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা
তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেল-
ন্মধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী-
পুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥ ৭

অন্বয়ঃ।—সহচরি (হে সহচরি) সোঽয়ং প্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ (সেই এই প্রিয় কৃষ্ণ) কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ (কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন), তথা অহং সা রাধা (তথা আমিও সেই রাধা) উভয়োঃ তদ্ ইদং সঙ্গমসুখম্ (আমাদের সেই এই মিলন সুখ)। তথাপি মে মনঃ (তথাপি আমার মন) অন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে (যাহার অভ্যন্তর ক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীর পঞ্চম স্বরে মুখরিত থাকিত) কালিন্দীপুলিনবিপিনায় (যমুনাতটস্থিত কাননের জন্য) স্পৃহয়তি (আকাঙ্ক্ষা করিতেছে)।

অনুবাদ।—সখি! কুরুক্ষেত্রে দেখা পেলাম যাঁর তিনি তো আমার সেই দয়িত কৃষ্ণ। আমিও সেই রাধা। আমাদের মিলনসুখও সেই। তবু যমুনাপুলিনের সেই যে বনে বাঁশরীর পঞ্চম সুরের মধুর সুরলহরী জেগে উঠত তারই জন্যে মন আমার ব্যাকুল হয়ে উঠছে॥ ৭॥

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ।
জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ভাবন॥
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন।
যদ্যপি পায়েন তবু ভাবেন ঐছন॥
রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্য গহন।
কাঁহা (৫) গোপবেশ কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন॥
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

(৫) 'কাঁহা'—কোথায়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮২।৪৮ শ্লোকঃ

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—আহুশ্চ (গোপীগণও বলিলেন) নলিননাভ (হে পদ্মনাভ) অগাধবোধৈঃ (পরম জ্ঞানবান) যোগেশ্বরৈঃ (যোগেশ্বরগণ কর্ত্তৃক) হৃদি বিচিন্ত্যং (হৃদয়ে চিন্তনীয়) সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং (ভবরূপ কূপে পতিত জনগণের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ) তে পদারবিন্দং (তোমার চরণকমল) গেহং জুষাং (গৃহবাসিনী) নঃ অপি (আমাদেরও) মনসি সদা উদিয়াৎ (মনে সদা উদিত হউক)।

অনুবাদ।—হে পদ্মনাভ (শ্রীকৃষ্ণ) গভীরজ্ঞানী যোগীরাও তোমার চরণপদ্মের ধ্যান করেন। সংসার কূপে পতিত যারা তাদেরও অবলম্বন তোমারই চরণপদ্ম। গৃহবাসিনী (অথবা গৃহগমনে উন্মুখ) আমাদের মনেও তোমারই চরণপদ্ম উদিত হোক॥ ৮॥

তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে।
উদয় করয়ে যদি তবে বাঞ্ছা পূরে (১)॥
ভাগবতের শ্লোক-গূঢ়ার্থ বিশদ করিয়া।
রূপ গোঁসাঞি শ্লোক কৈল লোক বুঝাইয়া॥

তথাহি—ললিতমাধবে (১০।৩৬)

যা তে লীলারসপরিমলো-
দ্গারিবন্যা-পরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা
মাথুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপী-
ভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনো-
ল্লাসিবেণুর্বিহারম্॥ ৯

অন্বয়ঃ।—তে (তোমার) লীলারসপরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা (লীলারস সুগন্ধপরিবেষণকারী বন্যা ধারায় প্লাবিতা) মাধুরীভিঃ বৃতা (মাধুর্য্য পুঞ্জে আবৃতা) মাথুরী (মথুরা সমীপবর্ত্তিনী) ধন্যা যা ক্ষৌণী (প্রশংসনীয়া যে ব্রজভূমি) বিলসতি (বিরাজ করিতেছে) তত্র চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ (চঞ্চল-স্বভাবা গোপবধূরূপে ভাববিমুগ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট) অস্মাভিঃ (আমাদের সহিত) সংবীতঃ (সম্মিলিত) বদনোল্লাসিবেণুঃ (উল্লাসী—মধুরধ্বনিকারী বেণু যুক্ত বদনে) 'সন্' ত্বং বিহারং কলয় (তুমি বিহার কর)।

অনুবাদ।—ধন্য সেই মধুময়ী মথুরা, যার বনভূমি তোমারই লীলারসের পরিমলের উদ্গারে সুরভি (অর্থাৎ যে বনভূমি তোমার লীলাসকল মনে করিয়ে দেয়)। সেখানে আবার তুমি উল্লাসে বেণু বাজিয়ে বিহার কর আর প্রেমে গোপরমণী আমরাও মিলিত হই॥ ৯॥

এই মত মহাপ্রভু দেখে জগন্নাথে।
সুভদ্রা সহিত দেখে বংশী নাহি তাতে॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা পাব এই বাঞ্ছা বাড়ে অনুক্ষণ॥
রাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
উদ্ঘূর্ণা-প্রলাপ (২) তৈছে প্রভুর রাত্রিদিনে॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল।
এইমত শেষলীলা ত্রিবিধানে (৩) কৈল॥
সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর কৈল যে যে কর্ম্ম।
অনন্ত অপার তার কে জানিবে মর্ম্ম॥
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন।
মুখ্য মুখ্য লীলার করি সূত্র গণন॥
প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাস করণ।
প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ॥
তবেত চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন।
রাঢ় দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ॥

---

(১) বিশুদ্ধ প্রেমাশ্রিতা ব্রজগোপীগণ ঐশ্বর্য্যাশ্রিত কৃষ্ণের দর্শনে প্রীতিলাভ করিতে না পারিয়া বৃন্দাবনে মধুর ভাবাশ্রিত কৃষ্ণকে সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন।

(২) 'উদ্ঘূর্ণা-প্রলাপ'—প্রেমবিবশতাজনিত অনর্থক বাক্য।

(৩) 'ত্রিবিধানে'—তিন প্রকারে।

নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লঞা আইলা যমুনা বলিয়া॥
শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন।
প্রথমভিক্ষা(১) কৈলা তাঁহা রাত্রে সংকীর্ত্তন॥
মাতা ভক্তগণে তাঁহা করিল মিলন।
সর্ব্ব সমাধান করি কৈল নীলাদ্রি গমন॥
পথে নানা লীলা রস দেব দরশন।
মাধবপুরীর কথা গোপাল-স্থাপন॥
ক্ষীর চুরির কথা সাক্ষী-গোপাল বিবরণ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড-ভঞ্জন॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈঞা পড়িলা ভূমিতে॥
সার্ব্বভৌম লঞা আইলা আপন ভবন।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন॥
নিত্যানন্দ-জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
পাছে আসি মিলি সভে পাইলা আনন্দ॥
তবে ত সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ(২)করিল।
আপন ঈশ্বর-মূর্ত্তি (৩) তাঁরে দেখাইল॥
তবেত করিলা প্রভু দক্ষিণ গমন।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন॥
জিয়ড়-নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ-স্তবন।
পথে পথে গ্রামে গ্রামে নাম প্রবর্ত্তন॥
গোদাবরী-তীরে বনে বৃন্দাবন ভ্রম।
রামানন্দ রায় সনে তাঁহাঞি মিলন॥
ত্রিমল্ল ত্রিপদী স্থান কৈল দরশন।
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণ নাম প্রচারণ॥
তবেত পাষণ্ডীগণে (৪) করিল দলন।
অহোবল নৃসিংহাদি কৈল দরশন॥

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির॥
ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাঁহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারিমাস॥
শ্রীবৈষ্ণব (৫) ত্রিমল্ল ভট্ট পরম পণ্ডিত।
গোঁসাইর পাণ্ডিত্যপ্রেমে হইলা বিস্মিত॥
চাতুর্ম্মাস্য তাঁহা প্রভু শ্রীবৈষ্ণব সনে।
গোঙাইলা নৃত্যগীত-কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে॥
চাতুর্ম্মাস্য অন্তে পুন দক্ষিণে গমন।
পরমানন্দ পুরী সনে তাঁহাই মিলন॥
তবে ভট্টমারী (৬) হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার।
রামজপী বিপ্রমুখে কৃষ্ণনাম প্রচার॥
শ্রীরঙ্গপুরীর সহ হইল মিলন।
রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখ (৭) বিমোচন॥
তত্ত্ববাদী সহ কৈল তত্ত্বের বিচার।
আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তা সবার॥
অনন্ত পুরুষোত্তম শ্রীজনার্দ্দন।
পদ্মনাভ বাসুদেব কৈল দরশন॥
তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল বিমোচন।
সেতুবন্ধে স্নান রামেশ্বর দরশন॥
তাঁহাই করিল কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ।
মায়া-সীতা নিল রাবণ তাহাতে লিখন॥
শুনিয়া প্রভুর হৈল আনন্দিত মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ॥
সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি নিল।
রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
দুই পুস্তক লঞা আইলা উত্তম জানিঞা॥
পুনরপি নীলাচলে গমন করিল।
ভক্তগণ মিলি স্নানযাত্রা দেখিল॥

(১) 'ভিক্ষা'—অন্নভিক্ষা।
(২) 'প্রসাদ'—অনুগ্রহ।
(৩) 'ঈশ্বরমূর্ত্তি'—চতুর্ভুজ মূর্ত্তি।
(৪) 'পাষণ্ডীগণ'—বৌদ্ধগণ।
(৫) 'শ্রীবৈষ্ণব'—শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব।
(৬) 'ভট্টমারী'—বামাচারী সন্ন্যাসিবিশেষ।
(৭) 'দুঃখ'—সীতাহরণ রূপ দুঃখ।

অনবসরে (১) জগন্নাথের না পাঞা দর্শন।
বিরহে আলাল-নাথ করিল গমন ॥
ভক্তসঙ্গে দিনকত তাহাঞি রহিল।
গৌড়ের ভক্ত আইসে সমাচার পাইল ॥
নিত্যানন্দ সার্ব্বভৌম আগ্রহ করিয়া।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া ॥
বিরহে বিহ্বল প্রভু না জানে রাত্রিদিনে।
হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে ॥
সবে মিলি যুক্তি করি কীর্ত্তন আরম্ভিল।
কীর্ত্তন আবেশে প্রভুর মনস্থির হৈল ॥
পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা।
নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা ॥
রাজ-আজ্ঞা লঞা তিঁহো (২) আইলা কথো দিনে।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে ॥
কাশীমিশ্রে কৃপা প্রদ্যুম্ন মিশ্রাদি মিলন।
পরমানন্দপুরী গোবিন্দ কাশীশ্বরাগমন ॥
দামোদর স্বরূপ মিলন পরম আনন্দ।
শিখি মাহিতি মিলন রায় ভবানন্দ ॥
গৌড় দেশ হৈতে সব বৈষ্ণবের আগমন।
কুলীনগ্রামবাসী সঙ্গে প্রথম মিলন ॥
নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী।
শিবানন্দ সেন সঙ্গে মিলিলা সবে আসি ॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ।
সভা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন ॥
সভা সঙ্গে তবে রথযাত্রা দরশন।
রথ আগে নৃত্য করি উদ্যান গমন ॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেই স্থানে।
গৌড়িয়া ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে ॥

প্রত্যব্দ (৩) আসিবে রথযাত্রা দরশনে।
এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে ॥
সার্ব্বভৌম-ঘরে প্রভুর ভিক্ষা (৪) পরিপাটি।
ষাঠির মাতা কহে যাতে রাণ্ডী হউক ষাঠি (৫) ॥
বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্ত আগমন।
শিবানন্দ সেন করে সভার পালন ॥
শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্।
প্রভুর চরণ দেখি কৈল অন্তর্দ্ধান ॥
পথে সার্ব্বভৌম সহ সভার মিলন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন ॥
প্রভুরে মিলিলা সর্ব্ব বৈষ্ণব আসিয়া।
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সভারে লইয়া ॥
সভা লঞা কৈল গুণ্ডিচা-গৃহ সম্মার্জ্জন।
রথযাত্রা দরশনে প্রভুর নর্ত্তন ॥
উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস।
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস ॥
গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জলকেলি।
হোরাপঞ্চমীতে দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি ॥
কৃষ্ণজন্ম যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈলা।
দধিভার বহি তবে লগুড় (৬) ফিরাইলা ॥
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়।
সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্ত্তন সদায় ॥
বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েতে গমন।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন ॥

---

(১) 'অনবসরে'—স্নানযাত্রার পর 'নবযৌবন' দর্শনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথ দর্শনের বাধা হইলে।

(২) 'তিঁহো'—তিনি অর্থাৎ শ্রীরামানন্দ।

(৩) 'প্রত্যব্দ'—প্রতি বৎসর।

(৪) 'ভিক্ষা'—অন্নভিক্ষা, ভোজন।

(৫) 'ষাঠির মাতা'—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পত্নী। কন্যার নাম ষাঠি। রাণ্ডী—বিধবা। (ষাঠির স্বামী মহাপ্রভুর ভোগের আয়োজন দেখিয়া বলিয়াছিল যে, সন্ন্যাসী একা এতগুলি অন্ন খাইবে! তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সার্ব্বভৌম-পত্নী বলিয়াছিলেন, ষাঠি বিধবা হউক)।

(৬) 'লগুড়'—লাঠি।

পুরী গোঁসাঞি সঙ্গে বস্ত্র প্রদান প্রসঙ্গ।
রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক (১) পর্য্যন্ত ॥
আসি বিদ্যাবাচস্পতি (২) গৃহেতে রহিলা।
প্রভুরে দেখিতে লোক সংঘট্ট (৩) হইলা ॥
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম।
লোকভয়ে রাত্র্যে প্রভু আইলা কুলিয়া গ্রাম॥
কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন ॥
কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাস অপরাধ ॥
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে ॥
বৃন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি নৃসিংহানন্দ।
পথ সাজাইল মনে পাইয়া আনন্দ ॥
কুলিয়া নগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল।
নির্ব্বৃন্ত (৪) পুষ্পের শয্যা উপরে পাতিল ॥
পথে দুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী।
মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী ॥
রত্নবান্ধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল।
নানা পক্ষী কোলাহল সুধাসম জল ॥
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা।
কানাইর নাটশালা(৫) পর্য্যন্ত লইল বান্ধিঞা॥
আগে মন নাহি চলে না পারে বান্ধিতে।
পথ বান্ধা না যায় নৃসিংহ হইলা বিস্মিতে ॥
নিশ্চয় করিয়া কহে শুন সর্ব্বগণ।
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥
কানাইর নাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া।
জানিবে পশ্চাৎ কহিনু নিশ্চয় করিয়া ॥

গোঁসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিলা বৃন্দাবন।
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ ॥
যাঁহা যাঁহা যায় তাঁহা কোটি সংখ্য লোক।
দেখিতে আইসে দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক ॥
যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে।
সেই মৃত্তিকা লয় লোক গর্ত্ত হয় পথে ॥
ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপাম ॥
তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইল দেখিতে চরণ ॥
গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া ॥
বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে হয়।
সেই ত গোঁসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
কাজী যবন ইঁহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন (৬) যাঁহা উঁহার মন ॥
কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল ॥
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্য্যটন।
তাঁরে দেখিবারে আইসে দুই চারিজন ॥
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি হয় আরো হানি ॥
রাজারে প্রবোধি কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে প্রভুরে পাঠাইল কহিয়া ॥
দবীর খাসেরে (৭) রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোঁসাঞির মহিমা তেঁহো লাগিলা কহিতে॥
যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোঁসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিল আসিঞা ॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে কার্য্যসিদ্ধি হয়।
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয় ॥

(১) 'ভদ্রক'—ভদ্রক নামক গ্রাম।
(২) 'বিদ্যাবাচস্পতি'—সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা।
(৩) 'সংঘট্ট'—একত্র মিলিত।
(৪) 'নির্ব্বৃন্ত'—বোঁটাশূন্য।
(৫) 'কানাইর নাটশালা'—রাজমহলের নিকটস্থ স্বনাম-প্রসিদ্ধ স্থান।
(৬) 'বুলুন'—ভ্রমণ করুন।
(৭) শ্রীরূপ গোস্বামীর অপূর্ব্ব লেখা দেখিয়া গৌড়ের রাজা ইঁহাকে দবীর-খাস উপাধি দেন।

মোরে কেন পুছ তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশ সম॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয় সেই ত প্রমাণ॥
রাজা কহে শুন মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহোঁ নাহিক সংশয়॥
এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে।
তবে দবীর খাস আইলা আপনার ঘরে॥
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিঞা।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইঞা॥
অর্দ্ধরাত্র্যে দুই ভাই আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাস সনে॥
তাঁরা দুই জন জানাইলা প্রভুর গোচরে।
রূপসাকরমল্লিক(১) আইলা তোমা দেখিবারে॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে (২) ধরিঞা।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
দৈন্য রোদন করে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল॥
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে যোড় হাত করি॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥
নীচজাতি নীচসঙ্গী করি নীচকাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাম্

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা
নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে
কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥ ১০

অন্বয়ঃ।—হে পুরুষোত্তম! মৎতুল্যঃ (আমার সমান) পাপাত্মা কশ্চন (পাপী কেহই) নাস্তি (নাই) অপরাধী চ (অপরাধীও) কশ্চন নাস্তি (কেহ নাই) পরিহারেঽপি (তোমার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও) মে লজ্জা, কিং ব্রুবে (আমার লজ্জা হইতেছে, কি আর বলিব)।

অনুবাদ।—হে পুরুষোত্তম! আমার মত পাপী নেই, অপরাধীও কেউ নেই। কি আর বলব—দোষের মার্জ্জনা চাইতেও আমার লজ্জা বোধ হয়॥ ১০॥

পতিত পাবন হেতু তোমার অবতার।
আমি বহি জগতে পতিত নাহি আর॥
জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাঁহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার॥
ব্রাহ্মণ-জাতি তারা নবদ্বীপে ঘর।
নীচসেবা না করে নহে নীচের কূর্পর (৩)॥
সবে এক দোষ তার হয় পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার॥
তোমার নাম লঞা করে তোমার নিন্দন।
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ॥
জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণে।
অধম পতিত পাপী আমি দুইজনে॥
ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসেবী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥
মোর কর্ম্ম (৪) মোর হাথে গলায় বান্ধিঞা।
কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলাইয়া॥
আমা উদ্ধারিতে বলী (৫) নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি সবে (৬) তোমা বিনে॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ বল।
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল॥

---

(১) 'সাকর'—সনাতন গোস্বামীর উপাধি। 'মল্লিক'—শ্রেষ্ঠ।
(২) 'দশনে'—দন্তে।
(৩) 'কূর্পর'—অধীন অর্থাৎ দাস।
(৪) 'কর্ম্ম'—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল।
(৫) 'বলী'—বলবান্, সমর্থ।
(৬) 'সবে'—কেবলমাত্র।

সত্য এক বাত (১) কহোঁ শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে নাহি হয় ॥
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া (২) সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল ॥

তথাহি—যামুনমুনিবিরচিতে স্তোত্ররত্নে (৫০)

ন মৃষা পরমার্থমেব মে
শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা
দয়নীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—হে নাথ (প্রভো), অগ্রতঃ (তোমার অগ্রে) মে (আমার) এবং বিজ্ঞাপনং (এক নিবেদন) শৃণু (শ্রবণ কর) পরমার্থম্ এব (যথার্থ সত্য) ন মৃষা (ইহা মিথ্যা নহে) যদি মে (যদি আমাকে) ন দয়িষ্যসে (দয়া না কর) তদা তব দয়নীয়ঃ দুর্ল্লভঃ (তাহা হইলে তোমার দয়ার যোগ্য পাত্র দুর্ল্লভ হইবে)।

অনুবাদ।—হে প্রভু! আমার এক আন্তরিক নিবেদন শোনো—এ কথা মিথ্যা, নয়, যদি আমাকে না দয়া কর, তবে আর দয়ার পাত্র তোমার কোথায়? ॥ ১১ ॥

আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ ॥
বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চাহে করে (৩)।
তৈছে এই বাঞ্ছা মোর উঠয়ে অন্তরে ॥

তথাহি—যামুনমুনিবিরচিতে স্তোত্ররত্নে (৪৬)

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্॥ ১২

অন্বয়ঃ।—নাথ (হে নাথ) সঃ অহম্ (আমি) কদা (কোন্ দিন) [তে (তোমার)] ঐকান্তিকনিত্য-কিঙ্করঃ (একান্ত অনুগত নিত্য সেবাপরায়ণ) [সন্ (হইয়া)] জীবিতং (জীবনকে) প্রহর্ষয়িষ্যামি (আনন্দিত করিব) ভবন্তম্ এব (তোমাকেই) নিরন্তরং (সর্ব্বদা) অনুচরন্ (সেবা করিয়া) প্রশান্ত-নিঃশেষমনোরথান্তরঃ সন্ (অন্যরূপ মনোবাসনা হইতে সম্যক্‌রূপে বিমুক্ত হইব)।

অনুবাদ।—হে প্রভু! সর্বদা তোমারই সেবা করে সমস্ত বিষয়-বাসনাকে দূর করব কবে? একান্ত-ভাবে তোমারই নিত্যদাস হব কবে? এইভাবে করে আমি জীবনকে আনন্দিত করে তুলব? ১২ ॥

শুনি প্রভু কহে শুন রূপ-দবীর খাস্।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ॥
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥
দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠাইলে বারবার।
সেই পত্রীদ্বারা জানি তোমার ব্যবহার ॥
তোমার হৃদয়-ইচ্ছা জানি পত্রী দ্বারে।
তোমা শিক্ষাইতে শ্লোক পাঠাইল তোমারে ॥

তথাহি—শিক্ষাশ্লোকঃ

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—পরব্যসনিনী (পরপুরুষে আসক্তা) নারী (কুল রমণী) গৃহকর্ম্মসু ব্যগ্রাপি (গৃহকর্ম্মে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিয়াও) অন্তঃ (হৃদয়ে) তদেব (সেই পূর্ব্বাস্বাদিত) নবসঙ্গরসায়নং (পর পুরুষের সহিত নব মিলনের আনন্দ) আস্বাদয়তি (আস্বাদন করে)।

অনুবাদ।—অন্যের প্রতি অনুরাগিণী রমণী ঘরের কাজে ব্যস্ত থেকেও অন্তরে সর্ব্বদাই কান্তের সঙ্গে নবমিলনসুখ অনুভব করে ॥ ১৩ ॥

গৌড় নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইঁহা আগমন ॥
এই মোর মনের কথা কেহো নাহি জানে।
সভে বোলে কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে॥

(১) 'বাত'—কথা।
(২) 'স্বদয়া'—নিজ দয়া।
(৩) 'করে'—হস্তে।

ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘরে যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে ॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার ॥
এত বলি দোঁহার শিরে ধরে দুই হাতে।
দুই ভাই প্রভুপদ নিল নিজ মাথে ॥
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে।
সভে কৃপা করি উদ্ধারহ দুই জনে ॥
দুই জনে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণে।
হরি হরি বোলে সভে আনন্দিত মনে ॥
নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধর।
মুকুন্দ-জগদানন্দ-মুরারি-বক্রেশ্বর ॥
সভার চরণ ধরি পড়ে দুই ভাই।
সভে বোলে ধন্য তুমি পাইলে গোঁসাঞি ॥
সভা পাশ আজ্ঞা লঞা চলন সময়।
প্রভুপদে কহে কিছু করিয়া বিনয় ॥
ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ(১) ॥
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি ॥
যাঁর সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবন যাত্রার এই নহে পরিপাটী ॥
যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়।
তথাপি লৌকিক-লীলা লোকচেষ্টাময় ॥
এত বলি চরণ বন্দি গেলা দুই জন।
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন ॥
প্রাতে চলি আইলা কানাইর নাটশালা।
দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্রলীলা (২) ॥

সেই রাত্রে প্রভু তাঁহা চিন্তে মনে মন।
সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে বলিল সনাতন ॥
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে।
কিছু সুখ না পাইব হবে রসভঙ্গে ॥
একাকী যাইব কিংবা সঙ্গে একজন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন ॥
এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি।
নীলাচলে যাব বলি চলিলা গৌরহরি ॥
এইমত চলি চলি আইলা শান্তিপুরে।
দিন পাঁচ সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে ॥
শচীদেবী আনি তাঁরে কৈল নমস্কার।
সাত দিন তাঁর ঠাঁই ভিক্ষা ব্যবহার ॥
তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা করিলা গমনে।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে ॥
জন দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে।
আমারে মিলিবা আসি রথযাত্রাকালে ॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত দামোদর।
দুই জন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল ॥
দিনকথো তাঁহা রহি চলিলা বৃন্দাবন
লুকাঞা চলিলা রাত্রে না জানে কোনজন ॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে।
ঝাড়িখণ্ড পথে (৩) কাশী আইলা মহারঙ্গে ॥
দিন চারি কাশীতে রহি গেলা বৃন্দাবন।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন ॥
লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির।
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরার বাহির ॥
গঙ্গাতীরে পথে লঞা প্রয়াগে আইলা।
শ্রীরূপ আসি প্রভুকে তাঁহাই মিলিলা ॥
দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা।
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥

(১) 'গৌড়রাজ'—হোসেনশাহ।

(২) জনশ্রুতি আছে যে, দিনাজপুর প্রদেশে বাণ রাজার বাটী ছিল, তৎকন্যা উষার হরণ কালে শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্থানে অবস্থিতি করেন, সেই চিহ্ন কিছু কিছু আছে, তাহা দর্শন করেন।

(৩) 'ঝাড়িখণ্ড পথে'—বনপথে। 'মহা রঙ্গে'—ব্যাঘ্রাদি পশুকে হরি বলাইয়া।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—

(মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ, ১৩৮ পৃষ্ঠা)।
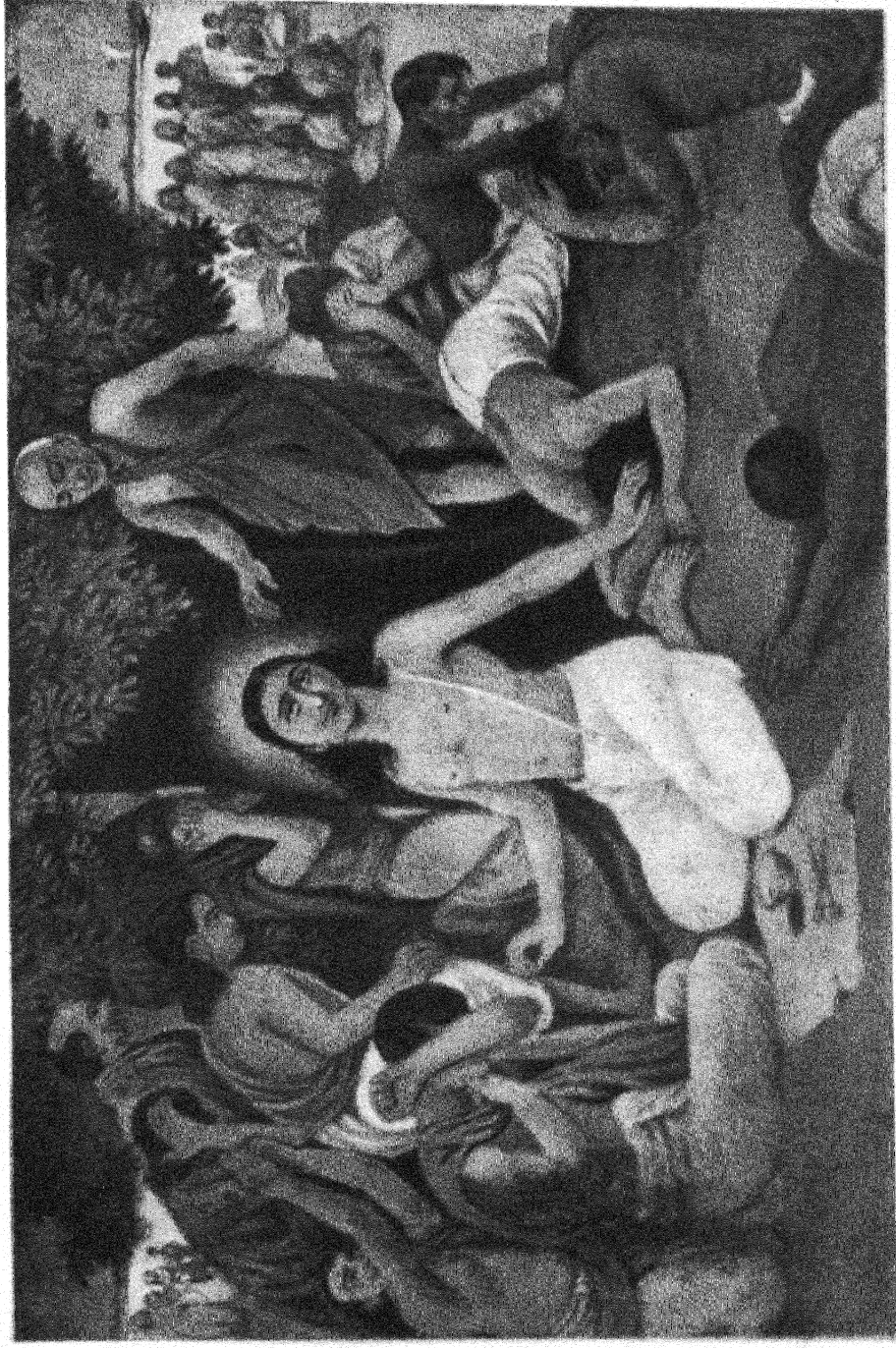
প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাস করণ।
প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ॥

শ্রীরূপের শিক্ষা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন॥
কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিল সনাতন।
দুই মাস রহি তাঁহে করাইল শিক্ষণ॥
মথুরা পাঠাইল তাঁরে দিয়া ভক্তিবল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি গেলা নীলাচল॥
ছয় বৎসর ঐছে প্রভু করিলা বিলাস।
কভু ইতি উতি গতি কভু ক্ষেত্রে বাস॥
মধ্যলীলার করিল এই সূত্র গণন।
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচল আইলা।
আঠার বর্ষ তাঁহা বাস কাঁহা নাহি গেলা॥
প্রতিবর্ষ আইসে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন॥
নিরন্তর নৃত্য গীত কীর্ত্তন বিলাস।
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ॥
পণ্ডিত গোঁসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস॥
জগদানন্দ ভগবান গোবিন্দ কাশীশ্বর।
পরমানন্দ পুরী আর স্বরূপ দামোদর॥
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভু সঙ্গে এই সব কৈল নিত্য স্থিতি॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি বাসুদেব মুরারি যত দাস॥
প্রতিবর্ষে আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস।
তাঁহা সভা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস॥
হরিদাসের সিদ্ধি প্রাপ্তি অদ্ভুত সে সব।
আপনি মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব॥
তবে রূপ গোঁসাঞির পুনরাগমন।
তাঁর হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তি সঞ্চারণ॥
তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড॥
তবে সনাতন গোঁসাঞির পুনরাগমন।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা পুনঃ তাঁরে পাঠাইল বৃন্দাবন।
অদ্বৈতের হাথে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে।
তাঁরে পাঠাইলা গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে॥
তবেত বল্লভ ভট্ট (১) প্রভুরে মিলিলা।
কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা॥
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ স্থানে।
কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি তাঁর গুণে॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ ভ্রাতা।
রাজা মারিতেছিল প্রভু হৈল ত্রাতা॥
রামচন্দ্র-পুরী ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইলা (২)।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি অর্দ্ধেক রাখিলা॥
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে হয়ে চৌদ্দভুবন।
চৌদ্দভুবনে বৈসে যত জীবগণ॥
মনুষ্যের বেশ ধরি যাত্রিকের ছলে।
মহাপ্রভু দর্শন করে আসি নীলাচলে॥
একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন॥
শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচনে।
কৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তনে॥
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সভাকার মন।
স্বতন্ত্র হইয়া সভে নাশাবে ভুবন॥
দশদিকের কোটি কোটি লোক হেনকালে।
জয় কৃষ্ণচৈতন্য বলি করে কোলাহলে॥
জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার।
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার॥
বহুদূর হৈতে আইলা হঞা বড় আর্ত্ত।
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ॥
শুনিয়া লোকের দৈন্য আর্দ্র হৈল হৃদয়।
বাহিরে আসি দরশন দিল দয়াময়॥

(১) 'বল্লভ ভট্ট'—গোকুলস্থ গোস্বামীদিগের পূর্ব্বপুরুষ।
(২) 'ঘাটাইলা'—সঙ্কোচ করিল, কমাইল।

বাহু তুলি বোলে প্রভু বোল হরি হরি।
উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিগ্ ভরি ॥
প্রভু দেখি প্রেমে লোক আনন্দিত মন।
প্রভুরে ঈশ্বর বলি করয়ে স্তবন ॥
স্তব শুনি প্রভুরে কহয়ে শ্রীনিবাস।
ঘরে গুপ্ত হও কেন বাহিরে প্রকাশ ॥
কে শিখাইল এ লোকে কহে কোন বাত।
ইহা সভার মুখ ঢাক দিয়া নিজ হাথ ॥
সূর্য্য যে উদয় করি চাহে লুকাইতে।
বুঝিতে না পারি তোমার তৈছে চরিতে ॥
প্রভু কহেন শ্রীনিবাস ছাড় বিড়ম্বনা।
সভে মেলি কর মোর কতেক লাঞ্ছনা ॥
এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টি দান।
অভ্যন্তরে গেলা লোকের পূর্ণ হৈল কাম ॥
রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ পাশে গেলা।
চিড়া দধি মহোৎসব তাঁহাই করিলা ॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে।
প্রভু তাঁরে সমর্পিল স্বরূপের স্থানে ॥
ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর।
এইমত লীলা কৈল ছয় বৎসর ॥
এইত কহিল মধ্য লীলার সূত্রগণ।
অন্ত্যলীলার সূত্রের করি বিস্তার বর্ণন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মধ্যলীলাসূত্রবর্ণনং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।
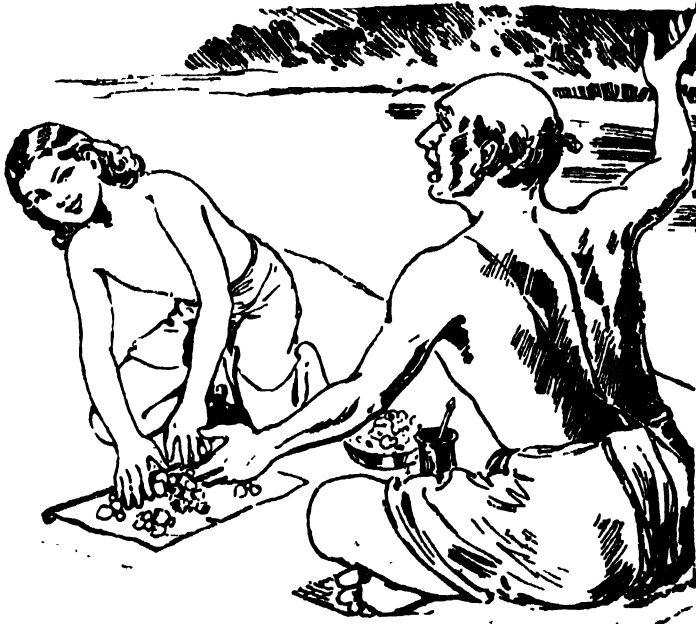
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্য-
লীলাসূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদ-
প্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে॥ ১

অন্বয়ঃ।—অন্ত্যলীলা-সূত্রানুবর্ণনে (অন্ত্যলীলার সূত্র অনুবর্ণনযুক্ত) অস্মিন্ বিচ্ছেদে (এই পরিচ্ছেদে) প্রভোঃ গৌরস্য (শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর) কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাদি (শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত প্রলাপাদি) অনুবর্ণ্যতে (বর্ণিত হইতেছে)।

অনুবাদ।—এই পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা-অনুসারে—কৃষ্ণকে না পেয়ে যে সব প্রলাপ ইত্যাদি তিনি করেছিলেন তারই বর্ণনা করা হচ্ছে॥ ১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা (১) সদা প্রলাপময় বাদ (২)॥
রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে (৩)।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
গম্ভীরা (৪) ভিতরে রাত্র্যে নাহি নিদ্রা লব (৫)।
ভিত্ত্যে মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব॥
তিন দ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে॥
চটক পর্ব্বত (৬) দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্চ্ছা যান॥
কাঁহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥
হস্ত পদের সন্ধি যত বিতস্তি (৭) প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে চর্ম্ম রহে স্থানে॥
হস্তপদ শির সব শরীর ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয় কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে॥
এইমত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা বাক্যে হাহা হুতাশ॥
কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ (৮) ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক॥
এই মত বিলাপ করে বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক (৯) শ্লোক পড়ে নিরন্তর॥

তথাহি—জগন্নাথবল্লভনাটকে তৃতীয়াঙ্কে নবমশ্লোকে মদনিকাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যম্।

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরি-
র্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো
জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।

(১) 'ভ্রমময় চেষ্টা'—এক করিতে আর এক করা।

(২) 'বাদ'—বচন। (৩) 'হালে'—নড়ে।

(৪) 'গম্ভীরা'—চোরাকুঠরী, ঘরের ভিতর ঘর, আলিন্দের পর দালান, তাহার ভিতরের ক্ষুদ্র গৃহ।

(৫) 'লব'—লেশ।

(৬) 'চটক পর্ব্বত'—গুণ্ডিচা মন্দির এবং সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী একটি বৃহৎ বালুকাস্তূপ।

(৭) 'বিতস্তি'—দ্বাদশাঙ্গুল, বিঘত, অর্দ্ধ হস্ত।

(৮) 'কাঁহা করোঁ'—কি করিব। 'কাঁহা পাঙ'—কোথায় পাইব।

(৯) 'রায়ের নাটক'—শ্রীরামানন্দ রায়ের শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক।

অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং
নো জীবনং বাশ্রবম্
দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং
হা হা বিধেঃ কা গতিঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—অয়ম্ (এই) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) প্রেমচ্ছেদ-রুজঃ (প্রেমভঙ্গজনিত ব্যাধি) ন অবগচ্ছতি (অবগত নহেন) চ প্রেম বা (এবং প্রেমও), স্থানাস্থানং ন অবৈতি (স্থানাস্থান জানে না) মদনোঽপি (মদনও) নঃ (আমাদিগকে) দুর্ব্বলাঃ ন জানাতি (দুর্ব্বলা বলিয়া জানে না), চ অন্যঃ (এবং অন্যজন) অন্যদুঃখম্ অখিলম্ (অন্যজনের সমস্ত দুঃখ) ন জানাতি (জানে না), বা জীবনং ন আশ্রবং (জীবনও দুঃখমাত্র), ইদং যৌবনম্ (এই যৌবন) দ্বিত্রাণি এব দিনানি (দুই তিন দিন মাত্র), হা হা বিধেঃ কা গতিঃ (হায় হায় বিধাতার এ কেমন বিধান)।

অনুবাদ।—হায়! বিধাতার কি বিধান! দয়িত কৃষ্ণ প্রেমভঙ্গের বেদনা জানেন না। প্রেম জানে না স্থান আর অস্থান। (কামদেব) জানে না আমরা ভীরু। একে অন্যের দুঃখ অনুভব করিতে পারে না।—হায়, জীবন আমাদের দুঃখময়, যৌবনও দুদিনের মাত্র ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ যথা রাগঃ।

উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখপূর (১)
কৃষ্ণ তাহা নাহিক রে পান্ (২)।
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কায়,
পরনারী বধে সাবধান ॥
সখিহে না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈল প্রীত, হৈল দুঃখ বিপরীত,
এবে যায় না রহে পরাণ ॥
কুটিলপ্রেমা অগেয়ান (৩) নাহি জানে স্থানাস্থান
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রুর শঠের গুণডোরে, হাতে গলে বান্ধি মোরে
রাখিয়াছে নারি উকাশিতে (৪) ॥
যে মদন তনুহীন (৫), পরদ্রোহে পরবীণ (৬)
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ (৭)।
অবলার শরীরে, বিন্ধি করে জরজরে,
দুঃখ দেয়, না লয় জীবন ॥
অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্য তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে।
অন্যজন কাঁহা লিখি, নাহি জানে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য্য ধরিবারে (৮) ॥
কৃষ্ণকৃপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার
সখি তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,
তত দিন জীবে (৯) কোন্ জন ॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি।
নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন (১০)
সে যৌবন দিন দুই চারি ॥

---

(১) প্রেমভঙ্গজনিত দুঃখসমূহ।

(২) নবোৎপন্ন প্রেমাঙ্কুরভঙ্গ হইলে যে দুঃখ হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করেন না।

(৩) 'অগেয়ান'—জ্ঞানশূন্য, অজ্ঞান।

(৪) 'উকাশিতে'—উন্মোচন করিতে, ছড়াইতে, খুলিতে।

(৫) 'তনুহীন'—শরীরবিহীন।

(৬) 'পরদ্রোহে পরবীণ'—পরের অনিষ্ট সাধনে প্রবীণ।

(৭) 'পাঁচ বাণ'—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তম্ভন। অথবা অরবিন্দ, অশোক, নব মল্লিকা, আম্রমুকুল, নীলোৎপল—এই পঞ্চপুষ্পে পঞ্চবাণের পঞ্চবাণ। 'সন্ধে'—নিক্ষেপ করে।

(৮) অন্যের কথা কি আর বলিব! নিজের যে অন্তরঙ্গা সখী—সেও আমার প্রাণের দুঃখ বুঝিতেছে না। সেই জন্যই সে আমাকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে বলিতেছে।

(৯) 'জীবে'—জীবিত থাকিবে।

(১০) 'যারে…মন'—যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত আকৃষ্ট হয়।

অগ্নি যৈছে নিজধাম(১), দেখাইয়া অভিরাম(২)
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে (৩)॥
এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
উঘাড়িয়া (৪) দুঃখের কপাট।
ভাবের তরঙ্গ-বলে, নানারূপে মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ।

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো
বিভর্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং (শ্রীকৃষ্ণের রূপাদির সেবা) বিনা মে (ব্যতীত আমার) অহানি (দিনগুলি) অখিলেন্দ্রিয়াণি (এবং ইন্দ্রিয়সকল) অলং ব্যর্থানি (সম্যকপ্রকারে ব্যর্থ)। হতত্রপঃ সন্ (লজ্জাহীন হইয়া) পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণি তানি (পাষাণ ও শুষ্ক ইন্ধনের বোঝার মত সেই সমস্ত দিন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে) অহো কথং বা ধারয়ামি (হায় হায় কেমন করিয়াই বা ধারণ করি)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের রূপ না দেখে গুণ না শুনে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিফল, বিফল আমার সমস্ত দিনগুলি। লজ্জাহীন হয়ে আমি পাষাণের মত—শুষ্ক ইন্ধনের (কাঠের) মত ভারস্বরূপ এই ইন্দ্রিয়—আর এই দিনগুলি, হায়—কি ক'রেই বা বহন করি?॥ ৩॥

(১) 'নিজধাম'—নিজরূপ, নিজের তেজ।
(২) 'অভিরাম'—সুন্দর।
(৩) 'ডারে'—নিক্ষেপ করে, ডুবাইয়া দেয়।
(৪) 'উঘাড়িয়া'—উদ্ঘাটন করিয়া, খুলিয়া।

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ।

বংশীগানামৃতধাম (৫) লাবণ্যামৃতজন্মস্থান (৬)
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ
সে নয়নে রহে কি কারণ॥
সখি হে! শুন মোর হতবিধি বল (৭)।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনু সকল বিফল॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্রসম, জানিহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সে নাসা ভস্ত্রার (৮) সমান॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ চরিত,
সুধাসারস্বাদবিনিন্দন (৯)।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেকজিহ্বা (১০) সম॥

(৫) 'বংশীগানামৃত ধাম'—বংশী গান রূপ অমৃতের আশ্রয়।
(৬) 'লাবণ্যামৃতজন্মস্থান'—লাবণ্যরূপ অমৃতের উৎপত্তি-স্থান।
(৭) 'হতবিধি বল'—দুর্দ্দৈব বল।
(৮) 'ভস্ত্রার'—কামার ও স্বর্ণকারদিগের হাফরের।
(৯) 'সুধাসারস্বাদবিনিন্দন'—অমৃতের সারের স্বাদুতাকে নিন্দা করে।
(১০) 'ভেকজিহ্বা সম'—ভেকের জিহ্বা যে রব করে, তাহা দ্বারা কালসর্প আহূত হয়। এইরূপ কৃষ্ণাধরামৃতাস্বাদ এবং কৃষ্ণের গুণ ও চরিতের আস্বাদ যে না জানে, সে জিহ্বাও কালসর্প সম অকল্যাণকে আহ্বান করে।

কৃষ্ণ-কর পদতল, কোটী চন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লৌহসম (১) গণি॥
করি এত বিলপন, প্রভু শচীনন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।
দৈন্য নির্ব্বেদ বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে (২)
পুনরপি পঢ়ে এক শ্লোক॥

তথাহি—জগন্নাথবল্লভনাটকে তৃতীয়াঙ্কে
একাদশশ্লোকে শ্রীরাধিকাবাক্যম্

যদা যাতো দৈবা-
ন্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো
মদনহতকেনাহৃতমভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেষ
ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মি-
ন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—অসৌ মধুরিপুঃ (সেই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ) দৈবাৎ যদা লোচনপথং যাতঃ (আমার শুভাদৃষ্টবশে যখন আমার নয়নপথে উপনীত হইলেন) তদা মদন-হতকেন (তখন দুষ্ট মদন কর্ত্তৃক) অস্মাকং চেতঃ আহৃতম্ অভূৎ (আমাদের মন অপহৃত হইয়াছিল)। পুনঃ যস্মিন্ এষঃ (আবার যে সময় এই শ্রীকৃষ্ণ) ক্ষণমপি দৃশোঃ পদবীং (ক্ষণেকের জন্যও নয়নপথে) এতি (আসিবেন) তস্মিন্ (সেইকালে) অখিলঘটিকাঃ (সমস্ত ঘটিকাকে, সমস্তক্ষণকে) রত্নখচিতাঃ বিধাস্যামঃ (রত্নদ্বারা মণ্ডিত করিব)।

অনুবাদ।—সেই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ যখন সহসা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে এসেছিলেন তখনই দুষ্ট মন্মথ আমাদের মন হরণ করেছিল। আবার তিনি যখন দৃষ্টিপথে আসবেন—ক্ষণিকের জন্যেও, তখন সেই সবটুকু সময়কে মণিরত্নে সাজিয়ে রাখব (অর্থাৎ সেই সময়টুকুকে সাদরে অভিনন্দন করবো, বা চিরদিনের জন্য ধরে রাখবো)॥ ৪॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ।

যে কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেই কালে আইলা দুই বৈরী।
আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইনু নেত্র ভরি॥
পুন যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটী, ক্ষণ, পল।
দিয়া মাল্য চন্দন, নানা রত্ন আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল॥
ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুইজন (৩),
তারে পুছে আমি না চৈতন্য।
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু,
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য॥
শুন মোর প্রাণের বান্ধব!
নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব॥
পুন কহে হায় হায়, শুন স্বরূপ রামরায়
এই মোর হৃদয়নিশ্চয়।
শুনি করহ বিচার, হয় নয় কহ সার,
এত বলি শ্লোক উচ্চারয়॥

(১) লৌহ কঠিন, তাহাকে লৌহকারেরা দগ্ধ করে ও হাতুড়ীর আঘাত করে। যাহার কৃষ্ণপদতলের স্পর্শ নাই, সেই বপুও লৌহের ন্যায় ত্রিতাপে দগ্ধ ও কামক্রোধের পদাঘাত প্রাপ্ত হয়।

(২) 'দৈন্য'—দুঃখাদির দ্বারা আপনাকে নিকৃষ্ট বলিয়া মানা। 'নির্ব্বেদ'—মহার্ত্তিদ্বারা আত্মধিক্কার, নিজের প্রতি অবমাননা। 'বিষাদ'—অভিলষিত বস্তু না পাওয়ায় পশ্চাত্তাপ, অনুতাপ। 'অবসাদ'—অবসন্নতা।

(৩) 'দুইজন'—স্বরূপ এবং রামানন্দ।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩১।২
তোষণীকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতো হ্যায়ঃ

কইঅবরহিঅং পেম্মং নহি
হোই মানুষে লোএ।
জই হোই কস্স বিরহো বিরহে
হোন্তম্মি কো জীঅই॥ ৫

টীকা।—কৈতবরহিতং প্রেম নহি ভবতি মানুষে লোকে। যদি ভবতি কস্য বিরহো বিরহে ভবত্যপি কো জীবতি। ইতি সংস্কৃতম্। কৈতবরহিতং প্রেম (অকপট প্রেম) হি মানুষে লোকে ন ভবতি (মনুষ্য-লোকে হয় না)। যদি ভবতি কস্য বিরহো (যদি কাহারও বিরহ হইত), বিরহে ভবত্যপি কো জীবতি (বিরহ হইলে কেই বা বাচিত)?

অনুবাদ।—প্রকৃত প্রেম মানুষের হয় না। যদি হোতো তবে বিবহ থাকত না, আর বিরহ যদি থাকত তো কেই বা বাচত? ৫॥

যথা—রাগঃ।

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, (১),
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হইলে কেহো না জীয়য়॥
এত কহি শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দোঁহে একমন হৈয়া।
আপন হৃদয় কায, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজবীজ খাঞা॥

তথাহি—মহাপ্রভুশ্রীমুখোক্তঃ শ্লোকঃ

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥ ৬

অন্বয়ঃ।—হরৌ দরাপি (শ্রীকৃষ্ণে স্বল্পমাত্রও) প্রেমগন্ধঃ নাস্তি (প্রেমের গন্ধ নাই) সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং (সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশের জন্যই) ক্রন্দামি (কান্দিতেছি) যৎ (যেহেতু) বংশীবিলাস্যানন-লোকনং বিনা (বংশীবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মুখ না দেখিয়াও) প্রাণপতঙ্গকান্ (প্রাণকীটকে) বৃথা বিভর্ম্মি (বৃথা বহন করিতেছি)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণে আমার লেশমাত্র প্রেমও নেই। আমি তাঁকে ভালবাসি—এই সৌভাগ্যকে প্রকাশ করার জন্যেই কাঁদি। যদি প্রেম থাকত তাহলে বেণুবিলাসীর মুখ না দেখেও এই কি পতঙ্গের মত ক্ষুদ্র প্রাণকে বহন করতাম? ৬॥

যথা—রাগঃ।

দূরে শুদ্ধ প্রেম-গন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধু,
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবেযেকরিক্রন্দন, স্ব-সৌভাগ্য প্রখ্যাপন(২)
করি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
যাতে বংশীধ্বনি সুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ (৩)॥
কৃষ্ণ-প্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥
শুদ্ধ প্রেম সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি বাউলে(৪)কহে
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় (৫)॥

(১) জাম্বুনদ 'হেম'—জম্বুনদজাত সুবর্ণ। ইহাতে কিছুমাত্র মালিন্য থাকে না। ইহা পাতালে জন্মে না, মনুষ্যলোকে জন্মে না।

(২) 'প্রখ্যাপন'—প্রকাশ, জ্ঞাপন।

(৩) 'যাতে বংশী…করিয়ে ধারণ'—যাহাতে বংশীধ্বনিরূপ সুখ, সেই চাঁদমুখ না দেখিয়া যদ্যপি নিরবলম্বন হইয়াছি, তথাপি যে নিজদেহে প্রীতি করি, সে কেবল কামের রীতি কিন্তু প্রেমের রীতি নহে। নিজ দেহে প্রীতি যে কামের রীতি, প্রেমের রীতি নহে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন।

(৪) 'বাউলে'—উন্মাদে, পাগলে।

(৫) 'পাতিয়ায়'—প্রত্যয় করে।

এইমত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দসনে,
নিজভাব করেন বিদিত।
বাহ্যে বিষ জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণ-প্রেমার অদ্ভুত চরিত॥
সেই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু-চর্ব্বণ (১),
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

তথাহি—বিদগ্ধমাধবে (২।৩০)

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা-
গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমা-
হঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি! নন্দনন্দনপরো
জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরা-
স্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥ ৭

অন্বয়ঃ—সুন্দরি (হে সুন্দরি নান্দীমুখি)! পীড়াভিঃ (ব্যাধি যন্ত্রণায়) নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনঃ (কালসর্পশিশুর তীব্রবিষেরও গর্ব্বনাশকারী), মুদাম্ (আনন্দের) নিঃস্যন্দেন (অজস্রবর্ষণে) সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ (সুধামাধুর্য্যের অহঙ্কার সঙ্কোচনকারী) নন্দনন্দনপরঃ (শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধী) প্রেমা যস্য অন্তরে জাগর্ত্তি (যাঁহার অন্তরে জাগরিত হয়) তেন এব অস্য (সেই জন এই প্রেমের) বক্রমধুরাঃ বিক্রান্তয়ঃ (কুটিল এবং মধুর পরাক্রম) স্ফুটং জ্ঞায়ন্তে (সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারে)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের প্রেম—বিরহে—বিষের ব্যথায় নবকালকূটেরও গর্ব্ব খর্ব্ব করে, আর মিলনে—আনন্দের ধারায় অমৃতের মাধুর্য্যকেও ছাড়িয়ে যায়। সুন্দরি! নন্দনন্দনের প্রেম যার অন্তরে জেগেছে তার কুটিলমধুর ভঙ্গি সেই শুধু জানতে পারে॥ ৭॥

যেকালে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরামসুভদ্রা-সাথ,
তবে জানে আইলাঙ কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন, দেখিলুঁ পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু-মন-নেত্র॥
গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বলে (২)।
গরুড়স্তম্ভের তলে (৩), আছে এক নিম্নখালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে॥
তাঁহা হৈতে ঘরে আসি, মাটীর উপরে বসি,
নখে করে পৃথিবী লিখন (৪)।
হাহা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্রনন্দন,
কাঁহা সেই বংশীবদন॥

---

(১) 'তপ্ত ইক্ষু-চর্ব্বণ'—অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া লইয়া সেই ইক্ষুদণ্ড চর্ব্বণ করিবার সময় মুখে যে তাপ লাগে, তন্নিমিত্ত মুখ জ্বলে, কিন্তু তাহাতে স্বাদুতা বৃদ্ধি হওয়ায়, মুখদাহও অত্যন্ত উপাদেয় মনে হয়, অর্থাৎ তপ্ত ইক্ষু-চর্ব্বণের স্বাদুতা বৃদ্ধির হেতু উক্ততানিমিত্তক মুখদাহও যেমন তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণকারিগণের অত্যাজ্য এবং উপাদেয়, সেইরূপ কৃষ্ণপ্রেমানন্দের স্বাদুতাধিক্যের হেতু বলিয়া বিষজ্বালাময় বিরহও প্রেমিকগণের অত্যাজ্য এবং পরম উপাদেয়।

(২) 'বল'—প্রভাব। সে আনন্দের বল কি কহিবে?

(৩) 'গরুড়স্তম্ভের'—পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখস্থ গরুড়স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ-বিগ্রহ দেখিয়া মহাপ্রভু শ্রীরাধার ভাবে বিভোর হইয়া ভাবিতেন যে, তিনি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন।

সূর্য্যগ্রহণের স্নান উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে শ্রীবসুদেব দেবকী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। সংবাদ জানিতে পারিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে পিতা নন্দ, জননী যশোদা, শ্রীদামাদি রাখালগণ এবং গোপীযূথ পরিবৃতা শ্রীমতী রাধা দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পুরীধামে শ্রীজগন্নাথ দেবকে দেখিয়া রাধার ভাবে বিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ে কুরুক্ষেত্রে মিলনের স্মৃতি জাগরিত হইত। উপরের কবিতায়—"যে কালে দেখে জগন্নাথ" সেই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

(৪) নখে মৃত্তিকা খনন দ্বারা বিরহজনিত অথবা অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিজনিত মনোবেদনা প্রকাশিত হয়।

কাঁহা সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাঁহা সেই বেণুগান,
কাঁহা সেই যমুনা-পুলিন।
কাঁহা রাসবিলাস, কাঁহা নৃত্য গীত হাস,
কাঁহা প্রভু মদনমোহন ॥
উঠিল নানাভাব বেগ, মনে হৈল উদ্বেগ।
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে (১)।
প্রবল বিরহানল, ধৈর্য্য হৈল টলমল
নানা শ্লোক লাগিলা পঢ়িতে ॥

তথাহি—কৃষ্ণকর্ণামৃতে একচত্বারিংশঃ শ্লোকঃ

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—হা হন্ত, হা অন্ত (হায় হায়, হায় হায়) হে অনাথবন্ধো! হে করুণৈকসিন্ধো! হে হরে! (হে দীনবন্ধু, হে করুণাসাগর, হে হরি) ত্বদালোকনং (তোমার দর্শন) অন্তরেণ (বিনা) অধন্যানি (দুঃখ-দায়কও) অমুনি দিনান্তরাণি (এই সমস্ত দিন-রাত্রির ঘটিক্ষণপলাদি) কথং নয়ামি (কিরূপে অতিবাহিত করিব)।

অনুবাদ।—হে অনাথের বন্ধু! দয়ার সাগর! তোমায় না দেখে, হায়! হায়!—কি ক'রে বিফলে দিনগুলি কাটাব! ৮ ॥

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য হই রাত্রি দিনে,
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন ॥
উঠিল ভাব চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ ঠাঁই পুছেন উপায় ॥

(১) 'গোঙাইতে'—অতিবাহিত করিতে।

তথাহি—কৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বাত্রিংশঃ শ্লোকঃ

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—ত্বচ্ছৈশবং (হে কৃষ্ণ, তোমার কৈশোর) মচ্চাপলঞ্চ (আমার চপলতা) ত্রিভুবনাদ্ভুতম্ ইত্যবেহি (ত্রিভুবনে ইহা অদ্ভুত জানিবে) তব বা মম বা অধিগম্যম্ (ইহা তোমার এবং আমারই অধিগম্য, অপরের নহে) তৎ (তাই) বিরলং (দুর্লভদর্শন) মুরলীবিলাসি মুগ্ধং (মুরলীভূষিত তজ্জন্য মনোহর) মুখাম্বুজং (বদনকমল) ঈক্ষণাভ্যাং (দুই নয়ন ভরিয়া) উদীক্ষিতুং (দেখিবার জন্য) কিং করোমি (কি উপায় করিব ?)।

অনুবাদ।—ত্রিভুবনে তোমার কৈশোরলীলা অপূর্ব্ব। আমার চপলতা সকলেই জানে—একথা তুমিও জানো, আমিও জানি। বেণু বাজাও যে মুখে তোমার সে মুখ-কমল মনোহর ও দুর্লভ। সে মুখ দেখার জন্য আমি কি করব! ৯ ॥

যথা – রাগঃ।

তোমার মাধুরী বল, তাতে মোর চাপল,
এই দুই তুমি আমি জানি।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে তোমা পাঙ
তাহা মোরে কহত আপনি ॥
নানা ভাবের প্রাবল্য, হৈলসন্ধি(২) শাবল্য(৩),
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্যচাপল্য দৈন্য, রোষামর্ষ(৪) আদি সৈন্য
প্রেমোন্মাদ সভার কারণ ॥

(২) 'সন্ধি'—ভাবসন্ধি। "স্বরূপয়োর্ভিন্নয়োর্ব্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ।" একরূপ কিংবা বিভিন্ন ভাবদ্বয়ের মিলনের নাম সন্ধি।

(৩) 'শাবল্য'—ভাবশাবল্য। "শবলত্বস্তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরম্।" পরস্পর ভাবগণের সংমর্দ্দের নাম ভাবশাবল্য।

(৪) 'ঔৎসুক্য'—"ইষ্টানবাপ্তেরৌৎসুক্যং কাল-ক্ষেপাসহিষ্ণুতা।" অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন

মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন,
গজযুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ(১), তনু মন অবসাদ
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥

তথাহি —শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে চত্বারিংশঃ শ্লোকঃ

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হাহা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশো র্মে ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো (হে দেব, হে দয়িত, হে ত্রিভুবনের একমাত্র বন্ধু) হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো (হে কৃষ্ণ, হে চঞ্চল, হে করুণাসাগর) হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম (হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নের আনন্দদায়ক) হাহা মে দৃশোঃ পদং (হায় হায় আমার চক্ষুর্দ্বয়ের বিষয়ীভূত) কদা নু ভবিতাসি (কখন তুমি হইবে)।

অনুবাদ।—হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবন-বন্ধু! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণাসিন্ধু! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম! হা হা! কবে তোমায় দেখতে পাব? ১০ ॥

যথা—রাগঃ।

উন্মাদের (২) লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ স্ফুরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়মান (৩)।
সোল্লুণ্ঠ বচন(৪)রীতি, মানগর্ব্বব্যাজস্তুতি(৫)
কভু নিন্দা কভু ত সম্মান ॥
তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন (৬)।
তুমি মোর দয়িত, মোতে বৈসে তোমার চিত্ত,
মোর ভাগ্যে কর আগমন ॥

কালক্ষেপাসহিষ্ণুতার নাম ঔৎসুক্য। চাপল্য—রাগ দ্বেষাদিজনিত চিত্তের লাঘব অবস্থার নাম চাপল্য।

রোষ—অপরাধ-দুরুক্ত্যাদি-জাতং চণ্ডত্বমুগ্রতা।
বধবন্ধশিরঃকম্পভৎর্সনতাড়নাদিকৃৎ ॥

অপরাধ ও দুর্ব্বাক্য-জনিত ক্রোধকে উগ্রতা বা রোষ বলে। ইহাতে বধ, বন্ধ প্রভৃতি লক্ষিত হয়।

অমর্ষ—অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষো-
হসহিষ্ণুতা।
তত্র স্বেদঃ শিরঃকম্পো বিবর্ণত্বং বিচিন্তনম্ ॥
উপায়ান্বেষণাক্রোশ-বৈমুখ্যোত্তাড়নাদয়ঃ ॥

অপমানাদি জনিত অসহিষ্ণুতার নাম অমর্ষ। ইহাতে ঘর্ম্ম, শিরঃকম্প প্রভৃতি লক্ষিত হয়।

(১) 'দিব্যোন্মাদ'—"এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামাপ্যুপেযুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।" এই মোহননামক মহাভাব কোন অনির্ব্বচনীয় গতি প্রাপ্ত হইলে তাহার ভ্রমাভা বৈচিত্রীর নাম দিব্যোন্মাদ।

(২) 'উন্মাদ'—উন্মাদো হৃদ্‌ভ্রমঃ প্রৌঢ়া-
নন্দাপদ্বিরহাদিজঃ।
অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্ ॥
প্রলাপধাবনাক্রোশ-বিপরীতক্রিয়াদয়ঃ ॥

অত্যধিক আনন্দ ও বিরহজনিত দুঃখ হেতু হৃদয়ের যে ভ্রম তাহার নাম উন্মাদ। ইহাতে অট্টহাস্য, নৃত্য, গীত, প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষিত হয়।

(৩) 'প্রণয়'—প্রাপ্তায়াং সম্ভ্রমাদীনাং
যোগ্যতায়ামপি স্ফুটম্।
তদ্গন্ধেনাপ্যসংস্পৃষ্টা রতিঃ প্রণয় উচ্যতে ॥

সম্ভ্রমাদির প্রাপ্তির ঔচিত্য থাকিলেও যে প্রীতি তাহা দূর করিয়া দেয় তাহার নাম প্রণয়।

'মান'—স্নেহস্তুৎকৃষ্টতাপ্রাপ্ত্যা মাধুর্য্যং
মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥

যে প্রণয় উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া নবনব মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং বাহিরে কুটিলভাব ধারণ করে তাহার নাম মান।

(৪) 'সোল্লুণ্ঠ বচন'—পরিহাসযুক্ত কথা, স্তুতিপূর্ব্বক দুর্ব্বাদ।

(৫) 'ব্যাজস্তুতি'—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি কিংবা স্তুতির ছলে নিন্দা।

(৬) 'তুমি দেব'—দিব্যোন্মাদিনী শ্রীরাধিকার ভাবে প্রণয়মান উত্থিত হওয়ায় ধীরাধীরা নায়িকার গুণ আশ্রয় করিয়া শ্রীমহাপ্রভু কহিলেন 'তুমি দেব! ক্রীড়ারত'—ইহার অর্থ "তুমি অন্য স্ত্রীসহ ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত তথায় গমন কর অর্থাৎ তোমার এখানে থাকিবার প্রয়োজন কি?" ইহা শ্লোকোক্ত দেব শব্দের ব্যাখ্যা।

ভুবনের নারীগণ, সভা কর আকর্ষণ,
তাহা কর সব সমাধান (১)।
তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ঐছে কোন্ পামর,
তোমারে বা কোন করে মান (২)॥
তোমার চপল মতি, না হয় একত্রে স্থিতি
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ (৩)।
তুমি ত করুণা-সিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু
তোমায় মোর নাহি কভু রোষ (৪)॥
তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহুকার্য্যে নাহি অবকাশ (৫)।

তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ্য বিলাস॥
মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছাড়ি গেল জানি
শুন মোর এ স্তুতি বচন।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন প্রাণ,
হা হা পুনঃ দেহ দরশন (৬)॥
স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্য অশ্রু স্বরভেদ
দেহ হৈল পুলকে (৭) ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ধায়
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মুর্চ্ছিত॥

---

(১) 'তুমি মোর দয়িত' ইত্যাদি—আমি অবজ্ঞা করায় শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলেন, ইহা ভাবিয়া কলহান্তরিতা নায়িকার ভাবে দর্শনোৎসুক হওয়ায় কহিতেছেন; "তুমি মোর দয়িত···কর আগমন।" ইহা দয়িত শব্দের অর্থ। পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া অনুনয় করিতেছেন, ইহাই স্ফুরণ হওয়ায় অমর্ষ ও তদনুগ অসূয়ার উদয় হওয়ায় পুনঃ মানিনী হইয়া ধীরমধ্যা নায়িকার গুণ আশ্রয় করিয়া বক্রোক্তি দ্বারা সোল্লুণ্ঠ বচন বলিতেছেন;—'ভুবনের নারীগণ ·· সব সমাধান।' এখানে ঔৎসুক্য ও অমর্ষ এই দুই ভাবের সন্ধি বর্ণনা করা হইল।

(২) পুনরায় কৃষ্ণ গমন করিতেছেন জানিয়া কলহান্তরিতা নায়িকার ভাবে ঔৎসুক্যানুগতমতি নামক ভাবোদয় হওয়ায় কহিতেছেন;—'তুমি কৃষ্ণ··কেবা করে মান।' ইহা শ্লোকোক্ত কৃষ্ণ শব্দের ব্যাখ্যা।

(৩) পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া "প্রিয়ে! আমি কুত্রাপি গমন করি নাই, বাহিরেই ছিলাম, প্রসন্ন হও," ইহা বলিয়া অনুনয় করিতেছেন জানিয়া ঔগ্র্যনামক ভাবোদয়ে অধীরমধ্যা নায়িকার ভাবে কহিতেছেন;—'তোমার চপলমতি······নাহি কিছু দোষ।'

(৪) পুনরায় অভিমানে শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন, আর আসিবেন না ইহা ভাবিয়া দৈন্যভাবোদয়ে কাকুবচন কহিতেছেন,—'তুমি ত করুণাসিন্ধু··· কভু রোষ।'

(৫) পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া কহিতেছেন, "প্রিয়ে! বৃথা মনে কেন আমায় কদর্থন কর। প্রসন্ন হও" ইহা ভাবিয়া অমর্ষানুগ অবহিত্থা (আকার-গোপন) ভাবের উদয় হওয়ায় ধীর-প্রগল্ভা নায়িকা ভাব আশ্রয়পূর্ব্বক উদাসীনতার সহিত কহিতেছেন,—'তুমি নাথ!··· ··নাহি অবকাশ'। নাথ অর্থাৎ সমস্ত ব্রজবাসিগণের রক্ষক! এমন কোন হতবুদ্ধি রমণী নাই যে তোমাকে সম্ভাষণ না করে। কিন্তু কি করিব, ব্রাহ্মণীগণ ব্রতার্থ মৌন গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন, এই নিমিত্ত অদ্য তোমার সহিত আলাপ করিতে পারিলাম না, এ অপরাধ ক্ষমা করিবে। এই ত্রিপদীর ইহা ভাবার্থ।

(৬) পুনর্ব্বার চলিয়া গেলেন ভাবিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 'কৃষ্ণ বারে বারে নিরস্ত হইতেছেন, আর আসিবেন না'—এইরূপ মনে ভাবিয়া চাপল্যনামক ভাব উদয় হওয়ায় মনে করিতে লাগিলেন, যদি কৃষ্ণ কৃপা করিয়া দর্শন প্রদান করেন, তবে আমি স্বয়ং যাইয়া কণ্ঠে গ্রহণ করিব, তন্নিমিত্ত দৈন্য প্রকাশপূর্ব্বক কহিতেছেন;—'তুমি আমার রমণ ·· বৈদগ্ধ্যবিলাস'। তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণের আগমন হইয়াছে জানিয়া সহজ ঔৎসুক্যের দ্বারা মন আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে আলিঙ্গনার্থ বাহুযুগল প্রসারণ করিলেন, কিন্তু না পাইয়া বাহ্যস্ফূর্ত্তি হওয়ায় অত্যন্ত বিবক্তার সহিত কহিতেছেন;—'মোর বাক্য নিন্দা মানি·· দেহ দরশন'। আমার বাক্য নিন্দা মানিয়া কৃষ্ণ আমায় পরিত্যাগ করিয়া গেলেন ইহা মনে অনুমান করিয়া শ্রীমহাপ্রভু কহিতেছেন, হে কৃষ্ণ! আমার স্তুতিবচন শুন।

(৭) 'স্তম্ভ'—হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও আশ্চার্য্য হইতে মনের অবস্থাবিশেষের নাম স্তম্ভ। তাহার কার্য্য

মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার; উঠি করে হুহুঙ্কার
কহে এই আইলা মহাশয় (১)।
কৃষ্ণের মাধুরীগুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয়॥

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৬৮ শ্লোকঃ

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়॥ ১১

অন্বয়ঃ।—স্বয়ং মারঃ নু (স্বয়ং কন্দর্প কি?) মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু (মধুর জ্যোতির্মণ্ডল কি?) মাধুর্য্যম্ এব নু (মাধুর্য্য এই কি?) মনোনয়নামৃতং নু (মনের এবং নয়নের অমৃত কি?) বেণীমৃজঃ নু (প্রবাস হইতে আগত বেণী উন্মোচনকারী কান্ত কি?) মম (আমার) জীবিতবল্লভঃ (জীবনবল্লভ) অয়ম্ (এই) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) মম লোচনায় (আমার নয়নকে আনন্দ দিবার জন্য) অভ্যুদয়তে (উদিত হইয়াছেন)।

অনুবাদ।—ইনি কি স্বয়ং কামদেব? কিংবা সুন্দর আলোকরাশি, অথবা মাধুর্য্যই স্বয়ং মূর্ত্তি ধরে এসেছেন? ইনি কি আমার মন ও নয়ন জুড়াবার অমৃত, কিংবা আমারই প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ আমার সৌভাগ্যবশতঃ দৃষ্টিপথে উদিত হলেন? ১১॥

যথা—রাগঃ।

কিবা এই সাক্ষাৎকাম, দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান্,
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কিবা মনো-নেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ॥
গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনু-মন,
নানা রীতে সতত নাচায় (২)।
নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্য হর্ষ ধৈর্য্যমন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায়॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দসনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥
পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য(৩)
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য রস।
গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ,
এই চারি ভাবে প্রভু বশ॥

বাক্যাদি-রাহিত্য, নিশ্চলতা ও শূন্যতা প্রভৃতি। 'কম্প'—ভয়, ক্রোধ, হর্ষাদি দ্বারা গাত্রচঞ্চলতার নাম কম্প। 'প্রস্বেদ'—হর্ষ, ভয়, ক্রোধাদি হইতে উৎপন্ন শরীরের ক্লেদকর অবস্থাবিশেষের নাম প্রস্বেদ। 'বৈবর্ণ্য'—বিষাদ, রোষ, ভয়াদিহেতু বর্ণ বিক্রিয়ার নাম বৈবর্ণ্য। ইহার কার্য্য মালিন্য এবং কৃশতা প্রভৃতি। 'অশ্রু'—হর্ষ, রোষ, বিষাদাদির দ্বারা বিনা যত্নে নেত্রে জলোদ্গমের নাম অশ্রু। 'স্বরভেদ'—বিষাদ, বিস্ময়, অমর্ষ, হর্ষ, ভয়াদি হইতে জাত বিস্বরতার নাম স্বরভেদ। ইহার কার্য্য গদ্গদাদি। 'পুলক'—রোমাঞ্চ, আশ্চর্য্য-দর্শনাদি এবং হর্ষ-উৎসাহ-ভয়াদি হইতে জাত রোম সকলের অভ্যুদ্গমের নাম রোমাঞ্চ। ইহার কার্য্য গাত্রসংস্পন্দনাদি।

(১) 'মূর্চ্ছায়'—সাক্ষাৎকার পাইয়া হুঙ্কার করিয়া কহিলেন—"এই আইলা মহাশয়!" ইহা রাধিকার ভাবে সখীর প্রতি উক্তি। মহাশয়—কৃষ্ণ।

(২) গুরু যেমন শিষ্যদিগকে নানাভাবে শিক্ষা দেন, মহাপ্রভুর হৃদ্গত ভাবসমূহ সেইরূপ গুরুর ন্যায় তাঁহার অঙ্গ ও মনকে নানাভাবে নৃত্য করায়।

(৩) 'পুরীর বাৎসল্য মুখ্য'—শ্রীপরমানন্দ-পুরী শ্রীমহাপ্রভুর গুরুবর্গের মধ্যে একজন। ইনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। শ্রীমহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু শ্রীল ঈশ্বর পুরীর সতীর্থ। এই কারণ শ্রীমহাপ্রভুতে তাঁহার বাৎসল্য ভাব। মুখ্য—প্রধান। রামানন্দ রায় এক অংশে ব্রজের অর্জ্জুন-নামক সখা, অন্যাংশে বিশাখা সখী, একারণ শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীমহাপ্রভুতে ইঁহার শুদ্ধ সখ্যভাব। সেবক গোবিন্দ প্রভৃতির শুদ্ধদাস্যভাবে এবং শ্রীগদাধরের (শ্রীরাধার অংশবিশেষ) শ্রীজগদানন্দের (সত্যভামার অবতার) ও শ্রীল স্বরূপ দামোদরের (ব্রজের ললিতা সখী) মুখ্য মধুর রসে শ্রীমহাপ্রভু বশীভূত।

লীলাশুক মর্ত্ত্যজন, তার হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময় (১)।
তাতে মুখ্য রসাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব্ব ভাবোদয় (২)॥
পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে,
যত্নে আস্বাদন না হইল।
শ্রীরাধার ভাবসার, আপনে করি অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু (৩) আস্বাদিল॥
আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেম-চিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি॥
এই গুপ্তভাব সিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় যার বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর
গুণ কেহো নারে বর্ণিবারে॥
কহিবার কথা নহে কহিলে কেহো না বুঝায়ে
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যাঁরে
হয় তাঁর দাসানুদাস সঙ্গ॥
চৈতন্যলীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে (৪)।
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহাঁ বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে (৫)॥
যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়ে,
ইতর জন নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে (৬)॥
নাহি কাঁহাসো বিরোধ, নাহি কাঁহা অনুরোধ(৭)
সহজ বস্তু করি বিবেচন।
যদি হয় রাগ দ্বেষ, তাঁহা হয় আবেশ
সহজ বস্তু না যায় লিখন॥
যেবা নাহি বুঝে কেহো, শুনিতে শুনিতে সেহো
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই হইবে বড় হিত॥
ভাগবত শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।

---

(১) 'লীলাশুক……ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়!' 'লীলাশুক'—বিল্বমঙ্গল। 'মর্ত্ত্যজন'—মনুষ্য। সাধক-শরীরে প্রেম পর্য্যন্তই শেষ সীমা, কিন্তু প্রেম-পরিণাম স্নেহমানাদির উদয় হয় না, তথাপি লীলা-শুকে তাহা যখন উদয় হইয়াছে, তখন শ্রীমহাপ্রভুতে এই সকল ভাবোদ্গম হইবে, তাহাতে কি বিস্ময়।

(২) 'তাতে মুখ্য…সর্ব্ব ভাবোদয়।'—শ্রীমহাপ্রভু একত ঈশ্বর অর্থাৎ অবিচিন্ত্য মহাশক্তিবিশিষ্ট, তাহাতে মুখ্যরসাশ্রয় অর্থাৎ মধুররসের আশ্রয় হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাতেই সর্ব্বভাবোদয় হইয়াছে।

(৩) 'সেই তিন বস্তু'—শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা, নিজ-মাধুরী এবং তদাস্বাদে শ্রীরাধার সুখ।

(৪) 'চৈতন্যলীলা রত্নসার'—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শেষলীলা, সকল রত্নের সার, তাহা স্বরূপের ভাণ্ডার—অর্থাৎ স্বরূপ গোস্বামীর ভাণ্ডারে ছিলে। স্বরূপ রঘুনাথ দাসের কণ্ঠে থুইল।

(৫) 'ভেট'—উপহার।

(৬) 'প্রভুর যেই আচরণ'—প্রভুর যে লীলা তাহা বর্ণনা করিতেছি, সেই লীলা বর্ণনে যেখানে শ্লোক প্রয়োজন হইয়াছে সেখানে শ্লোক, যেখানে দার্শনিক যুক্তির প্রয়োজন সেখানে দর্শনের কথা বলিতে ভাষা কঠিন হইয়াছে। এই নিমিত্ত সকলের চিত্ত সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না।

(৭) 'কাঁহাসো' ইত্যাদি। কাঁহাসো—কাহারও সহিত। যদি কেহ কাহারও সঙ্গে বিরোধ করিয়া কিংবা কাহারও অনুরোধে কিছু বলিতে বা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার বিরোধীতে দ্বেষ এবং অনুরোধকারীতে অনুরাগ প্রবৃত্ত হয়। এই দ্বেষ এবং অনুরাগ তাহাকে স্বাভাবিক বস্তু লিখিতে কিংবা বলিতে দেয় না, কিন্তু আমি কাহারও সহিত বিরোধ করিয়া কিংবা কাহারও অনুরোধে এ গ্রন্থ লিখিতেছি না, কেবল সহজ বস্তু (স্বাভাবিক বস্তু) বিবেচনা করিতেছি।

ইহাঁ শ্লোক দুইচারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা করি
কেনে না বুঝিবে সর্ব্বজন ॥
শেষ-লীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ,
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয় ।
থাকে যদি আয়ুঃশেষ বিস্তারিব লীলাশেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয় ।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তভু লিখি এ বড় বিস্ময় ॥
এই অন্ত্যলীলা-সার সূত্র-মধ্যে বিস্তার,
করি কিছু করিলুঁ বর্ণন ।
ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণ ধন ॥
সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যে ইহাঁ না লিখিল
আগে তাহা করিব বিস্তার ।
যদি তত দিন জীয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি করিব বিচার ॥
ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দোঁ সভার শ্রীচরণ,
সভে মোর করহ সন্তোষ ।
স্বরূপ গোঁসাঞির মত, রূপরঘুনাথ জানে যত
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সভার চরণ ।
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলি করি মস্তক ভূষণ ॥
পাঞা যাঁর আজ্ঞাধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দোঁ তাঁর মুখ্য হরিদাস ।
চৈতন্যবিলাস-সিন্ধু, কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কথা কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্ত্যলীলাসূত্র-
কথনে প্রেমোন্মাদপ্রলাপবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ্ যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি॥ ১

অন্বয়ঃ।—যঃ গৌরঃ (যে গৌরচন্দ্র) অথ (অতঃপর—চতুর্ব্বিংশ বৎসর সংসারাশ্রমে অতিবাহনের পর) ন্যাসং বিধায় (সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক) উৎপ্রণয়ঃ (প্রেমোন্মত্ত হইয়া) বৃন্দাবনং গন্তুমনাঃ (বৃন্দাবন গমনেচ্ছায়) ভ্রমাৎ (প্রেমবিহ্বলতা জনিত ভ্রমবশে) রাঢ়ে ভ্রমন্ (রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে) শান্তিপুরীম্ অয়িত্বা (শান্তিপুরে গমন করিয়া) ইহ ভক্তৈঃ ললাস (ঐ স্থানে ভক্তগণ সহ বিলাস করিয়াছিলেন) তং নতঃ অস্মি (সেই গৌরচন্দ্রকে প্রণাম করি)।

অনুবাদ।—গৌরাঙ্গকে নমস্কার। সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে তিনি বৃন্দাবনে যেতে যেতে পথ ভুল ক'রে বৃন্দাবনে না গিয়ে রাঢ় দেশে এসে শান্তিপুরে ভক্তদের সঙ্গে বিহার করেছিলেন॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে (১) পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২৩।৫৭ শ্লোকে ভিক্ষুকবাক্যম্ঃ—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥ ২

অন্বয়ঃ।—সঃ অহং (সেই আমি) পূর্ব্বতমৈঃ (প্রাচীন) মহদ্ভিঃ (মহাপুরুষগণের) অধ্যাসিতাং (পরিষেবিত) এতাং পরাত্মনিষ্ঠাম্ (এই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক নিষ্ঠাকে) আস্থায় (অবলম্বন পূর্ব্বক) মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়া এব (শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবার দ্বারাই) দুরন্তপারং (দুস্তরণীয়) তম তরিষ্যামি (ঘোর অন্ধকাররূপ সংসার উত্তীর্ণ হইবে)।

অনুবাদ।—আগেকার মহাপুরুষেরা পরমনিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেছিলেন। সেই নিষ্ঠা আশ্রয় ক'রে আমিও মুকুন্দের পদসেবা ক'রে দুস্তর অন্ধকার অর্থাৎ মায়াময় সংসার পার হব॥ ২॥

প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুর বচন।
মুকুন্দসেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেশ ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার তারণ॥
সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণ নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া॥
এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদ-চিহ্ন।
দিক্-বিদিক্ জ্ঞান নাহি কিবা রাত্রিদিন॥
নিত্যানন্দ আচার্য্য-রত্ন মুকুন্দ তিন জন।
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন॥
যেই যেই প্রভু দেখে সেই সেই লোক।
প্রেমাবেশে হরি বোলে খণ্ডে দুঃখ শোক॥
গোপ-বালক সব প্রভুকে দেখিয়া!
হরি হরি বলি উঠে উচ্চ করিয়া॥
শুনি তা সভার নিকট গেলা গৌরহরি।
"বোল বোল" বোলে সভার শিরে হস্ত ধরি॥
তা সভারে স্তুতি করে—তোমরা ভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম॥
গুপ্তে তা সভারে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ।
শিখাইল সভাকারে করিয়া প্রবন্ধ (২)॥

(১) 'ভ্রমিতে'—ভ্রমণ করিয়া।

(২) 'প্রবন্ধ'—যুক্তি, অভিসন্ধি।

বৃন্দাবনপথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীর পথ তবে দেখাইহ তাঁরে ॥
তবে প্রভু পুছিলেন শুন শিশুগণ।
কহ দেখি কোন পথে যাব বৃন্দাবন ॥
শিশু সব গঙ্গাতীর-পথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল ॥
আচার্য্য-রত্নেরে কহে নিত্যানন্দ গোঁসাঞি।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্য্যের ঠাঁঞি ॥
প্রভু লৈয়া যাব আমি তাঁহার মন্দিরে।
সাবধানে রহেন যেন নৌকা লঞা তীরে ॥
তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন।
শচীসহ লঞা আইস সব ভক্তগণ ॥
তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি দিলা পরিচয় ॥
প্রভু কহে শ্রীপাদ তোমার কোথাকে গমন।
শ্রীপাদ কহে তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন ॥
প্রভু কহে কতদূরে আছে বৃন্দাবন।
তেঁহো কহেন কর এই যমুনা দর্শন ॥
এত বলি তাঁরে নিল গঙ্গা সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা জ্ঞানে ॥
অহো ভাগ্য, যমুনার পাইল দরশন।
এত বলি যমুনারে করেন স্তবন ॥

তথাহি—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৫ অং ১৩ শ্লোকে মহাপ্রভুক্তস্তুতিঃ

চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্ম্মিত্রপুত্রী ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—চিদানন্দভানোঃ (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যাঁহার দেহকান্তি) নন্দসূনোঃ (নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সদা পরপ্রেমপাত্রী (সর্ব্বদা অত্যন্ত প্রেমপাত্রী), দ্রবব্রহ্মগাত্রী (দ্রবীভূতা জলরূপা ব্রহ্মদেহা) অঘানাং লবিত্রী (সমস্ত পাপ বিনাশকারিণী) জগৎক্ষেমধাত্রী মিত্রপুত্রী (জগতের মঙ্গলদায়িনী সূর্য্যতনয়া যমুনা) নঃ (আমাদের) বপুঃ পবিত্রীক্রিয়াৎ (দেহ পবিত্র করুন)।

অনুবাদ।—যমুনা আমাদের দেহ পবিত্র করুন। নির্ব্বিশেষ (যাঁহাকে কোনরূপ বিশেষণ দিয়া বুঝান বা বুঝান যায় না) ব্রহ্ম যাঁর দেহের কান্তি সেই শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমের পাত্রী এই যমুনা জলব্রহ্ম-স্বরূপ। ইনি সূর্য্যের কন্যা ও বিশ্বের মঙ্গল সাধন করেন ॥ ৩ ॥

এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান।
এক কৌপীন নাহি দ্বিতীয় পরিধান ॥
হেনকালে আচার্য্য গোঁসাঞি নৌকাতে চড়িয়া।
আইলা নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস লৈয়া ॥
আগে আসি রহিলা আচার্য্য নমস্কার করি।
আচার্য্য দেখি বোলে প্রভু মনে সংশয় করি ॥
তুমিত অদ্বৈত গোঁসাঞি হেথা কেন আইলা।
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমতে জানিলা ॥
আচার্য্য কহে তুমি যাঁহা সেই বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গায় আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা ॥
আচার্য্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদবচন (১)।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন ॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার ॥
পশ্চিম ধারে যমুনা বহে তাঁহা কৈলা স্নান।
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি শুষ্ক কর পরিধান ॥
প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস ॥
এক মুষ্টি অন্ন মুই করিয়াছোঁ পাক।
শুকা-রুখা ব্যঞ্জন এক সূপ আর শাক (২) ॥

(১) 'শ্রীপাদবচন'—শ্রীনিত্যানন্দ-বাক্য।
(২) 'শুকা-রুখা'—ঘৃতাদিশূন্য। ব্যঞ্জনমধ্যে কেবল একটি সূপ (দাল) আর একটি শাক, তাহাও আবার ঘৃতাদি স্নেহশূন্য।

(মধ্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ, ১৫৯ পৃষ্ঠা)।
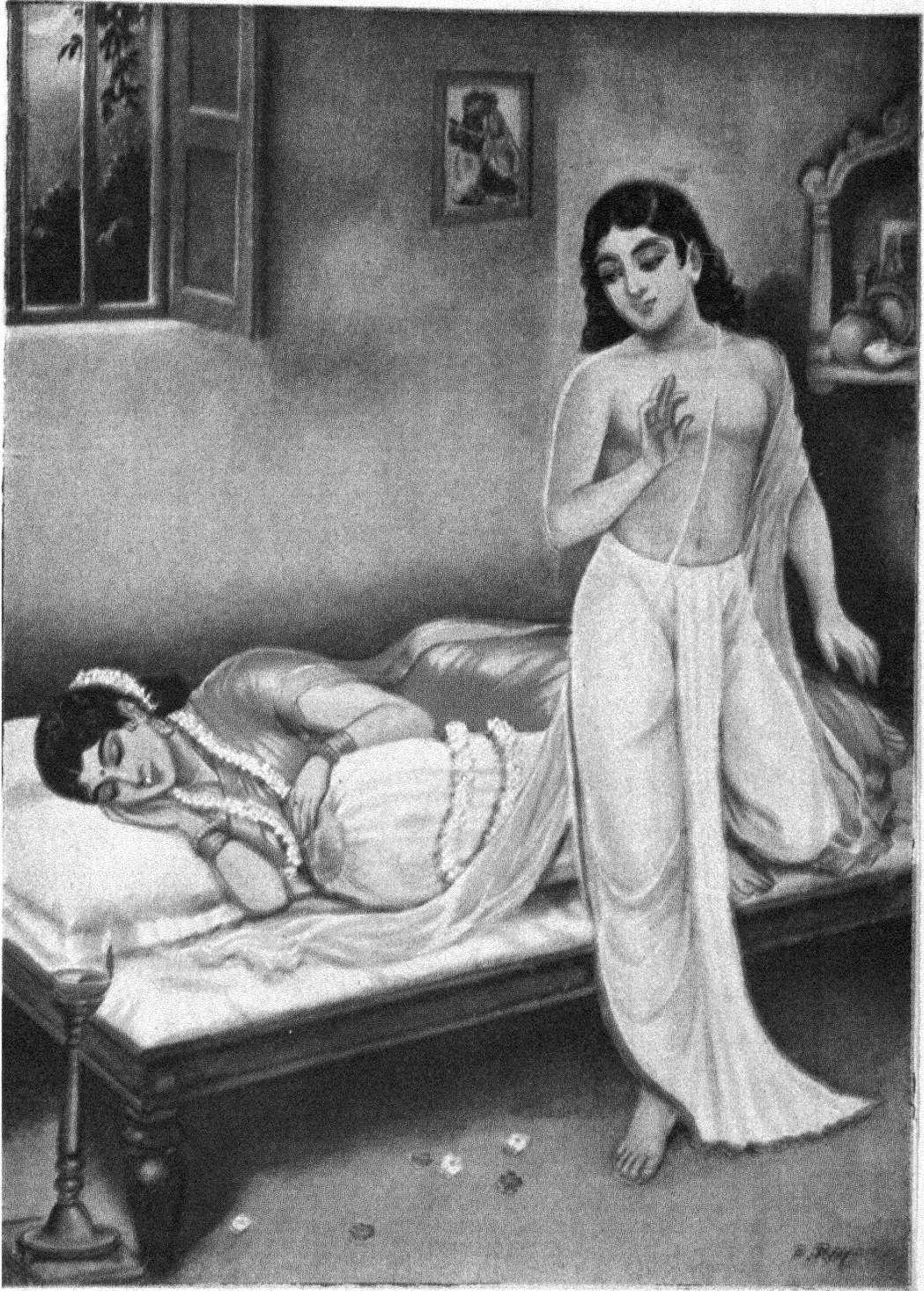
চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥

এত বলি নৌকায় চঢ়াই নিল নিজ ঘর।
পাদ-প্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর॥
প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যানী (১)।
বিষ্ণুসমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি॥
তিন ঠাঁই ভোগ বাঢ়াইল সম করি।
কৃষ্ণের ভোগ বাঢ়াইল ধাতুপাত্রোপরি॥
বত্রিশা আঁঠিয়াকলার(২)আঙ্গটিয়া পাতে(৩)।
দুই ঠাঁই ভোগ বাঢ়াইল ভালমতে॥
মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা আর মুদ্গ-সূপ (৪)॥
বাস্তুক শাক (৫) পাক বিবিধ-প্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ী মানকচু আর॥
চই মরিচ শুক্তা দিয়া সব ফল মূলে।
অমৃত-নিন্দক (৬) পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকি॥
নারিকেল শস্য ছানা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর॥
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়॥
মুদ্গবড়া কলাবড়া মাষবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুরি নারিকেল যত পীঠা ইষ্ট॥
বত্রিশা আঁঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়।
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দৃঢ়॥
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন পূরিয়া।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া॥

দুই পার্শ্বে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি॥
সঘৃত পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা (৭) ভরি।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দিলা ধরি॥
দুগ্ধ চিড়া কলা আর দুগ্ধ লকলকী (৮)।
যতেক করিল তাহা কহিতে না শকি (৯)॥
অন্ন ব্যঞ্জন উপরে দিল তুলসীমঞ্জরী।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি॥
তিন শুভ্র পীঠ তার উপরি বসন।
এইরূপে সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইলা ভোজন॥
আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল।
প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল॥
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইলা শয়ন।
আচার্য্য গোঁসাঞি আসি প্রভুরে কৈল নিবেদন॥
গৃহের ভিতরে প্রভু করুন গমন।
দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন॥
মুকুন্দ হরিদাস দুই প্রভু বোলাইলা।
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা॥
মুকুন্দ কহে মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে(১০)।
পাছে মুঞি প্রসাদ পাঞিমু তুমি যাহ ঘরে॥
হরিদাস বলে মুঞি পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিমু ভোজন॥
দুই প্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর ঘর।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তর॥
ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণেরে করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ॥

(১) 'আচার্য্যানী'—শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতা।
(২) 'বত্রিশা আঁঠিয়া'—যে কলাগাছে বত্রিশ-কান্দিযুক্ত কলা হয়।
(৩) 'আঙ্গটিয়া পাত'—অগণ্ডপত্র।
(৪) 'মুদ্গ-সূপ'—মুগের ডাল।
(৫) 'বাস্তুক'—বেতো শাক।
(৬) 'অমৃত-নিন্দক'—অমৃত হইতেও উৎকৃষ্ট।
(৭) 'মৃৎকুণ্ডিকা'—মাটির মালসা।
(৮) 'দুগ্ধ লকলকী'—অলাবুসহ দুগ্ধের পাক-বিশেষ।
(৯) 'না শকি'—শক্তি নাই।
(১০) 'কৃত্য'—নিত্য নিয়মিত কার্য্য, সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি। 'নাহি সরে'—সারা হয় নাই অর্থাৎ নির্ব্বাহ হয় নাই।

প্রভু জানে তিন ভোগ কৃষ্ণের নৈবেদ্য।
আচার্য্যের মনঃ-কথা নহে প্রভুর বেদ্য ॥
প্রভু কহে বৈস তিনে করিয়ে ভোজন।
আচার্য্য কহে আমি করিব পরিবেশন ॥
কোন্ স্থানে বসিব আর আন দুই পাত।
অল্প করি আনি তাহে দেহ ব্যঞ্জন ভাত ॥
আচার্য্য কহে বৈস দোঁহে পিঁড়ির উপরে।
এত বলি হাতে ধরি বসাইল দোঁহারে ॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ (১)।
ইহা খাইলে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ ॥
আচার্য্য কহেন ছাড় তুমি আপনার চুরি।
আমি সব জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি (২) ॥
ভোজন করহ ছাড় বচন চাতুরী।
প্রভু কহে এত অন্ন খাইতে না পারি ॥
আচার্য্য বোলে অকপটে করহ আহার।
যদি খাইতে না নার পাতে রহিবেক আর ॥
প্রভু কহে এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে ॥
আচার্য্য কহে নীলাচলে(৩)খাও চৌয়ান্নবার।
এক একবারে অন্ন খাও শত শত ভার ॥
তিনজনের ভক্ষ্যপিণ্ড তোমার এক গ্রাস।
তার লেখায় (৪) এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস ॥
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন।
ছাড়হ চাতুরী প্রভু করহ ভোজন ॥
এত বলি জল দিল দুই গোঁসাঞির হাথে।
হাসিয়া লাগিলা দোঁহে ভোজন করিতে ॥
নিত্যানন্দ কহে কৈল তিন উপবাস।
আজি পারণা করিতে ছিল বড় আশ ॥
আজি উপবাস হৈল আচার্য্য নিমন্ত্রণে।
অর্দ্ধপেট না ভরিবে এই গ্রাসেক অন্নে ॥
আচার্য্য কহে তুমি হও তৈর্থিক(৫) সন্ন্যাসী।
কভু ফলমূল খাও কভু উপবাসী ॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে যে পাইলা মুষ্ট্যেক অন্ন।
ইহাতে সন্তোষ হও ছাড় লোভ মন ॥
নিত্যানন্দ কহে যবে কৈলা নিমন্ত্রণ।
তত দিতে চাহ যত করিয়ে ভোজন ॥
শুনি নিত্যানন্দ কথা ঠাকুর অদ্বৈত।
কহিলেন তাঁহারে কিছু পাইয়া পিরীত ॥
ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর ভরিতে।
সন্ন্যাস করিয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে ॥
তুমি খাইতে পার দশ বিশ চাউলের অন্ন।
আমি তাহা কাঁহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥
যে পাঞা ছ মুষ্ট্যেক অন্ন তাহা খাঞা উঠ।
পাগ্‌লাই না করহ না ছড়াইহ ঝুট (৬) ॥
এই মতে হাস্য-রসে করেন ভোজন।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ॥
সেই ব্যঞ্জনে আচার্য্য পুন করেন পূরণ।
এই মত পুন পুন পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥
দোনা (৭) ব্যঞ্জনে ভরি করেন প্রার্থন।
প্রভু কহেন আর কত করিব ভোজন ॥
আচার্য্য কহে যে দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা।
এখন যে দিয়ে তার অর্দ্ধেক খাইবা ॥
নানা যত্ন দৈন্যে প্রভুরে করাইলা ভোজন।
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ॥
নিত্যানন্দ কহে মোর পেট না ভরিল।
লঞা যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল ॥

---

(১) 'উপকরণ'—অন্নের আনুষঙ্গিক ব্যঞ্জন, দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি।
(২) 'ভারিভুরি'—আন্তরিকতত্ত্ব, ছল।
(৩) 'নীলাচলে'—অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথরূপে।
(৪) 'লেখায়'—তুলনায়।
(৫) 'তৈর্থিক'—তীর্থপর্য্যটক।
(৬) 'ঝুট'—উচ্ছিষ্ট, এঁটো।
(৭) 'দোনা'—দ্রোণী, পত্রপুটী, পাতা দিয়া নির্ম্মাণ করা ঠোঙ্গা বিশেষ।

এত বলি এক গ্রাস ভাত হাতে লঞা।
উঝালি(১) ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা॥
ভাত দুই চারি লাগিল আচার্য্যের অঙ্গে।
ভাত অঙ্গে লঞা আচার্য্য নাচে বড় রঙ্গে॥
অবধূতের ঝুটা মোর লাগিল অঙ্গে।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে (২)॥
তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইনু তার ফল।
তোর জাতি কুল নাহি সহজে পাগল॥
আপন সমান মোরে করিবার তরে।
ঝুটা দিলে বিপ্র বলি ভয় না করিলে॥
নিত্যানন্দ কহে এই কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইহাকে ঝুটা কহিলে কৈলে তুমি অপরাধ॥
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন॥
আচার্য্য কহে না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ।
সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব স্মৃতি ধর্ম্ম॥
এত বলি দুইজনে করাইল আচমন।
উত্তম শয্যাতে লঞা করাইল শয়ন॥
লবঙ্গ এলাচি আর উত্তম রসবাস (৩)।
তুলসী মঞ্জরী সহ দিল মুখবাস (৪)॥
সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবরে।
সুগন্ধি পুষ্পের মালা দিল হৃদয় উপরে॥
আচার্য্য করিতে চাহে পাদ-সম্বাহন।
সঙ্কোচিত হঞা প্রভু কহেন বচন॥
বহু নাচাইলে আমায় ছাড় নাচায়ন।
মুকুন্দ হরিদাস লঞা করহ ভোজন॥
তবেত আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।
করিল ইচ্ছায় ভোজন যে আছিল মনে॥

শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ॥
হরি হরি বোলে লোক আনন্দিত হঞা।
চমৎকার হৈল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া॥
গৌর-দেহকান্তি সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ-বস্ত্রকান্তি তাহে করে ঝলমল॥
আইসে যায় লোক হর্ষে নাহি সমাধান(৫)।
লোকের সংঘট্টে দিন হইল অবসান॥
সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সংকীর্ত্তন।
আচার্য্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি বুলেন (৬) আচার্য্য ধরিঞা।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা॥

ধানশ্রী রাগঃ।

'কি কহব রে সখি! আজুক আনন্দ ওর(৭)।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥'
এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জ্জন॥
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ।
চরণে ধরিয়া প্রভুরে বোলেন বচন॥
অনেকদিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া(৮)।
ঘরে পাইয়াছো এবে রাখিবা বান্ধিয়া॥
এত বলি আচার্য্য আনন্দে করেন নর্ত্তন।
প্রহরেক রাত্রি আচার্য্য কৈল সংকীর্ত্তন॥
প্রেমের ঔৎকণ্ঠ্য প্রভুর নাহি কৃষ্ণসঙ্গ।
বিরহে বাঢ়িল প্রেম জ্বালার তরঙ্গ॥
ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
গোঁসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা॥

(১) 'উঝালি'—ছুঁড়িয়া।
(২) 'অবধূতের ঝুটা ·····এই ঢঙ্গে'। ইহা স্বগতোক্তি।
(৩) 'রসবাস'—কাবাব চিনি।
(৪) 'মুখবাস'—মুখশুদ্ধি।
(৫) 'সমাধান'—সমাপ্তি।
(৬) 'বুলেন'—ভ্রমণ করে।
(৭) 'ওর'--সীমা।
(৮) 'ভাণ্ডিয়া'—আত্মগোপন করিয়া, ভাঁড়াইয়া।

প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে ॥
আচার্য্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ ॥
অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদগদ বচন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন ॥

তথাহি পদম্।

'হায় প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানু-প্রেমবিষে মোর তনুমন জরে ॥
রাত্রি দিনে পোড়ে মন সোয়াথ(১)না পাও।
যাঁহা গেলে কানু পাও তাঁহা উড়ি যাও ॥'
এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর স্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত অন্তর বিদরে ॥
নির্ব্বেদ বিষাদ হর্ষ চাপল্য গর্ব্ব দৈন্য।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য ॥
জরজর হৈলা প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িলা শ্বাস নাহিক শরীরে ॥
দেখিয়া চিন্তিত হৈল সব ভক্তগণ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন ॥
বোল বোল বলি নাচে আনন্দে বিহ্বল।
বুঝন না যায় ভাব-তরঙ্গ প্রবল ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুরে ধরিয়া।
আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছেতে নাচিয়া ॥
এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে।
কভু হর্ষ কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে ॥
তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন।
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর হৈল পরিশ্রম ॥
তবুত না জানে প্রেম-ভাবাবিষ্ট হইয়া।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল ধরিয়া ॥
আচার্য্য গোঁসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন।
নানা সেবা করি প্রভুকে করাইল শয়ন ॥

(১) 'সোয়াথ'—স্বস্তি, শান্তি।

এইমত দশ দিন ভোজন কীর্ত্তন।
একরূপ করি কৈল প্রভুর সেবন ॥
প্রভাতে আচার্য্য রত্ন দোলায় চঢ়াইয়া।
ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লৈয়া ॥
নদীয়া নগরের লোক স্ত্রী বালক বৃদ্ধ।
সব লোক আইলা হৈল সংঘট্ট সমৃদ্ধ ॥
নৃত্য করি করে প্রভু নাম সংকীর্ত্তন।
শচী লঞা আইলা আচার্য্য অদ্বৈতভবন ॥
শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া ॥
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইয়া বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইল বিকল ॥
অঙ্গ মোছে মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন ॥
কান্দিয়া কহেন শচী বাছারে নিমাই।
বিশ্বরূপ (২) সম না করিহ নিঠুরাই ॥
সন্ন্যাসী হইয়া মোরে না দিল দর্শন।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ ॥
প্রভুও কান্দিয়া বোলে শুন মোর আই(৩)।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই ॥
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে॥
জানি বা না জানি কৈল যদ্যপি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস ॥
তুমি যাহাঁ কহ আমি তাহাঁই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ সেই ত করিব ॥
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বারবার ॥
তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর।
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর ॥

(২) 'বিশ্বরূপ'—প্রভুর অগ্রজ, তিনি অগ্রে সন্ন্যাস করেন। 'নিঠুরাই'—নিষ্ঠুরতা।

(৩) 'আই'—মাতা।

একে একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণ।
সভার মুখ দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গন॥
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ।
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ॥
শ্রীবাস রামাই বিদ্যানিধি গদাধর।
গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর মুরারি শুক্লাম্বর॥
বুদ্ধিমন্ত-খান নন্দন শ্রীধর বিজয়।
বাসুদেব দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয়॥
কত নাম লইব যত নবদ্বীপবাসী।
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হাসি॥
আনন্দে নাচয়ে সভে বোলে হরি হরি।
আচার্য্য-মন্দির হৈলা শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী॥
যত লোক আইল মহাপ্রভুরে দেখিতে।
নানা গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে॥
সভাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্ন পান।
বহুদিন আচার্য্য গোঁসাঞি কৈল সমাধান॥
আচার্য্য গোঁসাঞির ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়।
যত দ্রব্য ব্যয় করে পুন তৈছে হয়॥
সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন।
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন॥
দিনে আচার্য্যের প্রীতি প্রভুর দর্শন।
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভুর হয় ভাবোদয়।
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু গদগদ প্রলয় (১)॥
ঘন ঘন পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া।
দেখি শচী মাতা কহে রোদন করিয়া॥
চূর্ণ হৈল হেন বাসোঁ (২) নিমাই কলেবর।
হাহা করি বিষ্ণুপাশে মাগে এই বর॥
বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈনু সেবন।
তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ॥
যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই শরীরে॥
এই মত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।
হর্ষ ভয় দৈন্যভাবে হইলা বিকল॥
শ্রীনিবাস আদি যত বিপ্র ভক্তগণ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে(৩) হৈল সভাকার মন॥
শুনি শচী সভাকার করিল মিনতি।
মুঞি নিমাইর দর্শন আর পাইমু কতি(৪)॥
তোমা সভা সনে হবে অন্যত্র মিলন।
মুঞি অভাগিনীর এই মাত্র দরশন॥
যাবৎ আচার্য্য-গৃহে নিমাইর অবস্থান।
মুঞি ভিক্ষা দিমু সভাকারে এই মাগোঁ দান॥
শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কার।
মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সভার॥
মাতার বৈয়গ্র্য দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণে একত্র করি বলিলা বচন॥
তোমা সভার আজ্ঞা বিনে চলিলাঙ বৃন্দাবন।
যাইতে নারিল বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন॥
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সভা হৈতে নহিব উদাস॥
তোমা সভা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কর যাতে রহে দুই ধর্ম্ম॥
শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন।
শচীপাশে আচার্য্যাদি করিলা গমন॥
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিলা।
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিলা॥

(১) 'প্রলয়'—সুখ বা দুঃখ নিবন্ধন চেষ্টা এবং জ্ঞানের শূন্যতাকে প্রলয় বলে।
(২) 'বাসোঁ'—বিবেচনা করি।
(৩) 'ভিক্ষা দিতে'—ভোজন করাইতে।
(৪) 'কতি'—কোথায়।

তেঁহো যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি সেহো মোর দুখ ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয় ॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোক গতাগতি-বার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু হবে তাঁর আগমন ॥
আপনার দুঃখ সুখ তাঁহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ সেই নিজ সুখ মানি ॥
শুনি ভক্তগণ তাঁরে করেন স্তবন।
বেদ-আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন ॥
ভক্তগণ প্রভু আগে আসিয়া কহিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥
নবদ্বীপবাসী আদি যত লোকগণ।
সভারে সম্মান করি বলিল বচন ॥
তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব।
এই ভিক্ষা মাগোঁ মোরে দেহ তুমি সব ॥
ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-আরাধন ॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি তোমায় দিব দরশন ॥
এত বলি সভাকারে ঈষৎ হাসিয়া।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া ॥
সভা বিদায় দিয়া প্রভু চলিতে কৈল মন।
হরিদাস কান্দি কহে করুণ বচন ॥
নীলাচল চলিলে তুমি মোর কোন গতি।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥
মুঞি অধম না পাব তোমার দরশন।
কি মতে ধরিমু এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥
প্রভু কহে কর তুমি দৈন্য সংবরণ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন ॥
তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥

তবে ত আচার্য্য কহে বিনয় করিয়া।
দিন দুই চারি রহ কৃপা ত করিয়া ॥
আচার্য্য-বচন প্রভু না করে লঙ্ঘন।
রহিলা অদ্বৈত-গৃহে না কৈল গমন ॥
আনন্দিত হৈলা আচার্য্য শচী ভক্ত-সব।
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহা মহোৎসব ॥
দিনে কৃষ্ণকথা-রস ভক্তগণ সঙ্গে।
রাত্র্যে মহামহোৎসব সংকীর্ত্তন-রঙ্গে ॥
আনন্দিত হইয়া শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥
আচার্য্যের শ্রদ্ধা ভক্তি গৃহ সম্পদ্ ধনে।
সকল সফল হইল প্রভু আরাধনে ॥
শচীর আনন্দ বাঢ়ে দেখি পুত্রমুখ।
ভোজন করাঞা পূর্ণ কৈল নিজ সুখ ॥
এই মত অদ্বৈত-গৃহে ভক্তগণ মেলে।
বঞ্চিল কথোক দিন নানা কুতূহলে ॥
আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে।
নিজ নিজ গৃহে সভে করহ গমনে ॥
ঘরে গিয়া কর সভে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
পুনরপি আমা সঙ্গে হইবে মিলন ॥
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রি গমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ ॥
এই চারিজনে আচার্য্য দিল প্রভু সনে।
জননী প্রবোধ করি বন্দিলা চরণে ॥
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ॥
নিরপেক্ষ হৈয়া প্রভু শীঘ্র চলিলা।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পাছেত লাগিলা ॥
কথোদূর যাই প্রভু করি যোড় হাত।
আচার্য্যে প্রবোধি কহে কিছু মিষ্ট বাত ॥

জননী প্রবোধি কর ভক্ত-সমাধান (১)।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দে গমন ॥
গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু চারিজন সাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ (২) পথে ॥

চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রি গমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
অদ্বৈত-গৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন।
অচিরাতে মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস করণাদ্বৈতগৃহে ভোজন-বিলাস-বর্ণন নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) 'ভক্ত-সমাধান'—ভক্তদিগের আহার ইত্যাদি নির্ব্বাহ।

(২) 'ছত্রভোগ'—সাগরসঙ্গমের নিকটবর্ত্তী স্থান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্ বশঃ সন্
যৎপ্রেম্না তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যস্মৈ দাতুং (যাঁহাকে দিবার জন্য) ক্ষীরভাণ্ডং (ক্ষীরপূর্ণ ভাণ্ড) চোরয়ন্ (চুরি করিয়া) গোপীনাথঃ (রেমুণার প্রসিদ্ধ বিগ্রহ গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণ) ক্ষীরচোরাভিধঃ (ক্ষীরচোরা বলিয়া অভিহিত) অভূৎ (হইয়াছিলেন) শ্রীগোপালঃ যৎপ্রেম্না বশঃ সন্ (শ্রীগোপাল যাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া) প্রাদুরাসীৎ (আবির্ভূত হইয়াছিলেন) তং মাধবেন্দ্রং নতঃ অস্মি (সেই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদকে প্রণাম করি)।

অনুবাদ।—মাধবেন্দ্রপুরীকে নমস্কার করি। যাঁকে দেবার জন্যই শ্রীগোপীনাথ ক্ষীরভাণ্ড চুরি ক'রে ক্ষীরচোরা নাম নিয়েছেন। যাঁর প্রেমেই বশীভূত হয়ে শ্রীগোপাল বিগ্রহ আবির্ভূত হয়েছেন ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
নীলাদ্রি গমন জগন্নাথ দরশন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর মিলন ॥
এই সব লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
বিস্তারি করিয়াছেন উত্তম বর্ণন ॥
সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার।
বৃন্দাবন দাসমুখে অমৃতের ধার ॥
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি বর্ণি যদি তৈছে নাহি শক্তি ॥
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিলা বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥
তার সূত্রে আছে তেঁহো না কৈল বর্ণন।
যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা-কথন ॥
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায়ে অপরাধ নহুক আমার ॥

এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-কুতূহলে ॥
ভিক্ষা লাগি একদিন এক গ্রামে গিয়া।
আপনে বহুত অন্ন আনিল মাগিয়া ॥
পথে বড় বড় দানী (১) বিঘ্ন নাহি করে।
তা সবারে কৃপা করি আইলা রেমুণারে (২) ॥
রেমুণাতে গোপীনাথ পরম মোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন ॥
তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে ॥
চূড়া পাইয়া প্রভু মনে আনন্দিত হঞা।
বহু নৃত্য গীত কৈলা ভক্তগণ লঞা ॥
প্রভুর প্রভাব দেখি প্রেম-রূপ-গুণ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ ॥
নানামতে প্রীতে কৈল প্রভুর সেবন।
সেই রাত্রি তাঁহা প্রভু করিলা বঞ্চন ॥
মহাপ্রসাদ ক্ষীর লোভে রহিলা প্রভু তথা।
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা ॥
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রসিদ্ধ তাঁর নাম।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত আখ্যান ॥
পূর্ব্বে মাধবপুরীর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হইল ক্ষীরচোরা করি ॥
পূর্ব্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবর্দ্ধন ॥
প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর দিবা রাত্রি জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান ॥

(১) 'দানী'—পথের কর যে গ্রহণ করে।
(২) 'রেমুণা'—বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম।

শৈল(১)পরিক্রমা করি গোবিন্দ কুণ্ডে আসি।
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি॥
গোপালবালক এক দুগ্ধভাণ্ড লঞা।
আসি আগে ধরি কিছু বলিলা হাসিয়া॥
পুরী (২) এই দুগ্ধ লৈয়া কর তুমি পান।
মাগি কেনে নাহি খাও কিবা কর ধ্যান॥
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক্ শোষ (৩)॥
পুরী কহে কে তুমি কাঁহা তোমার বাস।
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস॥
বালক কহে গোপ আমি হই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহো না রহে উপবাসী॥
কেহো অন্ন মাগি খায় কেহো দুগ্ধাহার।
অযাচক জনে আমি দিয়েত আহার॥
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেলা।
স্ত্রীসব দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইলা॥
গো-দোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।
আরবার আসি আমি এই ভাণ্ড লৈব॥
এত বলি বালক গেলা না দেখয়ে আর।
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার॥
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল।
বাট (৪) দেখে সেই বালক পুন না আইল॥
বসি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়।
শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ্যবৃত্তি লয় (৫)॥
স্বপ্ন দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লঞা গেলা হাতেতে ধরিয়া॥
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত-বৃষ্টি-দাবাগ্নিতে দুঃখ বড় পাই॥

(১) 'শৈল'—গোবর্দ্ধন পর্ব্বত।
(২) 'পুরী'—মাধবেন্দ্রপুরী।
(৩) 'ভোক্'—ক্ষুধা। 'শোষ'—পিপাসা, তৃষ্ণা।
(৪) 'বাট'—পথ।
(৫) 'বাহ্যবৃত্তি লয়'—সেই নিদ্রায় ইন্দ্রিয়গণের বহির্ব্যাপার ছিল না, কিন্তু অন্তর্ব্যাপার সমস্ত ছিল।

গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় (৬) কুঞ্জ হৈতে।
পর্ব্বত উপরে লঞা রাখ ভাল মতে॥
এক মঠ করি তাঁহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে আমা করাহ স্নপন॥
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।
ব্রজের স্থাপিত আমি ইঁহা অধিকারী॥
শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া।
ম্লেচ্ছভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে।
ভাল হৈল আইলা আমা কাঢ় সাবধানে॥
এত বলি সে বালক অন্তর্ধান কৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল॥
কৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে॥
ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল ধীর।
আজ্ঞাপালন লাগি হইলা সুস্থির॥
প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রামমধ্যে গেলা।
সব লোকে একত্র করি কহিতে লাগিলা॥
গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছেন চল তাঁরে বাহির যে করি॥
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে।
কুঠার কোদালি লহ দুয়ার করিতে॥
শুনি লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে।
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিলা প্রবেশে॥
ঠাকুর দেখিল মাটি তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত॥
আবরণ দূর করি করিলা বিদিতে।
মহাভারি ঠাকুর কেহো নারে চালাইতে॥

(৬) 'কাঢ়'—বাহির কর।

মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া।
পর্ব্বত উপরে গেলা ঠাকুর লইয়া॥
পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্বন দিল॥
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নব ঘট লঞা।
গোবিন্দকুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা॥
নব শত ঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে স্ত্রীগণে গায় গীত॥
কেহো গায় কেহো নাচে মহোৎসব হৈল।
অনেক সামগ্রী যত্ন করি আনাইল॥
দধি-দুগ্ধ-ঘৃত আইল যত গ্রাম হইতে।
ভোগসামগ্রী আইল সন্দেশাদি কতে॥
তুলস্যাদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী করে অভিষেক॥
অঙ্গমলা দূর করি করাইল স্নপন।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে (১) স্নান করাইয়া।
মহাস্নান করাইল শত ঘট দিয়া॥
পুন তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।
শঙ্খ গন্ধোদকে কৈল স্নান সমাপন॥
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করি বস্ত্র পরাইল।
চন্দন তুলসী পুষ্পমালা অঙ্গে দিল॥
ধূপ দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল।
দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি যত কিছু আইল॥
সুবাসিত জল নব্য পাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া পুন তাম্বূল অর্পিল॥
আরতি করি কৈল বহুত স্তবন।
দণ্ডবৎ করি কৈলা আত্মসমর্পণ॥
গ্রামের যতেক তণ্ডুল দালি গোধূমচূর্ণ।
সকল আনিয়া দিল পর্ব্বত হৈল পূর্ণ॥

(১) 'পঞ্চগব্য'—গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত। 'পঞ্চামৃত'—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত মধু, চিনি।

কুম্ভকারের ঘরে ছিল যত মৃদ্ভাজন (২)।
সব আনাইল প্রাত হৈতে চড়িল রন্ধন॥
দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ।
জন চারি পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি সূপ॥
বন্য শাক ফলমূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহো বড়া বড়ি কড়ি (৩) করে বিপ্রগণ॥
জন পাঁচ সাত রুটি করে রাশি রাশি।
অন্ন ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি॥
নববস্ত্র পাতি তাতে পলাশের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত॥
তার পাশে রুটি রাশি উপপর্ব্বত হইল।
সূপ ব্যঞ্জন ভাণ্ড সব চৌদিকে ধরিল॥
তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী (৪)।
পায়স মাখন সর পাশে ধরি আনি॥
হেনমতে অন্নকূট (৫) করিল সাজন।
পুরী-গোঁসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥
অনেক ঘট ভরি দিল সুশীতল জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁহার হস্তস্পর্শে অন্ন পুন তৈছে হইল॥
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোঁসাঞি।
তাঁর ঠাঁঞি গোপালের লুকা কিছু নাঞি॥
একদিনের উদ্যোগে ঐছে মহোৎসব হৈল।
গোপাল প্রভাবে হয় অন্যে না জানিল॥
আচমন দিঞা দিল বিড়ার (৬) সঞ্চয়।
আরতি করিল লোকে করে জয় জয়॥

(২) 'মৃদ্ভাজন'—মাটির পাত্র।
(৩) 'কড়ি'—দধি ও বেসন সংযোগে প্রস্তুতকরা ব্রজবাসীদিগের খাদ্যবিশেষ।
(৪) 'শিখরিণী'—দুগ্ধ, দধি, চিনি, ঘৃত, মধু, মরীচ, বীড় লবণ ও কর্পূর এই সমস্ত দ্রব্যে প্রস্তুত হয়। এই শিখরিণী ভীম প্রস্তুত করেন এবং ভগবান শ্রীমধুসূদন ভক্ষণ করেন।
(৫) 'অন্নকূট'—অন্নপর্ব্বত।
(৬) 'বিড়ার'—পানের খিলির।

শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া।
নববস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া॥
তৃণটাটি (১) দিয়া চারিদিক্ আবরিল।
উপরেহ এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল॥
পুরী-গোঁসাঞি আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে।
আবাল-বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে॥
সব বসি লোক ক্রমে ভোজন করিল।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল॥
অন্য গ্রামের লোক যেই দেখিতে আইল।
গোপাল দেখিয়া সভে প্রসাদ খাইল॥
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার (২)॥
সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল।
সেই সেই সেবা মধ্যে সভা নিয়োজিল॥
পুন দিনশেষে প্রভুর করাইল উত্থান।
কিছু ভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান॥
গোপাল প্রকট হৈল দেশে শব্দ হৈল।
আশপাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল॥
একৈক দিন একৈক গ্রামে লইল মাগিঞা।
অন্নকূট করে সবে হরষিত হঞা॥
রাত্রিকালে ঠাকুরের করাইয়া শয়ন।
পুরী-গোঁসাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন॥
প্রাতঃকালে পুন তৈছে করিল সেবন।
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ॥
অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল।
গোপালের আগে লোক আনিঞা ধরিল॥
পূর্ব্বদিন প্রায় বিপ্র করিল রন্ধন।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন॥

ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজ পিরীতি।
গোপালের সহজ প্রীতি ব্রজবাসী প্রতি॥
মহাপ্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক।
গোপল-দর্শনে খণ্ডে সভার দুঃখ-শোক॥
আশ পাশ ব্রজভূমের যত গ্রাম সব।
একৈক দিন সভে করে মহোৎসব॥
গোপাল প্রকট শুনি নানাদেশে হৈতে।
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিলা আসিতে॥
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট ধরে আনি॥
স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গন্ধ, ভক্ষ্য উপহার।
অসংখ্য আইসে নিত্য বাঢ়িল ভাণ্ডার॥
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহো পাক-ভাণ্ডার কৈল কেহো ত প্রাচীর॥
এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল।
সহস্র সহস্র গাভী গোপালের হৈল॥
গৌড় হৈতে আইল দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরী-গোঁসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন॥
সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল।
রাজসেবা হয় পুরীর আনন্দ বাঢ়িল॥
এই মত বৎসর দুই করিল সেবন।
একদিন পুরী-গোঁসাঞি দেখিল স্বপন॥
গোপাল কহে পুরী আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়জ চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায়॥
মলয়জ আন যাই নীলাচল হৈতে।
অন্য হৈতে নহে তুমি চলহ ত্বরিতে॥
স্বপ্ন দেখি পুরী-গোঁসাঞি হৈলা প্রেমাবেশ।
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে চলিলা পূর্ব্বদেশ॥
সেবার নির্ব্বন্ধ লোক করিল স্থাপন।
আজ্ঞা মাগি গৌড়দেশে করিল গমন॥
শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে॥
তাঁর ঠাঁঞি মন্ত্র লৈল যতন করিয়া।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া॥

(১) 'তৃণটাটি'—খড়ের বেড়া।

(২) দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রপূজা পরিত্যাগ করিয়া গিরি গোবর্দ্ধনের পূজাপূর্ব্বক তাঁহাকে অন্নকূট ভোজন করান। মাধবেন্দ্রপুরীও সেইরূপ বৃহৎ অন্নকূট করিয়াছিলেন।

রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন।
তাঁর রূপ দেখি প্রেমাবেশ হৈল মন ॥
নৃত্য গীত করি জগমোহনে (১) বসিলা।
কাঁহা কাঁহা ভোগ লাগে ব্রাহ্মণে পুছিলা ॥
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে।
উত্তম ভোগ লাগে এথা বুঝি অনুমানে ॥
যৈছে ইঁহা (২) ভোগ লাগে সকলি পুছিব।
তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপালে লাগাব ॥
এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ বিবরণে ॥
সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃতকলি নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত সমান ॥
গোপীনাথের ক্ষীর করি প্রসিদ্ধি যাহার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর ॥
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি পুরী-গোঁসাঞি কিছু মনে বিচারিল ॥
অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণুস্মরণ কৈল।
হেনকালে ভোগ সরি (৩) আরতি বাজিল ॥
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার।
বাহিরে আইলা কিছু না কহিলা আর ॥
অযাচিত-বৃত্তি (৪) পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস ॥
প্রেমামৃতে তৃপ্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে।
ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল তাহে মানে অপরাধে ॥

(১) 'জগমোহন'—মন্দিরের সম্মুখস্থ যে দালান হইতে বিগ্রহ দেখা যায় তাহার নাম জগমোহন।
(২) 'ইঁহা'—এখানে।
(৩) 'সরি'—সম্পাদিত হইয়া, শেষ হইয়া।
(৪) 'অযাচিত-বৃত্তি'—প্রার্থনা না করিতেই যদি কেহ আপনা হইতে কিছু দেয় তবে তাহা দ্বারা যে জীবন ধারণ করে এমন।

গ্রামের শূন্য হাটে বসি করেন কীর্ত্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন ॥
নিজ কৃত্য করি পূজারী করিলা শয়ন।
স্বপ্নে ঠাকুর আসি বোলেন বচন ॥
উঠহ পূজারী দ্বার করহ মোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ ॥
ধড়ার (৫) অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়।
তোমরা না জানিলে তাহা আমার মায়ায় ॥
মাধব পুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া।
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা ॥
স্বপ্ন দেখি পূজারী করিল বিচার।
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার ॥
ধড়ার আঁচল-তলে পাইল সেই ক্ষীর।
স্থান লেপি ক্ষীর লৈয়া হইলা বাহির ॥
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা।
হাটে হাটে বুলে মাধব-পুরীরে চাহিয়া (৬) ॥
ক্ষীর লহ এই, যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে ॥
এত শুনি পুরী-গোঁসাঞি পরিচয় দিল।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ কৈল ॥
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী ॥
প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত।
কৃষ্ণ যে ইহার বশ হয় যথোচিত ॥
এত বলি নমস্করি গেল সে ব্রাহ্মণ।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ ॥
পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড কৈল।
বহির্ব্বাসে বান্ধি সেই ঠিকারি (৭) রাখিল ॥

(৫) 'ধড়ার'—বস্ত্রের।
(৬) 'চাহিয়া'—খুঁজিয়া।
(৭) 'ঠিকারি'—মৃন্ময় ক্ষীরপাত্রের খোলা। কোথাও 'ঝিকরা' পাঠ।

প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয় অদ্ভুত কথন॥
ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিল সর্ব্বলোকে শুনি।
দিনে লোক ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা (১) জানি॥
এই ভয়ে রাত্রিশেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেইস্থানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি॥
চলি চলি আইলা পুরী শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হৈল বিহ্বল॥
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়।
জগন্নাথ দরশনে মহাসুখ পায়॥
মাধবপুরী শ্রীপাদ আইলা লোকে হৈল খ্যাতি।
সব লোক আসি তাঁরে করে বহু ভক্তি॥
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পালাইয়া।
কৃষ্ণভক্তসঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লৈয়া (২)॥
যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন।
ঠাকুরের চন্দন সাধন হইল বন্ধন॥ (৩)
জগন্নাথের সেবক যত যতেক মহান্ত।
সবাকে কহিল পুরী গোপাল বৃত্তান্ত॥
গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ।
আনন্দে চন্দন লাগি করিলা যতন॥
রাজপাত্র (৪) সনে যার যার পরিচয়।
তাঁরে মাগি কর্পূর চন্দন করিল সঞ্চয়॥

এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে।
পুরী গোঁসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল (৫) সহিতে॥
ঘাটী-দানী ছাড়াইতে রাজপাত্র দ্বারে।
রাজলেখা করি দিল পুরী গোঁসাঞির করে॥
চলিলা মাধবপুরী চন্দন লইয়া।
কথো দিনে রেমুণায় উত্তরিলা গিয়া॥
গোপীনাথ চরণে কৈলা বহু নমস্কার।
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিলা অপার॥
পুরী দেখি সেবকগণ সম্মান করিল।
ক্ষীর প্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল॥
সেই রাত্র্যে দেবালয়ে করিল শয়ন।
শেষ রাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন॥
গোপাল আসিয়া কহে শুনহে মাধব।
কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব॥
কর্পূর সহিত ঘসি এ সব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন॥
গোপীনাথ আমার সে এক অঙ্গ হয়।
ইঁহাকে চন্দন দিলে হবে মোর তাপ ক্ষয়॥
দ্বিধা না ভাবিহ না করিও কিছু মনে।
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে॥
এত বলি গোপাল গেলা গোঁসাঞি জাগিলা।
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিলা॥
প্রভুর আজ্ঞা হৈল এই কর্পূর চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন॥
ইঁহাকে চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল।
স্বতন্ত্র (৬) ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল॥
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।
শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন॥

---

(১) 'প্রতিষ্ঠা'—সুখ্যাতি।
(২) 'লাগ লৈয়া'—পাছ লইয়া, পশ্চাৎ পশ্চাৎ।
(৩) 'যদ্যপি…বন্ধন'—মাধবেন্দ্রপুরী প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী হইতে পলায়ন করিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু গোপালের চন্দন আহরণরূপ সেবার জন্য তাহা পারিলেন না।
(৪) 'রাজপাত্র'—রাজকর্ম্মচারী।
(৫) 'সম্বল'—পথব্যয়।
(৬) 'স্বতন্ত্র'—স্বেচ্ছাময়।

পুরী কহে এই তুই ঘষিবে চন্দন।
আর জনা তুই দেহ দিব যে বেতন ॥
এইমত চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘষিয়া।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া ॥
প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত।
তথায় রহিলা পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত ॥
গ্রীষ্মকাল অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চাতুর্মাস্য আনন্দে রহিলা ॥
শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃত চরিত।
ভক্তগণে শুনাঞা কভু করে আস্বাদিত ॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার।
পুরীসম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর ॥
দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।
তিনবার স্বপ্নে আসি যাঁরে আজ্ঞা কৈল ॥
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা।
সেবা অঙ্গীকার করি জগৎ তারিলা ॥
যাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈলা।
কর্পূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চঢ়াইলা ॥
ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে ইহা জানিঞা গোপাল ॥
মহা দয়াময় প্রভু ভকত-বৎসল।
চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল ॥
পুরীর প্রেম পরাকাষ্ঠা করহে বিচার।
অলৌকিক প্রেম চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
পরমবিরক্ত (১) মৌনী (২) সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তা (৩) ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গহীন ॥
হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা।
সহস্র ক্রোশ আসি বুলে(৪) চন্দন মাগিয়া ॥

(১) 'বিরক্ত'—নিস্পৃহ।
(২) 'মৌনী'—বৃথালাপ-বর্জ্জিত।
(৩) 'গ্রাম্যবার্ত্তা'—বৈষয়িক কথা।
(৪) 'বুলে'—ভ্রমণ করেন।

ভোকে (৫) রহে তবু অন্ন মাগিয়া না খায়।
হেন জন চন্দনভার বহি লঞা যায় ॥
মোণেক (৬) চন্দন তোলা বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাইব এই আনন্দ প্রচুর ॥
উৎকলের দানী (৭) রাখে চন্দন দেখিয়া।
তাহা এড়াইল রাজপত্র দেখাইয়া ॥
ম্লেচ্ছদেশ দূরপথ জগাতি (৮) অপার।
কেমনে চন্দন নিব নাহি এ বিচার ॥
সঙ্গে এক বট (৯) নাহি ঘাটী-দান দিতে।
তথাপি চন্দন লইয়া উৎসাহ যাইতে ॥
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার।
নিজ দুঃখ বিঘ্নাদিক না করে বিচার ॥
এই তাঁর গাঢ় প্রেম লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল।
আনন্দ বাঢ়িয়ে মনে দুঃখ না গণিল ॥
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞাদান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্ ॥
এই ভক্তি ভক্ত প্রিয় কৃষ্ণ-ব্যবহার।
বুঝিতেহো আমা সভার নাহি অধিকার ॥
এত কহি পড়ে প্রভু তাঁর কত শ্লোক।
যেই শ্লোকচন্দ্রে জগৎ কর্য্যাছে আলোক ॥
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার (১০)।
গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥
রত্নগণ মধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি।
রসকাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥

(৫) 'ভোকে'—ক্ষুধায়।
(৬) 'মোণেক'—এক মণ।
(৭) 'দানী'—পথকর-গ্রাহক।
(৮) 'জগাতি'—চুঙ্গী, বিক্রেয় দ্রব্যের কর আদায়ের স্থান। কেহ 'জগাতি' অর্থ 'জঙ্গল' বলেন।
(৯) 'বট'—কপর্দ্দক, এক কড়া কড়ি।
(১০) 'মলয়জ-সার—চন্দনকাষ্ঠ।

এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধাঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
উহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠাজন (১)॥
শেষকালে এই শ্লোক পঢ়িতে পঢ়িতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং মাধবেন্দ্রপুরীবাক্যম (৩৩৪)

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥ ২

অন্বয়ঃ।—অয়ি দীনদয়ার্দ্র (হে দীনজনের প্রতি পরম দয়াল)! হে নাথ! হে মথুরানাথ! হে দয়িত (হে প্রিয়)! কদা (কখন) অবলোক্যসে (আমার দ্বারা দৃষ্ট হইবে তুমি), ত্বদলোককাতরং (তোমার অদর্শনে কাতর) হৃদয় (মন) ভ্রাম্যতি (অস্থির হইতেছে) অহং কিং করোমি (আমি কি করিব)।

অনুবাদ।—হে দীনদয়াল! হে প্রভু! হে মথুরাপতি! কবে তোমায় দেখব? তোমায় না দেখে হৃদয় আমার ব্যথিত। হে দয়িত! মন আমার ব্যাকুল—আমি কি করব!॥ ২॥

এই শ্লোক পঢ়িতে প্রভু হইলা মূর্চ্ছিত।
প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িলা ভূমিত॥
আস্তেব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র॥
প্রেমোন্মাদ হইল উঠি ইতিউতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে ক্রোশে হাসে নাচে গায়॥
অয়ি দীন অয়ি দীন বোলে বার বার।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী বহে অশ্রুধার॥

কম্প স্বেদ পুলকাশ্রুস্তম্ভ (২) বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ বিষাদ জাড্য (৩) গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
এই শ্লোকে উঘাড়িল (৪) প্রেমের কপাট।
গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট॥
লোকের সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
ঠাকুরের ভোগ সরি আরতি বাজিল॥
ঠাকুরে শয়ন করাই পূজারী হৈলা বাহির।
প্রভু আগে আনি দিল প্রসাদ বারোক্ষীর(৫)॥
ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাঢ়িল।
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল॥
সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া (৬) দিল।
পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চজনে (৭) বাঁটিয়া খাইল॥
গোপীনাথরূপে যদি করিয়াছেন ভোজন।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ॥
নাম সংকীর্ত্তনে সেই রাত্রি গোঙাইয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি দেখিয়া॥

---

(১) 'চৌঠা জন'—অর্থাৎ শ্রীরাধা, মাধবেন্দ্রপুরী ও মহাপ্রভু ব্যতীত চতুর্থ ব্যক্তি।

(২) 'স্তম্ভ'—ইন্দ্রিয়াদির চেষ্টারাহিত্য, শূন্যতা ও নিশ্চলতা। "স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্য্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ। তত্র রাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ॥"

(৩) 'নির্ব্বেদ'—অত্যধিক দুঃখ, বিচ্ছেদ, ঈর্ষা এবং কর্ত্তব্যের অনাচরণাদি-জনিত শোকযুক্ত আত্মাপমানের নাম নির্ব্বেদ। "মহার্ত্তিবিপ্রয়োগের্ষ্যা-সদ্বিবেকাদি-কল্পিতম্। স্বাবমাননমেবাত্র নির্ব্বেদ ইতি কথ্যতে॥"

'জাড্য'—ইষ্টানিষ্টের শ্রবণদর্শন ও বিরহাদিজনিত বিচারশূন্যতা। "জাড্যমপ্রতিপত্তিঃ স্যাদিষ্টানিষ্ট-শ্রুতীক্ষণৈঃ। বিরহাদ্যৈশ্চ তন্মোহাৎ পূর্ব্বাবস্থা পরাপি চ॥"

(৪) 'উঘাড়িল'—উদ্ঘাটিত হইল, অর্থাৎ খুলিয়া গেল।

(৫) 'বারোক্ষীর'—ক্ষীরপূর্ণ বারটি ভাণ্ড।

(৬) 'বাহুড়িয়া'—ফিরাইয়া।

(৭) 'পঞ্চজনে'—চৈতন্য, নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ এই পঞ্চ জন।

গোপাল গোপীনাথপুরী-গোঁসাঞির গুণ ।
ভক্তসঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু করে আস্বাদন ॥
এইত আখ্যানে কহি দোঁহার (১) মহিমা ।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য আর ভক্তের প্রেমসীমা ॥

শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে যেইজন ।
শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই পায় প্রেমধন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-চরিতামৃতাস্বাদনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ।

(১) 'দোঁহার'—শ্রীগোপীনাথ ও মাধবেন্দ্রপুরীর ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমাস্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি ॥ ১

অন্বয়ঃ।—প্রতিমাস্বরূপঃ যঃ হি ব্রহ্মণ্যদেবঃ পদ্ভ্যাং চলন্ (প্রতিমাস্বরূপ হইয়া যে ব্রহ্মণ্যদেব পায়ে চলিয়া) বিপ্রকৃতে (ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য) শতাহগম্যং (শতদিবসে যাওয়া যায় এমন) দেশং যযৌ (দেশে গিয়াছিলেন), তম্ অদ্ভুতেহম্ (সেই বিচিত্রচেষ্টাযুক্ত) সাক্ষিগোপালম্ অহং নতোঽস্মি (সাক্ষিগোপালকে আমি প্রণাম করি)।

অনুবাদ।—সাক্ষিগোপালকে আমি প্রণাম করি। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মণ্য দেব, তাঁর লীলা অদ্ভুত, প্রতিমা-স্বরূপ হয়েও ব্রাহ্মণের জন্য তিনি শতদিনের পথ পায়ে হেঁটে এসেছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর গ্রামে।
বরাহ ঠাকুর দেখি করিল প্রণামে ॥
নৃত্য গীত কৈল প্রেমে বহুত স্তবন।
যাজপুরে সে রাত্রি রহি করিলা গমন ॥
কটক আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে।
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি হৈলা আনন্দিতে ॥
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করি কথোক্ষণ।
আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপাল স্তবন ॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি ভক্তগণ সঙ্গে।
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে বহু রঙ্গে ॥
নিত্যানন্দ-গোঁসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা ॥
সাক্ষিগোপালের কথা শুনিল লোকমুখে।
সেই কথা প্রভু আগে কহে মহাসুখে ॥
পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুইত ব্রাহ্মণ।
তীর্থ করিবারে দোঁহে করিলা গমন ॥
গয়া বারাণসী আদি প্রয়াগ করিয়া।
মথুরা আইলা দোঁহে আনন্দিত হঞা ॥
বনযাত্রায় বন দেখি দেখে গোবর্দ্ধন।
দ্বাদশ বন দেখি শেষে আইলা বৃন্দাবন ॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দ-স্থানে মহাদেবালয়।
সে মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয় ॥
কেশীতীর্থে কালিয়হ্রদাদিকে কৈল স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥
গোপাল-সৌন্দর্য্য দোঁহার নিল মন হরি।
সুখ পাঞা রহে তাঁহা দিন দুই চারি ॥
দুই বিপ্র মধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধপ্রায়।
আর বিপ্র যুবা তাঁর করেন সহায় ॥
ছোট বিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন।
তাহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন ॥
বিপ্র কহে তুমি আমার বহু সেবা কৈলে।
সহায় হইয়া মোরে তীর্থ করাইলে ॥
পুত্রেহ পিতার ঐছে না করে সেবন।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম ॥
কৃতঘ্নতা হয় তোমার না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমারে আমি দিব কন্যাদান ॥
ছোট বিপ্র কহে শুন বিপ্র মহাশয়।
অসম্ভব কহ কেনে যেই নাহি হয় ॥
মহা-কুলীন তুমি বিদ্যাধনাদি প্রবীণ।
আমি অকুলীন বিদ্যাধনাদি-বিহীন ॥
কন্যাদান-পাত্র আমি না হই তোমার।
কৃষ্ণপ্রীতে (১) করি তোমার সেবা ব্যবহার ॥
ব্রাহ্মণ সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাঁহার সন্তোষে ভক্তি সম্পদ্ বাঢ়য় ॥

(১) 'কৃষ্ণপ্রীতে'—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য।

বড় বিপ্র কহে তুমি না কর সংশয়।
তোমাকে কন্যা দিব আমি করিল নিশ্চয়॥
ছোট বিপ্র কহে তোমার স্ত্রী পুত্র সব।
বহু জ্ঞাতি গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব॥
তা সভার সম্মতি বিনে নহে কন্যা দান।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ॥
ভীষ্মকের ইচ্ছা কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিলেন দিতে॥
বড় বিপ্র কহে কন্যা মোর নিজ ধন।
নিজ ধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন॥
তোমারে কন্যা দিব সভাকে করি তিরস্কার।
সংশয় না কর তুমি করহ স্বীকার॥
ছোট বিপ্র কহে যদি কন্যা দিতে মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন॥
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল।
তুমি জান নিজ কন্যা ইহাঁরে আমি দিল॥
ছোট বিপ্র কহে ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইমু যগ্যন্যথা দেখি॥
এত বলি দুইজন চলিলা দেশেরে।
গুরুবুদ্ধ্যে (১) ছোট বিপ্র বহু সেবা করে॥
দেশে আসি দোঁহে গেলা নিজ নিজ ঘর।
কথোদিনে বড় বিপ্র চিন্তিল অন্তর॥
তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল কেমতে সত্য হয়।
স্ত্রীপুত্র জ্ঞাতি বন্ধুর জানিব নিশ্চয়॥
একদিন নিজলোকে একত্র করিল।
তাঁ সভার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল॥
শুনি সব গোষ্ঠী তবে করে হাহাকার।
ঐছে বাৎ মুখে তুমি না আনহ আর॥
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।
শুনিঞা সকল লোক করিবে উপহাস॥
বিপ্র কহে তীর্থবাক্য কেমনে করি আন।
যে হউক ? সে হউক ? আমি দিব কন্যাদান॥

(১) 'গুরুবুদ্ধ্যে'—ইনি আমার গুরু এই ভাবিয়া।

জ্ঞাতিলোক কহে মোরা তোমারে ছাড়িব।
স্ত্রীপুত্র কহে বিষ খাইয়া মরিব॥
বিপ্র কহে সাক্ষী বোলাঞা করিবেক
ন্যায় (২)।
জিতি কন্যা লবে মোর, ব্যর্থ ধর্ম্ম যায়॥
পুত্র কহে প্রতিমা সাক্ষী সেহ দূরদেশে।
কে তোমার সাক্ষী দিবে চিন্তা কর কিসে॥
নাহি কহি না কহিও এ মিথ্যা বচন।
সবে (৩) কহিও কিছু মোর না হয় স্মরণ॥
তুমি যদি কহ আমি কিছুই না জানি।
তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণেরে জিনি॥
এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন।
একান্তভাবে চিন্তে বিপ্র গোপালচরণ॥
মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায় না মরে নিজ জন।
দুই রক্ষা কর গোপাল লইল শরণ॥
এই মতে বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিলা।
আর দিন লঘু বিপ্র (৪) তাঁর ঘরে আইলা॥
আসিয়া পরম ভক্ত্যে নমস্কার করি।
বিনয় করিয়া কহে দুই কর যুড়ি॥
তুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এবে কিছু নাহি কহ কি তোমার বিচার॥
এত শুনি সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি।
তাঁর পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেঙ্গা করি॥
আরে অধম মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে।
বামন হঞা চাঁদ যেন চাহত ধরিতে॥
ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র পলাইয়া গেল।
আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল॥
সব লোক বড় বিপ্রে ডাকিয়া আনিল।
তবে সেই লঘু বিপ্র কহিতে লাগিল॥

(২) 'ন্যায়'—অভিযোগ, নালিশ।
(৩) 'সবে'—শুধু, কেবল।
(৪) 'লঘু বিপ্র'—ছোট বিপ্র।

ইহোঁ (১) মোরে কন্যা দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার।
এবে কন্যা নাহি দেন কি হয় বিচার॥
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন।
কন্যা কেনে না দেহ যদি দিয়াছ বচন॥
বিপ্র কহে শুন লোক মোর নিবেদন।
কবে কি বলিয়াছি কিছু না হয় স্মরণ॥
এত শুনি তাঁর পুত্র বাকছল পাইয়া।
প্রগল্ভ হইয়া কহে সম্মুখে দাঁড়াইয়া॥
তীর্থযাত্রায় পিতা সঙ্গে ছিল বহু ধন।
ধন দেখি এই দুষ্টের লইতে হৈল মন॥
আর কেহো সঙ্গে নাহি সবে এই একল।
ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল॥
সব ধন লৈয়া কহে চোরে লৈল ধন।
কন্যা দিতে চাহিয়াছে উঠাইল বচন॥
তুমি সব লোক কহ করিয়া বিচারে।
মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে॥
এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয়।
সম্ভবে ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্ম্মভয়॥
তবে ছোট বিপ্র কহে শুন মহাজন।
ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্য বচন॥
এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা।
তোরে আমি কন্যা দিব আপনে কহিলা॥
তবে আমি নিষেধিল শুন দ্বিজবর।
"তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞি বর॥
কাঁহা তুমি পণ্ডিত ধনী পরম কুলীন।
কাঁহা মুঞি দরিদ্র মূর্খ নীচ কুলহীন॥"
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বার বার।
তোরে কন্যা দিলুঁ তুমি করহ স্বীকার॥
তবে মুঞি কহিলুঁ শুন দ্বিজ মহামতি।
তোমার স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতির না হবে সম্মতি॥
কন্যা দিতে নারিবে হবে অসত্য বচন।
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন॥
কন্যা তোরে দিলুঁ দ্বিধা না করিহ চিতে।
আত্মকন্যা দিব কেবা পারে নিষেধিতে॥
তবে আমি কহিলাম দৃঢ় করি মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন॥
তবে ইহঁ গোপালের আগেত কহিল।
তুমি জান এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল॥
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিয়া।
কহিনু তাঁহার পদে মিনতি করিয়া॥
যদি মোরে এই বিপ্র না করে কন্যাদান।
সাক্ষী বোলাইব তোমা হইও সাবধান॥
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যাঁর বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন॥
তবে বড় বিপ্র কহে এই সত্য কথা।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনে আসি এথা॥
তবে কন্যা দিব এই জানিহ নিশ্চয়।
তাঁর পুত্র কহে ভাল এই বাত হয়॥
বড় বিপ্রের মনে—কৃষ্ণ বড় দয়াবান্।
অবশ্য মোর বাক্য তেঁহো করিবে প্রমাণ॥
পুত্রের মনে প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে।
দুই বুদ্ধ্যে দুই জনা হইলা সম্মতে॥
ছোট বিপ্র কহে পত্র করহ লিখন।
পুন যেন নাহি চলে এ সব বচন॥
তবে সব লোক এক পত্র ত লিখিল।
দোঁহার সম্মতি লৈয়া মধ্যস্থ রাখিল॥
তবে ছোট বিপ্র কহে শুন সর্ব্বজন।
এই বিপ্র সত্যবাক্য ধর্ম্মপরায়ণ॥
স্ববাক্য ছাড়িতে ইহাঁর নাহি কভু মন।
স্বজন মৃত্যুভয়ে কহে লট্পটি (২) বচন॥
ইহাঁর পুণ্যে কৃষ্ণ আনি সাক্ষী বোলাইমু।
তবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিমু॥

(১) 'ইহোঁ'—ইনি।

(২) 'লট্পটি'—গোলমেলে।

এত শুনি সব লোক উপহাস করে।
কেহো কহে ঈশ্বর দয়ালু আসিতেহ পারে॥
তবে সেই ছোট বিপ্র গেলা বৃন্দাবন।
দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ॥
ব্রহ্মণ্যদেব তুমি বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয়॥
কন্যা পাব মনে মোর নাহি এই সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুঃখ॥
এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়।
জানি সাক্ষী না দেয় যেই তার পাপ হয়॥
কৃষ্ণ কহে বিপ্র তুমি যাহ স্বভবনে।
সভা করি মোরে তুমি করিহ স্মরণে॥
আবির্ভাব হইয়া আমি তাঁহা সাক্ষী দিব।
প্রতিমা স্বরূপে তাঁহা যাইতে নারিব॥
বিপ্র কহে হও যদি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি।
তবু তোমার বাক্যে কারো নহিবে প্রতীতি॥
এই মূর্ত্ত্যে গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি তবে সর্ব্বলোকে মানে॥
কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কাহাঁও না শুনি।
বিপ্র কহে প্রতিমা হইয়া কহ কেনে বাণী॥
প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্য করণ॥
হাসিয়া গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন॥
উলটি আমাকে তুমি না করিহ দর্শনে।
আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেইস্থানে॥
নূপুরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবে।
সেই শব্দে গমন মোর প্রতীতি করিবে॥
এক সের অন্ন রান্ধি করিবে সমর্পণ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন॥
আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিল ব্রাহ্মণ।
তার পাছে পাছে গোপাল করিল গমন॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন।
উত্তমান্ন পাক করি করায় ভোজন॥

এই মত চলি বিপ্র নিজ দেশে আইলা।
গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিলা॥
এবে মুঞি গ্রামে আইনু যাইমু ভবন।
লোকেরে কহিমু গিয়া সাক্ষীর আগমন॥
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয়।
ইহাঁ যদি রহে তবে নাহি কিছু ভয়॥
এত চিন্তি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল।
হাসিয়া গোপাল দেব তাহাঁই রহিল॥
ব্রাহ্মণে কহিল তুমি যাহ নিজ ঘর।
ইহাঞি রহিব আমি না যাব অতঃপর॥
তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল।
শুনিঞা সকল লোক চমৎকার হৈল॥
আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে।
গোপাল দেখিয়া লোক দণ্ডবৎ করে॥
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি লোকে আনন্দিত।
প্রতিমা চলি আইলা শুনি হইলা বিস্মিত॥
তবে সেই বড় বিপ্র আনন্দিত হঞা।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল।
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্যাদান কৈল॥
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিলা ঈশ্বর।
তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর॥
দোঁহার সত্যে তুষ্ট হৈলাম দোঁহে মাগ বর।
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ অন্তর॥
যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে।
কিঙ্করেরে দয়া তব সর্ব্বলোকে জানে॥
গোপাল রহিলা দোঁহে করেন সেবন।
দেখিতে আইসে তবে দেশের লোকজন॥
সে দেশের রাজা আইল আশ্চর্য্য শুনিয়া।
পরম সন্তোষ পাইল গোপাল দেখিয়া॥
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল।
সাক্ষিগোপাল বলি নাম খ্যাতি হইল॥
এইমতে বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল।
সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল॥

উৎকলের রাজা পুরুষোত্তম দেব নাম।
সেই দেশ জিনিলেন করিয়া সংগ্রাম॥
সেই রাজা জিনি লইল তার সিংহাসন।
মাণিক্য সিংহাসন নাম অনেক রতন॥
পুরুষোত্তম দেব সেই বড় ভক্ত আর্য্য।
গোপাল-চরণে মাগে চল মোর রাজ্য॥
তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল।
গোপাল লইয়া সেই কটকে আইল॥
জগন্নাথে আনি দিল মাণিক্য সিংহাসন।
কটকে গোপাল সেবা করিল স্থাপন॥
তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল দর্শনে।
ভক্ত্যে বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে॥
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল মনেতে চিন্তয়॥
ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত।
তবে এই দামী মুক্তা নাসাতে পরাইত॥
এত চিন্তি নমস্করি গেলা স্বভবনে।
রাত্রিশেষে গোপাল তারে কহেন স্বপনে॥
বালক-কালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি।
মুক্তা পরাইয়াছিলা বহু যত্ন করি॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপি মোর আছয়ে নাসাতে।
সেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়াছ দিতে॥
স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজারে কহিল।
রাজা সঙ্গে মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল॥
পরাইল মুক্তা নাসায় ছিদ্র দেখিয়া।
মহামহোৎসব কৈলা আনন্দিত হৈয়া॥
সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি।
এই লাগি সাক্ষিগোপাল নাম হৈল খ্যাতি॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞির মুখে গোপাল-চরিত।
শুনি তুষ্ট হৈলা প্রভু স্বভক্ত সহিত॥
গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণ দেখে যেন দোঁহে একমুর্ত্তি॥
দোঁহে এক বর্ণ দোঁহে প্রকাণ্ড শরীর।
দোঁহে রক্তাম্বর দোঁহার স্বভাব গম্ভীর॥
মহাতেজোময় দোঁহে কমল-নয়ন।
দোঁহার ভাবাবেশ মন চন্দ্র-বদন॥
দোঁহা দেখি নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে।
ঠারাঠারি (১) করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে॥
এইমত নানারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি দেখিয়া॥
ভুবনেশ্বর পথে যৈছে করিলা গমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
কমলপুরে আসি ভার্গী নদী স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল॥
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে।
হেথা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দণ্ডভঙ্গে॥
তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া।
ভক্তসঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া॥
জগন্নাথের দেউল (২) দেখি আবিষ্ট হইলা।
দণ্ডবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥
ভক্তগণ আবিষ্ট হৈলা সভে নাচে গায়।
প্রেমাবেশে প্রভু সঙ্গে রাজমার্গে যায়॥
হাসে কান্দে নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
তিন ক্রোশ পথ হৈল সহস্র যোজন॥
চলিতে চলিতে প্রভু আইলা আঠার নালা।
তাঁহা আসি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা॥
নিত্যানন্দে প্রভু কহে দেহ মোর দণ্ড।
নিত্যানন্দ কহে দণ্ড হৈল তিন খণ্ড॥
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি তোমারে ধরিলুঁ।
তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িলুঁ॥
দুই জনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল।
সেই খণ্ড কাঁহা পড়িল কিছু না জানিল॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যেই যুক্ত হয় মোর কর তার দণ্ড॥

(১) 'ঠারাঠারি'—চক্ষুভঙ্গী দ্বারা ইসারা।
(২) 'দেউল'—মন্দির।

শুনি প্রভু মনে কিছু দুঃখ প্রকাশিলা।
ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু সভারে কহিলা ॥
নীলাচলে আনি আমা সভে হিত কৈলা।
সবে দণ্ডধন ছিল তাহা না রাখিলা ॥
তুমি সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে।
কিবা আমি আগে যাই না যাব সহিতে ॥
মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভু তুমি চল আগে।
আমি সব পাছে যাব নাহি যাব সঙ্গে ॥
এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।
বুঝিতে না পারে কেহো দুই প্রভুর মতি ॥
ইহো কেন দণ্ড ভাঙ্গে তেহোঁ কেন ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাইয়া কেনে ক্রুদ্ধ ইহোঁত দোষায় ॥
দণ্ডভঙ্গ লীলা এই পরম গভীর।
সেই বুঝে দোঁহার পদে যার ভক্তি ধীর ॥
ব্রহ্মণ্যদেব গোপালের মহিমা এই ধন্য।
নিত্যানন্দ বক্তা যার শ্রোতা শ্রীচৈতন্য ॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে ভক্তজন।
অচিরে পাইবে কৃষ্ণচৈতন্য চরণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সাক্ষি গোপাল-
চরিত্র বর্ণনং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।
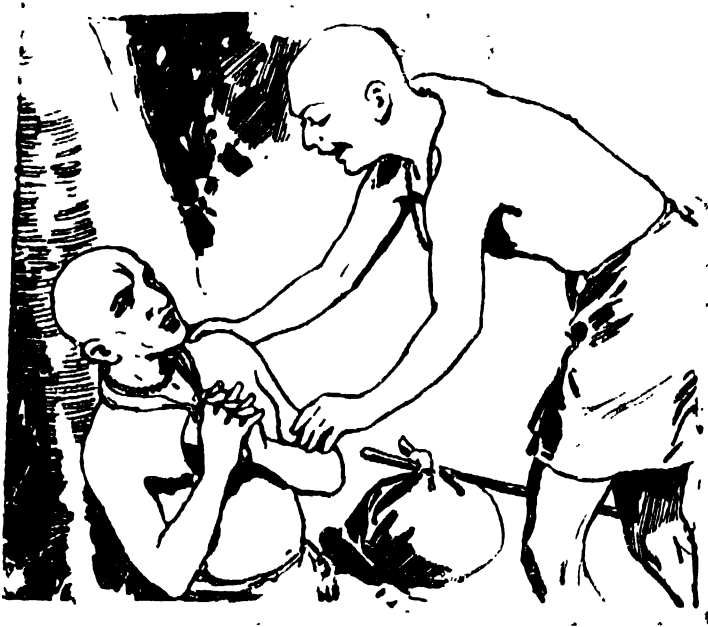
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ
কুতর্ক-কর্কশাশয়ম্।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা
ভক্তিভূমানমাচরৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বভূমা (সর্ব্বতো ভাবে মহান্) যঃ (যিনি) কুতর্ক-কর্কশাশয়ং (কুতর্ক-কঠিন-হৃদয়) সার্ব্বভৌমং (বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে) ভক্তিভূমানম্ আচরৎ (পরম ভক্তিমান্ করিয়াছিলেন) তং গৌরচন্দ্রং নৌমি (সেই গৌরচন্দ্রকে প্রণাম করি)।

অনুবাদ।—গৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি। তিনি সব রকমেই মহান্। কুতর্কের দ্বারা যার মন কঠিন হয়ে গিয়েছিল (অর্থাৎ ভক্তিহীন হয়েছিল) সেই সার্ব্বভৌমকেও তিনি ভক্তিমান্ করেছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে ॥
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া ॥
দৈবে সার্ব্বভৌম তাঁহা করেন দর্শন।
পড়িছা (১) মারিতে তেঁহো কৈল নিবারণ ॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্ব্বভৌমের হইল বিস্ময় অপার ॥
বহুক্ষণে চৈতন্য নহে, ভোগের কাল হৈল।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল ॥
শিষ্য পড়িছা দ্বারে প্রভু নিল বহাইয়া।
ঘরে আনি পবিত্র স্থানে রাখিল শোয়াইয়া ॥
শ্বাস প্রশ্বাস নাহি উদর স্পন্দন।
দেখিয়া চিন্তিত হৈলা ভট্টাচার্য্যের মন ॥

(১) 'পড়িছা'—ভৃত্যবিশেষ, মন্দির সেবক (উড়িয়া ভাষা)।

সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হইল ॥
বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার।
এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক-বিকার (২) ॥
সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয়।
নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সূদ্দীপ্ত (৩) ভাব হয় ॥
অধিরূঢ় ভাব (৪) যার তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার ॥
এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে উত্তরিল গিয়া ॥

(২) 'সাত্ত্বিক-বিকার'—সাত্ত্বিকভাব; সাক্ষাৎ কিংবা কিঞ্চিৎ ব্যবধান হেতু কৃষ্ণ-সম্বন্ধিভাবসকলাক্রান্ত চিত্তকে সত্ত্ব বলে, সেই সত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন যে ভাব, তাহাকে সাত্ত্বিক ভাব বলে।

(৩) 'সূদ্দীপ্ত'—কৃষ্ণপ্রেমে যখন দেহে অশ্রু, কম্প, পলক ইত্যাদি অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাবের একটি বা দুইটির বিকার দেখা দেয় তখন তাহাকে বলে ধূমায়িতা। আরও প্রবলতর ভাবে দুইটির অথবা তিনটির বিকার দৃষ্ট হইলে তাহাকে বলে জ্বলিতা; তিনটি বা চারটি ভাবের বিকার প্রবলতর ভাবে দেখা দিলে ঐ ভাবকে বলে দীপ্তা, পাচটি অথবা সবগুলি ভাবের বিকার একসঙ্গে প্রকাশমান হইলে তাহাকে বলে উদ্দীপ্তা এবং উদ্দীপ্ত ভাবসমূহের পরাকাষ্ঠাকেই বলে সূদ্দীপ্ত। 'একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চ বা সর্ব্ব এব বা। আরূঢ়াঃ পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ॥ উদ্দীপ্তানাং ভিদা এব সূদ্দীপ্তাঃ সন্তি কুত্রচিৎ। সাত্ত্বিকাঃ পরমোৎকর্ষ-কোটী-মাত্রৈব বিভ্রতি।'

(৪) 'অধিরূঢ় ভাব'—শুধু ব্রজগোপীতে লক্ষিত প্রেমের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ অমৃত-সদৃশ যেভাবে সাত্ত্বিক ভাব-সমূহ উদ্দীপ্ত তাহা রূঢ়ভাব। রূঢ় ভাবে লক্ষিত অনুভাবসমূহ হইতে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ কোন বৈশিষ্ট্য লাভ করিলে তাহাকে বলে অধিরূঢ় ভাব।

তাঁহা শুনে লোক কহে অন্যোন্যে বাত।
এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ ॥
মূর্চ্ছিত হৈলা চেতন না হয় শরীরে।
সার্ব্বভৌম তৈছে তাঁরে লৈঞা গেলা ঘরে ॥
শুনি সভে জানিল এই মহাপ্রভুর কার্য্য।
হেনকালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য্য ॥
নদীয়া-নিবাসী বিশারদের জামাতা।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো প্রভুতত্ত্ব-জ্ঞাতা ॥
মুকুন্দ সহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয়।
মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হৈল বিস্ময় ॥
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি কৈল নমস্কার।
তেঁহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার ॥
মুকুন্দ কহে প্রভুর ইহাঁ হৈল আগমনে।
আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে ॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞিরে আচার্য্য কৈল নমস্কার।
সবে মেলি পুছে প্রভুর বার্ত্তা বারবার ॥
মুকুন্দ কহে মহাপ্রভু, সন্ন্যাস করিয়া।
নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা সভে লৈয়া ॥
আমা সভা ছাড়ি আগে গেলা দরশনে।
আমি সব পাছে আইলাম তাঁর অন্বেষণে ॥
অন্যোন্য লোকমুখে যে কথা শুনিল।
সার্ব্বভৌম ঘরে প্রভু অনুমান কৈল ॥
ঈশ্বর-দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন ভবন ॥
তোমার মিলনে আমার যবে হৈল মন।
দৈবে সেইক্ষণে পাইল তোমার দর্শন ॥
চল সভে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন।
প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বর দর্শন ॥
এত শুনি গোপীনাথ সভারে লইয়া।
সার্ব্বভৌম গৃহে গেলা হরষিত হৈয়া ॥
সার্ব্বভৌম স্থানে যাইয়া প্রভুকে দেখিলা।
প্রভু দেখি আচার্য্যের দুঃখ-হর্ষ হৈলা ॥
সার্ব্বভৌমে জানাইয়া সবা নিল অভ্যন্তরে।
নিত্যানন্দ গোঁসাঞিরে তেঁহো কৈল নমস্কারে ॥
সভা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন।
প্রভু দেখি সবার হৈল দুঃখ হর্ষ মন ॥
সার্ব্বভৌম পাঠাইল সভা দর্শন করিতে।
চন্দনেশ্বর নিজ-পুত্র দিল সভার সাথে ॥
জগন্নাথ দেখি সভার হৈল আনন্দ।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ ॥
সভে মিলি তবে তাঁরে সুস্থির করিল।
ঈশ্বর-সেবক (১) মালা প্রসাদ আনি দিল ॥
প্রসাদ পাইয়া সভে আনন্দিত মনে।
পুনরপি আইয়া সভে মহাপ্রভু-স্থানে ॥
উচ্চ করি করে সভে নাম-সংকীর্ত্তন।
তৃতীয় প্রহরে প্রভুর হৈল চেতন ॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি।
আনন্দে সার্ব্বভৌম লৈল তাঁর পদধূলি ॥
সার্ব্বভৌম কহে শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন (২)।
মুঞিই ভিক্ষা দিমু আজি মহাপ্রসাদান্ন ॥
সমুদ্রে স্নান করি মহাপ্রভু শীঘ্র আইলা।
চরণ পাখালি প্রভু আসনে বসিলা ॥
বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইল।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিল ॥
সুবর্ণ থালিতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন ॥
সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফ্‌রা ব্যঞ্জনে (৩) ॥
পীঠা পানা দেহ তুমি ইহা সবাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে জুড়ি দুই করে ॥

(১) 'ঈশ্বর-সেবক'—জগন্নাথের সেবক।
(২) 'মধ্যাহ্ন'—মধ্যাহ্নকৃত্য স্নানাদি।
(৩) 'লাফ্‌রা ব্যঞ্জন'—চার পাঁচটি তরকারী দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জন, ঘণ্ট।

জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন॥
এত বলি পীঠা পানা সব খাওয়াইল।
ভিক্ষা করাইয়া আচমন করাইল॥
আজ্ঞা মাগি গেলা গোপীনাথাচার্য্যকে লঞা।
প্রভুর নিকটে আইলা ভোজন করিঞা॥
নমো নারায়ণায় বলি নমস্কার কৈল।
কৃষ্ণে মতিরস্তু বলি গোঁসাঞি কহিল॥
শুনি সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইহোঁ বচনে জানিল॥
গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম।
গোঁসাঞির জানিতে চাহি কাহা পূর্ব্বাশ্রম॥
গোপীনাথ আচার্য্য কহে নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম পদবী মিশ্র পুরন্দর॥
বিশ্বম্ভর নাম ইঁহার তাঁর ইহোঁ পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র॥
সার্ব্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী (১) এই তাঁর খ্যাতি॥
মিশ্র পুরন্দর তাঁর (২) মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহা (৩) পূজ্য হেন মানি॥
নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম তুষ্ট হৈলা।
প্রীত হৈয়া গোঁসাঞিরে কহিতে লাগিলা॥
সহজেই পূজ্য তুমি আরে ত সন্ন্যাস (৪)।
অতএব জানহ তুমি আমি নিজ দাস॥

(১) 'বিশারদ'—সার্ব্বভৌমের পিতা। 'সমাধ্যায়ী'—এক গুরুর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন যাঁহারা, সমপাঠী।

(২) 'তাঁর'—বিশারদের।

(৩) 'দোঁহা'—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও মিশ্র পুরন্দর।

(৪) সহজেই······সন্ন্যাস—তোমার স্বভাবের গুণেই তুমি আমার পূজনীয়। তদুপরি সন্ন্যাসী বলিয়াও পূজনীয়, কারণ সন্ন্যাসিমাত্রই গৃহস্থাশ্রমীর পূজ্য।

শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয় বচন॥
তুমি জগদ্গুরু সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পঢ়াও সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা (৫)॥
আমি বালক সন্ন্যাসী ভালমন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল গুরু করি মানি॥
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন।
সর্ব্বপ্রকারে আমার করিবে পালন॥
আজি যে হইল আমার বড়ই বিপত্তি।
তাহা হৈতে কৈলে তুমি আমার অব্যাহতি॥
ভট্টাচার্য্য কহে একলে না যাইহ দর্শনে।
আমা সঙ্গে যাইহ কিবা আমার লোক সনে॥
প্রভু কহে মন্দির ভিতরে না যাইব।
গরুড়ের পাছে রহি দর্শন করিব॥
গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম।
তুমি গোঁসাঞিরে লঞা করাইহ দর্শন॥
আমার মাতৃস্বসা-গৃহ নির্জ্জন স্থান।
তাঁহা বাসা দেহ কর সর্ব্ব সমাধান॥
গোপীনাথ প্রভু লঞা তাঁহা বাসা দিল।
জল জলপাত্রাদিক সমাধান কৈল॥
আর দিন গোপীনাথ প্রভুস্থানে গিয়া।
শয্যোত্থান দরশন করাইলা লঞা॥
মুকুন্দ দত্ত লঞা আইল সার্ব্বভৌম স্থানে।
সার্ব্বভৌম কিছু তাঁরে বলিল বচনে॥
প্রকৃতি বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহু প্রীতি বাড়ে ইহার উপর॥
কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইঁহার শুনিতে হয় মন॥
গোপীনাথ কহে নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইঁহার কেশব ভারতী মহাধন্য॥

(৫) 'উপকর্ত্তা'—হিতকারী; কারণ বেদান্ত পাঠ সন্ন্যাসিগণের অবশ্যকর্ত্তব্য।

সার্ব্বভৌম কহে এই নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী সম্প্রদায় ইঁহো হয়েন মধ্যম (১) ॥
গোপীনাথ কহে ইঁহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা(২)।
অতএব বড় সম্প্রদায় করিল উপেক্ষা ॥
ভট্টাচার্য্য কহে ইঁহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমতে সন্ন্যাসধর্ম্ম হইবে রক্ষণ ॥
নিরন্তর ইহাঁরে আমি বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে (৩) প্রবেশ করাইব ॥
কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট (৪) দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া ॥
শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দোঁহে দুঃখী হৈলা।
গোপীনাথ আচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা ॥
ভট্টাচার্য্য তুমি ইঁহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা লক্ষণের ইহাঁতেই সীমা (৫) ॥
তাহাতে বিখ্যাত ইহোঁ পরম ঈশ্বর।
অজ্ঞ স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর ॥

(১) 'ভারতী সম্প্রদায়'—শঙ্করাচার্য্য অপরাধ-বিশেষে কতিপয় শিষ্যের দণ্ড কাড়িয়া লয়েন। যাহাদের এককালে দণ্ড কাড়িয়া লয়েন, তাহারা হীন সম্প্রদায়। ভারতীর অদ্ধ দণ্ড থাকায় মধ্যম সম্প্রদায় ও তীর্থ ও আশ্রম প্রভৃতি নিরপরাধ হওয়ায় উত্তম-সম্প্রদায় সন্ন্যাসী।

(২) 'বাহ্যাপেক্ষা'—অর্থাৎ উত্তম সম্প্রদায় হেতু বাহ্যিক মর্য্যাদালাভের আশা।

(৩) 'বৈরাগ্য'—প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি, জগৎ মিথ্যা—এই জ্ঞানে তাহাতে আসক্তির অভাব। 'অদ্বৈতমার্গ'—শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রদর্শিত জীব ও ব্রহ্মের একত্ব ও তদ্‌ভিন্ন অন্য বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদক মত বিশেষ; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য, তদ্‌ভিন্ন জগৎ বলিয়া কোন বস্তু নাই, এই জ্ঞানপথকে অদ্বৈতমার্গ বলে।

(৪) 'যোগপট্ট'—সন্ন্যাস গ্রহণের বস্ত্র-বিশেষ; সন্ন্যাসীদিগের যে বস্ত্রদ্বারা পৃষ্ঠ ও জানু বন্ধন হয়; পৃষ্ঠ ও জানু বলয়ের ন্যায় দৃঢ়ভাবে পরিবেষ্টন করিয়া যে বস্ত্র উর্দ্ধে থাকে, তাহার নাম যোগপট্ট।

(৫) 'ইহাঁতেই সীমা'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই স্বয়ং ভগবান্।

শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে।
আচার্য্য কহে বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে (৬) ॥
শিষ্য কহে ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে অনুমানে নহে ঈশ্বর-জ্ঞানে (৭) ॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাঁহারে।
সেই ত ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।২৯ শ্লোকঃ

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—তথাপি (যদিও তোমার মহিমা স্বতই সুপ্রকাশিত) দেব (হে দেব) ভগবন্ তে (হে ভগবান্ তোমার) পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীতঃ এব হি (শ্রীচরণপদ্ম দুইটির কৃপাকণায় কৃতার্থ ব্যক্তিই) মহিম্নঃ তত্ত্বং (তোমার মহিমার যথার্থ স্বরূপ) জানাতি (জানিতে পারে) হি (ইহা নিশ্চিত) অন্যঃ একঃ অপি (অন্য—কৃপাবঞ্চিত একাকী সাধনা করিয়াও) চিরং বিচিন্বন্ ন চ (চিরকাল অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারে না)।

অনুবাদ।—তবুও হে দেব! হে ভগবান্! তোমার দুটি পদকমলের কণামাত্র প্রসাদ পেলেই তোমার মহিমার তত্ত্ব জানা যায়। চিরকাল ধরে বিচার ক'রেও ভক্তিহীন তা জানতে পারে না ॥ ২ ॥

যদ্যপি জগদ্‌গুরু তুমি শাস্ত্রজ্ঞানবান।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান ॥

(৬) 'বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে' ইত্যাদি—বিজ্ঞ-মতে অর্থাৎ বিজ্ঞগণ ইঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া, এবং ইঁহার ঈশ্বর-লক্ষণ দেখিয়া আমরা ইঁহাকে ঈশ্বর বলি।

(৭) 'আচার্য্য কহে' ইত্যাদি—ঈশ্বরজ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরকে যথাযথ অনুভব অনুমানে হয় না। অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের কেবল অস্তিত্বমাত্র অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু যথাযথ ঈশ্বরজ্ঞান কেবল ঈশ্বরের কৃপায় হয়।

ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বর-তত্ত্ব না পার জানিতে॥
তোমার নাহিক দোষ শাস্ত্রে এই কহে।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু জ্ঞাত নহে॥
সার্ব্বভৌম কহে আচার্য্য কহ সাবধানে।
তোমাতে তাঁহার কৃপা ইথে কি প্রমাণে॥
আচার্য্য কহে বস্তুবিষয়ে হয় বস্তুজ্ঞান (১)।
বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ॥
ইহাঁর শরীরে সব ঈশ্বর লক্ষণ।
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন॥
তবুত ঈশ্বর-জ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বর মায়ায় করে এই ব্যবহার॥
দেখিলে না দেখে তাঁরে বহির্ম্মুখ জন।
শুনি হাসি সার্ব্বভৌম কহিল বচন॥
ইষ্ট গোষ্ঠী (২) বিচার করি না করিহ রোষ।
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কহি কিছু না লইহ দোষ॥
মহাভাগবত (৩) হয় চৈতন্য গোঁসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণু অবতার নাঞি॥
অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ্ণুনাম।
কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান॥
শুনিঞা আচার্য্য কহে দুঃখী হৈয়া মনে।
শাস্ত্রজ্ঞ করিয়া তুমি কর অভিমানে॥

ভাগবত ভারত (৪) দুই শাস্ত্রের প্রধান।
সেই দুই গ্রন্থ-বাক্যে নাহি অবধান॥
সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার।
তুমি কহ কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার॥
কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্।
অতএব ত্রিযুগ করি কহি তাঁর নাম॥
প্রতিযুগে করে কৃষ্ণ যুগ অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ৮ম অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোকে নন্দং প্রতি গর্গবাক্যম্।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ৩

অন্বয়াদি আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৭ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩॥

তথাহি—তত্রৈব ১১শ স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে ৩২শ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যম্।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ৪

অন্বয়াদি আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১১শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪॥

তথাহি—মহাভারতে ৮ দানধর্ম্মে বিষ্ণুসহস্র-নাম-স্তোত্রে (৮০।৬৩১)

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥ ৫

অন্বয়াদি আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৯ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৫

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন।
ঊষর ভূমিতে (৫) যেন বীজের রোপণ॥
তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে।
এসব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে॥
তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানা বাদ।
ইহার কি দোষ এই মায়ার প্রসাদ॥

---

(১) 'বস্তুবিষয়ে·· কৃপাতে প্রমাণ'।—কোন বস্তুর বিষয় বা শক্তি দ্বারাই ঐ বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ বোধ জন্মে—যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই অগ্নিকেও উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহার কৃপা আবশ্যক। ভগবানের কৃপাবলে তাঁহার কার্য্যাবলী দ্বারা তাঁহার স্বভাবকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়।

(২) 'ইষ্ট গোষ্ঠী'—তত্ত্বনিশ্চয় করিবার নিমিত্ত আলোচনা।

(৩) 'মহাভাগবত'—পরম ভগবদ্ভক্ত।

(৪) 'ভাগবত ভারত'—শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত।

(৫) 'ঊষর ভূমি'—অনুর্ব্বরা ভূমি।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৬।৪।৩১

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥ ৬

অন্বয়ঃ।—যৎ-শক্তয়ঃ (যাঁহার শক্তিসমূহ) বদতাং বাদিনাং (তর্করত বাদী প্রতিবাদীর) বিবাদসংবাদ-ভুবঃ (বিবাদ ও সম্বাদের উৎপত্তি হেতু) বৈ ভবন্তি (হয়) এবং (বাদী ও প্রতিবাদীদের) আত্মমোহং চ মুহুঃ কুর্ব্বন্তি (আত্মমোহ বারংবার ঘটাইয়া থাকে) তস্মৈ অনন্তগুণায় ভূম্নে (সেই অনন্ত গুণসম্পন্ন অপরিচ্ছিন্ন মহিমান্বিত ভগবান্‌কে) নমঃ (প্রণাম করি)।

অনুবাদ।—যাঁহার গুণের অন্ত নাই সেই ভগবান্‌কে প্রণাম করি। তার্কিকেরা যখন তর্ক করেন তাঁদের যুক্তি ও তর্কের মূলে থাকে তাঁরই শক্তি এবং সেই শক্তির দ্বারাই তারা মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন॥ ৬॥

তথাহি - তত্রৈব ১১।২২।৪

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্য বদতাং কিং ন দুর্ঘটম্॥ ৭

অন্বয়ঃ। -[উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণস্য উক্তিঃ] ব্রাহ্মণাঃ যথা ভাষন্তে (ব্রাহ্মণগণ যেরূপ বলিতেছেন) তৎ যুক্তম্ (তাহা যুক্তই), সর্ব্বত্র সন্তি (সর্ব্বেই সমস্ত তত্ত্ব অন্তর্ভূত আছে), মদীয়াং (মম) মায়াম্ উদ্‌গৃহ্য (মায়াকে অবলম্বন করিয়া) বদতাং (বাদানুবাদকারি-গণের) কিমপি দুর্ঘটং ন (কিছুই অসম্ভব নহে)।

অনুবাদ।—ব্রাহ্মণেরা যে সব কথা বলে থাকেন তা সর্ব্বথাই সত্য। আমার মায়াকে আশ্রয় করে যারা তর্ক করে, সেই তার্কিকদের দ্বারা কি না সংঘটিত হতে পারে?॥ ৭॥

তবে ভট্টাচার্য্য কহে যাহ গোঁসাঞির স্থানে।
আমার নামে গণ সহিত কর নিমন্ত্রণে॥
প্রসাদ আনিঞা তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা।
পশ্চাৎ আমারে আসি করাইহ শিক্ষা॥
আচার্য্য ভগিনীপতি শ্যালক ভট্টাচার্য্য।
নিন্দা স্তুতি হাস্যে শিক্ষা করান আচার্য্য॥
আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হইল সন্তোষ।
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ রোষ॥
গোঁসাঞির স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন।
ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ॥
মুকুন্দ সহিত কহি ভট্টাচার্য্যের কথা।
ভট্টাচার্য্যের নিন্দা করে মনে পাঞা ব্যথা॥
শুনি মহাপ্রভু কহে ঐছে মৎ কহ (১)।
আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের হয় অনুগ্রহ॥
আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম চাহেন রাখিতে।
বাৎসল্যে করুণা করেন কি দোষ ইহাতে॥
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সনে।
আনন্দে করিলা জগন্নাথ দরশনে॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা॥
বেদান্ত পঢ়াইতে তবে আরম্ভ করিলা।
স্নেহভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলা॥
বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥
প্রভু কহে মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
সেই ত কর্ত্তব্য আমার যেই তুমি কহ॥
সাতদিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে।
ভাল মন্দ নাহি কহে বসি মাত্র শুনে॥
অষ্টম দিবসে তাঁরে কহে সার্ব্বভৌম।
সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥
ভালমন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।
বুঝি কিনা বুঝ ইহা বুঝিতে না পারি॥
প্রভু কহে মুর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ॥

---

(১) 'ঐছে মৎ কহ'—ঐরূপ বলিও না অর্থাৎ নিন্দা করিও না।

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি।
তুমি যে করহ অর্থ বুঝিতে না পারি॥
ভট্টাচার্য্য কহে না বুঝি হেন জ্ঞান যার।
বুঝিবার তরে সেই পুছে আরবার॥
তুমি শুনি শুনি রহ মৌন মাত্র ধরি।
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি॥
প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনা অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ্-শব্দের যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস সূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা (১)॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান (২)।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহা পবিত্র হয়॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য হানি হয়ে॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন॥
বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর-লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করয়ে অপ্রাকৃত স্থাপন॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৬ অং ৬৭ শ্লোকঃ

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

অন্বয়ঃ।—যা যা শ্রুতিঃ (যে যে বেদমন্ত্র) নির্ব্বিশেষং (নিরাকার বলিয়া) জল্পতি (প্রকাশ করে) সা সা (সেই সেই শ্রুতি) সবিশেষম্ (সাকার বলিয়া) এব অভিধত্তে (নির্দ্ধারণ করে)। তাসাং (সেই সেই শ্রুতির) বিচারযোগে সতি (বিচার করিলে দেখিতে পাই) হন্ত (আশ্চর্য্যের বিষয়) প্রায়ঃ সবিশেষম্ এব বলীয়ঃ (প্রায় সবিশেষ পক্ষই বলবৎ থাকে)।

অনুবাদ।—যে যে শ্রুতি নির্ব্বিশেষের (অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের) কথা বলেছে সেইগুলিই আবার সবিশেষের কথাও বলেছে। কিন্তু বিচার যদি করা যায়, তাহলে সবিশেষের কথাই প্রবল হয়ে ওঠে॥ ৮॥

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥

(১) 'অভিধা'—শব্দের যে শক্তি দ্বারা তাহার প্রধান অর্থের বোধ হয় তাহাকে বলে অভিধা। যেমন, 'কাশী গঙ্গাতীরে অবস্থিত'—এখানে গঙ্গা শব্দের অভিধা বৃত্তি দ্বারা ইহাতে একটি জলপ্রবাহকে বুঝাইতেছে। কিন্তু 'তিনি গঙ্গাবাসী হইয়াছেন'—এখানে গঙ্গাশব্দে আর জলপ্রবাহকে না বুঝাইয়া তাহার তীরকে বুঝাইতেছে। শব্দের এইরূপ অর্থ-প্রকাশের শক্তির নাম লক্ষণা।

(২) 'প্রমাণের মধ্যে' ইত্যাদি—যথার্থ জ্ঞান যাহার দ্বারা হয়, তাহার নাম প্রমাণ। সেই প্রমাণ ১০ প্রকার; যথা,—১ প্রত্যক্ষ, ২ অনুমান, ৩ উপমিত, ৪ শব্দ, ৫ অর্থাপত্তি, ৬ অনুপলব্ধি, ৭ অভাব, ৮ সম্ভব, ৯ ঐতিহ্য, ১০ চেষ্টা। ইহার মধ্যে যেমন মায়ামুণ্ড দর্শনে প্রত্যক্ষের ব্যভিচার এবং অচির-নির্ব্বাপিত বহ্নির ধূম দর্শনে অনুমানের ব্যভিচার দেখা যায় এইরূপ সকল প্রমাণই দূষিত। কিন্তু শ্রুতি অপৌরুষেয় বাক্য বলিয়া শ্রুতিবাক্য ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ না থাকায় শ্রুতি প্রধান প্রমাণ অর্থাৎ শব্দ-প্রামাণ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং শ্রুতি যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত।

অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন (১) ॥
ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন ॥
সেকালে নাহিক জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন (২) ॥
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ (৩) ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণ বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৪ অং ৩ শ্লোকে

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং
নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং
পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—নন্দগোপব্রজৌকসাং (নন্দরাজপ্রমুখ ব্রজবাসীদের) অহো ভাগ্যম্ অহো ভাগ্যম্ (কি আশ্চর্য্য সৌভাগ্য) যন্মিত্রং (যাঁহাদের মিত্র) পরমানন্দং (সচ্চিদানন্দ) পূর্ণং সনাতনং ব্রহ্ম (পূর্ণ নিত্য ব্রহ্ম)।

অনুবাদ।—কি সৌভাগ্য!···নন্দ, গোপ ও ব্রজবাসীদের কি সৌভাগ্য। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই তাঁদের বন্ধু ॥ ৯ ॥

অপাণি শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্বগ্রহণ (৪) ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্ম হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয় ॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে ৬।৭।৬১ শ্লোকঃ

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১০

এই শ্লোকের অন্বয় আদিলীলার ৭ম পরিচ্ছেদে ৭ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১০ ॥

---

(১) 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি' ইত্যাদি—

শ্রুতির এই অর্থে ব্রহ্মে তিনটি কারক দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ যাহা হইতে সমস্ত ভূত জন্মে, ইহাতে ব্রহ্ম অপাদান কারক; যাহা দ্বারা জীবিত হইতেছে, ইহাতে ব্রহ্ম করণ কারক; এবং পরিণামে যাহাতে প্রবেশ করে, ইহা দ্বারা ব্রহ্ম অধিকরণ কারক। সুতরাং নির্ব্বিশেষ বস্তুর উপর্য্যুক্ত কারকত্রয় হওয়া অসম্ভব নিমিত্ত ব্রহ্ম সবিশেষ।

(২) ভগবানের দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অপ্রাকৃতত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, 'ভগবান্ বহু হৈতে ··প্রাকৃত মন নয়ন'। সৃষ্টির পূর্ব্বে 'তদৈক্ষত প্রজয়া বহু স্যাং' এই সকল শ্রুতির দ্বারা যখন ব্রহ্মের বহু হইতে মন হইল, তখন তিনি প্রাকৃত শক্তিকে অবলোকন করিলেন। অবলোকন ক্রিয়া নয়ন-ইন্দ্রিয়সাধ্য। সুতরাং যৎকালে প্রাকৃত শক্তিকে অবলোকন করেন, তখন প্রাকৃত নয়ন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় নাই, অথচ ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়সাধ্য দর্শনক্রিয়া থাকায় নয়নেন্দ্রিয়ের অপ্রাকৃতত্ব প্রতিপাদিত হইল।

(৩) 'ব্রহ্ম শব্দদ্বারা ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপাদন করিতেছে' তাহা বলিতেছেন। 'ব্রহ্ম শব্দে···ব্রহ্ম সবিশেষ'—ব্রহ্ম শব্দের অর্থ—বৃহদ্বস্তু, ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ইহাই বেদের নিগূঢ় অর্থ। অত্যন্ত দুর্ব্বোধ বলিয়া পুরাণ বাক্যে তাহা নিশ্চয় করিয়াছেন।

(৪) 'অপাণি শ্রুতি' ইত্যাদি—'অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ' ইত্যাদি শ্রুতির নাম অপাণি শ্রুতি, "ব্রহ্মের হস্ত নাই গ্রহণ করিতে পারেন, পদ নাই বেগে ধাবিত হইতে পারেন, চক্ষু নাই দর্শন করেন, কর্ণ নাই শ্রবণ করেন" এই অর্থ। গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য হস্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সাধ্য। হস্ত প্রভৃতির অভাবে গ্রহণাদি হইতে পারে না অথচ ব্রহ্মের হস্তাদি নাই। সুতরাং ব্রহ্মের প্রাকৃত হস্ত প্রভৃতি নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত হস্ত প্রভৃতি আছে ইহা প্রতিপাদিত হইল।

তথাহি—ভগবৎসন্দর্ভধৃত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয়
১ অংশে ১২ অঃ ৬৯ শ্লোক

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ ১১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৯ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১১॥

সৎ চিৎ আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস॥
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ (১)।
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৭ম অধ্যায়ে ৫ম শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং
প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো
যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ১২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে ৬ষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১২॥

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
শ্রীবিগ্রহে কহ সত্ত্ব গুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥

বেদ না মানিঞা বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক-বাদ বৌদ্ধেতে অধিক (২)॥
জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
পরিণাম-বাদ ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥
ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগত মিথ্যা নহে নশ্বর মাত্র হয়॥
প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ জগত উৎপত্তি॥
'তত্ত্বমসি' জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য॥
এইমত কল্পনা ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ (৩) অপার করিল॥
বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি (৪) অনেক উঠাইল।
সব খণ্ডি প্রভু নিজমত (৫) সে স্থাপিল॥
ভগবান্ সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়।
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কয়॥
আর যে যে কহে কিছু সকল কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে কল্পেন লক্ষণা॥

---

(১) 'মায়াধীশ···ঈশ্বরের সনে'। 'স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ' ইত্যাদি মহা-প্রামাণিক শাস্ত্রবাক্যদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে যাঁহার বশে মায়া তিনি ঈশ্বর, এবং মায়ার বশ জীব।

(২) বৌদ্ধগণ বেদ মানে না সুতরাং তাহারা নাস্তিক হইবেই কিন্তু তুমি বেদকে আশ্রয় করিয়াও নাস্তিক।

(৩) 'পূর্ব্বপক্ষ'—বিবাদ অর্থাৎ যে কথার খণ্ডন-জনক উত্তর দেওয়া যায় এমন কথা।

(৪) 'বিতণ্ডা'—স্বপক্ষস্থাপনা, মিথ্যা বিচার। 'ছল'—বাক্যদূষণ বিশেষ, শাঠ্য অর্থাৎ বিচারকালে প্রকৃত ধর্ম্মসঙ্গত কথা না বলিয়া শঠতা করা। 'নিগ্রহ'—নিরাকরণ, ভৎর্সনা অর্থাৎ বিচারকালে প্রতিপক্ষকে ক্ষুব্ধ করিবার নিমিত্ত অকারণ ভৎর্সনা।

(৫) 'নিজমত'—অর্থাৎ বেদমত।

আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল ॥

তথাহি—পদ্মপুরাণে ৬২ অধ্যায়ে একত্রিংশ শ্লোকে শিবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ
জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ
সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—ত্বং চ (হে শিব তুমি) কল্পিতৈঃ স্বাগমৈঃ (নিজ ভ্রান্ত আগম শাস্ত্রদ্বারা) জনান্ (সকল লোককে) মদ্বিমুখান্ কুরু (আমা হইতে বিমুখ কর) মাঞ্চ গোপয় (আমাকেও গোপন কর) যেন (যদ্দ্বারা) এষা সৃষ্টিঃ (সংসারপ্রবৃত্তি) উত্তরোত্তরা স্যাৎ (ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে)।

অনুবাদ।—[ভগবান্ বলিলেন, হে মহাদেব] তুমি কল্পিত তন্ত্রদ্বারা মনুষ্যসকলকে আমা হ'তে বিমুখ কর এবং আমাকেও গোপন কর। যেন ক্রমে এই সৃষ্টি বৃদ্ধি পেতে পারে ॥ ১৩ ॥

তত্রৈব—২৫ অধ্যায়ে ৭মে শ্লোকে দেবীং প্রতি শ্রীশিববাক্যম্

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং
প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি
কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—হে দেবি (হে ভবানি)! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা (কলিকালে ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্য্য রূপে) ময়া এব মায়াবাদম্ (আমার দ্বারাই মায়াবাদরূপ) অসচ্ছাস্ত্রং বিহিতং (গর্হিত শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে) প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধম্ উচ্যতে (যাহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র বলিয়া কথিত হয়)।

অনুবাদ।—মায়াবাদকে মিথ্যা শাস্ত্র এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলে সকলে জানে। ব্রাহ্মণ হয়ে কলিতে আমিই এই মত প্রচার করেছি ॥ ১৪ ॥

শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা স্তম্ভিত ॥

প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয় ॥
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ ॥

তথাহি - শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যম্

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো
নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-
মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—নির্গ্রন্থাঃ (হৃদয়জকামগ্রন্থিহীন) অপি (হইয়াও) আত্মারামাঃ (আত্মজ্ঞানসম্পন্ন) চ মুনয়ঃ (মুনিগণও) উরুক্রমে (অজিত শ্রীকৃষ্ণে) অহৈতুকীম্ (অন্যাভিলাষশূন্যা) ভক্তিং কুর্ব্বন্তি (ভক্তি করিয়া থাকেন)। ইত্থম্ভূতগুণঃ হরিঃ (শ্রীহরির এমনই সর্ব্বচিত্তহর গুণ)।

অনুবাদ।—যাঁদের মনে কোন কামনা বাসনা নেই ও যাঁরা আত্মানন্দে বিভোর হয়ে থাকেন সেই মুনিরাও অজিত শ্রীকৃষ্ণকে নিষ্কাম ভক্তি করে থাকেন—এমনই গুণ শ্রীভগবানের ॥ ১৫ ॥

শুনি ভট্টাচার্য্য কহে শুন মহাশয়।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয় ॥
প্রভু কহে তুমি অর্থ কর তাহা আগে শুনি।
পাছে আমি করিব অর্থ যেবা কিছু জানি ॥
শুনি ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।
তর্কশাস্ত্র মত উঠায় বিবিধ বিধান ॥
নববিধ অর্থ তর্কশাস্ত্র মত লৈয়া।
শুনি মহাপ্রভু কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥
ভট্টাচার্য্য জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে ঐছে কারো নাহি শক্তি ॥
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য প্রতিভায়।
ইহা বই শ্লোকের আছে আরো অভিপ্রায় ॥
ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনায় প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তাঁর নব অর্থ মধ্যে এক না ছুঁইল ॥
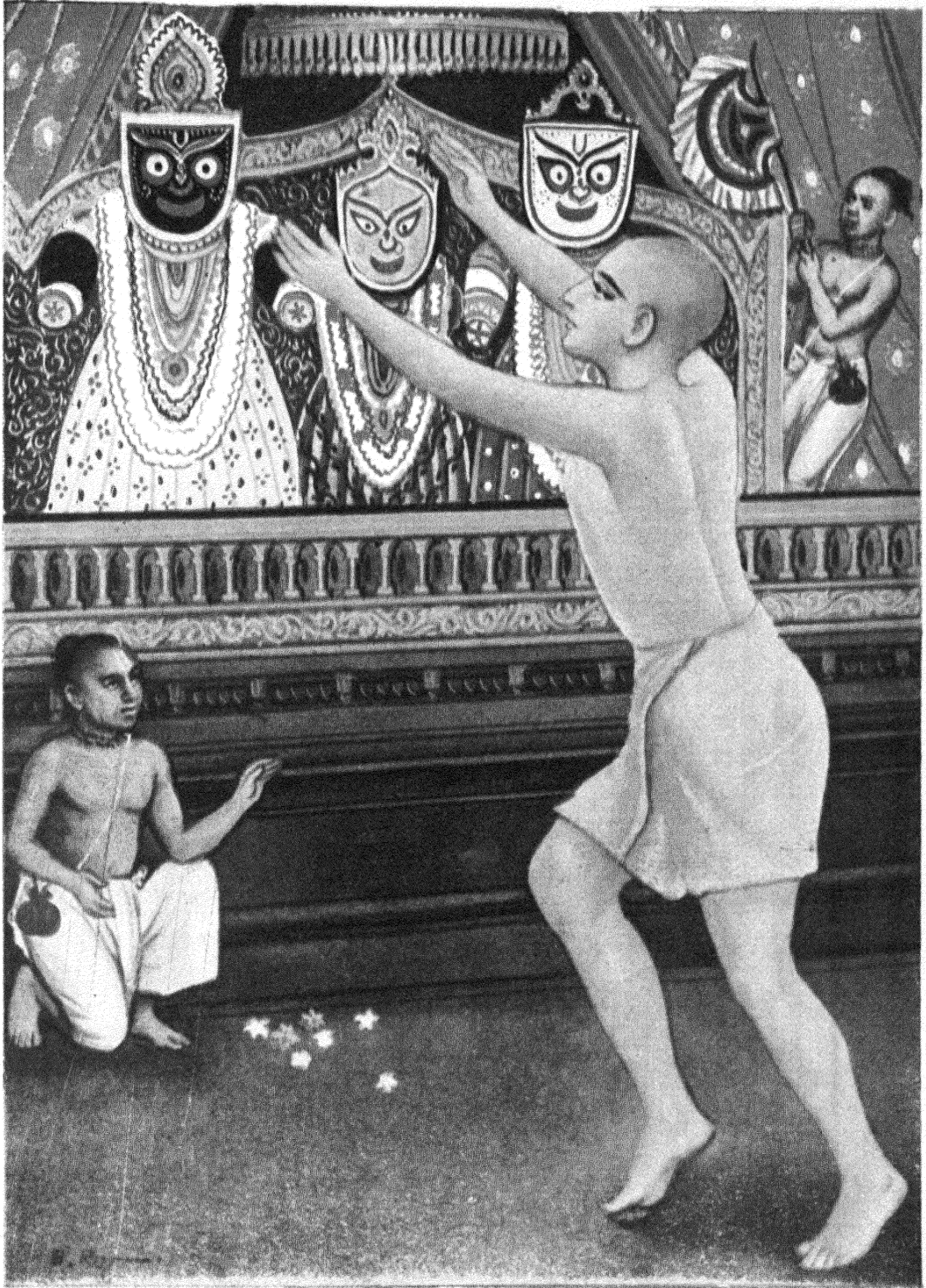
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিল ধাইয়া।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥

আত্মারামাদি শ্লোকে একাদশ পদ হয়।
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয়॥
তৎপদ প্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা॥
ভগবান্ তাঁর শক্তি তাঁর গুণগণ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না হয় কথন॥
অন্য যত সাধ্য সাধন করি আচ্ছাদন।
এই তিন (১) হয়ে সিদ্ধ সাধকের মন॥
সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ।
এই মত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান॥
শুনি ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার॥
ইঁহোত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ইহা না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈল গর্ব্বিত হইয়া॥
আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন॥
দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥
দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুন উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি॥
প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরে সব মহত্ত্ব।
নাম প্রেম দান আদি বর্ণে মহত্ত্ব॥
শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে॥
শুনি সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন॥
অশ্রু স্তম্ভ পুলক কম্প স্বেদ থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভুপদ ধরি॥
দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিত মন।
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুগণ॥

গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভু প্রতি।
সেই ভট্টাচার্য্যের প্রভু কৈলে এই গতি॥
প্রভু কহে তুমি ভক্ত তোমার সঙ্গ হৈতে।
জগন্নাথ ইঁহার কৃপা কৈল ভালমতে॥
তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল।
স্থির হৈয়া ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল॥
জগৎ নিস্তারিলে তুমি সেহ অল্প কার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য্য॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥
স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা।
ভট্টাচার্য্য আচার্য্য-দ্বারে ভিক্ষা করাইলা॥
আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দর্শনে।
দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যোত্থানে॥
পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিলা।
প্রসাদান্ন মালা পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা॥
সেই প্রসাদান্ন মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হৈয়া॥
অরুণোদয়-কালে হৈল প্রভুর আগমন।
সেই কালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা।
কৃষ্ণ নাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িলা॥
বাহিরে প্রভুর তেঁহো পাইল দরশন।
আস্তে ব্যস্তে আসি কৈল চরণ বন্দন॥
বসিতে আসন দিয়া দোঁহেত বসিলা।
প্রসাদান্ন খুলি প্রভু তাঁর হাথে দিলা॥
প্রসাদ পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হইল।
স্নান সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল॥
চৈতন্যপ্রসাদে মনের সব জাড্য (২) গেল।
এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল॥

(১) 'এই তিন'—ভগবান্, তাঁহার শক্তি ও তাঁহার গুণ।

(২) 'জাড্য'—জড়তা।

তথাহি—পদ্মপুরাণম্।

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি
নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং
নাত্র কালবিচারণা॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—শুষ্কং বা পর্য্যুষিতম্ অপি (শুষ্কই হউক অথবা বাসিই হউক) বা দূরদেশতঃ নীতম্ (কিংবা দূর দেশ হইতেই আনীত হউক) [মহাপ্রসাদান্ন] প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং (যখন পাওয়া যাইবে, তখনই ভোজন করিতে হইবে) অত্র কালবিচারণা ন (কোনরূপ কালবিচার করিবে না)।

অনুবাদ।—মহাপ্রসাদ যদি শুষ্ক হয়, বাসি হয় কিংবা অনেক দূর দেশ থেকে আনা হয়ে থাকে তবুও পাওয়া মাত্র খাবে—এবিষয়ে কালের কোন বিচার নেই॥ ১৮॥

তত্রৈব।—

ন দেশনিয়মস্তত্র
ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈ-
র্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—তত্র (মহাপ্রসাদান্নভক্ষণে) দেশনিয়মঃ ন (স্থানাস্থানের বিচার নাই), তথা কালনিয়মঃ ন (এবং সময় অসময়েরও কোন নিয়ম নাই), শিষ্টৈঃ (সজ্জনগণ) প্রাপ্তম্ অন্নং (প্রাপ্ত মহাপ্রসাদান্ন) দ্রুতং ভোক্তব্যম্ 'ইতি' হরিঃ অব্রবীৎ (শীঘ্র অর্থাৎ পাওয়া মাত্রই ভোজন করিবে—স্বয়ং শ্রীহরি ইহা বলিয়াছেন)।

অনুবাদ।—এ বিষয়ে দেশজ নিয়ম নেই, কালজ নিয়মও নেই (অর্থাৎ স্থান বা সময়ের বিচার নেই)। শ্রীহরি বলেন—যাঁরা সজ্জন তাঁরা মহাপ্রসাদ পাওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ খেয়ে নেবেন॥ ১৯॥

দেখি আনন্দিত হইল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন॥
দুই জন ধরি দোঁহে করেন নর্ত্তন।
প্রভু ভৃত্য দোঁহা স্পর্শে দোঁহার ফুলে মন॥
স্বেদ কম্প অশ্রু দোঁহে আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা॥
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥
আজি নিষ্কপটে তুমি হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হইলা তোমারে সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণ প্রাপ্তিযোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২য়ে স্কন্ধে ৭মে অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্।

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥ ২০

অন্বয়ঃ।—স এব অনন্তঃ ভগবান্ (সেই অনন্ত ভগবান্) যেষাম্ দয়য়েৎ (যাহাদিগকে দয়া করেন) তে চ যদি নির্ব্ব্যলীকং (তাহারা যদি অকপটভাবে) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বতোভাবে) আশ্রিতপদঃ (কৃষ্ণচরণ আশ্রয় করেন) তে (তাঁহারা) দুস্তরাং (দুঃখে তরণযোগ্যা) দেবমায়াম্ অতিতরন্তি (দেবমায়াও অতিক্রম করেন), এষাম্ শ্বশৃগালভক্ষ্যে (কুকুর-শৃগালের ভক্ষণযোগ্য দেহে) মম অহম্ ইতি ধীঃ (আমি আমার এই বুদ্ধি) ন (থাকে না)।

অনুবাদ।—সেই অনন্ত ভগবান্ যাঁদের দয়া করেন—যাঁরা অন্তর দিয়ে সকল রকমে তাঁর চরণ আশ্রয় করেন—তাঁরা অতি দুস্তর দৈবী মায়াকেও পার হয়ে যান, আর শিয়াল কুকুরের আহারের যোগ্য শরীরে কখনো আমার বা আমি—এই আত্মবুদ্ধি করেন না॥ ২০॥

এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজ স্থানে।
সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে॥
চৈতন্য-চরণ বিনে নাহি জানে আন।
ভক্তি বিনু শাস্ত্রের আর না করে ব্যাখ্যান॥

গোপীনাথাচার্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া।
হরি হরি বলি নাচে করতালি দিয়া॥
আর দিন ভট্টাচার্য্য চলিলা দর্শনে।
জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভুস্থানে॥
দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি।
দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব্ব দুর্ম্মতি॥
ভক্তিসাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈলা মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সংকীর্ত্তন॥

তথাহি—বৃহন্নারদীয়বচনম্।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ২১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে ৩য় শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২১॥

এই শ্লোকের অর্থ পাইল করিয়া বিস্তার।
শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমৎকার॥
গোপীনাথাচার্য্য বোলে আমি পূর্ব্বে যে কহিল।
শুন ভট্টাচার্য্য তোমার সেইত হইল॥
ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি নমস্কারে।
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে॥
তুমি মহাভাগবত আমি তর্ক-অন্ধে।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে॥
বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
কহিল যাঞা করহ জগন্নাথ দরশন॥
জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লঞা।
ঘরে আইলা ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া॥
উত্তম উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা।
নিজ বিপ্র হাতে দুই জনা সঙ্গে দিলা॥
নিজ দুই শ্লোক লিখি এক তালপাতে।
প্রভুকে দিহ বলি দিল জগদানন্দ হাথে॥
প্রভুস্থানে আইলা দোঁহে প্রসাদ-পত্রী লঞা।
মুকুন্দ-দত্ত পত্রী নিল তাঁর হাতে পাঞা॥
দুই শ্লোক বাহির ভিতে লিখিয়া রাখিলা।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভু লঞা দিলা॥
প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র চিরিয়া ফেলিল।
ভিত্ত্যে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে দ্বাত্রিংশাঙ্কধৃতৌ সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যকৃতৌ শ্লোকৌ

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥ ২২

অন্বয়ঃ।—যঃ একঃ কৃপাম্বুধিঃ (যিনি এক কৃপা-পারাবার) পুরাণঃ পুরুষঃ (আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ) বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তি-যোগশিক্ষার্থং (বৈরাগ্যবিদ্যা এবং নিজ ভক্তি-যোগ শিক্ষা দিবার জন্য) শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যশরীরধারী (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ) তম্ অহং প্রপদ্যে (আমি তাঁহার শরণ গ্রহণ করি)।

অনুবাদ।—বৈরাগ্য (অর্থাৎ কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য বস্তুতে অনাসক্তি), বিদ্যা (অর্থাৎ ভগবৎ-তত্ত্বের অনুভূতি) ও নিজভক্তি (অর্থাৎ উজ্জ্বলাভক্তি)—এই তিনটি শিক্ষা দেবার জন্যে যে পুরাণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন আমি তাঁরই শরণ নিলাম॥ ২২॥

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—কালাৎ (কালপ্রভাবে) নষ্টং (নষ্ট-প্রায়) নিজং (স্বকীয়) ভক্তিযোগং প্রাদুষ্কর্ত্তুং (ভক্তিযোগ পুনঃ প্রকাশ হেতু) কৃষ্ণচৈতন্যনামা যঃ আবির্ভূতঃ (কৃষ্ণচৈতন্যনামা যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন) তস্য (তাঁহার) পাদারবিন্দে (চরণকমলে) চিত্তভৃঙ্গঃ (মনোমধুকর) গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাম্ (অতিশয়রূপে আসক্ত হউক)।

অনুবাদ।—কালক্রমে ভক্তিযোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই ভক্তিকে নতুন করে নিয়ে আসার জন্য আবির্ভূত হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁর পদকমলে আমার মনভ্রমর বিলীন হয়ে যাক॥ ২৩॥

এই দুই শ্লোক ভক্ত-কণ্ঠে রত্নহার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কা বাদ্যাকার॥

সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান (১)।
মহাপ্রভু বিনে সেব্য নাহি জানে আন্॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম॥
একদিন সার্ব্বভৌম প্রভু স্থানে আইলা।
নমস্কার করি শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥
ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পড়িলা।
শ্লোকশেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৮মে শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—তৎ (অতএব) যঃ (যে ব্যক্তি) তে অনুকম্পাং (তোমার করুণা) সুসমীক্ষমাণঃ (দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিয়া) আত্মকৃতং (নিজের উপার্জ্জিত) বিপাকং (কর্ম্মফল) ভুঞ্জান এব হৃদ্বাগ্বপুর্ভিঃ (ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্য দ্বারাও) তে নমঃ বিদধন্ (তোমাকে নমস্কার করিয়া) জীবেত (জীবিত থাকে) সঃ ভক্তিপদে দায়ভাক্ (সেই ব্যক্তি ভক্তিলাভের যোগ্য পাত্র)।

অনুবাদ।—আপন কর্ম্মফল ভোগ করতে করতেও যে কায়মনোবাক্যে তোমার অনুগত হয়ে তোমার কৃপার আশায় জীবন ধারণ করে, সেই তোমার প্রতি ভক্তিলাভের যোগ্য লোক॥ ২৪॥

প্রভু কহে মুক্তিপদে ইহা পাঠ হয়।
ভক্তিপদে কেনে পড় কি তোমার আশয়(২)॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভক্তি নহে মুক্তি-ফল।
ভগবদ্বিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে॥
সেই দুইয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি।
তাঁর মুক্তি-ফল নহে যেই করে ভক্তি॥
যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চ পরকার।
সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় (৩)॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ২৯ অং ১৩ শ্লোকঃ

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ২৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৩৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৫॥

প্রভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ হয়।
মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥
মুক্তি পদে যাঁর সেই মুক্তিপদ হয় (৪)।
নবম পদার্থ মুক্তির কিম্বা সমাশ্রয়॥

---

(১) 'একতান'—অনন্যরূপ অর্থাৎ একাগ্র।
(২) 'আশয়'—অভিপ্রায়।

(৩) ভগবানের নির্ব্বিশেষসত্তারূপ ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ভগবদ্বিগ্রহে সাযুজ্যভেদে সাযুজ্য মুক্তি দুই প্রকার। তাহার মধ্যে সাত্ত্বিকী ভক্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইলে ভক্তিবাসনাবশতঃ 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তি' ইত্যাদি শ্রুতি-বচনদ্বারা তাদৃশ মুক্তগণের মধ্যে কাহারও ক্বচিৎ পুনরায় প্রেমভক্তিলাভ শ্রুত হওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বর-সাযুজ্য প্রাপ্ত মুক্তগণের আর ভক্তিলাভের সম্ভাবনা থাকে না, এই হেতু ঈশ্বর-সাযুজ্য অতি হেয়। ব্রহ্ম-সাযুজ্য নিরাকার ব্রহ্মে লয়। ঈশ্বর-সাযুজ্য সাকার ভগবানে লয়।

(৪) মুক্তিপদে যাঁর ইত্যাদি—অর্থাৎ মুক্তি যাঁহার চরণে অর্থাৎ যাঁহার চরণাশ্রয়ে মুক্তিলাভ হয়। দ্বিতীয় অর্থ পরম পদার্থ মুক্তির পদ (আশ্রয়), দশম পদার্থ স্বরূপ।

দুই অর্থে কৃষ্ণ কহি কাহে পাঠ ফিরি।
সার্ব্বভৌম কহে ও শব্দ কহিতে না পারি ॥
যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়।
তথাপি আশ্লিষ্য(১) দোষে কহনে না যায় ॥
যদ্যপিহ "মুক্তি"শব্দের পঞ্চমুক্ত্যে বৃত্তি(২)।
রূঢ়িবৃত্ত্যে করে তবু সাযুজ্য প্রতীতি (৩) ॥
মুক্তিশব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তিশব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস ॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥

(১) 'আশ্লিষ্য'—যে শব্দের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে তাহার গৌণ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ বা গৌণ অর্থ গ্রহণরূপ দোষ।

(২) মুক্তিশব্দের পঞ্চ মুক্ত্যে বৃত্তি, যথা—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য, সাযুজ্য।

(৩) 'রূঢ়িবৃত্তি'—যে শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগ ব্যতীত কোন একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, তাহার নাম রূঢ়। যেমন 'গো' শব্দ সাক্ষাদ্ভাবে 'গো'-পদার্থকেই বোঝায়, 'গমের্ডোঃ'—এই উণাদি-সূত্র বলে গতিশীল পদার্থমাত্রকে বোঝায় না, অতএব ইহা রূঢ়। অনাদি প্রয়োগবশতঃ শব্দার্থ যেখানে গৃহীত হয় তাহাই রূঢ়। জলধর, পঙ্কজ ইত্যাদি শব্দ যোগরূঢ় কারণ ইহা যৌগিক অর্থকে গ্রহণ করিয়াও একটি বিশেষ অর্থকে গ্রহণ করিতেছে। রূঢ়শব্দনিষ্ঠ শক্তির নাম রূঢ়ি।

যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদ।
তাঁর ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্যপ্রসাদ ॥
লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ॥
ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
কাশীমিশ্র আদি যত নীলাচলবাসী।
শরণ লইল সভে প্রভুপদে আসি ॥
সেই সব কথা আগে করিব বর্ণন।
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন ॥
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন ॥
এই মহাপ্রভুর লীলা সার্ব্বভৌম-মিলন।
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ ॥
জ্ঞান-কর্ম্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসার্ব্বভৌমোদ্ধারো নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং
বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং
ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যঃ (যে শ্রীচৈতন্য) দয়ার্দ্রধীঃ (কৃপাবিগলিতচিত্ত) ধন্যং বাসুদেবং (কৃতার্থ বাসুদেব-নামক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত বিপ্রকে) নষ্টকুষ্ঠং (কুষ্ঠরোগমুক্ত) রূপপুষ্টং (সৌন্দর্য্যশালী) ভক্তিতুষ্টং চকার (প্রেমভক্তিযুক্ত করিয়াছিলেন) তং চৈতন্যং নৌমি (সেই শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করি)।

অনুবাদ।—দয়ালু চৈতন্যকে নমস্কার করি। ইনি বাসুদেব নামে এক কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণের কুষ্ঠব্যাধি দূর করে তাকে রূপ দান করে সুন্দর করেছিলেন, আর ভক্তি দান করে সার্থক করেছিলেন—ধন্য করেছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমত সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল ॥
মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে তাঁহা বহু নৃত্য-গীত কৈল ॥
চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌম বিমোচন।
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥
নিজগণ আনি কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করি সভারে শ্রীহস্তে ধরিয়া ॥
তোমা সভা জানি আমি প্রাণাধিক করি।
প্রাণ ছাড়া যায় তোমা সভা ছাড়িতে না পারি ॥
তুমি সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইঁহা আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥
এবে সভাস্থানে মুঞি মাগোঁ এক-দানে।
সভে মিলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে ॥
বিশ্বরূপ উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব।
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব ॥
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবত।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবত ॥
বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল ॥
শুনিয়া সভার মনে হৈল মহাদুঃখ।
বজ্র যেন মাথে পড়ে শুকাইল মুখ ॥
নিত্যানন্দ প্রভু কহে ঐছে কৈছে হয়।
একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয় ॥
এক দুই সঙ্গ চলুক না কর হঠরঙ্গে (১)।
যারে কহ সেই দুই চলুক তোমার সঙ্গে ॥
দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি।
আমি সঙ্গে চলি প্রভু আজ্ঞা দেহ তুমি ॥
প্রভু কহে আমি নর্ত্তক তুমি সূত্রধার (২)।
যৈছে তুমি নাচাহ তৈছে নর্ত্তন আমার ॥
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাঙ্ বৃন্দাবন।
তুমি আমা লৈয়া আইলা অদ্বৈতভবন ॥
নীলাচল আসিতে ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড।
তোমা সভার গাঢ় স্নেহে আমা কার্য্য ভঙ্গ ॥
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥
কভু যদি ইহাঁর বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিন দিন আমায় নাহি কহে কথা ॥

---

(১) 'না কর হঠরঙ্গে'—জেদ করিও না।
(২) 'সূত্রধার'—নাট্যপ্রস্তাবক প্রধান নট।

মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাসধর্ম্ম।
তিনবার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন॥
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ নাহি কহে মুখে।
ইহাঁর দুঃখ দেখি আমার দ্বিগুণ হয়ে দুঃখে॥
আমি ত সন্ন্যাসী দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি॥
ইহাঁর অগ্রেতে আমি না জানি ব্যবহার।
ইহাঁরে না ভায় (১) স্বতন্ত্র চরিত্র আমার॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইহাঁর কৃষ্ণকৃপা হৈতে।
আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে॥
অতএব তুমি সব রহ নীলাচলে।
দিনকথো আমি তীর্থ ভ্রমিব একলে॥
ইহাঁ সভার বশ প্রভু হয়ে যে যে গুণে।
দোষারোপ-চ্ছলে করে গুণ-আস্বাদনে॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য অকথ্য কথন।
আপনে বৈরাগ্য-দুঃখ করেন সহন॥
সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায়॥
গুণে দোষোদ্গার-ছলে সবা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া॥
তবে চারিজন বহু মিনতি করিল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কভু না মানিল॥
তবে নিত্যানন্দ কহে যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ সুখ হউক সেই কর্ত্তব্য আমার॥
কিন্তু এক নিবেদন করো আরবার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার॥
কৌপীন বহির্ব্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে এই মাত্র॥
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম গণনে।
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
জলপাত্র বস্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ॥

কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন॥
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে॥
তবে তাঁর বাক্যে প্রভু করি অঙ্গীকারে।
তাঁহা সভা লৈয়া গেলা সার্ব্বভৌম ঘরে॥
নমস্করি সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল।
সভাকারে মিলিয়া প্রভু আসনে বসাইল॥
নানা কৃষ্ণবার্ত্তা কহি কহিল তাঁহারে।
তোমার ঠাঁহি আইলাঙ্ আজ্ঞা মাগিবারে॥
সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে॥
আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে সুখে লেউটি (২) আসিব॥
শুনি সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ উত্তর॥
বহুজন্ম-পুণ্য-ফলে পাইনু তোমার সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিনকথো রহ দেখি তোমার চরণ॥
তাঁহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন।
রহিলা দিবস কথো না কৈল গমন॥
ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করে নিমন্ত্রণ।
গৃহে পাক করি প্রভুকে করায় ভোজন॥
তাঁহার ব্রাহ্মণী তাঁর নাম ষাঠীর মাতা।
রান্ধি ভিক্ষা দেন তেঁহো আশ্চর্য্য তাঁর কথা॥
আগে ত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ যাত্রা সমাচার॥
দিন চারি রহি প্রভু ভট্টাচার্য্য-স্থানে।
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিল আপনে॥

(১) 'না ভায়'—মনে ধরে না।

(২) 'লেউটি'—ফিরিয়া।

প্রভুর আগ্রহে ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলা।
প্রভু তাঁরে লঞা জগন্নাথ-মন্দিরে গেলা॥
দর্শন করি ঠাকুর পাশে আজ্ঞা মাগিল।
পূজারী প্রভুরে মালা-প্রসাদ আনি দিল॥
আজ্ঞা-মালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি।
আনন্দে দক্ষিণ-দেশে চলিলা গৌরহরি॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে আর যত নিজগণ।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন॥
সমুদ্রতীরে তীরে আলালনাথ পথে।
সার্ব্বভৌম কহিলা আচার্য্য গোপীনাথে॥
চারি কৌপীন বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে।
তাহা প্রসাদান্ন লৈয়া আইস বিপ্রদ্বারে॥
তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য করিবে মোর এই নিবেদনে॥
রায় রামানন্দ আছে গোদাবরী-তীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে (১)॥
শূদ্র বিষয়ী-জ্ঞানে তাঁরে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দোঁহার তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্য-চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি বৈষ্ণব বলিয়া॥
তোমার প্রসাদে এবে জানি তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব॥
অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে॥

(১) 'বিদ্যানগরে'—এই নগর রাজমাহিন্দ্রি প্রদেশে অবস্থিত। 'অধিকারী'—শাসনকর্ত্তা।

এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহা পড়িলা সার্ব্বভৌম॥
তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত মন॥
মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্পসম কোমল কঠিন বজ্রময়॥

তথাহি—বীরচরিতস্যোত্তরচরিতে ২ অঙ্কে
৭ শ্লোকঃ

বজ্রাদপি কঠোরাণি
মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি
কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—বজ্রাৎ অপি (বজ্র হইতেও) কঠোরাণি (কঠিন) কুসুমাৎ অপি মৃদূনি (কুসুম হইতেও কোমল) লোকোত্তরাণাম্ (অসামান্য-লোকের) চেতাংসি (অন্তঃকরণ, হৃদ্‌গত ভাব) কঃ হি (কে) বিজ্ঞাতুং (জানিতে) ঈশ্বরঃ (সমর্থ)।

অনুবাদ।—যাঁরা অসাধারণ লোক, কে জানতে পারে তাঁদের মন—যা বজ্র থেকে কঠোর, আবার কুসুম থেকেও কোমল॥ ২॥

নিত্যানন্দ প্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইল।
তাঁর লোক-সঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইল॥
ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর সাথ।
বস্ত্রপ্রসাদ লৈয়া তবে আইল গোপীনাথ॥
সভা সঙ্গে তবে প্রভু আলালনাথ আইলা।
নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা॥
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কথোক্ষণ।
দেখিতে আইলা তাঁহা বৈসে যতজন॥
চতুর্দ্দিকে লোক সব বোলে হরি হরি।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি॥
কাঞ্চন সদৃশ দেহ অরুণ বসন।
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ তাহাতে ভূষণ॥
দেখিয়া লোকের মন হৈল চমৎকার।
যত লোক আইসে কেহো নাহি যায় ঘর॥

কেহো নাচে কেহো গায় শ্রীকৃষ্ণ গোপাল।
প্রেমেতে ভাসিল লোক স্ত্রী-বৃদ্ধ-যুবা-বাল॥
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে।
এইরূপে নৃত্য আগে হবে গ্রামে গ্রামে॥
অতিকাল (১) হৈল লোক ছাড়িয়া না যায়।
তবে নিত্যানন্দ গোঁসাঞি সৃজিল উপায়॥
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুরে লইয়া।
তাহা দেখি লোক আইসে চৌদিকে ধাইয়া॥
মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা দেবতা মন্দিরে।
নিজগণ প্রবেশি কপাট দিল দ্বারে॥
তবে গোপীনাথ দুই প্রভুরে ভিক্ষা করাইল।
প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সভে বাঁটি খাইল॥
শুনি শুনি লোক সব আসি বহির্দ্বারে।
হরি হরি বলি লোক কোলাহল করে॥
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন।
আনন্দে আসিয়া লোক কৈল দরশন॥
এইমত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোক আইসে যায়।
বৈষ্ণব হইল লোক সভে নাচে গায়॥
এইরূপে সেই ঠাঁই ভক্তগণ সঙ্গে।
সেই রাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
প্রাতঃকালে স্নান করি করিলা গমন।
ভক্তগণে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন॥
মূর্চ্ছিত হইয়া সভে ভূমিতে পড়িলা।
তাঁহা সভা পানে প্রভু ফিরি না চাহিলা॥
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হৈয়া।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় পাত্রবস্ত্র লৈয়া॥
ভক্তগণ উপবাসী তাঁহাই রহিলা।
আর দিন দুঃখী হৈয়া নীলাচলে আইলা॥
মত্তসিংহ-প্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নাম-সংকীর্ত্তন॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যবাক্যম্

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব
পাহি মাম্॥

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে বোল হরি হরি॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বোলে হরি কৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥
কথোদূরে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন।
কৃষ্ণ বোলে নাচে হাসে কাঁদে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে দৈবে আইসে যতজন।
তাঁহার দর্শন কৃপায় হয় তাঁর সন॥
সেই যাই নিজ গ্রাম বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয়॥
সেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ।
এইমত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ॥
এইমত পথে যাইতে শতশত জন।
বৈষ্ণব করেন তাঁরে করি আলিঙ্গন॥
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে।
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে॥
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সে সব আচার্য্য হইয়া তারিলা জগত॥
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্ব দেশ বৈষ্ণব হৈলা প্রভুর সম্বন্ধে॥
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সেশক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে॥

(১) 'অতিকাল'—মধ্যাহ্ন সময় গত।

প্রভুরে যে ভজে তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এ সব লীলা সত্য করি লয়॥
অলৌকিক লীলাতে যার না জন্মে বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ॥
প্রথমে কহিল প্রভুর যেরূপে গমন।
এইমত জানিহ যাবৎ দক্ষিণ ভ্রমণ॥
এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে।
কূর্ম্ম দেখি তাঁরে কৈলা স্তবন প্রণামে॥
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্য-গীত কৈলা।
দেখি সর্ব্ব লোকের চিত্তে চমৎকার হৈলা॥
আশ্চর্য্য শুনি সব লোক আইলা দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকারে॥
দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা বোলে কৃষ্ণ হরি।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধবাহু করি॥
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম॥
এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল॥
কথোক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা।
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা॥
যেই গ্রামে যায় তাঁহা এই ব্যবহার।
এক ঠাঁই কহিল, না কহিব আরবার॥
কূর্ম্ম নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধা ভক্ত্যে কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পাদ প্রক্ষালন।
সেই জল বংশ সহিত করিল ভক্ষণ॥
অনেক প্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোঁসাঞির শেষ অন্ন (১) সবংশে খাইল॥
যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে॥
আমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম-কুল-ধন॥

(১) 'শেষ অন্ন'—উচ্ছিষ্ট অন্ন।

কৃপা কর মোরে প্রভু যাই তোমার সঙ্গে।
সহিতে না পারি দুঃখ বিষয়-তরঙ্গে॥
প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে বসি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা॥
যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
এইমত যার ঘরে প্রভু করে ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে তাঁরে করায় এই শিক্ষা॥
পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে।
যার ঘরে ভিক্ষা করে দুই চারি স্থানে॥
কূর্ম্মে যৈছে রীতি তৈছে কৈল সর্ব্ব ঠাঁঞি।
নীলাচল পুন যাবৎ না আইলা গোঁসাঞি॥
অতএব ইহাঁ কহিল করিয়া বিস্তার।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার॥
এইমত সেই সে তাঁহাই রাত্রি রহিলা।
স্নান করি প্রভু প্রাতঃকালেত চলিলা॥
প্রভু অনুব্রজি (২) কূর্ম্ম (৩) বহুদূর গেলা।
প্রভু তারে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা॥
বাসুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয়।
সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ সেহো কীড়াময় (৪)॥
অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য়।
উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঁয়॥
রাত্রিতে শুনিলা তেঁহো গোঁসাঞির আগমন।
দেখিতে আইলা প্রাতে কূর্ম্মের ভবন॥
প্রভুর গমন কূর্ম্ম-মুখেতে শুনিয়া।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া॥

(২) 'অনুব্রজি'—অনুব্রজ্যা করিয়া, অর্থাৎ পশ্চাতে গমন করিয়া, পিছে পিছে যাইয়া।

(৩) 'কূর্ম্ম'—তন্নামক ব্রাহ্মণ।

(৪) 'কীড়াময়'—কীটপূর্ণ।

অনেক প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলা।
সেইক্ষণে আসি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা ॥
প্রভুর স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল ॥
প্রভুর কৃপা দেখি তাঁর বিস্ময় হৈল মন।
শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করয়ে স্তবন ॥
বহু স্তুতি করি কহে শুন দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতেই হয় ॥
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥
প্রভু কহে কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ॥
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥
এতেক কহিয়া প্রভু কৈলা অন্তর্দ্ধানে।
দুই বিপ্রে গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে ॥
বাসুদেবোদ্ধার এই কহিল আখ্যান।
বাসুদেবামৃত-পদ হৈল প্রভুর নাম ॥
এই ত কহিল প্রভুর প্রথম গমন।
কূর্ম্ম-দরশন বাসুদেব বিমোচন ॥
শ্রদ্ধা করি করে যেই এ লীলা শ্রবণ।
অচিরাতে মিলে তারে চৈতন্যচরণ ॥
চৈতন্যলীলার আদি অন্ত নাহি জানি।
সেই লিখি যেন মহান্তের মুখে শুনি ॥
ইথে অপরাধ মোর না লইহ ভক্তগণ।
তোমা সভার চরণ মোর একান্ত শরণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণ-গমনে
বাসুদেবোদ্ধারো নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সঞ্চার্য্য রামাভিধভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রয়াতি ॥ ১

অন্বয়ঃ।—গৌরাব্ধিঃ (শ্রীগৌরাঙ্গসমুদ্র) রামাভিধভক্তমেঘে (রামানন্দ রায় নামক ভক্তরূপ মেঘে) স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি (স্বভক্তিসিদ্ধান্তরাশিরূপ অমৃত) সঞ্চার্য্য অমুনা (সঞ্চারপূর্ব্বক তাঁহার অর্থাৎ সেই রায় রামানন্দের দ্বারা) বিতীর্ণৈঃ (বর্ষিত) এতৈঃ (স্বভক্তিসিদ্ধান্তামৃতসমূহে) তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাম্ (সিদ্ধান্তের অনুভবরূপ রত্নরাজির আকরত্ব) প্রয়াতি (প্রাপ্ত হইয়াছেন)।

অনুবাদ।—ভক্ত রামানন্দ রায় যেন মেঘ, আর মহাপ্রভু যেন সমুদ্র। সমুদ্র থেকেই মেঘে জল সঞ্চারিত হয়। তেমনি মহাপ্রভু থেকেই কৃষ্ণ-ভক্তি যে সার বস্তু তাহা প্রমাণ করবার সিদ্ধান্তগুলি রায় রামানন্দের ভিতর সঞ্চারিত হলো। আবার সেই মেঘ থেকে অমৃতের মত জল বৃষ্টির দ্বারা সমুদ্রেই ফিরে আসে। সেই অমৃত বর্ষণেই যেন সমুদ্র রত্নের ভাণ্ডার হয়ে ওঠে, তার নাম হয় রত্নাকর। রামানন্দ-রূপ মেঘ থেকেও তেমনি আলোচনা দ্বারা মহাপ্রভুর সঞ্চারিত সেই ভক্তিসিদ্ধান্তগুলি মহাপ্রভুতেই ফিরে এলো, এইভাবে তিনি হলেন কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সমুদ্র বা রত্নাকর ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পূর্ব্ব রীতে প্রভু আগে করিলা গমনে।
"জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে" গেলা কথো দিনে ॥
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ নতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য গীত স্তুতি ॥
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্ম-ভৃঙ্গ (১) ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কং ৯ অং ১ শ্লোকস্য
শ্রীধরস্বামিকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতাগমঃ

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং
স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানা-
মন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—অন্যেষাম্ উগ্রবিক্রমঃ (অন্যদের প্রতি উগ্রচণ্ড হইলেও) স্বপোতানাং (স্বকীয় সন্তানগণের পক্ষে—শান্ত) কেশরী ইব (সিংহতুল্য) অয়ং নৃকেশরী (নৃসিংহদেব) উগ্রঃ অপি (উগ্র হইলেও) স্বভক্তানাম্ অনুগ্রঃ এব (নিজভক্তগণের পক্ষে স্নেহ-পরায়ণ)।

অনুবাদ।—নৃসিংহদেব উগ্রমূর্ত্তি হ'য়েও আপন ভক্তের কাছে স্নেহকোমল—যেমন সিংহ অন্যের কাছে ভয়ানক হ'লেও নিজের শাবকের কাছে স্নেহ-কোমল ॥ ২ ॥

এইমত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল।
নৃসিংহ-সেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল ॥
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রে তাঁহা রহি করিলা গমন ॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিলা প্রেমাবেশে।
দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান নাহি রাত্রি দিবসে ॥
পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করি সর্ব্বলোকগণে।
গোদাবরী-তীরে চলি আইলা কথো দিনে ॥
গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন ॥
সেই বনে কথোক্ষণ করি নৃত্যগান।
গোদাবরী পার হৈয়া কৈল তাহা স্নান ॥
ঘাট ছাড়ি কথোদূরে জল সন্নিধানে।
বসি প্রভু করে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে ॥

(১) 'পদ্মামুখপদ্ম-ভৃঙ্গ'—পদ্মার অর্থাৎ লক্ষ্মীর মুখরূপ পদ্মের মধুপানে লোলুপ মধুকর অর্থাৎ লক্ষ্মীর কান্ত।

হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়॥
তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমত কৈল তেহোঁ স্নানাদি তর্পণ॥
প্রভু তাঁরে দেখি জানিল রামানন্দ রায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায়॥
তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া॥
সূর্য্য শত সম কান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন॥
দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥
উঠি প্রভু কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥
তথাপি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ।
তেঁহ কহে সেই হঙ দাস শূদ্র মন্দ॥
তবে প্রভু কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু-ভৃত্য দোঁহে অচেতন॥
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা॥
স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য।
দোঁহার মুখেতে শুনি গদ্‌গদ কৃষ্ণবর্ণ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার॥
এইত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন॥
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির॥
এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন।
বিজাতীয়(১)লোক দেখি প্রভু কৈল সম্বরণ॥
সুস্থ হৈয়া দোঁহে সেই স্থানেতে বসিলা।
তবে হাসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা॥

(১) 'বিজাতীয় লোক'—নিজ ভাব-বিরুদ্ধ লোক, অন্যমতাবলম্বী লোক।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণ।
তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতন॥
তোমা মিলিবারে মোর হেথা আগমন।
ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন॥
রায় কহে সার্ব্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণ-দর্শন।
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্য-জনম॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তার কৃপাধীন॥
কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়।
মোর দরশন তোমা বেদে নিষেধয়॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম্ম॥
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন॥
মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাই তবু যান তার ঘর॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮।৪ শ্লোকে
গর্গং প্রতি নন্দবাক্যম্

মহদ্বিচলনং নৃণাং
গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্
কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—ভগবন্ (হে যদুকুলাচার্য্য) গৃহিণাং দীনচেতসাং নৃণাং (গৃহস্থ দীনচিত্ত লোকগণের) নিঃশ্রেয়সায় (কল্যাণের জন্যই) মহদ্বিচলনং (মহাপুরুষগণের আপন আশ্রম হইতে গমন হয়) ক্বচিৎ অন্যথা ন কল্পতে (কোথাও ইহার অন্যথা ঘটে না)।

অনুবাদ।—মহৎজন যে আশ্রম ত্যাগ করে দীনজনের গৃহে আসেন—হে ভগবন্!—সে কেবল তাদেরই পরম কল্যাণের জন্য, অন্য কোন কারণে নয়॥ ৩॥

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমার দর্শনে সভার দ্রবীভূত মন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শুনি সভার বদনে।
সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে॥
আকৃত্যে প্রকৃত্যে তোমার ঈশ্বর লক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ॥
প্রভু কহে তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সভার দ্রব হৈল মন॥
আনের কা কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥
এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে॥
এইমত দোঁহে স্তুতি করে দোঁহার গুণ।
দোঁহে দোঁহার দরশনে আনন্দিত মন॥
হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥
তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দর্শন॥
রায় কহে আইলা যদি পামরে শোধিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিত্তে॥
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন॥
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহনে না যায়।
তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা রাম রায়॥
প্রভু যাঞা সেই বিপ্র ঘরে ভিক্ষা কৈল।
দুইজনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল॥
প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিয়া।
এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া॥
নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই জনে কথা কহে বসি রহঃস্থানে (১)॥

(১) 'রহঃস্থানে'—নির্জ্জনে।

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের (২) নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে ৩।৮।৯

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্॥ ৪

অন্বয়ঃ।—বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রবর্ণাচারপালনপরায়ণ পুরুষের দ্বারা) পরঃ পুমান্ বিষ্ণুঃ আরাধ্যতে (পরমপুরুষ বিষ্ণু আরাধিত হন) তত্তোষকারণং (বিষ্ণুর প্রীতিজনক) অন্যঃ পন্থা ন (অন্য উপায় নাই)।

অনুবাদ।—সেই পরমপুরুষ বিষ্ণুকে বর্ণাশ্রম-চারীরা (অর্থাৎ নিজ নিজ জাতিবর্ণের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য করেন যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তাঁরা) বিধিমতে উপাসনা করেন, তাঁকে তুষ্ট করবার আর কোনো পথ নেই॥ ৪॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য (৩) আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (৯।২৭)

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৫

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয় (হে অর্জ্জুন) যৎ করোষি (যাহা কর) যৎ অশ্নাসি (যাহা ভোজন কর) যৎ জুহোসি (যাহা হোম কর) যৎ দদাসি (যাহা দান কর) যৎ তপস্যসি (যাহা তপস্যা কর) তৎ মদর্পণং কুরুষ্ব (তাহা আমাতে অর্পণ কর)।

অনুবাদ।—হে অর্জ্জুন, তুমি যে কোন কর্ম্ম কর, যা কিছু ভোজন কর, যা কিছু যাগযজ্ঞ কর, যা দান কর, এবং যে কোন তপস্যা কর, সে সমস্তই আমাতে অর্পণ কর॥ ৫॥

(২) 'সাধ্যের'—পুরুষার্থের অর্থাৎ সাধকগণ সাধনা দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হন তাহার।

(৩) বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, কিন্তু বিষ্ণু-আরাধনাহেতু বলিয়া তাহাতে ভক্তির আরোপ হওয়ায় ভক্তি বলিলেন, এই হেতু শ্রীমহাপ্রভু "এহো বাহ্য" অর্থাৎ বাহিরের কথা বলিয়া উপেক্ষাপূর্ব্বক ইহার উপরিতন ভক্তি শুনিতে চাহিলেন।

প্রভু কহে এহো বাহ্য (১) আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ ভক্তি সাধ্য সার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১১।৩২ উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্-
ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্
মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—এবং গুণান্ দোষান্ (অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণদোষাদি) আজ্ঞায় (সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া) ময়া আদিষ্টান্ অপি (মৎকর্তৃক আদিষ্ট) স্বকান্ সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য (আপনার সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক) যঃ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ (যে আমাকে ভজনা করে সেই সজ্জনগণের শ্রেষ্ঠ)।

অনুবাদ।—ধর্ম্মের গুণ ও অধর্ম্মের দোষ জেনেও, আমার আদিষ্ট সমস্ত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করে যে আমার ভজনা করে সেই সাধুশ্রেষ্ঠ ॥ ৬ ॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮ অধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য (সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া) একং মাং শরণং ব্রজ (একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর)। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি (আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব) মা শুচঃ (শোক করিও না)।

অনুবাদ।—সমস্ত ধর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে একমাত্র আমারই শরণ নাও। শোক করো না—আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি দেব ॥ ৭ ॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য (২) আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার ॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশত্তমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনম্

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা
ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু
মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্ত) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচেতা) ন শোচতি (শোক করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষাও করেন না)। সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ [সন্] (সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া) পরাং মদ্ভক্তিং লভতে [আমাতে—(শ্রীকৃষ্ণে) পরাভক্তি লাভ করেন]।

অনুবাদ।—ব্রহ্মকে যিনি পেয়েছেন তাঁর আত্মা প্রসন্ন হয়ে ওঠে। তিনি শোকও করেন না, কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন না। সকল জীবের প্রতি তাঁর দৃষ্টি সমান। তিনি আমাতে পরমা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৮ ॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্যা (৩) ভক্তি সাধ্য সার ॥

---

(১) কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য নহে, ইহাও একটি সাধন। কর্ম্ম করিয়া তাহার ফল অর্পণ অপেক্ষা সমস্ত কর্ম্মই ভগবানে অর্পণ পূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠানই প্রকৃত সাধন। এই জন্যই মহাপ্রভু বলিলেন, "এহো বাহ্য।"

(২) এখানে স্বধর্ম্মত্যাগ শব্দের অর্থ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপ্রপত্তি, অর্থাৎ শরণাগতি। এই স্বধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক শরণাগতিতে নিজ দুঃখ-বিনাশেচ্ছারূপ কামনা অন্তর্ভূত থাকায় সকাম ভক্তি-মধ্যে পর্য্যবসিত হওয়াতে শ্রীমহাপ্রভু 'এহো বাহ্য' বলিয়া এতাদৃশ স্বধর্ম্মত্যাগরূপ শরণাগতিকে উপেক্ষা করিলেন।

(৩) জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি উত্তমা ভক্তি নহে, একারণ শ্রীমহাপ্রভু 'এহো বাহ্য' বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। এখানে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলিতে নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুভবরূপ জ্ঞান জানিতে হইবে, কিন্তু ভগবত্তত্ত্বানুভূতি ব্যতীত ভক্তিই হইতে পারে না।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশে অধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবচনম্

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥৯

অন্বয়ঃ।—হে অজিত (হে অজেয়) জ্ঞানে (তোমার স্বরূপ বা ঐশ্বর্য্য বিচারস্বরূপ জ্ঞান বিষয়ে) প্রয়াসম্ উদপাস্য (চেষ্টা সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া) স্থানস্থিতাঃ (সজ্জন সকাশে থাকিয়া) সন্মুখরিতাং (সজ্জনমুখোনিঃসৃত) শ্রুতিগতাং ভবদীয়বার্ত্তাং (সহজেই শ্রুতিপথগত, তোমার বা তোমাদের ভক্তদের চরিতকথা) তনুবাঙ্মনোভিঃ নমন্ত এব (কায়মনোবাক্যে অভিনন্দিত করিয়া) যে জীবন্তি (যাঁহারা জীবন ধারণ করেন) ত্রিলোক্যাং (ত্রিলোকে) তৈঃ (তাঁহাদিগের দ্বারা) প্রায়শঃ (প্রায়ই) জিতঃ (বশীভূত) অপি (ও) অসি (হও)।

অনুবাদ।—জ্ঞানলাভের ইচ্ছা ছেড়ে দিয়ে যাঁরা শরীরে মনে ও কথায় সদাচারী হয়ে সাধুজনের মুখ থেকে সহজেই তোমার গুণকীর্ত্তন শুনে জীবন ধারণ করেন, তাঁরা প্রায়ই তোমাকেও জয় করেন—যদিও ত্রিলোকে কেউ তোমায় জয় করতে পারে না॥ ৯॥

প্রভু কহে এহো (১) হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার।

তথাহি—পদ্যাবল্যাম্ একাদশাঙ্কধৃতঃ রামানন্দরায়কৃতঃ শ্লোকঃ (১৩)

নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নন্নু ভক্ষ্যপেয়ে॥ ১০

অন্বয়ঃ।—ভক্ত (হে ভক্ত) আর্ত্তবন্ধোঃ (দীনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের) হৃদয়ে প্রেম্ণা নানোপচারকৃতপূজনং (হৃদয় প্রেমের সহিত নানা উপচারের দ্বারা পূজিত হইলে) এব সুখবিদ্রুতম্ স্যাৎ (সুখে দ্রবীভূত হয়) যাবৎ জঠরে (যে পর্য্যন্ত উদরে) জরঠা ক্ষুৎ পিপাসা অস্তি (বলবতী ক্ষুধা পিপাসা থাকে) নন্নু তাবৎ ভক্ষ্যপেয়ে সুখায় ভবতঃ (সেই পর্য্যন্তই অন্ন জল সুখের হেতু হয়)।

অনুবাদ।—দীনবন্ধুর পূজা নানা উপকরণ দিয়ে হয় কিন্তু ভক্তের মন প্রেমের সুখেই গলে যায়। অত্যন্ত ক্ষুধা এ পিপাসা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই অন্নজল সুখ দান করে॥ ১০॥

তথাহি—তত্রৈব দ্বাদশাঙ্কধৃতস্তস্যৈব শ্লোকঃ (১০)

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥ ১১

অন্বয়ঃ।—যদি কুতঃ অপি লভ্যতে (যদি কোন উপায়ে পাওয়া যায়) কৃষ্ণভক্তিরসভাবিত (কৃষ্ণ-সেবারস-ভাবনাময়ী) মতিঃ ক্রীয়তাং (মতি ক্রয় কর) তত্র (সেই ক্রয়ের ব্যাপারেও) লৌল্যম্ অপি (লোভই) একলং মূল্যং (একমাত্র মূল্য) জন্মকোটিসুকৃতৈঃ (বহুজন্মসঞ্চিতভাগ্যে) ন লভ্যতে (পাওয়া যায় না)।

অনুবাদ।—যদি কোথাও পাও—কৃষ্ণভক্তিরসে রসায়িত মন কিনে নাও। দাম তার শুধুমাত্র পাবার কামনা। কোটি জন্মের সুকর্ম্ম দিয়েও তা পাওয়া যায় না॥ ১১॥

প্রভু কহে এহো (২) হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অম্বরীষং প্রতি দুর্ব্বাসাবচনম্ ৯।৫।১৬

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে॥ ১২

---

(১) জ্ঞানশূন্যভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু 'এহো হয়' বলিয়া অনুমোদন করিলেন মাত্র।

(২) এখানে প্রেমভক্তি শব্দের অর্থ শান্ত ভক্তদিগের কৃষ্ণনিষ্ঠারূপ প্রেম। জ্ঞানশূন্য ভক্তি অপেক্ষা শান্তভক্তের প্রেমে কৃষ্ণের চিদৈশ্বর্য্য অনুভূতিদ্বারা কৃষ্ণনিষ্ঠা থাকিলেও সেবা নাই বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু "এহো হয়" বলিয়া কেবল অনুমোদন করিলেন মাত্র।
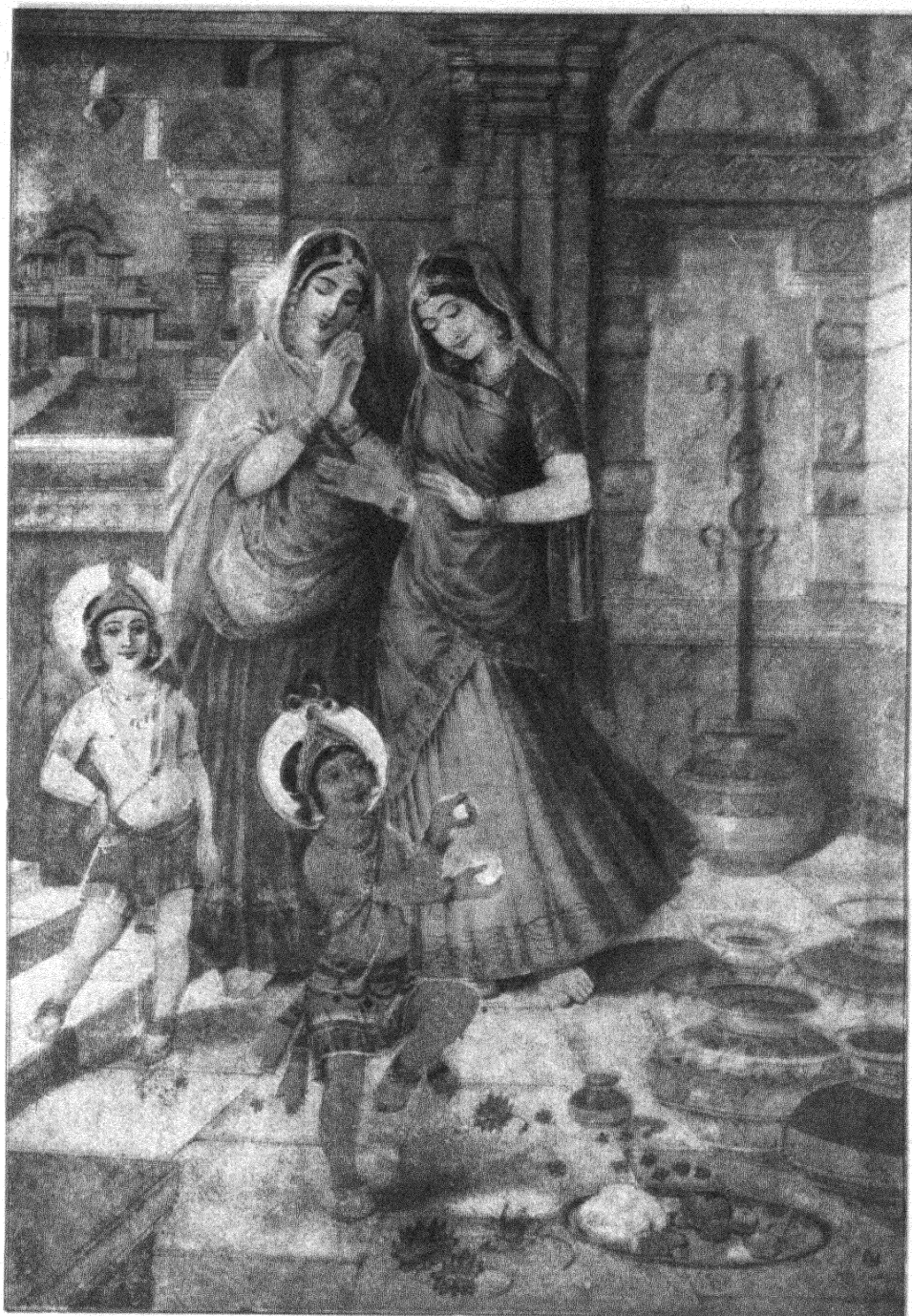
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥

অন্বয়ঃ।—যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ (যাঁহার নাম শুনিয়াই) পুমান্ (জীব) নির্ম্মলঃ (পাপরহিত) ভবতি (হয়), তস্য তীর্থপদঃ (সেই ভগবানের) দাসানাং কিং বা অবশিষ্যতে (কিই বা অভাব আছে)।

অনুবাদ।—যাঁর নাম শুনেই জীব মায়ার বাঁধন থেকে মুক্তি পায়, যাঁর চরণেই রয়েছে সব তীর্থ সেই ভগবানের যাঁরা দাস তাঁদের কিসের অভাব?

তথাহি—যামুনমুনিবিরচিত স্তোত্ররত্নে (৪৬)

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদা২হমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতঃ॥ ১৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

প্রভু কহে এহো (১) হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে ত্রয়োদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যম্

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—ইত্থম্ (এই প্রকারে) সতাং (নির্ব্বিশেষ জ্ঞানীদের বিষয়ে) ব্রহ্মসুখানুভূত্যা (ব্রহ্মানন্দানুভব স্বরূপ), দাস্যং গতানাং (দাস্যভাবে ভজনশীলগণের সম্বন্ধে) পরদৈবতেন (পর-দেবতা স্বরূপ), মায়াশ্রিতানাং (মায়াবশীভূতগণের বিষয়ে) নরদারকেণ সার্দ্ধং (মনুষ্য বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত) কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ (অতিশয় পুণ্যশীল গোপবালকগণ) বিজহ্রুঃ (বিহার করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—যিনি জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মসুখ অনুভবের মত আনন্দদানকারী, দাস্যভক্তিরসিকের (অর্থাৎ নিজেকে যে ভগবানের দাস মনে করে তাহার) কাছে পরমা দেবতা, মায়ামুগ্ধ জনের কাছে সামান্য মনুষ্যবালক—সেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এঁরা বিহার করেছিলেন—এমনই ছিল তাঁদের পুণ্য॥ ১৪॥

প্রভু কহে (২) এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে ষট্চত্বারিংশশ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যম্

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্
শ্রেয় এবং মহোদয়ম্!
যশোদা বা মহাভাগা
পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মন্ (হে মুনে) নন্দঃ (গোপরাজ নন্দ) মহোদয়ং (মহা অভ্যুদয়জনক) এবম্ (এমন) কিং (কি) শ্রেয়ঃ অকরোৎ (শুভানুষ্ঠান করিয়াছিলেন) মহাভাগা যশোদা বা (আর মহাভাগ্যবতী যশোদাই বা কি এমন পুণ্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) যস্যাঃ স্তনং পপৌ (যাঁহার স্তন পান করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—হে ব্রহ্মন্! নন্দের এমন সৌভাগ্য কোন্ কর্ম্মের ফলে হয়েছিল, এমন সৌভাগ্যবতী যশোদাই বা কি করেছিলেন যে জন্য কৃষ্ণ তাঁর স্তন-দুগ্ধ পান করেছিলেন? ১৫॥

তথাহি—নবমাধ্যায়ে বিংশতিশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যম্

নেমং বিরিঞ্চি র্ন ভবো
ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী
যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥ ১৬

---

(১) 'এহো'—দাস্যপ্রেম। ভগবানে মদীয় প্রভু ও আপনাতে তদীয় দাসজ্ঞান বিদ্যমান থাকায় ভাবময় হইলেও ঐশ্বর্য্যানুভূতি প্রভৃতি দ্বারা হৃৎকম্প সম্ভ্রম প্রভৃতি হওয়ায় সেবাসুখে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ করে বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু 'এহো হয়' বলিয়া অনুমোদন করিলেন মাত্র, কিন্তু স্বীকার করিলেন না। অর্থাৎ এখানে ভাবময়ত্বাংশে অস্বীকার।

(২) সখ্যপ্রেমে দাস্যপ্রেমের ন্যায় ঐশ্বর্য্যানুভবে হৃৎকম্প সম্ভ্রমাদি হয় না বলিয়া সখ্যপ্রেম বিশুদ্ধ, তন্নিমিত্ত শ্রীমহাপ্রভু 'এহোত্তম' অর্থাৎ দাস্যপ্রেম হইতে উত্তম বলিয়া প্রশংসা করিলেন।

অন্বয়ঃ।—বিমুক্তিদাৎ (বিমুক্তি-প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে) যৎ প্রসাদৎ (যে প্রীতি) গোপী প্রাপ (যশোদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) তম্ ইমৎ (সেই প্রসাদ) বিরিঞ্চিঃ ন (ব্রহ্মা প্রাপ্ত হন নাই) ভব ন (শিব লাভ করেন নাই) অঙ্গসংশ্রয়া শ্রীঃ অপি (বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও) ন লেভিরে (প্রাপ্ত হন নাই)।

অনুবাদ।—যে প্রীতি গোপী যশোদা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন, সে প্রসাদ ব্রহ্মা, শিব, এমন কি বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীও লাভ করেননি ॥১৬॥

প্রভু কহে এহোত্তম (১) আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাপ্রেম (২) সর্ব্বসাধ্য সার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৬০ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি উদ্ধববাক্যম্

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্য্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ।
রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—রাসোৎসবে (রাসোৎসব কালে) অস্য (এই শ্রীকৃষ্ণের) ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং (বাহুদণ্ডালিঙ্গিতকণ্ঠপূর্ণকামা) ব্রজসুন্দরীণাং (ব্রজকিশোরীগণের) যঃ (যে প্রসাদ) উদগাৎ (উদিত হইয়াছিল, অর্থাৎ গোপীগণ যে প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) অয়ং প্রসাদঃ (সে প্রসাদ) অঙ্গে নিতান্তরতেঃ (শ্রীকৃষ্ণের বাম বক্ষঃস্থলে থাকিয়াও পরম্ প্রেমময়ী) শ্রিয়ঃ উনি (লক্ষ্মীদেবীও নিশ্চয় প্রাপ্ত হন নাই) নলিনগন্ধরুচাং স্বর্য্যোষিতাং (পদ্মগন্ধা স্বর্গরমণীগণেরও সে কৃপা প্রাপ্তির সৌভাগ্য ঘটে নাই) অন্যাঃ কুতঃ (অন্যা রমণীগণ তাহা কোথা হইতে পাইবে)।

অনুবাদ।—রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ রূপসী গোপীদের কণ্ঠ বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করেছিলেন। তাঁরা যে প্রসাদ (অর্থাৎ অনুগ্রহ) লাভ করেছিলেন সে প্রসাদ শ্রীকৃষ্ণের বাম বক্ষে যিনি থাকেন আর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁর গভীর প্রেম সেই স্বয়ং লক্ষ্মীরও লাভ হয়নি। যাঁদের গায়ে পদ্মের মত গন্ধ সে স্বর্গনারীদেরও লাভ হয়নি। অন্যের আর কি কথা! ১৭ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩২ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবচনম্

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ১৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে ২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের তারতম্য বহুত আছয় ॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ (৩) হঞা বিচারিলে আছে তরতম ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাং ৫।২১ শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তম্

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ১৯

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে পঞ্চম শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্তদাস্যসখ্যবাৎসল্যেরগুণমধুরেতে বৈসে ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে (৪) ॥

---

(১) এই উত্তম, সখ্যপ্রেমে তাড়না ভর্ৎসনা লালনাদি নাই, কিন্তু বাৎসল্যপ্রেমে তাহা আছে, এই নিমিত্ত "এহোত্তম" অর্থাৎ বাৎসল্যপ্রেম সখ্যপ্রেম হইতে উত্তম বলিয়া প্রশংসাতিশয় করিলেন।

(২) শুধু শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত যে সম্ভোগ-লালসা তাহাকে কান্তাপ্রেম বলে।

(৩) 'তটস্থ হঞা'—অর্থাৎ সেই ভাবে একেবারে মগ্ন না হইয়া।

(৪) 'পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের…কহে ভাগবতে।'—আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটিকে পঞ্চভূত বলে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটিকে যথাক্রমে আকাশাদির গুণ বলে। যেমন আকাশে শব্দ এই একটি গুণ। আকাশের এই গুণ

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮২।৪৪ শ্লোকে
গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ২০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
সে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৪ অং ১১ শ্লোকঃ

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ুতে, সুতরাং শব্দ ও স্পর্শ বায়ুর দুইটি গুণ। বায়ুর গুণ রূপগুণবিশিষ্ট অগ্নিতে—সুতরাং অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি গুণ। অগ্নির গুণ রসগুণবিশিষ্ট জলে, সুতরাং জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটি গুণ। জলের গুণ, গন্ধগুণবিশিষ্ট পৃথিবীতে, সুতরাং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ। এইরূপ শান্তরসের কৃষ্ণনিষ্ঠতারূপ গুণ সেবনগুণবিশিষ্ট দাস্য-রসে বর্ত্তমান। সুতরাং দাস্যের কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণসেবা এই দুই গুণ, দাস্যের গুণ অসঙ্কোচগুণবিশিষ্ট সখ্যরসে, সুতরাং সখ্যরসে কৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণে অসঙ্কোচ এই তিনটি গুণ। মমতাধিক্য-গুণবিশিষ্ট বাৎসল্য-রসে সখ্যের গুণ। সুতরাং বাৎসল্যরসে কৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণে অসঙ্কোচ এবং কৃষ্ণে মমতাধিক্য এই চারিটি গুণ। নিজাঙ্গদ্বারা সেবনরূপ গুণবিশিষ্ট মধুররসে বাৎসল্যের গুণ। সুতরাং মধুররসে—কৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণে অসঙ্কোচ, কৃষ্ণে মমতাধিক্য এই কৃষ্ণে নিজাঙ্গদ্বারা সেবন এ পাঁচটি গুণ। একারণ গুণাধিক্যনিমিত্ত উত্তর উত্তর প্রতি রসে স্বাদাধিক্য হওয়ায় মধুররসে সমস্ত রসের গুণ থাকায় মধুররস সর্ব্বাপেক্ষা স্বাদু। এই মধুররসাত্মক গোপী-প্রেমদ্বারা পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় এবং এই প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত, তাহা এই কয় পয়ারের দ্বারা বলিলেন।

এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩২ অং ২২ শ্লোকে
গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ২২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৩০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য (১)।
ব্রজদেবী সঙ্গে তাঁর বাঢ়য়ে মাধুর্য্য॥

তথাহি—তত্রৈব রাসে ৩৩ অং ৬ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যম্

তত্রাতিশুশুভে তাভি-
র্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং
মহামারকতো যথা॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—তত্র (সেই রাসমণ্ডলে) হৈমানাং (স্বর্ণনির্ম্মিত) মণীনাং (মণিগণের মধ্যে) যথা (যেরূপ) মহামারকতঃ (মহামরকত মণি শোভা পায়) তাভিঃ (সেইরূপ স্বর্ণবর্ণা ব্রজ কিশোরীগণের দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া) ভগবান্ দেবকীসুতঃ অতি-শুশুভে (সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকর ভগবান্ দেবকীনন্দন অতিশয় শোভিত হইলেন)।

অনুবাদ।—যে মণিগুলির রং সোণার মত সে-গুলিতে মাঝে মাঝে নীলরংএর মরকতমণি বসালে যেমন শোভা হয়, তেমনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাদের (অর্থাৎ গোপীদের) সঙ্গে সেখানে অতিশয় শোভা পেতে লাগলেন॥ ২৩॥

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি (২) সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥

(১) 'ধুর্য্য'—চরম, পরাকাষ্ঠা।
(২) 'সাধ্যাবধি'—সাধ্যের সীমা।

রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে (১)রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে পদ্মপুরাণ-বচনম্ ৪৫

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো-
স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা
বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ ২৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৪১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩০।২৮ শ্লোকঃ

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ ২৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৫॥

প্রভু কহে আগে কহ শুনি পাইয়ে সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে॥
চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥
রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে নাহি রাধাপ্রেমের উপমা॥
গোপীগণের রাসনৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥

তথাহি—শ্রীগীতগোবিন্দে ৩।১।২
শ্রীজয়দেববাক্যম্

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥ ২৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৪৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

তত্রৈব—তৃতীয়সর্গে দ্বিতীয়শ্লোকে
শ্রীজয়দেববাক্যম্

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥ ২৭

অন্বয়।—অনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ (কন্দর্প শরাঘাতে বেদনাতুর) সঃ মাধবঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণ) ইতস্ততঃ (চতুর্দ্দিকে) তাং রাধিকাম্ (সেই রাধিকাকে) অনুসৃত্য (অন্বেষণ করিয়া) কৃতানুতাপঃ (অনুতপ্তচিত্তে) কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে (যমুনাতীরবর্ত্তী কুঞ্জমধ্যে) বিষসাদ (বিষাদিত হইলেন)।

অনুবাদ।—এদিকে ওদিকে শ্রীরাধাকে খুজে না পেয়ে, শ্রীকৃষ্ণের মনে বড় অনুতাপ হলো। তিনি মদনের শরে কাতর হয়ে যমুনাতীরের কুঞ্জে বসে দুঃখ করতে লাগলেন॥ ২৭॥

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি॥
শতকোটী গোপী সঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধাপাশ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্রে সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা (২)॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে ৪২

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ
স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ
যূনোর্মান উদঞ্চতি॥ ২৮

অন্বয়।—অহেরিব (সর্পের মত) প্রেম্নঃ গতিঃ (প্রেমের গতি) স্বভাবকুটিলা (স্বভাবতঃ বক্রা)

(১) 'ইহার মধ্যে'—শ্রীগোপীগণের মধ্যে।

(২) 'সাধারণ···বামতা'—শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীর স্কন্ধে যেরূপ বাহু সমর্পণ করিয়া রহিয়াছেন, সেইরূপ আমারও স্কন্ধে বাহু অর্পণ করিয়াছেন, কৃষ্ণপ্রেমের এইরূপ সর্ব্বত্র সমান ভাব দেখিয়া সকলের প্রতিই তাহার সমান প্রেম এই বিবেচনায় কুটিল প্রেমবশতঃ রাধার বাম্যভাব হইয়াছিল।

ভবেৎ (হয়)। অতঃ হেতোঃ (এই কারণে হেতু থাকিলে) অহেতোঃ (কারণাভাবে) চ যূনোঃ (যুবক যুবতীর) মানঃ উদঞ্চতি (মান উদিত হয়)।

অনুবাদ।—প্রেমের গতি সাপের মত স্বভাবতঃই আঁকা-বাঁকা, এই জন্যই মানের কোন কারণ থাক বা না থাক, যুবক-যুবতীর মনে মানের উদয় হয়॥ ২৮॥

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি॥
সম্যক্ সার বাসনা কৃষ্ণের রাসলীলা।
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা (১)॥
তাঁহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় (২) চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হৈয়া॥
শতকোটী গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥
প্রভু কহে যে লাগি আইলাঙ তোমা স্থানে।
সেই সব রসবস্তুতত্ত্ব হৈল জ্ঞানে॥
এবে সে জানিল সেব্য সাধ্যের নির্ণয়।
আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকা স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ॥
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে।
তোমা বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে॥
রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ (৩)।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট॥
হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি॥
প্রভু কহে মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হৈল।
কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব কথা তাহারে পুছিল॥
তেঁহো কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে তেহোঁ নাহি এথা॥
তোমার ঠাঁই আইলাঙ মহিমা শুনিঞা।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিঞা॥
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় (৪)॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥
যদ্যপি রায়-প্রেমী মহাভাগবতে।
তাঁর মন কৃষ্ণ-মায়া নারে আচ্ছাদিতে॥
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
জানি তেহো রায়ের মন হৈল টলমল॥
রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি॥
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্বকারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ॥

(১) 'শৃঙ্খলা'—নিগড়রূপা অর্থাৎ রাসলীলা-বাসনা শ্রীরাধিকারূপ নিগড়ে বাধা। সুতরাং শ্রীরাধিকা ব্যতীত রাসলীলাবাসনা সিদ্ধ হয় না।

(২) 'ভায়'—প্রকাশ পায়, ভাল লাগে।

(৩) 'শুকের পাঠ'—শুকপক্ষীর কথার ন্যায় শেখান কথা।

(৪) 'কিবা বিপ্র ইত্যাদি'—কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শূদ্রও গুরু হইতে পারেন; অর্থাৎ তাঁহাকে গুরু মানিয়া তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব শ্রবণ করিবে।

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ১ শ্লোকঃ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ২৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
'কামগায়ত্রী' 'কামবীজে' যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ (১) কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥

তত্রৈব—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩২।২ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবচনম্

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ৩০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদে ২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয়-আশ্রয় (২)॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্বভাগে
সামান্যভক্তিলহর্য্যাং ১ শ্লোকঃ

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ
প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামললিতো
রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ (সমস্ত রসের অর্থাৎ শান্তাদি মুখ্য পঞ্চ রস এবং হাস্যাদি গৌণ সপ্ত রসের আশ্রয়, অখিলরসঘনমূর্ত্তি) প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ (প্রসরণশীল কান্তির দ্বারা যিনি তারকা ও পালিকে বশীভূত করিয়াছেন (কলিতশ্যামললিতঃ (যিনি শ্যামা ও ললিতাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন) রাধাপ্রেয়ান্ বিধুঃ জয়তি (শ্রীরাধার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জয় হোক! তাঁকে চন্দ্র বলা হয়েছে এইজন্যে (১) চন্দ্র সুধার ভাণ্ডার আর শ্রীকৃষ্ণ হলেন অমৃতের মতই মধুর সকল রসের আধার। (২) চন্দ্র নিজের কিরণে তারকাপালির (অর্থাৎ তারাগুলির) আলোকে ম্লান করে দিয়ে তাদের নিজের বশে রাখে, শ্রীকৃষ্ণও নিজের উচ্ছলিত অঙ্গকান্তি দিয়ে বশ করেছেন তারকা ও পালী নামে দুই গোপীকে, (৩) চন্দ্র নিজের কালো রংএর কলঙ্ক চিহ্নটির ভিতর দিয়েই যেন নিজের শোভা প্রকাশ করেন কাজেই তাঁকে বলা যায় কলিতশ্যামললিত (কলিত=প্রকাশিত, শ্যাম=কালো, ললিত=সুন্দর), শ্রীকৃষ্ণকেও বলা যায় কলিতশ্যামললিত, কারণ তিনি শ্যামা ও ললিতা নামে দুই সখীকে কলিত অর্থাৎ নিজের বশ করে দিয়েছেন। (৪) চন্দ্রও রাধার (অনুরাধা নক্ষত্রের) প্রিয়, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি রাধার প্রিয়॥ ৩১॥

শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মা (৩) পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥

তথাহি—গীতগোবিন্দে ১ সর্গে ১১ শ্লোকে
শ্রীজয়দেববাক্যম্

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো
হরিঃ ক্রীড়তি॥ ৩২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৪৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮৯।৫৮ শ্লোকে

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—ধর্ম্মগুপ্তয়ে (ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত)

---

(১) 'যোষিৎ'—স্ত্রী।

(২) 'আশ্রয়'—অবলম্বন, অর্থাৎ সমস্ত রসামৃত তাহাতে বিদ্যমান আছে।

(৩) 'আত্মা'—শ্রীকৃষ্ণ।

কলাবতীর্ণৌ (সর্ব্বশক্তি সমন্বিত হইয়া অবতীর্ণ হে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন) যুবয়োঃ দিদৃক্ষুণা (তোমাদের উভয়ের দর্শনাভিলাষে) ময়া মে (আমার দ্বারা আমার) ভুবি (পুরে) দ্বিজাত্মজাঃ (দ্বিজপুত্রগণ) উপনীতাঃ (আনীত হইয়াছে) ভূয়ঃ (পুনরপি) অবনেঃ (পৃথিবীর) ভরাসুরান্ (ভারস্বরূপ অসুরগণকে) হত্বা মে (নিহত করিয়া আমার) অন্তি (নিকটে) ত্বরয়েতং (শীঘ্র প্রেরণ কর)।

অনুবাদ।—তোমাদের দেখার জন্য ব্রাহ্মণবালকদের আমার (পুরীতে) এনেছি। তোমরা ধর্ম্মরক্ষা করার জন্য সর্ব্বশক্তিমান্ হ'য়ে কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছ। পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরদের বধ করে অবিলম্বে তাদের আমার কাছে পাঠাও (বা আমার কাছে ফিরে এস)॥ ৩৩

তত্রৈব—দশমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে ষট্ত্রিংশশ্লোকে

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব ! বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—হে দেব (হে শ্রীকৃষ্ণ)! ললনা শ্রীঃ (তোমার পত্নী লক্ষ্মী) যদ্বাঞ্ছয়া (যে বাসনায়) কামান্ (সর্ব্বকামনা) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) ধৃতব্রতা (নিয়মবদ্ধ হইয়া) সুচিরং (বহুকাল ব্যাপিয়া) তপঃ আচরৎ (তপস্যা করিয়াছিলেন) অস্য (এই কালিয়নাগের) তব (তোমার) অঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ (শ্রীচরণরেণুর স্পর্শাধিকার) কস্য (কিসের) অনুভাবঃ (ফল) ন বিদ্মহে (জানি না)।

অনুবাদ।—তোমার পত্নী লক্ষ্মী সকল ভোগসুখ ছেড়ে দিয়ে বহুদিন ব্রত পালন করে তপস্যা করেছিলেন যে বাসনায়—তোমার সেই চরণধূলিকে স্পর্শ করার অধিকার এর (এই কালিয়নাগের) কোন্ পুণ্যের ফলে সম্ভব হোলো—হে দেব, তা জানি না॥ ৩৪॥

আপন মাধুর্য্য হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

তথাহি—ললিতমাধবে ৮।৩২

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥ ৩৫

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্বরূপ॥
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে (১)॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে ৬।৭।৬১

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা
ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা
তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ৩৬

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সচ্চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে ১।১২।৬৯

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ
ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা
ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ ৩৭

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥

---

(১) চিচ্ছক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গাশক্তি। মায়াশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গাশক্তি। জীবশক্তির অপর নাম তটস্থাশক্তি। অন্তরঙ্গার অপর একটি নাম স্বরূপশক্তি।

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ ২ শ্লোকঃ

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে
রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং
গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ৩৮

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৯১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াম্ ৫ অং ৩৭ শ্লোকঃ

আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৯

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৯২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার (১) ॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন (২)।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ ॥
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম ॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান (৩)।
নিজলজ্জা-শ্যাম-পট্টশাটী পরিধান (৪) ॥
কৃষ্ণ-অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন (৫)।
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষঃ আচ্ছাদন (৬) ॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী-প্রণয়-চন্দন।
স্মিতকান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গ-বিলেপন (৭) ॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর (৮) ॥
প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য ধম্মিল্ল-বিন্যাস (৯)।
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পটবাস (১০) ॥

---

(১) 'চিন্তামণি' যাহার বস্তু, তাহার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে, সেইরূপ মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের বস্তু, সুতরাং তিনি কৃষ্ণের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন।

(২) 'সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন'—অঙ্গের মালিন্য দূরীকরণের দ্রব্যবিশেষ।

(৩) সুকুমারীদিগের ত্রিকাল স্নান করা রীতি, তাহা দেখাইতেছেন। "কারুণ্যামৃত···তদুপরি স্নান"। বয়ঃসন্ধি অবস্থায় চাপল্য বিনাশ হওয়ায়—প্রথমতঃ কারুণ্যামৃতে অর্থাৎ করুণা বিশিষ্ট নবযৌবনে স্নান, 'তারুণ্যামৃত'—যৌবনরূপ অমৃতে মধ্যম মাধ্যাহ্নিক স্নান। 'লাবণ্যরূপ অমৃতে তদুপরি'—সায়াহ্নের স্নান।

(৪) স্নানের পর বসন পরিধান বলিতেছেন —"নিজলজ্জা" ইত্যাদি, নিজের লজ্জাই শ্যামবর্ণ পট্টশাটী, তাহাই পরিধান।

(৫) কৃষ্ণের অনুরাগ যাহার দ্বিতীয় অরুণবর্ণ বসন অর্থাৎ উত্তরীয় (ওড়না)।

(৬) 'প্রণয় মান'—প্রণয় ও মান কঞ্চুলিকা (কাঁচুলী), তাহা দ্বারা বক্ষঃ আচ্ছাদন।

(৭) অঙ্গানুলেপন বলিতেছেন ;—'সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম······অঙ্গ-বিলেপন।' নিজ সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুম, সখী-প্রণয়-রূপ চন্দন, এবং নিজ মৃদুহাস্যের কান্তিরূপ কর্পূর, এই তিন অঙ্গ-বিলেপন অর্থাৎ অনুলেপন।

(৮) 'উজ্জ্বলরস'—শৃঙ্গাররস, মধুররস। 'মৃগমদ' —মৃগনাভি।

(৯) 'প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য'—কেহ না জানিতে পারে এতাদৃশ অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন মানে যে বক্রতা সেইটি। 'ধম্মিল্ল'—মনোহররূপে বদ্ধ পুষ্পমুক্তা প্রভৃতিতে অলঙ্কৃত কেশপাশ (কেশের মতই কুটিল মান)।

(১০) 'ধীরাধীরাত্মক'—যে খণ্ডিতা নায়িকা অশ্রুমোচনপূর্ব্বক বক্রোক্তিতে প্রিয়তমের সঙ্গে কথা বলে, তাহাকে ধীরাধীরা বলে। 'পটবাস'—সুগন্ধি চূর্ণবিশেষ।

রাগ-তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল (১)।
প্রেম-কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল (২)॥
সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক-ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী (৩)।
এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি (৪)॥
কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব-বিংশতিভূষিত।
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত (৫)॥

---

(১) 'রাগ-তাম্বূলরাগে' — প্রেমপরিণামবিশেষ অর্থাৎ যাহা দ্বারা অধিক দুঃখ সুখরূপে প্রতীত হয়, সেই রাগরূপ-তাম্বূলের রক্তবর্ণ।

(২) 'প্রেম-কৌটিল্য'—প্রেমের স্বভাবকুটিল গতি (অবস্থা), যাহার নেত্রযুগলে কজ্জল।

(৩) 'সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক'—পাচটি কি ছয়টি কিংবা সকলগুলি সাত্ত্বিক ভাব এক কালে ব্যক্ত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব বলে। উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকই একসঙ্গে মহাভাবে উৎকর্ষের চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক নাম ধারণ করে। 'হর্ষাদি সঞ্চারী'—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি, বোধ এই তেত্রিশ সঞ্চারী ভাবরূপ ভূষণ যাহার সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ।

(৪) 'ভরি'—ধারণ করিয়াছেন।

(৫) 'কিলকিঞ্চিতাদি'—যথা—ভাব, হাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্ভতা, ঔদার্য্য, ধৈর্য্য, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত, বিকৃত—যৌবনকালে রমণীদিগের কান্তে সর্ব্বথা অভিনিবেশবশতঃ তদ্ভাবাক্রান্ত চিত্ত হইতে এই অলঙ্কারগুলির উদয় হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে প্রথম তিনটী অঙ্গজ এবং তাহার পরের সাতটী অযত্নসিদ্ধ এবং তাহার পরের দশটী স্বভাবজাত।

১। শৃঙ্গাররস সাধন নিমিত্ত রতি নামক ভাব হইলেও গাম্ভীর্য্য ও লজ্জাদি দ্বারা নির্ব্বিকার চিত্তে যে প্রথম বিকার আবির্ভাব হয়, তাহাকে ভাব বলে।

২। যাহা গ্রীবাভঙ্গি ও ভ্রূ-নেত্রাদির বিকাশ-কারী তাহাকে হাব বলে।

৩। হাব যদি স্পষ্টরূপে শৃঙ্গারসূচক হয়, তবে তাহার নাম হেলা।

৪। রূপ ও ভোগাদি দ্বারা অঙ্গের যে সৌন্দর্য্য, তাহাকে শোভা কহে।

৫। যদি শোভাই মন্মথের বৃদ্ধিবশতঃ উজ্জ্বলা হয়, তবে তাহাকে কান্তি বলে।

৬। বয়স, ভোগ, কাল ও গুণাদি দ্বারা যে কান্তি অতিশয়রূপে বিস্তৃত হয়, তাহাকে দীপ্তি বলে।

৭। সর্ব্বাবস্থায় চেষ্টাসকলের চারুতার নাম মাধুর্য্য।

৮। প্রয়োগবিষয়ে যে নিঃশঙ্কত্ব, পণ্ডিতগণ তাহাকেই প্রগল্ভতা কহিয়াছেন।

৯। সর্ব্বাবস্থাগত বিনয়ের নাম ঔদার্য্য।

১০। স্থিরা যে চিত্তোন্নতি, তাহাকে ধৈর্য্য বলে।

১১। রমণীয় বেশ ও ক্রিয়া দ্বারা প্রিয়ের অনুকরণের নাম লীলা।

১২। গতি, স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদির প্রিয়সঙ্গজন্য যে তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য, তাহাকে বিলাস বলে।

১৩। যে বেশরচনা অল্প হয় ও দেহকান্তির পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে, তাহাকে বিচ্ছিত্তি বলে।

১৪। বল্লভ-সঙ্গ সময়ে প্রবল মদনাবেশবশতঃ মাল্যাদির যে অযথাস্থানে ধৃতি, তাহার নাম বিভ্রম।

১৫। হর্ষহেতুক গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ এই সাতটীর এককালীন [illegible]টোর নাম কিলকিঞ্চিত।

১৬। কান্তের স্মরণ ও তদীয় বার্ত্তাদি শ্রবণে কান্তবিষয়ক স্থায়িভাবের ভাবনা হেতুক হৃদয়মধ্যে অভিলাষ জন্মিলে বাহিরে তাহার যে প্রকাশ হয়, তাহাকে মোট্টায়িত বলে।

১৭। স্তন ও অধরাদি গ্রহণ সময়ে হৃদয়ের প্রীতি হইলেও সম্ভ্রমবশতঃ ব্যথিতের মত যে বাহ্যিক ক্রোধ, তাহাকে কুট্টমিত বলে।

১৮। গর্ব্ব ও মান নিমিত্ত ইষ্ট অর্থাৎ কান্তদত্ত বস্তুর প্রতি যে অনাদর তাহার নাম বিব্বোক।

১৯। যাহাতে অঙ্গসকলের বিন্যাসভঙ্গী সুকুমার ও ভ্রূবিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায়, তাহাকে ললিত বলে।

২০। লজ্জা, মান, ঈর্ষাদির দ্বারা যে স্থানে বিবক্ষিত বিষয় বলা হয় না, কিন্তু চেষ্টা দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকে বিকৃত বলে।

সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল (১)।
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল (২)॥
মধ্য-বয়স্থিতি সখী স্কন্ধে কর ন্যাস (৩)।
কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ (৪)॥
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক (৫)।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংস (৬) কাণে।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে (৭)॥

গুণশ্রেণী ইত্যাদি—মাধুর্য্য, নবরস, চঞ্চলাপাঙ্গত্ব, উজ্জ্বলস্মিতত্ব, মনোহর-সৌভাগ্যরেখাযুক্তত্ব, গন্ধোন্মাদিতমাধবত্ব, সঙ্গীত-প্রবরাভিজ্ঞত্ব, রম্যবচন, নর্ম্ম-পাণ্ডিত্য, বিনীতত্ব, করুণাপূর্ণত্ব, বিদগ্ধতা, পটুতা, লজ্জাশীলতা, সুমর্য্যাদা, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সুবিলাসতা, মহাভাবপরমোৎকর্ষতৃষ্ণাশালিত্ব, গোকুলপ্রেমবসতিত্ব, জগৎশ্রেষ্ঠকীর্ত্তিতা, গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহত্ব, সখীপ্রণয়বশত্ব, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যত্ব, সন্ততাশ্রবকেশবত্ব—শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর এই গুণগুণের মধ্যে প্রথম ছয়টী গুণ কায়িক, তাহার পরের তিনটী গুণ বাচিক, তাহার পরের দশটী গুণ মানসিক, তাহার পরের ছয়টী গুণ পরসম্বন্ধগামী। উপর্য্যুক্ত গুণশ্রেণীরূপ পুষ্পমালায় শ্রীরাধিকার সর্বাঙ্গ পুরিত।

(১) 'সৌভাগ্যতিলক'—শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রেয়সী হইতে শ্রীরাধা পরম প্রেমপাত্র; এই খ্যাতিরূপ তিলক শ্রীরাধাললাটে উজ্জ্বলভাবে রহিয়াছে।

(২) 'প্রেমবৈচিত্ত্য'—প্রিয়জনের নিকটে থাকিয়াও প্রেমোৎকর্ষ স্বভাববশতঃ বিচ্ছেদবুদ্ধিতে যে পীড়া তাহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য, সেই প্রেমবৈচিত্ত্যরূপ রত্ন হৃদয়ে তরল অর্থাৎ হার মধ্যে মণি (ধুক্ধুকি) চল চল করিতেছে।

(৩) 'মধ্য বয়স'—মধ্যকৈশোররূপা (দ্বাদশ বর্ষ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত) সখীর স্কন্ধে যাঁহার করন্যাস।

(৪) 'কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি'—কৃষ্ণের সহিত স্বকর্ত্তৃক লীলাবিষয়ে মনোবৃত্তিরূপা সখী। 'আশ-পাশ'—চারিদিকে, ইতস্ততঃ।

(৫) 'নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে ইত্যাদি'—নিজ অঙ্গ সৌরভরূপ আলয়ে (অন্তঃপুরে, গৃহে)। 'পর্য্যঙ্ক'—খট্টা, খাট।

(৬) 'অবতংস'—কর্ণভূষণ। 'কাণে'—কর্ণে।

(৭) 'প্রবাহ'—স্রোত অর্থাৎ স্রোতের ন্যায় যাহার বচনে কৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশঃ কীর্ত্তনের বিরতি নাই।

কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু-পান (৮)।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম-গুণগণ পূর্ণ-কলেবর॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে একাদশসর্গে দ্বাবিংশাধিকশততমঃ শ্লোকঃ

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ
শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা
রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা
নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যাঃ
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরেঃ
রাধিকৈকা ন চান্যা॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) প্রণয়জনিভূঃ (প্রণয়ের উদ্ভবভূমি) কা (কে) একা (একমাত্র) শ্রীমতী রাধিকা (শ্রীমতী রাধিকা)। অস্য (ইঁহার—শ্রীকৃষ্ণের) প্রেয়সী (প্রিয়তমা) কা (কে) অনুপমগুণা (অতুলনীয়গুণা) একা রাধিকা (একমাত্র শ্রীমতী শ্রীরাধিকা) ন চ অন্যা (অন্য কেহ নহেন)। অস্যাঃ (এই শ্রীরাধার) কেশে (কেশরাশিতে) জৈহ্ম্যং (কুটিলতা) দৃশি (দৃষ্টিতে) তরলতা (চঞ্চলতা) কুচে (স্তনে) নিষ্ঠুরত্বং (কঠিনতা) একা (একমাত্র) রাধিকা (শ্রীরাধাই) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ (সকল বাসনা পূর্ণ করিতে) প্রভবতি (সমর্থা হন) ন চ অন্যা (অন্য কেহ নহেন)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের খনি কে।
—একা শ্রীমতী রাধিকা।
—কে এঁর প্রেয়সী?
—যাঁর গুণের তুলনা নেই সেই রাধিকাই—আর কেউ নয়। তাঁর কেশে কুটিলতা, দৃষ্টিতে তরলতা ও

(৮) 'করায় শ্যামরস মধুপান'—শৃঙ্গার-রসের অনুভব করান।

গুনে কঠিনতা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মনের বাসনা পূর্ণ করতে পারেন একা রাধিকাই, অন্যে নয়॥ ৪০॥

যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঁঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মীপার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥
প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণ-রাধা-প্রেমতত্ত্ব।
রায় কহে কৃষ্ণ হয়েন ধীর-ললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া তাঁহার চরিত॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে, বিভাবলহর্য্যাং ১২৩ শ্লোকঃ

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ
পরিহাস-বিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ
স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—বিদগ্ধঃ (রসিক) নবতারুণ্যঃ (নবযৌবনশালী) পরিহাসবিশারদঃ (রহস্যনিপুণ) নিশ্চিন্তঃ (নিরুদ্বেগচিত্ত) প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ (প্রায়শঃ প্রেয়সীর বশীভূত) ধীরললিতঃ স্যাৎ (তিনিই ধীর ললিত)।

অনুবাদ।—ধীরললিত নায়ক যিনি তিনি বচনে চতুর, নতুন যৌবন তাঁর, রসালাপে নিপুণ ও চিন্তাহীন তিনি প্রায়শঃই প্রেয়সীর বশে থাকেন॥ ৪১॥

রাত্রি-দিন কুঞ্জ-ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে, ১ম বিভাবলহর্য্যাং ১২৪ শ্লোকঃ

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলা-
প্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়-
ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলি-মকরী
পাণ্ডিত্যপারংগতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্
কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥ ৪২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

প্রভু কহে 'এহ হয় আগে কহ আর'।
রায় কহে 'ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর'॥
যেবা প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত (১) এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥
এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥

তথাহি—গীতম।

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখি! সো সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুঁহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমকি ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধনরুদ্র নরাধিপমান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥

শব্দার্থ।—'পহিলহি'—প্রথমে। 'রাগ'—পূর্ব্বরাগ। 'নয়নভঙ্গ'—বঙ্কিম-নয়ন, কটাক্ষ (পাঠান্তর—নয়নভঙ্গ্যা—কটাক্ষদ্বারা)। 'ভেল' হইল। 'অনুদিন'—প্রতিদিন, দিনে দিনে। 'বাঢ়ল'—বৃদ্ধি পাইল। 'অবধি'—সীমা। 'না গেল'—পাইল না। 'সো'—শ্রীকৃষ্ণ। 'রমণ'—পতি। 'হাম'—আমি

(১) 'প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত'। 'প্রেমবিলাস'—প্রেমক্রীড়া। 'বিবর্ত্ত'—পরিণাম, চরমাবস্থা। প্রেমক্রীড়ায় রমণ ও রমণী এই উভয়ের পরস্পর ভেদজ্ঞানশূন্যতা অর্থাৎ উভয়ের অভেদভাবে কেবল যে বিলাসমাত্রৈকতন্ময়তা সেইটি প্রেমক্রীড়ার চরমাবস্থা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগাত্মক প্রেমময় বিলাসে নানা ভেদ প্রতীতি হইলেও তাহা স্বরূপতঃ হ্লাদিনীসার প্রেম, ইহাই ইহার ভাবার্থ।

(রাধা)। 'রমণী'—পত্নী। 'ডহুঁ'—দুই জনার। 'মনোভব'—কাম, অনুরাগ। 'পেষল'—পিষিয়া একত্র করিল। 'প্রেমকাহিনী'—প্রেমের কথা। 'কানুঠামে'—শ্রীকৃষ্ণ স্থানে। 'কহবি'—বলিবি। 'বিছুরহ জানি'—বিস্মৃত হইও না। 'ডহুঁকেরি'—দুইজনার (রাধা-কৃষ্ণের)। 'মধ্যত'—পাঠান্তর মধত —মধ্যস্থ। 'পাঁচবাণ'—কাম, অনুরাগ। 'বিরাগ'—অনুরাগের অভাব। 'তুহুঁ'—তুমি। 'সুপুরুখ'—সুপুরুষ। 'ঐছন'—ঐরূপ।

অনুবাদ।—(কলহান্তরিতা শ্রীরাধিকা দূতীকে কহিলেন, হে দূতি)! শ্রীকৃষ্ণকে কহিও যে প্রথমেই, দর্শনের পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণে আমার প্রীতির উদয় হইয়াছিল, পরে পরস্পরের দৃষ্টিবিনিময় হয়, এইরূপে অঙ্কুরিত পূর্ব্বরাগ দিন দিন বাড়িয়াছিল, সীমা প্রাপ্ত হয় নাই। আমি তাঁহার পত্নী নহি, তিনিও আমার পতি নহেন (অন্যরূপ ব্যাখ্যা—রমণ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বা রমণী-স্বরূপা আমিই যে তাহার কারণ তাহা নহে)। তথাপি কন্দর্প তাঁহার এবং আমার মনকে পেষণ করিয়া অভিন্ন করিয়াছে! হে সখি! কৃষ্ণ নিকটে তুমি এই সকল প্রেমের কাহিনী বলিও, বিস্মৃত হইও না। যখন আমাদের দুইজনের মিলন হয়, তখন দূতীর কিংবা অন্য কাহারও অন্বেষণ করিতে হয় নাই। পঞ্চ বাণ কন্দর্প মধ্যস্থ হইয়া আমাদের দু-জনকে মিলাইয়া দিয়াছিল। এখন সেই কৃষ্ণ আমাতে বিরাগ অর্থাৎ বীতরাগ, সুতরাং তুমি দূতী হইলে। সুপুরুষ প্রেমের কি এরূপ রীতি? (অন্যরূপ ব্যাখ্যা—মিলনের সময়ে যে রাগ দৌত্য কার্য্য করিয়াছিল, বিরহের সময় তাহাই বিরাগ বা বিচ্ছেদগত রাগ অর্থাৎ অধিরূঢ় মহাভাবরূপে দৌত্য কার্য্যে প্রেরিত হইতেছে। সুপুরুষের সহিত প্রেম হইলে এইরূপই হয়)। পরের দুই পঙ্ক্তি কবির ভণিতা]।

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবপ্রকরণে ১১০ শ্লোকঃ

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী-
স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্-
যুঞ্জন্নদ্রি-নিকুঞ্জকুঞ্জরপতে
নির্ধূতভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ
ব্রহ্মাণ্ড-হর্ম্মোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ
শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—অদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে (গোবর্দ্ধনকুঞ্জে স্বচ্ছন্দ-বিহারী) কৃতী শৃঙ্গারকারুঃ (কামশিল্পী সুনিপুণ) স্বেদৈঃ (স্বেদদ্বারা) রাধায়াঃ ভবতশ্চ চিত্তজতুনী (রাধার এবং তোমার চিত্তরূপ লাক্ষাকে) ক্রমাৎ বিলাপ্য (ক্রমে ক্রমে গলাইয়া) নির্ধূতভেদভ্রমং (নিঃশেষিত-ভেদরূপ-মিথ্যাজ্ঞান) যুঞ্জন্ (মিশাইয়া) ইহ ব্রহ্মাণ্ড-হর্ম্মোদরে (এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ-প্রাসাদ মধ্যে) চিত্রায় (চিত্রকরণার্থ), ভূয়োভিঃ (বহুল পরিমাণে) নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ (নবরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা) স্বয়ম্ অন্বরঞ্জয়ৎ (স্বয়ং অনুরঞ্জিত করিয়াছেন)।

অনুবাদ।—(বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন) হে গিরিকুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, শৃঙ্গার বা কাম একজন অতি সুনিপুণ শিল্পী। সে এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ কোঠাবাড়ীটিকে বেশ চমৎকারভাবে রং লাগিয়ে চিত্রিত করেছে। কি ভাবে তা করেছে? প্রথম তোমার আর রাধার মন রূপ লাক্ষাকে স্বেদ অর্থাৎ প্রেমের তাপে গলিয়ে একসঙ্গে মিলিয়েছে এমনি করে যে দুটিকে আলাদা বলে আর বোঝা যায় না (অবশ্য আলাদাও নয়ই)। তারপর তাতে প্রচুর মিশিয়েছে নব অনুরাগ রূপ হিঙ্গুল (একরকম হলদে বস্তু)। তাই দিয়ে শৃঙ্গার শিল্পী ব্রহ্মাণ্ডরূপ কোঠাবাড়ীটিকে চিত্রিত করেছে॥৪৩॥

প্রভু কহে সাধ্যবস্তু-অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥
সাধ্যবস্তু সাধন-বিনু কেহো নাহি পায়।
কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়॥
রায় কহে 'যে কহাও সেই কহি বাণী'।
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ কিছুই না জানি॥
ত্রিভুবনমধ্যে ঐছে আছে কোন্ ধীর।
যে তোমার মায়া-নাটে হইবেক স্থির॥
মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥

সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী-বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী-লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখীবিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য (১) সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১০ সর্গে ১৭ শ্লোকঃ

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—ঈশঃ (ঈশ্বর) চিদ্বিভূতীঃ ইব (চিচ্ছক্তি ব্যতীত যেমন পুষ্টিলাভ করে না) রাধাকৃষ্ণয়োঃ ভাবঃ (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাব) বিভুঃ (পরমমহান্) সুখরূপঃ (অতিশয় সুখরূপ) স্বপ্রকাশঃ (স্বয়ং প্রকাশরূপ) অপি স্বাঃ (নিজের) যাঃ (যে সখীগণ) ঋতে (বিনা) ক্ষণম অপি রসপুষ্টিং (ক্ষণকালের জন্যও রসপুষ্টি) হি ন প্রবহতি (ধারণ করে না) আসাং সখীনাং (এই সখীগণের) পদং কঃ রসজ্ঞঃ ন শ্রয়তি (চরণ কোন্ রসিক ব্যক্তি আশ্রয় করে না)।

অনুবাদ।—ঈশ্বর পরম মহান্ সর্ব্বব্যাপী, সুখময়, নিজের মহিমায় নিজেই স্পষ্ট, অথচ তিনি তার চিৎ শক্তিকে ছেড়ে যেন মানুষের মনে পুষ্টি লাভ করেন না। তেমনি রাধাকৃষ্ণের প্রেম-ভাব সর্ব্বব্যাপী, সুখময় ও স্বপ্রকাশ (আপনা থেকেই স্পষ্ট), তবু নিজ সখী বিনা সে প্রেম ক্ষণকালের জন্যও রসপুষ্টি লাভ করে না?

কে এমন রসজ্ঞ আছেন যিনি সখীদের পদাশ্রয় করেন না॥ ৪৪॥

সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তাঁর পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয় (২)।
নিজ-সেবা হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ১০ সর্গে ১৬ শ্লোকঃ

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়াঃ ব্রজকুমুদ-
বিধোর্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়-
দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরস-
নিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণ-
মধিকঃ সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—ব্রজকুমুদবিধোঃ (ব্রজকুমুদচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের) হ্লাদিনীনামশক্তেঃ (হ্লাদিনী নামা শক্তির) সারাংশ-প্রেমবল্ল্যাঃ (সারাংশভূতা প্রেমলতা সদৃশী) শ্রীরাধিকায়াঃ (শ্রীরাধিকার) সখ্যঃ (সখীগণ) কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ (নব পল্লব পত্র পুষ্পাদির তুল্যা) স্বতুল্যাঃ (এবং শ্রীরাধিকার নিজের তুল্যা) অতঃ (অতএব) কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈঃ (শ্রীকৃষ্ণ লীলারূপ অমৃতরাশির দ্বারা) অমুষ্যাং (ঐ শ্রীরাধা) সিক্তায়াং (সিক্তা) উল্লসন্ত্যাং (এবং উল্লাসযুক্তা হইলে) স্বসেকাৎ (নিজ সেচনাপেক্ষা) শতগুণম্ অধিকং (শতগুণেরও অধিক) জাতোল্লাসাঃ সন্তি (হর্ষযুক্তা হন) যৎ তৎ ন চিত্রং (তাহা বিস্ময়জনক নহে)।

অনুবাদ।—ব্রজলোক—কুমুদের তুলনা, চন্দ্রের তুলনা কৃষ্ণ। কৃষ্ণের এক পরমাশক্তি হ্লাদিনী। হ্লাদিনীর সারাংশ রাধিকা। রাধিকা প্রেমের লতা। রাধিকার সখীরা রাধিকারই তুল্যা। তারা রাধা-

---

(১) 'রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য'—কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা করা রূপ অভিলষিত বস্তু।

(২) যেমন লতা ও পল্লবের অভিন্নতাপ্রযুক্ত লতার সেচনে তৎপল্লবাদি প্রফুল্লিত হয়, তদ্রূপ রাধাসহ সখীগণের অভিন্নতাপ্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণসহ শ্রীরাধার ক্রীড়ায় সখীগণের অধিক সুখ হয়।

প্রেমলতার যেন ফুল ও পল্লব। চাঁদের অমৃতরসে সিক্ত হ'লে লতা যেমন উল্লসিত হয়ে ওঠে, কৃষ্ণ-লীলার অমৃতরসে রাধাও তেমনি উল্লসিত হয়ে ওঠেন। তাঁর সেই উল্লাস দেখে সখীরা আরো উল্লসিত হন। এ আর আশ্চর্য্য কি যে—জল সেচন পাতায় না করে মূলকাণ্ডে করলে পাতাগুলি শতগুণে অধিক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ॥ ৪৫ ॥

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম ॥
নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্ম-কৃষ্ণ-সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায় ॥
অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট।
তাঁ-সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম (১)॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১১৪৩ শ্লোকঃ

প্রেমৈব গোপরামাণাং
কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং
বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ৪৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ২৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপীভাব বর্য্য (২) ॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে
উনবিংশঃ শ্লোকঃ

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ৪৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম লোক ত্যজি সেই কৃষ্ণ ভজয় ॥
রাগানুগা মার্গে (৩) তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে
২৩ শ্লোকে ভগবন্তং প্রতি শ্রুতিবাক্যম্

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষ-
দৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়ো-
ঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগ-
ভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশো-
ঽঙ্ঘ্রি-সরোজসুধাঃ ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজোঃ (প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া, দৃঢ় যোগ যুক্ত) মুনয়ঃ (মুনিগণ) হৃদি (হৃদয়ে) যৎ (যাহা অর্থাৎ যে নির্ব্বিশেষে ব্রহ্ম তত্ত্বের) উপাসতে (উপাসনা করে) অরয়ঃ (শত্রুগণ) অপি (ও) তে (তোমার, ভগবদ্ বিগ্রহের) স্মরণাৎ (স্মরণ প্রভাবে) তৎ (তাহা) যযুঃ (প্রাপ্ত হইয়াছে) উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ঃ

(১) 'সহজে···নাম'—গোপীপ্রেম পার্থিব কাম হইতে ভিন্ন; ইহা অলৌকিক, অপ্রাকৃত, তবে জাগতিক কামক্রীড়ার সঙ্গে তাঁহাদের বিলাস একই রূপ বলিয়া প্রতিভাত হওয়ায় গোপীপ্রেমকে কাম বলিয়া অভিহিত করা হয়।

(২) 'বর্য্য'—শ্রেষ্ঠ।

(৩) 'রাগানুগা মার্গ'—মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে বিরাজন্তীমিত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(নাগরাজের দেহতুল্য বাহুদণ্ডে অনুবক্ত-বুদ্ধি) স্ত্রিয়ঃ (রমণীগণ—তোমার নিত্যকান্তাগণ) যৎ (যে) অঙ্ঘ্রি-সরোজসুধাঃ (চরণকমলের অমৃত) হৃদি উপাসতে (বক্ষঃস্থলে ধারণ করে) সমদৃশঃ (তুল্যদৃষ্টি) বয়ম্ (আমরা) অপি (ও) সমাঃ (তুল্যা)।

অনুবাদ।—(শ্রুতিরা বলেছেন) প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযম করে কঠোর যোগসাধনা করে মুনিরা যে তত্ত্ব লাভ করেন, শুধু শত্রুভাবে চিন্তা করেই তোমার শত্রুরা সেই তত্ত্ব লাভ করেছে। সাপের মত সুগঠিত তোমার প্রকাণ্ড বাহুদুটির আলিঙ্গন পাবার জন্য আকুল গোপীরা তোমার যে অনুগ্রহ বা সঙ্গসুখ পেয়েছে আমরা তাদের অনুগত হয়েই তা লাভ করেছি ॥ ৪৮ ॥

সমদৃশ-শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি।
সমা-শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহ প্রাপ্তি ॥
অঙ্ঘ্রি-পদ্মসুধা কহে কৃষ্ণ সঙ্গানন্দ।
বিধিমার্গে (১) না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৯ অং ২১ শ্লোকঃ

নায়ং সুখাপো ভগবান্
দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং
যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—অয়ং ভগবান্ গোপিকাসুতঃ (এই ভগবান্ যশোদানন্দন) ভক্তিমতাং (ভক্তিমানগণের পক্ষে) যথা (যেমন) সুখাপঃ (সুলভ্য) দেহিনাং (দেহাভিমানীদের) জ্ঞানিনাং (দেহাভিমান শূন্য জ্ঞানীদের) আত্মভূতানাং চ (এবং শিব বিরিঞ্চি কমলা আদি শ্রীভগবানের আত্মভূত স্বরূপগণের পক্ষেও) ন তথা সুখাপঃ (তেমন সুখলভ্য নহেন)।

অনুবাদ।—যশোদানন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তেরা যত সহজে পেয়ে থাকেন, দেহধারী জ্ঞানীরা এবং এমন কি ব্রহ্মা শিব প্রভৃতিও এত সহজে পান না ॥ ৪৯ ॥

(১) মনে ভজন করিবার জন্য অনুরাগ না থাকিলেও শাস্ত্রের শাসনে ও নরকভয়ে শাস্ত্রবর্ত্মে যে ভজন তাহার নাম বিধিমার্গ।

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি-দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিলা ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪৭ অং ৬০ শ্লোকঃ

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৫০

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদের সপ্তদশ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এত শুনি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে গলাগলি করেন ক্রন্দন ॥
এই মত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্য্যে দোঁহে গেলা ॥
বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিঞা।
রামানন্দ রায় কহে মিনতি করিঞা ॥
মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইহাঁ আগমন।
দিন দশ রহি শোধ (২) মোর দুষ্ট মন ॥
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥
প্রভু কহে আইলাঙ শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন ॥
যৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস জ্ঞানের তুমি সীমা ॥
দশ দিনের কা কথা যাবৎ আমি জীব।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥

(২) 'শোধ'—সংশোধন কর।

নীলাচলে তুমি-আমি রহিব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
এত বলি দোঁহে নিজ নিজ কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিঞা মিলিলা॥
অন্যোন্যে মিলিয়া দোঁহে নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী করে আনন্দিত হঞা॥
প্রভু পুছে রামানন্দ করেন উত্তর।
এত মত সেই রাত্রি কথা পরস্পর॥
প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা, বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥
কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি।
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি॥
সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি।
রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম যার সেই বড় ধনী॥
দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ (১) বিনু দুঃখ নাহি আর॥
মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি।
কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্ত-শিরোমণি॥
গানমধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম্ম।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে-গীতের মর্ম্ম॥
শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ-বিনা শ্রেয় নাহি আর॥
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ॥
ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান॥
সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাঁহা লীলা রাস॥
শ্রবণ-মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকেলি কর্ণরসায়ন॥

উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠ-উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ-নাম॥
মুক্তি-ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোঁহার গতি।
স্থাবরদেহে দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি (২)
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥
এই মত দুই জনের কৃষ্ণকথা-রসে।
নৃত্য গীত রোদনে হইল রাত্রিশেষে॥
দোঁহে নিজ নিজ কার্য্যে চলিলা বিহানে।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আপনে॥
ইষ্ট-গোষ্ঠী (৩) কৃষ্ণ কথা কহি কথোক্ষণ।
প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন॥
কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদ যেন পঢ়াইল নারায়ণ॥
অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে (৪)॥

(১) 'কৃষ্ণভক্ত-বিরহ' ইত্যাদি—সংসারের মধ্যে যাহারা কৃষ্ণভক্তের সঙ্গসুখ আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের সে সঙ্গবিরহে যে দুঃখ হয়, তাহার সহিত সাংসারিক কোন দুঃখের তুলনা হয় না।

(২) যাহারা মুক্তি অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তি বাঞ্ছা করেন, তাহাদের ও যাহারা ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি বাঞ্ছা করেন, তাহাদের গতি কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর "মুক্তি ভক্তি · প্রেমাম্রমুকুলে।" মুক্তি যেমন স্থাবর দেহে অবস্থিতি করিতে পারে না অর্থাৎ বৃক্ষ-পর্ব্বতাদি স্থাবর দেহবিশিষ্ট জীব যেমন কোন আনন্দানুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবও কোন আনন্দানুভব করিতে পারে না। ভক্তি দেবদেহে অবস্থিতি করে অর্থাৎ দেবদেহাবিষ্ট জীব যেমন নানা আনন্দ ভোগ করে, তদ্রূপ ভক্তও বিবিধ ভগবদানন্দ ভোগ করেন।

(৩) 'ইষ্ট'—বাঞ্ছিত। 'গোষ্ঠী'—সংলাপ, কথা-বার্ত্তা।

(৪) শ্রীনারায়ণ অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রেরণ করেন।

...ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাদের (অর্থাৎ গোপীদের)
সঙ্গে সেখানে অতিশয় শোভা পেতে লাগলেন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ১ শ্লোকঃ

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরত-
শ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে
মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং
সত্যং পরং ধীমহি ॥ ৫১

অন্বয়ঃ।—অর্থেষু (সৃষ্ট বস্তুসমূহে) অন্বয়াৎ (যাহার সম্বন্ধ বশত অর্থাৎ যিনি সৎস্বরূপে আছেন বলিয়াই ঐ সমস্ত বস্তুর প্রতীতি জন্মিতেছে) ইতরতঃ চ (এবং অন্য রূপেও অকার্য্যসমূহে অর্থাৎ আকাশ-কুসুমাদি অলীক পদার্থে যাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, বলিয়া তাহার প্রতীতি হইতেছে না) অস্য (ইহার—এই জগতের) জন্মাদি (সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ) যতঃ (যাঁহা হইতে) যঃ (যিনি) অভিজ্ঞঃ (সর্ব্বজ্ঞ) স্বরাট্ (স্বতন্ত্র ঈশ্বর) যৎ (যাহাতে বা যে বেদে) সূরয়ঃ (জ্ঞানিগণও) মুহ্যন্তি (মুগ্ধ হন) তৎ (সেই) ব্রহ্ম (বেদ) আদিকবয়ে (ব্রহ্মাকে) হৃদা (হৃদয়ের দ্বারা) যঃ (যিনি) তেনে (প্রকাশিত করিয়াছেন) যথা (যেরূপ) তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ (তেজ জল বা মৃত্তিকা-বিকার কাচের বিনিময়) যত্র (যাঁহাতে—যাঁহার সত্যতায়) ত্রিসর্গঃ (সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি, ভূত ইন্দ্রিয় দেবতাদি) অমৃষা (সত্য) স্বেন (স্বীয়) ধাম্না (তেজঃপ্রভাবে) সদা নিরস্ত-কুহকং (যাহাতে কুহক অর্থাৎ মায়াজনিত উপাধি সম্বন্ধ সর্ব্ব তিরোহিত হইতেছে সেই) সত্যং (সত্য-স্বরূপ) পরং (পরমেশ্বরকে) ধীমহি (ধ্যান করি)।

অনুবাদ।—সৃষ্টবস্তু মাত্রেই তিনি আছেন তাই তাদের চেনা যায়—মিথ্যা বস্তুতে তিনি নেই তাই তাদের চেনা যায় না! এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ তিনিই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তিনি অন্তর্য্যামিরূপে বেদকে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিষয় ভাবতে গিয়ে জ্ঞানীদেরও মোহ জন্মে। মরুভূমিতে দূরের বালিকে জল মনে হয়, অনেক সময় কাচকেও জল মনে হয়! এই যে মাটি, জল ইত্যাদির একটিকে অন্যটি বলে মনে হওয়া ঠিক সেই রকম হলো তিন রকমের সৃষ্টি—(১) চিৎ বা চৈতন্যের প্রকাশ, (২) জীবসৃষ্টি, (৩) মায়িক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি। তাঁর এই সৃষ্টি সত্য অথচ তিনি নিজের তেজে মায়াকে দূর করে মায়াতীত সত্যস্বরূপ হয়ে আছেন। তাঁকে ধ্যান করি ॥ ১৫ ॥

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥
পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ ॥
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা(১)।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব-অঙ্গ ঢাকা ॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥
এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকঃ

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫২

অন্বয়ঃ।—যঃ সর্ব্বভূতেষু আত্মনঃ (যিনি সকল প্রাণীতে আপনার উপাস্য) ভগবদ্ভাবং পশ্যেৎ (শ্রীভগবানের অবস্থিতি দেখিতে পান) আত্মনি, ভগবতি ভূতানি পশ্যেৎ এষ ভাগবতোত্তমঃ (এবং আপন অন্তরঙ্গ শ্রীভগবানে সকল প্রাণীকে দর্শন করেন তিনিই ভাগবতোত্তম)।

অনুবাদ।—যিনি সকল জীবের মধ্যে আত্মা রূপে বিদ্যমান ভগবান্‌কে দেখতে পান এবং যিনি পরমাত্মা

(১) 'কাঞ্চন-পঞ্চালিকা'—স্বর্ণপুত্তলিকা, সোণার পুতুল।

রূপ ভগবানে সব জীবকে দেখতে পান তিনিই ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত ॥ ৫২ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩৫ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকঃ

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৫৩

অন্বয়ঃ।—পুষ্পফলাঢ্যাঃ (ফলপুষ্পসমন্বিত) প্রণতভারবিটপাঃ (ভারাবনত বৃক্ষ) প্রেমহৃষ্টতনবঃ (কৃষ্ণপ্রেমোৎফুল্লদেহ) বনলতাঃ তরবঃ (বনলতা এবং তরু সকল) আত্মনি (আপনদেহে) বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ (ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে অনুভব করিয়াই) ইব মধুধারাঃ ববৃষুঃ স্ম [বিস্ময়ে] (যেন মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিল, কি আশ্চর্য্য)।

অনুবাদ।—বনের লতা ও তরু (গাছ) নিজেদের মধ্যে কৃষ্ণকে অনুভব করেই যেন ফুলে ফলে অলঙ্কৃত হয়ে ওঠে এবং ফুলভার ও ফলভারে নত হয়ে প্রেমে পুলকিততনু তরুগুলি মধুধারা বর্ষণ করতে থাকে ॥৫৩॥

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমার স্ফুরয় ॥
রায় কহে—তুমি প্রভু ছাড় ভারিভুরি (১)।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥
রাধিকার ভাব-কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥
নিজ গূঢ়কার্য্য তোমার প্রেম-আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥
আপনি আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর তোমার কোন্ ব্যবহার ॥
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে ॥

(১) 'ভারিভুরি'—কপটতা, চতুরালী।

প্রভু তাঁর হস্ত স্পর্শি করাইলা চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন ॥
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন ॥
মোর তত্ত্বলীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে ॥
গৌর অঙ্গ নহে, মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্র সুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন (২) ॥
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্য্য-রস করি আস্বাদন ॥
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্বকর্ম্ম ॥
গুপ্ত রাখিহ কাহাঁ না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস ॥
আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায়-আমায় হই সমতুল ॥
এইরূপ দশ রাত্রি রামানন্দ-সঙ্গে।
সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥
নিগূঢ় ব্রজের রসলীলার বিচার।
অনেক কহিল তার না পাইল পার ॥
তামা কাঁসা রূপা সোনা রত্ন-চিন্তামণি।
কেহ যেন পোঁতা কাঁহা পায় একখানি ॥
ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম বস্তু পায়।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রামরায় ॥
আর দিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা।
বিদায়ের কালে তাঁরে এই আজ্ঞা দিলা ॥

(২) আমি (শ্রীচৈতন্য) সেই নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণ, তবে যে আমার গৌরকান্তি, ইহা শ্রীরাধাঙ্গ-স্পর্শন। অর্থাৎ শ্রীরাধিকা আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া থাকায় আমি গৌরবর্ণ, কিন্তু স্বরূপতঃ আমি কৃষ্ণবর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধা নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণ বিনা অন্য কাহাকেও স্পর্শ করেন না, অতএব আমি সেই শ্রীকৃষ্ণ।

বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে ॥
দুই জনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥
এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন।
তাঁরে ঘরে পাঠাইয়া করিলা শয়ন ॥
প্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হনুমান্।
তারে নমস্করি প্রভু করিল প্রয়াণ ॥
বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে যত।
প্রভু দর্শনে বৈষ্ণব হৈল ছাড়ি নিজমত ॥
রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল।
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল ॥
সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন ॥
সহজে চৈতন্যচরিত ঘনদুগ্ধপুর।
রামানন্দ-চরিত তাহে খণ্ড (১) প্রচুর ॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা তাহে কর্পূর-মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই, সেই করে আস্বাদন ॥

(১) 'খণ্ড'—মিছরী।

যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে।
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে ॥
সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে ॥
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হইতে।
বিশ্বাস করি শুন তর্ক না করিহ চিতে ॥
অলৌকিক-লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় বহুদূর ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতচরণ।
যাহার সর্ব্বস্ব তারে মিলে এই ধন ॥
রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥
দামোদর-স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ মিলন-লীলা করিল প্রচারে ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রামানন্দ-রায়সঙ্গোৎসবো নামাষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নবম পরিচ্ছেদ।

নানামতগ্রহগ্রস্তান্
দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্
গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্॥ ১

অন্বয়ঃ।—সঃ গৌরঃ নানামতগ্রহগ্রস্তান্ (সেই গৌর, নানা মতবাদরূপ কুম্ভীর-গ্রাসে কবলিত) দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্ (দাক্ষিণাত্যবাসী জনসমূহরূপ হস্তি-যূথকে) কৃপারিণা (কৃপাচক্রে) বিমুচ্য (বিমুক্ত করিয়া) এতান্ বৈষ্ণবান্ চক্রে (তাহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—ধর্ম্মসম্বন্ধে নানান্ মত পোষণ করতেন দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণেরা—তাঁরা যেন হাতীর মত কুমীরের কবলে পড়েছিলেন। কৃপার অস্ত্রে উদ্ধার ক'রে গৌরাঙ্গদেব তাঁদের বৈষ্ণব করে ছিলেন॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
দক্ষিণ-গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ (১)।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন॥
সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল।
সেই-ছলে সেই-দেশের লোক নিস্তারিল॥
তীর্থযাত্রায় তীর্থক্রম করিতে না পারি।
দক্ষিণ-বামে তীর্থগমন হয় ফেরাফেরি (২)॥
অতএব নামমাত্র করিয়ে গণন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম॥
পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দর্শন।
যে গ্রামে যায় সেই গ্রামের যতজন॥
সভেই বৈষ্ণব হয় কহে 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সেই বৈষ্ণব করি॥

(১) 'বিলক্ষণ'—অসাধারণ।
(২) 'ফেরাফেরি'—গমনাগমন।

দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহো জ্ঞানী কেহো কর্ম্মী পাষণ্ডী(৩) অপার॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন-প্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে॥
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব।
কেহো তত্ত্ববাদী কেহো হয় শ্রীবৈষ্ণব (৪)॥
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ-উপাসক হৈল লয় কৃষ্ণ নামে॥

তথাহি—

রামরাঘব রামরাঘব
রামরাঘব পাহি মাম্।
কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব
কৃষ্ণকেশব রক্ষ মাম্ (৫)॥ ২

এই শ্লোক পথে পঢ়ি করিলা প্রয়াণ।
গৌতমী-গঙ্গায় যাই কৈল তাঁহা স্নান॥
মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিল।
তাঁহা সব লোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল॥
দাসরাম মহাদেবে করিল দর্শন।
অহোবল নৃসিংহেরে করিলা গমন॥
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি-স্তুতি।
সিদ্ধিবট গেলা যাঁহা মূর্ত্তি সীতাপতি॥
রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি-স্তবন।
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ॥
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয়।
রামনাম বিনা অন্য বাণী না কহয়।

(৩) 'পাষণ্ডী'—উপধর্ম্মযাজী অর্থাৎ বেদমার্গ-বহিষ্কৃত, বেদবিরোধী বৌদ্ধ প্রভৃতি।
(৪) 'তত্ত্ববাদী'—মধ্বসম্প্রদায়। 'শ্রীবৈষ্ণব'—শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব।
(৫) 'রক্ষ মাম্'—আমাকে রক্ষা কর।

সেই দিন তার ঘরে রহিলা ভিক্ষা করি।
তারে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি॥
স্কন্দক্ষেত্রতীর্থে কৈল স্কন্দ (১) দরশন।
ত্রিমঠ আইলা তাঁহা দেখি ত্রিবিক্রম (২)॥
পুন সিদ্ধিবট আইলা সেই বিপ্র-ঘরে।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল।
কহ বিপ্র এই তোমার কোন দশা হৈল॥
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর কহিতে রামনাম।
এবে কেনে নিরন্তর কহ কৃষ্ণনাম॥
বিপ্র কহে এই তোমার দর্শনপ্রভাব।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাব॥
বাল্যাবধি রামনাম-গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার॥
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে রামনাম দূরে গেল॥
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয়।
নামের মহিমা শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয়॥

তথাহি—পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য
শতনামস্তোত্রে ৮ শ্লোকঃ

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে
সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ
পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥ ৩

অন্বয়ঃ।—যোগিনঃ অনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি (যোগিগণ অনন্ত মহিমময় সত্যানন্দস্বরূপ অন্তর্য্যামীতে) রমন্তে (রমণ করেন) ইতি রাম-পদেন (এইজন্য রাম এই শব্দে) অসৌ পরং ব্রহ্ম অভিধীয়তে (এই পরব্রহ্মই অভিহিত হন)।

অনুবাদ।—যিনি সত্য, যিনি আনন্দ, যিনি চৈতন্যময় পরমাত্মা, যিনি অনন্ত তাঁর ধ্যানেই যোগীরা রমন করেন অর্থাৎ আনন্দ পান ব'লে পরম ব্রহ্মকেই 'রাম' নামে অভিহিত করা হয়॥ ৩॥

তথাহি—মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বণি ৭১ অধ্যায়ে
চতুর্থশ্লোকস্য শ্রীধরস্বামিকৃত টীকায়াম্

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো
ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম
কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ ৪

অন্বয়ঃ।—কৃষিঃ শব্দঃ (কৃষিধাতু) ভূবাচকঃ (সত্তানির্দ্ধারক) ণঃ চ নির্বৃতিবাচকঃ (এবং ণ আনন্দবাচক) তয়োঃ ঐক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইতি অভিধীয়তে (এই কৃষিধাতু ও ণ কারের মিলনই পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ এই নামে অভিহিত হন)।

অনুবাদ।—'কৃষি' (কৃষ্) 'ভূ' বা 'হওয়া' অর্থ-বাচক শব্দ। 'ণ' নির্বৃতি বা আনন্দজনক শব্দ। দুই মিলে (কৃষ্+ণ) পরব্রহ্মই কৃষ্ণ নামে অভিহিত হন॥ ৪॥

পরং ব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল।
পুন আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল॥

তথাহি—পদ্মপুরাণে, উত্তরখণ্ডে বৃহদ্বিষ্ণু-সহস্রনাম-
স্তোত্রে ৭২।৩৩৫

রাম-রামেতি রামেতি
রামে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং
রামনাম বরাননে॥ ৫

অন্বয়ঃ।—হে বরাননে (অয়ি সুমুখি)! সহস্র নামভিঃ তুল্যং রামনাম (বিষ্ণুর সহস্রনামের তুল্য এক রাম নাম) 'অতঃ' রাম নাম ইতি 'সংকীর্ত্ত্য' (অতএব রাম রাম রাম এইরূপ সংকীর্ত্তন করিয়া) মনোরমে রামে 'অহং' রমে (মনোরম রামচন্দ্রে আমি রমণ করি অর্থাৎ পরমানন্দ অনুভব করি)।

অনুবাদ।—(মহাদেব পার্ব্বতীকে বলছেন) হে সুমুখি! এক রামনাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য। আমি রাম রাম রাম ব'লে মনোরম রামেই পরম আনন্দ পেয়ে থাকি॥ ৫॥

(১) 'স্কন্দ'—কার্ত্তিকেয়।
(২) 'ত্রিবিক্রম'—বামনদেব।

তথাহি—শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে ২৫৮ শ্লোকধৃত-লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ৫।৩৫৪ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনম্

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং
ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য
নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—পুণ্যানাং (পবিত্র) সহস্রনাম্নাং (বিষ্ণুর সহস্র নামের) ত্রিরাবৃত্ত্যা (বারত্রয়পঠনে) তু যৎ ফলং (যে ফল হয়) একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য (একবার আবৃত্তি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের) একং নাম (একটিমাত্র নাম) তৎ (সেই ফল) প্রযচ্ছতি (দান করে)।

অনুবাদ।—পুণ্য বিষ্ণুর সহস্র নাম তিন বার বললে যে ফল লাভ হয়—কৃষ্ণের নাম একবার মাত্র বললেই সে ফল পাওয়া যায় ॥ ৬ ॥

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
তথাপি লইতে নারি শুন হেতু তার ॥
ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাঞা সেই নাম রাত্রি দিন গাই ॥
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণ নাম আইল।
তাঁহার মহিমা এই মনেতে লাগিল ॥
"সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ" ইহা নির্দ্ধারিল।
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ॥
তাঁরে কৃপা করি প্রভু চলিলা আর দিনে।
বৃদ্ধকাশী আসি কৈলা শিব-দরশনে ॥
তাঁহা হৈতে চলি আগে গেলা এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ-সমাজে তাহাঁ করিলা বিশ্রাম ॥
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে নাহিক গণনে ॥
গোঁসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি তাতে প্রেমাবেশ।
সভে কৃষ্ণ কহে, বৈষ্ণব হৈল সব দেশ ॥
তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম ॥
নিজ নিজ শাস্ত্রে সভে উদ্‌গ্রাহে (১) প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহো না পারে খণ্ডিতে ॥
হারি হারি প্রভুমতে করেন প্রবেশ।
এইমত বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণ দেশ ॥
পাষণ্ডীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিঞা।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা ॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নব মতে।
প্রভু-আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিল কহিতে ॥
যদ্যপি অসম্ভাষ্য (২) বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে ॥
তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নব মতে (৩)।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে ॥
বৌদ্ধাচার্য্য নব প্রস্তাব সব উঠাইল।
দৃঢ়যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥
দার্শনিক পণ্ডিত সভাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে বৌদ্ধের হৈল লজ্জাভয় ॥
প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘরে গেলা।
সর্ব্ববৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা ॥
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিয়া।
প্রভু-আগে আনিল, 'বিষ্ণুপ্রসাদ' বলিয়া ॥
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ঠোঁটে করি অন্নসহ থালী লঞা গেল ॥

(১) 'উদ্‌গ্রাহে'—তর্ক নির্ব্বন্ধে।

(২) 'অসম্ভাষ্য'—সম্ভাষণের অযোগ্য, কারণ ইহারা বেদের বিরুদ্ধাচারী ও ভক্তি-বহির্মুখ।

(৩) 'নবমতে'—বৌদ্ধদিগের নয়টি সিদ্ধান্তে যথা—১। বিশ্ব অনাদি সুতরাং ঈশ্বরবিহীন; ২। জগৎ মিথ্যা; ৩। অহংতত্ত্ব; ৪। জন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত; ৫। বুদ্ধই তত্ত্বলাভের উপায়; ৬। নির্ব্বাণই পরমতত্ত্ব; ৭। বৌদ্ধদর্শনই দর্শন; ৮। বেদ মানব-রচিত; ৯। দয়াদি সদাচরণই বৌদ্ধজীবন।

বৌদ্ধগণেরউপর অন্ন পড়ে অমেধ্য (১)হইয়া।
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া ॥
তেড়ছে (২) পড়িল থালি মাথা কাটা গেল।
মূর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল ॥
হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ।
সভে আসি প্রভুপদে লইল শরণ ॥
তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ (৩) আমার গুরু, করহ প্রসাদ ॥
প্রভু কহে সভে কহ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি"।
গুরুকর্ণে কহ "কৃষ্ণ নাম উচ্চ করি" ॥
তোমা সভার গুরু তবে পাইবে চেতন।
সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ॥
গুরু কর্ণে কহে, কহ "কৃষ্ণ রাম হরি"।
চেতন পাইল আচার্য্য উঠে 'হরি' বলি ॥
কৃষ্ণ বলি আচার্য্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময় ॥
এই মতে কৌতুক করি শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল কেহো না পায় দর্শন ॥
মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী-ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখি বেঙ্কট-অচলে ॥
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরাম-দর্শন।
রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম-স্তবন ॥
স্বপ্রভাবে লোক সব করিলা বিস্ময়।
পানা-নরসিংহে (৪) আইলা প্রভু দয়াময় ॥
নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল ॥

(১) 'অমেধ্য'—অপবিত্র।

(২) 'তেড়ছে'—বক্রভাবে।

(৩) 'জীয়াহ'—জীবিত কর।

(৪) কেবল পানা (সরবৎ) পান করেন বলিয়া তাঁহার নাম পানা-নরসিংহ।

শিব-কাঞ্চী আসি কৈল শিব-দরশন।
প্রভাতে বৈষ্ণব কৈল সব শৈবগণ ॥
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মী-নারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন ॥
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত বহুত করিল।
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল ॥
ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকাল-হস্তিস্থান।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা প্রণাম ॥
পক্ষতীর্থ যাই কৈল শিব-দরশন।
বৃদ্ধকোল তীর্থে তবে করিল গমন ॥
শ্বেতবরাহ দেখি তারে নমস্কার করি।
পীতাম্বর শিব-স্থানে গেলা গৌরহরি ॥
শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন ॥
গো-সমাজ শিব দেখি আইলা বেদাবন।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা বন্দন ॥
"অমৃত-লিঙ্গ-শিব" আসি দর্শন করিল।
সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব করিল ॥
দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণু দরশন।
"শ্রীবৈষ্ণবগণ" সনে গোষ্ঠী (৫) অনুক্ষণ ॥
"কম্ভকর্ণ কপালের" দেখি সরোবর।
শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥
পাপনাশনে বিষ্ণু করি দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে কৈল আগমন ॥
কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হইল সর্ব্বলোক মন ॥
শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কট-ভট্ট নাম।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥
নিজ ঘরে লৈয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন।
সেই জল সবংশেতে করিল ভক্ষণ ॥

(৫) 'গোষ্ঠী'—আলাপ।

ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন।
চাতুর্ম্মাস্য (১) আসি প্রভু হৈল উপসন্ন॥
চাতুর্ম্মাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণকথা কহি কৃপায় নিস্তার আমারে॥
তার ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে।
ভট্ট-সঙ্গে গোঙাইলা সুখে চারি-মাসে॥
কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ দর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন॥
সৌন্দর্য্য-প্রেমাবেশ দেখি সর্ব্বলোক।
দেখিবারে আইসে সভার খণ্ডে দুঃখ-শোক॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে।
সবে কৃষ্ণ নাম কহে প্রভুরে দেখিতে॥
কৃষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি বোল আর।
সভে কৃষ্ণভক্ত হৈল লোকে চমৎকার॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ।
এক এক দিন সভে কৈল নিমন্ত্রণ॥
এক এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার দিন না পাইল॥
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে বসি করে গীতা-আবর্ত্তন (২)॥
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন লোকে করে উপহাসে॥
কেহো হাসে কেহো নিন্দে তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হইয়া গীতা পড়ে আনন্দিত মনে॥
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হইল মহাপ্রভুর মন॥
মহাপ্রভু পুছিলা তাঁরে শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে মুর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর (৩)।
বসিয়াছে হাতে তোত্র (৪) শ্যামলসুন্দর॥
অর্জ্জুনেরে কহিতেছেন হিত উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ॥
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥
প্রভু কহে গীতাপাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার॥
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভুর পদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন॥
তোমা দেখি তাহা হইতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয়॥
কৃষ্ণ স্ফূর্ত্ত্যে তার মন হৈয়াছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল॥
তবে মহাপ্রভু তারে করাইল শিক্ষণ।
এই বাত (৫) কাঁহা না করিবে প্রকাশন॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহাভক্ত হৈল।
চারি মাস প্রভুর সঙ্গ কভু না ছাড়িল॥
এইমতে ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দ্র।
নিরন্তর ভট্টসঙ্গে কৃষ্ণকথা রঙ্গ॥
শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন॥
নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।
হাস্য-পরিহাস দোঁহে সখ্যের স্বভাব॥
প্রভু কহে ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্তবক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা-শিরোমণি॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম॥
এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত-নিয়ম করি তপ করিলা অপার॥

(১) 'চাতুর্ম্মাস্য'—বর্ষা চারিমাস।
(২) 'আবর্ত্তন'—আবৃত্তি।
(৩) 'রজ্জুধর'—যিনি ঘোড়ার মুখরজ্জু (লাগাম) ধরিয়াছেন।
(৪) 'তোত্র'—চাবুক।
(৫) 'এই বাত'—এই কথা অর্থাৎ গোপন তত্ত্ব।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকঃ

কস্যানুভাবোহস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ৮ম পরিচ্ছেদে ৩৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ভট্ট কহে কৃষ্ণ-নারায়ণ একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদি রূপ ॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে, সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৩২ শ্লোকঃ

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেহপি
শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণ-
রূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—সিদ্ধান্ততঃ তু (সিদ্ধান্ত অনুসারে) শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ অভেদে অপি (শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের অভেদ থাকিলেও) রসেন কৃষ্ণরূপম্ উৎকৃষ্যতে (রসস্বরূপ হেতু কৃষ্ণরূপ উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়) এষা রসস্থিতিঃ (ইহাই রসের ধর্ম্ম)।

অনুবাদ।—সিদ্ধান্ত অনুসারে নারায়ণ ও কৃষ্ণ যদিও অভিন্ন অর্থাৎ একই, তবু রসবিচারে কৃষ্ণরূপই শ্রেষ্ঠ—কেন না রসের স্বভাবই সর্ব্বোত্তম ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ-সঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস ॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হল কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস ॥
প্রভু কহে দোষ নাহি, ইহা আমি জানি।
রাস না পাইল লক্ষ্মী শাস্ত্রে ইহা শুনি ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪৭ অং ৬০ শ্লোকঃ

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ।
রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মী কেনে না পাইলা কি ইহার কারণ।
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮৭ অং ২৩ শ্লোকঃ

নিভৃতমরুন্মনোহক্ষ-
দৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়ো-
হপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগ
ভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশো
হঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ১০

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৪৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ।
ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥
আমি জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি সহজে অস্থির।
ঈশ্বরের লীলা কোটি সমুদ্রগম্ভীর ॥
তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জান নিজ কর্ম্ম।
যারে জানাহ সেই জানে তোমার লীলা মর্ম্ম ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে করে সদা সর্ব্ব-আকর্ষণ ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন ॥
কেহো তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বান্ধে।
কেহো তাঁরে সখাজ্ঞানে জিনি(১)চড়ে কান্ধে ॥

(১) 'জিনি'—ক্রীড়ায় কৃষ্ণকে পরাজিত করিয়া।

ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাহি, নিজ সম্বন্ধমনন॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৯ অং ১১ শ্লোকঃ

নায়ং সুখাপো ভগবান্
দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং
যথাভক্তিমতামিহ॥ ১১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৪৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রুতিসব গোপীগণের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লঞা॥
ব্যূহান্তরে (১) গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥
গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএব "নায়ং" শ্লোক কহে বেদব্যাস॥
পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক ছিল অভিমান।
শ্রীনারায়ণ হয়েন স্বয়ং ভগবান্॥
তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি কক্ষা (২) হয়।
শ্রীবৈষ্ণবভজন এই সর্ব্বোপরি হয়॥
এই তাঁর গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন।
পরিহাস দ্বারে উঠায় এতেক বচন॥
প্রভু কহে ভট্ট তুমি না কর সংশয়।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের এই স্বভাব হয়॥
কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ।
অতএব লক্ষ্মী-আদ্যের হরে তেঁহো মন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকঃ

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ১২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১৩শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ॥
তুমি যে পড়িলে শ্লোক সেইত প্রমাণ।
সেই শ্লোকে আইসে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ২ লহর্য্যাং ৩২ শ্লোকঃ

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥ ১৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদের ৮ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

স্বয়ং ভগবত্ত্বে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ॥
নারায়ণের কা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করিতে হয়ে নারায়ণে(৩)॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ-আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে॥

তথাহি—ললিতমাধবে ৬ অং ১৪ শ্লোকে

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহ-পদবী সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত! চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥ ১৪

(preceded on the page by the line: সর্য্যাপত্নীং সুবর্ণাং প্রতি বিশাখাবাক্যম্)

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১৭ পরিচ্ছেদে ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

(১) 'ব্যূহান্তরে'—কায়ব্যূহদ্বারা।
(২) 'সর্ব্বোপরি কক্ষা'—শ্রীকৃষ্ণাদি সকল ভজনের উপরিস্থান।
(৩) 'হয়ে নারায়ণে'—নারায়ণরূপ হয়েন।

এত কহি প্রভু তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া।
তাঁরে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া॥
দুঃখ না মানিহ ভট্ট কৈল পরিহাস।
শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শুন যাতে বৈষ্ণব-বিশ্বাস॥
কৃষ্ণ-নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি, হয় একরূপ॥
গোপী দ্বারা লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ-সঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥
একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার-রূপ॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পরাবস্থাপ্রকরণে ১৪৭ শ্লোকে নারদপঞ্চরাত্রবচনম্। (৩৷৮৬)

মণির্যথা বিভাগেন
নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি
ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—যথা মণিঃ বিভাগেন (যেমন বৈদূর্য্য মণি বিভাগ ভেদে) নীলপীতাদিভিঃ যুতঃ (নীল-পীতাদি নানা বর্ণে যুক্ত হয়) তথা অচ্যুতঃ (তেমনই শ্রীকৃষ্ণ) ধ্যানভেদাৎ (উপাসনা-ভেদে) রূপভেদম্ অবাপ্নোতি (রূপভেদ প্রাপ্ত হন)।

অনুবাদ। এক মণিই যেমন নীল হলুদ ইত্যাদি নানা রঙে নানা রূপ ধারণ করে, তেমনি এক অচ্যুতই যে যেমন ধ্যান করে তার কাছে তেমন রূপ ধারণ করেন॥ ১৫॥

ভট্ট কহে কাঁহা মুঞি জীব পামর।
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥
অগাধ ঈশ্বরলীলা কিছু নাহি জানি।
তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি॥
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তাঁর কৃপায় পাইল তোমার চরণদর্শন॥
কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।
যাঁর রূপ-গুণৈশ্বর্য্যের কেহো না পায় সীমা॥
এবে সে জানিল কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে মোরে কহি কৃপা করি॥
এত বলি ভট্ট পড়ে প্রভুর চরণে।
কৃপা করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল ভট্টের আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণে চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া॥
সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে।
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু অনেক যতনে॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট হৈলা অচেতন।
এই রঙ্গে লীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥
ঋষভ-পর্ব্বত চলি আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখি তাঁহা স্তুতি-নতি করি॥
পরমানন্দপুরী তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস।
শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরীগোঁসাঞির পাশ॥
পুরীগোঁসাঞির প্রভু কৈল চরণ-বন্দন।
প্রেমে পুরীগোঁসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
তিন দিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
সেই বিপ্র ঘরে দোঁহে রহে একসঙ্গে॥
পুরীগোঁসাঞি কহে আমি যাব পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে॥
প্রভু কহে তুমি পুন আসিহ নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে॥
তোমার নিকট রহি হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয়॥
এত বলি তাঁর ঠাঞি এই আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু হরষিত হঞা॥
পরমানন্দপুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা শ্রীশৈলে॥
শিবদুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে।
মহাপ্রভু দেখি দোঁহার হইল উল্লাসে॥
তিন দিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ।
নিভৃতে বসি গুপ্ত কথা কহে দুইজন॥
তাঁর সনে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠী।
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা পুরীকামকোষ্ঠী॥
দক্ষিণ মথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হৈতে।
তাঁহা দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ সহিতে॥

সেই বিপ্র মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত (১) মহাজন ॥
কৃতমালায় স্নান করি আইল তাঁর ঘরে।
ভিক্ষা কি দিবেক বিপ্র পাক নাহি করে ॥
মহাপ্রভু কহে তাঁরে শুন মহাশয়।
মধ্যাহ্ন হইল কেনে পাক নাহি হয় ॥
বিপ্র কহে প্রভু মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি ॥
বন্য অন্ন ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ।
তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন ॥
তাঁর উপাসনা জানি প্রভু তুষ্ট হৈলা।
আস্তে-ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা ॥
প্রভু ভিক্ষা কৈল দিন তৃতীয় প্রহরে।
নির্ব্বিণ্ণ (২) সেই বিপ্র উপবাস করে ॥
প্রভু কহে বিপ্র কাঁহে কর উপবাস।
কেনে এত দুঃখে তুমি করহ হুতাশ ॥
বিপ্র কহে জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি-জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন ॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে(৩)স্পর্শিল তাঁরে ইহা কর্ণে শুনি ॥
এ শরীর ধরিবারে কভু না জুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ প্রাণ নাহি যায় ॥
প্রভু কহে এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হইয়া কেনে না কর বিচার ॥
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্ত্তি।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি ॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া (৪) হরিল রাবণ ॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল ॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥
বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে ॥
প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস।
ভোজন করিল হৈল জীবনের আশ ॥
তারে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন।
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বেশন ॥
দুর্ব্বেশনে রঘুনাথে করি দরশন।
মহেন্দ্রশৈলে পরশুরামে করিল বন্দন ॥
সেতু-বন্ধে আসি কৈল ধনুতীর্থে স্নান।
রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিলা বিশ্রাম ॥
বিপ্রসভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্মপুরাণ।
তাঁর মধ্যে আইলা পতিব্রতা-উপাখ্যান ॥
মায়াসীতা নিল রাবণ শুনিল ব্যাখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে ॥
পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা শ্রীরামগৃহিণী ॥
রাবণ দেখি সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈলা সীতা আবরণ ॥
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥
রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল।
অগ্নিপরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল ॥
তবে মায়া-সীতা অগ্নি কৈল অন্তর্দ্ধান।
সত্য-সীতা আনি দিল রাম-বিদ্যমান ॥
শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হৈল স্মরণ ॥
এ সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হৈল।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র লৈল ॥
নূতন পত্র লিখিয়া পুস্তকে রাখাইল।
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল ॥

(১) 'বিরক্ত'—সংসারবিরাগী।
(২) 'নির্ব্বিণ্ণ'—খিন্ন।
(৩) 'রাক্ষসে'—রাবণে।
(৪) 'আকৃতি মায়া'—মায়া মূর্ত্তি।

পত্র লঞা পুন দক্ষিণ মথুরা আইলা।
রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা॥

তথাহি—কূর্ম্মপুরাণে

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥ ১৬
পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় স্বপুরাদুদনীনয়ৎ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—সীতয়া (সীতা কর্ত্তৃক) আরাধিতঃ (প্রার্থিত) বহ্নিঃ (অগ্নি) ছায়াসীতাম্ (মায়াসীতা) অজীজনৎ (উৎপন্ন করিয়াছিলেন) দশগ্রীবঃ (রাবণ) তাং (মায়াসীতাকে) জহার (হরণ করিয়াছিল) সীতা (সীতাদেবী) বহ্নিপুরম্ (অগ্নিদেবের পুরীতে) গতা (গমন করিয়াছিলেন)। পরীক্ষাসময়ে (অগ্নিপরীক্ষাকালে) সা ছায়াসীতা বহ্নিং বিবেশ (সেই মায়াসীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন)। বহ্নিঃ স্বপুরাৎ সীতাং সমানীয় (অগ্নিদেব নিজপুরী হইতে স্বয়ংরূপা জানকীকে আনিয়া) উদনীনয়ৎ (শ্রীরামচন্দ্রকে দান করেন)।

অনুবাদ।—সীতার আরাধনায় অগ্নিদেব এক ছায়া সীতার সৃষ্টি করলেন। রাবণ সেই ছায়া সীতাকেই হরণ করেছিলেন। প্রকৃত সীতা চলে গেলেন অগ্নিদেবের পরীতে। অগ্নিপরীক্ষার সময়ে ছায়া সীতাই অগ্নিতে প্রবেশ করেছিলেন এবং অগ্নি নিজে প্রকৃত সীতাকে নিজপুরী থেকে এনে রামকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন॥ ১৬-১৭॥

পত্র পাঞা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন।
প্রভুর চরণ ধরি করয়ে ক্রন্দন॥
বিপ্র কহে, তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন॥
মহাদুঃখ হৈতে মোরে করিলা নিস্তার।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার॥
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেই দিনে।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দরশনে॥
এত বলি সুখে বিপ্র শীঘ্র পাক কৈল।
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি তাঁরে কৃপা করি।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী আইল গৌরহরি॥
তাম্রপর্ণী স্নান করি তাম্রপর্ণী-তীরে।
নয়-ত্রিপদী দেখি বলে কুতূহলে॥
চিয়ড়তালা-তীর্থে দেখি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব-দরশন॥
গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি।
পানাগড়ি-তীর্থে আসি দেখি সীতাপতি॥
চামতা পুরে আসি দেখে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন॥
মলয়-পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য-বন্দন।
কন্যা-কুমারী তাঁহা কৈল দরশন॥
আমলী-তলাতে রাম দেখি গৌরহরি।
মল্লার-দেশেতে আইলা যাঁহা ভট্টমারি (১)॥
তমাল-কার্ত্তিক দেখি আইলা বাতাপাণি।
রঘুনাথ দেখি তাঁহা বঞ্চিলা রজনী॥
গোঁসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টমারি সহ তাঁর হইল দরশন॥
স্ত্রী-ধন দেখাঞা তাঁর লোভ জন্মাইল।
আর্য্য-সরল-বিপ্রের বুদ্ধি নাশ কৈল॥
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি ঘরে।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে॥
আসিয়া কহেন সব ভট্টমারিগণে।
আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে॥
তুমিহ সন্ন্যাসী দেখ আমিহ সন্ন্যাসী।
আমায় দুঃখ দেহ তুমি ন্যায় নাহি বাসি॥
শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লঞা।
মারিবারে আইসে সব চারিদিকে ধাঞা॥

(১) 'ভট্টমারি'—গৃহস্থ সন্ন্যাসী অর্থাৎ ভণ্ড-সন্ন্যাসী, বামাচারি-সন্ন্যাসিবিশেষ, ইহারা কামিনী-কাঞ্চন প্রভৃতি সন্ন্যাসীদিগের অসেব্য দ্রব্যের সেবাকারী।

তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিভিতে॥
ভট্টমারি-ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন।
কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন॥
সেই দিনে চলি আইলা পয়স্বিনী-তীরে।
স্নান করি গেলা আদি-কেশব মন্দিরে॥
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা।
নতি স্তুতি নৃত্য গীত বহুত করিলা॥
প্রেম দেখি লোকের হৈল মহাচমৎকার।
সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার॥
মহাভক্তগণ সহ তাঁহা গোষ্ঠী হৈল।
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় তাঁহাই পাইল॥
পুঁথি পাঞা প্রভুর আনন্দ অপার।
কম্প অশ্রু স্বেদ স্তম্ভ পুলক বিকার॥
সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সমান।
গোবিন্দমহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ॥
অল্প-অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্রমধ্যে অতি সার॥
বহু যত্নে সেই পুঁথি নিল লেখাইয়া।
অনন্ত পদ্মনাভ আইলা হরষিত হঞা॥
দিন দুই পদ্মনাভের করি দরশন।
আনন্দে দেখিতে আইল শ্রীজনার্দ্দন॥
দিন দুই তাঁহা করি কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
পয়োষ্ণী আসিয়া দেখে শঙ্কর-নারায়ণ॥
সিংহারি-মঠ আইলা শঙ্করাচার্য্য-স্থানে।
মৎস্যতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে॥
মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী (১)।
উড়ুপ-কৃষ্ণ দেখি তাঁহা হইলা প্রেমোন্মাদী॥
নর্ত্তক গোপাল-কৃষ্ণ পরমমোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে॥
গোপীচন্দন ভিতর আছিলা ডিঙ্গাতে (২)।
মধ্বাচার্য্য সেই কৃষ্ণ পাইলা কোন মতে॥
মধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে করিল স্থাপন।
অদ্যাপি তাঁর সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃত্যগীত কৈল॥
তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদী (৩) জ্ঞানে।
প্রথম দর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে॥
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবজ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার॥
তাঁ-সভার অন্তরে গর্ব্ব জানি গৌরচন্দ্র।
তাঁ-সভা সহিত গোষ্ঠী করিল আরম্ভ॥
তত্ত্ববাদী আচার্য্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন॥
সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥
আচার্য্য কহে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ॥
প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবাফলের পরম সাধন॥

(১) 'তত্ত্ববাদী'—শ্রীমধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়ী দ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিবিশেষ। ইঁহারা অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীদিগের মুখ দেখিলে সবস্ত্রে স্নান করেন। তত্ত্ব=যাথার্থ্য বাদ=কথন। জগতে সকল বস্তুই সত্য, ইহাই যাঁহারা বলেন, তাঁহারা তত্ত্ববাদী।

(২) এইরূপ কিংবদন্তী আছে।—"কোন বণিক্ দ্বারকা হইতে নৌকা করিয়া গোপীচন্দন আনিতেছিল, হঠাৎ নৌকা ডুবিয়া যায়, তাহাতে অনেক গোপীচন্দন ও এই বাল-গোপাল মূর্ত্তি ছিলেন। পরে মাধবাচার্য্য স্বপ্নাদেশ পাইয়া উক্ত ডুবা নৌকা তুলিয়া গোপীচন্দনের মধ্য হইতে এই কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন।"

(৩) 'মায়াবাদী'—রজ্জুসর্পবৎ জগৎকে যে মিথ্যা বলে, তাহাকে মায়াবাদী বলে।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কং ৫ অং ২৩।২৪ শ্লোকঃ

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ
স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং
সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ ১৮
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ
ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা
তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—বিষ্ণোঃ (শ্রীবিষ্ণুর) শ্রবণং কীর্ত্তনং স্মরণং পাদসেবনং (নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও পরিচর্য্যা) অর্চ্চনং (পূজা) বন্দনং (প্রণাম) দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনং (দাস্যভাবে, সখ্যভাবে এবং কান্তাভাবে আত্মনিবেদন) ইতি নবলক্ষণা ভক্তিঃ (এই নববিধা ভক্তি) ভগবতি বিষ্ণৌ অদ্ধা (শ্রীভগবান্ বিষ্ণুতে সাক্ষাৎভাবে) অর্পিতা চেৎ পুংসা ক্রিয়েত (অর্পণপূর্ব্বক যদি কোন ব্যক্তি অনুষ্ঠান করেন) তৎ উত্তমম্ অধীতং মন্যে (তাহাকে উত্তম অধ্যয়ন মনে করি)।

অনুবাদ।—বিষ্ণুর নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ সেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—ভগবান্ বিষ্ণুতে কোনো পুরুষের যদি এই নব-লক্ষণা ভক্তি থাকে এবং এই ভক্তির আচরণ যদি তিনি করেন তাহলেই তাঁর অধ্যয়ন সার্থক॥ ১৮-১৯॥

শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম পুরুষার্থ, পুরুষার্থের সীমা॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২ অং ৪০ শ্লোকঃ

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ২০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কভু নহে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশঃ শ্লোকঃ

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ ২১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াং ১৮ অধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ২৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২০ অং ৯ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত
ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা
শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—যাবতা (যে পর্য্যন্ত) ন নির্ব্বিদ্যেত (নির্ব্বেদ অবস্থা না জন্মে) বা যাবৎ মৎ-কথা-শ্রবণাদৌ (যে পর্য্যন্ত আমার কথা শ্রবণাদিতে) শ্রদ্ধা ন জায়তে (শ্রদ্ধা না জন্মে) তাবৎ কর্ম্মাণি (সে পর্য্যন্ত শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মাদি) কুর্ব্বীত (করিবে)।

অনুবাদ।—যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ অর্থাৎ আমার (কৃষ্ণের) কথা ছাড়া অন্য কথায় বিরক্তি না আসে বা যে পর্য্যন্ত আমার সম্বন্ধীয় কথা (কৃষ্ণকথা) শুনতে বা কীর্ত্তন করতে মনে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে পর্য্যন্ত শাস্ত্রে তোমায় যে কর্ম্ম করতে বলেছে তা করে যাবে॥ ২৩॥

পঞ্চবিধ মুক্তিত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু (১) করি মুক্তি দেখে নরকের সম॥

---

(১) 'ফল্গু'—অতি তুচ্ছ বস্তু।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ২৯ অং ১৩ শ্লোকে
দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যম্

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ২৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৩৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কং ১৪ অং ৪৪ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যম্

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—যঃ নৃপঃ (যে রাজা—মহারাজ ভরত) দুস্ত্যজান্ (অতি দুঃখে ত্যাজ্য) ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্ (পৃথিবী, বা পৃথিবীর অধীশ্বরত্ব এবং পুত্র স্বজন পত্নী আদি) সুরবরৈঃ (এবং সুরশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক) প্রার্থ্যাং (প্রার্থনীয়া) সদয়াবলোকান্ (কৃপা দৃষ্টি যুক্তা) শ্রিয়ং (লক্ষ্মীকেও) ন ঐচ্ছত (ইচ্ছা করেন নাই) তৎ (তাহার—মহারাজ ভরতের এই আচরণ) উচিতং (উচিত কার্য্যই হইয়াছিল) মধুদ্বিট্-সেবানুরক্তমনসাং (মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অনুরক্ত চিত্ত) মহতাম্ (মহাপুরুষগণের নিকটে) অভবঃ (মোক্ষ) অপি (ও) ফল্গুঃ (তুচ্ছ)।

অনুবাদ।—রাজ্য, পুত্র, স্বজন, সম্পদ্ ও স্ত্রী ত্যাগ করা কঠিন। ভাগ্যদেবী লক্ষ্মী প্রসন্ন হইলে সেই লক্ষ্মীকে ইন্দ্র এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ দেবগণ প্রার্থনা করেন। মহারাজ ভরত এদের চান নি—তিনি উচিতই করেছেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণসেবায় অনুরক্ত যার মন তার কাছে মোক্ষও তুচ্ছ বস্তু॥ ২৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ স্কং ১৭ অং ২৮ শ্লোকঃ
দুর্গাং প্রতি শিববাক্যম্

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে (বিষ্ণুভক্ত সকল) কুতশ্চন ন বিভ্যতি (কাহা হইতেও ভয় পায় না) স্বর্গাপবর্গনরকেষু (তাঁহারা স্বর্গ মুক্তি ও নরকে) তুল্যার্থদর্শিনঃ (তুল্য প্রয়োজন দর্শন করেন)।

অনুবাদ।—নারায়ণে ভক্তিমান্ যাঁরা তাঁরা কিছু থেকেই ভয় পান না, কারণ স্বর্গ বা মুক্তি কিংবা নরক ইত্যাদি—সব বস্তুই তাদের চোখে সমান॥ ২৬॥

কর্ম্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য-সাধন॥
এই ত বৈষ্ণবের নহে সাধ্য-সাধন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন॥
শুনি তত্ত্বাচার্য্য হইল অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত॥
আচার্য্য কহে তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়॥
তথাপি মধ্বাচার্য্য যে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ॥
প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়।
সত্য বিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয় (১)॥
এই মত তার ঘরে গর্ব্ব চূর্ণ করি।
ফল্গুতীর্থে তবে চলি আইলা গৌরহরি॥
ত্রিতকূপ বিশালার করি দরশন।
পঞ্চাপ্সরা-তীর্থ আইলা শচীর নন্দন॥
গোকর্ণ শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়নী।
শূর্পারক-তীর্থে আইলা ন্যাসি-শিরোমণি (২)॥
কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর-ভগবতী।
লাঙ্গা গণেশ দেখি চোরা-ভাগবতী॥

---

(১) 'সত্য নিশ্চয়'—তোমাদের সিদ্ধান্তসকল শুদ্ধ ভক্তির বিরুদ্ধ হইলেও ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া মানা এবং তাঁহার নিত্যবিগ্রহস্বরূপস্বীকার তোমার সম্প্রদায়ের মহৎ গুণ।

(২) 'ন্যাসি-শিরোমণি'—সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মহাপ্রভু।

তথা হইতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্ঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
প্রভুর প্রেম দেখি সভার চমৎকার মন ॥
তাঁহা এক বিপ্র তারে নিমন্ত্রণ কৈল।
ভিক্ষা করি তাঁহা এক শুভবার্ত্তা পাইল ॥
মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্র-গৃহে করেন বিশ্রাম ॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্র-গৃহে বসি আছেন দেখিল তাঁহারে ॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ডবৎ পরণাম।
পুলকাশ্রু কম্প সব অঙ্গে পড়ে ঘাম ॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গপুরীর মন।
উঠ উঠ শ্রীপাদ বলি বলিল বচন ॥
শ্রীপাদ ধরহ আমার গোঁসাঞির সম্বন্ধ।
তাহা বিনু অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ ॥
এত বলি প্রভুকে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন।
গলাগলি করি দোঁহে করেন ক্রন্দন ॥
ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি দোঁহার ধৈর্য্য হৈল।
ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল ॥
দুই জনে কৃষ্ণ-কথা কহে রাত্রি-দিনে।
এইমত গোঙাইল পাঁচ-সাত দিনে ॥
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান।
গোঁসাঞি কৌতুকে নিল নবদ্বীপ নাম ॥
শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা নদীয়া-নগরী ॥
জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে খাইল ॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয়েন তেঁহ যেন জগন্মাতা ॥
রন্ধনে নিপুণা নাহি তা সম ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহে করায় সন্ন্যাসী-ভোজনে ॥
তাঁর এক পুত্রযোগ্য করিয়া সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অল্পবয়স ॥

এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি(১)হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল ॥
প্রভু কহে পূর্ব্বাশ্রমে তেঁহো মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথমিশ্র মোর পূর্ব্বাশ্রমে পিতা ॥
এই মতে দুইজনে ইষ্টগোষ্ঠী করি।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী ॥
দিন-চারি প্রভুকে তাঁহা রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমরথী স্নান করে বিঠ্ঠল দর্শন ॥
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেন্না-তীরে।
নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতামন্দিরে ॥
ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া নিল ॥
কথামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম-জ্ঞানে ॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি ॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
মহারত্ন প্রায় পাই আইলা সঙ্গে লঞা ॥
তাপী-স্নান করি আইলা মাহিষ্মতীপুরে।
নানা তীর্থ দেখে তাঁহা নর্ম্মদার তীরে ॥
ধনুতীর্থ দেখি কৈলা নির্ব্বিন্ধ্যাতে স্নানে।
ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে আইলা দণ্ডক-অরণ্যে ॥
সপ্ততাল বৃক্ষ তাঁহা কানন ভিতর।
অতিবৃদ্ধ অতিস্থূল অতি-উচ্চতর ॥
সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল বৈকুণ্ঠে চলিল ॥
শূন্যস্থান দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে এ সন্ন্যাসী রাম-অবতার ॥
সশরীরে গেল তাল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।
ঐছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম ॥

(১) 'সিদ্ধিপ্রাপ্তি'—পরলোকগমন।

প্রভু আসি কৈলা পম্পা-সরোবরে স্নান।
পঞ্চবটী আসি তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥
নাসিকে ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।
কুশাবর্ত্তে আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী ॥
সপ্ত গোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥
রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন ॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণে ধরিয়া।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাইয়া ॥
দুইজন প্রেমাবেশে করয়ে ক্রন্দন।
প্রেমাবেশে শিথিল হৈল দুজনার মন ॥
কথোক্ষণে দুইজন সুস্থির হইয়া।
নানা ইষ্ট-গোষ্ঠী (১) করে একত্রে বসিয়া ॥
তীর্থযাত্রা কথা প্রভু সকল কহিলা।
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুঁথি দিলা ॥
প্রভু কহে তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে।
এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষী দিলে ॥
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া।
প্রভু সহ আস্বাদিয়া রাখিল লিখিয়া ॥
গোঁসাঞি আইলা গ্রামে হৈল কোলাহল।
গোঁসাঞি দেখিতে লোক আইল সকল ॥
লোক দেখি রামানন্দ গেলা নিজঘরে।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥
রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন।
দুই জন কৃষ্ণকথায় করে জাগরণ ॥
দুই জনে কৃষ্ণকথা হয় রাত্রি-দিনে।
পরম আনন্দে গেল পাঁচ-সাত-দিনে ॥
রামানন্দ কহে গোঁসাই তোমার আজ্ঞা পাঞা।
রাজাকে লিখিল আমি বিনতি করিঞা ॥
রাজা মোরে আজ্ঞা দিলা নীলাচল যাইতে।
চলিবার সজ্জা আমি লাগিয়াছি করিতে ॥
প্রভু কহে এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন।
তোমা লইয়া নীলাচলে করিব গমন ॥
রায় কহে প্রভু আগে চল নীলাচল।
মোর সঙ্গে হাতী ঘোড়া সৈন্য-কোলাহল ॥
দিন-দশে ইহাঁ সব করি সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে আজ্ঞা দিয়া।
নীলাচল চলিলা প্রভু আনন্দিত হৈয়া ॥
যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু করিল গমন।
সেই পথে চলিলা প্রভু দেখি বৈষ্ণবগণ ॥
যাঁহা যায় উঠে লোক হরিধ্বনি করি।
দেখিয়া আনন্দ বড় পাইলা গৌরহরি ॥
আলালনাথে আসি কৃষ্ণদাস পাঠাইলা।
নিত্যানন্দ-আদি নিজগণে বোলাইলা ॥
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিলা প্রেমে থেহ (২) নাহি পায় ॥
জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা দেহে না ধরে আনন্দ ॥
গোপীনাথাচার্য্য চলে আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগ পাঞা ॥
প্রভু প্রেমাবেশে সভা কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সভে করে আনন্দে ক্রন্দন ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা ॥
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে।
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গনে ॥
প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করেন ক্রন্দনে।
সভা-সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর-দর্শনে (৩) ॥

---

(১) 'ইষ্ট-গোষ্ঠী'—ইষ্টবিষয়ক সভা অর্থাৎ কৃষ্ণকথা।

(২) 'থেহ'—স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য।

(৩) 'ঈশ্বর-দর্শনে'—জগন্নাথ-দর্শনে।

জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু শরীর ভাসিল॥
বহু নৃত্য কৈল প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
পাণ্ডা পাল সব আইল প্রসাদ মালা লৈয়া॥
মালা-প্রসাদ পাইয়া প্রভু সুস্থির হৈলা।
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা॥
কাশীমিশ্র আসি পড়িলা প্রভুর চরণে।
মান্য করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥
জগন্নাথের পড়িছা আসি প্রভুরে মিলিলা।
প্রভু লঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা॥
মোর ঘরে ভিক্ষা বলি নিমন্ত্রণ কৈলা।
দিব্যদিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইলা॥
মধ্যাহ্ন করিল প্রভু নিজগণ লৈয়া।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা করিলা আসিয়া॥
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইল শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদ-সম্বাহন॥
প্রভু তাঁরে পাঠাইলা ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজগণ।
তীর্থযাত্রা কথা কহি কৈলা জাগরণ॥
প্রভু কহে এত তীর্থ কৈল পর্য্যটন।
তোমা সম বৈষ্ণব না দেখিল একজন॥
এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল।
ভট্ট কহে এই লাগি মিলিতে কহিল॥
তীর্থযাত্রা কথা এই হৈল সমাপন।
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন॥
অনন্ত চৈতন্য-কথা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি॥
প্রভুর তীর্থযাত্রা কথা শুনে যেইজন।
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন॥
চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বোল 'হরি হরি'॥
এই কলিকালে আর নাহি অন্য ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর।
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর॥
চৈতন্যচরিত্র শ্রদ্ধায় শুনে যেইজন।
যতেক বিচারে তত পায় প্রেমধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণদেশ-তীর্থভ্রমণং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ।

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—তং (প্রসিদ্ধ) গৌরজলদং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমেঘকে) বন্দে (বন্দনা করি) যঃ (যে গৌর-জলদ) বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান ভক্তশস্যানি (আপনার বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টিতে শুষ্কপ্রায় ভক্তশস্যসকলকে) স্বস্য দর্শনামৃতৈঃ অজীবয়ৎ (আপনার দর্শনরূপ অমৃত বিতরণে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—শস্য যেমন বৃষ্টি না হলে শুকিয়ে নির্জীব হয়ে যায়, আবার মেঘের জল পেলে সজীব হয়ে উঠে, গৌরাঙ্গদেবের বিরহেও তেমনি তাঁর ভক্তেরা নির্জীব হয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের দেখা দিয়ে আবার তিনি আনন্দে হর্ষে সজীব করে তুললেন। কাজেই তাঁকে মেঘের সঙ্গে, তাঁর দেখা দেওয়াকে মেঘের জলবর্ষণের সঙ্গে, আর ভক্তদের শস্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সেই গৌরাঙ্গরূপ মেঘকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র (১) রাজা তবে বোলাইল সার্ব্বভৌমে ॥
বসিতে আসন দিলা করি নমস্কারে।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা তবে পুছিল তাঁহারে ॥
শুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হৈতে আইলা তেঁহো মহাকৃপাময় ॥
তোমারে বহুকৃপা কৈলা কহে সর্ব্বজন।
কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন ॥
ভট্ট কহে যে শুনিলে সেই সত্য হয়।
তাঁহার দর্শন তোমার ঘটন না হয় ॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহয়ে নির্জ্জনে।
স্বপ্নেহ না করে তেঁহো রাজ-দরশনে ॥
তথাপি কোন প্রকারে তোমা করাইতাম দর্শন।
সম্প্রতি করিলা তেঁহো দক্ষিণ গমন ॥
রাজা কহে জগন্নাথ ছাড়ি কেন গেলা।
ভট্ট কহে মহান্তের এই এক লীলা ॥
তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকঃ

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ৩২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল।
তেঁহো জীব নহে হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥
রাজা কহে তাঁরে তুমি যাইতে কেন দিলে।
পায়ে পড়ি যত্ন করি কেন না রাখিলে ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তেঁহো ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তেঁহো নহে পরতন্ত্র ॥
তথাপি রাখিতে তাঁরে বহু যত্ন কৈল।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখিতে নারিল ॥
রাজা কহে ভট্ট তুমি বিজ্ঞ-শিরোমণি।
তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ তাতে সত্য মানি ॥
পুনরপি ইহাঁ তাঁর হবে আগমন।
একবার দেখি, করি সফল নয়ন ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তেঁহো আসিব অল্পকালে।
রহিতে তাঁরে একস্থান চাহিয়ে বিরলে ॥
ঠাকুরের (২) নিকট আর হইবে নির্জ্জনে।
ঐছে নির্ণয় করি দেহ একস্থানে ॥

---

(১) 'প্রতাপরুদ্র'—ইনি পুরুষোত্তমের অর্থাৎ পুরীর রাজা।

(২) 'ঠাকুরের'—শ্রীজগন্নাথদেবের।

রাজা কহে ঐছে কাশীমিশ্রের সদন।
ঠাকুরের নিকট হয় পরম নির্জ্জন॥
এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হৈয়া।
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল সব গিয়া॥
কাশীমিশ্র কহে আমি বড় ভাগ্যবান্।
মোর ঘরে প্রভুপাদের হবে অবস্থান॥
এইমত পুরুষোত্তমবাসী যত জন।
প্রভুরে মিলিতে সভার উৎকণ্ঠিত মন॥
সব লোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাঢ়িলা।
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে তবহি আইলা॥
শুনি আনন্দিত হৈল সভাকার মন।
সভে মেলি সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন॥
প্রভু সহ আমা সভার করাহ মিলন।
তোমার প্রসাদে পাই চৈতন্য-চরণ॥
ভট্টাচার্য্য কহে কালি কাশীমিশ্রের ঘরে।
প্রভু যাইবেন তাঁহা মিলাইব সবারে॥
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সঙ্গে।
জগন্নাথ দরশন কৈল মহারঙ্গে॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহা মিলিল সেবকগণ।
মহাপ্রভু সভাকারে কৈল আলিঙ্গন॥
দর্শন করি মহাপ্রভু চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য নিল তাঁরে কাশীমিশ্র-ঘরে॥
কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে।
গৃহ-সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে॥
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল॥
তবে মহাপ্রভু তাঁহা বসিলা আসনে।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে॥
সুখী হৈলা প্রভু দেখি বাসার সংস্থান।
সেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ব্ব সমাধান॥
সার্ব্বভৌম কহে প্রভু তোমার যোগ্য বাসা।
তুমি অঙ্গীকার কর এই মিশ্রের আশা॥
প্রভু কহে এই দেহ তোমা সভাকার।
যেই তুমি কহ সেই সম্মত আমার॥

সবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে বসি।
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী॥
এই সব লোক প্রভু বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হঞা আছে তোমা মিলিবারে॥
তৃষিত চাতক যৈছে মেঘেরে হাঁকারে (১)।
তৈছে এই সব, সভা কর অঙ্গীকারে॥
জগন্নাথ সেবক এই নাম জনার্দ্দন।
অনবসরে (২) করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবন॥
কৃষ্ণদাস নাম এই স্বর্ণবেত্রধারী।
শিখি মাহিতী এই লিখন-অধিকারী (৩)॥
প্রদ্যুম্নমিশ্র ইহোঁ বৈষ্ণব প্রধান।
জগন্নাথ মহা সোয়ার (৪) ইহোঁ দাস নাম॥
মুরারি মাহিতী শিখি মাহিতীর ভাই।
তোমার চরণ বিনু অন্যগতি নাই॥
চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস ইহোঁ ধ্যায় তোমার চরণ॥
প্রহরাজ মহাপাত্র ইহোঁ মহামতি।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইহার সংহতি॥
এই সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ।
একান্তভাবে ভজে সভে তোমার চরণ॥
তবে সভে পায়ে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া।
সভে আলিঙ্গিলা প্রভু প্রসাদ করিয়া॥
হেনকালে আইলা তাঁহা ভবানন্দ রায়।
চারি পুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায়॥
সার্ব্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ।
ইঁহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ॥

---

(১) 'হাঁকারে'—ডাকে।

(২) 'অনবসরে'—সাধারণ লোকের যখন দর্শন করিবার সময় নহে তখন।

(৩) 'লিখন-অধিকারী'—জগন্নাথদেবের আয়-ব্যয় লিখিয়া রাখিবার কর্ত্তা।

(৪) 'সোয়ার'—সূপকার, পাচক (উড়িয়া ভাষা)। 'মহা সোয়ার'—পাচক প্রধান।

তবে মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
স্তুতি করি কহে রামানন্দ-বিবরণ ॥
রামানন্দ হেন রত্ন যাঁহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহনে না হয় ॥
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি ॥
রায় কহে আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।
মোরে স্পর্শ তুমি এই ঈশ্বর-লক্ষণ ॥
নিজগৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চপুত্র-সনে।
আত্মা সমর্পিল আমি তোমার চরণে ॥
এই বাণীনাথ (১) রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা সেই করিবে সেবনে ॥
আত্মীয় জ্ঞান করি সঙ্কোচ না করিবে।
যবে যেই ইচ্ছা তোমার সেই আজ্ঞা দিবে ॥
প্রভু কহে কি সঙ্কোচ নহ তুমি পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর ॥
দিন-পাঁচ-সাত-ভিতরে আসিবে রামানন্দ।
তার সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
তার পুত্র সব শিরে ধরিল চরণ ॥
তবে মহাপ্রভু তারে ঘরে পাঠাইল।
বাণীনাথ পট্টনায়ক (২) নিকটে রাখিল ॥
ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করিল।
তবে প্রভু কালাকৃষ্ণদাসে (৩) বোলাইল ॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য শুন ইহার চরিত।
দক্ষিণ গেলেন ইহোঁ আমার সহিত ॥
ভট্টমারি হৈতে গেলা আমারে ছাড়িয়া।
ভট্টমারি হৈতে ইহাঁয় আনিলুঁ উদ্ধারিয়া ॥

এবে আমি ইহাঁ আনি করিল বিদায়।
যাঁহা তাঁহা যাহ আমা সনে নাহি দায় ॥
এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা ॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ দামোদর।
চারিজনে যুক্তি তবে করিল অন্তর ॥
গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন।
আইকে (৪) কহিবে যাই প্রভুর আগমন ॥
অদ্বৈত শ্রীবাস-আদি যত ভক্তগণ।
সবেই আসিবে শুনি প্রভুর আগমন ॥
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া।
এত কহি তাঁরে রাখিল আশ্বাস করিয়া ॥
আর দিন প্রভু ঠাঁই কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ গৌড়দেশে পাঠাই একজন ॥
তোমার দক্ষিণ-গমন শুনি শচী আই।
অদ্বৈতাদি বৈষ্ণব আছেন দুঃখ পাই ॥
একজন যাই কহে শুভ সমাচার।
প্রভু কহে কর সেই যে ইচ্ছা তোমার ॥
তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল।
বৈষ্ণব সভারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল ॥
তবে গৌড়দেশে আইলা কালাকৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপ গেলা তিহোঁ শচী আই পাশ ॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার।
দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু কহে সমাচার ॥
শুনি আনন্দিত হৈল শচী-মাতার মন।
শ্রীনিবাস আদি আর যত ভক্তগণ ॥
শুনিয়া সভার হৈল পরম উল্লাস।
অদ্বৈত-আচার্য্য গৃহে গেলা কৃষ্ণদাস ॥
আচার্য্যে প্রসাদ দিয়া কৈল নমস্কার।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার ॥
শুনিয়া আচার্য্য গোঁসাঞি পরমানন্দ হৈলা।
প্রেমাবেশে হুঙ্কার বহু নৃত্যগীত কৈলা ॥

---

(১) 'বাণীনাথ'—ভবানন্দের পুত্র।
(২) 'পট্টনায়ক'—রাজদত্ত উপাধি।
(৩) 'কালাকৃষ্ণদাস'—ইনি দক্ষিণতীর্থ ভ্রমণে পভুর সঙ্গী ছিলেন।
(৪) 'আইকে'—আর্য্যমাতা শ্রীশচীকে।

হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ।
বাসুদেব দত্ত গুপ্ত মুরারি শিবানন্দ॥
আচার্য রত্ন আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
আচার্য্য নিধি আর পণ্ডিত গদাধর॥
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
শ্রীমান্ পণ্ডিত আর বিজয় শ্রীধর॥
রাঘব পণ্ডিত আর আচার্য্যনন্দন।
কতেক কহিব আর যত প্রভুর গণ॥
শুনিয়া সভার হৈল পরম উল্লাস।
সভে মিলি আইলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ॥
আচার্য্যের কৈল সভে চরণ-বন্দন।
আচার্য্য-গোঁসাঞি কৈলা সভা আলিঙ্গন॥
দুই তিন দিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল।
নীলাচলে যাইতে তবে যুক্তি দৃঢ় হৈল॥
সবে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইয়া।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লৈয়া॥
প্রভুর সমাচার শুনি কুলীন-গ্রামবাসী।
সত্যরাজ রামানন্দ মিলিলা তাঁহা আসি॥
মুকুন্দ নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।
আচার্য্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে॥
সেই-কালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দ-পুরী।
গঙ্গা-তীরে তীরে আইলা নদীয়া নগরী॥
আইর মন্দিরে সুখে করিল বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সন্মান॥
প্রভু-আগমন তেঁহো তাঁহাই শুনিল।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল॥
প্রভুর এক ভক্ত দ্বিজ কমলাকান্ত নাম।
তাঁরে লঞা নীলাচলে করিল প্রয়াণ॥
সত্বরে আসিয়া তেঁহো মিলিলা প্রভুরে।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাইয়া তাঁহারে॥
প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ-বন্দন।
তেঁহো প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন॥
প্রভু কহে তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়।
মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি-আশ্রয়॥

পুরী কহে তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি।
গৌড় হৈতে চলি আইলা নীলাচল-পুরী॥
দক্ষিণ হৈতে তোমার শুনি আগমন।
শচীর আনন্দ হৈল যত ভক্তগণ॥
সভেই আসিতেছেন তোমারে দেখিতে।
তাঁ-সভার বিলম্ব দেখি আইলাঙ ত্বরিতে॥
কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর।
প্রভু তাঁরে দিল আর সেবার কিঙ্কর॥
আর দিনে আইলা স্বরূপ-দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মী রসের সাগর॥
পুরুষোত্তম আচার্য্য তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহো প্রভুর চরণে॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।
সন্ন্যাস-গ্রহণ কৈল বরাণসী গিয়া॥
চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর আজ্ঞা দিল তাঁরে।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সকল লোকেরে॥
পরম বিরক্ত তেঁহো পরম পণ্ডিত।
কায়মনে আশ্রিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ-চরিত॥
নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব এই ত কারণ।
উন্মাদে করিলা তেঁহো সন্ন্যাস-গ্রহণ॥
সন্ন্যাস করিল শিক্ষা সূত্র-ত্যাগরূপ।
যোগপট্ট (১) না লইল নাম হইল 'স্বরূপ'॥
গুরুঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে।
রাত্রিদিন কৃষ্ণ প্রেম আনন্দ-বিহ্বলে॥
পাণ্ডিত্যের অবধি কথা নাহি কারো সনে।
নির্জ্জনে রহেন সব লোক নাহি জানে॥

(১) 'যোগপট্ট—সন্ন্যাসীদের বস্ত্রবিশেষ। যে দৃঢ় বস্ত্রকে বলয়াকারে পৃষ্ঠ এবং জানুদ্বয়ের সমাযোগে বেষ্টন করিয়া ঊর্দ্ধজানুতে পরিধান করা হয়, তাহাকে যোগপট্ট বলে। যোগপট্ট না লইয়া নিজরূপে থাকায় 'স্বরূপ' নাম হইয়াছে। গিরি, পুরী, বন প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন নাই, এইজন্যও স্বরূপ বলে।

কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ (১)॥
গ্রন্থ শ্লোকগীতা কেহো প্রভুপাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ যেই আর রসাভাস।
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥
অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি করায় প্রভুকে শ্রবণ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণসম॥
সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা।
চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে ১৪ শ্লোকঃ

হেলোদ্ধূনিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥ ৩॥

অন্বয়ঃ।—শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে (হে শ্রীচৈতন্য দয়ানিধি) হেলোদ্ধূনিতখেদয়া (যাঁহার দ্বারা হেলায় সমস্ত খেদ বিদূরিত হয়) বিশদয়া (যাহা) সুনির্ম্মল) প্রোন্মীলদামোদয়া (যাহা আনন্দ বর্দ্ধন করে) শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া (যাহা শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত করে) রসদয়া (যাহা ভক্তিরস প্রদান করে) চিত্তার্পিতোন্মাদয়া (যাহা চিত্তে উন্মাদ নামক সঞ্চারী ভাব অর্পণ করে) শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া (যাহা হইতে নিরন্তর ভক্তিসুখ পাওয়া যায়) সমদয়া (যাহা মদভাবযুক্ত) মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া (যাহা মাধুর্য্যের সীমা স্বরূপ) অমন্দোদয়া (অধিকতর প্রকাশশীল) তব দয়া ভূয়াৎ (তোমার সেই দয়া আমাকে দান কর)।

অনুবাদ।—হে দয়ানিধি চৈতন্য! দ্রুত কল্যাণ দান করে তোমার দয়া—তোমার সেই দয়া তুমি প্রকাশ কর। তোমার দয়ায় হেলায় সমস্ত দুঃখ দূর হয়। সুনির্ম্মল তোমার দয়া আনন্দকে জাগিয়ে তোলে—শান্ত করে শাস্ত্রের বিবাদ, দান করে ভক্তিরস, চিত্তে আকুল উন্মাদনা আনে, নিরন্তর ভক্তিসুখ দান করে, আনে মত্ততা, আর মাধুর্য্যের সীমা তার ভিতরই পাওয়া যায়॥ ৩॥

উঠাইয়া মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে প্রেমাবেশে হইলা অচেতন॥
কথো ক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা॥
তুমি যে আসিবে আজি স্বপ্নেতে দেখিল।
ভাল হইল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল॥
স্বরূপ কহে প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ।
তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেনু করিনু প্রমাদ॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেমালেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্যদেশ॥
মুঞি তোমা ছাড়িনু তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপারজ্জু গলে বান্ধি চরণে আনিলা॥
তবে স্বরূপ কৈল নিত্যানন্দের বন্দন।
নিত্যানন্দ প্রভু কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর সার্ব্বভৌম।
সবা-সনে যথাযোগ্য করিলা মিলন॥
পরমানন্দপুরীর কৈল চরণ বন্দন।
পুরী-গোঁসাঞি তারে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
মহাপ্রভু দিল তাঁরে নিভৃতে বাসাঘর।
জলাদি-পরিচর্য্যা লাগি এক কিঙ্কর॥
আর দিন সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণ-সঙ্গে।
বসি আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥

(১) 'দ্বিতীয় স্বরূপ'—দ্বিতীয় মূর্ত্তি।

হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন।
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয় বচন ॥
ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম।
পুরী-গোঁসাঞির আজ্ঞায় আইনু তব স্থান ॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোঁসাই আজ্ঞা কৈল মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্য-নিকট রহি সেবহ তাঁহারে ॥
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া।
প্রভু আজ্ঞায় তোমার পদে আইনু ধাইয়া ॥
গোঁসাঞি কহে পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে।
কৃপা করি মোর ঠাঁই পাঠাইলা তোমারে ॥
এত শুনি সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিলা।
পুরী-গোঁসাঞি শূদ্র-সেবক কাঁহাতো রাখিলা ॥
প্রভু কহে ঈশ্বর হন পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র (১) ॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে ॥
স্নেহলেশাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর কৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার ॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটিসুখ স্নেহ-আচরণে।
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে ॥
এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন।
গোবিন্দ করিল প্রভুর চরণ-বন্দন ॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার ॥
ইঁহাকে আপন সেবা করাইতে না জুয়ায়(২)।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন কি করি উপায় ॥

ভট্টাচার্য্য কহে গুরু-আজ্ঞা বলবান্।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে শাস্ত্র পরমাণ ॥

তথাহি—রঘুবংশে ১৪ সর্গে সীতাবনবাসে ৪৬ শ্লোকঃ

স শুশ্রুবান্ মাতরি ভার্গবেণ
পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।
প্রত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং তৎ
আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—পিতুঃ নিয়োগাৎ (পিতার আদেশে) ভার্গবেণ (পরশুরাম কর্ত্তৃক) মাতরি দ্বিষদ্বৎ (মাতার উপরে শত্রুর মত) প্রহৃতং (প্রহারের কথা) শুশ্রুবান্ (শ্রবণকারী) সঃ (লক্ষ্মণ) তৎ অগ্রজশাসনং (শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ) প্রত্যগ্রহীৎ (প্রতিপালন করিয়াছিলেন) হি গুরূণাম্ আজ্ঞা অবিচারণীয়া (যেহেতু গুরুজনের আদেশ অলঙ্ঘনীয়)।

অনুবাদ। গুরুজনের আদেশ বিচারের বস্তু নয়। পিতার আজ্ঞায় পরশুরাম শত্রুর মতন মা-কে অস্ত্রাঘাত করেছিলেন। একথা লক্ষ্মণ শুনেছিলেন: তাই তিনিও অগ্রজের (রামের) আদেশ মেনে নিলেন ॥ ৪ ॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি অঙ্গীকার।
আপন শ্রীঅঙ্গ-সেবায় দিল অধিকার ॥
প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি সভে করে মান।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান(৩) ॥
ছোট বড় কীর্ত্তনীয়া দুই হরিদাস।
রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ ॥
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন ॥
আর দিন মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভুর স্থানে।
ব্রহ্মানন্দ-ভারতী আইলা তোমার দর্শনে ॥
আজ্ঞা দেহ যদি তাঁরে আনিয়ে এথাই।
প্রভু কহে গুরু তেঁহো যাব তাঁর ঠাঞি ॥

(১) 'বেদপরতন্ত্র'—বেদের অধীন: ঈশ্বর কাহাকেও কৃপা করিতে বেদাদির বিচার করিয়া করেন না।
(২) 'জুয়ায়'—উচিত হয়।
(৩) 'সমাধান'—মহাপ্রসাদ প্রদানাদি।

এত বলি মহাপ্রভু সব ভক্ত-সঙ্গে।
চলি আইলা ব্রহ্মানন্দ ভারতীর আগে॥
ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি প্রভুর দুঃখ হৈল অন্তর॥
দেখিয়াও ছল কৈল যেন দেখি নাই।
মুকুন্দেরে পুছে কোথা ভারতী গোঁসাঞি॥
মুকুন্দ কহে এই আগে দেখ বিদ্যমান।
প্রভু কহে তেহোঁ নহে তুমি অগেয়ান॥
অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতী-গোঁসাঞি কেনে পরিবেন চাম॥
শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে।
মোর চর্ম্মাম্বর এই না ভায় (১) ইহাঁরে॥
ভাল কহে চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি।
চর্ম্মাম্বর-পরিধানে সংসার না তরি॥
আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর।
প্রভু বহির্ব্বাস আনাইলা জানিয়া অন্তর॥
চর্ম্ম ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন।
প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণ-বন্দন॥
ভারতী কহে তোমার আচার লোক শিখাইতে।
পুন না করিবে নতি ভয় পাঙ চিতে॥
সম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহাঁ চলাচল।
জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম তুমি ত সচল॥
তুমি গৌরবর্ণ তেহোঁ শ্যামল-বরণ।
দুই ব্রহ্মে কৈল সব জগৎ-তারণ॥
প্রভু কহে সত্য কহ তোমার আগমনে।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিলা শ্রীপুরুষোত্তমে॥
ব্রহ্মানন্দ নাম তুমি গৌরব্রহ্ম চল।
শ্যামব্রহ্ম জগন্নাথ বসি আছে অচল॥
ভারতী কহে সার্ব্বভৌম মধ্যস্থ হইয়া।
ইঁহার সহ আমার ন্যায় (২) বুঝ মন দিয়া॥

(১) 'না ভায়'—ভাল লাগে না।
(২) 'ন্যায়'—বিচার।

ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবে (৩) জীব ব্রহ্ম জানি।
জীব ব্যাপ্য ব্রহ্ম ব্যাপক শাস্ত্রেতে বাখানি॥
চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈলে আমার শোধন।
দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে এই ত কারণ॥

তথাহি—মহাভারতে সহস্রনামস্তোত্রে ১২৭।৭৫

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥ ৫

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৩য় পরিচ্ছেদে ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই সব নামের ইহোঁ হয় নিজাস্পদ (৪)।
চন্দনাক্ত প্রসাদ ডোর শ্রীভুজে অঙ্গদ (৫)॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভারতী দেখি তোমার জয়।
প্রভু কহে যেই কহ সেই সত্য হয়॥
গুরু-শিষ্য-ন্যায়ে সত্য শিষ্য পরাজয়।
ভারতী কহে এহো নহে, অন্য হেতু হয়॥
ভক্ত ঠাঁঞি তুমি হার এ তোমার স্বভাব।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব॥
আজন্ম করিল আমি নিরাকার-ধ্যান।
তোমা দেখি কৃষ্ণ হৈলা মোর বিদ্যমান॥
কৃষ্ণনাম মুখে স্ফুরে মনে নেত্রে 'কৃষ্ণ'।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ॥
বিল্বমঙ্গল কহিল যৈছে দশা আপনার।
ইহা দেখি সেই দশা হইল আমার॥

(৩) 'ব্যাপ্যব্যাপকভাবে'—যাহার অল্পদেশবৃত্তি তাহার নাম 'ব্যাপ্য' এবং যাহার অধিক দেশবৃত্তি, তাহার নাম 'ব্যাপক'। সর্ব্বত্র যাহার বিদ্যমানতা সেইটি ব্যাপক, আর ঐ ব্যাপকের সত্তায় যাহার সত্তা সেইটি ব্যাপ্য। তাহা হইলে ব্রহ্মের সর্ব্ব সত্তা থাকায় তিনি ব্যাপক, আর জীবের তদধীন সত্তায় সত্তা থাকায় জীব ব্যাপ্য।

(৪) 'নিজাস্পদ'—নিজস্থান।

(৫) জগন্নাথের প্রসাদী চন্দনযুক্ত ডোর দুই হাতে অঙ্গদ হইয়াছে।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ৩।১।২০
বিল্বমঙ্গলবাক্যম্

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—অদ্বৈতবীথীপথিকৈঃ (অদ্বৈতপথাবলম্বী উপাসকগণ কর্ত্তৃক) উপাস্যাঃ (আরাধ্য) স্বানন্দ-সিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ (আত্মানন্দ সিংহাসনে আরাধিত) বয়ং কেন অপি গোপবধূবিটেন শঠেন (আমরা কোন গোপবধূ লম্পট শঠকর্ত্তৃক) হঠেন দাসীকৃতাঃ (বলপূর্ব্বক দাস্যে নিযুক্ত হইলাম)।

অনুবাদ।—'আমি অর্থাৎ জীব আর ভগবান্ এক' এই মত যাঁরা মানেন, আমরা ছিলাম তাঁদের নমস্য অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে প্রধান, আমরা নিজের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে অনুভব করে যেন সেই আনন্দের সিংহাসনে রাজা হয়ে বসেছিলাম। কিন্তু গোপবধূ-লম্পট কোন শঠ জোর করে আমাদের দাস ক'রে নিল! ৬॥

প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয় ॥
ভট্টাচার্য্য কহে দোঁহার সুসত্য বচন।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন ॥
প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।
ইঁহার কৃপাতে হয় দর্শন ইঁহার ॥
প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু কি কহ সার্ব্বভৌম।
অতিস্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ ॥
এত বলি ভারতী লঞা নিজ বাসা আইলা।
ভারতী-গোঁসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা ॥
রামভদ্রাচার্য্য আর ভগবান্ আচার্য্য।
প্রভু পাশে রহিলা দোঁহে ছাড়ি অন্য কার্য্য ॥
কাশীশ্বর-গোঁসাঞি আইলা আর দিনে।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিল নিজস্থানে ॥
প্রভুরে করান লঞা ঈশ্বর দর্শন।
আগে লোকভীড় সব করে নিবারণ ॥
যত নদনদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাঁহা হয় ॥
সভে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি সভায়ে রাখিলা নিজস্থানে ॥
এই ত কহিল প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণব-মিলনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যানিমগ্নম্॥ ১

অন্বয়ঃ।—নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ (বিবিধভাবরূপ আভরণে মণ্ডিতদেহ) গৌরচন্দ্রঃ ভক্তৈঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর ভক্তগণের সহিত) শ্রীজগন্নাথগেহে (শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে) অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং (অত্যন্ত উদ্দণ্ড তাণ্ডব নৃত্য) কুর্ব্বন্ (করিয়া) স্বধাম্না বিশ্বং (আপন মাধুর্য্যে বিশ্ববাসীকে) প্রেমবন্যানিমগ্নং চক্রে (প্রেমবন্যায় নিমগ্ন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—কত রকম ভাব যাঁর দেহের মধ্যে ফুটে উঠে অলঙ্কারের মত দেহকে সুন্দর করে তোলে, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র ভক্তদের সঙ্গে জগন্নাথের মন্দিরে অতি উদ্দণ্ড নৃত্য করতে করতে আপন-মাধুর্য্যে সমস্ত লোককে প্রেমের বন্যায় নিমগ্ন করেছিলেন॥ ১।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভু-স্থানে।
অভয়দান দেহ, তবে করি নিবেদনে॥
প্রভু কহে কহ তুমি, কিছু নাহি ভয়।
যোগ্য হইলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয়॥
সার্ব্বভৌম কহে এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়॥
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্ব্বভৌমে কহে কহ কেন অযোগ্য বচন॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন সম বিষের ভক্ষণ (১)॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে ২৭ শ্লোকঃ

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত! বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥ ২

অন্বয়ঃ।—ভবসাগরস্য (সংসারসাগরের) পরং পারং জিগমিষোঃ (পরপারে যাইতে ইচ্ছুক) নিষ্কিঞ্চনস্য (ভোগবাসনাহীন) ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য (শ্রীকৃষ্ণ ভজনে উন্মুখ জনের পক্ষে) বিষয়িণাং (বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের) অথ যোষিতাঞ্চ (এবং রমণীগণের) সন্দর্শনং (সন্দর্শন) হা হন্ত হন্ত (হায় হায়) বিষভক্ষণতঃ অপি (বিষভক্ষণাপেক্ষাও) অসাধু (অমঙ্গলজনক)।

অনুবাদ।—যারা সংসারের ভোগবাসনা ছেড়ে দিয়ে ভগবানের সেবায় উৎসুক এবং সংসার সাগরের পারে যাবার জন্য ইচ্ছুক তাঁদের পক্ষে বিষয়ী বা কামিনীর দর্শন—হায়! হায়!—বিষ ভক্ষণের চেয়েও অমঙ্গলজনক॥ ২॥

সার্ব্বভৌম কহে সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথ-সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম॥
প্রভু কহে, তথাপি রাজা কাল-সর্পাকার।
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে ২৮ শ্লোকঃ

আকারাদপি ভেতব্যং
স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্ম্মনসঃ ক্ষোভ-
স্তথা তস্যাকৃতেরপি॥ ৩

অন্বয়ঃ।—স্ত্রীণাং বিষয়িনাং (রমণীগণের এবং বিষয়াসক্তজনগণের) আকারাৎ অপি (মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তি হইতেও) ভেতব্যং (ভয় জন্মে) যথা অহেঃ (যেমন সর্প হইতে) মনসঃ (মনের) ক্ষোভঃ,

---

(১) বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার পক্ষে রাজদর্শন ও স্ত্রী-দর্শন বিষভক্ষণের তুল্য অর্থাৎ বিষভক্ষণ যেমন প্রাণ-নাশক, তদ্রূপ ঐ দুই দর্শন পরমার্থ-জ্ঞাননাশক।

(ক্ষোভ জন্মে) তথা তস্য (তেমনই সেই সর্পের) আকৃতেঃ অপি (মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত আকৃতি হইতেও)।

অনুবাদ।—স্ত্রীলোক ও বিষয়ীদের কৃত্রিম মূর্ত্তি দেখলেও ভয় করা উচিত, কেননা সাপের মতন সাপের কৃত্রিম আকৃতিও মনে ভয় জন্মায় ॥ ৩ ॥

ঐছে বাৎ পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুনঃ যদি কহ আমা এথা না দেখিবে ॥
ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা ॥
রামানন্দ রায় আইলা গজপতি (১) সঙ্গে।
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলেন রঙ্গে ॥
রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ॥
রায়-সনে প্রভুর দেখি স্নেহ ব্যবহার।
সব ভক্তগণ মনে হৈল চমৎকার ॥
রায় কহে তোমার আজ্ঞায় রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোরে বিষয় ছাড়াইল ॥
আমি কহিল আমা হৈতে না হয় বিষয়।
চৈতন্য-চরণে রহোঁ যদি আজ্ঞা হয় ॥
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈলা।
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈলা ॥
তোমার নাম শুনি হৈল মহা-প্রেমাবেশে।
মোর হাথে ধরি কহে পিরীতি বিশেষে ॥
তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাহ সে বর্ত্তন (২)।
নিশ্চিন্ত হইয়া সেব প্রভুর চরণ ॥
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই সেবে তার সফল জীবনে ॥
পরম কৃপালু তেঁহো ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দর্শন ॥

(১) 'গজপতি'—ঐ রাজার উপাধি।

(২) 'বর্ত্তন'—বেতন। তোমার যে বেতন আছে তাহা ভোগ কর।

যে তাঁহার প্রেম-আর্ত্তি(৩) দেখিল তোমাতে।
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে ॥
প্রভু কহেন তুমি কৃষ্ণ-ভকত প্রধান।
তোমারে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্ ॥
তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার ॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে উত্তর খণ্ডে (৬) আদিপুরাণবচনম্

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ
ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তস্য চ যে ভক্তা-
স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ (অর্জ্জুন)! যে মে (যাঁহারা আমার) ভক্তজনাঃ (ভক্তজন) তে চ জনাঃ মে ভক্তাঃ ন (সে সকল লোক আমার ভক্ত নহে) মে ভক্তস্য যে ভক্তাঃ (আমার ভক্তের যাহারা ভক্ত) তে মে ভক্ততমাঃ মতাঃ (তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া গণ্য)।

অনুবাদ।—হে অর্জ্জুন! যারা কেবল আমারই ভক্ত, তারা আমার ভক্ত নয়। যারা আমার ভক্তেরও ভক্ত তারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত ॥ ৪ ॥

তত্রৈব উত্তরখণ্ডে ধৃতঃ ৫ পদ্মপুরাণ-শ্লোকঃ

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং
বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি!
তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—হে দেবি! সর্ব্বেষাম্ আরাধনানাম্ (সমস্ত দেবতার আরাধনার মধ্যে) বিষ্ণোঃ আরাধনং পরং (বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ) তস্মাৎ তদীয়ানাং (বিষ্ণুর আরাধনা হইতে বিষ্ণুভক্তগণের) সমর্চ্চনং (সম্যক্ পূজা) পরতরং (প্রশস্ততর)।

অনুবাদ।—সকল দেবতার আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। তার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর বিষ্ণুভক্তের আরাধনা ॥ ৫ ॥

(৩) 'প্রেম-আর্ত্তি'—প্রেম-বেদনা।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ১৯ অং ২১।২২ শ্লোকঃ

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥ ৬
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্॥ ৭

অন্বয়ঃ।—পরিচর্য্যায়াং (পরিচর্য্যায়) আদরঃ (প্রীতি) সর্ব্বাঙ্গৈঃ (সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া) অভিবন্দনং (আমাকে প্রণাম) অভ্যধিকা (আমার অর্চ্চনা হইতেও শ্রেষ্ঠ) মদ্ভক্তপূজা (আমার ভক্তের পূজা) সর্ব্বভূতেষু (নিখিল জীবজগতে) মন্মতিঃ (আমার অস্তিত্বের একাগ্র চিন্তা) মদর্থেষু অঙ্গচেষ্টা (আমার জন্য কায়িক প্রযত্ন) বচসা চ (এবং বাক্য দ্বারা) মদ্‌গুণেরণম্ (আমার গুণকীর্ত্তন) 'প্রেমভক্তের্মূলম্'।

অনুবাদ।—আমার পরিচর্য্যায় আদর, আমাকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অভিবন্দন ও আমার ভক্তের পূজা—যা আমার পূজা থেকেও বড়, এবং সকল জীবে আমাকে দর্শন করা, আমার জন্য সমস্ত কায়িক চেষ্টা (শরীরের কাজ) করা ও আমার গুণ-কীর্ত্তন—এই-গুলি থেকেই প্রেমভক্তি হয়॥ ৬।৭॥

তত্রৈব ৩ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকঃ

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু (বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির একমাত্র পথস্বরূপ ভক্তগণের) সেবা (সেবা) অল্পতপসঃ (অল্পসাধন জনগণের পক্ষে) হি দুরাপা (দুর্লভ) যত্র (যে স্থলে, যে পথস্বরূপ ভক্তগণের বদনে) দেবদেব জনার্দনঃ (দেবাদিদেব জনার্দ্দন) নিত্যম্ উপগীয়তে (নিত্যই উপগীত হন)।

অনুবাদ।—যাঁরা নিয়তই দেবদেব জনার্দ্দনের গুণকীর্ত্তন করেন সেই বৈকুণ্ঠপথস্বরূপ ভক্তদের সেবা করা অল্পপুণ্য ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ॥ ৮॥

পুরী ভারতী গোঁসাঞি স্বরূপ নিত্যানন্দ।
চারি গোঁসাঞির কৈল রায় চরণাভিবন্দ॥
জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।
যথাযোগ্য সব ভক্তে করিলা মিলন॥
প্রভু কহে রায় দেখিলে কমললোচন (১)।
রায় কহে এবে যাই পাব দরশন॥
প্রভু কহে রায় তুমি কি কর্ম্ম করিলা।
ঈশ্বর না দেখি আগে এথা কেন আইলা॥
রায় কহে চরণ রথ হৃদয়-সারথি।
যাহা লঞা যায় তাঁহা যায় জীব-রথী॥
আমি কি করিব মন ইহাঁ লঞা আইল।
জগন্নাথ-দরশনে বিচার না কৈল॥
প্রভু কহে যাহ শীঘ্র কর দরশন।
ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব-মিলন॥
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দর্শনে।
রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন্ জনে॥
ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইলা।
সার্ব্বভৌমে নমস্করি তাঁহারে পুছিলা॥
মোর লাগি প্রভু-পদে কৈলে নিবেদন।
সার্ব্বভৌম কহে কৈল অনেক যতন॥
তোমার লাগি প্রভুপদে কৈল নিবেদন।
তথাপি না করে তেঁহো রাজ-দরশন॥
ক্ষেত্র ছাড়ে পুনঃ যদি করি নিবেদন।
কিরূপে কহিয়ে আর তোমার বচন॥
শুনিঞা রাজার মনে দুঃখ উপজিল।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥
পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
শুনি জগাই-মাধাই তেহোঁ করিলা উদ্ধার॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিব জগৎ উদ্ধার।
এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮মে স্কন্ধে ৩৪ শ্লোকঃ

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্
সংবীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাম্।
মদেকবর্জ্জং কৃপয়িষ্যতীতি
নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—সঃ (তিনি) অদর্শনীয়ান্ (দর্শনের অযোগ্য) নীচজাতীন্ অপি সংবীক্ষতে (নীচ জাতীয় লোকসমূহকেও দর্শন দেন) হন্ত তথাপি মাং নো (হায় তথাপি আমাকে দর্শন দিতেছেন না।)

(১) 'কমললোচন'—শ্রীজগন্নাথ।

মদেকবর্জ্জং (একমাত্র আমাকে ত্যাগ করিয়া অপর সকলকে) কৃপয়িষ্যতি (কৃপা করিবেন) ইতি নির্ণীয় কিম্ (ইহা স্থির করিয়াই কি) স দেবঃ অবততার (সেই শ্রীচৈতন্যদেব অবতার গ্রহণ করিয়াছেন)।

অনুবাদ।—নীচজাতি যারা দর্শনের অযোগ্য তাদেরও তিনি দর্শন দিয়েছেন—কিন্তু আমাকে নয়। আমাকে বর্জ্জন করে (বাদ দিয়ে) সকলকে কৃপা করবেন—এই ঠিক করেই কি চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হয়েছেন ॥ ৯ ॥

তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজদরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ ॥
এত শুনি ভট্টাচার্য্য হইলা চিন্তিত।
রাজার অনুরাগ দেখি হইলা বিস্মিত ॥
ভট্টাচার্য্য কহে দেব না কর বিষাদ।
তোমার উপর প্রভুর হবে অবশ্য প্রসাদ ॥
তেঁহো প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর ॥
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়।
এই উপায় কর প্রভু দেখিবে যাহায় ॥
রথযাত্রা-দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা।
রথ আগে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করেন প্রবেশ।
সেই কালে তুমি একা ছাড়ি রাজবেশ ॥
কৃষ্ণরাস-পঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন।
একলে গিয়া মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি সেকালে কৃষ্ণনাম শুনি।
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় বৈষ্ণব জানি ॥
রামানন্দ রায় আজি তোমার প্রেম-গুণ।
প্রভু-আগে কহি প্রভুর ফিরাইয়াছে মন ॥
শুনি গজপতি-মনে সুখ উপজিল।
প্রভুরে মিলিতে এই যুক্তি দৃঢ় কৈল ॥
স্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে।
ভট্ট কহে তিন দিন আছয়ে যাত্রারে ॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু পাইল বড় সুখ।
ঈশ্বরের অনবসরে (১) পাইল মহাদুখ ॥
গোপীভাবে প্রভু বিরহে বিহ্বল হইয়া।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবাকে ছাড়িয়া ॥
পাছে ভক্তগণ গেলা প্রভুর চরণে।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে কৈল নিবেদনে ॥
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা।
প্রভু আইলা রাজার ঠাঁঞি কহিলেন গিঞা ॥
হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথাচার্য্য।
রাজারে আশীর্ব্বাদ করি কহে শুন ভট্টাচার্য্য ॥
গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিয়াছে দুই শত।
মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত ॥
নরেন্দ্রে আসিয়া যবে হৈলা বিদ্যমান।
তাঁ-সবারে চাহি বাসা-প্রসাদ-সমাধান ॥
রাজা কহে পড়িছাকে আজ্ঞা করিব।
বাসা-আদি যে চাহিবে পড়িছা সব দিব ॥
মহাপ্রভুর গণ যত আইলা গৌড় হৈতে।
ভট্টাচার্য্য একে-একে দেখাহ আমাতে ॥
ভট্ট কহে অট্টালিকা কর আরোহণ।
গোপীনাথ চিনে সবাকে করাবে দর্শন ॥
আমি কাঁহো নাহি চিনি চিনিতে মন হয়।
গোপীনাথাচার্য্য সভাকে করাবে পরিচয় ॥
এত কহি তিন জন (২) অট্টালী চঢ়িলা।
হেনকালে বৈষ্ণবগণ নিকটে আইলা ॥
দামোদর স্বরূপ গোবিন্দ দুইজন।
মালা-প্রসাদ লঞা যায় যাঁহা বৈষ্ণবগণ ॥
প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা দোঁহারে।
রাজা কহে এই কোন্ চিনাহ আমারে ॥
ভট্টাচার্য্য কহে এই স্বরূপ দামোদর।
মহাপ্রভুর ইহোঁ হয় দ্বিতীয় কলেবর ॥

(১) 'ঈশ্বরের অনবসরে'—শ্রীজগন্নাথের দর্শনের যখন সময় নহে তখন।

(২) 'তিন জন'—সার্ব্বভৌম, গোপীনাথ ও রাজা।

দ্বিতীয় গোবিন্দ ভৃত্য ইহঁা দোঁহা দিলা।
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিঞা॥
আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয়মালা(১) তাঁরে দিল॥
তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে।
তারে না চিনেন আচার্য্য পুছিলা দামোদরে॥
দামোদর কহেন ইহঁার গোবিন্দ নাম।
ঈশ্বর-পুরীর সেবক অতি গুণবান্॥
প্রভুর সেবা করিতে ইহঁারে পুরী আজ্ঞা দিল।
অতএব প্রভু ইহঁাকে নিকটে রাখিল॥
রাজা কহে যাঁরে মালা দিলা দুইজন।
আচার্য্য তেজ এই বড় মহান্ত কোন্॥
আচার্য্য কহে ইহার নাম অদ্বৈত-আচার্য্য।
মহাপ্রভুর মান্য পাত্র সর্ব্বশিরোধার্য্য॥
শ্রীবাস পণ্ডিত ইহোঁ পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
বিদ্যানিধি আচার্য্য ইহোঁ পণ্ডিত গদাধর॥
আচার্য্য-রত্ন ইহোঁ আচার্য্য পুরন্দর।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইহোঁ পণ্ডিত শঙ্কর॥
এই মুরারি গুপ্ত এই পণ্ডিত নারায়ণ।
হরিদাস ঠাকুর এই ভুবনপাবন॥
এই হরিভট্ট এই শ্রীনৃসিংহানন্দ।
এই বাসুদেব দত্ত এই শিবানন্দ॥
গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
তিন-ভাই কীর্ত্তনে করে প্রভুর সন্তোষ॥
রাঘব-পণ্ডিত এই আচার্য্য-নন্দন।
শ্রীমান্ পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ॥
শুক্লাম্বর এই, এই শ্রীধর বিজয়।
বল্লভ সেন এই পুরুষোত্তম সঞ্জয়॥
কুলীন-গ্রামবাসী এই সত্যরাজ খান্।
রামানন্দ-আদি এই দেখ বিদ্যমান॥
মুকুন্দ দাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন॥
কতেক কহিব এই দেখ যত জন।
শ্রীচৈতন্যগণ সব চৈতন্য-জীবন॥
রাজা কহে দেখি আমার হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর॥
কোটী-সূর্য্য-সম সভার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন॥
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥
ভট্টাচার্য্য কহে তোমার সুসত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম সঙ্কীর্ত্তন॥
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম প্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম্ম "কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন"॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেইত সুমেধা (২) আর কলিহতজন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।২৯

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ১০

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলার ৩য় পরিচ্ছেদে ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

রাজা কহে শাস্ত্রপ্রমাণে চৈতন্য হয় 'কৃষ্ণ'।
তব কেনে পণ্ডিত সব তাহাতে বিতৃষ্ণ॥
ভট্ট কহে তাঁর কৃপালেশ হয় যাঁরে।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি লৈতে পারে॥
তাঁর কৃপা নাহি যারে, পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলে তাঁরে 'ঈশ্বর' না মানে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।২৯

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ ১১

(১) গোবিন্দ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অপরিচিত ব্যক্তি, রিক্তহস্তে তাহার পক্ষে তাদৃশ মহদ্দর্শন নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ প্রথম দর্শনার্থ মালা ভেট দিয়া শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর সন্দর্শন করিলেন, ইহাই গোবিন্দ দ্বারা দ্বিতীয় মালা প্রেরণের হেতু।

(২) 'সুমেধা'—সুবুদ্ধি।

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলার ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

রাজা কহে সবে জগন্নাথ না দেখিঞা।
চৈতন্যের বাসার আগে চলিলা ধাঞা॥
ভট্ট কহে এই স্বাভাবিক প্রেমরীত।
মহাপ্রভু মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত চিত॥
আগে তাঁরে মিলি সবে তাঁরে আগে লঞা।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবে আসিয়া॥
রাজা কহে ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ।
মহাপ্রসাদ লঞা সঙ্গে জন পাঁচ-সাত॥
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন।
এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি কারণ॥
ভট্ট কহে ভক্তগণ আইলা জানিঞা।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাহা লঞা॥
রাজা কহে উপবাস-ক্ষৌর তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়া কেনে খান অন্ন-পান॥
ভট্ট কহে তুমি কহ সেই বিধি-ধর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম-মর্ম্ম॥
ঈশ্বরের পরোক্ষ-আজ্ঞা ক্ষৌর-উপোষণ (১)।
প্রভুর সাক্ষাৎ-আজ্ঞা প্রসাদ ভক্ষণ॥
তাঁহা উপবাস যাঁহা নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু-আজ্ঞা প্রসাদ ত্যাগ হয় অপরাধ॥
বিশেষে শ্রীহস্তে প্রভু করে পরিবেশন।
এত লাভ ছাড়ি কোন করে উপোষণ॥
পূর্ব্বে প্রভু প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল॥
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয়ে ছাড়ে সেই বেদ-লোকধর্ম্ম॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৪র্থ স্কং ২৯ অং ৪৬ শ্লোকঃ

যদা যমনুগৃহ্লাতি
ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে
বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥ ১২

অন্বয়ঃ—আত্মভাবিতঃ (মনোচিন্তিত) ভগবান্ যদা যম্ অনুগৃহ্লাতি (ভগবান্ যখন যাহাকে অনুগ্রহ করেন) সঃ (তিনি) লোকে (লৌকিক-ব্যবহারে) বেদে চ (বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠানে) পরিনিষ্ঠিতাম্ (আসক্তা) মতিং জহাতি (বুদ্ধিকে ত্যাগ করেন)।

অনুবাদ।—শ্রীভগবান্ যাকে যখন আত্মভাবে অনুগ্রহ করেন তখন সে সংসারবুদ্ধি ও বেদনিষ্ঠা—দুইই পরিত্যাগ করে॥ ১২॥

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলে আইলা।
কাশীমিশ্র পড়িছা-পাত্র দোঁহে বোলাইলা॥
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে।
প্রভু-স্থানে আসিয়াছে যত ভক্তগণে॥
সবারে স্বচ্ছন্দ বাসা স্বচ্ছন্দে প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ যেন নহে বাদ (২)॥
প্রভুর আজ্ঞা ধরিহ দোঁহে সাবধান হৈয়া।
আজ্ঞা নহে তবু করিহ ইঙ্গিত বুঝিয়া॥
এত বলি বিদায় দিল সেই দুই জনে।
সার্ব্বভৌম দেখি আইলা বৈষ্ণব-মিলনে॥
গোপীনাথাচার্য্য ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
দূরে রহি দেখে প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন॥
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ণবগণ।
কাশীমিশ্র গৃহপথে করিলা গমন॥
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ-সঙ্গে।
বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে মহারঙ্গে॥
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন।
আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥
প্রেমানন্দে হৈলা দোঁহে পরম অস্থির।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর॥
শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
প্রত্যেকে করিল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥

(১) 'ক্ষৌর-উপোষণ'—ক্ষৌরকর্ম্ম এবং উপবাস করা।

(২) 'যেন নহে বাদ'—অর্থাৎ উহার যেন অন্যথা না হয়।

একে একে সব ভক্তে কৈল সম্ভাষণ।
সব লঞা অভ্যন্তরে করিলা গমন॥
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাহা হৈল পরিমাণ॥
আপন নিকটে প্রভু সভারে বসাইল।
আপনে শ্রীহস্তে সবায় মালাচন্দন দিল॥
ভট্টাচার্য্য আচার্য্য আইলা প্রভু-স্থানে।
যথাযোগ্য মিলন করিল সভা-সনে॥
অদ্বৈতেরে প্রভু কহে বিনয় বচনে।
আজি আমি পূর্ণ হৈলাঙ তোমার আগমনে॥
অদ্বৈত কহেন ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যময়॥
তথাপি ভক্তের সঙ্গে তাঁর হয় সুখোল্লাস।
ভক্ত-সঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস॥
বাসুদেব দেখি প্রভু আনন্দিত হৈয়া।
তারে কিছু কহে তাঁর অঙ্গে হস্ত দিয়া॥
যদ্যপি মুকুন্দ আমার সঙ্গে শিশু হৈতে।
তাহা হৈতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে॥
বাসু কহে মুকুন্দ আদৌ (১)পাইল তোমা সঙ্গ।
তোমার চরণ-প্রাপ্তি সেই পুনর্জন্ম॥
ছোট হঞা মুকুন্দ এবে হৈলা মোর জ্যেষ্ঠ।
তোমার কৃপাপাত্র তাতে সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ॥
পুন প্রভু কহে আমি তোমার নিমিত্তে।
দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে॥
স্বরূপের ঠাঞি আছে লহ লেখাইয়া।
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাইয়া॥
প্রত্যেকে সকল বৈষ্ণব লিখিয়া লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই পুস্তক জগৎ ব্যাপিল॥
শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহা প্রীত।
তোমার চারি ভাইর আমি হই মূল্য ক্রীত॥
শ্রীবাস কহেন কেনে কহ বিপরীত।
কৃপামূল্যে চারি ভাই হই তোমার ক্রীত॥

শঙ্করে (২) দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে।
সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে॥
শুদ্ধ কেবল প্রেম আমার ইহার উপর।
অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্কর॥
দামোদর কহে শঙ্কর ছোট আমা হৈতে।
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে॥
শিবানন্দে কহে প্রভু তোমার আমাতে।
গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হৈতে॥
শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে, শ্লোক পড়িয়া॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮মে অঙ্কে ৫৭ শ্লোকঃ

নিমজ্জতোঽনন্ত! ভবার্ণবান্ত-
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—হে অনন্ত! চিরায় ভবার্ণবান্তঃ (বহুকাল যাবৎ সংসারদুঃখসমুদ্র মধ্যে) নিমজ্জতঃ (পতিত) মে (আমার) কূলম্ ইব (তটসদৃশ) 'ত্বং' লব্ধঃ অসি (তুমি আমা কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছ)। হে ভগবন্! ত্বয়া অপি (তোমার দ্বারাও) ইদানীম্ (অধুনা) দয়ায়াঃ (দয়ার) অনুত্তমং (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ হীনতম) ইদং পাত্রং লব্ধম্ (এই পাত্র লব্ধ হইল)।

অনুবাদ।—হে অনন্ত! সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে যে ব্যক্তি সে যেমন কূললাভ করে, আমিও তেমনি বহুদিন ধরে সংসার-সাগরে ডুবে যেতে যেতে তোমাকে পেয়েছি। তুমিও—হে ভগবন্! আমার সবচেয়ে দীন দয়ার পাত্ররূপে পেয়েছ॥ ১৩॥

প্রথমে মুরারি গুপ্ত প্রভুরে না মিলিয়া।
বাহিরে পড়িয়া আছে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
মুরারি না দেখি প্রভু করে অন্বেষণ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন॥
তৃণ দুই গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া।
মহাপ্রভুর আগে গেলা দীন হীন হঞা॥

(১) 'আদৌ'—আগে।

(২) 'শঙ্কর'—দামোদরের ছোট ভাই।

মুরারি দেখিয়া প্রভু উঠিলা মিলিতে।
পাছে পাছে ভাগে মুরারি, লাগিলা বলিতে ॥
মোরে না ছুঁইহ মুঞি অধম পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপ কলেবর ॥
প্রভু কহে মুরারি কর দৈন্য সংবরণ।
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন ॥
এত বলি প্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
নিকটে বসাঞা করে অঙ্গ সম্মার্জ্জন ॥
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি পণ্ডিত গদাধর।
হরিভট্ট গঙ্গাদাস আচার্য্য পুরন্দর ॥
প্রত্যেকে সবার প্রভু করি গুণগান।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান ॥
সবারে সম্মানি প্রভুর হইল উল্লাস।
হরিদাস না দেখিয়া কহে কাঁহা হরিদাস ॥
দূরে হৈতে হরিদাস গোঁসাঞি দেখিয়া।
রাজপথ-প্রান্তে পড়িয়াছে দণ্ডবৎ হঞা ॥
মিলন-স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা।
রাজপথ-প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা ॥
ভক্তসব ধাঞা আইলা হরিদাস নিতে।
প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে চলহ ত্বরিতে ॥
হরিদাস কহে মুঞি নীচজাতি ছার।
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার ॥
নিভৃতে টোটা (১) মধ্যে যদি স্থান খানিক পাঙ।
তাঁহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোয়াঙ (২) ॥
জগন্নাথের সেবক মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাঁহা পড়ি রহোঁ মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনি মহাপ্রভু মনে সুখ বড় পাইল ॥

হেনকালে কাশীমিশ্র পড়িছা দুই জন।
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ-বন্দন ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে দেখি সুখী বড় হৈলা।
যথাযোগ্য সভা-সনে আনন্দে মিলিলা ॥
প্রভুপদে দুই জনে কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের করি সমাধান ॥
সবার করিয়াছি বাসা গৃহ সংস্থান।
মহাপ্রসাদান্ন সভার করি সমাধান ॥
প্রভু কহে গোপীনাথ যাহ সবা লঞা।
যাঁহা যাঁহা কহে তাঁহা বাসা দেহ যাইঞা ॥
মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ স্থানে।
সব বৈষ্ণবের ইহোঁ করিব সমাধানে ॥
আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম নির্জনে ॥
সেই ঘর আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ ॥
মিশ্র কহে সব তোমার মাগ কি কারণে।
আপন ইচ্ছায় লহ চাহ যেই স্থানে ॥
আমি দুই তোমার দাস-আজ্ঞাকারী।
যেই চাহি সেই আজ্ঞা কর কৃপা করি ॥
এত কহি দুই জন বিদায় করিলা।
গোপীনাথ বাণীনাথ দুই সঙ্গে দিলা ॥
গোপীনাথ দেখাইল সব বাসা ঘর।
বাণীনাথ ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর ॥
বাণীনাথ আইলা অন্ন পিঠা পানা লৈয়া।
গোপীনাথ আইলা বাসা সংস্কার করিয়া ॥
মহাপ্রভু কহে শুন সব বৈষ্ণবগণ।
নিজ নিজ বাসা সবে করহ গমন ॥
সমুদ্র-স্নান করি কর চূড়া-দরশন।
তবে এথা আসি আজি করিবে ভোজন ॥
প্রভু নমস্করি সবে বাসাতে চলিলা।
গোপীনাথাচার্য্য সভায় বাসা স্থান দিলা ॥
তবে প্রভু আইলা হরিদাস মিলনে।
হরিদাস করে প্রেমে নাম-সংকীর্ত্তনে ॥

(১) 'টোটা'—উদ্যান, বাগান। 'স্থান খানিক'—অল্প স্থান।
(২) 'গোয়াঙ'—গত করি, যাপন করি।

প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হৈয়া।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাইয়া॥
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভুগুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্যগুণে॥
হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ৩৩ অং ৭ শ্লোকঃ

অহোবত! শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা॥
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—[কপিলদেবং প্রতি দেবহূতি-বাক্যম্] অহোবত, যজ্জিহ্বাগ্রে (অহো কি আশ্চর্য্য যাহার রসনার অগ্রভাবে) তুভ্যম্ (তোমার প্রীতির জন্য) নাম বর্ত্ততে (নাম বর্ত্তমান থাকে) অতঃ (সেই হেতু) 'সঃ' শ্বপচঃ (সেই চণ্ডালও) গরীয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। যে (যাঁহারা) তে (তোমার) নাম গৃণন্তি (নাম উচ্চারণ করেন) আর্য্যাঃ (সদাচারসম্পন্ন) তে (তাঁহারা) তপঃ তেপুঃ (হোম করিয়াছিলেন) জুহুবুঃ (তপস্যা করিয়াছিলেন) সস্নুঃ (স্নান করিয়াছিলেন) ব্রহ্ম (বেদ) অনূচুঃ (অধ্যয়ন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—যার রসনায় তোমার নাম, তিনি চণ্ডাল হলেও পূজ্য। যিনি তোমার নাম কীর্ত্তন করেন—তিনি তপস্যা, যাগযজ্ঞ, তীর্থস্নান, বেদপাঠ—কি না ক'রে থাকেন।

এত বলি তাঁরে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে।
অতি নিভৃত সেই গৃহে দিল বাসস্থানে॥
এই স্থানে রহ, কর নাম সংকীর্ত্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
হরিদাসে মিলি সবে পাইল আনন্দ॥
সমুদ্র-স্নান করি প্রভু আইলা নিজস্থানে।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে॥
আসি জগন্নাথের কৈলা চূড়া দরশন।
প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন॥
সবারে বসাইল প্রভু যোগ্যক্রম করি (১)।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি॥
অল্প অন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাথে।
দুই তিন জনার ভক্ষ্য দেন একেক পাতে॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
ঊর্দ্ধহস্তে (২) বসিয়া রহিল ভক্তগণ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুরে কৈল নিবেদন।
তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন॥
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী রহে যতজন।
গোপীনাথাচার্য্য তারে করিয়াছে নিমন্ত্রণ॥
আচার্য্য আসিয়াছে ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা।
পুরী-ভারতী আছে অপেক্ষা করিয়া॥
নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করিতেছি আমি॥
তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ-হাতে দিল।
যত্ন করি হরিদাস ঠাকুরে পাঠাইল॥
আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসী লৈয়া।
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হঞা॥

(১) 'যোগ্যক্রম করি'—যাঁহার উপর যাঁহার উপবেশন করা উচিত সেইভাবে।
(২) 'ঊর্দ্ধহস্তে'—অর্থাৎ অন্নে হস্ত না দিয়া।

স্বরূপ গোঁসাঞি দামোদর জগদানন্দ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করে তিনজন॥
নানা পিঠা-পানা খায় আকণ্ঠ পূরিয়া।
মধ্যে মধ্যে 'হরি' কহে উচ্চ করিয়া॥
ভোজন সমাপ্তি হৈল কৈল আচমন।
সভারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন॥
বিশ্রাম করিতে সভে নিজ বাসা গেলা।
সন্ধ্যাকালে পুনঃ আসি প্রভুরে মিলিলা॥
হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রভু মিলাইল তাঁরে সব বৈষ্ণব-সনে॥
সবা লঞা গেলা প্রভু জগন্নাথালয়।
কীর্ত্তন আরম্ভ তাঁহা কৈলা মহাশয়॥
সন্ধ্যাধূপ দেখি আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন।
পড়িছা দিলেন সবায় মাল্য-চন্দন॥
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সংকীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।
হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে ভাল ভাল॥
কীর্ত্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দ্দশ লোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল॥
পুরুষোত্তমবাসী লোক আইলা দেখিবারে।
কীর্ত্তন দেখি উড়িয়া লোক হৈল চমৎকারে॥
তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি বুলে (১) নর্ত্তন করিয়া॥
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে (২) ধরে নিত্যানন্দ রায়॥
অশ্রু পুলক কম্প প্রস্বেদ হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার॥
পিচকারীর ধারা যেন অশ্রু নয়নে।
চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে॥

বেড়া নৃত্য (৩) মহাপ্রভু করি কথোক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন॥
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব-নৃত্য করে গৌররায়॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা॥
অদ্বৈত-আচার্য্য নাচে এক সম্প্রদায়।
আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায়॥
আর সম্প্রদায়ে নাচে বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদায় ভিতর॥
মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন।
তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল প্রকটন॥
চারিদিকে নৃত্য-গীত করে যত জন।
সবে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন॥
চারি-জনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ॥
দর্শনে আবেশ তাঁর দেখিমাত্র জানে।
কেমতে চৌদিগে দেখে ইহা নাহি জানে॥
পুলিনভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থানে।
চৌদিগের সখা কহে চাহে আমা পানে॥
নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে।
মহাপ্রভু করে তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
মহা-নৃত্য মহা-প্রেম মহা-সঙ্কীর্ত্তন।
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচলের জন॥
গজপতি (৪) রাজা শুনি কীর্ত্তন মহত্ত্বে।
অট্টালি চড়িয়া দেখে স্বগণ-সহিতে॥
সঙ্কীর্ত্তন দেখি দেখি রাজার হৈল চমৎকার।
প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার॥
কীর্ত্তন সমাপি প্রভু দেখি পুষ্পাঞ্জলি।
সর্ব্ব বৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি॥

(১) 'বুলে'—ভ্রমণ করেন।
(২) 'আছাড়ের কালে'—ভূমিপতন-সময়ে।

(৩) 'বেড়া নৃত্য'—মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া নৃত্য।
(৪) 'গজপতি'—রাজা প্রতাপরুদ্র।

পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর।
সভারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর॥
সভারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এই মত লীলা করে শচীর নন্দন॥
যাবৎ আছিলা সভে মহাপ্রভুর সঙ্গে।
প্রতিদিন এইমত করে কীর্ত্তন রঙ্গে॥

এই মত কহিল প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস।
যেই ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাস॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে 'বেড়াসঙ্কীর্ত্তন' বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ
সম্মার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার ॥ ১

অন্বয়ঃ।—সঃ (সেই) গৌরঃ আত্মবৃন্দৈঃ (গৌরচন্দ্র নিজ ভক্তগণ সহিত) শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরং সম্মার্জ্জয়ন্ (শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জিত করিয়া) ক্ষালনতঃ (এবং প্রক্ষালিত করিয়া) স্বচিত্তবৎ (আত্মহৃদয়বৎ) শীতলম্ উজ্জ্বলং চ 'কৃত্বা' (শীতল এবং উজ্জ্বল করিয়া) কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং (শ্রীজগন্নাথদেবের উপবেশনের উপযুক্ত) চকার (করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে গৌরাঙ্গদেব গুণ্ডিচামন্দির ধুয়েছিলেন—ধুয়ে পরিষ্কার করে ছিলেন। শীতল ও উজ্জ্বল সেই মন্দির তাঁর হৃদয়ের মতনই কৃষ্ণের উপবেশনের যোগ্য হয়ে উঠেছিল ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ! জয়াদ্বৈত ধন্য ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
দেহ শক্তি করি যেন চৈতন্যবর্ণন ॥
পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে যবে প্রভু আইলা।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা ॥
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম ঠাঞি।
প্রভু-আজ্ঞা হয় যদি দেখিবারে যাই ॥
ভট্টাচার্য্য লিখিলা প্রভুর আজ্ঞা না হইল।
পুনরপি রাজা তাঁরে পত্রী পাঠাইল ॥
প্রভুর নিকট আছে যত ভক্তগণ।
মোর লাগি তাঁ-সভারে করিহ নিবেদন ॥
সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়।
মোর লাগি প্রভুপদে করেন বিনয় ॥
তাঁ-সভার প্রসাদে মিলো (১) শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভু-কৃপা বিনা মোরে রাজ্যে নাহি ভায় (২) ॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইব ভিখারী ॥
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি চিন্তিত হৈয়া।
ভক্তগণ-পাশ গেলা সেই পত্রী লৈয়া ॥
সভারে মিলিয়া কহিলা রাজ-বিবরণ।
পাছে সেই পত্রী সভারে করাইল দর্শন ॥
পত্রী দেখি সভার মনে হইল বিস্ময়।
প্রভুপদে গজপতির এত ভক্তি হয় ॥
সভে কহে প্রভু তাঁরে কভু না মিলিবে।
আমি সব কহি যবে দুঃখ সে মানিবে ॥
সার্ব্বভৌম কহে সভে চল একবার।
মিলিতে না কহিয়া কহিব রাজ-ব্যবহার ॥
এত বলি সভে গেলা মহাপ্রভু-স্থানে।
কহিতে উন্মুখ সভে না কহে বচনে ॥
প্রভু কহে কি কহিতে সভার আগমন।
দেখি যে কহিতে চাহ, না কহ কি কারণ ॥
নিত্যানন্দ কহে তোমায় চাহি নিবেদিতে।
না কহিলে রহিতে নারি কহিতে ভয় চিতে ॥
যোগ্যাযোগ্য সব তোমায় চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহি যোগী হৈতে ॥
যদ্যপি শুনিঞা প্রভুর কোমল হৈল মন।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন ॥
তোমা সভার ইচ্ছা এই আমাসভা লঞা।
রাজাকে মিলহ ইহোঁ কটক যাইঞা ॥
পরমার্থ যাউক লোকে করিবে নিন্দন।
লোক রহু দামোদর করিবে ভর্ৎসন ॥
তোমা সভার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যদি তবে মিলি তারে ॥
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর ॥
আমি কোন ক্ষুদ্রজীব তোমারে বিধি দিব।
আপনি মিলিবে তাঁরে তাহা যে দেখিব ॥

(১) 'মিলো'—মিলে।
(২) 'নাহি ভায়'—ভাল লাগে না।

রাজা তোমায় স্নেহ করে তুমি স্নেহবশ।
তাঁর স্নেহে করাবে তাঁরে তোমার পরশ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম-স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র॥
নিত্যানন্দ কহে ঐছে হয় কোন জন।
যে তোমারে কহে কর রাজারে মিলন॥
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য়॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ-লাগি পতি-আগে ছাড়িল পরাণ (১)॥
তৈছে যুক্তি করি, যদি কর অবধান।
তুমিহ না মিল তারে, রহে তার প্রাণ॥
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ কৃপা করি।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি॥
প্রভু কহে তুমি সব পরম বিদ্বান্।
যেই ভাল হয় সেই কর সমাধান॥
তবে নিত্যানন্দ গোঁসাঞি গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস॥
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম-পাশ দিল।
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাইল॥
বস্ত্র পাঞা আনন্দিত হৈল রাজার মন।
প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন॥
রামানন্দ রায় যবে দক্ষিণ হৈতে আইলা।
প্রভুসঙ্গে রহিতে রাজারে নিবেদিলা॥
তবে রাজা সন্তোষে তাঁহারে আজ্ঞা দিলা।
আপন মিলন লাগি সাধিতে লাগিলা॥
মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে।
মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে॥

একসঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা।
রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা॥
প্রভু-পদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার।
প্রসঙ্গ পাইঞা ঐছে কহে বারবার॥
রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ।
রাজারপ্রীতি কহি দ্রবায় (২) মহাপ্রভুর মন॥
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।
রামানন্দে সাধিলেন প্রভু মিলিবারে॥
রামানন্দ প্রভু-পাদে কৈল নিবেদন।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ॥
প্রভু কহে রামানন্দ কহ বিচারিয়া।
রাজারে মিলিতে জুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া॥
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুই লোক নাশ।
পরলোক রহুঁ লোকে করে উপহাস॥
রামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয় তুমি নহ পরতন্ত্র॥
প্রভু কহে, আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু (৩) যৈছে না লুকায়॥
রায় কহে কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বর সেবক তোমার ভক্ত গজপতি॥
প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্।
তাঁহারে মলিন কৈল এক 'রাজ' নাম॥
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আমি মিলাহ মোরে তাঁহার তনয়॥
"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"(৪) এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি॥

(১) গোষ্ঠবিহারকালে গোপবালকেরা শ্রীকৃষ্ণের জন্য অন্ন ভিক্ষা করিলে যাজ্ঞিকব্রাহ্মণীরা চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করেন, কিন্তু একটি ব্রাহ্মণী পতি কর্ত্তৃক ধৃতা হওয়াতে কৃষ্ণের নিকট আসিতে না পারায় পতির অগ্রেই কর্ম্মানুবন্ধন দেহ ত্যাগ করেন।

(২) 'দ্রবায়'—গলায়, বিগলিত করে।
(৩) 'মসীবিন্দু'—কালীর ফোঁটা।
(৪) অর্থাৎ আপনি পুত্ররূপে জন্মায়।

তবে রায় যাই সব রাজাকে কহিলা।
প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর পুত্র লঞা আইলা॥
সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল-বরণ।
কৈশোর বয়স দীর্ঘ চপল নয়ন॥
পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন-আভরণ।
কৃষ্ণ-স্মরণের তেহোঁ হৈলা উদ্দীপন॥
তাঁরে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি কহিতে লাগিলা॥
এই মহাভাগবত যাঁহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে॥
কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে।
এত বলি পুন তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥
প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ যতেক বিশেষ॥
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহে নাচে করয়ে রোদন।
তাঁর ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য্য করাইল।
নিত্য আসি আমায় মিলিহ এই আজ্ঞা দিল॥
বিদায় লইয়া রায় আইল রাজপুত্র লঞা।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া॥
পুত্রে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভুর পাইলা॥
সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন।
প্রভুর ভক্তগণ মধ্যে হৈলা একজন॥
এইমতে মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণ করে নিমন্ত্রণ।
তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ॥
এইমত নানা-রঙ্গে দিনকতো গেল।
জগন্নাথের রথযাত্রার দিবস আইল॥
প্রথমেই প্রভু কাশীমিশ্রেরে আনিয়া।
পড়িছা-পাত্র সার্ব্বভৌম আনিল ডাকিয়া॥
তিন জনার পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচা-মন্দির (১) মার্জ্জনসেবা মাগি নিল॥
পড়িছা কহে আমি সব সেবক তোমার।
যেই তোমার ইচ্ছা সেই কর্ত্তব্য আমার॥
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হৈয়াছে আমারে।
যেই প্রভুর ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে॥
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জ্জন্।
এহো এক লীলা করয়ে তোমার মন॥
কিন্তু ঘট-সম্মার্জ্জন বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহা আনি দিয়ে॥
তবে একশত ঘট শত সম্মার্জ্জনী (২)।
নূতন প্রভুর আগে দিল পড়িছা আনি॥
আরদিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সবার সঙ্গে লেপিল চন্দন॥
শ্রীহস্তে সবারে দিল এক এক মার্জ্জনী।
সব গণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন॥
ভিতর মন্দির উপর সব সম্মার্জ্জিল।
সিংহাসন মার্জ্জি (৩) চারি ভিত সে শোধিল॥
ভিতর মন্দির কৈল মার্জ্জন-শোধন।
পাছে তৈছে শোধিলেন শ্রীজগমোহন (৪)॥
চারিপাশে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী-করে।
আপনে শোধয়ে প্রভু শিখায় সবারে॥
প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে লয় কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ "কৃষ্ণ" কহে, করে নিজ কাম॥

---

(১) 'গুণ্ডিচা মন্দির'—শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির হইতে এক ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে এই মন্দির অবস্থিত। রথযাত্রার সময় এক সপ্তাহের জন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব এই স্থানে গমন করেন।

(২) 'সম্মার্জ্জনী'—ঝাঁটা।

(৩) 'মর্জ্জি'—মার্জ্জনা করিয়া।

(৪) 'শ্রীজগমোহন'—মূলমন্দির ও নাট-মন্দিরের মধ্যে অবস্থিত মন্দির।

ধূলিধূসর তনু দেখিতে শোভন।
কাঁহো-কাঁহো অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন॥
ভোগ-মণ্ডপ শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন॥
তৃণ ধূলা ঝিকর (১) সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে করি ফেলায় বাহিরে লৈয়া॥
এইমত ভক্তগণ করি নিজবাসে।
তৃণ ধূলি বাহিরে ফেলে পরম হরিষে॥
প্রভু কহে কে কত করিয়াছে মার্জ্জন।
তৃণ ধূলি পরিমাণে জানিব পরিশ্রম॥
সবার ঝাঁটিনা বোঝা (২) একত্র করিল।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল॥
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন॥
সূক্ষ্ম ধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর।
ভালমতে শোধ সব প্রভুর অন্তঃপুর॥
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল॥
আর শত জন শত ঘটে জল ভরি।
প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি॥
'জল আন' বলি যবে মহাপ্রভু কৈল।
তবে শত ঘট আনি প্রভু আগে দিল॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির-প্রক্ষালন।
ঊর্দ্ধ অধো ভিত্তি গৃহমধ্য সিংহাসন॥
খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল।
সেই জলে ঊর্দ্ধ শোধি ভিত প্রক্ষালিল॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন॥
ভক্তগণ করে গৃহমধ্য প্রক্ষালন।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির-মার্জ্জন॥

কেহ জলঘট দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহ জলে জল দেয় চরণ উপরে॥
কেহ লুকাইয়া করে সেই জল পান।
কেহ মাগি লয় কেহ অন্যে করে দান॥
ঘর ধুই প্রণালিকায় (৩) জল ছাড়ি দিল।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল॥
নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্মার্জ্জন।
মহাপ্রভু নিজ-বস্ত্রে মার্জ্জিলেন সিংহাসন॥
শত ঘট জলে হৈল মন্দির-মার্জ্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন (৪)॥
নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে॥
শত শত লোক জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থল নাহি কেহ কূপে জল ভরে॥
পূর্ণ কুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্য ঘট লঞা যায় আর শতজন॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত স্বরূপ ভারতী আর পুরী।
ইহাঁ বিনু আর সব আনে জল ভরি॥
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শত শত ঘট তাঁহা লোকে লঞা আইল॥
জল ভরে ঘর ধোয় করে 'হরিধ্বনি'।
কৃষ্ণ-হরিধ্বনি বিনু আর নাহি শুনি॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘট-সমর্পণ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন॥
যেই যেই কহে সেই কহে 'কৃষ্ণনামে'।
কৃষ্ণনাম' হৈল সঙ্কেত সর্ব্বকামে॥
প্রেমাবেশে কহে প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম।
একলে করেন প্রেমে শত জনের কাম॥
শত হাতে করে যেন ক্ষালন-মার্জ্জন।
প্রতিজন পাশে যাই করায় শিক্ষণ॥

(১) 'ঝিকর' —খোলা, কাকর।
(২) 'ঝাঁটিনা বোঝা'—ঝাঁটা দ্বারা ঝাঁটাইয়া যে আবর্জ্জনার স্তূপ করা করা হইয়াছে তাহা।

(৩) 'প্রণালিকায়'—নর্দ্দমায়।
(৪) 'যে নিজ মন'—নিজের মনের মত পবিত্র।

ভাল কর্ম্ম দেখি তাঁরে করেন প্রশংসন।
মন না মানিলে করে পবিত্র ভর্ৎসন (১)॥
তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্যেরে।
এই মত ভালো কর্ম্ম সেহো যেন করে॥
একথা শুনিয়া সবে সঙ্কুচিত হঞা।
ভালমতে করে কর্ম্ম সবে মন দিয়া॥
তবে প্রভু প্রক্ষালিল শ্রীজগমোহন।
ভোগমণ্ডপ তবে কৈল প্রক্ষালন॥
নাটশালা (২) ধুই ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গণ।
পাকশালা-আদি কৈল সব প্রক্ষালন॥
মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রক্ষালন কৈল।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল॥
হেনকালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল।
প্রভুর চরণ যুগে দিল ঘট জল॥
সেই জল লৈয়া আপনে পান কৈল।
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ রোষ হৈল॥
যদ্যপি গোঁসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ।
শিক্ষা লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ॥
স্বরূপ গোঁসাঞিরে আনি কহিল তাঁহারে।
এই দেখ তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহারে॥
ঈশ্বর মন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল।
সেই জল লঞা আপনে পান কৈল॥
এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি।
তোমার গৌড়িয়া করে এতেক ফৈজতি॥
তবে স্বরূপ গোঁসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিয়া।
ঢেকা মারি (৩) পুরীর বাহির কৈল লৈয়া॥
পুন আসি প্রভুর পায় করিল বিনয়।
অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা করিতে জুয়ায়॥

তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ হইলা।
সারি করি দুই পাশে সব বসাইলা॥
আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাতে।
তৃণ-কাঁটা-কুটা সবে লাগিলা কুড়াইতে॥
কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব।
যার অল্প তার ঠাঞি পিঠাপানা লব॥
এইমত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন॥
প্রণালিকা ছাড়ি যদি জল বহাইল।
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল॥
এইমত পুর-দ্বার আগে পথ যত।
সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত॥
নৃসিংহ-মন্দির ভিতর বাহির শোধিল।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্তসিংহ সম॥
স্বেদ কম্প বৈবর্ণ্যাশ্রু (৪) পুলক হুঙ্কার।
নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার (৫)॥
চারিদিকে ভক্ত-অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন।
শ্রাবণ মাসে মেঘ যেন করে বরিষণ॥
মহা-উচ্চ সংকীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল॥
স্বরূপের উচ্চগান প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড-নৃত্য করে গৌররায়॥
এইমতে কথোক্ষণ নৃত্য করিয়া।
বিশ্রাম করিল প্রভু সময় বুঝিয়া॥
আচার্য্য গোঁসাঞির পুত্র শ্রীগোপালনাম।
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিল ভগবান॥
প্রেমাবেশে নৃত্যে তেঁহো পড়িলা মূর্চ্ছিতে।
অচেতন হঞা তেঁহো পড়িলা ভূমিতে॥

(১) 'মন না মানিলে'—মনোমত না হইলে।
(২) 'নাটশালা'—নাটমন্দির। 'প্রাঙ্গণ'—উঠান।
(৩) 'ঢেকা মারি'—ধাক্কা দিয়া।
(৪) 'বৈবর্ণ্য'—শরীরের বিবর্ণতা।
(৫) 'নিজ…ধার'—মহাপ্রভুর দেহ প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

আস্তে আচার্য্য গোঁসাঞি তাঁরে লইলা কোলে।
শ্বাসরহিত দেখি আচার্য্য হইলা বিকলে ॥
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জলঝাঁটি।
হুহুঙ্কার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি ॥
অনেক করিল তবু না হয় চেতন।
আচার্য্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর বুকে হাত দিল।
উঠহ গোপাল বলি উচ্চস্বরে কৈল ॥
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন।
হরি বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ ॥
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন ॥
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া।
সরো'বরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লঞা ॥
তীরে উঠি পরি সবে শুষ্ক বসন।
নৃসিংহ দেব নমস্করি গেলা উপবন ॥
উদ্যানে বসিল প্রভু ভক্তগণে লঞা।
তবে বাণীনাথ আইলা প্রসাদ লইয়া ॥
কাশীমিশ্র তুলসী পড়িছা দুই জন।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভক্ষণ ॥
তত অন্ন পিঠা পানা সব পাঠাইল।
দেখিয়া প্রভুর চিত্তে সন্তোষ হইল ॥
পুরী গোঁসাঞি মহাপ্রভু ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাস গদাধর।
শঙ্করারণ্য ন্যায়াচার্য্য রাঘব বক্রেশ্বর ॥
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম।
পিণ্ডোপরি (১) বৈসে প্রভু লঞা এতজন ॥
তার তলে, তার তলে করি অনুক্রম।
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন ॥
হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন।
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন ॥

ভক্তসঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার।
এ-সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মুঞি ছার ॥
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে।
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিল তারে ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি জগদানন্দ দামোদর।
কাশীশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর ॥
পরিবেশন করে তাঁহা এই সাতজন।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ ॥
পুলিনভোজন যৈছে কৃষ্ণ পূর্ব্বে কৈল।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ॥
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর।
সময় বুঝিয়া তবু মন কৈলা স্থির ॥
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা-ব্যঞ্জনে (২)।
পিঠা পানা অমৃত-গুটিকা দেহ ভক্তগণে ॥
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন যারে যেই ভায় (৩)।
তবে তারে সেই দেওয়ায় স্বরূপ দ্বারায় ॥
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে।
প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে ॥
যদ্যপিহ দিলে প্রভু তারে করেন রোষ।
বলে-ছলে তবু দেন দিলে সে সন্তোষ ॥
পুন আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ।
তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস।
তাঁর আগে কিছু খান মনে এই ত্রাস ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি ভাল মিষ্ট প্রসাদ লঞা।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাইয়া ॥
এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন।
দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন ॥
এত বলি কিছু আগে করে সমর্পণ।
তার স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥

(১) 'পিণ্ডোপরি'—পিঁড়ার উপরে,কাষ্ঠাসনে।

(২) 'লাফরা-ব্যঞ্জন'—নানাবিধ তরকারি দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনবিশেষ।

(৩) 'যারে যেই ভায়'—যাহার যাহা ভাল লাগে।

এইমত দুইজন করে বারবার।
চিত্র (১) এই দুই ভক্তের স্নেহ ব্যবহার॥
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাঞাছেন নিজপাশে।
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম হাসে॥
সার্ব্বভৌমেরে প্রভু প্রসাদ উত্তম।
স্নেহ করি বার বার করান ভোজন॥
গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহা প্রসাদ আনি।
সার্ব্বভৌমে দিয়া কহে সুমধুর বাণী॥
কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড় ব্যবহার।
কাঁহা এই পরমানন্দ করহ বিচার॥
সার্ব্বভৌম কহে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনে কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন্ হয়॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ হরি'॥
কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গে।
কাঁহা এই সাধুসঙ্গ সমুদ্র-তরঙ্গে॥
প্রভু কহে পূর্ব্বসিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমা সঙ্গে আমা সভার হৈল কৃষ্ণে মতি॥
ভক্তমহিমা বাড়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু-সম আর নাহি ত্রিজগতে॥
তবে প্রভু প্রত্যেকে সব ভক্ত-নাম লঞা।
পিঠা পানা দেওয়াইলা প্রসাদ করিয়া॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি।
দুইজনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই॥
অদ্বৈত কহে অবধূত সঙ্গে এক পঙ্ক্তি।
ভোজন করি না জানিয়ে হবে কোন্ গতি॥
প্রভু ত সন্ন্যাসী উঁহার নাহি অপচয়।
অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয়॥
নান্নদোষেণ মস্করী (২) এই শাস্ত্রের প্রমাণ।
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমার এই দোষস্থান॥
জন্ম-কুল-শীলাচার না জানি যাহার।
তার সঙ্গে এক পঙ্ক্তি বড় অনাচার॥
নিত্যানন্দ কহে তুমি অদ্বৈত আচার্য্য।
অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধ ভক্তিকার্য্য॥
তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে।
একবস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে॥
হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্র ভোজন।
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন॥
হেনমতে দুইজনে করে বোলাবুলি।
ব্যাজস্তুতি করে দোঁহে যৈছে গালাগালি॥
তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা।
প্রসাদ দেয়ান কৃপা-অমৃত সিঞ্চিয়া॥
ভোজন করি উঠে সবে হরিধ্বনি করি।
হরিধ্বনি উঠিল সেই স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি॥
তবে মহাপ্রভু সব নিজ-ভক্তগণে।
সভাকে শ্রীহস্তে দিলা মাল্য-চন্দনে॥
তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাত জন।
গৃহ ভিতর বসি কৈল প্রসাদ ভোজন॥
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া।
সেই অন্ন কিছু হরিদাসে দিল লঞা॥
ভক্তগণ গোবিন্দ-পাশ কিছু মাগি নিল।
সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ আপনি পাছে পাইল॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা।
'ধোয়া পাখালা' নাম কৈলা এই এক লীলা॥
আর দিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম (৩)।
মহোৎসব হৈল ভক্তের আপ্রাণ সমান॥

(১) 'চিত্র'—অদ্ভুত।

(২) 'নান্নদোষেণ মস্করী'—অর্থাৎ সন্ন্যাসী অন্নদোষে লিপ্ত হন না।

(৩) রথযাত্রার পূর্ব্বদিনে জগন্নাথের চক্ষুদান হয় বলিয়া অথবা পঞ্চদশ দিবসের পর জগন্নাথ দর্শনে ভক্তনেত্রের আনন্দ হয় বলিয়া ঐ উৎসবের নাম নেত্রোৎসব।

পঞ্চদিন দুঃখী লোক প্রভু-অদর্শনে।
আনন্দিত হৈল জগন্নাথ-দরশনে॥
মহাপ্রভু সুখে লঞা সব ভক্তগণ।
জগন্নাথ দরশনে করিলা গমন॥
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া।
পাছে গোবিন্দ যায় জল করঙ্গ লঞা॥
প্রভু-আগে পুরী ভারতী দোঁহার গমন।
স্বরূপ অদ্বৈত দুই পার্শ্বে দুই জন॥
পাছে পার্শ্বে চলি যায় আর ভক্তগণ।
উৎকণ্ঠায় গেলা জগন্নাথের ভবন॥
দরশন-লোভে করি মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।
ভোগমণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখদর্শন॥
তৃষ্ণার্ত্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর যুগল।
গাঢ়াসক্ত্যে পিয়ে (১) কৃষ্ণের বদনকমল॥
প্রফুল্ল কমল জিনি নয়নযুগল।
নীলমণি দর্পণ কান্তি গণ্ড ঝলমল॥
বান্ধুলীর ফুল (২) জিনি অধর সুরঙ্গ (৩)।
ঈষৎ হসিত কান্তি অমৃত-তরঙ্গ॥
শ্রীমুখ সৌন্দর্য্য মধু বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কোটি কোটি ভক্ত নেত্রভৃঙ্গ করে পানে॥
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর।
মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর॥
এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখদর্শন॥
স্বেদ কম্প অশ্রুজল বহে অনুক্ষণ।
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ॥
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দরশন।
ভোগের সময়ে প্রভু করে সংকীর্ত্তন॥
দর্শন-আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা।
ভক্তগণ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু লঞা গেলা॥
প্রাতঃকালে রথযাত্রা হইবে জানিয়া।
সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া॥
গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা সংক্ষেপে কহিল।
যাহা দেখি শুনি পাপীর কৃষ্ণভক্তি হৈল॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচা-গৃহমার্জ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

---

(১) 'গাঢ়াসক্ত্যে'—গভীর অনুরাগের সহিত। 'পিয়ে'—পান করে।
(২) 'বান্ধুলীর ফুল'—রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ।
(৩) 'সুরঙ্গ'—সুন্দর রক্তবর্ণ।
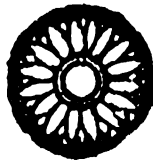
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ
শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং
জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যঃ (যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত (শ্রীজগন্নাথ দেবের রথের সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন) যেন (যে নৃত্য দ্বারা) জগতাং (জগতের লোকের) চিত্রং (বিস্ময়), জগন্নাথঃ অপি বিস্মিতঃ আসীৎ (শ্রীজগন্নাথও বিস্মিত হইয়াছিলেন) সঃ জীয়াৎ (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয় হউক)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়লাভ করুন। জগন্নাথের রথের সম্মুখে তিনি এমন নৃত্য করেছিলেন যে শুধু জগৎ নয়—স্বয়ং জগন্নাথও বিস্মিত হয়েছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় শ্রোতাগণ শুন করি একমন।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরমোহন ॥
আর দিনে মহাপ্রভু হঞা সাবধান।
রাত্রে উঠি গণসঙ্গে কৈলা কৃত্য-স্নান (১) ॥
পাণ্ডু-বিজয় (২) দেখিবারে করিল গমন।
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন ॥
আপনে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয়-দর্শন (৩) ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সঙ্গে ভক্তগণ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর গমন ॥

বলিষ্ঠ দয়িতাগণ (৪) যেন মত্ত হাতী।
জগন্নাথ বিজয় করায় করি হাতাহাতি ॥
কতক দয়িতা করে স্কন্ধ-আলম্বন।
কত দয়িতা ধরে শ্রীপদ্ম চরণ ॥
কটিতটে বন্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরি (৫)।
দুইদিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি ॥
উচ্চ দৃঢ় তুলি (৬) সব পাতি স্থানে স্থানে।
এক তুলি হৈতে আর তুলি করায় গমনে ॥
প্রভু-পদাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড।
তুলা সব উড়ি যায়, শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥
বিশ্বম্ভর জগন্নাথ চালাইতে শক্তি কার।
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহার ॥
মহাপ্রভু 'মণিমা' (৭) বলি করে উচ্চধ্বনি।
নানাবাদ্য-কোলাহল কিছুই না শুনি ॥
তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
স্বর্ণমার্জ্জনী লঞা করে পথ-সম্মার্জ্জন ॥
চন্দন-জলেতে করেন পথ নিষিঞ্চনে।
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজ-সিংহাসনে ॥
উত্তম হঞা রাজা করে তুচ্ছ-সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন ॥
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে-সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সে-সেবা হইতে ॥
রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার।
নব হেমময় রথ সুমেরু-আকার ॥
শত শত শুক্ল চামর দর্পণ উজ্জ্বল।
উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্ম্মল ॥

(১) 'কৃত্য-স্নান'—প্রাতঃকৃত্যাদি ও প্রাতঃস্নান, অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নান।

(২) 'পাণ্ডু-বিজয়'—শ্রীজগন্নাথদেবকে হাত ধরাধরি করিয়া রথের উপর লইয়া যাওয়ার নাম পাণ্ডু-বিজয়—'পাণ্ডু'—হাত ধরিয়া পদব্রজে গমন, (উৎকল ভাষা)।

(৩) 'বিজয়-দর্শন'—জগন্নাথের গমন দর্শন।

(৪) 'দয়িতা'—পাণ্ডাবিশেষ।

(৫) 'পট্টডোরি'—রেশমের দড়ি।

(৬) 'তুলি'—গদি।

(৭) 'মণিমা'—মহাশয়, সর্ব্বেশ্বর (উড়িয়া ভাষা)।

ঘাঘর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার ক্বণিত (১)।
নানা চিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত ॥
লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রথের উপর।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর ॥
পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লৈয়া।
তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥
তাঁহার সম্মতি লৈয়া ভক্তে সুখ দিতে।
রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে ॥
সূক্ষ্ম শ্বেত বালু-পথ পুলিনের সম।
দুই দিকে টোটা (২) সব যেন বৃন্দাবন ॥
রথে চড়ি জগন্নাথ করিল গমন।
দুই পার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিত মন ॥
গৌড় সব রথ টানে করিয়া আনন্দ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ ॥
ক্ষণে স্থির হৈয়া রহে টানিলে না চলে।
ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ না চলে কারো বলে ॥
তবে মহাপ্রভু সব লৈয়া নিজগণ।
স্বহস্তে পরাইলা সভারে মাল্যচন্দন ॥
পরমানন্দ পুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাঢ়িল আনন্দ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীহস্ত-স্পর্শে দোঁহে হইলা আনন্দ ॥
কীর্ত্তনীয়াগণে দিলা মাল্য-চন্দন।
স্বরূপ শ্রীবাস তার মুখ্য দুই জন ॥
চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন।
দুই-দুই মার্দ্দঙ্গিক (৩) হৈল অষ্টজন ॥
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া।
চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাঁটিয়া ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে ॥
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ-প্রধান।
আর পঞ্চ জন দিল তার পালি (৪) গান ॥
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল।
শ্রীবাস-প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥
গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান্ শুভানন্দ।
শ্রীরাম-পণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ ॥
বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাঁহা গায়।
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ॥
শ্রীকান্ত বল্লভসেন আর দুই জন।
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন ॥
গোবিন্দ-ঘোষ-প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায় ॥
মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥
কুলীনগ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া-সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ ॥
শান্তিপুর-আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নামে তাঁহা আর সব গায় ॥
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন ॥
জগন্নাথ আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায় ॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ-মাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল ॥
শ্রীবৈষ্ণব ঘটামেঘে (৫) হইল বাদল।
সংকীর্ত্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্র-জল ॥
ত্রিভুবন ভরি উঠে সংকীর্ত্তন-ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি ॥

(১) 'ক্বণিত'—শব্দ।
(২) 'টোটা'—উদ্যান।
(৩) 'মার্দ্দঙ্গিক'—মৃদঙ্গবাদক। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুইজন করিয়া মার্দ্দঙ্গিক।
(৪) 'পালি'—দোহার।
(৫) 'ঘটামেঘে'—বৈষ্ণবসমূহরূপ মেঘে।
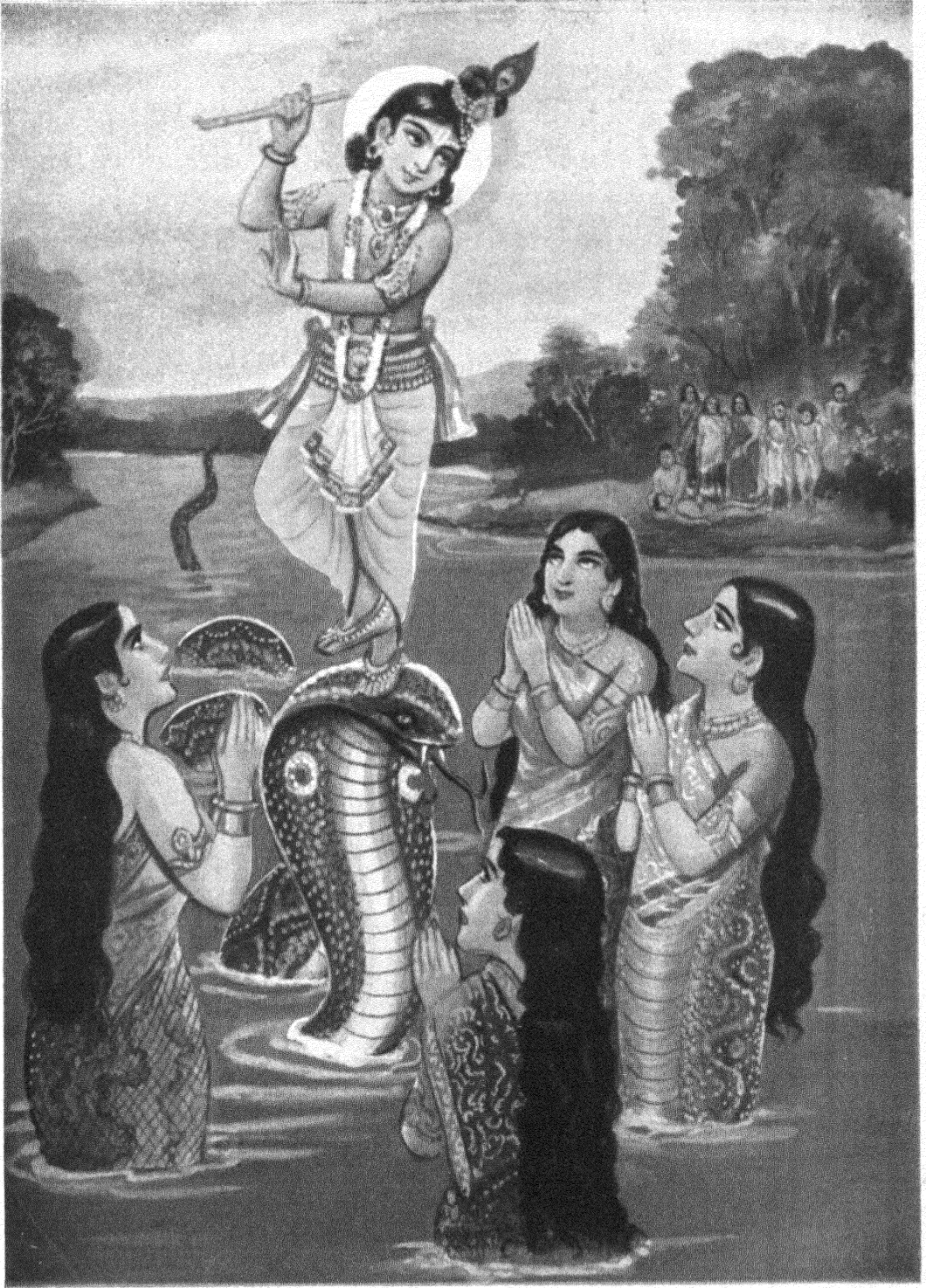
...তোমার সেই চরণধূলিকে স্পর্শ করার অধিকার
এই কালিয়নাগের কোন পূণ্যের ফলে সম্ভব হোলো—

সাত ঠাঞি বুলে প্রভু "হরি হরি" বলি।
"জয় জয় জগন্নাথ" কহে হস্ত তুলি ॥
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস ॥
সভে কহে প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমারে দয়ায় ॥
কেহো লখিতে নারে অচিন্ত্য প্রভুর শক্তি।
অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে যার শুদ্ধ ভক্তি ॥
কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত।
কীর্ত্তন দেখেন রথ করিয়া স্থগিত ॥
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়।
দেখিতে বিবশ রাজা হৈল প্রেমময় ॥
কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা।
কাশীমিশ্র কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ॥
সার্ব্বভৌম সহ রাজা করে ঠারাঠারি।
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি ॥
যারে তাঁর কৃপা, তাঁরে সে জানিতে পারে।
কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিতে না পারে ॥
রাজার তুচ্ছসেবা দেখি প্রভুর প্রসন্ন মন।
সে-প্রসাদে পাইল এই রহস্য-দর্শন ॥
সাক্ষাতে না দেখা দেন পরোক্ষে এত দয়া।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া ॥
সার্ব্বভৌম কাশীমিশ্র দুই মহাশয়।
রাজারে প্রসাদ দেখি হইলা বিস্ময় ॥
এই মত লীলা প্রভু করি কথোক্ষণ।
আপনে গায়েন নাচে নিজ ভক্তগণ ॥
কভু এক মূর্ত্তি হয় কভু বহুমূর্ত্তি।
কার্য্য-অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি ॥
লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি লীলা শক্তি করে সমাধান ॥
পূর্ব্বে যৈছে রাসাদি লীলা কৈল বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে ॥
ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে আন।
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥

এই মত মহাপ্রভু করি নৃত্যরঙ্গে।
ভাসাইল সর্ব্বলোক প্রেমের তরঙ্গে ॥
এই মত হইল কৃষ্ণের রথ-আরোহণ।
তাঁর আগে নাচাইল প্রভু নিজগণ ॥
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা গমন।
তার আগে প্রভু যৈছে করিল নর্ত্তন ॥
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করিল কথোক্ষণ।
আপন উদ্‌যোগে নাচাইল ভক্তগণ ॥
আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল ॥
শ্রীবাস রামাই রঘু গোবিন্দ মুকুন্দ।
হরিদাস গোবিন্দানন্দ মাধব গোবিন্দ ॥
উদ্দণ্ড-নৃত্যে যবে প্রভুর হৈল মন।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নব জন ॥
প্রভুর সঙ্গে গায় ধায় এই দশজন।
আনন্দে উদ্দণ্ড হই করেন কীর্ত্তন ॥
এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায়।
আর সম্প্রদায় চারিদিকে রহি গায় ॥
দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাত।
ঊর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ ॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে ১।১৯।৬৫ মহাভারতে
শান্তিপর্ব্বণি (৪৭।৯৪)

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়
গোব্রাহ্মণহিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়
গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মণ্যদেবায় (ব্রহ্মজ্ঞগণের পূজনীয়) গোব্রাহ্মণহিতায় (গো এবং ব্রাহ্মণগণের হিতকারী) চ জগদ্ধিতায় (জগতের হিতকর্ত্তা) গোবিন্দায় (গোগণের রক্ষক) কৃষ্ণায় নমঃ নমঃ (কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম)

অনুবাদ।—প্রণাম করি, বারংবার ব্রহ্মণ্যদেবকে, গো-ব্রাহ্মণের কল্যাণকারীকে, জগতের হিতসাধককে —সেই কৃষ্ণকে, গোবিন্দকে ॥ ২ ॥

তথাহি মুকুন্দমালায়াম্ (৩)

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—অসৌ দেবকীনন্দনঃ (এই দেবকী-নন্দন) দেবঃ জয়তি জয়তি, (দেব জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন) বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ (বৃষ্ণিকুলোজ্জ্বল-কারী) কৃষ্ণঃ জয়তি জয়তি (শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন) মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গঃ (মেঘশ্যামস্নিগ্ধ কোমলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ) জয়তি জয়তি (জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন) পৃথ্বীভারনাশঃ (ধরা-ভারাপহারক) মুকুন্দঃ জয়তি জয়তি (মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ।—দেব দেবকীনন্দনের জয় হোক—জয় হোক বৃষ্ণিবংশের প্রদীপ শ্রীকৃষ্ণের। জয়লাভ করুন মেঘশ্যামল কোমলাঙ্গ মুকুন্দ, যিনি পৃথিবীর ভার নাশের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ৩॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৯০ অ ৪৮ শ্লোকঃ

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন,
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥৪

অন্বয়ঃ।—জননিবাসঃ (জনগণের অন্তর্য্যামী ও আশ্রয় স্বরূপ) দেবকীজন্মবাদঃ (দেবকী গর্ভজাত বলিয়া যাহার সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে) যদুবরপরিষৎ (যদুশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার সভাসদ্) স্বৈঃ দোর্ভিঃ (স্বীয় বাহুদ্বারা) অধর্ম্মম্ অস্যন্ (অধর্ম্মকে বিদূরিত করিয়া) স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ (যিনি স্থাবর জঙ্গমাদির দুঃখ হরণ করেন সেই শ্রীকৃষ্ণ) সুস্মিত-শ্রীমুখেন (হাস্যস্মিত মুখকমলে) ব্রজপুরবনিতানাং (ব্রজ এবং মথুরার বনিতাগণের) কামদেবং বর্দ্ধয়ন্ জয়তি (প্রেম উদ্দীপিত করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজিত রহিয়াছেন)।

অনুবাদ।—জয় লাভ করুন শ্রীকৃষ্ণ—যিনি জগতের আশ্রয়, দেবকীর পুত্র বলে খ্যাত, শ্রেষ্ঠ যদুবংশীয়েরা যাঁর সভাসদ্—নিজের বাহুবলে যিনি অধর্ম্মকে নাশ করেছেন—নাশ করেছেন যিনি স্থাবর জঙ্গমের সর্ব্বদুঃখকে এবং যিনি আনন্দিত মুখসৌন্দর্য্যে ব্রজগোপীদের প্রেমকে জাগিয়েছেন॥ ৪॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ৭২ শ্লোকঃ

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি-
র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি-
র্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমা-
নন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়ো-
র্দাসদাসানুদাসঃ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—অহং নহং বিপ্রঃ (আমি ব্রাহ্মণ নহি) নরপতিঃ ন চ (ক্ষত্রিয়ও নহি) ন অপি বৈশ্যঃ (বৈশ্যও নহি) ন শূদ্রঃ (শূদ্রও নহি) অহং ন বর্ণী (ব্রহ্মচারী নহি) গৃহপতিঃ ন চ (গৃহস্থও নহি) নো বনস্থঃ ন যতিঃ বা (আমি বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী নহি) কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধেঃ (কিন্তু পূর্ণ-রূপে প্রকাশিত নিখিল পরমানন্দের সুধাসমুদ্র সদৃশ) গোপীভর্ত্তুঃ (গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের) পদকমলয়োঃ দাসদাসানুদাসঃ (শ্রীচরণকমলের দাসানুদাসের অনুদাস হই)।

অনুবাদ।—আমি ব্রাহ্মণ নই, রাজা নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই। আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই। পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছেন যিনি পরম আনন্দপূর্ণ অমৃতের সমুদ্রের মত—সেই গোপীনাথের পদকমলের দাস আমি—দাসের দাসেরও অনুদাস॥ ৫॥

এত পড়ি পুনরপি করিলা প্রণাম।
যোড়হাথে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্॥
উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
চক্রভ্রমি (১)ভ্রমে যৈছে আলাত-আকার(২)॥

(১) 'চক্র'—চাকা, 'ভ্রমি'—ঘূর্ণন।

(২) 'আলাত'—জ্বলন্ত কাষ্ঠকে বেগে ঘুরাইলে তাহার অগ্নি যেমন চক্রাকারে সকল দিকেই দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মহাপ্রভুও চক্রাকারে ভ্রমণ করাতে সকল দিকেই দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

নৃত্যে প্রভুর যাঁহা-যাঁহা পড়ে পদতল।
সসাগরা মহী শৈল করে টলমল॥
স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য।
নানাভাবে বিবশতা গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায়।
সুবর্ণ-পর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায়॥
নিত্যনন্দ প্রভু দুই হস্ত প্রসারিয়া।
প্রভুকে ধরিতে বুলে আশে পাশে ধাঞা॥
প্রভুপাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার।
হরিদাস 'হরিবোল' বোলে বারবার॥
লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল।
প্রথম মণ্ডল নিত্যানন্দ মহাবল॥
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয়-আবরণ॥
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ।
মণ্ডলী হইয়া করে লোক-নিবারণ॥
হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্তাবলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া॥
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন।
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন॥
রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস।
হস্তে তারে স্পর্শি কহে হও একপাশ॥
নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।
বারবার ঠেলে তাঁর ক্রোধ হইল মনে॥
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হৈলা সে হরিচন্দন॥
ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁরে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনে প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে॥
ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্ত স্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাই, তুমি কৃতার্থ হইলা॥
প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
অন্য আছু জগন্নাথের আনন্দ অপার॥
রথ স্থির করি আগে না করে গমন।
অনিমিষ-নেত্রে করে নৃত্যদরশন॥
সুভদ্রা-বলরামের হৃদয়ে উল্লাস।
নৃত্য দেখি দুই জনার শ্রীমুখে হৈল হাস॥
উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবোদয় হয় সমকাল (১)॥
মাংস-ব্রণ-সহ (২) রোম-বৃন্দ পুলকিত।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোকে মানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম।
'জজ জজ গগ গগ' (৩) গদ্গদ বচন॥
জলযন্ত্র-ধারা (৪) যেন বহে অশ্রুজল।
আশ-পাশ লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহকান্তি গৌর দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প-সম॥
কভু স্তব্ধ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ক কাষ্ঠসম হস্ত পদ না চলয়॥
কভু ভূমি পড়ে কভু হয় শ্বাসহীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ॥
কভু নেত্রে নাসায় জল মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে পড়ে যেন॥
সেই ফেন লঞা শুভানন্দ কৈল পান।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তেঁহো বড় ভাগ্যবান্॥

---

(১) 'বিকার'—স্বভাবের অন্যথা ভাব। 'অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাব'—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় এই আট সাত্ত্বিক ভাব। কৃষ্ণ-সম্বন্ধী ভাবদ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে সত্ত্ব বলে, এই সত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন যে ভাব, তাহাকে সাত্ত্বিক ভাব বলে। 'সমকাল'—এককালে।

(২) 'মাংস-ব্রণ-সহ' মহাপ্রভুর রোমবৃন্দ পুলকিত হইয়া লোমকুপের মাংস ব্রণসমূহের মত দেখা যাইতে লাগিল।

(৩) 'জজ জজ গগ গগ'—অর্থাৎ 'জগন্নাথ' কথাটি উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না।

(৪) 'জলযন্ত্র'—পিচকারী বা ফোয়ারা।

এইমত তাণ্ডব-নৃত্য করি কথোক্ষণ।
ভাববিশেষে (১) প্রভুর প্রবেশিল মন॥
তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাহিতে লাগিল॥

তথাহি—পদম্

"সোইত পরাণনাথ পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলুঁ (২)॥"
এই ধুয়া উচ্চস্বরে গায় দামোদর।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর॥
ধীরে ধীরে জগন্নাথ করিল গমন।
আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন॥
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে গায় নাচে।
কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু চলে পাছে পাছে॥
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয়।
শ্রীহস্তযুগলে করে গীত-অভিনয়॥
গৌর যদি পাছে যায়, শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে ধীরে॥
এইমত গৌরশ্যাম করে ঠেলাঠেলি।
সরথ-শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী (৩)॥
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হইল ভাবান্তর।
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চ স্বর॥

তথাহি—কাব্যপ্রকাশে ১।৪ সাহিত্য-দর্পণে ১।১০

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ,
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥ ৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১ পরিচ্ছেদে ৬ষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বারবার।
স্বরূপ বিনে কেহ অর্থ না জানে ইহার॥
এই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান॥
পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হৈয়া ধুয়া গাওয়াইল॥
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে কৈলা নিবেদন।
সেই তুমি সেই আমি সে নব-সঙ্গম॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ॥
ইহাঁ লোকারণ্য হাতি-ঘোড়া রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি॥
ইহাঁ রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপগণ সঙ্গে মুরলী-বদন॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন।
সেই-সুখ সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ॥
আমা লৈয়া পুনঃ লীলা করে বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত পূরণে॥
ভাগবতে আছে এই রাধিকা বচন।
পূর্ব্বে তাহা সূত্রমধ্যে করিয়াছি বর্ণন॥
সে-ভাবাবেশে প্রভু পড়ে এই শ্লোক।
শ্লোকের যে অর্থ জানে নাহি কেহো লোক॥
স্বরূপ গোঁসাঞি জানে, না কহে অর্থ তার।
শ্রীরূপ গোঁসাঞি কৈল সে অর্থ-প্রচার॥
স্বরূপ-সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন।
নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮২ অং ৪৮ শ্লোকঃ

আহুশ্চ তে নলিনাভ-পদারবিন্দং,
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং,
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥ ৭

(১) 'ভাববিশেষে'—কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধিকার যে ভাব সেই ভাবে।

(২) 'সোই'—সেই। 'যাহা লাগি'—যে প্রাণনাথ কৃষ্ণের জন্য। 'মদনদহনে'—কামাগ্নিতে। 'ঝুরি গেলুঁ'—দগ্ধ হইলাম, কাঁদিয়া আকুল হইলাম।

(৩) মহাপ্রভু রথের পশ্চাৎ গেলে আর জগন্নাথের রথ চলে না, অতএব জগন্নাথ হইতে মহাপ্রভু অধিক বলবান্।

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলার ১ম পরিচ্ছেদে ৮ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

অন্যের হৃদয় মন, আমার মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি (১)।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ-কৃপা মানি ॥
প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন, তাঁহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন ॥
পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগ-জ্ঞানের কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ (২) কৃপাময়, জান আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে কহিতে না জুয়ায় (৩) ॥
চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে
যত্ন করি নারি কাড়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার
স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥
নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।

(১) অন্যের অন্য বিষয়ে মন, কিন্তু আমার মন বৃন্দাবনের প্রতি এতাদৃশ আসক্ত যে তাহা হইতে কোনরূপে অন্যত্র আসক্ত করিতে না পারায় মনে ও বৃন্দাবনে আমি এক করিয়া মানি। শ্লেষার্থ—আমার মনই বৃন্দাবনস্বরূপ, অতএব তাহাতে সর্ব্বদা তোমার শ্রীচরণারবিন্দ বিহার করিলেও মথুরামণ্ডলস্থ বৃন্দাবনে তোমার শ্রীচরণারবিন্দের বিহার-দর্শনলালসা নিবৃত্ত হইতেছে না।

(২) 'বিদগ্ধ'—নৃত্যগীতাদি ৬৪ বিদ্যাবিলাসে যুক্তচিত্ত ব্যক্তিকে বিদগ্ধ বলে।

(৩) হে কৃষ্ণ, পূর্ব্বে মথুরা হইতে উদ্ধবের দ্বারা আমাদিগকে জ্ঞানযোগের উপদেশ দিয়াছ, এখনও দিতেছ। তুমি আমার প্রাণনাথ হইয়া, আমার হৃদয় জানিয়াও যোগ ও জ্ঞানের উপদেশ দিয়া হৃদয়ে ব্যথা দিতেছ, তাহা অনুচিত।

তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটি (৪)
শুনি গোপীর বাড়ে আর রোষ ॥
দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাঁহা তার
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্রজলে, কাম-তিমিঙ্গিলে (৫) গিলে
গোপীগণে লহ তার পার ॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজে ব্রজজন, মাতা পিতা বন্ধুগণ,
বড় চিত্র কেমনে পাসরিলা ॥
বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌গুণ, সুশীল স্নিগ্ধ করুণ,
তারে তোমার নাহি দোষাভাস (৬)।
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন,
সে আমার দুর্দ্দৈব-বিলাস (৭) ॥
না গণি আপন দুখ, দেখি ব্রজেশ্বরী (৮) মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জিয়াও ব্রজে আসি
কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে ॥
তোমার যে অন্য-বেশ, অন্য-সঙ্গ অন্য-দেশ
ব্রজজনে কভু নাহি ভায় (৯)।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে
ব্রজজনের কি হবে উপায় ॥
তুমি ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন
ব্রজে উদয় করাহ নিজ পদ ॥

(৪) 'কুটিনাটি'—কৌটিল্য, কপটতা।

(৫) 'তিমিঙ্গিল'—তিমিকে পর্য্যন্ত গিলিতে পারে এইরূপ বিরাটকায় সমুদ্রজীব।

(৬) 'দোষভাস'—দোষ-লেশ।

(৭) 'দুর্দ্দৈব-বিলাস'—দুরদৃষ্টের জোর।

(৮) 'ব্রজেশ্বরী'—যশোদা।

(৯) 'নাহি ভায়'—ভাল লাগে না।

পুনর্যথা রাগঃ।—

শুনিয়া রাধিকাবাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি,
ভাবে ব্যাকুলিত হৈল মন।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি, আপনাকে ঋণী মানি
করেন কৃষ্ণ তাঁরে আস্বাদন॥
প্রাণপ্রিয়ে! শুন মোর এ সত্য বচন।
তোমা সবার স্মরণে, ঝুরোঁ(১) মুঞি রাত্রিদিনে
মোর দুঃখ না জানে কোন জন॥
ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণসম।
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন॥
তুমি মোর জীবনের জীবন॥
তোমা সবার প্রেমরসে, আমাকে করিলা বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা সবা ছাড়াইয়া, আমা দূরদেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল॥
প্রিয়া প্রিয়সঙ্গ-হীনা, প্রিয় প্রিয়াসঙ্গ-বিনা,
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে,
এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ॥
সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি
বিয়োগ যে বাঞ্ছে প্রিয়-হিতে।
না গণে আপন দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে॥
রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ
তাঁর শক্ত্যে আসি নিতিনিতি।
তোমা সনে ক্রীড়া করি, নিত্য যাই যদুপুরী
তাহা তুমি মান আমা স্ফূর্ত্তি॥
মোর ভাগ্যে মো-বিষয়ে(২) তোমার যে প্রেম হয়ে
সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা-সনে
প্রকটেহ (৩) আনিবে সত্বর॥
যাদবের প্রতিপক্ষ (৪) দুষ্ট যত কংস-পক্ষ
তাহা আমি কৈল সব ক্ষয়।
আছে দুই চারিজন, তাহা মারি বৃন্দাবন,
আইলাও জানিহ নিশ্চয়॥
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজনে রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা।
যে বা স্ত্রী পুত্রধন, করি বাহ্যে আবরণ,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া॥
তোমার যে প্রেমগুণে, করে আমা আকর্ষণে
আনিবে আমা দিন-দশ-বিশে।
পুন আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমা-সনে,
বিলসিব রাত্রি দিবসে॥
এত তারে কহি কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল।
সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা
কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীত হইল॥

তথাহি- শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ৮২ অঃ ৪৪ শ্লোকঃ

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে।
রাত্রি-দিন ঘরে বসি করে আস্বাদনে॥
নৃত্যকালে এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া।
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ-বদন চাঞা॥
স্বরূপ-গোঁসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায়-বাক্য-মন॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট করিয়া করে গান আস্বাদন॥

(১) 'ঝুরোঁ'—রোদন করি।
(২) 'মো-বিষয়ে'—আমার প্রতি।
(৩) 'প্রকটেহ'—সাক্ষাতে।
(৪) 'প্রতিপক্ষ'—বিপক্ষ।

ভাবাবেশে কভু প্রভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জ্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হৈয়া॥
অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর।
ভয়ে নিজকরে নিবারয়ে প্রভুকর॥
প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান।
যবে যেই রস তাহা করে মূর্ত্তিমান্॥
শ্রীজগন্নাথের দেখি শ্রীমুখ-কমল।
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল॥
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল।
মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার দিব্য পরিমল॥
প্রভুর হৃদয়ে আনন্দ-সিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ ঝঞ্ঝাবায়ু তৎক্ষণে উঠিল॥
আনন্দ-উন্মাদে উঠে ভাবের তরঙ্গ।
নানাভাব-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ॥
ভাবোদয় ভাব-শান্তি সন্ধি-শাবল্য।
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী (১) সভার প্রাবল্য॥
প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল।
ভাব-পুষ্পাদ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল॥
দেখিয়া লোকের আকর্ষয়ে চিত্ত মন।
প্রেমামৃত-বৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সর্ব্বজন॥
জগন্নাথ-সেবক যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিক-লোক নীলাচলবাসী যতজন॥
প্রভুর নৃত্যে-প্রেম দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উছলিল হৃদয়ে সবার॥
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল।
প্রভুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল॥

(১) 'ভাবোদয়'—অশ্রু কম্প পুলক ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ। 'সন্ধি-শাবল্য'—সমান বা ভিন্নরূপ দুইটি ভাবের পরস্পর মিলন=ভাবসন্ধি। ভাব সকলের পরস্পর সংমর্দ্দন—ভাবশাবল্য। 'সঞ্চারী'—নির্ব্বেদাদি তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব। 'সাত্ত্বিক'—স্তম্ভাদি আটটি। স্থায়ী—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রতি।

অন্যের কা কথা জগন্নাথ হলধর।
প্রভুর নৃত্য দেখি সুখে চলেন মন্থর॥
কভু সুখে নৃত্য-রঙ্গ দেখে রথ রাখি।
সে কৌতুক যে দেখিল সেই তার সাক্ষী॥
এইমত প্রভু নৃত্য করিতে করিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে॥
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাহারে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হৈল॥
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছি ছি বিষয়ি-স্পর্শ হইল আমার॥
আবেশে নিত্যানন্দ না হৈলা সাবধানে।
কাশীশ্বর গোবিন্দ আছিলা অন্য স্থানে॥
যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবন (২)।
প্রসন্ন হৈয়াছে তাঁরে মিলিবারে মন॥
তথাপি আপন গণ করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোমাভাস কৈলা ভগবান॥
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে তুমি না কর সংশয়॥
তোমার উপরে প্রভুর প্রসন্ন আছে মন।
তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজ-গণ॥
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন।
সেইকালে যাই করিহ প্রভুর মিলন॥
তবে মহাপ্রভু রথ-প্রদক্ষিণ হৈয়া।
রথ পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া॥
ঠেলিলে চলিল রথ হড়হড় করি।
চৌদিকের লোক উঠে বলি "হরি হরি"॥
তবে প্রভু নিজভক্তগণ লঞা সঙ্গে।
বলভদ্র সুভদ্রা আগে নৃত্য করে রঙ্গে॥
তাঁহা নৃত্য করি জগন্নাথ আগে আইলা।
জগন্নাথ দেখি নৃত্য করিতে লাগিলা॥

(২) 'হাড়ির সেবন'—ঝাড়ুদারের কার্য্য।

চলিয়া আইলা রথ বলগণ্ডি-স্থানে (১)।
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাহিনে বামে॥
বামে বিপ্রশাসন নারিকেল বন।
ডাহিনে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন॥
আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন॥
সেই স্থানে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন॥
জগন্নাথের ছোট বড় যত দাসগণ।
নিজ-নিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ॥
রাজা রাজমহিষীবৃন্দ পাত্র-মিত্রগণ।
নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন॥
নানাদেশের যাত্রিক দেশী যত জন।
নিজ নিজ ভোগ তাঁহা কৈল সমর্পণ॥
আগে পাছে দুই পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান-বনে।
যে যাঁহা পায় লাগায় (২) নাহিক নিয়মে॥
ভোগের সময় লোকের মহাভিড় হৈলা।
নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেলা॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন যাঞা।
পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় (৩)রহিলা পড়িয়া॥
নৃত্য-পরিশ্রমে প্রভুর দেহ ঘর্ম্ম ঘন।
সুগন্ধি শীতল বায়ু করয়ে সেবন॥
যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরামে (৪)।
প্রতি বৃক্ষতলে সভে করিলা বিশ্রামে॥
এই ত কহিল প্রভুর মহাসংকীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিল নর্ত্তন॥

রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য-বিবরণ।
চৈতন্যাষ্টকে রূপ-গোঁসাই করিয়াছেন বর্ণন॥

তদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াং প্রথমস্তবে সপ্তমশ্লোকঃ

রথারূঢ়স্যারা-
দধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মি-
স্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ
পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে
পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৯

অন্বয়ঃ।—রথারূঢ়স্য (রথোপরি স্থিত) নীলাচলপতেঃ (শ্রীজগন্নাথদেবের) আরাৎ (নিকটে) অধিপদবি (পথিমধ্যে) অদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ (অত্যধিক প্রেমোল্লাসজনিত নর্ত্তনানন্দবিবশ) সহর্ষং গায়দ্ভিঃ বৈষ্ণবজনৈঃ পরিবৃততনুঃ (আনন্দে কীর্ত্তনরত বৈষ্ণবমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত দেহ) স চৈতন্যঃ পুনরপি কিং মে দৃশোঃ পদং যাস্যতি (সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নদ্বয়ের গোচরে আসিবেন)।

অনুবাদ।—আবার কি সেই চৈতন্য আমার দৃষ্টিপথে আসবেন—যিনি রথযাত্রায় জগন্নাথের সামনে পথের মধ্যে প্রেমতরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে নৃত্যের উল্লাসে বিবশ হয়ে পড়তেন, আর যাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সানন্দে কীর্ত্তন করতেন বৈষ্ণবজনেরা॥ ৯॥

ইহা যেই শুনে, সেই গৌরচন্দ্র পায়।
সুদৃঢ় বিশ্বাস-সহ প্রেমভক্তি হয়॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) 'বলগণ্ডি-স্থানে'—শ্রীমন্দির ও গুণ্ডিচা মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জগন্নাথদেবের মাসীর আলয়ে।
(২) 'লাগায়'—ভোগ দেয়।
(৩) 'গৃহপিণ্ডায়'—দাওয়াতে।
(৪) 'আরামে'—পুষ্পোদ্যানে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ
শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং
হৃষ্টঃ প্রেম্ণা ননর্ত্ত সঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ। সঃ গৌরঃ (সেই গৌরচন্দ্র) আত্মবৃন্দৈঃ (ভক্তগণ সঙ্গে) শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবং পশ্যন্ (শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব দর্শন করিয়া) গোপীরসোল্লাসং (ব্রজগোপীগণের রসোল্লাসের অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমের কথা) শ্রুত্বা হৃষ্টঃ [সন্] প্রেম্ণা ননর্ত্ত (শুনিয়া আনন্দ সহকারে প্রেমাবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—নিজের ভক্তদের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ লক্ষ্মীদেবীর বিজয়-উৎসব দেখে এবং গোপীদের কৃষ্ণপ্রেমের কথা শুনে আনন্দিত হয়ে প্রেমে নৃত্য করেছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
জয় শ্রোতাগণ যার গৌর প্রাণধন ॥
এইমত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিলা প্রবেশে ॥
সার্ব্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।
একলা বৈষ্ণববেশে আইলা সেই দেশ ॥
সব ভক্তের আজ্ঞা লৈল যোড়হাত হৈয়া।
প্রভুপদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া ॥
আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ সম্বাহন ॥
রসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।
"জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায় করেন পঠন ॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
"বোল-বোল" বুলি উচ্চ বোলে বারবার ॥
"তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন কৈল ॥

তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্যরতন।
মোরে কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন ॥
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বারবার।
দুইজনের অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধর ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে
৩১ অ, ৯ম শ্লোকঃ

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—তপ্তজীবনং (তাপিত জনের জীবনপ্রদ) কবিভিরীড়িতং (ব্রহ্মাদির প্রশংসিত) কলুষাপহং (পাপনাশন) শ্রবণমঙ্গলং (কর্ণরসায়ন) শ্রীমৎ আততং তব কথামৃতম্ (সর্ব্বোৎকর্ষযুক্ত সর্ব্বব্যাপক তোমার কথামৃত) যে জনাঃ ভুবি গৃণন্তি (সংসারে যাঁহারা কীর্ত্তন করেন) 'তে' জনাঃ ভূরিদাঃ (তাঁহারা সর্ব্বার্থপ্রদ, দাতাশিরোমণি)।

অনুবাদ।—তপ্ত অর্থাৎ তৃষ্ণার্ত্তজনের কাছে জল যেমন, দুঃখীর কাছেও তোমার কথা তেমন অমৃতের সমান। যারা কবি অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ তাদের কাছেও তোমার কথা পরম আদরের। তোমার কথা পাপকে নাশ করে, শুনলে মঙ্গল হয়। সর্ব্বোত্তম ও ভুবনব্যাপী তোমার কথামৃতের কীর্ত্তন করেন যাঁরা তাঁরাই সর্ব্ব অভীষ্ট দিয়ে থাকেন, অর্থাৎ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন শুনলেই মানুষের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ হয় ॥ ২ ॥

"ভূরিদা ভূরিদা" বলি করে আলিঙ্গন।
ইহা নাহি জানে এহ হয় কোন্ জন ॥
পূর্ব্বসেবা দেখি তারে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা-প্রসাদ করিল ॥
এই দেখি চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তাঁর অনুসন্ধান বিনে করয়ে সফল ॥

প্রভু কহে কে তুমি করিলে মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত॥
রাজা কহে আমি তোমার দাসের অনুদাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
কাঁহা না কহিও ইহা নিষেধ করিল॥
রাজা হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ।
অন্তরে সব জানে প্রভু বাহিরে উদাস॥
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণ।
রাজাকে প্রশংসে সবে আনন্দিত মন॥
দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড়হাত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা॥
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ।
বাণীনাথ প্রসাদ লৈয়া কৈল আগমন॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ দিয়া।
প্রসাদ পাঠাইল রাজা বহুত করিঞা॥
বলগণ্ডি ভোগের প্রসাদ (১) উত্তম অনন্ত।
নিসকড়ি (২) প্রসাদ আইল যার নাহি অন্ত॥
ছেনা পনা পৈড় (৩) আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলক আর বীজতাল (৪)॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপূর (৫)।
বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ড-খর্জ্জুর॥
মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার॥
অমৃতমণ্ডা ছেনাবড়া আর কর্পূর কুলি।
সরামৃত সরভাজা আর সরপুলী॥
হরিবল্লভ সেবতি কর্পূরমালতী।
ডালিমা মরিচা নাড়ু নবাত অমৃতি॥
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।
বিয়ড়ী কদমা তিলেখাজার প্রকার॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার।
ফল-ফুল-পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার॥
দধি দুগ্ধ দধি-তক্র রসালা শিখরিণী।
সলবণ মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি॥
নেবু কোলি (৬) আদি নানা-প্রকার আচার।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার॥
প্রসাদে পূরিত হৈল অর্দ্ধ উপবন।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন॥
এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন॥
কেয়াপত্রদ্রোণী (৭) আইল বোঝা পাঁচ সাত।
একৈক জনে দশদোনা দিল একৈক-পাত॥
কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌর রায়।
তা-সবাকে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায়॥
পাঁতি পাঁতি করি ভক্তগণে বসাইলা।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে কৈল নিবেদন॥
আপনে বৈস প্রভু ভোজন করিতে।
তুমি না খাইলে কেহ না পারে খাইতে॥
তবে মহাপ্রভু বৈসেন নিজগণ লঞা।
ভোজন করাইল সভারে আকণ্ঠ পূরিয়া॥
ভোজন করি বসিলা প্রভু করি আচমন।
প্রসাদ উবরিল (৮) খায় সহস্রেক জন॥

(১) বলগণ্ডি স্থানে শ্রীজগন্নাথের যে ভোগ হইয়াছিল সেই প্রসাদ।
(২) 'নিসকড়ি'—মিষ্টান্নাদি, ডাল ভাত ভিন্ন ঘৃতপক্ক দ্রব্য।
(৩) 'পৈড়'—অপক্ব নারিকেল, ডাব (উড়িয়া-ভাষা)। কেহ কেহ পেয়ারা বলেন।
(৪) 'বীজতাল'—তালশাঁস।
(৫) 'বীজপূর'—দাড়িম।
(৬) 'কোলি'—কুল।
(৭) 'কেয়াপত্রদ্রোণী'—কেয়াফুলের পাতার পুটি অর্থাৎ দোনা (ঠোঙ্গা)। এক এক জনে দশ দশ দোনা ও একখানি পাত।
(৮) 'উবরিল'—উদ্বৃত্ত হইল, বেশী হইল।

প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে।
দুঃখিত-কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে ॥
কাঙ্গালের ভোজন-রঙ্গ দেখে গৌর হরি।
হরিবোল বলি তারে উপদেশ করি ॥
হরি হরি বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌর রায় ॥
ইহা জগন্নাথের রথ-চলন-সময়।
গৌড় সব রথ টানে আগে না চলয় ॥
টানিতে না পারি গৌড় সব ছাড়ি দিলা।
পাত্র-মিত্র লৈয়া রাজা ব্যগ্র হৈয়া আইলা॥
মহামল্লগণ লৈয়া রথ চালাইতে।
আপনে লাগিলা রথ না পারে টানিতে ॥
ব্যগ্র হৈয়া রাজা আনি মত্তহস্তিগণ।
রথ চালাইতে রথে করিলা যোটন ॥
মত্ত হস্তিগণ টানে যার যত বল।
এক পদ না চলে রথ হইল অচল ॥
শুনি মহাপ্রভু আইল নিজগণ লৈয়া।
মত্তহস্তী রথ টানে দেখে দাণ্ডাইয়া ॥
অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চীৎকার।
রথ নাহি চলে লোকে করে হাহাকার ॥
তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল।
নিজগণে রথের কাছি (১) টানিবারে দিল ॥
আপনি রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড় হড় করি রথ চলিল ধাইয়া ॥
ভক্তগণ কাছিতে হাত দিয়া মাত্র ধায়।
আপনে চলয়ে রথ টানিতে না পায় ॥
মহানন্দে লোক সব করে জয়ধ্বনি।
জয় জগন্নাথ বহি আর নাহি শুনি ॥
নিমিষেকে রথ গেল গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্য প্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার ॥
জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এই মত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য ॥

(১) 'কাছি'—দড়ি।

দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র-মিত্র সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥
পাণ্ডু-বিজয় (২) তবে কৈল সেবকগণে।
জগন্নাথ বসিলা আসি নিজ সিংহাসনে ॥
সুভদ্রা বলদেব সিংহাসনেতে আইলা।
জগন্নাথের স্নান ভোগ হইতে লাগিলা ॥
অঙ্গনেতে মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
আনন্দে আরম্ভিল প্রভু নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥
আনন্দেতে মহাপ্রভুর প্রেম উছলিল।
দেখি সব লোক প্রেম-সমুদ্রে ভাসিল ॥
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল।
আইটোটা (৩) আসি প্রভু বিশ্রাম করিল ॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্যমুখ্য নব-জন নব-দিন (৪) পাইল ॥
আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য যত দিন।
এক এক দিন করি পড়িল বণ্টন ॥
চারি মাসের দিন মুখ্য ভক্ত বাঁটি নিল।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল ॥
একদিন নিমন্ত্রণ করে দুই তিন মেলি (৫)।
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কেলি ॥
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি জগন্নাথ।
সংকীর্ত্তন-নৃত্য করে ভক্তগণ-সাথ ॥
কভু অদ্বৈত নাচে কভু নিত্যানন্দ।
কভু হরিদাস নাচে কভু অচ্যুতানন্দ ॥
কভু বক্রেশ্বর কভু আর ভক্তগণে।
ত্রিসন্ধ্যা-কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে ॥

(২) 'পাণ্ডু-বিজয়'—শ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রীমন্দিরে লইয়া যাওয়া।

(৩) 'আইটোটা'—জুঁইফুলের বাগান; আই নামক উদ্যান।

(৪) 'নব-দিন'—রথের পর নয় দিন।

(৫) এক দিনে দুই তিন জন করিয়া নিমন্ত্রণ করে।

বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান॥
'রাধা সঙ্গে কৃষ্ণ লীলা' এই হৈল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে॥
নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবন লীলা।
ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে করে জলখেলা॥
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিগে বেড়িয়া॥
কভু এক মণ্ডল কভু অনেক মণ্ডলে।
জলমণ্ডূক-বাদ্য (১) বাজায় করতলে॥
দুই দুই জন মেলি করে জল-রণ।
কেহ হারে জিনে প্রভু করে দরশন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ করে জল ফেলাফেলি।
আচার্য্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি॥
বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ স্বরূপের সনে।
গুপ্তদত্ত (২) জলযুদ্ধ করে দুই জনে॥
শ্রীবাস-সহিতে জল খেলে গদাধর।
রাঘবপতি-সনে খেলে বক্রেশ্বর॥
সার্ব্বভৌম-সহ খেলে রামানন্দ রায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দোঁহার হৈলা শিশুপ্রায়॥
মহাপ্রভু তাঁহা দোঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া॥
পণ্ডিত গম্ভীর দোঁহে প্রামাণিক জন (৩)।
বাল্য চাঞ্চল্য করে করহ বর্জ্জন (৪)॥
গোপীনাথ করে তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত কর যদি তার একবিন্দু॥
মেরু-মন্দরপর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই গণ্ডশৈল (৫) ইহার কা কথা॥
শুষ্কতর্ক-খলি (৬) খাইতে জন্ম গেল যার।
তারে লীলামৃত পিয়াও এ কৃপা তোমার॥
হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈত আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষ (৭) শয্যা কৈল॥
আপনে তাহার উপর করিল শয়ন।
শেষশায়ী লীলা প্রভু কৈল প্রকটন॥
শ্রীঅদ্বৈত নিজশক্তি প্রকট করিয়া।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া॥
এই মত জলক্রীড়া করি কথোক্ষণ।
আইটোটা (৮) আইলা প্রভু লৈঞা ভক্তগণ॥
পুরী ভারতী আদি মুখ্য ভক্তগণ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিল ভোজন॥
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল॥
অপরাহ্নে আসি কৈল দর্শন-নর্ত্তন।
নিশাতে উদ্যানে আসি করিল শয়ন॥
আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর-দর্শন।
প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীত করিলা কথোক্ষণ॥
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া।
বৃন্দাবন-বিহার করে ভক্তগণ লৈয়া॥
বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে।
ভৃঙ্গ পিক গায় বহে শীতল পবনে॥
প্রতি বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন।
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন॥
এক-এক বৃক্ষতলে এক-এক গায়।
পরম আবেশে একা নাচে গৌর রায়॥

(১) 'জলমণ্ডূক-বাদ্য'—'জলের উপর হস্তের মণ্ডূকবৎ প্লুতগতি দ্বারা আঘাতে যে অতিবিচিত্র বাদ্য হয়। অর্থ এই—করতল দ্বারা জলমধ্যে মণ্ডূক-বাদ্য বাজাইয়াছিলেন।

(২) 'গুপ্তদত্ত'—মুরারি গুপ্ত ও বাসুদেব দত্ত।

(৩) 'পণ্ডিত গম্ভীর'—অগাধ (বা উদার) পণ্ডিত। 'দোঁহে'—সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ। 'প্রামাণিক'—অধ্যক্ষ, গণ্যমান্য।

(৪) 'বর্জ্জন'—নিবারণ।

(৫) 'গণ্ডশৈল'—ক্ষুদ্র পর্ব্বত।

(৬) 'শুষ্কতর্ক-খলি'—বেদাদি-বিরুদ্ধ তর্করূপ তৈল-কাইট।

(৭) 'শেষ'—অনন্ত।

(৮) 'আইটোটা'—কোন রমণীর উদ্যান বলিয়া নাম আইটোটা। আই=মাতা। টোটা=উদ্যান।

তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিল নাচিতে।
বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাহিতে॥
প্রভু সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায়।
দ্বিগ্বিদিক্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায়॥
এইমত কথোক্ষণ করি বনলীলা।
নরেন্দ্র-সরোবরে গেলা করিতে জলখেলা॥
জলক্রীড়া করি পুনঃ আইলা উদ্যানে।
ভোজন-লীলা কৈল তবে লঞা ভক্তগণে॥
নবদিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ।
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্ত-সাথ॥
জগন্নাথ-বল্লভ নাম বড় পুষ্পারাম (১)।
নবদিন করে প্রভু তথাই বিশ্রাম॥
হোরা-পঞ্চমীর (২) দিন আইলা জানিয়া।
কাশীমিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিয়া॥
কালি হোরাপঞ্চমী শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়।
ঐছে উৎসব কর যৈছে কভু নাহি হয়॥
মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার।
দেখি মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার॥
ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে।
চিত্র-বস্ত্র আর ছত্র কিঙ্কিণী চামরে॥
ধ্বজ পতাকা ঘণ্টা দর্পণ করহ মণ্ডনী।
নানাবাদ্য নৃত্য দোলা করহ সাজনী॥
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার।
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার॥
সেই ত করিহ প্রভু লঞা নিজগণ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে করেন দর্শন॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথ-দর্শন কৈল সুন্দরাচল যাঞা॥

নীলাচল আইলা পুনঃ ভক্তগণ-সঙ্গে।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরা-পঞ্চমীর রঙ্গে॥
কাশীমিশ্র প্রভুকে বহু আদর করিয়া।
স্বগণসহ ভাল স্থানে বসাইল লৈয়া॥
রস-বিশেষ (৩) প্রভুর শুনিতে মন হৈল।
ঈষৎ হাসিয়া তবে স্বরূপে পুছিল॥
যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকা বিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার॥
তথাপি বৎসর-মধ্যে হয় একবার।
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার॥
বৃন্দাবন-সম এই উপবনগণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন॥
বাহির হইতে করে রথযাত্রা-ছল।
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল॥
নানা পুষ্পোদ্যানে তাঁহা খেলে রাত্রি-দিনে।
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি-কারণে॥
স্বরূপ কহে শুন প্রভু কারণ ইহার।
বৃন্দাবন-ক্রীড়ায় লক্ষ্মীর নাহি অধিকার॥
বৃন্দাবন ক্রীড়ায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন॥
প্রভু কহে 'যাত্রা-ছলে' কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুই জন॥
গোপীসঙ্গে লীলা যত করে উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে॥
অতএব কৃষ্ণের প্রকট নাহি কিছু দোষ।
তবে কেনে লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ॥
স্বরূপ কহে প্রেমবতীর এইত স্বভাব।
কান্তের ঔদাস্য (৪) লেশে হয় ক্রোধ-ভাব॥
হেনকালে খচিত যাহে বিবিধ রতন।
সুবর্ণের চতুর্দ্দোলে করি আরোহণ॥

---

(১) 'পুষ্পারাম'—পুষ্পোদ্যান, ফুলের বাগান।

(২) 'হোরাপঞ্চমী'—শ্রীলক্ষ্মীদেবী পঞ্চমীতে বাহিরে গমন করেন বলিয়া উহাকে হোরাপঞ্চমী বলে। হোরা=গমন করা। হেরাপঞ্চমী—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে পঞ্চমীর দিনে রথস্থ শ্রীজগন্নাথদেবকে হেরিতে যান, উহার নাম 'হেরাপঞ্চমী'।

(৩) 'রস বিশেষ'—লক্ষ্মী হইতে ব্রজগোপীর আধিক্য।

(৪) 'ঔদাস্য'—উপেক্ষা।

ছত্র-চামর ধ্বজ পতাকার গণ।
নানাবাদ্য আগে নাচে দেব-দাসীগণ (১)॥
তাম্বূলসম্পুট(২) ঝারি ব্যজন চামর।
হাথে যার দাসী শত দিব্য ভূষাম্বর॥
অনেক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু পরিবার।
ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার॥
শ্রীজগন্নাথের যত মুখ্য ভৃত্যগণ।
লক্ষ্মীদাসীগণ তারে করেন বন্ধন॥
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে।
চোরে যেন দণ্ড করি লয়ে নানা ধনে॥
অচেতন রথ তার করেন তাড়নে।
নানামত গালি দেন ভণ্ডের বচনে (৩)॥
লক্ষ্মীসঙ্গে দাসীগণের প্রাগলভ্য দেখিয়া।
হাসে মহাপ্রভু সব নিজগণ লঞা॥
দামোদর (৪) কহে ঐছে মানের প্রকার।
ত্রিজগতে কাঁহা নাহি দেখি শুনি আর॥
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ।
ভূমে বসি নখে লিখে মলিন-বসন॥
পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এইবিধ মান।
ব্রজে গোপীগণের মান রসের নিধান॥
ইহোঁ (৫) সব নিজ সম্পত্তি প্রকট করিয়া।
প্রিয়ের উপরে যায় সৈন্য সাজাইয়া॥
প্রভু কহে, কহ ব্রজের মানের প্রকার।
স্বরূপ কহে গোপীমান নদী শতধার (৬)॥
নায়িকার স্বভাব প্রেমবৃত্তি বহুভেদ।
সেই ভেদে নানাপ্রকার মানের উদ্ভেদ॥
সম্যক্ গোপীর মান না যায় কথন।
এক-দুই-ভেদে করি দিগ্‌দরশন॥
মানে কেহ হয় ধীরা কেহ ত অধীরা।
এই তিন ভেদ কেহ হয় ধীরাধীরা॥
ধীরা কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান।
নিকটে আসিলে করে আসন প্রদান॥
হৃদে কোপ মুখে কহে মধুর বচন।
প্রিয় আলিঙ্গিতে তাঁর করে আলিঙ্গন॥
সরল ব্যবহারে করে মানের পোষণ।
কিম্বা সোল্লুণ্ঠ (৭) বাক্যে করে প্রিয়নিরাসন॥
অধীরা নিষ্ঠুর বাক্যে করয়ে ভর্ৎসন।
কর্ণোৎপলে তাড়ে (৮) করে মালায় বন্ধন॥
ধীরাধীরা বক্র-বাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস॥
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা তিন নায়িকার ভেদ।
মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য (৯) বিভেদ॥
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের বিনয়বাক্যে হয় পরসন্ন॥
মধ্যা প্রগল্‌ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ (১০)।
তার মধ্যে সভার স্বভাব তিন ভেদ॥
কেহ মুখরা কেহ মৃদ্বী কেহ হয় সমা (১১)।
স্ব-স্বভাবে কৃষ্ণের বাড়ায় রসসীমা॥

(১) 'দেব-দাসীগণ'—শ্রীজগন্নাথের নর্ত্তকীগণ।
(২) 'তাম্বুলসম্পুট'—পানের বাটা।
(৩) 'ভণ্ডের বচন'—কৌতুক বাক্য।
(৪) 'দামোদর'—স্বরূপ গোস্বামী।
(৫) 'ইহোঁ'—লক্ষ্মী।
(৬) এক নদী যেমন শতধারায় ভেদ হয়, তদ্রূপ একই মান গোপীর সম্বন্ধে অনেক ভেদ হয়।
(৭) 'সোল্লুণ্ঠ'—সপরিহাস, পরিহাসযুক্ত।
(৮) 'তাড়ে'—তাড়না করে।
(৯) 'বৈদগ্ধ্য'—চতুরতা বা পাণ্ডিত্য।
(১০) 'মধ্যা প্রগল্‌ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ'—অর্থাৎ ধীরমধ্যা, অধীরমধ্যা এবং ধীরাধীরা মধ্যা; ধীরপ্রগল্‌ভা, অধীরপ্রগল্‌ভা এবং ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা।
(১১) কেহ প্রখরা ইত্যাদি। 'প্রখরা'—যিনি প্রগল্‌ভবাক্যা এবং যাঁহার দুর্লঙ্ঘ্যভাষিতা তাঁহার নাম প্রখরা। 'মৃদ্বী'—যাঁহার প্রগল্‌ভবচনত্ব ও দুর্লঙ্ঘ্য-ভাষিত্বের অল্পতা, তাঁহার নাম মৃদ্বী। 'সমা'—প্রাখর্য্য ও মার্দ্দব গুণের যাঁহাতে সমভাবে স্থিতি, তাঁহার নাম সমা বা মধ্যা। অর্থাৎ প্রখরা ধীরমধ্যা, সমা ধীরমধ্যা এবং মৃদু ধীরমধ্যা প্রভৃতি।

প্রাথর্য্য মার্দ্দব সাম্য স্বভাব নির্দ্দোষ।
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ॥
একথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
"কহ কহ দামোদর" কহে বার বার॥
দামোদর কহে কৃষ্ণ রসিক-শেখর।
রস আস্বাদক, রসময় কলেবর॥
প্রেমময় বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন।
শুদ্ধ প্রেম-রসগুণে গোপিকা প্রবীণ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস দোষ (১)।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩৩ অং ২৫ শ্লোকঃ

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—সত্যকামঃ (সত্যসঙ্কল্প) অনুরতাবলাগণঃ (অনুরক্ত অবলাগণ) আত্মনি অবরুদ্ধসৌরতঃ (আপনাতে অবরুদ্ধ সুরতব্যাপার) সঃ (শ্রীকৃষ্ণ) শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ (চন্দ্রকিরণশোভিতা) শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ (কাব্যকথারসাশ্রয় শরৎকালের) সর্ব্বাঃ নিশাঃ এবং সিষেব (রাত্রি সকলের এইভাবে সেবা করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র—যাঁর ইচ্ছা আর কার্য্য এক—শরৎকালের চাঁদিনী রাত্রিগুলি অনুরক্তা গোপীদের সঙ্গে আনন্দে যাপন করেছিলেন। সেই রাত্রিগুলির কাহিনী নিয়ে কত কাব্যকথা রচনা হয়েছে! শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে তখন নিজের ভিতরে সুরতকেলি ব্যাপার রোধ করে রেখেছিলেন॥ ৩॥

বামা (২) এক গোপীগণ দক্ষিণা (৩) একগণ।
নানা ভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন॥
গোপীগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী।
নির্ম্মল উজ্জ্বলরস প্রেমরত্ন-খনি॥
বয়সে মধ্যমা তেঁহো স্বভাবেতে সমা।
গাঢ় প্রেমভাব তেঁহো নিরন্তর বামা॥
বাম্য স্বভাবে উঠে মান নিরন্তর।
তাঁর বাম্যে বাড়ে কৃষ্ণের আনন্দ-সাগর॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে ৪৩ শ্লোকঃ

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ
স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ
যূনোর্মান উদঞ্চতি॥ ৪॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ২৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এত শুনি বাড়ে প্রভুর আনন্দ-সাগর।
'কহ কহ' কহে কভু, বলে দামোদর॥
অধিরূঢ় মহাভাব (৪) সদা রাধার প্রেম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল যেন দশবাণ হেম (৫)॥

---

(১) গোপিকারা প্রাথর্য্যাদি যে যে স্বভাবে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি করে, তিনি তাহারই অধীন, একারণে ঐ ত্রিবিধ স্বভাবেই তিনিই সন্তোষ প্রাপ্ত হয়েন। 'রসাভাস'—অনৌচিত্যবিশিষ্ট রস; রসরূপে আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও রসলক্ষণবিহীন রসকে রসাভাস বলে।

(২) 'বামা'—যে নায়িকা মান গ্রহণে সর্ব্বদা উদ্যুক্তা এবং সেই মানের শৈথিল্যে কোপবতী, নায়ক যাহার মান ভাঙ্গাইতে অসমর্থ, এবং প্রায়ই নায়কের প্রতি যিনি কঠিনার ন্যায় প্রতীয়মানা, তাঁহাকে বামা বলে। যেমন—শ্রীরাধাদি।

(৩) 'দক্ষিণা'—যে নায়িকা মাননির্ব্বন্ধ সহ্য করেন না, যিনি নায়কের প্রতি যুক্তবাদিনী এবং নায়ক বিনয় দ্বারা যাঁহার মানভঞ্জনে সমর্থ, তাঁহাকে দক্ষিণা বলে। যেমন—শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি।

(৪) 'অধিরূঢ় মহাভাব'—যাহাতে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব সকল থাকে, তাহার নাম রূঢ়ভাব। 'অধিরূঢ়'—যাহাতে রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাবসকল এবং সাত্ত্বিকভাবসকল কোন অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্ট দশা প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম অধিরূঢ়।

(৫) 'দশবাণ হেম'—বিশুদ্ধ স্বর্ণ; বাণ শব্দে পাঁচ, পাঁচদশ পঞ্চাশ, অর্থাৎ পঞ্চাশবার দগ্ধ হওয়াতে অতি নির্ম্মল স্বর্ণ।

কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে।
নানা ভাব বিভূষণে হয় বিভূষিতে॥
অষ্ট সাত্ত্বিক, হর্ষাদি ব্যভিচারী আর।
সহজ প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার॥
কিলকিঞ্চিত কুট্টমিত বিলাস ললিত।
বিব্বোক মোট্টায়িত আর মৌগ্ধ্যচকিত॥
এত ভাব ভূষায় ভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গ।
দেখিয়া উথলে কৃষ্ণের সুখাব্ধি তরঙ্গ॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব ভূষার শুন বিবরণ।
যে ভূষায় ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণমন॥
রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন।
দান ঘাটী পথে যবে বর্জ্জেন (১) গমন॥
যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে।
সখী আগে চাহে যদি অঙ্গে হস্ত দিতে॥
এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত উদ্গম।
প্রথমেই হর্ষ-সঞ্চারী মূল কারণ॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাবকথনে
৭৮ শ্লোকঃ

গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্॥ ৫

অন্বয়।—হর্ষাৎ (হর্ষবশতঃ) গর্ব্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং (গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষদ্ধাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ এই সাতটির) সঙ্করীকরণং (মিশ্রণ, একই সময়ে উদয়) কিলকিঞ্চিতং (কিল-কিঞ্চিত নামে) উচ্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ।—গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষৎহাস্য, অসূয়া (অর্থাৎ কাহারও গুণে দোষ দেখা), ভয় ও ক্রোধ—এই সাতটি ভাব যখন হর্ষ বশতঃ একসঙ্গে দেখা দেয়—তখন তাকে কিলকিঞ্চিত বলে॥ ৫॥

আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয়।
অষ্ট ভাব সংমিলনে মহাভাব (২) হয়॥

গর্ব্ব অভিলাষ ভয় শুষ্ক রুদিত।
ক্রোধ অসূয়া সহ আর মন্দ স্মিত॥
নানা স্বাদু অষ্টভাবে একত্র মিলন।
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ-মন॥
দধি খণ্ড (৩) ঘৃত মধু মরিচ কর্পূর।
এলাচি মিলনে যৈছে রসালা (৪) মধুর॥
এই ভাবযুক্ত দেখি রাধাস্য-নয়ন (৫)।
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটি গুণ॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাব-প্রকরণে
৭৩ শ্লোকঃ

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণ-
ব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎ-
সিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুর-
ব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী
দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ॥ ৬

অন্বয়ঃ। পথি (দানঘাট পথে) মাধবেন (শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক) রুদ্ধায়াঃ (অবরুদ্ধা) রাধায়াঃ (শ্রীরাধার) অন্তঃস্মেরতয়া (অন্তরে আনন্দজনিত মৃদুহাস্য বশতঃ) উজ্জ্বলা (দীপ্তিযুক্তা) জলকণব্যাকীর্ণ পক্ষ্মাঙ্কুরা (অশ্রু-কণাযুক্তা চক্ষু) কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা (রোষে আরক্ত-প্রান্ত) রসিকতোৎসিক্তা (রসিকতায় উৎসিক্ত) পুরঃ কুঞ্চতী (অগ্রে কুঞ্চিত) মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা (মাধুর্য্যবক্র এবং সুন্দর চক্ষুতারকা) কিলকিঞ্চিত-স্তবকিনী (কিলকিঞ্চিত ভাব স্তবকিত) দৃষ্টিঃ সেই দৃষ্টি) বঃ (তোমাদের) শ্রিয়ং ক্রিয়াৎ (মঙ্গল বিধান করুক)।

অনুবাদ।—রাধার দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল করুক। দান ঘাটে রাধার পথ কৃষ্ণ রোধ করে দাঁড়ালেন আর রাধার দৃষ্টি হয়ে উঠল কিলকিঞ্চিতের সাতটি ভাবের মঞ্জরী। সে দৃষ্টি গোপন হাসিতে উজ্জ্বল। চোখের

(১) 'বর্জ্জেন'—নিবারণ করেন।
(২) 'মহাভাব'—কিলকিঞ্চিতভাব।

(৩) 'খণ্ড'—খাঁড় অর্থাৎ মিশ্রি।
(৪) 'রসালা'—শিখরিণী।
(৫) 'রাধাস্য-নয়ন'—রাধার মুখ ও নেত্র।

পলক অশ্রুতে সজল। চোখের কোণ ক্রোধে ঈষৎ রক্তিম। আবার প্রেমের গর্ব্বে উদ্দীপ্ত সে দৃষ্টি অভিলাষে মধুর। ভয়ে কুঞ্চিত সেই চোখ—অসূয়ায় বাঁকা চোখের তারা ॥ ৬ ॥

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ৯ সর্গে ১৮ শ্লোকঃ

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচল-
নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিত-
ভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্।
কান্তায়াং কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ
বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং
যোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—অসৌ (সেই শ্রীকৃষ্ণ) রাধায়াঃ (রাধার) বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং (যাহা অশ্রুবাষ্পপূর্ণ, যাহার প্রান্তভাগ অরুণবর্ণ এবং চঞ্চল, এইরূপ নেত্র) রসোল্লাসিতং (রসে উল্লসিত) হেলোল্লাসচলাধরং ("হেলা" নামক ভাবের উল্লাসে চপল অধর) কুটিলিত-ভ্রূযুগ্মং (কুটিল ভ্রূযুগলযুক্ত) উদ্যৎস্মিতং (উদিতমৃদু হাস্য শোভিত) কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতং (কিলকিঞ্চিত-ভাব ভূষিত) আননং (সেই বদন) বীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) সঙ্গমাৎ (সঙ্গম হইতে) কোটিগুণিতং (কোটিগুণ) তম্ আনন্দম্ (সেই আনন্দ) অবাপ (পাইয়াছিলেন) যঃ (যে আনন্দ) গীর্গোচরঃ (বাক্যের বিষয়ীভূত) ন অভূৎ (হয় নাই)।

অনুবাদ।—গর্ব্বে উল্লসিত রাধার মুখে মৃদু হাসি, অসূয়ায় বাঁকা দুটি ভুরু, হেলায় চঞ্চল অধর, চোখ কান্নায় সজল, ভয়ে ব্যাকুল আর ক্রোধে রক্তিম। কিলকিঞ্চিত ভাবে সুন্দর রাধার মুখ দেখে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমের চেয়েও কোটিগুণ বেশি যে আনন্দ পান তা কথায় প্রকাশ করা যায় না ॥ ৭ ॥

এত শুনি প্রভু হৈলা আনন্দিত মন।
সুখাবিষ্ট হৈয়া স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন ॥
বিলাসাদি ভাবভূষার কহত লক্ষণ।
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন ॥
তবেত স্বরূপ গোঁসাঞি কহিতে লাগিলা।
শুনি প্রভু ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা ॥

রাধা বসি আছে কিবা বৃন্দাবনে যায়।
তাঁহা যদি আচম্বিতে কৃষ্ণ দর্শন পায় ॥
দেখিতেই নানা ভাব হয় বিলক্ষণ।
সেই বৈলক্ষণ্যের নাম বিলাস-ভূষণ ॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবপ্রকরণে ৬৭ শ্লোকঃ

গতিস্থানাসনাদীনাং
মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।
তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্ট্যং
বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্ ॥

অন্বয়ঃ।—গতিস্থানাসনাদীনাং (গমন, অবস্থান, উপবেশনাদির) মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাং (মুখনেত্রাদির কর্ম্ম সকলের) প্রিয়সঙ্গজং (প্রিয়সঙ্গজনিত) তাৎকালিকং (সেই কালের) বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ (বৈশিষ্ট্যই বিলাস)।

অনুবাদ।—প্রিয়মিলনে যে বিশেষ মাধুর্য্য সাময়িক ভাবে ফুটে ওঠে—চলায় থাকায় বসায় এবং চোখ মুখ ইত্যাদিতে, তাকেই বিলাস বলে ॥ ৮ ॥

লজ্জা হর্ষ অভিলাষ সংভ্রম বাম্য ভয়।
এই ভাব মিলি রাধায় চঞ্চল করয় ॥

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ৯ সর্গে ১১ শ্লোকঃ

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ
স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণা-
ম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি।
চলত্তারং স্ফারং
নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্যস্বাল-
ঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—পুরঃ (অগ্রে) কৃষ্ণালোকাৎ (কৃষ্ণ-দর্শনে) অস্যাঃ (শ্রীরাধার) গতিঃ স্থগিতকুটিলা অভূৎ (গমন স্থগিত ও কুটিল হইয়াছিল) শ্রীমুখম্ অপি তিরশ্চীনং (শ্রীমুখও বক্র অর্থাৎ তেরছা) কৃষ্ণাম্বর-দরবৃতং (নীলবসনে ঈষদাবৃত) অভূৎ (হইয়াছিল) নয়নযুগং চলত্তারং (তাঁহার নেত্রদ্বয় চঞ্চলতারকা যুক্ত)

স্ফারং (বিস্তৃত) আভুগ্নং (বক্র) অভূৎ (হইয়াছিল) ইতি প্রিয়মুদে (কৃষ্ণের আনন্দ বিধানের জন্য) সা (রাধা) বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণবলিতা (বিলাস নামক অলঙ্কারে ভূষিতা) আসীৎ (হইলেন)।

অনুবাদ।—সম্মুখে কৃষ্ণকে দেখে রাধার চলা থেমে গেল কুটিল ভঙ্গীতে। শ্রীমুখখানি আড়াল ক'রে নীলাম্বরী দিয়ে ঢেকে নিলেন। বিশাল ও চঞ্চল চোখ দুটিতে কটাক্ষ ভঙ্গি করে তিনি বিলাস নামে অলঙ্কারে সৌন্দর্য্যময়ী হয়ে দয়িতকে পরম আনন্দ দান করলেন॥ ৯॥

কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাইয়া।
তিন অঙ্গ ভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাইয়া॥
মুখে নেত্রে করে নানা ভাবের উদ্গার।
এই কান্তা ভাবের নাম ললিতালঙ্কার॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবকথনে
৭৫ শ্লোকঃ

বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্‌যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্॥ ১০

অন্বয়ঃ।—যত্র অঙ্গানাং (যাহাতে অঙ্গসমূহের) বিন্যাসভঙ্গিঃ (অবস্থানচাতুর্য্য ভ্রূবিলাসমনোহরা (ভ্রূবিলাসদ্বারা মনোহরা) সুকুমারা (এবং সুকুমার) ভবেৎ (হয়) তৎ ললিতম্ উদাহৃতং (তাহা ললিত নামক ভাব বলিয়া কথিত হয়)।

অনুবাদ।—দেহের নানান্ ভঙ্গী যখন কোমল ভ্রূ-ভঙ্গিতে মনোহর হয়ে ওঠে তখন তাকে ললিত বলা হয়॥ ১০॥

ললিত ভূষিত রাধা যদি দেখে কৃষ্ণ।
দোঁহে দোঁহা মিলিবারে হয়েন সতৃষ্ণ॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৯ সর্গে
১৪ শ্লোকঃ

হ্রিয়া তির্য্যগ্-গ্রীবা
চরণ-কটিভঙ্গীসুমধুরা
চলচ্চিল্লীবল্লী-
দলিতরতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ।
প্রিয়প্রেমোল্লাসো-
ল্লসিতললিতালালিততনুঃ
প্রিয়প্রীত্যৈ সাসী-
দুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা॥ ১১

অন্বয়ঃ।—হ্রিয়া (লজ্জাবশতঃ) তির্য্যগ্-গ্রীবা (বক্রগ্রীবা) চরণকটিভঙ্গীসুমধুরা (চরণ ও কটির সুমধুর ভঙ্গীযুক্তা) চলচ্চিল্লীবল্লীদলিতরতিনাথোর্জ্জিত-ধনুঃ (চঞ্চল ভ্রূলতায় কন্দর্পের প্রভাবশালী ধনু বিজয়িনী) প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিতললিতালালিত-তনুঃ (শ্রীকৃষ্ণপ্রেমোল্লাসে উল্লসিতা ললিতা কর্তৃক লালিততনু) সা (সেই শ্রীরাধা) প্রিয়প্রীত্যৈ (প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য) উদিতললিতাঙ্কৃতিযুতা আসীৎ (প্রকাশিত ললিত অলঙ্কারে ভূষিতা হইলেন)।

অনুবাদ।—ললিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হ'য়ে রাধা দয়িতকে আনন্দদান করলেন। লজ্জায় তাঁর গ্রীবা, চরণ ও কটি বঙ্কিম ভঙ্গিতে সুমধুর হ'য়ে উঠল। ভুরুর কাজলে মদনের ধনুও হার মানল। কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাসে উল্লসিত হ'য়ে উঠল তাঁর ললিত তনু॥ ১১॥

লোভে আসি কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ (১)।
অন্তরে উল্লাস রাধা করে নিবারণ॥
বাহিরে বামতা ক্রোধ ভিতরে সুখ মন।
কুট্টমিত নাম এই ভাব-বিভূষণ॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবকথনে
৭৩ শ্লোকঃ

স্তনাধরাদিগ্রহণে
হৃতপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ
প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—স্তনাধরাদিগ্রহণে (কুচমর্দ্দনে ও অধর চুম্বনে) হৃৎপ্রীতৌ (হৃদয়ে আনন্দ হইলেও) সম্ভ্রমাৎ (লজ্জাবশে) ব্যথিতবৎ বহিঃ ক্রোধঃ বুধৈঃ কুট্টমিতং প্রোক্তম্. (যন্ত্রণা-কাতরার মত নায়িকার বাহিরের ক্রোধকে পণ্ডিতগণ কুট্টমিত বলেন)।

অনুবাদ।—বক্ষ ও অধর স্পর্শে মনে আনন্দ

(১) 'কঞ্চুক'—কাঁচুলি, স্তনাবরণ।

হলেও লজ্জার আবেগে ব্যগিতের মত বাইরে রাগ দেখানোকে পণ্ডিতেরা কুট্টমিত ব'লে থাকেন॥ ১২॥

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণিরোধ।
অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ॥
ব্যথা পাঞা করে যেন শুষ্ক রোদন।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণকে করেন ভৎর্সন॥

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ

পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং
ভৎর্সনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ।
মাধবস্য কুরুতে করভোরু-
র্হারি শুষ্করুদিতঞ্চ মুখেঽপি॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—করভোরুঃ (করিশুণ্ডসদৃশ উরুযুক্তা শ্রীরাধা) অবিরোধিতবাঞ্ছং (কৃষ্ণের ইচ্ছার অবিরোধী ভাবে) মাধবস্য (শ্রীকৃষ্ণের) পাণিরোধং (করস্পর্শ-নিবারণ) কুরুতে (করেন) মধুরস্মিতগর্ভাঃ (অন্ত-র্নিহিত মন্দহাস্যযুক্ত) ভৎর্সনাশ্চ (ভৎর্সনা) মুখেঽপি হারি শুষ্করুদিতং (এবং মুখেও শ্রীকৃষ্ণমনোহারি কপটরোদন করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ।—বাসনা আছে—তবু তিনি কৃষ্ণের হাত সরিয়ে দিলেন। ভৎর্সনা করলেন—তাও মৃদু মধুর হেসে। মুখে মিছে কান্নাও আনলেন সেই করভোরু রাধিকা। কৃষ্ণের কাছে সবই মনে হল মনোহর॥ ১৩॥

এই মত আর সব ভাব বিভূষণ।
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ মন॥
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন।
আপনি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন॥
শ্রীবাস হাসিয়া কহে শুন দামোদর।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পদ্ বিস্তর॥
বৃন্দাবন সম্পদ্ কেবল ফুল কিসলয়।
গিরিধাতু (১) শিখিপিঞ্ছ গুঞ্জাফলময়॥
বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ।
শুনি লক্ষ্মীদেবী মনে হৈল অসোয়াথ (২)॥
এত সম্পত্তি ছাড়ি কেনে গেলা বৃন্দাবন।
তাঁরে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন॥
তোমার ঠাকুর দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি।
পত্র ফুল ফল লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী (৩)॥
এই কর্ম্ম করি কহায় বিদগ্ধ (৪) শিরোমণি।
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভু-দেহ আনি॥
এত বলি মহালক্ষ্মীর সব দাসীগণ।
কটিবস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর পরিজন॥
লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি।
ধন দণ্ড লয় আর করায় মিনতি॥
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন।
চোর প্রায় করে জগন্নাথের ভৃত্যগণ॥
সব ভৃত্যগণ কহে করি জোড়হাত।
কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ॥
তবে লক্ষ্মী শান্ত হঞা যান নিজঘর।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্ বাক্য অগোচর॥
দুগ্ধ আউটে দধি মথে তোমার গোপীগণে।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্ন-সিংহাসনে॥
নারদপ্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস।
শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজদাস॥
প্রভু কহে শ্রীবাস তোমার নারদ স্বভাব।
ঐশ্বর্য্য ভায় তোমার ঈশ্বর প্রভাব॥
দামোদর-স্বরূপ ইহোঁ শুদ্ধ ব্রজবাসী।
ঐশ্বর্য্য না জানে ইহোঁ শুদ্ধ প্রেমে ভাসি॥
স্বরূপ কহেন শ্রীবাস শুন সাবধানে।
বৃন্দাবন-সম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে॥
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ্ সিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ সম্পদ্ তার এক বিন্দু॥

---

(১) 'গিরিধাতু'—গিরিমাটী। 'শিখিপিঞ্ছ'—ময়ূরপুচ্ছ। 'গুঞ্জাফল'—কুঁচ।

(২) 'অসোয়াথ'—অস্বাস্থ্য, অসুস্থতা, দুঃখ।
(৩) 'পুষ্পবাড়ী'—ফুলের বাগিচায়।
(৪) 'বিদগ্ধ'—পণ্ডিত।

পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী তাঁহা বৃন্দাবন-ধাম॥
চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী চরণ-ভূষণ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন।
পুষ্পফল বিনা কেহো না মাগে অন্য ধন॥
অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে।
দুগ্ধ মাত্র দেন কেহো না মাগে অন্য ধনে॥
সহজ লোকের কথা যাঁহা দিব্য গীত।
সহজে গমন করে নৃত্য পরতীত॥
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃত সমান।
চিদানন্দ-রসাস্বাদ্য যাঁহা মুর্ত্তিমান্॥
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা প্রিয়সখী কাজ॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অং ৫৬ শ্লোকঃ

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ
পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তা-
মণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং
গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ
পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—কান্তাঃ শ্রিয়ঃ (বৃন্দাবনে কৃষ্ণকান্তাগণ সকলেই লক্ষ্মীস্বরূপা) কান্তঃ পরমপুরুষঃ (কান্ত পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) দ্রুমাঃ কল্পতরবঃ (বৃক্ষসকল কল্পতরু) ভূমিঃ চিন্তামণিগণময়ী (ভূমি চিন্তামণিগণময়ী) তোয়ম্ অমৃতং (জল অমৃত) কথা গানং (কথাই গান) গমনম্ অপি নাট্যং (গমনই নৃত্য) বংশী প্রিয়সখী (বংশীই প্রিয়সখী) অপি চিদানন্দং পরং জ্যোতিঃ (চিদানন্দই তথায় পরম জ্যোতিঃ চন্দ্র সূর্য্য) তৎ অপি আস্বাদ্যম্ (সেই বৃন্দাবন পরম আস্বাদ্য)।

অনুবাদ।—সেই বৃন্দাবনধাম পরমধাম হ'য়েও আস্বাদের অর্থাৎ উপভোগের যোগ্য। সেখানে কান্তারা—লক্ষ্মী, কান্ত—পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, তরুগুলি—কল্পতরু, ভূমি—চিন্তামণিতে পূর্ণ, জল—অমৃত, কথা—গান, চলন—নৃত্য, প্রিয়সখী—বাঁশী, আর আলো—চিদানন্দ॥ ১৪॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে (২।১।৮৪)
বিভাবলহর্য্যাং ধৃতঃ বিল্বমঙ্গল-বাক্যম্

চিন্তামণিশ্চরণ-ভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—বৃন্দাবনে অঙ্গনানাং (বৃন্দাবনে গোপাঙ্গনাগণের) চরণভূষণং চিন্তামণিঃ (চিন্তামণিই চরণের অলঙ্কার) শৃঙ্গারপুষ্পতরবঃ (ভূষণসাধক পুষ্পবৃক্ষ সকলও) সুরাণাং তরবঃ (মন্দারাদি স্বর্গীয় বৃক্ষ) ননু ব্রজধনং (ব্রজের ধন) চ কামধেনুবৃন্দানি (কামধেনুসমূহ) ইতি সুখসিন্ধুঃ অহো বিভূতিঃ (এইরূপ সুখসমুদ্র স্বরূপ আশ্চর্য্য বিভূতি)।

অনুবাদ।—সেখানে গোপীদের পায়ের নূপুর চিন্তামণি, কল্পতরু থেকে ফুল পা'য় তারা সাজবার জন্যে। বৃন্দাবনের গাভীগুলিও কামধেনু। অহো! বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্যও পরম-সুখের সাগর॥ ১৫॥

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস।
কক্ষতালি বাজায় করে অট্ট অট্ট হাস॥
রাধার শুদ্ধ রস প্রভু আবেশে শুনিল।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল॥
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য স্বরূপের গান।
'বোল বোল' বলি প্রভু পাতে নিজ কাণ॥
ব্রজরস গীত শুনি প্রেম উথলিল।
পুরুষোত্তম গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল॥
লক্ষ্মীদেবী যথাকালে গেলা নিজ ঘর।
প্রভু নৃত্য করে হৈল তৃতীয় প্রহর॥
চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল॥
রাধাপ্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করেন প্রণতি॥

নিত্যানন্দ জানিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকট না আইসে রহে কিছু দূরদেশ॥
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন।
প্রভুর আবেশ না যায়, না রহে কীর্ত্তন॥
ভঙ্গী করি স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল।
ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে।
বিশ্রাম করিয়া কৈল মাধ্যাহ্নিক স্নানে॥
জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার।
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার॥
সবা লঞা নানারঙ্গে করিলা ভোজন।
সন্ধ্যাস্নান করি কৈল জগন্নাথ দর্শন॥
জগন্নাথ দেখি করে নর্ত্তন কীর্ত্তন।
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ॥
উদ্যানে আসিয়া কৈল বন্যভোজনে।
এই মতে ক্রীড়া প্রভু করে অষ্টদিনে॥
আর দিনে জগন্নাথের ভিতর বিজয়।
রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয়॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন॥
জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডুবিজয় হইল।
এক গুটি পট্ট-ডোরী তাহাঁ টুটি গেল (১)॥

(১) 'এক গুটি'—এক গাছি। 'টুটি গেল'—ছিঁড়িয়া গেল। 'ডোরী'—দড়ি।

পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায়।
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায়॥
কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান।
তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান॥
এই পট্ট-ডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতি বর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ॥
এত বলি দিলা তাঁরে ছিঁড়া পট্টডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি॥
এই পট্ট-ডোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান।
দশমূর্ত্তি ধরি যিহোঁ সেবে ভগবান্॥
ভাগ্যবান্ সত্যরাজ, বসু রামানন্দ।
সেবা আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ॥
প্রতি বর্ষ গুণ্ডিচাতে সব ভক্ত সঙ্গে।
পট্টডোরী লঞা আইসে অতি বড় রঙ্গে॥
তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে।
মহাপ্রভু ঘরে আইলা লৈয়া ভক্তগণে॥
এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল।
ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন কেলি কৈল॥
চৈতন্য প্রভুর লীলা অনন্ত অপার।
সহস্র বদনে যার নাহি পায় পার॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে হোরাপঞ্চমী-যাত্রাদর্শনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্
স্বনিন্দকমমোঘকম্।
অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটাং চক্রে
গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাম্॥ ১

অন্বয়ঃ।—গৌরঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে ভোজন করিয়া) স্বনিন্দকং (নিজনিন্দাকারী) অমোঘকম্ (অমোঘনামা সার্ব্বভৌম জামাতাকে) অঙ্গীকুর্ব্বন্ (স্বভক্তগণমধ্যে গণিয়া) স্বাং (নিজ) ভক্তবশ্যতাম্ (অনুগতজনের বাধ্যতাকে) স্ফুটাং চক্রে (স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—সার্ব্বভৌমের ঘরে শ্রীচৈতন্যের আহারকালে অমোঘ তাঁর নিন্দা করেছিলেন। সেই অমোঘকেও তিনি আপন ভক্তদের মধ্যে স্বীকার করে নিয়ে, কতখানি যে ভক্তের অধীন তিনি—এইটিই স্পষ্ট ক'রে দেখিয়েছিলেন॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রীচৈতন্যচরিত শ্রোতাভক্তগণ।
চৈতন্যচরিতামৃত যাঁর প্রাণধন॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীত রঙ্গে॥
প্রথমাবসরে (১) জগন্নাথ দরশন।
নৃত্যগীত দণ্ডবৎ প্রণাম স্তবন॥
উপল (২) লাগিলে করে বাহিরে বিজয়।
হরিদাসে মিলি আইসে আপন আলয়॥
ঘরে আসি করে প্রভু নাম সংকীর্ত্তন।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন॥
সুগন্ধি সলিলে দেন পাদ্য আচমন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন॥
গলে মালা দেয় মাথায় তুলসী মঞ্জরী।
যোড়হস্তে স্তুতি করে পদে নমস্করি॥
পূজা-পাত্রে পুষ্প তুলসী শেষ যে আছিল।
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্যে পূজিল॥
যোঽসিসোঽসিনমোঽস্তুতে এইমন্ত্রপড়ে(৩)।
মুখবাদ্য করি প্রভু হাসে আচার্য্যেরে॥
এইমত অন্যোন্যে করেন নমস্কার।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য করে বার বার॥
আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য্য কথন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
পুনরুক্তি ভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন।
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ॥
একেক দিন একেক ভক্তঘরে মহোৎসব।
প্রভু সঙ্গে তাহা ভোজন করে ভক্ত সব॥
কেহো ঘরভাত করে (৪) কেহো প্রসাদান্ন।
এই মত বৈষ্ণবগণ করে নিমন্ত্রণ॥
চারি মাস রহিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে।
জগন্নাথের নানাযাত্রা দেখে মহারঙ্গে॥
এইমত নানারঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য গেলা।
কৃষ্ণজন্মযাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা॥
কৃষ্ণজন্ম-যাত্রাদিনে নন্দমহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লঞা ভক্ত সব॥

(১) 'প্রথমাবসরে'—মঙ্গলারাত্রিক সময়ে।

(২) 'উপল'—উপলভোগ, প্রাতঃকালের ভোগ।

(৩) 'যোঽসি সোঽসি'—তুমি যাহা তাহা তুমি, তবে কিনা তোমার তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়। অথবা তুমি যে হও সে হও তোমাকে নমস্কার। আচার্য্য সদাশিব-তত্ত্ব বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে তন্ত্রোক্ত এই শিব-মন্ত্রাংশে পূজা করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এই—রাধে কৃষ্ণ রাম বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব। যাসি সাসি নমো নিত্যং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে॥

(৪) 'ঘরভাত করে'—ঘরে অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করে।

দধি দুগ্ধ ভার সভে নিজস্কন্ধে করি।
মহোৎসবের স্থানে আইলা বলি হরিহরি॥
কানাঞি খুঁটিয়া আছেন নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতি হৈয়াছেন ব্রজেশ্বরী (১)॥
আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী।
সার্ব্বভৌম আর পড়িছা পাত্র তুলসী॥
ইহা সভা লৈয়া প্রভু করে নৃত্যরঙ্গ।
দধি দুগ্ধ হরিদ্রাজলে ভরে সবার অঙ্গ॥
অদ্বৈত কহে সত্য কহি না করহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ॥
তবে লগুড় লৈয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা॥
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুই পাশে।
পাদমধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে॥
অলাতচক্রের (২) প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায়॥
এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে বুঝিবে তাঁহা দোঁহার গোপভাব গূঢ়॥
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী।
জগন্নাথের প্রসাদ বস্ত্র এক লঞা আসি॥
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বান্ধিল।
আচার্য্যাদি প্রভুর সব গণে পরাইল॥
কানাঞি খুঁটিয়া জগন্নাথ দুই জন।
আবেশে বিলাইল ঘরে ছিল যত ধন॥
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল।
পিতা-মাতা-জ্ঞানে দোঁহায় নমস্কার কৈল॥
পরম আবেশে প্রভু আইলা নিজ ঘর।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
বিজয়া দশমী লঙ্কা বিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য হৈল প্রভু লঞা ভক্তগণে॥

হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥
কাঁহা রে রাবণা প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে॥
গোঁসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক 'জয় জয়' বোলে বার বার॥
এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থান দ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি॥
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লৈয়া।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া॥
কিবা যুক্তি কৈল দোঁহে কেহ নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত বোলাইল।
গৌড়দেশে যাহ সভে বিদায় করিল॥
সভারে কহিল প্রভু, প্রত্যব্দ (৩) আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া॥
আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিলা করিয়া সম্মান।
আচণ্ডাল-জনে কর কৃষ্ণভক্তি দান॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥
রামদাস গদাধর আদি কথো জনে।
তোমার সহায় লাগি দিল তোমা সনে॥
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব॥
শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে মধুর বচন॥
তোমার গৃহে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে আর কেহো না দেখিব॥
এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এসব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইহ অপরাধ॥
তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজধর্ম্ম নাশ॥

---

(১) 'ব্রজেশ্বরী'—যশোদা।

(২) 'অলাতচক্রের'—চক্রাকারে ভ্রাম্যমাণ জ্বলন্ত কাষ্ঠের, চক্রাকার অগ্নির।

(৩) 'প্রত্যব্দ'—প্রতি বৎসর।

তাঁর প্রেমবশ আমি, তাঁর সেবা ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম ॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ ॥
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন।
যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন ॥
নীলাচলে আছোঁ মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে ॥
নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে।
স্ফূর্ত্তিজ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে ॥
একদিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত।
শাক মোচাঘণ্ট ভৃষ্ট পটোল নিম্বপাত (১) ॥
লেম্বু আদাখন্দ দধি দুগ্ধ খণ্ডসার।
শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার ॥
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন।
নিমাঞির প্রিয় মোর এসব ব্যঞ্জন ॥
নিমাঞি নাহিক ঘরে কে করে ভোজন।
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন ॥
শীঘ্র যাই মুঞি সব করিনু ভোজন।
শূন্যপাত্র দেখে অশ্রু করিয়া মার্জ্জন ॥
কে অন্ন ব্যঞ্জন খাইল শূন্য কেনে পাত।
হে বুঝি বালগোপাল খাইল সব ভাত ॥
কিবা মোর মনঃ কথায় ভ্রম হৈয়া গেল।
কিবা কোন জন্তু আসি সকল খাইল ॥
কিবা আমি ভ্রমে পাতে অন্ন না বাড়িল।
এত চিন্তি পাকপাত্র যাইয়া দেখিল ॥
অন্ন-ব্যঞ্জন-পূর্ণ দেখি সকল ভাজন।
দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার মন ॥
ঈশান দ্বারায় পুনঃ স্থান লেপাইল।
পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল ॥

এইমত যবে করে উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওয়াইতে করেন উৎকণ্ঠা ক্রন্দন ॥
তাঁর প্রেমে আনি মোরে করায় ভোজনে।
অন্তরে মানয়ে সুখ বাহ্যে নাহি মানে ॥
এই বিজয়া-দশমীতে হৈল এই রীতি।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁরে করাইহ প্রতীতি ॥
এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা।
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য্য করিলা ॥
রাঘব পণ্ডিতে কহে বচন সরস।
তোমার শুদ্ধপ্রেমে আমি হই তোমার বশ ॥
ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন সর্ব্বজন।
পরম পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম ॥
আর দ্রব্য রহু শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচ গণ্ডা করি নারিকেল বিকায় যথাতথা ॥
বাড়ীতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল।
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল ॥
একেক ফলের মূল্য দিয়া চারি চারি পণ।
দশক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন ॥
প্রতিদিন পাঁচ ছয় ফল ছোলাইয়া।
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া ॥
ভোগের সময়ে পুনঃ ছোলি শস্য করি।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখে ছিদ্র করি ॥
কৃষ্ণ সেই নারিকেল জলপান করি।
কভু শূন্য ফল রাখে কভু জল ভরি ॥
জলশূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি শস্য কৈল সৎ-পাত্রপূরিত ॥
শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করেন শূন্য ভাজন ॥
কভু শস্য খাঞা পুন পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের প্রেমসিন্ধু ভাসে ॥
একদিন দশ ফল সংস্কার করিয়া।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়া ॥
অবসর নাহি হয় বিলম্ব হইল।
ফলপাত্র হাতে সেবক দ্বারেতে রহিল ॥

(১) 'ভৃষ্ট পটোল নিম্বপাত'—ভাজা পটোল ও ভাজা নিম-পাতা।

দ্বারের উপর ভিত্তে তেঁহো হাত দিল।
সেই হাতে ফল ছুঁইল পণ্ডিত দেখিল॥
পণ্ডিত কহে দ্বারে লোক করে যাতায়াতে।
তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিতে॥
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা।
কৃষ্ণযোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা॥
এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেমসেবা জগৎ জিনিয়া॥
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরম পবিত্র করি ভোগ লাগাইল॥
এইমত কলা আম্র নারঙ্গ কাঁঠাল।
যাঁহা যাঁহা দূর গ্রামে শুনে আছে ভাল॥
বহু মূল্য দিয়া আন করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন॥
এই মত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল।
এই মতে চিঁড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল॥
এইমতে পিঠা পানা ক্ষীর ওদন (১)।
পরম পবিত্র সেবা করে সর্ব্বোত্তম॥
কাশন্দি আচার আদি অনেক প্রকার।
গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সব দ্রব্য সার॥
এইমত প্রেম সেবা করে অনুপম।
যাহা দেখি সর্ব্বলোকের জুড়ায় নয়ন॥
এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন।
এইমত সম্মানিল সব ভক্তগণ॥
শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান॥
পরম উদার ইঁহো যে দিনে যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে॥
গৃহস্থ হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব ভরণ না হয়॥
ইঁহার ঘরের আয় ব্যয় সব তোমা স্থানে।
সরখেল (২) হঞা তুমি করিহ সমাধানে॥

প্রতিবর্ষ আমার সব ভক্তগণে লঞা।
গুণ্ডিচায় আসিবে সভায় পালন করিয়া॥
কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লৈয়া॥
গুণরাজ খান্ (৩) কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর॥
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান্।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু নিবেদি চরণে॥
প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥
সত্যরাজ কহে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তাঁর সামান্য লক্ষণে॥
প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সভাকার॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব পাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সভারে উদ্ধারে॥
আনুষঙ্গফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ-প্রেমোদয়॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাম্ ৯

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতা-
মুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো
বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।

(১) 'ক্ষীর ওদন'—দুগ্ধ ও অন্ন অথবা পায়সান্ন।
(২) 'সরখেল'—তত্ত্বাবধায়ক, সরকার।

(৩) 'গুণরাজ খান্'—সত্যরাজ ও রামানন্দের পূর্ব্বপুরুষ। 'খান্'—উপাধি বিশেষ।

নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুর-
শ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি
শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—কৃতচেতসাং (পুণ্যকর্ম্মাদিগের) আকৃষ্টিঃ (আকর্ষক) সুমহতাম্ (অতিমহৎ) অংহসাং (পাপসমূহ) উচ্চাটনং (উন্মূলনকারী) আচণ্ডালম্ অমূকলোকসুলভঃ (চণ্ডালাদি সাধারণলোক সকলের অথবা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন জীবগণের সহজ প্রাপ্য) চ মুক্তিশ্রিয়ঃ (মুক্তিরূপ কল্যাণের) বশ্যঃ (বশীকারক) অয়ং শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ (এই শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মক) মন্ত্রঃ নো দীক্ষাং (মন্ত্র বা দীক্ষাকে) ন চ সৎক্রিয়াং (না সৎক্রিয়াকে) ন চ পুরশ্চর্য্যাং (না পুরশ্চরণ-ক্রিয়াকে) মনাক্ (অল্পমাত্রও) ঈক্ষতে (অপেক্ষা করে) রসনাস্পৃক্ এব (জিহ্বাস্পর্শমাত্রে) ফলতি (ফলদান করে)।

অনুবাদ।—কৃষ্ণনাম আকর্ষণ করে পুণ্যবান্ মহৎকে, নাশ করে পাপকে। যে কথা বলতে পারে তার কাছেই এই নাম সুলভ—সে যদি চণ্ডাল হয় তবুও। মুক্তিরূপ সম্পদ্ দান করে কৃষ্ণনাম। এই নাম উচ্চারণে কোনো দীক্ষার প্রয়োজন নেই, সদাচারের প্রয়োজন নেই, বিন্দুমাত্রও অপেক্ষা নেই পুরশ্চরণের। কৃষ্ণনামের এই মন্ত্র উচ্চারণমাত্রেই ফলদান করে॥ ২ ॥

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব করি তার পরম সম্মান ॥
খণ্ডের মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি এই মুখ্য তিন জন ॥
মুকুন্দ দাসেরে পুছে (১) শ্রীশচীনন্দন।
তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন ॥
কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তাঁর তনয়।
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয় ॥
মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন মোর পিতা হয়।
আমি তাঁর পুত্র এই আমার নিশ্চয় ॥
আমা সভার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব রঘু পিতা আমার নিশ্চিতে ॥

(১) 'পুছে'—জিজ্ঞাসা করেন।

শুনি হর্ষে কহে প্রভু কহিলে নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয় ॥
ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ ॥
ভক্তগণে কহ শুন মুকুন্দের প্রেম।
নিগূঢ় নির্ম্মল প্রেম যেন শুদ্ধ হেম ॥
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো করে রাজসেবা।
অন্তরে কৃষ্ণ প্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা ॥
একদিন ম্লেচ্ছরাজার উচ্চ টুঙ্গিতে (২)।
চিকিৎসার বাত (৩) কহে তাহার অগ্রেতে ॥
হেনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানি (৪)।
রাজ-শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি ॥
ময়ূরপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা ॥
রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্যের হইল মরণ।
আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন ॥
রাজা কহে ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঁঞি।
মুকুন্দ কহে অতি বড় ব্যথা নাহি পাই ॥
রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।
মুকুন্দ কহে মোর এক ব্যাধি আছে মৃগী ॥
মহাবিদগ্ধ (৫) রাজা সেই সব বাত জানে।
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর মহাসিদ্ধ-জ্ঞানে ॥
রঘুনন্দন-সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী তার বান্ধাঘাট তীরে ॥
কদম্বের বৃক্ষ এক ফুটে (৬) বার মাসে।
নিত্য দুই পুষ্প হয় কৃষ্ণ অবতংসে (৭) ॥

(২) 'টুঙ্গি'—বায়ু সেবন করিবার নিমিত্ত উচ্চ স্থানবিশেষ।
(৩) 'বাত'—বাক্য, কথা।
(৪) 'আড়ানি'—বড় পাখা।
(৫) 'মহাবিদগ্ধ'—মহাপণ্ডিত।
(৬) 'ফুটে'—ফুল হয়।
(৭) 'অবতংসে'—কর্ণভূষণ।

মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন।
তোমার যে কার্য্য ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন॥
রঘুনন্দনের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবন।
কৃষ্ণসেবা বিনা ইঁহার অন্যত্র নাহি মন॥
নরহরি রহ আমার ভক্তগণ সনে।
এই তিন কার্য্য সদা কর তিন জনে॥
সার্ব্বভৌম বিদ্যা-বাচস্পতি দুই ভাই।
দুই জনে কৃপা করি কহেন গোঁসাঞি॥
দারু-জল-রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
দরশনে স্নানে করে জীবের মুকতি॥
দারু-ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হন জলব্রহ্ম সম॥
সার্ব্বভৌম কর দারুব্রহ্ম আরাধন।
বাচস্পতি কর জলব্রহ্মের সেবন॥
মুরারি গুপ্তেরে গৌর করি আলিঙ্গন।
তার ভক্তিনিষ্ঠা কহে শুনে ভক্তগণ॥
পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বারবার।
পরম মধুর গুপ্ত "ব্রজেন্দ্রকুমার"॥
স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব অংশী সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্ব-রসময়॥
বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিক-শেখর।
সকল সদ্গুণবৃন্দ রত্ন রত্নাকর॥
মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস।
চাতুর্য্য বৈদগ্ধে করে যেঁহো লীলা রাস॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয়॥
এইমত বারবার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥
আমারে কহেন আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর॥
এত বলি ঘরে গেলা চিন্তে রাত্রিকালে।
রঘুনাথত্যাগ চিন্তি হইলা বিহ্বলে॥
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্রে রাম মোর করাহ মরণ॥
এইমত সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে স্বাস্থ্য নাহি রাত্রি করে জাগরণ॥
প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিয়া চরণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে কিছু কৈল নিবেদন॥
রঘুনাথ পায়ে মুঞি বেচিয়াছি মাথা।
কাঢ়িতে না পারোঁ মাথা মনে পাঙ ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথের চরণ ছাড়ান না যায়।
তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করোঁ উপায়॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয়॥
এত শুনি মনে আমি বড় সুখ পাইল।
ইঁহারে উঠাইয়া তবে আলিঙ্গন কৈল॥
সাধু সাধু গুপ্ত তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনে তোমার না টলিল মন॥
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ন না যায়॥
এই তোমার ভাব নিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমার আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে॥
সাক্ষাৎ হনূমান তুমি শ্রীরাম কিঙ্কর।
তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল॥
সেই মুরারি গুপ্ত এই মোর প্রাণ সম।
ইঁহার দৈন্য শুনি মোর ফাটয়ে জীবন॥
তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তার গুণ কহে হৈয়া সহস্র-বদন॥
নিজগুণ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পাঞা।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া॥
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার॥
করিতে সমর্থ প্রভু তুমি দয়াময়।
তুমি মন কর যবে অনায়াসে হয়॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সবজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করোঁ নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥

এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিল।
অশ্রু কম্প স্বরভঙ্গে বলিতে লাগিল॥
তোমার এই চিত্র নহে তুমি ত প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ॥
কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্যবাঞ্ছা পূর্ত্তি বিনু নাহি অন্য কৃত্য॥
ব্রহ্মাণ্ড-জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপ ভোগে হবে সভার উদ্ধার॥
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ববল।
তোমারে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপফল॥
তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হৈল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অং ৫৪ শ্লোকঃ

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৩

অন্বয়ঃ।—অহো যঃ (গোবিন্দ) ইন্দ্রগোপং (রক্তবর্ণ কীট বিশেষ) অথবা ইন্দ্রং (অথবা দেবরাজ) স্বকর্ম্মবন্ধানুরূপফলভাজনং (স্বকীয়কর্ম্মবন্ধানুরূপ ফল ভোগের পাত্র) আতনোতি (করিয়া থাকেন) কিন্তু চ ভক্তিভাজাং (কিন্তু যিনি ভক্তগণের) কর্ম্মাণি নির্দহতি (কর্ম্ম সকলকে নিঃশেষরূপে দগ্ধ করেন) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি (সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি)।

অনুবাদ।—ইন্দ্রগোপ কীট থেকে আরম্ভ করে দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্ত সকলকে যিনি আপন আপন কর্ম্মের অনুরূপ ফলদান করেন—অথচ ভক্তিমান্ জনের সমস্ত কর্ম্ম বিনাশ করেন—সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি॥ ৩॥

তোমার ইচ্ছামাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
সর্ব্বমুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম॥
এক উড়ুম্বর (১) বৃক্ষে লাগে কোটি ফলে।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে॥

(১) 'উডম্বর'—ডুমুর।

তার এক ফল পড়ি যদি নষ্ট হয়।
তথাপি বৃক্ষ না মানে নিজ অপচয়॥
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্পহানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয়॥
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
তার গড়খাই (২) কারণাব্ধি যার নাম॥
তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড়খাইতে ভাসে যেন রাইপূর্ণ ভাণ্ড॥
তার এক রাই (৩) নাশে হানি নাহি মানি।
ঐছে এক অণ্ডনাশে কৃষ্ণের নাহি হানি॥
সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়।
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয়॥
কোটি-কামধেনু-পতির ছাগী যৈছে মরে।
ষড়ৈশ্বর্য্য-পতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৭ অং ১৪ শ্লোকঃ

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—হে অজিত! (হে অজিত) জয় জয় (তোমার জয় জয়) অগজগদোকসাং (স্থাবর জঙ্গম দেহধারী জীবের) দোষগৃভীতগুণাং (আনন্দাদির আবরকগুণবিশিষ্টা) অজাম (অবিদ্যা) জহি (বিনাশ কর) যৎ (যেহেতু) ত্বম্ আত্মনা (তুমি স্বরূপভূতা চিৎশক্তির দ্বারা) সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ অসি (সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে সম্যক্‌রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে) 'হে' অখিলশক্ত্যববোধক (হে অখিল ভূতের সমস্ত শক্তির অধীশ্বর)। ক্বচিৎ অজয়া (কোন সময়ে মায়ার সহিত) আত্মনা চ চরতঃ (এবং স্ব স্বরূপের সহিতও ক্রীড়া কুর, বিরাজমান থাক) তে (তোমাকে) নিগমঃ (বেদ) অনুচরেৎ (প্রতিপাদন করেন)।

অনুবাদ।—হে অজিত! জয়, তোমার জয়!

(২) 'গড়খাই'—জলগড়।
(৩) 'রাই'—সর্ষপ, সরিষা।

গুণকে আশ্রয় ক'রে যে অবিদ্যা স্থাবর, জঙ্গম ও জীবকে আনন্দ পেতে দেয় না—তাকে তুমি নাশ কর। তোমার তাতে কিছুই আসে যায় না, কারণ তুমি সমস্ত ঐশ্বর্য্যের খনি। সমস্ত শক্তির অধীশ্বর তুমি। সৃষ্টিকালে যখন তুমি মায়া নিয়ে খেলা কর, তখন বেদগুলিই তোমার স্বরূপ প্রকাশ করে॥ ৪॥

এইমত সব ভক্তের কহি সে সে গুণ।
সবারে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে ক্রন্দন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন॥
গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভু পাশে।
যমেশ্বরে (১) প্রভু তার করাইলা আবাসে॥
পুরী গোঁসাঞি জগদানন্দ স্বরূপ দামোদর।
দামোদর পণ্ডিত আর গোবিন্দ কাশীশ্বর॥
এই সব সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে।
জগন্নাথ দর্শন নিত্য করে প্রাতঃকালে॥
এক দিন প্রভু পাশে আসি সার্ব্বভৌম।
যোড়হাত করি কিছু কৈল নিবেদন॥
এই সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে গেলা।
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণের অবসর হৈলা॥
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি।
প্রভু কহে ধর্ম্ম নহে করিতে না পারি॥
সার্ব্বভৌম কহে ভিক্ষা কর বিশ দিন।
প্রভু কহে এহো নহে যতি ধর্ম্ম চিহ্ন॥
সার্ব্বভৌম কহে কর দিন পঞ্চদশ।
প্রভু কহে তোমার ভিক্ষা এক দিবস॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দশদিন কর, কহে মিনতি করিয়া॥
প্রভু ক্রমে ক্রমে পঞ্চদিন ঘাটাইল।
পঞ্চদিন তাঁর ভিক্ষা নিয়ম করিল॥
তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশজন॥

(১) 'যমেশ্বর'—পুরীর একটি স্থানের নাম।

পুরী গোঁসাঞির পঞ্চদিন ভিক্ষা মোর ঘরে।
পূর্ব্বে আমি কহিয়াছি তোমার গোচরে॥
দামোদর স্বরূপ হয় বান্ধব আমার।
কভু তোমার সঙ্গে যাবে কভু একেশ্বর (২)॥
আর অষ্ট সন্ন্যাসীর দুই দুই দিবসে।
একেক দিন একেক জন পূর্ণ হইল মাসে (৩)॥
বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঁঞি।
সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই॥
তুমি নিজছায়া সঙ্গে আসিবে মোর ঘর।
কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপ দামোদর॥
প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন।
সেই দিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥
ষাঠির (৪) মাতা নাম ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী।
প্রভুর মহাভক্ত তেঁহো স্নেহেতে জননী॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে ষাঠির মাতা পাক চড়াইল॥
ভট্টাচার্য্যের গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি।
যে বা শাক ফলাদিক আনাইল আহরি॥
আপনে ভট্টাচার্য্য করে পাকের সর্ব্ব কর্ম্ম।
ষাঠির মাতা বিচক্ষণা জানে পাক মর্ম্ম॥
পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়।
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ সেবা হয়॥
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছেন নূতন করিয়া॥
বাহ্যে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালার এক দ্বার অন্ন পরিবেশিতে॥

(২) 'একেশ্বর'—একাকী।

(৩) একমাসের মধ্যে মহাপ্রভুর ৫ দিন, পুরী-গোস্বামীর ৫ দিন, অষ্ট সন্ন্যাসীর দুইদিন করিয়া ১৬ দিন, তৎপরে মাসের যে অবশিষ্ট ৪ দিন রহিল, তাহার একাদশ্যাদি এত বাদে যে কয়েকদিন থাকিবে, তাহা স্বরূপ গোস্বামীর দিন। এইরূপে একমাস সন্ন্যাসী ভিক্ষা পূর্ণ হইবে।

(৪) 'ষাঠি'—ভট্টাচার্য্যের কন্যা।

বত্রিশা-কলার এক আঙ্গটিয়া পাত (১)।
তিন মান (২) তণ্ডুলের তাতে ধরে ভাত ॥
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল ॥
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারিসারি।
চারিদিকে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি ॥
দশপ্রকার শাক নিম্ব শুকুতার ঝোল।
মরিচের ঝাল, ছেনাবড়া, বড়ীঘোল ॥
দুগ্ধতুম্বি, দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড, বেসারি, লাফরা।
মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা, বিবিধ শাকরা ॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফল-মূলে বিবিধ প্রকার ॥
নব নিম্বপত্র সহ ভৃষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী ॥
ভৃষ্ট মাষ মুদ্গসূপ (৩) অমৃতে নিন্দয়।
মধুরাম্ল, বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয় ॥
মুদ্গবড়া মাসবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি নারিকেলপুলি আর যত পিষ্ট ॥
কাঁজিবড়া দুগ্ধচিড়া দুগ্ধলকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি (৪) ॥
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা (৫) ভরি।
চাপাকলা ঘনদুগ্ধ আম্র তাহা ধরি ॥
রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥
শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল।
শুভ্র পীঠোপরে শুভ্র বসন পাতিল ॥

(১) 'বত্রিশা-কলা'—কলা বিশেষ, ইহার পাতা খুব বড়। 'আঙ্গটিয়া'—কদলী-পত্রের অগ্রভাগস্থ অখণ্ড পত্র।
(২) 'মান'—৬৪ তোলায় একমান।
(৩) 'ভৃষ্ট মাষ'—ভাজা মাষকলাই। 'মুদ্গসূপ'—মুগের ডালের ঝোল।
(৪) 'শকি'—পারি।
(৫) 'মৃৎকুণ্ডিকা'—মাটির গামলা।

দুই পাশে সুগন্ধি শীতল জল ঝারি।
অন্ন ব্যঞ্জনোপরি দেন তুলসী মঞ্জরী ॥
অমৃত-গুটিকা পিঠাপানা আনাইল।
জগন্নাথের প্রসাদ সব পৃথক্ ধরিল ॥
হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া।
একলে আইলা তার হৃদয় জানিয়া ॥
ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদ-প্রক্ষালন।
ঘরের ভিতর গেলা প্রভু করিতে ভোজন ॥
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া।
ভট্টাচার্য্যে কহেন কিছু ভঙ্গী করিয়া ॥
অলৌকিক এই সব অন্ন ব্যঞ্জন।
দুই প্রহর ভিতরে কৈছে হৈল রন্ধন ॥
শত চুলায় যদি শত জন পাক করে।
তবু শীঘ্র এত ব্যঞ্জন রান্ধিতে না পারে ॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়াছ অনুমান করি।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসী-মঞ্জরী ॥
ভাগ্যবান্ তুমি সফল তোমার উদ্যোগ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাইয়াছ এতাদৃশ ভোগ ॥
অন্নের সৌরভ বর্ণ পরম মোহন।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন ॥
তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব।
আমি ভাগ্যবান্ ইহার অবশেষ পাব ॥
কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া।
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পত্রেতে করিয়া ॥
ভট্টাচার্য্য কহে প্রভু না কর বিস্ময়।
যে খাইবে তার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয় ॥
না মোর উদ্যোগে না গৃহিণী রন্ধনে।
যার শক্ত্যে ভোগসিদ্ধ সেই তাহা জানে ॥
এইত আসনে বসি করহ ভোজন।
প্রভু কহে পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন ॥
ভট্ট কহে অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ।
অন্ন খাইবে পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ ॥
প্রভু কহে ভাল কহিলে শাস্ত্র আজ্ঞা হয়।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৬ অঃ ৩৪ শ্লোকঃ

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধ-
বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনোদাসা-
স্তব মায়াং জয়েম হি॥ ৫

অন্বয়ঃ।—ত্বয়া উপভুক্ত-স্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার চর্চ্চিতাঃ (তোমার উপভুক্ত মাল্য, চন্দন, বস্ত্র, অলঙ্কারে চর্চ্চিত হইয়া) উচ্ছিষ্টভোজিনঃ (তোমার প্রসাদান্নভোজনকারী) দাসাঃ তব মায়াং হি জয়েম (তোমার দাস আমরা নিশ্চয়ই তোমার মায়াকে জয় করব)।

অনুবাদ।—তোমার উপভুক্ত মালা, চন্দন, বস্ত্র ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হয়ে—এবং তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন ক'রে আমরা তোমার দাস তোমার মায়াকেও জয় করব॥ ৫॥

তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়।
ভট্ট কহে জানি খাও যতেক যুয়ায়॥
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার।
এক এক ভোগের অন্ন শত শত ভার॥
দ্বারকাতে ষোলসহস্র মহিষী মন্দিরে।
অষ্টাদশ মাতা (১) আর যাদবের ঘরে॥
ব্রজে জ্যেঠা খুড়া মামা পিসাদি গোপগণ।
সখীবৃন্দ সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন॥
গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে খাইলে অন্ন রাশি রাশি।
তার লেখে এই অন্ন নহে এক গ্রাসী॥
তুমিত ঈশ্বর মুঞি ক্ষুদ্র কোন্ ছার।
এক গ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার (২)॥
এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে।
জগন্নাথ প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষ মনে॥

হেনকালে অমোঘ নাম ভট্টের জামাতা।
কুলীন নিন্দক তেঁহো ষাঠি-কন্যার ভর্ত্তা॥
ভোজন দেখিতে চাহে আসিতে না পারে।
লাঠি হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে॥
তেঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈল আনমন।
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন॥
এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ-বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন॥
শুনিতেই ভট্টাচার্য্য উলটি চাহিলা।
তাঁর অবধান (৩) দেখি অমোঘ পলাইলা॥
ভট্টাচার্য্য লাঠি লঞা মারিতে ধাইলা।
পলাইল অমোঘ তার লাগ না পাইলা॥
তারে গালি শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা।
নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা॥
শুনি ষাঠির মাতা বুকে শিরে ঘাত মারে।
ষাঠি রাণ্ডি (৪) হউক ইহা বোলে বারেবারে॥
দোঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দোঁহে প্রবোধিয়া।
দোঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হইয়া॥
আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখ বাস।
তুলসী-মঞ্জরী লঙ্গ এলাচি রসবাস॥
সর্ব্বাঙ্গে পরাইল প্রভুর মাল্য চন্দন।
দণ্ডবৎ হৈয়া বলে দৈন্য বচন॥
নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজঘরে।
এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে॥
প্রভু কহে নিন্দা নহে সহজ কহিল।
ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ হৈল॥
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে।
ভট্টাচায্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে॥
প্রভুপদে পড়ি বহু আত্মনিন্দা কৈল।
তারে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য ষাঠির মাতা সনে।
আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে॥

(১) 'অষ্টাদশ মাতা'—দেবকী প্রভৃতি ১৮ জন মা।

(২) 'মাধুকরী'—মধুকর (ভ্রমর বা মধুমক্ষিকা) তুল্য। মধুকর যেমন পুষ্পমধ্যে যাহা কিঞ্চিৎ মধু পায়, তাহাই গ্রহণ করে, তদ্রূপ এই অল্প অল্প গ্রহণ কর।

(৩) 'অবধান'—মারিতে অভিনিবেশ।

(৪) 'রাণ্ডি'—বিধবা।

চৈতন্য গোঁসাঞির নিন্দা শুনিল যাহা হৈতে।
তারে বধ কৈলে হয় পাপ প্রায়শ্চিত্তে॥
কিবা নিজ প্রাণ যদি করি বিমোচন।
দুই নহে যোগ্য দুই শরীর ব্রাহ্মণ॥
পুন সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব।
পরিত্যাগ কৈল তার নাম না লইব॥
ষাঠিকে কহ তারে ছাড়ুক সে হৈল পতিত।
পতিত হইতে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে
২৮ শ্লোকঃ

সন্তুষ্টাহলোলুপা দক্ষা
ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা
পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—সন্তুষ্টা (সন্তোষশীলা) অলোলুপা (লোভহীনা) দক্ষা (অনলসা), প্রিয়-সত্যবাক্ (প্রিয়ভাষিণী সত্যভাষিণী), অপ্রমত্তা (অবহিতা) শুচিঃ, স্নিগ্ধা (শুচি স্নিগ্ধা হইয়া), অপতিতং পতিং ভজেৎ (পুণ্যবান্ পতিকে ভজনা করিবে)।

অনুবাদ।—যার অল্পতেই সন্তোষ, যার লোভ নেই, আলস্য নেই, যে সত্য কথা বলে, মধুর কথা বলে, যে স্থিরবুদ্ধি, শুচি ও শান্ত সে পুণ্যবান্ স্বামীকে ভজনা করবে॥ ৬॥

সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পলাইয়া গেল।
প্রাতঃকালে তার বিসূচিকা ব্যাধি হইল॥
অমোঘ মরেন শুনি কহে ভট্টাচার্য্য।
সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য॥
ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ।
এত বলি পড়ে দুই শাস্ত্রের বচন॥

তথাহি—মহাভারতে বনপর্ব্বণি ২৪২ অং
১৫ শ্লোকঃ

মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্॥ ৭

অন্বয়ঃ।—হস্তি-অশ্ব-রথ-পত্তিভিঃ (হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতিক দ্বারা) হি মহতা প্রযত্নেন (প্রবল যত্নে) অস্মাভিঃ যৎ অনুষ্ঠেয়ং (আমাদের দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হইতে পারে) গন্ধর্ব্বৈঃ তৎ অনুষ্ঠিতম্ (গন্ধর্ব্বগণই তাহা করিয়াছে)।

অনুবাদ।—আমরা হাতী, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক নিয়ে অনেক চেষ্টায় যা করতে পারতাম—গন্ধর্ব্বেরা তাই ক'রে দিয়েছেন॥ ৭॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪ অং
৪৬ শ্লোকঃ

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং
লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি
পুংসো মহদতিক্রমঃ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—মহদতিক্রমঃ (মহতের প্রতি অনাদর) পুংসঃ (লোকের) আয়ুঃ শ্রিয়ং যশঃ ধর্ম্মং (আয়ু, সম্পদ, যশ, ধর্ম্ম) লোকান্ (পুণ্যসাধ্য স্বর্গাদিলোক) আশিষঃ (নিজবাঞ্ছিতবিষয়) এব চ সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি হন্তি (এবং সমস্ত মঙ্গলকে বিনষ্ট করে)।

অনুবাদ।—মহতের মর্য্যাদা যে নষ্ট করে তার আয়ু নাশ হয়, সম্পদ্ নষ্ট হয়—নষ্ট হয় যশ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদি লোক, কল্যাণ এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত বস্তু॥ ৮॥

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভুর দর্শনে।
প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য্য বিবরণে॥
আচার্য্য কহে উপবাস কৈল দুই জনে।
বিসূচিকা ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়য়ে জীবনে॥
শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হাত দিয়া॥
সহজে নির্ম্মল সেই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণেরে বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥
মাৎসর্য্য (১) চণ্ডাল কেন ইঁহা বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥

(১) 'মাৎসর্য্য'—পরের গুণে দোষারোপ, অন্যে বিদ্বেষ।
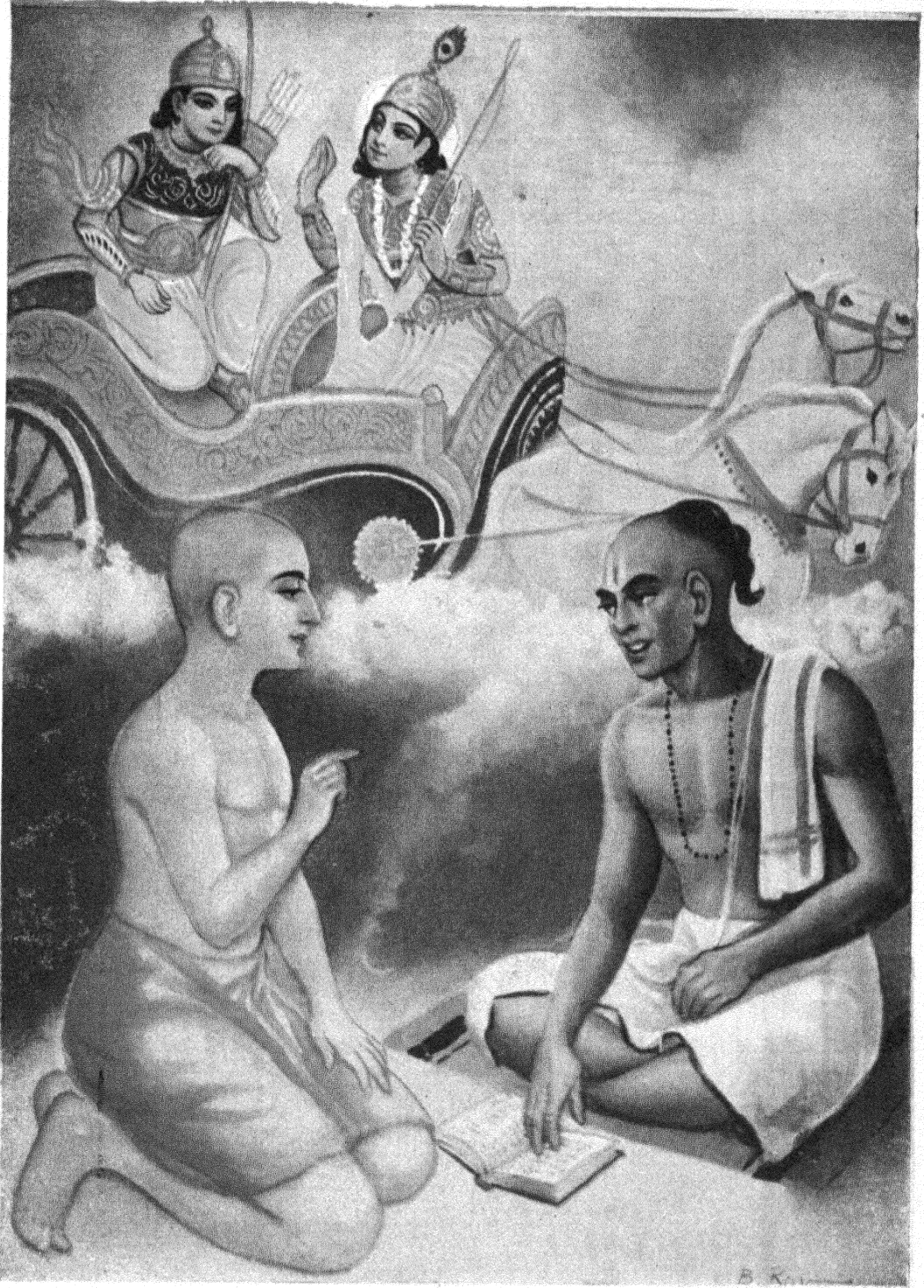
প্রভু কহে গীতাপাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার॥

সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার কল্মষ(১)হৈল ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয়॥
উঠহ অমোঘ তুমি কহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্॥
শুনি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা॥
কম্পাশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ॥
প্রভুর চরণ ধরি করেন বিনয়।
অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময়॥
এই ছারমুখে তোমার করিনু নিন্দনে।
এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে॥
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল।
হাতে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল॥
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র।
সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র॥
সার্ব্বভৌম-গৃহে দাস দাসী যে কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর॥
অপরাধ নাহি তব লহ "কৃষ্ণনাম"।
এত বলি প্রভু আইলা সার্ব্বভৌম-স্থান॥
প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে।
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে॥
প্রভু কহে অমোঘ শিশু কিবা তার দোষ।
কেনে উপবাস কর কেনে তারে রোষ॥
উঠ স্নান করি দেখ জগন্নাথ-মুখ।
শীঘ্র আসি ভোজন কর তবে মোর সুখ॥
তাবৎ রহিব আমি এথাই বসিয়া।
যাবৎ না খাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া॥
প্রভুপাদ ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা।
মরিত অমোঘ তারে কেনে জীয়াইলা॥
প্রভু কহেন অমোঘ হয় তোমার বালক।
বালক-দোষ না লয় পিতা যাহাতে পালক॥
এবে বৈষ্ণব হৈল তার গেল অপরাধ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ॥
ভট্ট কহে চল প্রভু ঈশ্বর-দর্শনে।
স্নান করি তাহা মুঞি আসিছো এখনে॥
প্রভু কহে গোপীনাথ ইহাই রহিবা।
ঞিহো প্রসাদ পাইলে বার্ত্তা আমারে কহিবা॥
এত বলি প্রভু গেলা ঈশ্বর-দর্শনে।
ভট্ট স্নান দর্শন করি করিল ভোজনে॥
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে মত্ত 'কৃষ্ণনাম' লয় মহাশান্ত॥
ঐছে চিত্রলীলা করে শচীর নন্দন।
যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন॥
ঐছে ভট্টগৃহে করে ভোজন-বিলাস।
তার মধ্যে নানা চিত্র চরিত্র প্রকাশ॥
সার্ব্বভৌম-গৃহে এই ভোজনচরিত।
সার্ব্বভৌম-প্রেমে যাঁহা হইল বিদিত॥
যাঠির মাতার প্রেম আর প্রভুর প্রসাদ (২)।
ভক্তসম্বন্ধে যাঁহা ক্ষমিল অপরাধ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য-চরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাসো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) 'কল্মষ'—পাপ।

(২) 'প্রসাদ'—প্রসন্নতা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গৌড়ারামং গৌরমেঘঃ
সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।
ভবাগ্নিদগ্ধজনতা-
বীরুধঃ সমজীবয়ৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—গৌরমেঘঃ (গৌররূপ জলধর) স্বালোকনামৃতৈঃ (নিজদর্শনসুধাবারিতে) গৌড়ারামং (গৌড়দেশরূপ কুসুমকানন) সিঞ্চন্ (সিক্ত করিয়া) ভবাগ্নিদগ্ধজনতাবীরুধঃ (সংসারানলদগ্ধ জীবরূপা লতাকে) সমজীবয়ৎ (উজ্জীবিত করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—মেঘ যেমন উদ্যানে জল বর্ষণ করে তাপিত লতাগুলিকে বাঁচিয়ে তোলে, গৌরাঙ্গও তেমনি গৌড়দেশে নিজের দর্শনসুধা দিয়ে সংসার-তাপে পীড়িত লোকদের বাঁচিয়ে তুলেছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন (১) ॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ আনি দুই জন।
দোঁহাকে কহেন রাজা বিনয় বচন ॥
নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে ॥
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায় (২)।
গোঁসাঞি রাখিতে করিহ অনেক উপায় ॥
এই ত কহিলা রাজা দুইজন স্থানে।
প্রভু বোলাইল রামানন্দ সার্ব্বভৌমে ॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম দুই জন সনে।
যবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে ॥
দোঁহে কহে রথযাত্রা কর দরশন।
কার্ত্তিক আইলে তবে করিহ গমন ॥
কার্ত্তিক আইলে কহে এবে মহা শীত।
দোলযাত্রা দেখি যাইহ এই ভাল রীত ॥
আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয় ॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ।
ভক্ত ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন ॥
তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে চলিতে সভার হৈল মন ॥
সভে মিলি গেলা অদ্বৈত আচার্য্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা উল্লাসে ॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে ॥
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেম চেষ্টা কে পারে বুঝিতে ॥
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি শ্রীবাস রামাই।
বাসুদেব মাধব গোবিন্দ তিন ভাই ॥
রাঘব পণ্ডিত নিজ ঝালি (৩) সাজাইয়া।
কুলীন-গ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লঞা ॥
খণ্ডবাসী নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
সর্ব্ব ভক্ত চলে তার কে করে গণন ॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি (৪) সমাধান।
সভাকে পালন করি সুখে লঞা যান ॥
সভার সর্ব্ব কার্য্য করেন দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান ॥
সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা আচার্য্য-সঙ্গে অচ্যুত-জননী ॥

(১) 'বিমন'—দুঃখিত।
(২) 'মোরে নাহি ভায়'—আমার ভাল লাগে না।
(৩) 'ঝালি'—পেটিকা, পেটরা।
(৪) 'ঘাটি'—পথকর প্রভৃতি।

শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী (১)।
শিবানন্দ সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী॥
শিবানন্দের বালক নাম চৈতন্যদাস।
তেঁহো চলিয়াছে প্রভু দেখিতে উল্লাস॥
আচার্য্য-রত্ন সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী।
তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি॥
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে (২)।
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য নিল ঘর হৈতে॥
শিবানন্দ সেন করে সব সমাধানে।
ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন সভারে বাসস্থানে॥
ভক্ষ্য দিয়া করেন সভার সর্ব্বত্র পালনে।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে॥
রেমুণা আসিয়া কৈল গোপীনাথ দর্শন।
আচার্য্য করিল তাঁহা কীর্ত্তন নর্ত্তন॥
নিত্যানন্দের পরিচয় সব সেবক সনে।
বহুত সম্মান আসি কৈল সেবকগণে॥
সেই রাত্রি সব মহান্ত তাঁহাই রহিলা।
বার ক্ষীর আনি আগে সেবক ধরিলা॥
ক্ষীর বাঁটি সভারে দিল প্রভু নিত্যানন্দ।
প্রসাদ পাইয়া সভার বাঢ়িল আনন্দ॥
মাধবপুরীর কথা গোপাল স্থাপন।
তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন॥
তাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল।
মহাপ্রভুর মুখে আগে এ কথা শুনিল॥
সেই কথা সভার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া আচার্য্য-মনে বাঢ়িল আনন্দ॥
এইমত চলি চলি কটক আইলা।
সাক্ষীগোপাল দেখি সে দিন রহিলা॥
সাক্ষীগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ।
শুনিঞা বৈষ্ণব-মনে বাঢ়িল আনন্দ॥

প্রভুকে মিলিতে সভার উৎকণ্ঠা অন্তরে।
শীঘ্র করি আইলা শ্রীনীলাচলে॥
আঠার নালাকে আইলা গোঁসাঞি শুনিয়া।
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হাথে দিয়া॥
দুই মালা গোবিন্দ দুই জনে পরাইল।
অদ্বৈত অবধূত গোঁসাঞি বড় সুখ পাইল॥
তাঁহাঞি আরম্ভ কৈল কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
নাচিতে নাচিতে চলি আইলা দুই জন॥
পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণ।
আগু-বাঢ়ি (৩) পাঠাইল শচীর নন্দন॥
নরেন্দ্রে আসিয়া তাঁহা সভারে মিলিলা।
মহাপ্রভুর দত্ত-মালা সভারে পরাইলা॥
সিংহদ্বার নিকটে আইলা শুনি গৌররায়।
আপনি আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায়॥
সভা লৈয়া কৈল জগন্নাথ দরশন।
সব লৈঞা আইলা পুন আপন ভবন॥
বাণীনাথ কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল।
স্বহস্তে সভারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল॥
পূর্ব্ব বৎসরের যার যেই বাসস্থান।
তাঁহা সবা পাঠাইয়া করাইল বিশ্রাম॥
এই মত ভক্তগণ রহিলা চারি মাস।
প্রভুর সহিতে করে কীর্ত্তন বিলাস॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা-কাল যবে আইল।
সভা লঞা গুণ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালিল॥
কুলীন-গ্রামীর পট্টডোরী জগন্নাথে দিল।
পূর্ব্ববৎ রথ অগ্রে নর্ত্তন করিল॥
বহু নৃত্য করি পুন চলিলা উদ্যানে।
বাপী তীরে (৪) তাঁহা যাই করিলা বিশ্রামে॥
রাঢ়ী এক বিপ্র তেঁহো নিত্যানন্দ দাস।
মহাভাগ্যবান্ তেঁহো নাম কৃষ্ণদাস॥

(১) 'মালিনী'—শ্রীবাসের পত্নীর নাম।
(২) 'ভিক্ষা দিতে'—ভোজন করাইতে।
(৩) 'আগু-বাঢ়ি'—অগ্রসর করিয়া।
(৪) 'বাপী'—বৃহৎ পুষ্করিণী, দীঘি।

ঘট ভরি মহাপ্রভুর অভিষেক কৈল।
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহাতৃপ্ত হৈল ॥
বলগণ্ডি ভোগের (১) বহু প্রসাদ আইল।
সভা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল ॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন।
হোরাপঞ্চমী যাত্রা দেখেন লঞা ভক্তগণ ॥
আচার্য্য গোঁসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
তার মধ্যে হৈল যৈছে ঝড় বরিষণ ॥
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী।
ভক্ত্যে দাসী অভিমান বাৎসল্যে জননী ॥
আচার্য্য-রত্ন আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ ॥
চাতুর্ম্মাস্য অন্তে পুন নিত্যানন্দ লঞা।
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া ॥
আচার্য্য গোঁসাঞিকে প্রভু কহে ঠারেঠোরে।
আচার্য্য তর্জ্জা (২) পড়ে কেহো বুঝিতে না পারে ॥
তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন ॥
কিবা প্রার্থনা কিবা আজ্ঞা কেহো না বুঝিল।
আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিল ॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু শুনহ শ্রীপাদ।
এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ (৩) ॥
প্রতি বর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা ॥
তাহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে ॥
নিত্যানন্দ কহে, আমি দেহ তুমি প্রাণ।
দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এইত প্রমাণ ॥
অচিন্ত্য শক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করাহ সেই করি নাহিক নিয়ম ॥
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন।
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ ॥
কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন।
প্রভু আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্য সাধন ॥
প্রভু কহে বৈষ্ণব-সেবা নাম-সংকীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
তেঁহো কহে কে বৈষ্ণব কি তাঁর লক্ষণ।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তাঁর মন ॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে ॥
বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল ॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম ॥
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা।
বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা ॥
স্বরূপ সহিতে তাঁর হয় সখ্য প্রীতি।
দুই জনায় কৃষ্ণকথা একত্রেই স্থিতি ॥
গদাধর পণ্ডিতে তেঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল।
ওড়নি ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল ॥
জগন্নাথ পরেন তথা মাড়ুয়া বসন (৪)।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন ॥
সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিয়া।
দুই ভাই চড়ান তারে হাসিয়া হাসিয়া ॥

(১) 'বলগণ্ডি ভোগ'—রথযাত্রায় পথিমধ্যে বলগণ্ডি নামক স্থানে শ্রীজগন্নাথের যে ভোগ হয়।

(২) 'তর্জ্জা'—হেঁয়ালি।

(৩) 'করহ প্রসাদ' প্রসন্ন হও অনুগ্রহ কর।

(৪) 'মাড়ুয়া বসন'—মাড়যুক্ত অর্থাৎ অধৌত নব বস্ত্র।

গাল ফুলিল আচার্য্যের অন্তরে উল্লাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥
এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু-সঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন॥
তার মধ্যে যে যে বর্ষ আছয়ে বিশেষ।
বিস্তারিয়া আগে তাঁহা কহিব বিশেষ॥
এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।
দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল॥
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ হঠে (১) প্রভু না পারে চলিতে॥
পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিলা গৌড়ে চলিলা॥
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে॥
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন॥
অবশ্য চলিব দোঁহে, করহ সম্মতি।
তোমা দোঁহা বিনা মোর নাহি অন্যগতি॥
গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥
গৌড়দেশ দিয়া যাব তাঁ' সবা দেখিয়া।
তুমি দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী দোঁহে বিচারয়।
প্রভু সনে অতি হঠ কভু ভাল নয়॥
দোঁহে কহে এবে বর্ষা চলিতে নারিবা।
বিজয়া দশমী আইলে অবশ্য চলিবা॥
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়া দশমী দিনে করিলা পয়ান॥
জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাঞাছিলা।
কড়ার চন্দন ডোর (২) সব অঙ্গে লৈলা॥

(১) 'হঠে'—জোর করে।
(২) 'কড়ার চন্দন'—শুষ্ক চন্দন। 'ডোর'—পট্ট-ডোরী।

জগন্নাথ আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়া ভক্তগণ পাছে চলিয়া আইলা॥
উড়িয়া ভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবারিলা।
নিজভক্তগণ সঙ্গে ভবানীপুর আইলা॥
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া।
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিলা পাঠাইয়া॥
প্রসাদ ভোজন করি তাঁহাই রহিলা।
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বরে আইলা॥
কটক আসিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
রামানন্দ রায় সব গণ নিমন্ত্রিল।
বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল॥
ভিক্ষা করি বকুলতলে করিলা বিশ্রাম।
প্রতাপরুদ্র ঠাঁঞি রায় করিল পয়ান॥
শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা॥
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে প্রণয়ে বিহ্বল।
স্তুতি করে পুলকাঙ্গ পড়ে অশ্রুজল॥
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভুর কৃপা-অশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান॥
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইল।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল॥
ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌরধাম।
প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা যাতে হৈল নাম॥
রাজপাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন॥
বাহিরে আসিয়া রাজা পত্র লেখাইল।
নিজরাজ্যে যত বিষয়ী(৩) তাহারে পাঠাইল॥
নিজ নিজ গ্রামে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ সাত নব্য গৃহে সামগ্রী ভরিবা॥

(৩) 'বিষয়ী'—ধনী।

আপনি প্রভুকে লঞা তাহা উত্তরিবা।
রাত্রি দিবা বেত্র হস্তে সেবায় রহিবা॥
দুই মহাপাত্র হরিচন্দন মর্দ্দরাজ।
তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা কর সব কাজ॥
এক নব্য নৌকা আনি রাখ নদীতীরে।
মহাপ্রভু স্নান করি যাবেন নদী-পারে॥
তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ (১) করি।
নিত্য স্নান করিব তাহাঁ, তাঁহা যেন মরি॥
চতুর্দ্বারে (২) করহ উত্তম নব্য বাস।
রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশ॥
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল।
হস্তী উপর তাম্বু-গৃহে স্ত্রীগণ চঢ়াইল॥
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হঞা।
সন্ধ্যায় চলিলা প্রভু নিজগণ লঞা॥
চিত্রোৎপলা নদী আসি ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষী সকল দেখি করয়ে প্রণাম॥
প্রভুর দর্শনে সবে হৈল প্রেমময়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্র অশ্রু বরিষয়॥
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে॥
নৌকাতে চঢ়িয়া প্রভু নদী হৈল পার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে চলি আইল চতুর্দ্বার॥
রাত্রে তথা রহি প্রাতে স্নানকৃত্য কৈল।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল॥
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা পাঠায় দিনে দিনে।
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহুজনে॥
স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥

(১) 'মহাতীর্থ'—বৃহৎ ঘাট।
(২) 'চতুর্দ্বার—কটকের পরপারবর্ত্তী চৌদার নামক গ্রাম।

রামানন্দ মর্দ্দরাজ শ্রীহরি-চন্দন।
সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিনজন॥
প্রভুসঙ্গে পুরী গোঁসাঞি স্বরূপ দামোদর।
জগদানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর॥
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর॥
রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ।
প্রধান কহিল সবার কে করে গণন॥
গদাধর পণ্ডিত যবে সঙ্গে চলিলা।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস না ছাড়িও প্রভু নিষেধিলা॥
পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥
প্রভু কহে ইহাঁ কর গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে কোটি সেবা ত্বৎপাদ দর্শন॥
প্রভু কহে সেবা ছাড়িবে আমায় লাগে দোষ।
ইঁহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ॥
পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার উপর।
তোমা সঙ্গে না যাইব যাব একেশ্বর॥
আই দেখিতে যাব আমি না যাব তোমা লাগি।
প্রতিজ্ঞাসেবা (৩) ত্যাগ-দোষ তার আমি ভাগী॥
এত বলি পণ্ডিত গোঁসাঞি পৃথক্ চলিলা।
কটক আসি প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা॥
পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম বুঝন না যায়।
প্রতিজ্ঞা-শ্রীকৃষ্ণ সেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়॥
তাঁহার চরিত্রে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ।
তাঁহার হাত ধরি কহে করি প্রণয়রোষ॥
প্রতিজ্ঞা-সেবা ছাড়িবে এই তোমার উদ্দেশ।
সেই সিদ্ধ হইল ছাড়ি আইলে দূরদেশ॥

(৩) 'প্রতিজ্ঞাসেবা'—ক্ষেত্রবাস ও কৃষ্ণমূর্ত্তি সেবা।

আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজসুখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুখ॥
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ যদি আর কিছু বোল॥
এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তথায় পড়িলা॥
পণ্ডিতে লঞা যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য্য কহে উঠ ঐছে প্রভুর লীলা॥
তুমি জান কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।
ভক্ত-কৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৯ অং ৩৭ শ্লোকঃ

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্ত্তু মবপ্লু তো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যযাচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—[যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মবাক্যম্]—রথস্থঃ (রথস্থিত শ্রীকৃষ্ণ) স্বনিগমম্ (নিজ প্রতিজ্ঞা) অপহায় (পরিত্যাগ করিয়া) মৎপ্রতিজ্ঞাম্ (আমার প্রতিজ্ঞাকে) ঋতং (সত্য) অধিকর্ত্তুম্ (প্রতিপন্ন করিতে) অবপ্লুতঃ (সহসা অবতীর্ণ) ধৃতরথচরণঃ (রথচক্র ধারণ পূর্ব্বক) ইভং (হস্তীকে) হন্তুং (বধ করিবার নিমিত্ত) হরিঃ (সিংহ) ইব (যেমন ধাবিত হয়) অভ্যযাৎ (আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন) তদা (তৎকালে) চলদ্গুঃ (পদভরে পৃথিবী কম্পিত করিয়া) গতোত্তরীয়ঃ (স্খলিত উত্তরীয় অবস্থায়)।

অনুবাদ।—আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্য তিনি নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলেন। তিনি রথ থেকে লাফিয়ে নেমে সিংহ যেমন হাতীকে মারবার জন্যে ছুটে তেমনি আমার দিকে ছুটে এসেছিলেন। তখন তাঁর গা থেকে উত্তরীয় উড়ে গিয়েছিল, তাঁর পদভরে পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল,—তাঁর হাতে ছিল রথের চাকা॥ ২॥

এই মত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যতন করিয়া॥
এই মত কহি তাঁরে প্রবোধ করিলা।
দুই জনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা॥
প্রভু লাগি ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্ত-ধর্ম্ম-হানি প্রভুর না হয় সহন॥
প্রেমের বিবর্ত্ত (১) ইহা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য-চরণ॥
দুই রাজ-পাত্র (২) যেই প্রভুসঙ্গে যায়।
যাজপুর আসি প্রভু তাঁরে দিলেন বিদায়॥
প্রভু বিদায় দিল রায় যান তাঁর সনে।
কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে রাত্রিদিনে॥
প্রতিগ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ।
নব্যগৃহে নানাদ্রব্যে করয়ে সেবন॥
এইমত চলি প্রভু রেমুণা আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা॥
ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায় কোলে করি প্রভু করয়ে ক্রন্দন॥
রায়ের বিদায় কথা না যায় কথন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন॥
তবে ওড্রদেশ-সীমা প্রভু চলি আইলা।
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥
দিন দুই চারি তেঁহো করিল সেবন।
আগে চলিবার সেই কহে বিবরণ॥
মদ্যপ যবন-রাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার॥
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥
দিন কত রহ সন্ধি (৩) করি তার সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে॥

(১) 'বিবর্ত্ত'—বিশেষরূপে স্থিতি।
(২) 'রাজ-পাত্র'—রাজকর্ম্মচারী।
(৩) 'সন্ধি'—মিলন।

সেই কালে সেই যবনের এক চর।
উড়িয়া-কটকে আইল করি বেশান্তর (১) ॥
প্রভুর অদ্ভুত সেই চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দুচর কহে সেই যবন-পাশ গিয়া ॥
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধপুরুষ হয় তাঁর সহিতে ॥
নিরন্তর করে সভে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
সবে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আসে তাঁহা দেখিবারে।
তাঁরে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে ॥
সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়।
কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায় ॥
কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানি।
তাঁহার স্বভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি মানি ॥
এত কহি সেই চর "হরি কৃষ্ণ" গায়।
হাসে কান্দে নাচে গায় বাউলের প্রায় ॥
এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল।
আপন বিশ্বাস (২) প্রভু-স্থানে পাঠাইল ॥
বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহি প্রেমে বিহ্বল হইল ॥
ধৈর্য্য ধরি উড়িয়াকে কহে নমস্করি।
তোমা স্থানে পাঠাইলা ম্লেচ্ছ-অধিকারী ॥
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এখানে আসিয়া।
যবন-অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥
বহুত উৎকণ্ঠা তার, করিয়াছে বিনয়।
তোমা সনে সেই সন্ধি নাহি যুদ্ধভয় ॥
শুনি মহাপাত্র (৩) কহে হইয়া বিস্ময়।
মদ্যপ যবনের চিত্তে ঐছে কে করয় ॥
আপনি মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল।
দর্শন স্মরণে যাঁর জগৎ তরিল ॥

এত বলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন।
ভাগ্য তার আসি করুক প্রভুর দর্শন ॥
প্রতীত করিয়ে যদি নিরস্ত্র হইয়া।
আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লৈয়া ॥
বিশ্বাস যাইয়া তারে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল ॥
দূর হৈতে প্রভু দেখি ভূমিতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু পুলকিত হৈয়া ॥
মহাপাত্র আনিল তারে করিয়া সম্মান।
যোড়হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণনাম ॥
অধম যবনকুলে কেনে জন্ম হৈল।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেন না সৃজিল ॥
হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণ-সন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ যাউক পরাণ ॥
এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া ॥
চণ্ডাল পবিত্র যাঁর শ্রীনাম শ্রবণে।
হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে ॥
ইহার যে এই গতি কি ইহা বিস্ময়।
তোমার দর্শন-প্রভাব এই মত হয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ৩৩ অং ৬ শ্লোকঃ

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্
যৎপ্রহ্বণাদ্‌যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ৩

অন্বয়ঃ। ক্বচিৎ অপি যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ (কোন সময়েও যাঁহার নাম শ্রবণ কীর্ত্তন বশতঃ) যৎপ্রহ্বণাৎ (যাঁহাকে নমস্কার করিলে) যৎস্মরণাৎ (যাঁহাকে স্মরণ করিলে) শ্বাদঃ অপি (কুক্কুরমাংস-ভোজীও) সদ্যঃ সবনায় (তৎক্ষণাৎ সোমযাগের জন্য) কল্পতে (যোগ্য হয়) নু ভগবন্! কুতঃ পুনঃ তে দর্শনাৎ (হে ভগবান্, তোমার দর্শনে আবার বক্তব্য কি)।

(১) 'বেশান্তর'—অন্য বেশ।
(২) 'বিশ্বাস'—রাজপাত্র-বিশেষ।
(৩) 'মহাপাত্র'—রাজ-অধিকারী।

অনুবাদ।—তোমার নাম শুনে বা গান করে কিংবা তোমাকে প্রণাম করে বা কখনো স্মরণ করে চণ্ডালও সোমযাগের যোগ্য হয়। হে ভগবন্! যারা তোমাকে দর্শন করেছে—তাদের কথা আর কি বলব ॥ ৩ ॥

তবে মহাপ্রভু তারে কৃপাদৃষ্টি করি।
আশ্বাসিয়া কহে তুমি কহ "কৃষ্ণ হরি" ॥
সেই কহে মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহ সেবা করি যে তোমার ॥
গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-হিংসা করেছি অপার।
সেই পাপ হৈতে মোর হউক নিস্তার ॥
তবে মুকুন্দ দত্ত কহে শুন মহাশয়।
গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয় ॥
তাঁহা যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার।
এই বড় আজ্ঞা এই বড় উপকার ॥
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া।
সবার চরণ বন্দি চলে হৃষ্ট হৈয়া ॥
মহাপাত্র তার সনে কৈল কোলাকুলি।
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি ॥
প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাইয়া।
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাইয়া ॥
মহাপাত্র চলি আইল মহাপ্রভু-সনে।
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণ বন্দনে ॥
এক নবীন নৌকা তার মধ্যে একঘর।
স্বগণ চড়াইল প্রভু তাহার উপর ॥
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায়।
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি চায় ॥
জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে নিল ॥
মন্ত্রেশ্বর দুষ্টনদে পার করাইল।
পিছলদা পর্য্যন্ত্য সেই যবন আইল ॥
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।
সেকালে তার প্রেমচেষ্টা না পারি বর্ণিতে ॥

অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যেই ইহা শুনে তার জন্ম দেহ ধন্য ॥
সেই নৌকায় চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটি।
নাবিকেরে পরাইল নিজ কৃপা সাটি ॥
প্রভু আইলা বলি লোকে হৈল কোলাহল।
মনুষ্যে ভরিল সব জল আর স্থল ॥
রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা।
পথে যেতে লোকভিড় কষ্টেসৃষ্টে আইলা ॥
একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস।
প্রাতে কুমারহট্টে আইলা যাঁহা শ্রীনিবাস ॥
তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর।
বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর ॥
বাচস্পতি-গৃহে প্রভু যেমতে রহিলা।
লোকভিড় ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা ॥
মাধব-দাস-গৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষ-কোটী-লোক তথা পাইল দর্শন ॥
সাতদিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা।
সব অপরাধী গণে প্রমারে করিলা ॥
শান্তিপুরাচার্য্য-গৃহে যৈছে আইলা।
তথা হৈতে প্রভু যৈছে গৌড়েরে চলিলা ॥
শচীমাতা মিলি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা।
তবে রামকেলি গ্রামে প্রভু যৈছে গেলা ॥
তাহা যৈছে রূপ-সনাতনেরে মিলিলা।
নৃসিংহানন্দ যৈছে পথ সাজাইলা ॥
সূত্রমধ্যে আমি তাহা করিল বর্ণন।
নাট্যশালা হৈতে যৈছে ফিরি আগমন ॥
নাটশালা হৈতে প্রভু পুন ফিরি আইলা।
লোকভিড় ভয়ে বৃন্দাবন নাহি গেলা ॥
শান্তিপুরে পুন কৈল দশদিন বাস।
বিস্তারিয়া বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥
অতএব ইঁহা তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে অপার ॥
পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা।
রঘুনাথ দাস আসি প্রভুরে মিলিলা ॥

হিরণ্য গোবর্দ্ধন নাম দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য (১)।
সদাচার সৎকুলীন ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য ॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্যপ্রায় (২)।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আরাধ্য দোঁহার।
চক্রবর্ত্তী করে দোঁহায় ভ্রাতৃব্যবহার ॥
মিশ্র পুরন্দরের পূর্ব্বে করিয়াছেন সেবনে।
অতএব প্রভু ভাল জানেন দুই জনে ॥
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তেঁহো বিষয়ে উদাস ॥
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা ॥
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈঞা।
প্রভু পাদ-স্পর্শ কৈল করুণা করিয়া ॥
তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য সেবন।
অতএব আচার্য্য তাঁরে হইলা প্রসন্ন ॥
আচার্য্য-প্রসাদে পাইলা প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত ॥
প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল।
তেঁহো ঘরে আসি হৈলা প্রেমেতে পাগল ॥
বার বার পলায় তেঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তাঁরে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে ॥
পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রি দিনে।
চারি সেবক দুই ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে ॥
এই একা দশ জন রাখে নিরন্তর।
নীলাচলে যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর ॥
এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা।
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা ॥
আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন ॥
শুনি তাঁর পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইলা তাঁরে শীঘ্র আসিহ কহিয়া ॥
সাত দিন শান্তিপুরে প্রভুসঙ্গে রহে।
রাত্রি দিবসে এই মনঃকথা কহে ॥
রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব।
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব ॥
সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তাঁর মন।
শিক্ষারূপে কহে তাঁরে আশ্বাস বচন ॥
স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল ॥
মর্কট-বৈরাগ্য (৩) না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া ॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥
বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি আমা পাশ আসি কোন ছলে ॥
সেকালে সে ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে ॥
এত কহি মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল।
ঘরে আসি তেঁহো প্রভুর শিক্ষা আচরিল ॥
বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা সকল ছাড়িয়া।
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা ॥
দেখি তাঁর পিতা মাতা বড় দুঃখ পাইল।
তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল ॥
ইহাঁ প্রভু একত্র করি সভ ভক্তগণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ আদি যত ভক্তজন ॥
সভা আলিঙ্গন করি কহেন গোসাঞি।
সভে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাই ॥

---

(১) 'বদান্য'—দানশীল। 'ব্রহ্মণ্য'—ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক।
(২) 'উপজীব্যপ্রায়'—আশ্রয়তুল্য।

(৩) 'মর্কট-বৈরাগ্য'—বানরের মতন অন্তরে ভোগ-বাসনা, বাহিরে লোক-দেখান বৈরাগ্য।

সভার সহিত ইহাঁ হইল মিলন।
এ বর্ষে নীলাদ্রি কেহ না কর গমন ॥
ইহা হৈতে অবশ্য আমি বৃন্দাবনে যাব।
সবে আজ্ঞা দেহ তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব ॥
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল।
বৃন্দাবন যাইতে তাঁর আজ্ঞা মাগি লৈল ॥
তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাইয়া।
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লৈয়া ॥
সেই সব লোক পথে করেন সেবন।
সুখে নীলাচলে আইল শচীর নন্দন ॥
প্রভু আসি জগন্নাথ দরশন কৈল।
মহাপ্রভু আইলা গ্রামে কোলাহল হৈল ॥
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিল।
প্রেম আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিল ॥
কাশীমিশ্র রামানন্দ প্রদ্যুম্ন সার্ব্বভৌম।
বাণীনাথ শিখি আদি যত ভক্তগণ ॥
গদাধর পণ্ডিত আসি প্রভুরে মিলিলা।
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা ॥
বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।
নিজ মাতা আর গঙ্গার চরণ দেখিয়া ॥
এত মনে করি কৈল গৌড়েতে গমন।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সঙ্ঘট্টে পথে না পারি চলিতে ॥
যথা রহি তথা ঘর প্রাচীর হয় চূর্ণ।
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ ॥
কষ্টসৃষ্ট করি গেলাম রামকেলি গ্রাম।
আমার ঠাঁই আইলা রূপ-সনাতন নাম ॥
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র ॥
বিদ্যা ভক্তি-বুদ্ধি-বলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন ॥
তাঁর দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিল দোঁহারে ॥
উত্তম হঞা হীন করি মান আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমারে উদ্ধারে ॥
এত কহি আমি যবে বিদায় দোঁহে দিল।
গমন-কালে সনাতন প্রহেলী (১) কহিল ॥
যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটী।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী ॥
তবে আমি শুনিল মাত্র না কৈল অবধান।
প্রাতে চলি আইলাঙ কানাইর নাটশাল গ্রাম ॥
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল।
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল ॥
ভালত কহিল মোর এত লোক সঙ্গে।
লোক দেখি কহিবে মোরে এই এক ঢঙ্গে ॥
দুর্ল্লভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন।
একাকী যাইব কিবা সঙ্গে একজন ॥
মাধবেন্দ্র-পুরী তথা গেলা একেশ্বরে।
দুগ্ধদানছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ দিল তাঁরে ॥
বাদিয়ার বাজি পাতি চলিলাম তথারে।
বহুসঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে ॥
বৃন্দাবন যাব কাঁহা একাকী হইয়া।
সৈন্যসঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া ॥
ধিক্ ধিক্ আপনাকে বলি হলাঙ অস্থির।
নিবৃত্ত হইয়া (২) পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর ॥
ভক্তগণে রাখি আইনু নিজ নিজ স্থানে।
আমা সঙ্গে আইলা সবে পাঁচ ছয় জনে ॥
নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাইব বৃন্দাবনে।
সবে মিলি যুক্তি দেহ হৈয়া পরসন্নে ॥
গদাধরে ছাড়ি গেনু ইহোঁ দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥

(১) 'প্রহেলী—হেঁয়ালী।
(২) 'নিবৃত্ত হইয়া'—প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, ফিরিয়া।

তবে গদাধর পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভুপাদ ধরি কহে বিনয় করিয়া॥
তুমি যাঁহা যাঁহা রহ তাঁহা বৃন্দাবন।
তাঁহা যমুনা গঙ্গা তাঁহা সর্ব্ব তীর্থগণ॥
তভু বৃন্দাবন যাহ লোক শিখাইতে।
সেইত করিবে তোমার যেই লয় চিতে॥
এই আগে আইলা প্রভু বর্ষা চারি মাস।
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস॥
পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন।
আপন ইচ্ছায় চল রহ, কে করে বারণ॥
শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে।
সভাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে॥
সবার ইচ্ছায় প্রভু চারিমাস রহিলা।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা॥
সেই দিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ।
তাঁহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ॥
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ প্রভুর আস্বাদন।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন॥
এইমত গৌরলীলা অনন্ত অপার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার॥
সহস্র বদনে কহে আপনি অনন্ত।
তবু এক দিনের লীলার নাহি পায় অন্ত॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গৌড়গমন-
বিলাসো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো
ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ বনে।
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্
বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—গৌরঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ) বৃন্দাবনং গচ্ছন্ (বৃন্দাবনে গমন করিতে করিতে) বনে ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ (বনমধ্যে ব্যাঘ্র, হস্তী, হরিণ, পক্ষী প্রভৃতিকে) প্রেমোন্মত্তান্ (কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট) সহোন্নৃত্যান্ (এক সঙ্গে একই সময়ে নৃত্যপরায়ণ) কৃষ্ণজল্পিনঃ (কৃষ্ণ নামোচ্চারণকারী) বিদধে (করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। বৃন্দাবন চলেছেন গৌরাঙ্গ বনপথে। বনচারী বাঘ, হাতী, হরিণ, পাখী—এদেরও তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করলেন—তাঁর সঙ্গে এরাও নাচল, উচ্চারণ করল কৃষ্ণনাম ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শরৎকাল হইল প্রভু চলিতে হৈল মতি।
রামানন্দ-স্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুকতি ॥
মোর সহায় কর যদি তুমি দুই জন।
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন ॥
রাত্রে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব।
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব ॥
কেহ যদি সঙ্গে মেলে পাছে উঠি ধায়।
সভাকে রাখিবে যেন কেহ নাহি যায় ॥
প্রসন্ন হঞা আজ্ঞা দিব না মানিবা দুঃখ।
তোমা সবার সুখে পথে হবে মোর সুখ ॥
দুই জন কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যেই ইচ্ছা সেই করিবা নহ পরতন্ত্র ॥
কিন্তু আমা দোঁহার শুন এক নিবেদন।
তোমার সুখে আমার সুখ কহিলে এখন ॥
আমা সভার মনে তবে বড় সুখ হয়।
এক নিবেদন ধরে শুন মহাশয় ॥
উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র
বহি (১) ॥
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন (২) ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলু বিপ্র একজন ॥
প্রভু কহে নিজ সঙ্গে কাহো না লইব।
একজনে নিলে আনের মনে দুঃখ হব ॥
নূতন সঙ্গী হইবেক স্নিগ্ধ (৩) যার মন।
ঐছে যদেব পাই তবে লই একজন ॥
স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড় পণ্ডিত সাধু-আর্য্য ॥
প্রথমে তোমার সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে।
ইহার ইচ্ছা আছে সর্ব্ব তীর্থ করিতে ॥
ইহার সঙ্গে আছে ব্রাহ্মণ এক ভৃত্য।
ইঁহো পথে করিবেন সেবার ভিক্ষাকৃত্য ॥
ইঁহা সঙ্গে লহ যদি হয় সবার সুখ।
বনপথে যাইতে তোমার নহিবে কোন দুঃখ ॥
এই বিপ্র বহি নিবে বস্ত্রাম্বু-ভাজন (৪)।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন ॥
তাহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে করি নিল ॥
পূর্ব্বরাত্রে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লঞা।
শেষ রাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া ॥
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া ॥

---

(১) তণ্ডুলাদি ভিক্ষা করিয়া তোমাকে ভোজন করাইবে এবং জলপাত্রাদি বহন করিয়া যাইবে।

(২) 'ভোজ্যান্ন'—যার হাতে অন্ন ভোজন করিতে পারা যায়।

(৩) 'স্নিগ্ধ'—স্নেহযুক্ত।

(৪) 'বস্ত্রাম্বু-ভাজন'—বস্ত্র ও জলপাত্র।

স্বরূপ গোঁসাঞি সভায় কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত হই রহে সবে জানি প্রভুর মন॥
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা॥
নির্জ্জন বনে চলেন প্রভু কভু কৃষ্ণনাম লঞা।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥
পালে পালে ব্যাঘ্রহস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥
দেখিয়া ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয়॥
একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ॥
প্রভু কহে 'কহ কৃষ্ণ' ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদীস্নান।
মত্ত হস্তি-যূথ আইল করিতে জলপান॥
প্রভু জল-কৃত্য করে আগে হস্তী আইলা।
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা (১)॥
সেই জল বিন্দু-কণা লাগে যার গায়।
সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে নাচে ধায়॥
কেহ ভূমি পড়ে কেহ করয়ে চীৎকার।
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার॥
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সংকীর্ত্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীগণ॥
ধ্বনি শুনি ডাহিনে বামে যায় প্রভুসঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গ মুছে শ্লোক পড়ে রঙ্গে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২১ অং ১১ শ্লোকঃ

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—[বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যম্]—এতাঃ (এই সকল) হরিণ্যঃ (হরিণীগণ) মূঢ়মতয়ঃ (বিবেকশূন্যা) অপি (ও) ধন্যাঃ (কৃতার্থা) স্ম যাঃ (অহো যাহারা) বেণুরণিতং (বেণুশব্দ) আকর্ণ্য (শুনিয়া) উপাত্তবিচিত্রবেশং (বিচিত্রবেশধারী) নন্দনন্দনং (নন্দনন্দনের) 'প্রতি' প্রণয়াবলোকৈঃ (প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা) বিরচিতাং পূজাং (বিরচিতা পূজা) দধুঃ (করিতেছে)।

অনুবাদ।—নির্ব্বোধ এই হরিণীরাও ধন্য, কারণ বাঁশীর সুর শুনে কৃষ্ণসার হরিণগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে এরা বিচিত্রবেশী শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসার দৃষ্টি দিয়ে পূজা করেছিল॥ ২॥

হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইলা পাঁচ সাত।
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ॥
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন স্মৃতি হৈল।
বৃন্দাবন গুণবর্ণন শ্লোক পড়িল॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১৩ অং ৬০ শ্লোকঃ

যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ
সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাস-
দ্রুতরুট্তর্ষণাদিকে॥ ৩

অন্বয়ঃ।—অজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষণাদিকে (অজিত শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থল বলিয়া যে স্থান হইতে ক্রোধ লোভাদি অপসৃত হইয়াছে) যত্র (যে বৃন্দাবনে) নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ (স্বভাবতঃ শত্রুভাবাপন্ন) নৃমৃগাদয়ঃ (মনুষ্য ও সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুগণ) মিত্রাণি ইব (মিত্রের ন্যায়) সহ (একই সঙ্গে) আসন্ (বাস করিয়াছিল)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থান ব'লে ক্রোধ ও লোভ ইত্যাদি পালিয়ে গেছে যেথান থেকে সেই বৃন্দাবনে স্বভাবতঃই পরম শত্রু যে মানুষ ও পশু—তারাও বন্ধুর মতই একত্রে বাস করে ছিল॥ ৩॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ করি প্রভু যবে বৈল।
কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল॥
নাচে কুন্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব রঙ্গে॥

(১) 'মাইলা'—মারিল, অর্থাৎ জল ফেলিয়া দিলেন।

ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন॥
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তা সবাকে তাহা ছাড়ি আগে চলি গেলা॥
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে কৃষ্ণ বোলে নাচে মত্ত হঞা॥
হরিবোল বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি॥
ঝারিখণ্ডে (১) স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥
যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেম ভক্তি॥
কেহো যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তার মুখে আন (২) শুনে, তার মুখে আন॥
সভে কৃষ্ণ হরি বলি নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্ব্বদেশে॥
যদ্যপি প্রভু লোক-সঙ্ঘট্টের ত্রাসে।
প্রেম গুপ্ত করে, বাহিরে না করে প্রকাশে॥
তথাপি তাঁর দর্শন শ্রবণ প্রভাবে।
সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে॥
গৌড় বঙ্গ উৎকলাদি দক্ষিণ দেশে গিয়া।
লোকের নিস্তার কৈলা আপনে ভ্রমিয়া॥
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্ল প্রায় (৩) লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড॥
নাম প্রেম দিয়া কৈল সভার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝে শক্তি কার॥
বন দেখি হয় ভ্রম এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয় এই গোবর্দ্ধন॥

(১) 'ঝারিখণ্ড'—ছোটনাগপুরের অন্তর্গত একটি বনপ্রদেশ।
(২) 'আন'—অন্যজন।
(৩) 'ভিল্ল'—অসভ্য জাতিবিশেষ, ভীল। 'প্রায়'—তুল্য।

যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
তাঁহা প্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি॥
পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক-মূল-ফল।
যাঁহা যেই পায়েন তাঁহা লয়েন সকল॥
যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্মণ।
পাঁচ সাত জন আসি করেন নিমন্ত্রণ॥
কেহো অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্য স্থানে।
কেহো দুগ্ধ দধি, কেহো ঘৃত খণ্ড আনে॥
যাঁহা বিপ্র নাহি তাঁহা শূদ্র মহাজন।
আসি সভে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ॥
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য (৪) ব্যঞ্জন।
বন্য ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন॥
দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাঁহা শূন্য বন লোকের নাহিক বসতি॥
তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করেন পাক।
ফল-মূলে ব্যঞ্জন করে বন্য নানা শাক॥
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য ভোজনে।
মহাসুখ পান যে দিন রহেন নির্জ্জনে॥
ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস।
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র বহির্ব্বাস॥
নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিন বার।
দুই সন্ধ্যা অগ্নি তাপে কাষ্ঠ অপার॥
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন।
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন॥
শুন ভট্টাচার্য্য আমি গেলাম বহুদেশ।
বনপথের সুখের কাঁহা নাহি পাই লেশ॥
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বহু কৃপা কৈল।
বনপথে আনি আমায় বড় সুখ দিল॥
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাম বিচার।
মাতা-গঙ্গা-ভক্তগণ দেখিব একবার॥
ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন।
ভক্তগণ সঙ্গে লঞা যাব বৃন্দাবন॥

(৪) 'বন্য'—বনোদ্ভব শাকাদি।

এত ভাবি গৌড়দেশে করিল গমন।
মাতা গঙ্গা ভক্ত দেখি সুখী হৈল মন॥
ভক্তগণ লঞা তবে চলিলাম রঙ্গে।
লক্ষকোটী লোক তাঁহা হৈল আমা সঙ্গে॥
সনাতন মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা।
তাঁহা বিঘ্ন করি বনপথে লঞা আইলা॥
কৃপার সমুদ্র দীনহীনে দয়াময়।
কৃষ্ণ-কৃপা বিনে কোন সুখ নাহি হয়॥
ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল।
তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল॥
তেঁহো কহেন তুমি কৃষ্ণ তুমি দয়াময়।
অধম জীব মুঞি, মোরে হইলা সদয়॥
মুঞি ছার মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা।
কৃপা করি মোর হাথে ভিক্ষা যে করিলা॥
অধম কাকেরে কৈলা গরুড় সমান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান॥

তথাহি—ভাবার্থদীপিকায়াং ষষ্ঠ শ্লোকে
শ্রীধরস্বামিবাক্যম্

মূকং করোতি বাচালং
পঙ্গুং লঙ্ঘয়েতে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে
পরমানন্দমাধবম্॥ ৪

অন্বয়ঃ।—যৎকৃপা (যাঁহার কৃপা) মূকং (বাক্‌-শক্তিরহিত জনকে) বাচালং করোতি (বাক্‌পটু করে), পঙ্গুং গিরিং লঙ্ঘয়তে (খঞ্জ—চলৎ-শক্তি-হীনকে পর্ব্বত লঙ্ঘন করায়) তং পরমানন্দমাধবং অহং বন্দে (সেই পরমানন্দ মাধবকে আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ।—যাঁর দয়ায় বোবার মুখেও ফুটে ওঠে কত কথা, আর খোঁড়াও পার হয়ে যায় পর্ব্বত, সেই পরমানন্দস্বরূপ মাধবকে বন্দনা করি॥ ৪॥

এই মত বলভদ্র করেন স্তবন।
প্রেমে সেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন॥
এই মত নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী।
মধ্যাহ্ন স্নান কৈলা মণিকর্ণিকায় আসি॥

সেই কালে তপন মিশ্র করে গঙ্গাস্নান।
প্রভু দেখি তাঁর কিছু হৈল বিস্ময় জ্ঞান॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছেন সন্ন্যাস।
নিশ্চয় করিল হৈল হৃদয়ে উল্লাস॥
প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন।
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন॥
প্রভু লঞা গেলা বিশ্বেশ্বর দরশনে।
তবে আসি দেখে বিন্দুমাধব চরণে॥
ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হঞা।
সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া॥
প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান।
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান॥
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদ সম্বাহন॥
প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইল।
প্রভু আইলা শুনি চন্দ্রশেখর আইল॥
মিশ্রের সখা তেঁহো প্রভুর পূর্ব্ব দাস।
বৈদ্যজাতি লিখন-বৃত্তি বারাণসী-বাস॥
আসি প্রভুর পদে পড়ি করেন রোদন।
প্রভু উঠি তাঁরে কৃপায় কৈল আলিঙ্গন॥
চন্দ্রশেখর কহে প্রভু বড় কৃপা কৈলা।
আপনি আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা॥
আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসী স্থানে।
মায়া ব্রহ্ম শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে॥
ষড়্‌দর্শন (১) ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা।
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণকথা॥
নিরন্তর দোঁহে চিন্তি তোমার চরণ।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলে দরশন॥

(১) 'ষড়্‌দর্শন'—পূর্ব্বমীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক এই ছয়খানি দর্শনশাস্ত্র।

শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রীবৃন্দাবন।
দিন কথো রহি তার (১) ভৃত্য দুই জন॥
মিশ্র কহে প্রভু যাবৎ কাশীতে রহিবা।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা॥
এই মত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে।
ইচ্ছা নাহি তবু তথা রহিল দিন দশে॥
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হয় চমৎকারে॥
বিপ্র সব নিমন্ত্রয়ে প্রভু নাহি মানে।
প্রভু কহে আজি মোর হয়েছে নিমন্ত্রণে॥
এই মত প্রতিদিন করেন বঞ্চন।
সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ॥
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া।
বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লৈয়া॥
এক বিপ্র দেখি আইলা প্রভুর ব্যবহার।
প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাঁহার॥
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
তাঁহার মহিমা প্রভাব না পারি বর্ণিতে॥
প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ।
আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন॥
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব-সল্লক্ষণ।
সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুত কথন॥
তাঁরে দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ।
যেই তাঁরে দেখে করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন॥
মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
যে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে॥
নিরন্তর "কৃষ্ণনাম" জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা প্রায়॥
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন॥
জগৎমঙ্গল তাঁর কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
নাম রূপ গুণ তাঁর সম অনুপাম॥
দেখিয়া সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি।
অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি॥
শুনিঞা প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা॥
শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবক।
কেশব-ভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক॥
চৈতন্য নাম তাঁর ভাবকগণ লৈয়া।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া॥
যেই তাঁরে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহন-বিদ্যা যে দেখে সে মোহে॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল॥
সন্ন্যাসী নামমাত্র মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী (২)॥
বেদান্ত শ্রবণ কর, না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুইলোক নাশ॥
এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি তথা হৈতে উঠি গেল॥
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হৈয়াছে তার মন।
প্রভু আগে দুঃখী হৈয়া কহে বিবরণ॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা॥
তার আগে যবে আমি তোমার নাম লৈল।
সেহো তোমার নাম জানে আপনি কহিল॥
তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার।
'চৈতন্য' চৈতন্য' করি কহে তিনবার॥
তিনবারে কৃষ্ণনাম না আইল তার মুখে।
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে॥
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি।
তোমা দেখি মুখ মোর বোলে কৃষ্ণ হরি॥

(১) 'তার'—তরাও, উদ্ধার কর।

(২) 'না বিকাবে'—অর্থাৎ কেহ গ্রহণ করিবে না। 'ভাবকালী'—ভক্তের ভান।

প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী (১)।
'ব্রহ্ম' 'আত্মা' 'চৈতন্য' কহে নিরবধি ॥
অতএব তাঁর মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণস্বরূপ দুইত সমান ॥
নাম বিগ্রহ স্বরূপ, তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দস্বরূপ (২) ॥
দেহ দেহী নাম নামীর (৩) কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম, নাম, দেহ, স্বরূপ, বিভেদ ॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে
২৬৯ অঙ্কধৃতবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনম্

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণ-
শ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽহ-
ভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—নামনামিনোঃ (নাম এবং নামীর) অভিন্নত্বাৎ (অভিন্নতা বশতঃ) নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ (নামরূপসর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতা চিন্তামণিতুল্য সেই শ্রীকৃষ্ণ) 'স এব কৃষ্ণঃ' চৈতন্যরসবিগ্রহঃ (চিন্ময়রসমূর্ত্তি) পূর্ণঃ শুদ্ধ নিত্যমুক্তঃ (স্বয়ং সম্পূর্ণ, মায়াগন্ধশূন্য এবং নিত্য মুক্ত)।

অনুবাদ।—নাম আর নামীতে কোন ভেদ নেই, দুইই এক। শ্রীকৃষ্ণ আর তাঁর নামও সেইরূপ অভিন্ন। দুইই চিন্তামণির মত সকল অভীষ্ট দিয়ে থাকেন। দুইই পূর্ণ, শুদ্ধ, সর্ব্বদা মুক্ত অর্থাৎ মায়ার বা অজ্ঞানের স্পর্শশূন্য, আর দুইই আনন্দ এবং চৈতন্যস্বরূপ ॥ ৫ ॥

অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১০৯ শ্লোকঃ

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি
ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ
স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—অতঃ (এই হেতু—নাম নামী অভিন্ন বলিয়া) শ্রীকৃষ্ণনামাদি (শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ লীলাগুণ) ইন্দ্রিয়ৈঃ গ্রাহ্যং ন ভবেৎ (প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না) অদঃ (ইহা) সেবোন্মুখে (নামাদি গ্রহণ রূপ সেবার নিমিত্ত উন্মুখ) জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরতি (জিহ্বাদিতে আপনা আপনি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের নাম ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের মতনই অলৌকিক। তাই লৌকিক ইন্দ্রিয় দিয়ে তা গ্রহণ করা যায় না। সেবায় আগ্রহ যাদের তাদেরই জিহ্বায় আপনা থেকেই তা ফুটে উঠে ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১২ স্কং ১২ অং ৬৯ শ্লোকঃ

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽ-
প্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—স্বসুখনিভৃতচেতাঃ (যাঁর ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ অন্তর) তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ (তজ্জন্য অন্যভাব-বর্জ্জিত) অপি (ও) যঃ (যে শ্রীশুকদেব) অজিত-রুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ (শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলায় মুগ্ধচিত্ত) কৃপয়া (কৃপাপূর্ব্বক) তদীয়ং (শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক) তত্ত্বদীপং (তত্ত্ব প্রকাশক প্রদীপের মত) পুরাণং ব্যতনুত (শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ প্রকাশ

---

(১) 'মায়াবাদী'—জগদাদি সমস্ত বস্তুই মিথ্যা, এইটি যাহারা বলে। 'কৃষ্ণ অপরাধী'—কৃষ্ণ-বিষয়ক অপরাধী। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহাদিকে জগদ্বৎ মিথ্যা বলাতে মায়াবাদী ব্যক্তি অপরাধী।

(২) কৃষ্ণনাম, তৎ-প্রতিমূর্ত্তি ও তৎস্বরূপ এই তিনের সচ্চিদানন্দরূপে ভেদ না থাকায় কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণস্বরূপ এই দুই সমান।

(৩) 'দেহী'—দেহধারী ব্যক্তি। 'নামী'—নামধারী ব্যক্তি।

করিয়াছেন) তম্ অখিলবৃজিনঘ্নং (সেই অখিল পাপনাশক) ব্যাসসূনুং নতঃ অস্মি (ব্যাসপুত্রকে প্রণাম করি)।

অনুবাদ।—ব্যাসের পুত্র শুকদেব। তাঁকে আমি প্রণাম জানাই। তিনি জগতের পাপনাশ করেন। ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ তাঁর মন। সে মনে অন্য কোনো ভাবের স্থান নেই। শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলা শুনতে উৎসুক হয়েছিলেন তিনি। তাই শ্রীমদ্‌ভাগবত সাধারণের মধ্যে কৃপাবশতঃ প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতেই পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে॥ ৭॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৭ অং ১০ শ্লোকঃ

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো
নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-
মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৮॥

ইহো সব রহু কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ১৫ অং ৪৩ শ্লোকঃ

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—অরবিন্দনয়নস্য (পদ্মলোচন) তস্য (শ্রীবিষ্ণুর) পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ (চরণকমলের কেশরের সহিত তুলসীর সুগন্ধবাহী বায়ু) স্ববিবরেণ (নাসাচ্ছিদ্র দ্বারা) অন্তর্গতঃ অক্ষরজুষাং (ভিতরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মানন্দসেবীদের) তেষাং (সনকাদির) অপি চিত্ততন্বোঃ (চিত্ত ও দেহের) সংক্ষোভং (বিকার, হর্ষরোমাঞ্চাদি) চকার (জন্মাইয়াছিল)।

অনুবাদ।—সেই কমলনয়নের পদকমলের রেণুর ধুলো-মাথা তুলসী পাতার সৌরভে সুরভি বায়ু নাসায় আঘ্রাণ করে, ব্রহ্মানন্দে বিভোর যাঁরা, তাঁদেরও দেহমন বিবশ হ'য়ে পড়ল॥ ৯॥

অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহাবহির্ম্মুখে॥
ভাবকালী বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি না বিকায় লঞা যাব ঘরে॥
ভারি বোঝা লঞা আইলাম কেমনে লঞা যাব।
অল্প স্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিব॥
এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাৎ (১) করি।
প্রাতে উঠি মথুরায় চলিলা গৌরহরি॥
সেই তিন (২) সঙ্গে চলে প্রভু নিষেধিল।
দূরে হোতে তিন জনে ঘরে পাঠাইল॥
প্রভুর বিরহে তিনে একত্রে বসিয়া।
প্রভু-গুণ গান করে প্রেমে মত্ত হঞা॥
প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈলা বেণীস্নান।
মাধবে দেখিয়া প্রেমে কৈলা নৃত্য গান॥
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তে ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া॥
এইমত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা॥
মথুরা চলিতে যাঁহা প্রেমে রহি যায়।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায়॥
পূর্ব্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিল।
পশ্চিমদেশ তৈছে সব বৈষ্ণব করিল॥
পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা-দর্শন।
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন॥
মথুরা নিকটে আইলা মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রামতীর্থে স্নান।
জন্মস্থানে কেশব দেখি করিলা প্রণাম॥

---

(১) 'আত্মসাৎ'—আপনার আয়ত্ত।
(২) তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

প্রেমানন্দে নাচে গায় সঘন হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার॥
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
দোঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলি।
"হরি কৃষ্ণ" কহ দোঁহে বোলে বাহু তুলি॥
লোক হরি হরি বোলে কোলাহল হৈল।
কেশব-সেবক প্রভুকে মালা পরাইল॥
প্রভু দেখি লোকে কহে হইয়া বিস্ময়।
এরূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয়॥
যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হৈয়া।
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণ নাম লৈয়া॥
সর্ব্বথা নিশ্চিত ইঁহো কৃষ্ণ অবতার।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার॥
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণে লইয়া।
তাঁহারে পুছিল কিছু নিভৃতে বসিয়া॥
আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন॥
বিপ্র কহে শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা নগরী॥
কৃপা করি তেঁহো মোর নিলয়ে আইলা।
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা॥
গোপাল প্রকট করি সেবা কৈল মহাশয়।
অদ্যাপিহ তাঁর সেবা গোবর্দ্ধনে হয়॥
শুনি প্রভু কৈলা তাঁর চরণ বন্দন।
ভয় পাঞা প্রভু পায় পড়িলা ব্রাহ্মণ॥
প্রভু কহে তুমি গুরু আমি শিষ্যপ্রায়।
গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায়॥
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা।
ঐছে বাত কহ কেনে সন্ন্যাসী হইয়া॥
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্র-পুরীর সম্বন্ধ ধর জানি॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ॥
তবে ভট্টাচার্য্য তাঁরে সম্বন্ধ কহিল।
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল॥
তবে বিপ্র প্রভু লৈয়া আইল নিজ ঘরে।
আপন ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে॥
ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্যে করাইল রন্ধন।
তবে মহাপ্রভু আসি বলিলা বচন॥
পুরী গোঁসাই তোমার ঠাঞি করিয়াছে ভিক্ষা।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ এই মোর শিক্ষা॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৩ অং ২১ শ্লোকঃ

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ-
স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে
লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ১০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৩য় পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১০॥

যদ্যপি সনোড়িয়া (১) হয় সেই ত ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন॥
তথাপি পুরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব আচার।
শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার॥
মহাপ্রভু তাঁরে যদি ভিক্ষা মাগিল।
দৈন্য করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল॥
তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার।
তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি ব্যবহার॥
মূর্খ লোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পারিব সেই দুষ্টের বচন॥
প্রভু কহে শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সব একমত নহে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম॥

(১) 'সনোড়িয়া'—তপস্যাঢ্য পতিত ব্রাহ্মণ-বিশেষ। কালপ্রভাবে এই ব্রাহ্মণগণ ক্রিয়াহীন হইয়া অভোজ্যান্ন হইয়া পড়েন। পরে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের কৃপালাভের পর হইতে ইঁহারা পূজ্য হইয়াছেন।

ধর্ম্ম-স্থাপন হেতু সাধু ব্যবহার।
পুরী গোঁসাঞির আচরণ সেই ধর্ম্মসার॥

তথাহি—মহাভারতে বনপর্ব্বণি (৩১৩।১১৭)

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠঃ (তর্ক প্রতিষ্ঠাহীন) শ্রুতয়ঃ বিভিন্নাঃ (শ্রুতি সকল ভিন্ন ভিন্ন) অসৌ ঋষিঃ ন (তিনি ঋষি নহেন) যস্য মতং ভিন্নং ন (যাঁহার মত ভিন্ন নহে) ধর্ম্মস্য তত্ত্বং গুহায়াং নিহিতং (ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত) মহাজনঃ যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ (মহাজন যেদিকে গিয়াছেন তাহাই পথ)।

অনুবাদ।—তর্ক দিয়ে চরম তত্ত্বের নির্ণয় হয় না। শ্রুতিগুলিতেও অনেক মত দেখা যায়। এমন মুনি নেই যাঁর মত অন্যের মত থেকে ভিন্ন নয়। ধর্ম্মের তত্ত্ব গভীর ও গোপন। মহাজন যে পথে গেছেন—সেই পথই প্রকৃষ্ট পথ॥ ১১॥

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মধুপুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল॥
লক্ষসংখ্য লোক আইসে নাহিক গণন।
বাহির হইয়া প্রভু দিলা দরশন॥
বাহু তুলি বোলে প্রভু বোল হরি হরি।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি॥
যমুনার চব্বিশ-ঘাটে (১) প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান॥
স্বয়ম্ভু বিশ্রাম দীর্ঘবিষ্ণু ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা গোকর্ণাদি দেখিল সকল॥
বন দেখিবারে যদি প্রভুর মনে হৈল।
সেই ত ব্রাহ্মণ নিজ সঙ্গ করি লৈল॥

মধুবন, তাল, কুমুদ, বহুলা বন গেলা।
তাঁহা তাঁহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
পথে গাভীঘটা চরে প্রভুকে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য়ে আসি হুঙ্কার করিয়া॥
গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে॥
সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গ কণ্ডূয়ন (২)।
প্রভুসঙ্গে চলে নাহি ছাড়ে ধেনুগণ॥
কষ্টে সৃষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল।
প্রভু-কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীপাল॥
মৃগ মৃগী মুখ দেখি প্রভুর অঙ্গ চাটে।
ভয় নাহি করে সঙ্গে যায় বাটে বাটে (৩)॥
অঙ্গের সৌরভে মৃগ মৃগী শৃঙ্গ উঠে।
কৃপা করি প্রভু হস্ত দিলা তার পিঠে॥
পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায়।
শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু আগে যায়॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগণ।
অঙ্কুর পুলক মধু অশ্রু বরিষণ॥
ফুল-ফলে ভরি ডাল পড়ে প্রভুপায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লয়ে যায়॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম।
আনন্দিত বন্ধু দেখি যেন বন্ধুগণ॥
তা সবার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে।
সভা সনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে॥
প্রতি বৃক্ষলতা প্রভু করেন আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ॥
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে।
কৃষ্ণবোল কৃষ্ণবোল বোলে উচ্চৈঃস্বরে॥
স্থাবর জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি॥

---

(১) 'চব্বিশ-ঘাট' যথা—অবিমুক্ত, বিশ্রান্তি, সংসার-মোচন, প্রয়াগ, কনখল, তিন্দুক, সূর্য্য, বটস্বামী, ধ্রুব, ঋষি, মোক্ষ, বোধ, নব, ধারাপতন সংযমন, নাগ, ঘণ্টাভরণ, ব্রহ্মলোক, সোম, সরস্বতী, চক্র, দশাশ্বমেধ, বিঘ্নরাজ, কোটি।

(২) 'কণ্ডূয়ন'—চুলকাইয়া দেওয়া।
(৩) 'বাটে'—পথে।

মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন রোদন।
মৃগের পুলক অঙ্গ অশ্রু নয়ন ॥
বৃক্ষডালে শুক শারী দিল দরশন।
তা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন ॥
শুক শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি পড়ে।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণশ্লোক পড়ে ॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১৩ সর্গে ২৯ শ্লোকঃ

সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং
লীলা রমাস্তম্ভিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ
পারে-পরার্দ্ধং গুণাঃ।
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো
যস্যায়মস্মৎ-প্রভু-
র্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ
কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—[শারিকাং প্রতি শুকবাক্যম্] অহো, যস্য সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং (অহো যাঁহার সৌন্দর্য্য ললনাগণের ধৈর্য্য দলন করে) লীলা রমাস্তম্ভিনী (যাঁহার লীলা কমলারও বিস্ময়কারিণী) বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যং (যাঁহার বীর্য্যবল গিরি গোবর্দ্ধনকে কন্দুক তুল্য করিয়াছে) অমলাঃ গুণাঃ পারেপরার্দ্ধং (যাঁহার অমল গুণ পরার্দ্ধেরও অতীত) শীলং (যাঁহার চরিত্র) সর্ব্বজনানুরঞ্জনং (সকলকে সুখী করে) অয়ম্ অস্মৎপ্রভুঃ (সেই আমাদের প্রভু) বিশ্বজনীনকীর্ত্তিঃ (বিশ্বমঙ্গলসাধক যশঃশালী) জগন্মোহনঃ কৃষ্ণঃ (ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণ) বিশ্বম্ অবতাৎ (বিশ্বকে রক্ষা করুন)।

অনুবাদ।—জগৎকে মুগ্ধ করেছেন আমাদের প্রভু কৃষ্ণ—তিনিই জগৎকে রক্ষা করুন। তাঁর সৌন্দর্য্য সমস্ত রমণীর ধৈর্য্যকে নাশ করেছে। তাঁর লীলা লক্ষ্মীকেও বিস্মিত করেছে। তাঁর বীর্য্য পর্ব্বতশ্রেষ্ঠকেও হাতের বল করেছে (অর্থাৎ তাঁর এত শক্তি যে তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে খেলার বল্লের মত হাতে তুলে-ছিলেন)। তাঁর গুণ নির্ম্মল ও অনন্ত। তাঁর চরিত সকলকেই আনন্দ দান করেছে। যশ তাঁর ভুবনবিদিত ॥ ১২ ॥

শুক-মুখে শুনি তবে কৃষ্ণের বর্ণন।
শারিকা পড়য়ে তবে রাধিকা বর্ণন ॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১৩ সর্গে ৩০ শ্লোকে শুকং প্রতি শারিকাবাক্যম্

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা সুরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা (শ্রীরাধার প্রেম) সুরূপতা (সৌন্দর্য্য) সুশীলতা (সৎস্বভাব) নর্ত্তনগানচাতুরী (নৃত্যগীতনৈপুণ্য), গুণালিসম্পৎ (গুণসমূহরূপা সম্পৎ) কবিতা চ (এবং পাণ্ডিত্য) জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী (শ্রীকৃষ্ণের চিত্তবিমোহন-কারিণী) রাজতে (বিরাজ করিতেছেন)।

অনুবাদ।—শ্রীরাধার প্রেম, সৌন্দর্য্য, সৎস্বভাব, নাচ-গানের নৈপুণ্য, গুণ সকল এবং বিদ্যা জগতের মনোমোহন কৃষ্ণেরও মনকে মোহিত করেছে ॥ ১৩ ॥

পুনঃ শুক কহে কৃষ্ণ মদনমোহন।
তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন ॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে গ্রন্থকারস্য শ্লোকদ্বয়ম্

বংশীধারী জগন্নারীচিত্তহারী স শারিকে।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—হে শারিকে! বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী (বংশীধারী এবং ত্রিভুবনস্থ ললনাগণের চিত্তহারী) গোপনারীভিঃ (গোপনারীগণের সহিত) বিহারী সঃ মদনমোহনঃ জীয়াৎ (বিহারকারী সেই মদনমোহনের জয় হউক)।

অনুবাদ।—হে শারিকে! জয় হোক কৃষ্ণের! তাঁর হাতে বেণু, জগতের সমস্ত রমণীর মনকে তিনি হরণ করেছেন। ব্রজরমণীদের সঙ্গে বিহার করেন তিনি। মদনকেও তিনি মোহিত করেছেন ॥ ১৪ ॥

পুনঃ শারী কহে শুকে করি পরিহাস।
এত শুনি প্রভুর হৈল বিস্ময় প্রেমোল্লাস ॥

তথাহি—

রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ংমদনমোহিতঃ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—যদা রাধাসঙ্গে ভাতি (যখন শ্রীরাধার সঙ্গে বিরাজ করেন) তদা মদনমোহনঃ (তখনই তিনি মদনমোহন) অন্যথা বিশ্বমোহঃ অপি (অন্য সময় অর্থাৎ শ্রীরাধা সঙ্গে না থাকিলে বিশ্ব মোহিত করিয়াও) স্বয়ং মদনমোহিতঃ (স্বয়ং মদন কর্ত্তৃক মোহিত হয়েন)।

অনুবাদ।—যখন রাধার সঙ্গে থাকেন তখনই তিনি মদনকে মোহিত করেন। অন্য সময় বিশ্বকে মোহিত করলেও মদন তাঁকে মোহিত করে॥ ১৫॥

শুক শারী উড়ি পুন গেল বৃক্ষডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে॥
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণ-স্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা॥
প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেইত ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ॥
আস্তে ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্ব্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস॥
প্রভুর কর্ণে "কৃষ্ণনাম" কহে উচ্চ করি।
চেতন পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি॥
কণ্টক দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভু সুস্থ কৈল॥
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
'বোল বোল' করি উঠি করেন নর্ত্তন॥
ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি যায়॥
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
প্রভু-রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত॥
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবনে যাইতে পথে হৈল শতগুণ॥
সহস্রগুণ প্রেম বাঢ়ে মথুরা দর্শনে।
লক্ষগুণ প্রেম বাঢ়ে ভ্রমে যবে বনে॥
অন্যদেশে প্রেম উছলে বৃন্দাবন নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে॥
প্রেমে গরগর মন রাত্রি দিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে॥
এইমত প্রেম যাবৎ ভ্রমিলা বার বন।
একত্র লিখিল, সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন॥
বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক বিকার।
কোটিগ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার॥
তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিক্-দরশন॥
জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে।
যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবন-গমনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।
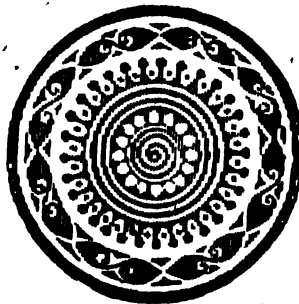
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনে স্থিরচরা-
ন্নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্-
গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—গৌরাঙ্গঃ স্বাবলোকনৈঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় দর্শন প্রদানে) বৃন্দাবনে (বৃন্দাবনে) স্থিরচরান্ (স্থাবরজঙ্গম) নন্দয়ন্ (আনন্দিত করিয়া) তদালোকাৎ (তাহাদের দর্শনে) আত্মানং চ (আপনাকেও) 'আনন্দয়ন্' পরিতঃ (সর্ব্বত্র) অভ্রমৎ (ভ্রমণ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—গৌরাঙ্গদেব বৃন্দাবনে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন, নিজের দর্শন দিয়ে আনন্দিত করেছিলেন স্থাবর জঙ্গম সকলকে, তাদের দর্শন করে আনন্দিত হয়েছিলেন নিজেও ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ ॥
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
আরিটগ্রামে(১) আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে ॥
আরিটে রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা পুছে লোকস্থানে।
কেহ নাহি কহে সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে ॥
তীর্থ লুপ্ত (২) জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান ॥
দেখি সব গ্রাম্য লোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন ॥
সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়ার সরসী ॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে
৪৫ অঙ্কধৃতপদ্মপুরাণ-শ্লোকঃ

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো-
স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা
বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৪১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে তীরে রাস-রঙ্গে ॥
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তারে রাধা-সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান ॥
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধা-মধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা ॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৭ সর্গে
১০২ শ্লোকে গ্রন্থকারবাক্যম্

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়সরসী
প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ-
র্যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং
প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে
যস্যাং সকৃৎস্নানকৃৎ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা
কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—স্বৈঃ (স্বীয়) অদ্ভুতৈঃ গুণৈঃ (অদ্ভুত গুণের দ্বারা) তদীয়সরসী (শ্রীরাধাকুণ্ড) শ্রীরাধা ইব (শ্রীরাধারই ন্যায়) হরেঃ প্রেষ্ঠা (প্রিয়তমা) শ্রীযুতমাধবেন্দুঃ (ব্রজের পূর্ণচন্দ্র শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র) অনিশং (সর্ব্বদা) যস্যাং (যাহাতে) তয়া প্রীত্যা (তাঁহার প্রীতিতে) ক্রীড়তি যস্যাং সকৃৎ-স্নানকৃৎ (যাহাতে একবার মাত্র স্নানকারী) 'জনঃ' বত অস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) রাধিকা ইব প্রেম লভতে (শ্রীরাধিকার মত প্রেমলাভ করে) তস্যাঃ (তাঁহার)

(১) 'আরিটগ্রামে'—রাধাকুণ্ডের নিকট আরিট-গ্রাম।

(২) 'তীর্থ লুপ্ত'—রাধাকুণ্ডের তীর্থের চিহ্ন নাই।

মহিমা তথা মধুরিমা (মহিমা এবং মাধুর্য্য) বৈ ক্ষিতৌ (পৃথিবীতে) কেন বর্ণ্যঃ অস্ত (কে বর্ণনা করিতে পারে)?

অনুবাদ।—আপন অপূর্ব্ব গুণে রাধা যেমন কৃষ্ণের প্রিয়তমা, রাধাকুণ্ডও তেমনি কৃষ্ণের সবচেয়ে প্রিয়। সরোবরে চাঁদ যেমন ক্রীড়া করে, তেমনি এই রাধাকুণ্ডে চাঁদের মত সুন্দর মাধবও রাধার সঙ্গে দিবানিশি বিহার করেন। এর জলে কেউ যদি একবারও স্নান করে তবে সে রাধার মতন শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেম লাভ করে। কে পৃথিবীতে এর মহিমা ও মধুরিমা বর্ণনা করতে পারে ? ॥ ৩ ॥

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মঙরিয়া ॥
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি লৈল ॥
তবে চলি আইলা প্রভু সুমনঃ-সরোবর।
তাহা গোবর্দ্ধন দেখি হইল বিহ্বল ॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবত।
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত ॥
প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন গ্রাম।
হরিদেব দেখি তাঁহা করিলা প্রণাম ॥
মথুরা-পদ্মের পশ্চিমদলে যার বাস।
হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ ॥
হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হৈয়া।
লোক সব দেখিতে আইসে আশ্চর্য্য শুনিয়া ॥
প্রভুর প্রেমসৌন্দর্য্য দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার ॥
ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাক যাইঞা কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা লৈল ॥
সে রাত্রে রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে ॥
গোবর্দ্ধন উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপাল রায়ের দরশন কেমনে পাইব ॥
এত মনে করি প্রভু মৌন করি রহিলা।
জানিঞা গোপাল কিছু ভঙ্গী উঠাইলা ॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গ্রন্থকারস্য বাক্যম্

অনারুরুক্ষবে শৈলং
স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো
গৌরায় সমদর্শয়ৎ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণঃ, গিরেঃ (কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত হইতে) অবরুহ্য (নীচে নামিয়া) শৈলম্ (পর্ব্বতে) অনারুরুক্ষবে (আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক) স্বস্মৈ (আপন স্বরূপ) ভক্তাভিমানিনে (ভক্ত অভিমানী) গৌরায় সমদর্শয়ৎ (শ্রীগৌরচন্দ্রকে দর্শন দিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—গৌরাঙ্গদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হয়েও, নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত বলে মনে করতেন, তাই তিনি গোবর্দ্ধন গিরি আরোহণ করতে চাইলেন না—তাই কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন গিরি থেকে নেমে তাঁকে দর্শন দিলেন ॥ ৪ ॥

অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামেতে বসতি ॥
একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী(১)সাজিল ॥
আজি রাত্রে পলাহ গ্রামে না রহ একজন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ, আসিবে কাল (২) যবন ॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠুলি গ্রামে থুইল ॥
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল পলাইল সর্ব্বজন ॥
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কিবা গ্রামান্তরে ॥
প্রাতঃকালে প্রভু মানস-গঙ্গায় করি স্নান।
গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ ॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পঢ়িয়া ॥

---

(১) 'তুড়ুকধারী'—যোদ্ধা।
(২) 'কাল'—যবনোপাধি বিশেষ।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২১ অং ১৮ শ্লোকঃ

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রাম-কৃষ্ণচরণস্পর্শ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোপগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সুযবসকন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—হন্ত অবলা (হে সখীগণ)! অয়ম্ অদ্রিঃ (এই গোবর্দ্ধন) যৎ (যেহেতু) রামকৃষ্ণ-চরণস্পর্শপ্রমোদঃ (শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে প্রমোদিত হইয়া) যৎ (যস্মাৎ) সহগোপগণয়োঃ (গো ও গোপগণের সহিত) তয়োঃ (রামকৃষ্ণের) পানীয়-সুযবসকন্দর-কন্দমূলৈঃ (পানীয়, শোভন তৃণপূর্ণ কন্দর ও কন্দ মূলদ্বারা) মানং (সমাদরকে) তনোতি (বিস্তার করিতেছে) 'অতঃ' হরিদাসবর্য্যঃ (হরি-সেবকগণের শ্রেষ্ঠ)।

অনুবাদ।—হে সখীগণ! কৃষ্ণভক্তদের মধ্যে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতই শ্রেষ্ঠ ভক্ত, কেননা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শের আনন্দ সে পেয়েছে। তাছাড়া তৃষ্ণার জল, কোমল তৃণ, ফলমূল ও গুহা দিয়ে সে গাভীগণ সমেত কৃষ্ণবলরামের সেবা করেছে ॥ ৫ ॥

গোবিন্দকুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নান।
তাঁহাই শুনিল গোপাল গেল গাঁঠুলি গ্রাম॥
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর আবেশ।
এই শ্লোক পড়ি নাচে হৈল দিন শেষ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং ২।১।৬ শ্লোকঃ

বামস্তামরসাক্ষস্য
ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন
নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—যেন (যে) ভুজদণ্ডেন (ভুজদণ্ড দ্বারা) গোবর্দ্ধনঃ গিরিঃ (গোবর্দ্ধন পর্ব্বত) ক্রীড়াকন্দুকতাং (খেলার গেণ্ডুয়ার মত) নীতঃ (প্রাপ্ত হইয়াছিল) তামরসাক্ষস্য (কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের) সঃ (সেই) বামঃ (বাম) ভুজদণ্ডঃ (বাহুদণ্ড) বঃ (তোমাদিগকে) পাতু (রক্ষা করুন)।

অনুবাদ।—কমলনয়ন কৃষ্ণের বাম বাহু—যা গোবর্দ্ধন গিরিকে খেলার বলে পরিণত করেছে—তোমাদের রক্ষা করুক ॥ ৬ ॥

এইমত তিন দিন গোপাল দেখিলা।
চতুর্থ দিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা॥
গোপাল সঙ্গে চলি আইলা নৃত্যগীত করি।
আনন্দ কোলাহলে লোক বলে হরি হরি॥
গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে॥
এইমত গোপালের করুণ স্বভাব।
যেই ভক্তজনের দেখিতে হয় ভাব॥
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় না চড়ে গোবর্দ্ধনে।
কোন ছলে গোপাল আসি উতরে(১) আপনে॥
কভু কুঞ্জে রহে কভু রহে গ্রামান্তরে।
সেই ভক্ত তাঁহা আসি দেখয়ে তাঁহারে॥
পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপ সনাতন।
এইরূপে তাঁ-সবারে দিয়াছেন দর্শন॥
বৃদ্ধকালে রূপ গোঁসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে॥
ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে।
এক মাস রহিল বিঠলেশ্বর (২) ঘরে॥
তবে রূপ গোঁসাঞি সব নিজগণ লঞা।
এক মাস দর্শন কৈল মথুরা রহিঞা॥
সঙ্গে গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।
রঘুনাথ ভট্ট গোঁসাঞি আর লোকনাথ॥
ভূগর্ভ গোঁসাঞি আর শ্রীজীব গোঁসাঞি।
শ্রীযাদব আচার্য্য আর গোবিন্দ গোঁসাঞি॥
শ্রীউদ্ধব দাস আর মাধব দুই জন।
শ্রীগোপাল দাস আর দাস নারায়ণ॥
গোবিন্দ ভক্ত আর বাণী কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ ঈশান আর লঘু হরিদাস॥

---

(১) 'উতরে'—নামিয়া আইসেন।
(২) 'বিঠলেশ্বর'—শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্র।

এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈল বহু রঙ্গে॥
এক মাস রহি গোপাল গেলা নিজ স্থানে।
শ্রীরূপ গোঁসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে॥
প্রস্তাবে কহিল গোপাল কৃপার আখ্যানে।
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে॥
প্রভু-গমনরীতি পূর্ব্বে যে লিখিল।
সেইমত বৃন্দাবনে যাবৎ দেখিল॥
তাঁহা লীলাস্থলী দেখি গেলা নন্দীশ্বর।
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইল বিহ্বল॥
পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল পর্ব্বত উপরে যাইয়া॥
কিছু দেব-মূর্ত্তি হয় পর্ব্বত উপরে।
লোক কহে মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে॥
দুই দিকে মাতা পিতা (১) পুষ্ট কলেবর।
মধ্যে এক শিশু হয় ত্রিভঙ্গ সুন্দর॥
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া।
তিন মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘারিয়া(২)॥
ব্রজেন্দ্র ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শন॥
সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল।
তাঁহা হৈতে মহাপ্রভু খদির-বন আইল॥
লীলাস্থল দেখি তাঁহা গেলা শেষশায়ী।
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পড়েন গোঁসাঞি॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩১ অং ১৯ শ্লোকঃ

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীর বন আইলা।
যমুনাতে পার হঞা ভদ্রবন গেলা॥
শ্রীবন দেখি পুনঃ গেলা লোহবন।
মহাবন (৩) গিয়া জন্মস্থান দরশন॥
যমলার্জ্জুন ভঙ্গাদি দেখিল সেই স্থল।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল॥
গোকুল দেখিয়া আইলা মথুরা নগরে।
জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্রঘরে॥
লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে অক্রূরতীর্থে রহিল আসিয়া॥
আর দিন আইলা প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন।
কালিয়-হ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন॥
দ্বাদশ আদিত্য হৈতে কেশিতীর্থে আইলা।
রাসস্থলী দেখি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা॥
চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায়।
হাসে কান্দে নাচে পড়ে উচ্চস্বরে গায়॥
এই রঙ্গে সেই দিন তথা গোঙাইলা।
সন্ধ্যাকালে অক্রূরে আসি ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা॥
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান।
তেঁতুলী-তলাতে আসি করিল বিশ্রাম॥
কৃষ্ণলীলা কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিণ্ডি বাঁধা পরম চিক্কণ॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন-শোভা দেখে যমুনার নীর॥
তেঁতুল-তলে বসি করে নামসংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি আসি করে অক্রূরে ভোজন॥
অক্রূরের লোক আইসে প্রভুরে দেখিতে।
লোকভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্ত্তন করিতে॥
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে।
নামসংকীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে॥
তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন।
সভারে উপদেশ করে নামসংকীর্ত্তন॥

---

(১) 'মাতা'—যশোদা। 'পিতা'—নন্দ। 'শিশু'—শ্রীকৃষ্ণ।
(২) 'উঘারিয়া'—দরজা খুলিয়া।

(৩) 'মহাবন'—গোকুল।

হেনকালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম।
রাজপুত জাতি গৃহস্থ যমুনাপারে গ্রাম॥
কেশি স্নান করি সেই কালিদহে যাইতে।
আমলি তলায় গোঁসাই দেখে আচম্বিতে॥
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার।
প্রেমাবেশে প্রভুরে করেন নমস্কার॥
প্রভু কহে কে তুমি কাঁহা তোমার ঘর।
কৃষ্ণদাস কহে মুঞি গৃহস্থ পামর॥
রাজপুত জাতি মুঞি পারে মোর ঘর।
মোর ইচ্ছা হয় হঙ বৈষ্ণব-কিঙ্কর॥
কিন্তু আজি এক মুঞি স্বপন দেখিনু।
সেই স্বপ্ন পরতেক (১) তোমা আসি পাইনু॥
প্রভু তারে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি।
প্রেমে মত্ত হৈল সেই নাচে বোলে হরি॥
প্রভুসঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূরতীর্থ (২) আইলা।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ পাইলা॥
প্রাতে প্রভুসঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা।
প্রভু সঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া॥
বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইল।
যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিল॥
একদিন মথুরায় লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হৈতে আসে করি কোলাহলে॥
প্রভু দেখি করে লোক চরণ বন্দন।
প্রভু কহে কাঁহা হৈতে কৈলে আগমন॥
লোক কহে কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে।
কালিয় শিরে নৃত্য করে ফণিরত্ন জ্বলে॥
সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক সংশয়।
শুনি হাসি কহে প্রভু সব সত্য হয়॥
এই মত তিন রাত্রি লোকের গমন।
সবে আসি কহে কৃষ্ণ পাইল দর্শন॥

(১) 'পরতেক'—প্রত্যক্ষ।
(২) 'অক্রূরে'—অক্রূরতীর্থে।

প্রভু আগে লোক কহে শ্রীকৃষ্ণ দেখিল।
সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইল॥
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণ দরশন।
নিজাজ্ঞানে(৩)সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্যভ্রম॥
ভট্টাচার্য্য তবে কহে প্রভুর চরণে।
আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণ-দরশনে॥
তবে তাঁরে কহেন প্রভু চাপড় মারিয়া।
মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া॥
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবেন কলিকালে।
নিজ ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে॥
বাতুল না হইও, ঘরে রহত বসিয়া।
কৃষ্ণ দর্শন করিহ কালি-রাত্রে যাইঞা॥
প্রাতঃকালে ভব্য লোক প্রভু স্থানে আইল।
কৃষ্ণ দেখি আইলা প্রভু তাঁহারে পুছিল॥
লোক কহে রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালিদহে মৎস্য মারে দেউটি (৪) জ্বালিয়া॥
দূর হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম।
কালিয়া শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন॥
নৌকাতে কালিয়-জ্ঞান দীপে রত্ন-জ্ঞানে।
জালিয়াকে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা এই সত্য হয়।
কৃষ্ণকে দেখিল লোক ইহা মিথ্যা নয়॥
কিন্তু কাঁহা কৃষ্ণ দেখে কাঁহা ভ্রমে মানে।
স্থাণু পুরুষ যৈছে বিপরীত জ্ঞানে (৫)॥
প্রভু কহে কাঁহা পাইলে কৃষ্ণ দরশন।
লোক কহে সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম নারায়ণ॥

(৩) 'নিজাজ্ঞানে'—মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া না জানায়। রাত্রিকালে কালিয়দহে ধীবর দেখিয়া ভ্রমবশতঃ লোক তাহাকে কৃষ্ণ বলে, কিন্তু সত্য কৃষ্ণ মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া অসত্য কৃষ্ণ ধীবরে কৃষ্ণ-ভ্রম হইয়াছিল।
(৪) 'দেউটি'—মশাল।
(৫) 'স্থাণু'—শাখাপল্লবহীন বৃক্ষ, অর্থাৎ মুড়া-গাছে মনুষ্য জ্ঞানের মত জালিয়াতে কৃষ্ণজ্ঞান।

বৃন্দাবনে হৈলা তুমি কৃষ্ণ অবতার।
তোমা দেখি সর্ব্বলোক হইল নিস্তার॥
প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিও।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিও॥
সন্ন্যাসী চিৎকণ, জীব কিরণকণ সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব আর ঈশ্বর তত্ত্ব কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নি রাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥

তথাহি—ভাবার্থদীপিকাধৃতং বিষ্ণু-স্বামি-
বচনং ১।৭।৬

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ
সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ
সংক্লেশনিকরাকরঃ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—সচ্চিদানন্দঃ (সৎ-চিৎ-আনন্দ) ঈশ্বরঃ (ভগবান্) হ্লাদিন্যা (হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা) সংবিদা (সংবিদ্ শক্তি দ্বারা) আশ্লিষ্টঃ (আলিঙ্গিত) সংক্লেশ-নিকরাকরঃ (দুঃখসমূহের নিবাস) জীবঃ স্বাবিদ্যা-সংবৃতঃ (জীব নিজমায়াবেষ্টিত)।

অনুবাদ।—আনন্দ ও চিৎ-শক্তিময় ঈশ্বর সচ্চিদা-নন্দ। জীব নিজের অবিদ্যায় (অজ্ঞান বা মায়ায়) আবৃত হয়ে নিজের অসংখ্য দুঃখের আলয় হয়ে আছে॥ ৮॥

যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বরের সম।
সেইত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসে ১।৭৩

যস্তু নারায়ণং দেবং
ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত
স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৯

অন্বয়ঃ।—যঃ তু ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ (যে ব্যক্তি ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতার সহিত) নারায়ণং দেবং সমত্বেন (নারায়ণ দেবকে সমানরূপে) এব বীক্ষেত (দেখে) সঃ ধ্রুবং পাষণ্ডী (নিশ্চিতই বেদাচারত্যাগী) ভবেৎ (হয়)।

অনুবাদ।—যে নারায়ণ দেবকে ব্রহ্ম-রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সঙ্গে সমান ভাবে দেখে সে নিশ্চিতই পাষণ্ডী হয়॥ ৯॥

লোক কহে তোমাতে কভু নহে জীবমতি।
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি প্রকৃতি॥
আকৃত্যে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন॥
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি কভু না লুকায়।
ঈশ্বরস্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায়॥
অলৌকিক প্রকৃতি তোমার বুদ্ধি অগোচর।
তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল॥
স্ত্রী বাল বৃদ্ধ আর চণ্ডাল যবন।
যেই তোমার একবার পায় দরশন॥
কৃষ্ণনাম লয়ে নাচে হইয়ে উন্মত্ত।
আচার্য্য হইল সেই তারিল জগৎ॥
দর্শনের আছুক কার্য্য যে তোমার নাম শুনে।
সেহ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তারে (১) ত্রিভুবনে॥
তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ (২) পাবন।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ৩ অং ৭৬ শ্লোকঃ

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বনাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন্ দর্শনাৎ॥ ১০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৬ পরিচ্ছেদে ৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই ত মহিমা তোমার তটস্থ লক্ষণ।
স্বরূপ লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল।
প্রেমনামে মত্ত লোক নিজঘরে গেল॥

(১) 'তারে'—নিস্তার করে, উদ্ধার করে।
(২) 'শ্বপচ'—চণ্ডাল।

এইমত কতদিন অক্রূরে রহিলা।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা॥
মাধব-পুরীর শিষ্য সেইত ব্রাহ্মণ।
মথুরাতে ঘরে ঘরে করান নিমন্ত্রণ॥
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন।
ভট্টাচার্য্য স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ॥
একদিন দশ বিশ আইল নিমন্ত্রণ।
ভট্টাচার্য্য একমাত্র করেন গ্রহণ॥
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে॥
কান্যকুব্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
দৈন্য করি করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ॥
প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি রন্ধন করিয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া॥
একদিন অক্রূর ঘাটের উপরে।
বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে॥
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক গোলোক দর্শন পাইল॥
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিল প্রভু জলের ভিতরে॥
দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার (১) করিল।
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল॥
তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
যুক্তি করিল কিছু নিভৃতে বসিয়া॥
আজি আমি আছিলাম উঠাইলুঁ প্রভুরে।
বৃন্দাবনে ডুবেন যদি কে উঠাবে তাঁরে॥
লোকের সংঘট্ট আর নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে।
তবে মঙ্গল হয় এই ভাল যুক্তি হয়ে॥
বিপ্র কহে প্রয়াগে প্রভুরে লয়ে যাই।
গঙ্গাতীর পথে যাই তবে সুখ পাই॥

(১) 'ফুকার'—চীৎকার।

সোরাক্ষেত্রে(২)আগে যাঞা করি গঙ্গাস্নান।
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে প্রয়াণ॥
মাঘমাস লাগিল (৩) এবে যদি যাইয়ে।
মকরে প্রয়াগ স্নান কথো দিনে পাইয়ে॥
আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন।
মকর পঁচসি (৪) প্রয়াগে করিহ সূচন॥
গঙ্গাতীর-পথের সুখ জানাইও তাঁরে।
ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রভুরে॥
সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি(৫)।
নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি॥
প্রাতঃকালে আইসে লোক তোমারে না পায়।
তোমারে না পাঞা লোক মোর মাথা খায়॥
তবে সুখ হয় যদি গঙ্গাপথে যাই।
এবে যদি যাই, প্রয়াগে মকর স্নান পাই॥
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ সহিতে না পারি।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয় সেই শিরে ধরি॥
যদ্যপি বৃন্দাবন ত্যাগে নাহি প্রভুর মন।
ভক্ত ইচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন॥
তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন।
এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন॥
যে তোমার ইচ্ছা আমি সেইত করিব।
যাহা লঞা যাহ তুমি তাহাঁই যাইব॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
বৃন্দাবন ছাড়িব জানি প্রেমাবেশ হৈল॥
বাহ্য বিকার নাহি প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে চল যাই মহাবন॥
এত বলি মহাপ্রভুকে নৌকায় বসাইয়া।
পার করি ভট্টাচার্য্য চলিল লইয়া॥

(২) 'সোরাক্ষেত্রে'—শ্রীব্রজমণ্ডলের পূর্ব্বে বাদা ও জলায়।
(৩) 'লাগিল'—উপস্থিত হইল।
(৪) 'মকর পঁচসি'—মাঘী পৌর্ণমাসী।
(৫) 'গড়বড়ি'—গণ্ডগোল, সংঘট্ট।

প্রেমী কৃষ্ণদাস আর সেইত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাপথে যাইবার বিজ্ঞ দুই জন॥
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সভা লঞা।
বসিলা সভার পথশ্রান্তি দেখিয়া॥
সে বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাভীগণ।
তাহা দেখি মহাপ্রভু উল্লাসিত মন॥
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িল।
মুখে ফেনা পড়ে নাসায় শ্বাসরুদ্ধ হইল॥
হেনকালে তাঁহা আসোয়ার (১) দশ আইল।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিল॥
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতিপাশ ছিল সুবর্ণ অপার॥
এই চারি বাটোয়ার (২) ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লৈয়া॥
তবে সেই পাঠান চারি জনেরে বান্ধিল।
কাটিতে চাহে গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিল॥
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় বড়।
সেই বিপ্র নির্ভয় মুখে বড় দড়॥
বিপ্র কহে পাঠান তোমার পাতসার দোহাই।
চল তুমি আমি সিকদার (৩) পাশ যাই॥
এ যতি আমার গুরু, আমি মাথুর ব্রাহ্মণ।
পাতসার আগে আছে মোর শতজন॥
এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়ে ত মূর্চ্ছিত।
অবহি (৪) চেতন পাব হইব সম্বিত (৫)॥

(১) 'আসোয়ার'—অশ্বারোহী।
(২) 'বাটোয়ার'—পথদস্যু।
(৩) 'সিকদার'—প্রজারক্ষক রাজকীয় লোক। 'পাশ'—নিকট।
(৪) 'অবহি'—এখনই।
(৫) 'সম্বিত'—জ্ঞান।

ক্ষণেক ইঁহা বৈস বান্ধি রাখহ সভারে।
ইঁহাকে পুছিয়া তবে মারিহ আমারে॥
পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা সাধু দুই জন।
গৌড়িয়া ঠগ্ এই কাঁপে দুই জন॥
কৃষ্ণদাস কহে আমার ঘর এই গ্রামে।
শতেক তুরুকী (৬) আছে দুই শত কামানে॥
এখনি আসিবে সবে আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটি লবে তোমা সভা মারি॥
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে, তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুট আর চাহ মারিবার॥
শুনিয়া পাঠান-মনে সঙ্কোচ হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে বোলে 'হরি হরি'।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধবাহু করি॥
প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চীৎকার।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেল ধার॥
ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল চারিজন।
প্রভু না দেখিল নিজগণের বন্ধন॥
ভট্টাচার্য্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল।
ম্লেচ্ছগণ দেখি মহাপ্রভুর বাহ্য হইল॥
ম্লেচ্ছগণ আসি প্রভুর বন্দিল চরণ।
প্রভু আগে কহে, এই ঠগ্ চারিজন॥
এই চারি মিলি তোমায় ধুতুরা খাওয়াইয়া।
তোমার ধন লইল তোমায় পাগল করিয়া॥
প্রভু কহেন ঠগ্ নহে মোর সঙ্গী জন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন॥
মৃগী ব্যাধিতে আমি হই অচেতন।
এই চারি দয়া করি করেন পালন॥
সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কাল বস্ত্র পরে সেই লোকে কহে পীর(৭)॥

(৬) 'তুরুকী'—মুসলমান পদাতিক সৈন্য।
(৭) 'পীর'—সিদ্ধপুরুষ।

চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া।
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া॥
অদ্বয়বাদ সেই করিল স্থাপন।
তারই শাস্ত্র যুক্ত্যে প্রভু করিল খণ্ডন॥
যেই যেই কহে প্রভু সকলই খণ্ডিল।
উত্তর না আইসে মুখে মহাস্তব্ধ হৈল॥
প্রভু কহে তোমার শাস্ত্রে স্থাপি নির্ব্বিশেষ।
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ॥
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তেঁহ শ্যাম-কলেবর॥
সচ্চিদানন্দ দেহ পূর্ণব্রহ্ম রূপ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ নিত্য সর্ব্বাদি স্বরূপ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়।
স্থূল সূক্ষ্ম জগতের তেঁহো সমাশ্রয়॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ॥
তাঁর সেবা বিনে জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থ সার॥
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ।
পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি তাঁর চরণ সেবন॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ আগে করিয়া স্থাপন।
সব খণ্ডি স্থাপে শেষে ঈশ্বর সেবন॥
তোমার পণ্ডিত সভের নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
পূর্ব্বাপর বিধিমধ্যে পর বলবান্॥
নিজ শাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া।
কিবা লিখিয়াছে শেষে নির্ণয় করিয়া॥
ম্লেচ্ছ কহে যেই কহ সেই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহো লইতে না পারয়॥
নির্ব্বিশেষ গোঁসাঞি লঞা করেন ব্যাখ্যান।
সাকার গোঁসাঞি সেব্য কারো নাহি জ্ঞান॥
সেইত গোঁসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর মুঞি অযোগ্য পামর॥
অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছ শাস্ত্র হৈতে।
সাধ্য-সাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে॥
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণনাম।
আমি বড় জ্ঞানী এই গেল অভিমান॥
কৃপা করি বোল মোরে সাধ্য সাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে॥
প্রভু কহে, উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লৈলে।
কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে॥
কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ কৈল উপদেশ।
সভে কৃষ্ণ কহে সভার হৈল প্রেমাবেশ॥
রামদাস বলি প্রভু তার কৈল নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলী খান॥
অল্প বয়স তাহার রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার॥
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায়॥
তা-সবারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা॥
পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি॥
সেই বিজুলী খান হৈল মহাভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম মহত্ত্ব॥
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য॥
সোরাক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।
গঙ্গাতীর পথে কৈল প্রয়াগে প্রয়াণ॥
সেই বিপ্রে কৃষ্ণদাসে প্রভু বিদায় দিলা।
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিলা॥
প্রয়াগ পর্য্যন্ত দোঁহে তোমা সঙ্গে যাব।
তোমার চরণ সঙ্গ পুন কাঁহা পাব॥
ম্লেচ্ছদেশে কেহো কাঁহা করয়ে উৎপাত।
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিল।
সেই দুই জন প্রভুর সঙ্গে চলি আইলা॥
যেই যেই জন প্রভুর পায় দরশন।
সেই প্রেমে মত্ত, করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন॥
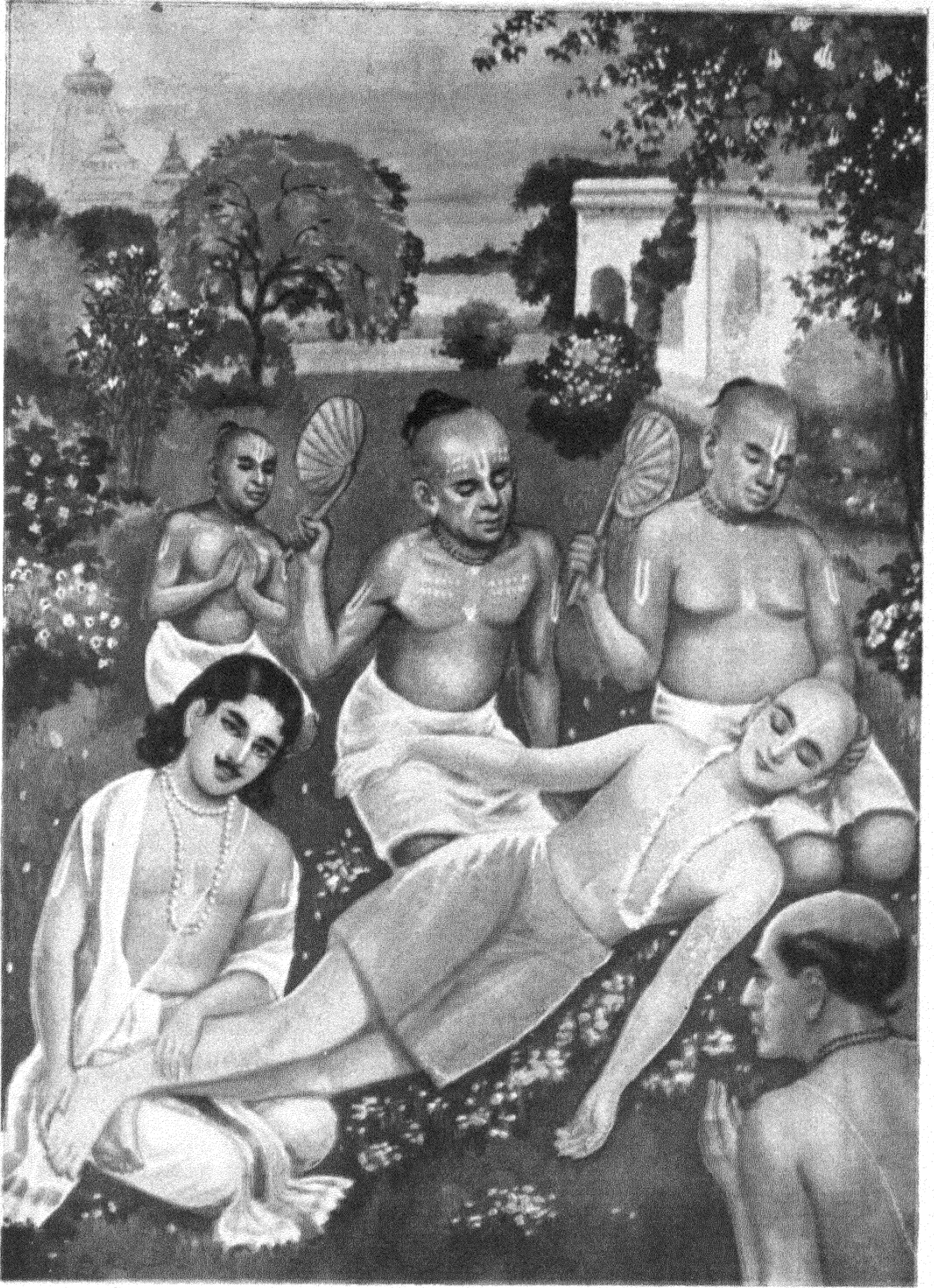
আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ সংবাহন॥

তার সঙ্গে অন্যান্য তার সঙ্গে আন্ (১)।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম ॥
দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল।
সেইমত পশ্চিম দেশ প্রেমে ভাসাইল ॥
এইমত চলি প্রভু প্রয়াগে আইলা।
দশদিন ত্রিবেণীতে মকর স্নান কৈলা ॥
বৃন্দাবন গমন প্রভুর চরিত্র অনন্ত।
সহস্রবদন যাঁর নাহি পায় অন্ত ॥
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হঞা।
দিগ্‌দরশন কৈল সূত্র করিয়া ॥
অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি।
শুনিলেহ ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান ॥
যেই তর্ক করে ইহা সেই মূর্খরাজ (২)।
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ ॥
চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ আনন্দে ভাসায় যার একবিন্দু ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনবিলাসো নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) 'আন্'—অন্যজন।

(২) 'মূর্খরাজ' মূর্খপ্রধান বড় মূর্খ।
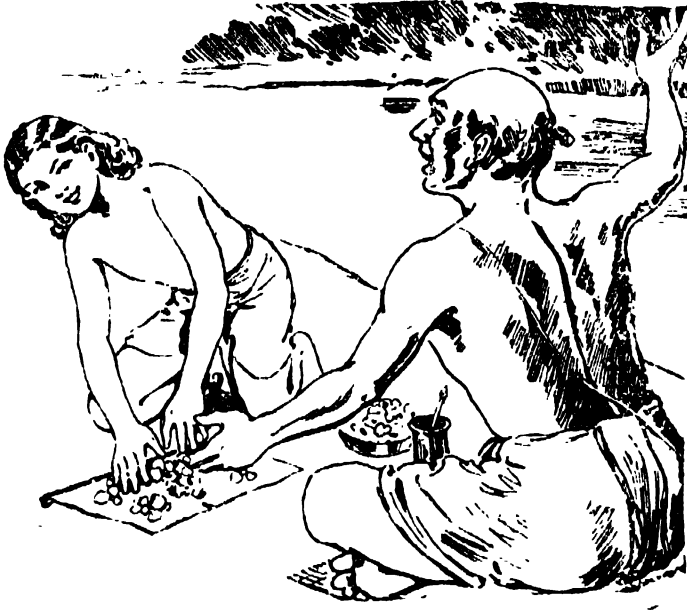
উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ সঃ
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—প্রাক্ (পূর্ব্বে, সৃষ্টির আদিতে) বিধৌ (বিধাতার মধ্যে) লোকসৃষ্টিম্ ইব (লোকসৃষ্টির মত) সঃ প্রভুঃ (সেই শ্রীচৈতন্য) উৎকঃ (উৎকণ্ঠিত হইয়া) রূপে (শ্রীরূপগোস্বামীতে) নিজশক্তিং সঞ্চার্য্য (নিজ শক্তি সঞ্চারিত করিয়া) কালেন (কালবশে) লুপ্তাং বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং (বিলুপ্তা শ্রীবৃন্দাবনের রসলীলার কথা) পুনঃ ব্যতনোৎ (পুনরায় প্রচার করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—ঈশ্বর যেমন বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে বিধাতায় শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, শ্রীচৈতন্যও তেমনি উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বৃন্দাবনের হারিয়ে-যাওয়া রসলীলার কথা আবার জাগিয়ে তোলার জন্যে শ্রীরূপগোস্বামীতে শক্তির সঞ্চার করেছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীরূপ সনাতন রামকেলি গ্রামে।
প্রভুকে মেলিয়া গেলা আপন ভবনে ॥
দুই ভাই বিষয়-ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল ॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ (১)।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ ॥
শ্রীরূপ গোঁসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞা ॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে।
এক চৌঠি (২) ধন দিল কুটুম্ব-ভরণে ॥
দণ্ড-বন্ধ (৩) লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্র-স্থানে স্থাপ্য রাখিল ॥
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে, রহে মুদি-ঘরে ॥
শ্রীরূপ শুনিলা প্রভুর নীলাদ্রি গমন।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ গোঁসাঞি নীলাচলে পাঠাইল দুই জন।
প্রভু বৃন্দাবনে যবে করেন গমন ॥
শীঘ্র আসি মোরে তাঁর দিবে সমাচার।
শুনিঞা তদনুরূপ করিব ব্যবহার ॥
এথা সনাতন গোঁসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন ॥
কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয় ॥
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম (৪) করি রহে নিজ ঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল না যায় রাজদ্বারে ॥
লেভ (৫) কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।
আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে ॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা।
ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া ॥
আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোঁসাঞি সভাতে কৈল আগমন ॥
পাতসা দেখিয়া সভে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা ॥
রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল ॥

---

(১) 'পুরশ্চরণ'—ইষ্টমন্ত্রের সিদ্ধির জন্য তাহার জপ প্রভৃতি।

(২) 'এক চৌঠি'—এক চতুর্থাংশ।

(৩) 'দণ্ড-বন্ধ'—শাস্তি হইতে পরিত্রাণ লাভ।

(৪) 'ছদ্ম'—ছল।

(৫) ন্যায়তঃ কর্ম্ম করে এইরূপ রাজকর্ম্মচারী কায়স্থগণ।

আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া ॥
মোর যত কাজ কাম সব কৈলে নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ ॥
সনাতন কহে, নহে আমা হৈতে কাম।
আর এক জন দিয়া কর সমাধান ॥
তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আর-বার।
তোমার বড় ভাই (১) করে দস্যু-ব্যবহার ॥
জীব পশু মারি সব চাকলা কৈল খাশ (২)।
এথা তুমি কৈলে মোর সব কার্য্য নাশ ॥
সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল ॥
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা।
পলাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিলা ॥
হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে (৩)।
সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে ॥
তেঁহো কহে যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে (৪)।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে ॥
তবে তাঁরে বান্ধি রাখি করিলা গমন।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন ॥

(১) শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর শেষে শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন—সনাতন, রূপ ও শ্রীবল্লভ ব্যতীত কুমারদেবের আরও পুত্র ছিলেন। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাভাজন নহেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদের নাম উল্লেখ করেন নাই। এখানে যাহাকে বড় ভাই বলিলেন, তিনি তাহাদের মধ্যে এক জন।

(২) 'জীব পশু মারি'—অর্থাৎ প্রজাপীড়ন করিয়া। 'খাশ'—আপনার অধীন। অর্থাৎ প্রজার প্রতি পীড়ন করিয়া সমস্ত দেশ আপনার অধীনে আনায় আমাকে আর কর দেয় না।

(৩) 'উড়িয়া মারিতে'—উৎকল দেশ জয় করিতে।

(৪) 'দেবতায় দুঃখ দিতে'—উৎকল জয়ে সেই দেশের শ্রীমূর্ত্তির পীড়ন হইবে।

তবে সেই দুই চর শ্রীরূপ ঠাঁই আইলা।
বৃন্দাবন চলিলা প্রভু আসিয়া কহিলা ॥
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঁঞি।
বৃন্দাবনে চলিলা শ্রীচৈতন্য গোঁসাঞি ॥
আমি দুইভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাঁহা হৈতে ॥
দশ সহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদিস্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্ম-বিমোচনে ॥
যৈছে তৈছে (৫) ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন ॥
অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।
রূপ গোঁসাঞির ছোট ভাই পরমবৈষ্ণব ॥
তাঁরে লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁহা শুনি আনন্দিত হৈলা ॥
প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব (৬) দর্শনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে ॥
কেহো কান্দে কেহো হাসে কেহো নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহো গড়াগড়ি যায় ॥
গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে ॥
ভিড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে।
প্রভুর আবেশ হৈল মাধব দর্শনে ॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি।
ঊর্দ্ধবাহু করি বোল 'বোল হরি হরি' ॥
প্রভুর মহিমা দেখি লোকে চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার ॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র-সনে আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয় ॥
বিপ্র-গৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ বল্লভ দোঁহে আসিয়া মিলিলা ॥

(৫) 'যৈছে তৈছে'—যে কোন প্রকারে।

(৬) 'বিন্দুমাধব'—প্রয়াগস্থ ভগবন্মূর্ত্তি।

দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া (১)।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥
নানা শ্লোক পড়ি উঠে পড়ে বারবার।
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দোঁহার ॥
শ্রীরূপ দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
উঠ উঠ রূপ আইস বলিলা বচন ॥
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয়কূপ হইতে কাড়িল তোমা দুইজন ॥

তথাহি —হরিভক্তিবিলাসে ১০ ৯১।

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী
মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং
স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—অভক্তঃ চতুর্ব্বেদী (অভক্ত চতুর্ব্বেদ পাঠক ব্রাহ্মণও) মে ন প্রিয়ঃ (আমার প্রিয় নহে) মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ (আমার ভক্ত চণ্ডালও) প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়) তস্মৈ (সেই ভক্ত চণ্ডালকে) দেয়ং (দান করিবে) ততো গ্রাহ্যং [গ্রাহ্য বস্তু] (তাহার নিকট গ্রহণ করিবে) যথা হি অহং স চ পূজ্যঃ (যেমন আমি, সেই শ্বপচও তেমনই পূজনীয়)।

অনুবাদ।—চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের যদি ভক্তি না থাকে তো সে আমার প্রিয় নয়। চণ্ডালেরও যদি ভক্তি থাকে তো সেই আমার প্রিয়। তাকে দান করবে—তার কাছ থেকে দান নেবে। আমি যেমন পূজনীয়—সেও তেমনি পূজনীয় ॥ ২ ॥

এই শ্লোক পড়ি দোঁহারে কৈল আলিঙ্গন।
কৃপাতে দোঁহার মাথায় ধরিল চরণ ॥
প্রভুকৃপা পাঞা দোঁহে দুই হাত যুড়ি।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি ॥

তথাহি—শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যম্

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—মহাবদান্যায় (পরমকরুণাশালী) কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় (কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা) কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক) গৌরত্বিষে (গৌরকান্তি) কৃষ্ণায় তে (শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে) নমঃ নমঃ (বারবার প্রণাম)।

অনুবাদ।—পরম করুণাময় তুমি—তোমাকে নমস্কার; কৃষ্ণপ্রেম দান কর তুমি—তোমাকে নমস্কার। তুমি কৃষ্ণ—কৃষ্ণচৈতন্য নাম তোমার। গৌর তোমার দেহকান্তি—তোমাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১ সর্গে
২ শ্লোকে গ্রন্থকারবাক্যম্

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালু-
রুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—দয়ালুঃ যঃ (দয়ানিধি যিনি—যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) অজ্ঞানমত্তং (অজ্ঞানমত্ত) ভুবনং (জগৎকে) স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়া (নিজ প্রেমসম্পদরূপ অমৃত দ্বারা) উল্লাঘয়ন্ (সংসার ব্যাধি হইতে মুক্তি দিয়া) অপি (ও) প্রমত্তম্ (প্রেমোন্মত্ত) অকরোৎ (করিয়াছিলেন) অমুম্ অদ্ভুতেহম্ (সেই অদ্ভুত লীলাকারী) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রপদ্যে (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আশ্রয় করি)।

অনুবাদ।—সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্তুতি করি। তিনি দয়ালু—অপূর্ব্ব তাঁর লীলা। অজ্ঞান-মোহিত জগৎকে তিনি অজ্ঞান থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের প্রেমের ঐশ্বর্য্যে ও অমৃতে বিমোহিত করে-ছিলেন ॥ ৪ ॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
সনাতনের বার্ত্তা কহ, তাঁহারে পুছিলা ॥
শ্রীরূপ কহেন তেঁহো বন্দী হয় রাজঘরে।
তুমি যদি উদ্ধার তবে হইবে উদ্ধারে ॥
প্রভু কহে সনাতনের হইয়াছে মোচন।
অচিরাতে আমা সবে হইবে মিলন ॥
মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুকে কহিলা।
রূপ গোঁসাঞি সে দিবস তথাই রহিলা ॥

(১) 'দশনে'—দন্তে। দন্তে তৃণ ধারণ দোষ মার্জ্জনের জন্য।

ভট্টাচার্য্য দুই ভাইর নিমন্ত্রণ কৈল।
প্রভুর শেষ প্রসাদ-পাত্র দুই ভাই পাইল ॥
ত্রিবেণী উপরে প্রভুর বাসাঘর স্থান।
দুই ভাই বাসা কৈল প্রভু-সন্নিধান ॥
সেকালে বল্লভ ভট্ট রহে আড়ৈল গ্রামে।
মহাপ্রভু আইলা শুনি আইল তাঁর স্থানে ॥
তেঁহো দণ্ডবৎ কৈলা প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে কৃষ্ণকথা হৈল কতক্ষণ ॥
কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল ॥
অন্তরে গর গর প্রেম নহে সম্বরণ।
দেখি চমৎকার হৈল বল্লভ ভট্টের মন ॥
তবে ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল।
মহাপ্রভু দুই ভাই তাঁহারে মিলাইল ॥
দূর হৈতে দুই ভাই ভূমিতে পড়িয়া।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতি দীন হৈয়া ॥
ভট্ট মিলিবারে যায় দোঁহে পলায় দূরে।
অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে ॥
ভট্টের বিস্ময় হৈল প্রভুর হর্ষ মন।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তাঁর বিবরণ ॥
ইহাঁ না স্পর্শিও ইঁহো জাতি অতি হীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ ॥
দোঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি।
ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিত ভঙ্গী জানি ॥
দোঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এ দুই অধম নহে হয় সর্ব্বোত্তম ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে
৭ শ্লোকে কপিলদেবং প্রতি
দেবহূতিবাক্যম্

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা,
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১১ পরিচ্ছেদে ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শুনি মহাপ্রভু তারে বহু প্রশংসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা ॥

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে
দ্বাদশঃ শ্লোকঃ

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নি-
দগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো
ন বেদাঢ্যোঽপি নাস্তিকঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ। সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ (যাহার নীচকুলে জন্মের হেতুভূত পাপসমূহ সদ্ভক্তিরূপ জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে এতাদৃশ) শুচিঃ (পবিত্র) শ্বপাকঃ অপি (চণ্ডালও) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণের দ্বারা) শ্লাঘ্যঃ (বরণীয়) নাস্তিকঃ বেদাঢ্যঃ অপি (ঈশ্বরবিশ্বাসহীন বেদবাক্যরত ব্যক্তিও) ন পূজ্য (পূজনীয় নহে)।

অনুবাদ।—যে ব্রাহ্মণ বেদ জানে অথচ নাস্তিক—সে পূজার পাত্র নয়। যে চণ্ডাল হয়েও সদাচারী, প্রবল ভক্তির উজ্জ্বল অগ্নিতে যার জাতের পাপ পুড়ে গেছে, সে বিদ্বান্ লোকের কাছেও পূজ্য ॥ ৬ ॥

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে
একাদশঃ শ্লোকঃ

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য
জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য
মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ (ভগবদ্ভক্তিহীনের ব্রাহ্মণাদি কুল) শাস্ত্রং (স্বাধ্যায়) জপঃ (পুরশ্চরণাদি) তপঃ (পঞ্চতপাদি) অপ্রাণস্য দেহস্য মণ্ডনম্ ইব (প্রাণহীন দেহে ভূষণের মত) লোকরঞ্জনম্ (অসার্থক)।

অনুবাদ।—ভগবানে ভক্তি যার নেই তার উচ্চ জাতি, শাস্ত্রপাঠ, জপ ও তপ বৃথা—মৃত লোকের শরীর অলংকার দিয়ে সাজানোর মতই নিরর্থক ॥ ৭ ॥

প্রভুর প্রেমাবেশ আর প্রভাব ভক্তিসার।
সৌন্দর্য্যাদি দেখি ভট্টের হৈল চমৎকার ॥

স্বগণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চঢ়াইয়া।
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লইয়া॥
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল॥
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।
প্রভু দেখি সবার মনে হৈল ভয় কাঁপ॥
আস্তে ব্যস্তে সবে ধরি প্রভুরে উঠাইলা।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা॥
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিল নৌকা ঝলকে ভরে জল॥
যদি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ॥
দেশ পাত্র দেখি মহাপ্রভুর ধৈর্য্য হৈল।
আড়েলের (১) ঘাটে তবে নৌকা উত্তরিল॥
ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহি মধ্যাহ্ন করাইয়া।
নিজ গৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গেতে লইয়া॥
আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনি করিল প্রভুর পাদ-প্রক্ষালন॥
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্য্যের মান্য করি পাক করাইল॥
ভিক্ষা করাইলা প্রভুকে সস্নেহ যতনে।
রূপ গোঁসাঞি দুইভাইর করাইল ভোজনে॥
ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেয়াইলা অবশেষ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ॥
মুখবাস (২) দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন॥
প্রভু পাঠাইল তারে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি আইলা তেঁহো প্রভুর চরণে॥

(১) 'আম্বুলীর' এবং 'আউলীর' এইরূপ পাঠান্তরও দেখা যায়।

(২) 'মুখবাস'—এলাচাদি।

হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরোহিতা (৩) পণ্ডিত বড় বৈষ্ণবমহাশয়॥
আসি তেঁহো কৈল প্রভুর চরণ-বন্দন।
কৃষ্ণে মতি রহু বোলে প্রভুর বচন॥
শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন।
প্রভু তাঁরে কৈল, কহ কৃষ্ণের বর্ণন॥
নিজকৃত কৃষ্ণলীলা শ্লোক পঢ়িল।
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাম্ ১২৯

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে
ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে
যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥ ৮

অন্বয়ঃ।—ভবভীতাঃ (সংসারভয়কাতর) অপরে শ্রুতিং (কেহ শ্রুতিকে) ইতরে স্মৃতিম্ (অন্য কেহ স্মৃতিকে) অন্যে ভারতং ভজন্তু (কেহ বা মহাভারতের ভজনা করুক) অহম্ ইহ (আমি এই ভবভয়হরণে) নন্দং বন্দে (নন্দকে প্রণাম করি), যস্য অলিন্দে (যাহার বহির্দ্বার-প্রাঙ্গণে) পরং ব্রহ্ম (স্বয়ং ভগবান্ বিরাজমান)।

অনুবাদ।—সংসার ভয়ে ভীত হয়েছেন যাঁরা তাঁরা কেউ বা শ্রুতি, কেউ বা স্মৃতি, কেউ বা মহাভারত অনুসারে চলুন। আমি এখানে নন্দকেই বন্দনা করি যাঁর আঙিনায় পরব্রহ্ম বাঁধা রয়েছেন॥ ৮॥

রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল।
আগে কহ প্রভুবাক্যে উপাধ্যায় কহিল॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাম্ (৯৯)

কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি
কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে
গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম॥ ৯

(৩) 'তিরোহিতা'—ত্রিহুত-দেশীয় (মৈথিল)

অন্বয়ঃ।—কং প্রতি কথয়িতুম্ ঈশে (কাহার নিকট বলিতে সমর্থ হইব) সম্প্রতি কো বা প্রতীতিম্ আয়াতু (এক্ষণে কেই বা বিশ্বাস করিবে). গোপতিতনয়াকুঞ্জে (যমুনাতীরবর্তী কুঞ্জমধ্যে) গোপবধূটী-বিটং (গোপবধূগণের উপপতি) ব্রহ্ম (স্বয়ং ভগবান্)।

অনুবাদ।—কার কাছে বা একথা বলব, কেই বা আমার কথা বিশ্বাস করবে—যে যমুনার কূলে কুঞ্জমধ্যে তরুণী গোপবধূদের সঙ্গে বিহার করেন স্বয়ং পরম ব্রহ্ম ॥ ৯ ॥

প্রভু কহেন কহ, তেঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ মন আলুইলা ॥
প্রেম দেখি উপাধ্যায় হৈল চমৎকার।
মনুষ্য নহে ইঁহো কৃষ্ণ করিল নির্দ্ধার ॥
প্রভু কহে, উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ মান কায় (১)।
'শ্যামমেব পরং রূপং' কহে উপাধ্যায় ॥
শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায় (২)।
'পুরী মধুপুরী বরা' (৩) কহে উপাধ্যায় ॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কায়।
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায় ॥
রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়।
'আদ্য (৪) এব পরো রসঃ' কহে উপাধ্যায় ॥
প্রভু কহে ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদ্‌গদ স্বরে ॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ৮৩

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—শ্যামম্ এব পরং রূপং (শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ), পুরী মধুপুরী বরা (পুরী—মধুপুরী মথুরা-মণ্ডলই শ্রেষ্ঠ), বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্ (কৈশোর বয়সই আরাধ্য), আদ্যঃ (মধুর, শৃঙ্গার) রসঃ এব পরঃ (শ্রেষ্ঠ রসই)।

অনুবাদ।—কৃষ্ণের নানা রূপের মধ্যে শ্যামল রূপই শ্রেষ্ঠ রূপ, নানান্ ধামের মধ্যে ব্রজধামই শ্রেষ্ঠ ধাম, নানান্ বয়সের মধ্যে কৈশোরই শ্রেষ্ঠ বয়স এবং নানান্ রসের মধ্যে শৃঙ্গার রসই শ্রেষ্ঠ রস ॥ ১০ ॥

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হঞা তেঁহো করেন নর্ত্তন ॥
দেখি বল্লভ ভট্ট মনে চমৎকার হৈল।
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল ॥
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল।
প্রভুর দর্শনে সভে কৃষ্ণভক্ত হৈল ॥
ব্রাহ্মণ সকলে করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
বল্লভ ভট্ট তা-সবারে করেন নিবারণ ॥
প্রেমোন্মাদে পড়ে গোঁসাঞি মধ্য যমুনাতে।
প্রয়াগে চালাব ইহাঁ না দিব রহিতে ॥
যার ইচ্ছা প্রয়াগে যাই কর নিমন্ত্রণ।
এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন ॥
গঙ্গাপথে মহাপ্রভুকে নৌকায় বসাইয়া।
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোঁসাঞি লইয়া ॥
লোক ভিড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাঞা।
রূপ গোঁসাঞিকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত ॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল ॥
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্ব তত্ত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিলা ॥
শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিল।
প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে সব আচরিল ॥

---

(১) 'কায়'—কাহাকে। 'শ্যামমেব পরং রূপং' —অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরূপকেই শ্রেষ্ঠ মানি।

(২) শ্যামরূপের দ্বারকাদি পুরী বাসস্থান থাকিলেও বৃন্দাবনপুরীই শ্রেষ্ঠ বাসস্থান।

(৩) 'পুরী মধুপুরী'—পুরীর মধ্যে মধুপুরী অর্থাৎ মথুরা, (এখানে) মথুরামণ্ডল-মধ্যগত বৃন্দাবন।

(৪) 'আদ্য'—অর্থাৎ শৃঙ্গার।

শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৯ অঙ্কে ৪৮ শ্লোকে

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—কালেন (কালক্রমে) বৃন্দাবন-কেলি-বার্ত্তা (বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা কথা) লুপ্তা (বিলুপ্তা) ইতি (এইজন্য) তাং (সেই লীলা কথাকে) বিশিষ্য খ্যাপয়িতুং (বিশেষ করিয়া প্রকাশের নিমিত্ত) দেবঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) তত্রৈব (সেই বিষয়ে) রূপং চ সনাতনং চ কৃপামৃতেন অভিষিষেচ (রূপ এবং সনাতনকে কৃপামৃতে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—কালক্রমে বৃন্দাবনের লীলারসের কথা হারিয়ে গেলে আবার তা বিশেষ ক'রে প্রচার করবার জন্যে শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবনেই রূপ-সনাতনকে কৃপার অমৃত দিয়ে অভিষিক্ত করেছিলেন॥ ১১॥

তথাহি—তত্রৈব ৯ অঙ্কে ৪২ শ্লোকে

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈ-
র্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো
মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরি-
ষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে।
তং শ্রীরূপং সমমনুপমে-
নানুজগ্রাহ দেবঃ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—যঃ (যিনি, যে শ্রীরূপ) প্রাক্ এব (সংসারাশ্রমে থাকিয়াই) প্রিয়গুণগণৈঃ (প্রিয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গুণের দ্বারা) গাঢ়বদ্ধঃ অপি (সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়াও) [যস্মিন্, যে শ্রীরূপে] গেহাধ্যাসাৎ মুক্তঃ (গৃহাসক্তি হইতে মুক্ত) অমূর্ত্তঃ এব অপি (স্বরূপে অমূর্ত্ত হইয়াও) পররসঃ মূর্ত্তঃ (শ্রেষ্ঠ যে শৃঙ্গার রস তাহা মূর্ত্ত) [বভূব, হইয়াছিল] অনুপমেন সমং (অনুপমের সহিত) তং শ্রীরূপং (সেই শ্রীরূপকে) দেবঃ (শ্রীচৈতন্যদেব) প্রেমালাপৈঃ (প্রেমালাপ দ্বারা) দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ (দৃঢ়তর আলিঙ্গন রঙ্গে) প্রয়াগে অনুজগ্রাহ (প্রয়াগে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—যিনি আগে থেকেই শ্রীচৈতন্যের গুণে বাঁধা পড়েছিলেন ব'লে সংসারে বাঁধা পড়েন নি, শৃঙ্গার রস রূপহীন হয়েও যাঁর মধ্যে রূপ লাভ করেছিল (অর্থাৎ রূপ গোস্বামীর বর্ণনায় শৃঙ্গাররস যেন একবারে মূর্ত্তিমান্ হয়ে উঠেছিল), সেই শ্রীরূপ গোস্বামীকে ও সেই সঙ্গে অনুপমকে শ্রীচৈতন্যদেব প্রয়াগে প্রেমালাপ ও প্রগাঢ় আলিঙ্গনের আনন্দ দিয়ে অনুগ্রহ করেছিলেন॥ ১২॥

তথাহি—তত্রৈব ৯ অঙ্কে ৪৩ শ্লোকে

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে
প্রেম স্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—প্রিয়স্বরূপে (স্বরূপ গোস্বামী যাহার প্রিয়) দয়িতস্বরূপে (যিনি প্রভুর দয়িতের স্বরূপ—তুল্য) স্বরূপে (যিনি প্রভুর সহিত অভিন্ন-রূপ) সহজাভিরূপে (যিনি স্বভাবতই সুন্দর) নিজানুরূপে (প্রেমপ্রচারে যিনি প্রভুর সদৃশ) একরূপে (যাহার রূপ প্রভুর তুল্য) স্ববিলাসরূপে (শ্রীকৃষ্ণ বিলাসের মর্ম্মজ্ঞরূপে) রূপে (সেই শ্রীরূপ গোস্বামীতে) প্রভুঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) প্রেম ততান (প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—শ্রীচৈতন্যপ্রভু রূপগোস্বামীকে প্রেম বিতরণ করেছিলেন। রূপগোস্বামী ছিলেন শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ও প্রিয় ও তাঁর সঙ্গে একাত্মা; তিনি ছিলেন চৈতন্যেরই মত—স্বভাবতই সুন্দর। প্রভুর সঙ্গে একাত্মা শ্রীরূপ প্রভুর সমস্ত লীলা বিলাসেরই মর্ম্ম বুঝতেন॥ ১৩॥

এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ-সনাতনে॥

মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র।
রূপ সনাতন সভার কৃপা গৌরবপাত্র॥
কেহো যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।
তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ॥
কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপ-সনাতন।
কৈছে বৈরাগ্য কৈছে বা ভোজন॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন।
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥
অনিকেতন (১) দোঁহে রহে যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্র-গৃহে স্থূল ভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী (২)।
শুষ্ক রুটী চানা চাবায় ভোগ পরিহরি॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস॥
অষ্ট প্রহর কৃষ্ণ-ভজন চারিদণ্ড শয়নে।
নাম-সংকীর্ত্তন সেহো নহে কোন দিনে॥
কভু ভক্তিরস শাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য-কথা শুনে করে চৈতন্য-চিন্তন॥
এই কথা শুনি মহান্তের মহাসুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহা তাঁহা কি বিস্ময়॥
চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছে আপনে।
রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং ২ শ্লোকে

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং
বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে
চৈতন্যদেবস্য॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—বরাকরূপোঽপি (ক্ষুদ্ররূপ হইয়াও) অহম্ (আমি—রূপ) হৃদি যস্য প্রেরণয়া (হৃদয়ে যে শ্রীচৈতন্যের প্রেরণায়) প্রবর্ত্তিতঃ (গ্রন্থপ্রণয়নে উদ্যুক্ত হইয়াছি) তস্য হরেঃ (সেই হরি) চৈতন্যদেবস্য পদকমলং বন্দে (শ্রীচৈতন্যদেবের পদকমল বন্দনা করি)।

অনুবাদ।—চৈতন্য কৃষ্ণস্বরূপ। তাঁর পদকমল বন্দনা করি। হৃদয়ে তাঁর প্রেরণা পেয়েই—ক্ষুদ্র হয়েও আমি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি॥ ১৪॥

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া॥
প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন॥
পারাবার শূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু॥
এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥

তথাহি—শ্রুতিব্যাখ্যা-ধৃতঃ শ্লোকঃ
(ভাঃ ১০।৮৭।৩০)

কেশাগ্রশতভাগস্য
শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং
সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—অয়ম্ (এই) জীবঃ (জীব) কেশাগ্রশতভাগস্য (কেশাগ্রের শত ভাগের) শতাংশ-সদৃশাত্মকঃ (শতাংশতুল্য) সূক্ষ্মস্বরূপঃ (সূক্ষ্ম স্বরূপ বিশিষ্ট) সংখ্যাতীতঃ হি (অসংখ্য) চিৎকণঃ (সূক্ষ্মচিদণুখণ্ড)।

অনুবাদ।—একটি চুলের আগাকে একশ ভাগ করে তার এক ভাগকে আবার একশ ভাগ করলে যে অতি ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যায়—অসংখ্য চিৎকণ জীব তারই মতন অতি ক্ষুদ্র॥ ১৫॥

(১) 'অনিকেতন'—নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানবিহীন।
(২) 'মাধুকরী'—মধুকরের যে বৃত্তি। মধুকর যেমন পুষ্পকে পীড়ন না করিয়া মধু সংগ্রহ করে, তদ্রূপ ভিক্ষুকের গৃহস্থকে পীড়ন না করিয়া ভিক্ষা-গ্রহণকে মাধুকরী বৃত্তি বলে।

তথাহি—পঞ্চদশ্যাং চিত্রদীপে ৮১

বালাগ্র-শতভাগস্য
শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়
ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—সঃ জীবঃ (সেই জীব) বালাগ্রশতভাগস্য চ (কেশাগ্রের শত ভাগের) শতধা কল্পিতস্য (শতাংশের) ভাগঃ (এক ভাগ) বিজ্ঞেয়ঃ (জানিবে) ইতি চ পরা শ্রুতিঃ আহ (ইহাই পরা শ্রুতি বলেন)।

অনুবাদ।—পরা শ্রুতিতে বলেন—একটি চুলের আগাকে শত ভাগ করে তার এক ভাগকে আবার শত ভাগ করলে যে একটি ভাগ পাওয়া যায়—জীব তারই মতন ক্ষুদ্র॥ ১৬॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ১৬ অং ১১ শ্লোকঃ

সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ। ১৭

টীকা—সূত্রং প্রথমকার্য্যং মহান্ মহৎ তত্ত্বম্। সূক্ষ্মোপাধিত্বাং দুর্জ্ঞেয়ত্বাচ্চ জীবস্য সূক্ষ্মত্বম্। বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈবমারাগ্রমাত্রো হ্যবরোহপি দৃষ্ট ইতি শ্রুতেঃ।

অন্বয়ঃ।—অহম্ (আমি) সূক্ষ্মাণাম্ অপি (সূক্ষ্ম বস্তুসমূহের মধ্যেও) জীবঃ (জীব)।

অনুবাদ।—সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে জীব আমি (ভগবান্)॥ ১৭॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮৭ অং ৩০ শ্লোকঃ

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো
যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো
ধ্রুব! নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য
নিয়ন্তৃ ভবেৎ,
সমমনুজানতাং যদমতং
মতদুষ্টতয়া॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—ধ্রুব (হে নিত্য) অপরিমিতাঃ ধ্রুবাঃ (অসংখ্য এবং নিত্য) তনুভৃতঃ (জীবগণ) যদি সর্ব্বগতাঃ (যদি সর্ব্বগত হয়) তর্হি (তাহা হইলে) শাস্যতা (পরমেশ্বরের শাসনাধীনত্ব) ইতি নিয়মঃ ন (এই নিয়ম থাকে না) ইতরথা ন (অন্যথায় জীব যদি সর্ব্বগত না হয়, তাহা হইলে শাস্য তার অধীন হয় না) চ যন্ময়ং (পরন্তু জীব যাহার বিকার) অজনি (জাত হয়) তৎ অবিমুচ্য (তাহা পরিত্যাগ না করিয়া) নিয়ন্তৃ ভবেৎ (নিয়ামক হয়) সমম্ অনুজানতাম্ (যাহারা জীবব্রহ্মে সমান মনে করে) যৎ মতম্ (এই যে মত) তৎ মতদুষ্টতয়া অমতম্ (শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া দোষযুক্ত)।

অনুবাদ।—হে ধ্রুব,—জীবগণ যদি (ঈশ্বরের মতই) অপরিমিত, নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপক হয়, তবে আর তারা যে ঈশ্বরের শাসনাধীন নয়, একথা ঠিক। এই মত মেনে নিলে, জীব যে স্বভাব নিয়ে জন্মে, তা না ছেড়েই নিজে নিজের প্রভু হয়, তার আর কর্ত্তা কেউ থাকে না। কাজেই ঈশ্বর আর জীব সমান বলে যারা, সেই অদ্বৈতবাদীদের মত ভ্রান্ত॥ ১৮॥

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জলস্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মচারিগণ মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণ-ভক্ত॥
কৃষ্ণ-ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ স্কং ১৪ অং ৫ শ্লোকঃ

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং
নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা
কোটিষ্বপি মহামুনে॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—[শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিতো বাক্যম্]। মহামুনে (হে মহামুনে), সিদ্ধানাম্

(সিদ্ধিপ্রাপ্ত) মুক্তানাং (জীবন্মুক্তগণের) অপি কোটিষু (কোটি জন মধ্যে) অপি প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণঃ সুদুর্লভঃ (প্রশান্তাত্মা নারায়ণ-সেবাপরায়ণ সুদুর্লভ)।

অনুবাদ।—হে মহামুনি! মুক্ত হয়েছেন কোটি কোটি যে সব সিদ্ধপুরুষ তাদের মধ্যেও নারায়ণে ভক্তিমান্ শান্তস্বভাব কাহকে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন॥ ১৯॥

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে (১) কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পান ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাঢ়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা(২)ব্রহ্মলোক(৩)ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল॥
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা (৪)।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হাতীর যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা(৫)।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি (৬) জীব-হিংসন।
লাভ প্রতিষ্ঠাদি (৭) যত উপশাখাগণ॥
সেক জল পাঞা উপশাখা বাঢ়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাঢ়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাঢ়ি যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥
এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ (৮)॥

তথাহি—ললিতমাধবে ৫।৬

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা
সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎ-
কারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্ণাং মধুরিপুবশী-
কারসিদ্ধৌষধীনাম্,
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণী-
পান্থতাং ন প্রয়াতি॥ ২০

অন্বয়ঃ।—মধুরিপুবশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং (শ্রীকৃষ্ণের বশীকরণে সিদ্ধৌষধিতুল্য) প্রেম্ণাং গন্ধোঽপি

---

(১) 'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে'—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে।

(২) 'বিরজা'—প্রধান পরব্যোমের মধ্যবর্ত্তিনী নদী; চিজ্জলময় কারণসমুদ্র।

(৩) 'ব্রহ্মলোক'—মুক্তিলোক, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম।

(৪) 'বৈষ্ণব অপরাধ'—বৈষ্ণব তাড়ন (অর্থাৎ প্রহার করা), নিন্দা (অর্থাৎ দোষ কীর্ত্তন), দ্বেষ (শত্রুতা), অনভিনন্দন, অপমান এবং দর্শনে হর্ষ না হওয়া—এই ছয় প্রকার বৈষ্ণবাপরাধ হয়। এই বৈষ্ণবাপরাধ দ্বারা পতন অর্থাৎ ভক্তিমার্গ হইতে চ্যুতি হয়। 'হাতী মাতা'—মত্ত হস্তিসদৃশ। 'ছিণ্ডে'—ছেদন করে। 'শুকি যায়'—শুষ্ক হয়। 'পাতা'—পত্র।

(৫) 'উপশাখা'—এক গাছের উপর আর এক গাছ উৎপন্ন হইলে তাহাকে উপশাখা বলে (পরগাছা)। ভক্তিমান সাধকের সাধন করিতে করিতে বিষয়-ভোগবাসনা, মুক্তি-বাসনা, অর্থলাভ বাসনা, অন্যজন হইতে পূজা ও খ্যাতিলাভের বাসনা হয়, সেই বাসনা হইলে সাধক ক্রমে ভক্তিমার্গ হইতে স্খলিত হইতে আরম্ভ করে। অতএব উপশাখা উদ্গম হইলেই ছেদন করিতে হইবে, অধিক দিন স্থায়ী হইলে এত বদ্ধমূল হয় যে তাহা ছেদ করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়।

(৬) 'কুটিনাটি'—সকল বিষয়েই কুতর্ক করা।

(৭) 'প্রতিষ্ঠা'—সুখ্যাতি।

(৮) 'চারি পুরুষার্থ'—ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মুক্তি।

(প্রেমের গন্ধ লেশও) যাবৎ অন্তঃকরণসরণীপান্থতাম্ (যে পর্য্যন্ত চিত্ত পথের পথিকরূপতা) ন প্রয়াতি (প্রাপ্ত না হয়) তাবৎ এব ঋদ্ধা (সে পর্য্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্না) সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা (অণিমাদিসিদ্ধিসমূহের উত্তমতা) সতাধর্ম্মা (সত্য ধর্ম হইতে জাত) সমাধিঃ (চিত্তের একাগ্রতা) শুবক্ষপি ব্রহ্মানন্দঃ চমৎকারয়তি (মহান্ ব্রহ্মানন্দাদি চমৎকারিতা সম্পাদন করে)।

অনুবাদ।—যতদিন শ্রীকৃষ্ণকে বশ করার অব্যর্থ ঔষধি স্বরূপ প্রেমভক্তি সামান্য মাত্রও হৃদয়ে উদিত না হয়, ততদিনই অণিমা প্রভৃতি আট রকমের সিদ্ধি, সত্য ধর্ম্ম থেকে যার উৎপত্তি সেই সমাধি অর্থাৎ একাগ্রধ্যান এবং ব্রহ্মকে জানতে পেরে ও অনুভব করে মনে যে প্রবল আনন্দ হয় তাহা মনকে চমৎকৃত করে॥ ২০॥

শুদ্ধিভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম (১)।
আনুকূল্যে (২) সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং ১।১।১০ নারদপঞ্চরাত্রবচনম্

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং
তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-
সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥ ২১

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তম্ (অন্যাভিলাষিতাশূন্য) নির্ম্মলং (জ্ঞানকর্ম্মাদির সংস্রবশূন্য) তৎপরত্বেন (একনিষ্ঠতার সঙ্গে) হৃষীকেণ (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) হৃষীকেশসেবনং (কৃষ্ণসেবাকে) ভক্তিরুচ্যতে (ভক্তি বলে)।

অনুবাদ।—সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত ও নির্ম্মল যে কৃষ্ণসেবা একনিষ্ঠতার সঙ্গে ইন্দ্রিয় দিয়ে করা হয় তাকেই ভক্তি বলে॥ ২১॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে ১১-১৪

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ
ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না
যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥ ২২
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য
নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা
যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ ২৩
সালোক্য সার্ষ্টি-সামীপ্য-
সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি
বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ২৪

এই তিনটি শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৩৫-৩৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২২-২৪॥

তথাহি—তত্রৈব দ্বাদশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যম্

স এব ভক্তিযোগাখ্য
আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং
মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—যেন (ভক্তিযোগে) ত্রিগুণং (মায়াময় সংসার) অতিব্রজ্য (অতিক্রম করিয়া) মদ্ভাবায় উপপদ্যতে (আমার প্রেমলাভে সমর্থ হয়) স এব আত্যন্তিকঃ ভক্তিযোগাখ্যঃ উদাহৃতঃ (তাহাকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলা হয়)।

অনুবাদ।—যার দ্বারা সংসার-মায়াকে পার হয়ে

---

(১) 'অন্য বাঞ্ছা'—শ্রীভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য নিজসুখ বাঞ্ছা, স্বর্গাদি সুখবাঞ্ছা। 'অন্য পূজা'—ইষ্ট বুদ্ধিতে বা সর্ব্বেশ্বর বুদ্ধিতে অন্য দেবাদির পূজা। 'ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম'—জ্ঞাননির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান, কিন্তু ভগবত্তত্ত্বানুসন্ধানলক্ষণ জ্ঞান নহে। 'কর্ম্ম'—স্মৃতি উক্ত নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম। কিন্তু ভগবৎপরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম নহে।

(২) 'আনুকূল্যে'—শ্রীকৃষ্ণের রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত।

ভগবানে মন দেওয়া যায় তাকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলে ॥ ২৫ ॥

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং ১৫

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ
পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র
কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা পিশাচী (ভোগমোক্ষবাসনারূপা পিশাচী) যাবৎ হৃদি বর্ত্ততে (যাবৎ হৃদয়ে বাস করে) তাবৎ অত্র (সে পর্য্যন্ত এই হৃদয়ে) ভক্তিসুখস্য অভ্যুদয়ঃ কথ ভবেৎ (ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে)।

অনুবাদ।—ভোগের ইচ্ছা বা মুক্তির ইচ্ছারূপ পিশাচী যতদিন হৃদয়ে থাকে ততদিন ভক্তিসুখের উদয় হবে কি ক'রে? ২৬ ॥

সাধনভক্তি (১) হৈতে হয় রতির (২) উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম (৩) নাম কয় ॥
প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় (৪) ॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা-সিতা-মিশ্রি উত্তম মিশ্রি আর (৫) ॥
এই সব কৃষ্ণভক্তি রসের স্থায়ী ভাব।
স্থায়ী ভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভব (৬) ॥

---

(১) 'সাধনভক্তি'—ইন্দ্রিয়-প্রেরণা-সাধ্য ভক্তি বা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি। যে ভক্তি ইন্দ্রিয়-ব্যাপার দ্বারা সাধ্য এবং ভাব ভক্তিতে সাধিত করে, তাহাকে সাধনভক্তি বলে। সেই সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগা-ভেদে দুইপ্রকার। অতএব গুরুপাদাশ্রয়, মন্ত্র-দীক্ষাদি এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি সমস্তই সাধনভক্তি মধ্যে পরিগৃহীত।

(২) 'রতি'—রতির লক্ষণ ২৩ পরিচ্ছেদে "শুদ্ধসত্ত্ব···" শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

(৩) 'প্রেম'—প্রেমের লক্ষণ এই লীলায় ২৩ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(৪) 'প্রেমবৃদ্ধি এতম'—প্রেমের গাঢ়তা অনুসারে। 'স্নেহ'—প্রেম অপেক্ষাকৃত গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রব করিলে স্নেহ নামে অভিহিত হয়। 'মান'—স্নেহ গাঢ়তাপন্ন হইয়া নব অর্থাৎ পূর্ব্বে অননুভূত মাধুর্য্য অর্থাৎ আস্বাদ বিশেষ অনুভব করাইয়া বাহিরে অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ কৌটিল্য আশ্রয় করিলে তাহাকে মান বলে। 'প্রণয়'—মান গাঢ়তাপন্ন হইয়া বিশ্রম্ভ ধারণ করিলে তাহাকে প্রণয় বলে। প্রিয়জনের সহিত অভেদ মননকে বিশ্রম্ভ বলে। মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'উঠে প্রণয় মান' এই পয়ার দ্রষ্টব্য। 'রাগ'—যে স্নেহ দ্বারা দুঃখও সুখ হয়, তাহাকে রাগ বলে। যে প্রণয় গাঢ়তাবশতঃ কৃষ্ণ-সঙ্গাদিতে অধিকতর দুঃখকেও চিত্তে সুখরূপে অনুভব করায়, তাহাকে রাগ বলে। 'অনুরাগ'—যে রাগ প্রিয়কে নব নব করে, তাহাকে অনুরাগ বলে। যে রাগ গাঢ়তা বশতঃ প্রিয়তম সর্ব্বদা অনুভূত হইলেও নবনবায়মান রূপে অনুভব করায়, তাহাকে অনুরাগ বলে। 'ভাব'—অনুরাগ যদি যাবদাশ্রয় বৃত্তি হয়, তখন সেই অনুরাগ স্বসংবেদ্য দশা অর্থাৎ মহাভাবোন্মুখতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, তবে ভাব নামে অভিহিত হয়। 'মহাভাব'—শ্রীকৃষ্ণের মহিষীবর্গের এই ভাব অতিশয় দুর্লভ। ব্রজদেবীমাত্রসংবেদ্য এই ভাবকে মহাভাব বলে।

(৫) 'যৈছে'—যেমন ॥ 'খণ্ড'—সার, খাঁড়। 'শর্করা'—দলুয়া। 'সিতা'—চিনি। ইক্ষুবীজ যেমন উত্তরোত্তর গাঢ় হইয়া ইক্ষু আদি রূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ রতি উত্তরোত্তর গাঢ় হইয়া মহাভাব পর্য্যন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাব ইহারা সকলেই প্রেমের বিলাস, এই হেতু প্রেম শব্দে অভিহিত হয়। যেমন মিশ্রির দ্বিবিধ ভেদ, তেমনি ভাব ও মহাভাব ভেদে ভাব দ্বিবিধ।

(৬) 'এই সব'—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাব। 'স্থায়ী ভাব'—যে অবিরুদ্ধ (হাস্যাদি) এবং বিরুদ্ধ (ক্রোধাদি) ভাবসকল নিজ বশে আনিয়া সুরাজার ন্যায় বিরাজ করে, তাহাকে স্থায়ী ভাব বলে। এই ভক্তি-প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকেই স্থায়ী ভাব বলে। 'বিভাব'—যাহাতে এবং

(১) সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণ-ভক্তিরস হয় অমৃত আস্বাদনে॥

যাহা দ্বারা রত্যাদির বিবেচনা হয়, তাহাকে বিভাব বলে। এই বিভাব দুই প্রকার আলম্বন বিভাব এবং উদ্দীপন বিভাব। রত্যাদি যাহাতে বিভাবিত হয়, তাহাকে আলম্বন বিভাব বলে এবং যদ্দ্বারা রত্যাদি উদ্বুদ্ধ হয়, তাহাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। রতির বিষয়ও আবার আলম্বন ভেদে দুই প্রকার। এক শ্রীকৃষ্ণ আর তদ্ভক্ত, তন্মধ্যে রতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে বিষয়ালম্বন বলে, আর রতির আধার অন্তরঙ্গ ভক্ত অর্থাৎ রতির মূল পাত্র কৃষ্ণভক্ত অর্থাৎ লীলাপরিকরকে আশ্রয়ালম্বন বলে। উদ্দীপন- যে রত্যাদি ভাবকে (রতি অবধি নবভাব পর্যন্ত) উদ্দীপ্ত করে, তাহাকে উদ্দীপন বলে। সেই উদ্দীপন এই শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, বেশ, স্মিত (মন্দহাস্য), অঙ্গ-সৌরভ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদচিহ্ন, বৃন্দাবনাদি ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত এবং একাদশী প্রভৃতি ইহারা উদ্দীপন বিভাব। অনুভাব—(ক) চিত্তস্থ ভাবের অববোধকে যে বাহ্যবিকারপ্রায়, তাহাকে উদ্ভাস্বর নামক অনুভাব বলে। (খ) চিত্তগত ভাবের জ্ঞাপক কার্য্যকে অনুভাব বলে। নৃত্য, বিলুণ্ঠন (গড়াগড়ি), গীত, উচ্চরব (চীৎকার) গাত্র-মোটন (গা মোড়ামুড়ি), হুঙ্কার, জৃম্ভণ (হাই), শ্বাসবাহুল্য লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস (বিকৃত অট্টহাস্য), ঘূর্ণা ও হিক্কা প্রভৃতি।

(১) 'সাত্ত্বিক ভাব'—কৃষ্ণসম্বন্ধী সাক্ষাৎ ভাব-দ্বারা বা কিঞ্চিৎ ব্যবধান ভাবদ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে সত্ত্ব বলে। এই সত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন (অর্থাৎ স্বতঃই প্রবৃত্ত) যে ভাব, তাহাকে সাত্ত্বিক ভাব বলে। স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য (বর্ণবিকৃতি), অশ্রু ও প্রলয় (শরীরের চেষ্টা ও জ্ঞানের অভাব) ভেদে সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার।

'ব্যভিচারী'—বাক্য, অঙ্গ ও সত্ত্ব ইহাদের দ্বারা জ্ঞাপ্য যে ভাব, তাহাকে ব্যভিচারী ভাব বলে। বিশেষরূপ অভিমুখ হইয়া স্থায়িভাবে বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ব্যভিচারী বলা হয়। ইহা সকলপ্রকার ভাবের গতিকে সঞ্চার করে বলিয়া ইহাকে সঞ্চারী ভাবও বলে। যাহারা বাক্য, অঙ্গ (ভ্রূনেত্রাদি) এবং সত্ত্ব (সত্ত্বোৎপন্ন অনুভাব) দ্বারা

যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরীচ কর্পূর।
মিলনে রসালা হয় অমৃত মধুর॥
ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার (২)।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর॥

বিজ্ঞাপিত হইতে থাকে, তাহারা ব্যভিচারী ভাব। অমৃত বারিধিতে তরঙ্গের ন্যায় ব্যভিচারিভাব স্থায়িভাবে উন্মগ্ন হইয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করে এবং নিমগ্ন হইয়া তাহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জড়তা, ব্রীড়া, অবহিত্থা (আকার গোপন), স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চপলতা, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ এই সকল ভাবকে ব্যভিচারী ভাব বলে।

(২) 'পঞ্চ পরকার' অর্থাৎ ভক্ত পঞ্চবিধ, সুতরাং রতিও পঞ্চবিধ। বস্তুতঃ রতি এক, ভক্তভেদে পঞ্চ প্রকারে প্রকাশিত হয়।

'শান্তরতি'—প্রায় শমপ্রধান ব্যক্তিদিগের পরমাত্মজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণে মমতাগন্ধরহিত জাত যে রতি তাহাকে শান্তরতি বলে। যাহা হইতে বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগ করিয়া মনের নিজানন্দে অবস্থিতি হয়, সেই ভাবকে শম বলে।

'দাস্যরতি'—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে আপনাকে ন্যূন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা হরির অনুগ্রাহ্য (অর্থাৎ দাস)। এই দাসদিগের 'কৃষ্ণ আমাদিগের আরাধ্য' এই জ্ঞানে যে প্রীতিরতি, তাহার নাম দাস্যরতি।

'সখ্যরতি'—যাঁহারা হরির তুল্য বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করেন, তাঁহাদিগকে সখা বলে। এই সখাদিগের শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাসময়ী যে রতি, তাহাকে সখ্যরতি বলে। (অসঙ্কোচে পরিহাস এবং উচ্চ হাস্যাদি তাহার কার্য্য)।

'বাৎসল্যরতি'—যাঁহারা হরির গুরু বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করেন, তাঁহারাই পূজ্য (মাতাপিতা প্রভৃতি)। তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণ প্রতি অনুগ্রহময়ী যে রতি, তাহাকে বাৎসল্যরতি বলে। (লালন, শুভাশীর্ব্বাদ এবং চিবুকস্পর্শনাদি তাহার চেষ্টা)।

'মধুররতি'—হরি এবং তৎপ্রেয়সীদিগের পরস্পর

বাৎসল্যরতি মধুররতি এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি-রস পঞ্চ ভেদ (১)॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুররস নাম (২)।
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥
হাস্যাদ্ভুত-বীর-করুণ-রৌদ্র-বীভৎস-ভয় (৩)।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্ত রস হয়॥

সম্ভোগের আদি কারণ যে রতি, তাহার নাম প্রিয়তা বা মধুররতি। (কটাক্ষ, ভ্রূভঙ্গী, প্রিয়বাণী এবং মন্দহাস্য প্রভৃতি তাহার চেষ্টা)।

(১) 'পঞ্চ বিভেদ'—পঞ্চ প্রকার। 'পঞ্চ ভেদ'—পঞ্চবিধ।

(২) 'শান্ত'—শান্তভক্তিরস। পূর্ব্বকথিত শান্তরতি স্বযোগ্য বিভাবাদিতে মিলিত হইয়া শমীদিগের হৃদয়ে শ্রবণাদিকত্বক চমৎকাররূপে পুষ্ট হইয়া শান্তভক্তিরসরূপে পরিণত হয়; এই শান্তভক্তিরসে পরমাত্মা পরব্রহ্মাদিরূপে প্রতীয়মান চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। কৃষ্ণ কিংবা কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহে লব্ধরতি আত্মারাম মুনিরা (সনকাদি) এবং যাঁহারা মুক্তিলাভার্থ ভজন করেন, সেই তপস্বিগণ আশ্রয়ালম্বন। মহোপনিষদশ্রবণ এবং নির্জ্জনস্থান সেবন প্রভৃতি উদ্দীপন।

'দাস্য'—দাস্যভক্তিরস। ইহাকেই প্রীতিভক্তিরস বলে। প্রীতিরতি আত্মোচিতবিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে আস্বাদ্য হইয়া প্রীতিভক্তিরস হয়। এই প্রীতিভক্তিরসে ব্রজে দ্বিভুজ এবং অন্যত্র দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ ভগবান্ পরমারাধ্য এবং সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। হরিদাস বিশেষাদি আশ্রয়ালম্বন। ভগবানের চরণরজঃ এবং ভুক্তাবশিষ্টের প্রাপ্তি ও তাঁহার ভক্তসঙ্গ প্রভৃতি উদ্দীপন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন, তাঁহার ভক্ত মৈত্রী, তাঁহাতে অতিশয় নিষ্ঠা প্রভৃতি এবং পূর্ব্বোক্ত নৃত্য গীতাদি যথাসম্ভব অনুভাব। শ্রম, মদ, ত্রাস, অপস্মার, আলস্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া এবং নিদ্রা ভিন্ন ব্যভিচারী ভাব।

'সখ্য'—সখ্যভক্তিরস। ইহাকেই প্রেয়ান্ ভক্তিরস বলে। স্থায়ী ভাব সখ্যরতি স্বযোগ্যবিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে প্রেয়ান্ ভক্তিরস বলে। এই রসে বিবিধ ভাষাবেত্তা, সুবেশ, অতিশয় বলবান্, দয়ালু, বীরচূড়ামণি, বুদ্ধিমান্, ক্ষমাশীল, সুখী এবং অন্য বিবিধগুণশালী পূর্ব্ববৎ দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। কৃষ্ণের বয়স্যগণ আশ্রয়ালম্বন। বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, নর্ম্ম, বিক্রম এবং তাঁহার অতিপ্রিয় জন প্রভৃতি উদ্দীপন। বাহুযুদ্ধ, বাহুবাহবি, কেলি এবং পরিহাসাদি অনুভাব। সমস্ত সাত্ত্বিকভাব। উগ্রতা, ত্রাস এবং আলস্য ভিন্ন সমস্ত ব্যভিচারী।

'বাৎসল্য'—বৎসলভক্তিরস। স্থায়ী ভাব বৎসলরতি বিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে পুষ্ট হইলে, তাহাকে বৎসলভক্তিরস বলে। শ্যামাঙ্গ, রুচির, সর্ব্ববিধ সুলক্ষণ যুক্ত, মৃদু, প্রিয়বচন, সরল, সলজ্জ, বিনয়ী, মান্যমান-কারী, দাতা এবং অন্য গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ এই বৎসল রসে বিষয়ালম্বন। মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজন আশ্রয়ালম্বন। কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, শৈশব-চাপল্য, জল্পিত এবং অল্পহসিত প্রভৃতি উদ্দীপন। মস্তকঘ্রাণ, কর দ্বারা অঙ্গমার্জ্জন, আশীর্ব্বাদ, আদেশ, লালন, প্রতিপালন এবং হিতোপদেশদানাদি অনুভাব। এই বৎসলরসে নয়টি সাত্ত্বিক, স্তম্ভাদি অষ্ট এবং স্তন্যস্রাব। অপস্মার এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচারী ভাব।

'মধুর'—মধুরভক্তিরস। স্থায়ী ভাব মধুর রতি সুযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে মধুরভক্তিরস বলে। অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য, লীলা এবং বৈদগ্ধ্যের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন। নবজলধর, ময়ূরপুচ্ছ, মুরলীধ্বনি প্রভৃতি উদ্দীপন। স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব। আলস্য উগ্রতাভিন্ন নির্ব্বেদাদি ব্যভিচারী ভাব।

(৩) 'হাস্য'—হাস্যভক্তিরস। অগ্রে বক্ষ্যমাণ বিভাবাদি দ্বারা হাসরতি পুষ্ট হইয়া হাস্যভক্তিরস হয়। এই হাস্যভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। কৃষ্ণসদৃশ চেষ্টাশালী বৃদ্ধ এবং শিশু প্রভৃতি আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের তদুপযুক্ত বচন, বেশ এবং চরিতাদি উদ্দীপন। নাসা, ওষ্ঠ এবং গণ্ডস্থলের বিকম্পনাদি অনুভাব। হর্ষ, আলস্য এবং অবহিত্থা প্রভৃতি ব্যভিচারী। হাসরতি স্থায়ী ভাব। 'হাসরতি'—বাক্য, বেশ এবং চেষ্টা প্রভৃতির বিকৃতিবশতঃ চিত্তের প্রকাশকে হাস বলে। নয়নের বিকাশ এবং নাসা, ওষ্ঠ, কপোলের স্পন্দনাদি তাহার চেষ্টা। কৃষ্ণসম্বন্ধী

চেষ্টাজনিত হাস্য স্বয়ং সঙ্কুচিত কৃষ্ণরতিকর্তৃক অনুগৃহীত হইলে তাহাকে হাসরতি বলে।

'অদ্ভুত'—অদ্ভুতভক্তিরস। সেই বিস্ময়রতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে আস্বাদ্য হইয়া অদ্ভুতভক্তিরস হয়। এই অদ্ভুতভক্তিরসে লোকাতীত ক্রিয়া হেতু শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। সর্ব্ববিধ ভক্তই আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টাবিশেষাদি উদ্দীপন। নেত্রবিস্তার, স্তম্ভ, স্বেদ এবং পুলকাদি অনুভাব। আবেগ, হর্ষ এবং জড়তা প্রভৃতি ব্যভিচারী। বিস্ময়রতি স্থায়ী ভাব। 'বিস্ময়রতি'—লোকোত্তরার্থ দর্শনাদি হেতু চিত্তের বিস্তৃতিকে বিস্ময় বলে। নেত্রবিস্তার, সাধুবাদ এবং পুলকাদি তাহার চেষ্টা। পূর্ব্বোক্ত রীতিতে নিষ্পন্ন বিস্ময়কে বিস্ময়রতি বলে।

'বীর'—বীরভক্তিরস। স্থায়ী ভাব উৎসাহরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে আস্বাদ্য হইয়া বীরভক্তিরস হয়। এই বীরভক্তিরসে যুদ্ধবীরাদি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, তাদৃশ সুহৃদ্ভক্তাদি আশ্রয়ালম্বন। আত্মশ্লাঘা, বাহ্বাস্ফোটন, স্পর্দ্ধা, বিক্রম এবং অস্ত্র-গ্রহণাদি প্রতিযোদ্ধৃ হইলে, উদ্দীপন হয়। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাব। গর্ব্ব, আবেগ, ধৃতি, ব্রীড়া, মতি, হর্ষ, অবহিত্থা অমর্ষ, ঔৎসুক্য, অসূয়া এবং স্মৃতি প্রভৃতি ব্যভিচারী উৎসাহরতি স্থায়ী ভাব। 'উৎসাহরতি'—যাহার ফল সাধুগণের শ্লাঘাযোগ্য সেই যুদ্ধাদি কর্ম্মে স্থিরতর মনের আসক্তিকে উৎসাহ বলে। কালবিলম্বের অসহন ধৈর্য্যত্যাগ এবং উদ্যম প্রভৃতি তাহার চেষ্টা। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সিদ্ধ এই উৎসাহকে উৎসাহরতি বলে।

'করুণ'—করুণভক্তিরস। শোকরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে পুষ্টিপ্রাপ্ত হইয়া করুণ-ভক্তিরস নামে অভিহিত হয়। এই করুণভক্তিরসে অনিষ্ট-প্রাপ্তির আস্পদরূপে বেদ্য শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ভক্ত এবং অপ্রাপ্ত-ভগবদ্ভক্তিসুখ ভক্ত বন্ধুগণ বিষয়ালম্বন। সেই সেই কৃষ্ণাদির অনুভবকর্ত্তা আশ্রয়ালম্বন। উঁহাদিগের কর্ম্ম, গুণ এবং রূপাদি উদ্দীপন। মুখশোষ, বিলাপ, স্রস্তগাত্রতা, শ্বাস, ক্রোশন (চীৎকার), ভূপাত, ঘাত এবং উরস্তাড়নাদি অনুভাব। অষ্ট সাত্ত্বিক, জড়তা, নির্ব্বেদ, গ্লানি, দৈন্য, চিন্তা, বিষাদ, ঔৎসুক্য, চাপল্য, উন্মাদ, মৃত্যু, আলস্য, অপস্মার, ব্যাধি এবং মোহ প্রভৃতি ব্যভিচারী। শোকতাংশে পরিণতা রতি শোকরতি; সেই শোকরতিই স্থায়ী ভাব। 'শোকরতি'—ইষ্ট-বিয়োগাদি দ্বারা চিত্তের ক্লেশাতিশয়কে শোক বলে। বিলাপ, ভূমিপতন, দীর্ঘনিশ্বাস, মুখশোষ এবং ভ্রমাদি তাহার চেষ্টা। পূর্ব্বরীতি-অনুসারে নিষ্পন্ন এই শোককে শোকরতি বলে। শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দঘন হইলেও প্রেমবিশেষবশতঃ অনিষ্টপ্রাপ্তির আশ্রয় বলিয়া বেদ্য হন।

'রৌদ্র'—রৌদ্রভক্তিরস। ক্রোধরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্ত হৃদয়ে পুষ্ট হইলে, তাহাকে রৌদ্ররস বলে। এই রৌদ্ররসে কৃষ্ণ, তাঁহার হিত ও অহিত এই ত্রিবিধ বিষয়ালম্বন। কৃষ্ণবিষয়ে সখী ও জরতী প্রভৃতি হিত ও অহিত বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার ভক্তই আশ্রয়ালম্বন। সোল্লুণ্ঠহাস (ঠাট্টার সহিত (হাস্য), বক্রোক্তি, কটাক্ষ এবং অনাদর প্রভৃতি উদ্দীপন। হস্তনিষ্পেষণ, দন্তঘট্টন, রক্তনেত্রতা, ওষ্ঠদংশন, অতিশয় ভ্রূকুটী, ভুজাস্ফালন ও ভুজতাড়ন (তাল ঠোকা), মৌন, নতাস্যতা (ঘাড় হেঁট করা), দীর্ঘনিশ্বাস, ভগ্নদৃষ্টিতা, ভর্ৎসন, মস্তকবিধুতি (মাথা কাঁপান), নয়নপ্রান্তে ঈষৎ রক্তচ্ছবি, স্বেদ এবং অধরকম্প প্রভৃতি অনুভাব। স্তম্ভাদি অষ্টবিধ সাত্ত্বিক ভাব। আবেগ, জড়তা, গর্ব্ব, নির্ব্বেদ, মোহ চাপল্য, অসূয়া, উগ্রতা, অমর্ষ এবং শ্রম প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। ক্রোধরতি স্থায়ী ভাব। 'ক্রোধ রতি'—প্রতিকূলতাদিজনিত চিত্তজ্বলনকে ক্রোধ বলে। নিষ্ঠুর বচন, ভ্রূকুটী এবং নেত্রলৌহিত্যাদিরূপ ইহার বিকার চেষ্টা। পূর্ব্বোক্ত নিয়ম-অনুসারে নিষ্পন্ন ক্রোধকে ক্রোধরতি বলে।

'বীভৎসভক্তিরস'—স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত জুগুপ্সা রতিকে পণ্ডিতগণ বীভৎসভক্তিরস বলেন। এই বীভৎসভক্তিরসে আশ্রিত (শরণাগত, জ্ঞানিচর এবং সেবানিষ্ঠ দাসভক্ত) এবং শান্তাদি ভক্ত বিষয় ও আশ্রয় আলম্বন। নিষ্ঠীবন, বক্ত্র-কূণন (অর্থাৎ মুখ বাঁকা করা ইত্যাদি), ঘ্রাণসংবৃতি, ধাবন, কম্প, পুলক এবং প্রস্বেদ প্রভৃতি অনুভাব। গ্লানি, শ্রম, উন্মাদ, মোহ, নির্ব্বেদ, দৈন্য, বিষাদ, চাপল্য, আবেগ এবং জড়তা প্রভৃতি ব্যভিচারী। জুগুপ্সারতি স্থায়ী ভাব। 'জুগুপ্সারতি'—অহৃদ্য বস্তুর অনুভব জনিত চিত্তনিমীলনকে জুগুপ্সা বলে। নিষ্ঠীবন, মুখকৌটিল্য এবং কুৎসনাদি তাহার ক্রিয়া। শ্রীকৃষ্ণরতিকর্ত্তৃক অনুগৃহীত জুগুপ্সাকে জুগুপ্সা-রতি বলে।

'ভয়'—ভয়ানকভক্তিরস। বক্ষ্যমাণ স্বযোগ্য

পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্ত মনে।
সপ্ত গৌণ (১) আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥
শান্তভক্ত নব-যোগেন্দ্র (২) সনকাদি (৩)আর।
দাস্য ভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার॥

বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত ভয়রতিকে পণ্ডিতগণ ভয়ানক-ভক্তিরস বলেন। এই ভয়ানক-ভক্তিরসে অনুকম্পনীয় এবং সাপরাধ শ্রীকৃষ্ণেরও যাঁহারা স্নেহবশতঃ অনিষ্ট-প্রাপ্তি দেখিতেছেন, তাঁহারা আলম্বন। ভ্রূকুটী প্রভৃতি উদ্দীপন। মুখশোষ, উচ্ছ্বাস, ফিরে দেখা, আপনাকে গোপন করা, উদ্‌ঘূর্ণা, রক্ষাকর্ত্তার অন্বেষণ এবং চীৎকার প্রভৃতি অনুভাব। অশ্রু ভিন্ন সর্ব্ববিধ সাত্ত্বিক, ত্রাস, মরণ, চপলতা, আবেগ, দৈন্য, বিষাদ, মোহ, অপস্মার এবং শঙ্কা প্রভৃতি ব্যভিচারী। ভয়রতি স্থায়ী ভাব। 'ভয়রতি'—পাপ এবং ভয়ানক দর্শনাদি দ্বারা চিত্তের সাতিশয় চাঞ্চল্যকে ভয় বলে। আত্মগোপন, হৃচ্ছোষ, পলায়ন এবং ভ্রমাদি ইহার ক্রিয়া। পূর্ব্বনিয়ম-অনুসারে নিষ্পন্ন এই ভয়কে ভয়রতি বলে।

(১) 'গৌণ'—গৌণভক্তিরস। স্বয়ং সঙ্কোচময়ী রতি আলম্বনের উৎকর্ষজনিত যে ভাব-বিশেষকে প্রকট করে, তাহাকে গৌণরতি বলে। এই গৌণ-ভক্তিরস হাস্যাদি সাতটি উক্ত শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তেই হইয়া থাকে, অর্থাৎ উক্ত শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তে হাস্যাদি সাতটি গৌণ রস হয়। এখানে বলা হইল এই যে, শান্তাদি পাঁচটি মুখ্য (প্রধান) ভক্তি-রস, আর হাস্যাদি সাতটি গৌণ (অপ্রধান) ভক্তি-রস, এই বারটি ভক্তিরসের আশ্রয় শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্ত।

যেমন শান্তা রতি স্ব স্ব আধার হইতে কখনই চ্যুত হয় না, তদ্রূপ হাস্যাদি নয়। হাস্যাদি কৃষ্ণ-লীলাদির অনুসারে কিয়ৎকাল কোন কোন ভক্তে স্থায়ী হইয়া থাকে, এই কারণে অর্থাৎ আগন্তুক বলিয়া হাস্যাদি সপ্ত গৌণরস।

(২) 'নব-যোগেন্দ্র'—কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রাবিড়, চমশ, করভাজন।—এই নয়টি নব-যোগেন্দ্র।

(৩) সনকাদি—সনক, সনন্দ, সনাতন ও

সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন (৪)।
বাৎসল্য ভক্ত পিতা মাতা যত গুরুজন॥
মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥
পুন কৃষ্ণ রতি হয় দুইত প্রকার।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রা, কেবলা ভেদ আর॥
গোকুলে কেবলারতি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-
হীন (৫)।
পুরীদ্বয়ে (৬) বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য-প্রবীণ॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি॥
শান্ত দাস্য রসে ঐশ্বর্য্য কাঁহাও উদ্দীপন।
বাৎসল্য সখ্য মধুরেত করে সঙ্কোচন (৭)॥
বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে দোঁহার মনে ভয় হৈল॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪৪ অং ৫১ শ্লোকঃ

দেবকী বসুদেবশ্চ
বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ
সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—দেবকী বাসুদেবশ্চ (দেবকী ও

সনৎকুমার—এই চারিজন ব্রহ্মার মানসপুত্র। শান্তরসের ভক্ত নব-যোগেন্দ্রাদি। দাস্যরসের ভক্ত সর্ব্ব সেবকগণ।

(৪) সখ্যরসের ভক্ত বৃন্দাবন-লীলায় শ্রীদামাদি আর দ্বারকা-লীলায় ভীম ও অর্জ্জুন।

(৫) "গোকুলে কেবলা রতি" ইত্যাদি—যে রতিতে (অর্থাৎ যে ভাবে) ঐশ্বর্য্যগন্ধ নাই, কেবল নিজের মমতাময় সম্বন্ধ সর্ব্বদা স্ফুরিত হয়, তাহার নাম কেবলা রতি। অন্য রতির গন্ধবিহীন যে রতি, তাহার নাম কেবলা।

(৬) 'পুরীদ্বয়ে'—মথুরা ও দ্বারকায়।

(৭) ঐশ্বর্য্য কখন শান্ত ও দাস্যরসে উদ্দীপন হয়, অর্থাৎ তাহার সঙ্কোচ করে না; কিন্তু বাৎসল্য ও সখ্য এবং মধুরকে সঙ্কুচিত করে।

বসুদেব) কৃতসংবন্দনৌ (প্রণিপাতকারী) পুত্রৌ (শ্রীকৃষ্ণবলদেবকে) জগদীশ্বরৌ বিজ্ঞায় (জগদীশ্বর জানিয়া) শঙ্কিতৌ (ভীত হইয়া) ন সস্বজাতে (আলিঙ্গন করেন নাই)।

অনুবাদ।—দুই পুত্র কৃষ্ণ-বলরাম প্রণাম করলেন দেবকী ও বসুদেবকে। তাঁরা কিন্তু তাঁদের জগদীশ্বর জেনে ভয় পেয়ে গেলেন, আর আলিঙ্গন করতে পারলেন না॥ ২৭॥

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য (১) ক্ষমায় করিয়া বিনয়॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ একাদশাধ্যায়ে
একচত্বারিংশদ্দ্বাচত্বারিংশৌ শ্লোকৌ

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ২৮
যচ্চাপহাসার্থমসংকৃতোঽসি
বিহার-শয্যাসন-ভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—[এবমর্জ্জুনঃ সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণং সখায়ম্ শ্রীকৃষ্ণং বিলোক্য সংস্তুত্বা প্রণম্য চ স্বসখ্যস্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রকৃতত্বদনুরূপমনুনয়তি]। হে অচ্যুত তব ইদং মহিমানম্ অজানতা (হে অচ্যুত তোমার এ মহিমা না জানিয়া) ময়া প্রমাদাৎ (আমা কর্তৃক ভ্রম বশে) প্রণয়েন বা অপি (অথবা প্রীতিবশতঃ) সখা ইতি মত্বা প্রসভং (সখা মনে করিয়া সহসা) হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে ইতি যদুক্তং (হে কৃষ্ণ ইত্যাদিরূপে যাহা বলিয়াছি) যৎ চ বিহার-শয্যাসন-ভোজনেষু অপহাসার্থং (শয়ন বিহার ভোজনাদি সময়ে পরিহাস করিয়া) একঃ অথবা তৎসমক্ষম্ অসংকৃতঃ অসি (যখন একা ছিলে কিংবা অন্যের সমক্ষে ছিলে তখন অনাদর করিয়াছি) অহম্ (আমি) অপ্রমেয়ম্ (অচিন্ত্যপ্রভাব) ত্বাং ক্ষাময়ে (তোমাকে ক্ষমার জন্য অনুরোধ করিতেছি)।

অনুবাদ।—সখা ভেবে সহসা তোমাকে যে বলেছি—'হে কৃষ্ণ! হে অচ্যুত! হে যাদব! হে সখা!'—সে শুধুই তোমার মহিমা জানতাম না ব'লে, কিংবা হয়তো বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল—অথবা ভালবাসতাম—তাই। খেলার সময়, শোবার সময়, বসার সময়, খাওয়ার সময় পরিহাস করে কত অনাদর করেছি—একা কিংবা অন্যের সম্মুখে, সে সমস্তই, অচিন্ত্যপ্রভাব তুমি, ক্ষমা কর॥ ২৮-২৯॥

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে কৈল পরিহাস।
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৬০ অং ২৪ শ্লোকঃ

তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধে-
র্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—সুদুঃখ-ভয়-শোক-বিনষ্টবুদ্ধেঃ (অতিশয় দুঃখ, ভয় ও শোকে বিনষ্টবুদ্ধি) তস্যাঃ (রুক্মিণীর) শ্লথদ্বলয়তঃ হস্তাৎ (শিথিলবলয় হস্ত হইতে) ব্যজনং পপাত (ব্যজন খসিয়া পড়িল) বিক্লবধিয়ঃ (জ্ঞানহীনা তাঁহার) দেহঃ চ সহসা এব মুহ্যন্ (দেহও তখনই মোহপ্রাপ্ত হইয়া) কেশান্ প্রবিকীর্য্য (আলু-থালু কেশে) বাতবিহতা (বায়ুতাড়িতা) রম্ভা ইব পপাত (কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হইল)।

অনুবাদ।—অত্যন্ত দুঃখ, ভয় ও শোকে বুদ্ধি বিনষ্ট হওয়ায় তাঁর হাত থেকে পাখা পড়ে গেল, বালা খসে গেল। বোধশক্তি অবশ হওয়ায় দেহও সহসা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল—যেমন পড়ে কদলী-তরু (কলাগাছ) ঝড়ের আঘাতে, আর এলিয়ে গেল সমস্ত চুল॥ ৩০॥

কেবলার শুদ্ধপ্রেমা ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজসম্বন্ধ সে মানে (২)॥

---

(১) 'ধার্ষ্ট্য'—প্রগল্‌ভতা।

(২) কেবলা রতির এই রীতি যে, তদ্বিশিষ্ট জন ঐশ্বর্য্য দেখিলেও আপন পুত্রাদি সম্বন্ধই মানে। তবে কিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধানা রতিতে ঐশ্বর্য্য দেখিলে শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মানে, আর কেবলা রতিতে ঐশ্বর্য্য দেখিলে ঈশ্বর বলিয়া না মানিয়া আপন পুত্রাদি করিয়াই মানে।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮ অধ্যায় ৪৫ শ্লোকঃ

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ
সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং
হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—ত্রয্যা (বেদত্রয়ে) উপনিষদ্ভিঃ (উপনিষদে) সাংখ্যযোগৈঃ (সাংখ্যযোগে) সাত্বতৈ (ভক্তিশাস্ত্রে) উপগীয়মানমাহাত্ম্যম্ (সংকীর্ত্তিতমাহাত্ম্য হরিকে) সা (যশোদা) আত্মজং (স্বতনয়) অমন্যত (মনে করিতেন)।

অনুবাদ।—যে কৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করেছে বেদ, উপনিষদ্, সাংখ্য, যোগ ও ভক্তিশাস্ত্রগুলি—সেই কৃষ্ণকে যশোদা আপন পুত্র বলে মনে করতেন ॥ ৩১ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৯ অং ১৪ শ্লোকঃ

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং
মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না
ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥

অন্বয়ঃ।—গোপিকা (যশোদা) অব্যক্তং (জড় ইন্দ্রিয়াদির অগম্য) মর্ত্ত্যলিঙ্গং (গৃহীতমানুষদেহ) অধোক্ষজম্ (অধঃকৃত ইন্দ্রিয়জনিত-জ্ঞান যদ্দ্বারা) তং (কৃষ্ণকে) আত্মজং মত্বা (স্বীয় গর্ভজাত মনে করিয়া) প্রাকৃতং যথা (প্রাকৃত বালকের ন্যায়) দাম্না (রজ্জুর দ্বারা) উলূখলে (উদূখলে) ববন্ধ (বাঁধিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—যাঁকে চক্ষু কর্ণ ইত্যাদির সাহায্যে জানা যায় না, ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান যাঁর কাছে পৌঁছাতে পারে না, তাঁকে নিজের ছেলে, মর্ত্তের মানুষ বলে মনে করে যশোদা গোপী সাধারণের মতন উদূখলে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিলেন ॥ ৩২ ॥

তথাহি—তত্রৈব ১৮ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকঃ

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্
শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ
প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ কৃষ্ণঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) পরাজিতঃ সন্ (খেলায় পরাজিত হইয়া) শ্রীদামানং (শ্রীদামকে) ভদ্রসেনঃ চ বৃষভং (ভদ্রসেন বৃষভকে) প্রলম্বঃ রোহিণীসুতং (প্রলম্ব বলদেবকে) উবাহ (স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—খেলায় হেরে গিয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্ব বলরামকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ॥ ৩৩ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩০ অং ৩৭ শ্লোকঃ

ততো গত্বা বনোদ্দেশং
দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং
নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥
এবমুক্ত প্রিয়ামাহ
স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি ॥ ৩৪ (১)

অন্বয়ঃ।—ততঃ বনোদ্দেশং (তারপর বন প্রদেশে) গত্বা (গিয়া) দৃপ্তা (গর্ব্বিতা রাধিকা) কেশবম্ অব্রবীৎ (কেশবকে বলিলেন) অহং চলিতুং ন পারয়ে (আমি চলিতে পারি না) যত্র তে মনঃ মাং নয় (যেখানে তোমার ইচ্ছা আমাকে লইয়া যাও)। এবম্ উক্তঃ (এরূপ কথিত হইয়া) স্কন্ধ আরুহ্যতাং (আমার স্কন্ধে আরোহণ কর) ইতি প্রিয়াম্ আহ (ইহা প্রিয়াকে বলিলেন)।

অনুবাদ।—সেখান থেকে বনের দিকে গিয়ে গর্ব্বিতা রাধা বললেন—আমি আর চলতে পারি না, আমায় যেখানে খুশি নিয়ে চল। প্রিয়া একথা বললে, তিনি বললেন—আমার কাঁধে চড় ॥ ৩৪ ॥

(১) কোন কোন পুস্তকে এইভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ।
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ ॥
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥

তথাহি—তত্রৈব ১০ স্কং ৩১ অং
১৬ শ্লোকঃ

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব! যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—অচ্যুত, গতিবিদঃ (হে অচ্যুত আমাদের আগমনের কারণাভিজ্ঞ) তব উদ্গীত-মোহিতাঃ (তোমার উচ্চ বেণুগীতে মোহিতা) 'বয়ং' পতিসুতান্বয়-ভ্রাতৃবান্ধবান্ (পতিপুত্র ভ্রাতা ও বান্ধবদিগকে) অতিবিলঙ্ঘ্য (অবহেলা করিয়া) তে (তব) অন্তি (নিকটে) আগতাঃ (উপস্থিত হইয়াছি) কিতব (শঠ) নিশি কঃ যোষিতঃ ত্যজেৎ (রাত্রিতে কোন্ ব্যক্তি রমণীকে পরিত্যাগ করে)।

অনুবাদ।—হে অচ্যুত! আমরা কেন এসেছি সে তুমি ভাল করেই জানো। তোমার গানে মোহিত হয়ে আমরা স্বামী, পুত্র, জ্ঞাতি, ভাই, বন্ধু —সবাইকে উপেক্ষা করে তোমার কাছেই এসেছি। শঠ! রাত্রে রমণীকে ত্যাগ করে কে? ৩৫ ॥

শান্তরসে স্বরূপ বুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতা।
"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" এই শ্রীমুখ-গাথা ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে
শান্তভক্তিরসলহর্য্যাম্ ৩।১।২২

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধে-
রিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধে-
রেতাং শান্তরতিং বিনা ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা (বুদ্ধির আমাতে নিষ্ঠাই) শমঃ (শম) ইতি শ্রীভগবদ্বচঃ (এইটি শ্রীভগবানের বাক্য) এতাং শান্তরতিং বিনা বুদ্ধেঃ তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা (অতএব শান্তরতি না জন্মিলে বুদ্ধির ভগবন্নিষ্ঠা অসম্ভব)।

অনুবাদ।—ভগবান্ বলেছেন—'ভগবানে স্থির মতিকেই শম বলে।' শান্তরতি না হলে ভগবানে মতি স্থির হওয়া কঠিন ॥ ৩৬ ॥

তথাহি—ভাঃ (১১।১৯।৩৬)

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধে-
র্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসম্মর্ষো
জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা (বুদ্ধির আমাতে নিষ্ঠতাই) শমঃ (শম) ইন্দ্রিয়সংযমঃ (ইন্দ্রিয়সংযমই) দমঃ (দম) দুঃখসম্মর্ষঃ (দুঃখ সহ্য করাই) তিতিক্ষা (তিতিক্ষা) জিহ্বোপস্থজয়ঃ (জিহ্বা ও উপস্থের জয়ই) ধৃতিঃ (ধৃতি)।

অনুবাদ।—আমাতে (ভগবানে) যদি স্থির মতি হয় তাকে বলে শম। ইন্দ্রিয় দমনের নাম দম। দুঃখ সহ্য করাকে তিতিক্ষা বলে। জিহ্বা ও জননেন্দ্রিয়ের সংযমই ধৃতি ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার(১) কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত, কৃষ্ণভক্ত, এক জানি ॥
স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।
'কৃষ্ণনিষ্ঠা' তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ স্কং ১৭ অং ২৮ শ্লোকঃ

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ৩৮ ॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৯ম পরিচ্ছেদে ২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩৮ ॥

এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূতগণে (২) ॥
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন (৩)।
পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥

---

(১) কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ—অন্য বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণেই এই বাসনা—এইটি শান্তিরতির কার্য্য। অতএব, কার্য্যদ্বারা শান্তিরতি অনুমিত হয় বলিয়া শান্ত, শান্তি-রতির আশ্রয়কে কৃষ্ণভক্ত বলিয়া জানি।

(২) 'ভূতগণে'—বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীতে।

(৩) 'শান্তের স্বভাব ইত্যাদি'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি তাঁর দাস ইত্যাদি প্রকার কোন

কেবল স্বরূপ-জ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে (১) ॥
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসের হয় দুই গুণ ॥
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময় ॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান (২) সখ্য গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিন (৩) ॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্ ॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহাঁ নাম্ন পালন ॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার।
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার ॥
আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য-জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥
সে অমৃতানন্দে ভক্তসহ ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণ ভক্তবশ গুণ কহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে ॥

সম্বন্ধলেশ নাই, কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিদানন্দময় স্বরূপ ও চিদৈশ্বর্য্য অনুভব করিয়া কৃষ্ণে নিষ্ঠা ও তদিতর বস্তুতে তৃষ্ণাত্যাগী হয়।

(১) ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞান দাস্যে (অর্থাৎ দাস্যরসে) হয়, সুতরাং শান্তরস অপেক্ষা প্রভু বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে মমতা দাস্যরসের কার্য্য। কিন্তু সেই প্রভু বলিয়া মমতার মধ্যে ঈশ্বরজ্ঞান নিমিত্ত প্রচুর সম্ভ্রম হয়। সম্ভ্রম সময়ে অভীষ্ট সেবাবিষয়ে সঙ্কোচ জন্মিয়া থাকে।

(২) 'বিশ্রম্ভ'—সঙ্কোচবিহীন পরস্পর সর্ব্বপ্রকারে আপনার যে অভেদ প্রতীতি, তাহার নাম বিশ্রম্ভ।

(৩) 'চিন'—চিহ্ন।

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১৬ বিলাসে ৯৯ অঙ্কধৃতপদ্মপুরাণবচনম্

ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্ত্বাং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—ইতি ঈদৃক্-স্বলীলাভিঃ (এবংবিধ আপন লীলার দ্বারা) স্বঘোষং (আপন ব্রজবাসিগণকে) আনন্দকুণ্ডে নিমজ্জন্তং (আনন্দকুণ্ডে নিমজ্জনকারী) তদীয়েশিতজ্ঞেষু (তোমার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানীদিগকে) ভক্তৈঃ জিতত্বং (ভক্তগণকর্ত্তৃক তোমার পরাজয়) আখ্যাপয়ন্তং (খ্যাপনকারী) ত্বাং প্রেমতঃ (তোমাকে প্রেমবশতঃ) শতাবৃত্তি পুনঃ বন্দে (শত শতবার পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি)।

অনুবাদ।—ব্রজবাসীদের সঙ্গে তুমি নানা লীলাখেলা করে তাদের ডুবিয়ে রেখেছ আনন্দের সরোবরে। যারা তোমায় ঈশ্বর বলে জানে ও উপাসনা করে তাদের তুমি দেখিয়েও দিয়েছ যে ভক্তের অধীন তুমি কতখানি। প্রেমভক্তিতে আবার তোমায় শতবার বন্দনা করি ॥ ৩৯ ॥

মধুর-রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয় ॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ (৪) ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥
এই মত মধুরে সব ভাব-সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্‌দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন ॥

(৪) সমস্ত ভক্তিরসের গুণ মধুরভক্তিরসে পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে। কৃষ্ণনিষ্ঠা শান্তির গুণ, সেবা দাস্যের গুণ, সঙ্কোচবিহীন ভালবাসা সখ্যের গুণ, লালন ও মমতাধিক্য বাৎসল্যের গুণ, নিজাঙ্গ দিয়া সেবা নিজগুণ, এই পাঁচটি মধুর রসের গুণ।

ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু পারে॥
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন॥
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন।
তবে তাঁর পদে রূপ কৈল নিবেদন॥
আজ্ঞা হয় আইসো মুঞি শ্রীচরণ-সঙ্গে।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ-তরঙ্গে॥
প্রভু কহে তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন।
নিকট আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া॥
তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকোতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া তেঁহো তাহাঞি পড়িলা॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র (১) তাঁরে ঘরে লৈয়া গেলা।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেতে চলিলা॥
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাণসী।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহিরে আসি॥
রাত্রে তেঁহো স্বপ্ন দেখে প্রভু আইলা ঘরে।
প্রাতঃকালে আসি রহে গ্রামের বাহিরে॥
আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা।
আনন্দিত হঞা নিজগৃহে লঞা গেলা॥
তপন মিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা।
ইষ্টগোষ্ঠী করি প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা॥

(১) বল্লভ ভট্ট।

নিজঘরে লঞা প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল॥
ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র কহে পায়ে ধরি।
এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ কৃপা করি॥
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি।
মোর ঘরে বিনা ভিক্ষা না করিবে কতি॥
প্রভু জানেন দিন পাঁচ সাত সে রহিব।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাঁহো না করিব॥
এত জানি তার ভিক্ষা করিল অঙ্গীকার।
বাসা নিষ্ঠা (২) করিল চন্দ্রশেখরের ঘর॥
মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আসি তাঁহারে মিলিলা।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি কৃপা প্রকাশিলা॥
মহাপ্রভু আইলা শুনি শিষ্ট শিষ্ট জন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আসি করে দরশন॥
শ্রীরূপ উপরে প্রভুর যৈছে কৃপা হৈল।
অত্যন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিল॥
শ্রদ্ধা করি এই কথা যেই জন শুনে।
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্যচরণে॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহোনাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

(২) 'বাসা নিষ্ঠা'—বাসস্থান স্থির।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাদ্
ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ। -অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং (অনন্ত অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য-শালী) শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং বন্দে (শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে প্রণাম করি) যৎপ্রসাদাৎ (যাঁহার কৃপায়) নীচোঽপি (নীচ ব্যক্তিও) ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ (ভক্তিশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক) স্যাৎ (হয়)।

অনুবাদ।—অনন্ত ও অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য যার সেই চৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি। তার কৃপায় নীচ ব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্র লিখে তা প্রচলন করতে পারে॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এথা গৌড়ে আছে সনাতন বন্দিশালে।
শ্রীরূপ গোঁসাঞির পত্রী আইল হেনকালে॥
পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবন রক্ষক পাশ কহিতে লাগিলা॥
তুমি এক জিন্দাপীর (১) মহাভাগ্যবান্।
কেতাব কোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান॥
এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজ ধন দিয়া।
সংসার হৈতে তারে মুক্ত করেন গোঁসাঞা॥
পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার॥
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব কর অঙ্গীকার।
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার॥
তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয়।
তোমারে ছাড়িয়ে কিন্তু করি রাজভয়॥
সনাতন কহে তুমি না কর রাজভয়।
দক্ষিণ গিয়াছে যদি নেউটি (২) আইসয়॥
তাহাকে কহিও সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল॥
অনেক দেখিল তার লাগি না পাইল।
দাড়ুকা (৩) সহিত ডুবি কাঁহা বহি গেল॥
কিছু ভয় নাহি আমি এ দেশে না রব।
দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব॥
তথাপি যবনমন প্রসন্ন না দেখিল।
সাতহাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল॥
লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্র্যে গঙ্গা পার কৈল দাঁড়ুকা কাটিয়া॥
গড়িদ্বার পথ(৪) ছাড়িল নারে তাহা যাইতে।
রাত্রিদিনে চলি আইল পাতড়া পর্ব্বতে(৫)॥
তথায় এক ভূমিক (৬) হয় তার ঠাঞি
গেলা।
পর্ব্বত পার কর আমা গিনতি করিলা॥
সেই ভূঞার সঙ্গে হয় হাতগণিতা (৭)।
ভূঞা কাণে কহে সেই জানি এক কথা॥

---

(১) 'জিন্দাপীর'—জীবিত সিদ্ধপুরুষ, তপস্যা দ্বারা ভুবনজয়ী।

(২) 'নেউটি'—ফিরিয়া।

(৩) 'দাড়ুকা'—বেড়ি, বন্ধন-শৃঙ্খল বিশেষ।

(৪) 'গড়িদ্বার পথ'—তৎকালে গৌড় নগরের গড়ের দ্বার হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত রাজপথ ছিল, তাহাকে সাধারণে গড়িদ্বার পথ বলিত।

(৫) গড়িদ্বার নামক স্থানে রাজপ্রহরী থাকায় রাজবন্দী ব্যক্তি পলাইতে পারে না, সেইজন্য গড়িদ্বার পথে যাইতে না পারিয়া তৎপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাতড়া নামক পর্ব্বতে যান।

(৬) 'ভূমিক'—ভূঞানামক জাতিবিশেষ অথবা জমিদার।

(৭) 'হাতগণিতা'—যে হস্ত গণনা করিয়া সমস্ত বিষয় বলিতে পারে।

ইহার ঠাঁঞি সুবর্ণের অষ্ট মোহর হয়।
শুনি আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয় ॥
রাত্রে পর্ব্বত পার করিব নিজলোক দিয়া।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া ॥
এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান।
সনাতন আসি তবে কৈল নদী-স্নান ॥
দুই উপবাসে কৈল রন্ধন ভোজনে।
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল মনে ॥
এই ভূঞা কেনে মোরে সম্মান করিল।
এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল ॥
তোমার ঠাঁঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয়।
ঈশান কহে মোর ঠাঁঞি সাত মোহর হয় ॥
শুনি সনাতন তারে করিল ভর্ৎসন।
সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল যম ॥
তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া।
ভূঞা কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া ॥
এই সাত স্বর্ণ মোহর আছিল আমার।
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি কর মোরে পার ॥
রাজবন্দী আমি গড়িদ্বার যাইতে না পারি।
পুণ্য হবে পর্ব্বত আমা দেহ পার করি ॥
ভূঞা হাসি কহে আমি জানিয়াছি পহিলে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক আঁচলে ॥
তোমা মারি মোহরই আজি লৈতাম রাত্র্যে।
ভালই হৈল কহিলা তুমি ছুটি পাপ হৈতে ॥
সন্তুষ্ট হইলাম আমি মোহর না লইব।
পুণ্য লাগি পর্ব্বত তোমা পার করি দিব ॥
গোঁসাঞি কহে কেহো দ্রব্য লইবে আমা মারি।
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি ॥
তবে গোসাঞি সঙ্গে ভূঁয়া চারিপাইক দিল।
রাত্র্যে রাত্র্যে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল ॥
পার হঞা গোঁসাঞি তবে পুছিল ঈশানে।
জানি শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমা স্থানে ॥
ঈশান কহে এক মোহর আছে অবশেষ।
গোঁসাঞি কহে মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ ॥
তারে বিদায় দিয়া গোঁসাঞি চলিলা একলা।
হাতে করোয়া (১) ছিঁড়া কন্থা নির্ভয় হইলা ॥
চলি চলি গোঁসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে।
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান ভিতরে ॥
সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তার নাম।
গোঁসাঞির ভগিনীপতি করে রাজকাম ॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তাঁর সনে।
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাৎসার স্থানে ॥
টুঙ্গির উপর বসি সেই গোঁসাঞিকে দেখিল।
রাত্র্যে একজন সঙ্গে গোঁসাঞি পাশ আইল ॥
দুই জন মিলি তথা ইষ্ট-গোষ্ঠী (২) কৈল।
ছুটিবার বাত গোঁসাঞি সকলই কহিল ॥
তেঁহো কহে দিন দুই রহ এই স্থানে।
ভদ্র কর, ছাড় এই মলিন বসনে ॥
গোঁসাঞি কহে একক্ষণ ইহা না রহিব।
গঙ্গা পার করি দেহ এখনি চলিব ॥
যত্ন করি তেঁহো এক ভোটকম্বল (৩) দিল।
গঙ্গা পার করি দিল গোঁসাঞি চলিল ॥
তবে বারাণসী গোঁসাঞি আইল কত দিনে।
শুনি আনন্দিত হৈল প্রভুর আগমনে ॥
চন্দ্রশেখর ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা।
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা ॥
দ্বারে এক বৈষ্ণব হয়, বোলাহ তাঁহারে।
চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব নাহিক দুয়ারে ॥
দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি প্রভুরে কহিল।
কেহ হয় ? করি প্রভু তাঁহারে পুছিল ॥
তেঁহো কহে এক দরবেশ আছে দ্বারে।
তাঁরে আন, প্রভুবাক্যে কহিল আসি তাঁরে ॥

(১) 'করোয়া'—জলপাত্রবিশেষ।
(২) 'ইষ্ট-গোষ্ঠী'—কৃষ্ণ-কথা।
(৩) 'ভোটকম্বল'—ভোটদেশীয় কম্বল।

প্রভু তোমায় বোলায় আইস দরবেশ।
শুনি আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ॥
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
প্রভু স্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন।
মোরে না ছুঁইহ কহে গদগদ বচন॥
দুই জনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার॥
তবে প্রভু তাঁরে হাতে ধরি লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপরে আপন পাশে বসাইলা॥
শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ-সম্মার্জ্জন।
তেঁহো কহে মোরে প্রভু না কর স্পর্শন॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ১৩ অং ১০ শ্লোকঃ

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলার ১ম পরিচ্ছেদে ৩২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১০ বিলাসে ৯১ অঙ্কধৃতম ইতিহাস-সমুচ্চয়োক্তভগবদ্বাক্যম্

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী
মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং
স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥ ৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৯শ পরিচ্ছেদে ২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কং ৯ অং ১০ শ্লোকঃ

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—অরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ (অরবিন্দনাভ শ্রীকৃষ্ণের পদকমল হইতে বিমুখ) দ্বিষড়্-গুণযুতাৎ (দ্বাদশগুণযুক্ত) বিপ্রাৎ (ব্রাহ্মণ হইতে) তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং (শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পিত মনপ্রাণবাক্যচেষ্টাদি যাঁহার) শ্বপচং (চণ্ডালকে) বরিষ্ঠং (শ্রেষ্ঠ) মন্যে (মনে করি)। সঃ (তিনি) কুলং (কুলকে) পুনাতি (পবিত্র করেন) তু (কিন্তু) ভূরিমানঃ (অতিসম্মানিত ব্রাহ্মণ) ন (না)।

অনুবাদ।—ধর্ম্ম সত্য ইত্যাদি বারোটি গুণ যে ব্রাহ্মণের, সে যদি পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল থেকে বিমুখ হয়, তবে তার চেয়েও সম্মানের পাত্র হবে চণ্ডাল, যে শ্রীকৃষ্ণে সঁপে দিয়েছে তার মন, বাক্য, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ। সেই চণ্ডালই বংশকে পবিত্র করে—মান-গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ নয়॥ ৪॥

তোমা দেখি তোমা স্পর্শি গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয় ফল এই শাস্ত্র নিরূপণ॥

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে ১৩ অধ্যায়ে ২ শ্লোকঃ

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি
তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে॥ ৫

অন্বয়ঃ।—ত্বাদৃশদর্শনং হি (তোমার মত লোকের দর্শনই) অক্ষ্ণোঃ (নয়নের) ফলং (ফল) ত্বাদৃশগাত্র-সঙ্গঃ (তোমার মত লোকের দেহের স্পর্শ) তন্বাঃ (দেহের) ফলং (ফল) ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি জিহ্বাফলং (তোমার মত লোকের গুণাদিকীর্ত্তন জিহ্বার ফল) হি (যেহেতু) লোকে (লোক মধ্যে) ভাগবতাঃ (ভগবানের ভক্ত) সুদুর্ল্লভাঃ (অত্যন্ত দুর্লভ)।

অনুবাদ।—তোমার মত লোককে দেখেই চোখ সার্থক হয়, ছুঁলে শরীর সার্থক হয়, তোমার মত লোকের গুণের কথা বললে জিহ্বা সার্থক হয়; কেন না তোমার মত ভগবদ্ভক্ত লোক পাওয়া অত্যন্ত কঠিন॥ ৫॥

এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিতপাবন॥
মহারৌরব (১) হৈতে তোমা করিল উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥

---

(১) 'মহারৌরব'—অতি ক্রূর প্রাণিবিশেষকে

সনাতন কহে কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি॥
কেমনে ছুটিলা বলি প্রভু প্রশ্ন কৈল।
আদ্যোপান্ত সব কথা তেঁহো শুনাইল॥
প্রভু কহে তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা।
রূপ অনুপম দোঁহে বৃন্দাবন গেলা॥
তপন মিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরে।
প্রভু আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে॥
তপন মিশ্র তবে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভু কহে ক্ষৌর করাহ, যাহ সনাতন॥
চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া।
এই বেশ দূর কর, যাহ ইহা লঞা॥
ভদ্র করাইয়া তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল।
শেখর আনিঞা তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল॥
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার॥
মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে।
সনাতন লঞা গেলা তপন মিশ্র ঘরে॥
পাদ-প্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে বসিলা।
সনাতনে ভিক্ষা দেহ মিশ্রেরে কহিলা॥
মিশ্র কহে সনাতনের কিছু কৃত্য আছে।
তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিল।
মিশ্র, প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিল॥
মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বসন।
বস্ত্র নাহি নিল তেঁহো কৈল নিবেদন॥
মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন।
নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন॥
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল।
তেঁহো দুই বহির্ব্বাস কৌপীন করিল (১)॥

মহারাষ্ট্রী দ্বিজে প্রভু মিলাইলা সনাতনে।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা নিমন্ত্রণে॥
সনাতন তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে॥
সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা নিব॥
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোট-কম্বল পানে প্রভু চাহে বারেবার॥
সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায়॥
এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে।
এক গৌড়িয়া কান্থা দিয়াছে শুকাইতে॥
তারে কহে আরে ভাই কর উপকারে।
এই ভোট লঞা এই কান্থা দেহ মোরে॥
সেই কহে হাস্য কর প্রামাণিক (২) হঞা।
বহু মূল্য ভোট কেনে দিবে কান্থা লঞা॥
তেঁহো কহে হাস্য নহে কহি সত্যবাণী।
ভোট লহ তুমি মোরে দেহ কান্থা খানি॥
এত বলি কান্থা লৈল ভোট তারে দিয়া।
গোঁসাঞির ঠাঁঞি আইলা কান্থা গলে দিয়া॥
প্রভু কহে তোমার ভোট-কম্বল কোথা গেল।
প্রভুপদে সব কথা গোঁসাঞি কহিল॥
প্রভু কহে ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়ভোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার॥
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥

রুরু বলে, এই প্রাণী যে নরকে পাপীকে দংশন করে, তাহাকে রৌরব বলে। 'মহারৌরব হৈতে'—রৌরব তুল্য সংসার হইতে।

(১) বর্ণাশ্রমধর্ম্মত্যাগী পরমৈকান্তিকের এই বেশ। এই বেশ গ্রহণে মন্ত্র বা গুরুর অথবা নূতন বস্ত্রাদির প্রয়োজন নাই; কেবল কোন মহাত্মার পরিধেয় বস্ত্র লইয়া কৌপীন ও বহির্ব্বাস করিয়া পরিধান করিলেই বেশগ্রহণ হয়। শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীতপন মিশ্রের পরিধেয় বস্ত্র যাচ্ঞা পূর্ব্বক কৌপীন বহির্ব্বাস করিয়া পরিধান দ্বারা তাহাই দেখাইলেন। এই বেশের অপভ্রংশ—ভেক।

(২) 'প্রামাণিক'—পণ্ডিত।

তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয় লোকে করে উপহাস॥
গোঁসাঞি কহে যে খণ্ডিল কুবিষয়-ভোগ।
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়-রোগ॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু তারে কৃপা কৈল।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল॥
পূর্ব্বে যৈছে রায়-পাশ প্রভু প্রশ্ন কৈল।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তার উত্তর দিল॥
ইঁহা প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।
আপনে মহাপ্রভু করে তত্ত্ব নিরূপণ॥

চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থকারস্য বাক্যম্

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈ-
শ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ম্।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ
কৃপয়োপদিদেশ সঃ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—স ঈশঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) কৃপয়া (কৃপা করিয়া) সনাতনায় (সনাতনকে) কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-ভক্তিরসাশ্রয়ং (শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও ভক্তি রসের আশ্রয় স্বরূপ) তত্ত্বং (যাথার্থ্যতা) উপদিদেশ (উপদেশ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপা করেই সনাতনকে কৃষ্ণের স্বরূপ, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, ভক্তি ও রস বিষয়ে তত্ত্ব উপদেশ দিয়েছিলেন॥ ৬॥

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা॥
নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য-ব্যবহারে (১) পণ্ডিত তাই সত্য মানি॥
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার॥

কে আমি কেনে আমারে জারে
তাপত্রয় (২)।
ইহা নাহি জানি আমি কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥
প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয়॥
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৪৭ অঙ্কে

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায়
যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ
সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—সদ্ধর্ম্মস্য (ভাগবতধর্ম্মের) অববোধায় (তত্ত্বজ্ঞানের জন্য) যেষাং মতিঃ নির্ব্বন্ধিনী (যাঁহাদের বুদ্ধি অচঞ্চল) তেষাম্ অভীপ্সিতঃ (তাঁহাদের বাঞ্ছিত) সর্ব্বার্থঃ অচিরাৎ এব সিধ্যতি (সকল বিষয় অবিলম্বে সিদ্ধ হয়)।

অনুবাদ।—ভাগবত ধর্ম্ম জানার জন্য যাদের স্থির নিষ্ঠা, তাদের আকাঙ্ক্ষার সব কিছুই শীঘ্রই লাভ হয়ে থাকে॥ ৭॥

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে॥

(১) 'গ্রাম্য ব্যবহারে'—বৈষয়িক রীতিতে।

(২) "কে আমি কেনে আমারে জারে তাপত্রয়।" 'তাপত্রয়'—আধ্যাত্মিক (শিরোরোগাদির জন্য) আধিভৌতিক (মৃগপক্ষ্যাদি জন্য) ও আধিদৈবিক (শীতোষ্ণাদি জন্য)। তাপত্রয় যে আমাকে জীর্ণ করে, সেই আমি কে? অর্থাৎ আমি বলিতে যে জীব, এই জীবের স্বরূপ কি? এবং আমাকে (জীবকে) ত্রিতাপই বা ভোগ করায় কে?

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস (১)।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ (২)॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয় (৩)।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে ১।২২।৫৪

একদেশস্থিতস্যাগ্নে-
র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তি-
স্তথেদমখিলং জগৎ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—একদেশস্থিতস্য (এক স্থানে অবস্থিত) অগ্নেঃ (অগ্নির) জ্যোৎস্না (প্রভা) যথা বিস্তারিণী (যেমন ব্যাপনশীলা) তথা পরস্য ব্রহ্মণঃ (সেইরূপ পরম ব্রহ্মের) শক্তিঃ (শক্তি) ইদম্ অখিলং জগৎ (এই সমগ্র জগৎ)।

অনুবাদ।—আগুন এক জায়গায় থাকে, কিন্তু তার আলো চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। তেমনি ব্রহ্ম ঠিকই থাকেন, শুধু তাঁর শক্তিতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়॥ ৮॥

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি (৪)॥

তথাহি—তত্রৈব ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য ৬ অংশে ৭ম অধ্যায়ে ৬১ শ্লোকঃ

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা
ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা
তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৯॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকঃ

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং
প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো!
যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ১০॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১০॥

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ (৫)॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২ অং ৩৭ শ্লোকঃ

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ ১১

---

(১) অনাদি কাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত সকল সময়ই জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, অতএব নিত্যবদ্ধ জীবগণও মায়ার অধীন অবস্থায় আপনাকে ভুলিলে অর্থাৎ 'আমি কৃষ্ণদাস' এই জ্ঞান হারাইলেও অভিজ্ঞ জন কৃষ্ণদাস বলিয়া তাঁহাদিগকে অনুভব করেন।

(২) যে শক্তি অন্তরঙ্গাও নহে বহিরঙ্গাও নহে, তাহাকে তটস্থা কহে। এই তটস্থা শক্তির অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ হইতে পারে, এবং ভগবানের সহিত কোন অংশে অভেদ ও কোন অংশে ভেদ হয়।

(৩) সূর্য্যের বহিশ্চর কিরণ সকল, সূর্য্য হইতে তেজোরূপে অভিন্ন এবং ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া সূর্য্য-সম্মুখে যাইতে অসমর্থ হয় বলিয়া সূর্য্য হইতে ভিন্ন; এবং অগ্নিজ্বালাচয় (অগ্নিস্ফুলিঙ্গসমূহ) অগ্নি হইতে তেজোরূপে অভিন্ন এবং তাহা হইতে পৃথক্ হইয়া অন্ধকারে পতিত হয় বলিয়া ভিন্ন। এরূপ—জীব-সকল চিদানন্দাংশে ভগবান্ হইতে অভিন্ন এবং মায়ার মুগ্ধ হইয়া ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ করিতে পারে না এ কারণ ভিন্ন। 'জ্বালাচয়'—কিরণ-সমূহ।

(৪) 'চিচ্ছক্তি'—অন্তরঙ্গা। 'জীবশক্তি'—তটস্থা। 'মায়াশক্তি'—বহিরঙ্গা।

(৫) অনাদি-বহির্ম্মুখ অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিস্মরণ নিমিত্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ। সেই বহির্ম্মুখ জীবের উপর অনাদিকাল হইতে ভগবান মায়াকে

অন্বয়ঃ।—ঈশাৎ অপেতস্য (ভগবদ্বিমুখ জনের) তস্মায়য়া অস্মৃতিঃ (শ্রীভগবানের মায়ায় স্বরূপের বিস্মরণ জন্মে) ততঃ বিপর্য্যয়ঃ (তাহা হইতে বিপরীত বুদ্ধি) ততঃ দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ (তাহা হইতে অন্য বিষয়ে দৃঢ়-মনোযোগবশত) ভয়ং স্যাৎ (সংসারভয় জন্মে) অতঃ বুধঃ (সেইজন্য পণ্ডিত জন) গুরু-দেবতাত্মা 'সন্' (গুরুই দেবতা এইরূপ মনে করিয়া) একয়া ভক্ত্যা (অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা) ঈশং তম্ আভজেৎ (সেই ভগবান্‌কে সম্যক্‌রূপে ভজনা করেন)।

অনুবাদ।—ঈশ্বর থেকে যে দূরে সরে গেছে সে ঈশ্বরকে ভুলে গেছে, ভুলে গেছে নিজের স্বরূপ। ফলে শরীরটাকেই সে আত্মা বলে ভাবছে। তার ফলে ভগবান্ ছাড়া অন্য বস্তুতে তার অভিলাষ জন্মেছে। তা থেকে এসেছে মৃত্যুভয়। এ সমস্তই ঈশ্বরের মায়াতেই সম্ভব হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি তাই গুরুকেই দেবতা ও আত্মা বলে জেনে ভক্তি দিয়ে ঈশ্বরের ভজনা করেন॥ ১১॥

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে
চতুর্দ্দশশ্লোকঃ

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি
তে॥ ১২

অন্বয়ঃ।—মম এষা দৈবী গুণময়ী (আমার এই অলৌকিকী ত্রিগুণাত্মিকা) মায়া দুরত্যয়া (মায়া দুরতিক্রমণীয়া) হি (প্রসিদ্ধ), যে মাম্ এব প্রপদ্যন্তে (যাঁহারা আমাতেই শরণাপন্ন হন) তে এতাং মায়াং তরন্তি (তাঁহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন)।

অনুবাদ।—এই যে আমার গুণময়ী দেবী মায়া, এঁকে পার হওয়া কঠিন। আমাকে যারা আশ্রয় করে তারাই এই মায়াকে পার হয়ে যেতে পারে॥ ১২॥

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় (১) কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥
শাস্ত্র গুরু আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান (২)॥
বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ ভক্তি প্রাপ্ত্যের সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন॥
কৃষ্ণমাধুর্য্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে আর কৃষ্ণরস আস্বাদন॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখী দেখি পুছয়ে তাহারে॥
তুমি কেন দুঃখী তোমার আছে পিতৃধন।
তোহে না কহিল অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ পুরাণ জীবে কৃষ্ণ-উপদেশে॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ (৩)।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে জানে ধন নাহি পায়।
তবে সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তের উপায়॥
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী (৪) উঠিবে ধন না পাইবে॥

আধিপত্য দিয়াছেন, একারণ ভগবৎপরায়ণা মায়া সেই জীবকে জন্মমরণ-শোক-দুঃখাদি-প্রবাহরূপ সংসার দুঃখ দিতেছে।

(১) 'জীবেরে কৃপায়'—জীবের প্রতি কৃপা করিয়া।

(২) 'আত্মারূপে'—অন্তর্য্যামিরূপে। 'ত্রাতা'—ত্রাণকর্ত্তা।

(৩) 'অনুবন্ধ'—অর্থাৎ ধনই পাইবার যোগ্য। অতএব তাহা সম্বন্ধ।

(৪) 'ভীমরুল'—দংশনে তীব্রদাহকারী কীট-বিশেষ। 'বরুলী'—বোলতা। তৎস্থানীয় কর্ম্ম অর্থাৎ ভীমরুল ও বরুলীতে দংশন করিলে যাদৃশ মহা-যন্ত্রণা পাইতে হয়, এইরূপ কর্ম্মাসক্ত জীবও বিবিধ যন্ত্রণার আকর।

পশ্চিমে খুদিবে তাঁহা যক্ষ (১) এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য় ॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ-অজগরে (২)।
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সবারে ॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের জাড়ি(৩) পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥
ঐছে শাস্ত্র কহে, কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১৪ অং ২০ শ্লোকঃ

ন সাধয়তি মাং যোগো
ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো
যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ১৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১৭ পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১৩ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে একবিংশঃ শ্লোকঃ

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ
শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা
শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—সতাং (সাধুদিগের) আত্মা (আত্মা) প্রিয়ঃ (প্রিয়) অহং (শ্রীকৃষ্ণ) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) একয়া (একমাত্র) ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা) গ্রাহ্যঃ (বশীভূত হই) মন্নিষ্ঠা ভক্তিঃ (আমাতে নিষ্ঠা প্রাপ্ত ভক্তি) শ্বপাকান্ (চণ্ডালদিগকে) অপি সম্ভবাৎ (জন্মদোষ হইতে) পুনাতি (পবিত্র করে)।

অনুবাদ।—সাধুদের প্রিয় আত্মা আমি, একমাত্র শ্রদ্ধা ভক্তির দ্বারাই আমাকে পাওয়া যায়। আমাতে যে নিষ্ঠা তাকেই ভক্তি বলে। এই ভক্তি থাকলে চণ্ডালেও জন্মদোষ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয় ॥ ১৪ ॥

অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ॥
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণপ্রেম উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায় ॥
দারিদ্র্যনাশ ভব-ক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
ভোগ প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম তিন মহাধন ॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তার জ্ঞানে আনুসঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যভিচারিলহর্য্যাং ৪।৭৩ হরিভক্তিবিলাসে ১।৬৮

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগত-
স্তে তে পুরাণাগম-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং
জল্পন্তু কল্পাবধি।

(১) 'যক্ষ'—উপদেববিশেষ। যক্ষস্থানীয় যোগ অর্থাৎ যক্ষ যেমন রক্ষামাত্র করে, আপনিও ভোগ করিতে পারে না ও অন্যকে ভোগ করিতে দেয় না, এইরূপ যোগ-মার্গে পরমাত্মরূপে ভগবানকে যোগিগণ অনুভব করেন মাত্র, কিন্তু আপনি শ্রীভগবন্মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারেন না এবং অন্যকে করিতে দেন না।

(২) 'কৃষ্ণ-অজগর'—কালসর্প। এখানকার দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর এই তিনটি দিক্ দৃষ্টান্তে ক্রমান্বয়ে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ এই তিনটি সাধনকে নির্ণয় এবং ভীমরুল-বরুলী, যক্ষ ও কৃষ্ণ-অজগর এই তিনটি দৃষ্টান্তে স্বর্গ, মুক্তি ও অণিমাদি সিদ্ধি এই তিনটিকে নির্ণয় করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

(৩) পূর্ব্বদিক্ দৃষ্টান্তে ভক্তিকে এবং ধন দৃষ্টান্তে শ্রীকৃষ্ণকে নির্ণয় জানিবেন। কর্ম্মসাধনে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না, কেবল ভীমরুল, বরুলী প্রভৃতির দংশন-যন্ত্রণাবৎ অসুয়াদি যন্ত্রণাময় স্বর্গাদি প্রাপ্তি হয়। জ্ঞানসাধনে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না, কেবল যক্ষবৎ (ভূতাবেশবৎ) নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্তি হয়। যোগসাধনে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না, কেবল কৃষ্ণ-অজগরগ্রস্ত জনের কষ্টবৎ কষ্টকর অণিমাদি সিদ্ধিপ্রাপ্তি হয়। আর ভক্তিসাধনে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।

সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্
বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং
নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—তে তে পুরাণাগমাঃ (সেই সেই পুরাণ ও আগম শাস্ত্র সমূহ) চরাচরস্য (স্থাবরজঙ্গমাত্মক) জগতঃ (জগতের) ব্যামোহায় (অজ্ঞান বর্দ্ধনের জন্য কল্পাবধি (কল্পকাল পর্য্যন্ত) তাং তাম্ (সেই সেই) এব হি দেবতাং (দেবতাকেই) পরমিকাং (শ্রেষ্ঠ।) জল্পন্তু (জল্পনা করুক) পুনঃ সমস্তাগমব্যাপারেষু (পুনরায় সমস্ত আগমের ব্যাপার সমূহ) বিবেচন-ব্যতিকরং নীতেষু (বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিলে) সিদ্ধান্তে এক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ নিশ্চীয়তে (সিদ্ধান্ত অনুসারে একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই নিশ্চিত হয়েন)।

অনুবাদ।—এক এক পুরাণে এক একটি দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এই ভাবে নানান্ পুরাণে নানান্ দেবতা শ্রেষ্ঠ বলে উল্লিখিত হয়েছেন।—হোক না জগতের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই সব শ্রেষ্ঠত্বের জল্পনা—তা শুধু চরাচর জগতের সবাইকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে। সমস্ত শাস্ত্রের বিচার-বিবেচনা শেষ হলে সিদ্ধান্তে সেই এক ভগবান্ বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয়ে থাকেন ॥ ১৫ ॥

গৌণ মুখ্য বৃত্তি, কি অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে (১) ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে ৪২।৪৩ শ্লোকঃ

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে
কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে
নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং
বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্। ১৬

অন্বয়ঃ।—কিং বিধত্তে (কি বিধান করে) কিম্ আচষ্টে (কি প্রকাশ করে) কিম্ অনূদ্য (কাহাকে আশ্রয় করিয়া) বিকল্পয়েৎ (তর্কবিতর্ক করে) ইতি অস্যাঃ (এই সমস্ত বিষয়ে বৃহতী নামক বেদের ছন্দ বিশেষের) হৃদয়ং (তাৎপর্য্য) মৎ (আমা হইতে) অন্যঃ কশ্চন ন বেদ (অপর কেহ জানে না)। মাম্ (আমাকে) বিধত্তে (বিধান করে) মাম্ (আমাকে) অভিধত্তে (প্রকাশ করে) অহং হি (আমিই) বিকল্প্য (তর্কবিতর্ক করিয়া) অপোহ্যতে (নিশ্চিত হই)।

অনুবাদ।—বেদের কর্ম্মকাণ্ডে কি বিধান করা হয়েছে, দেবতাকাণ্ডে কি প্রকাশিত হয়েছে, জ্ঞান-কাণ্ডে কি নিয়ে তর্ক করা হয়েছে—এই সবের মর্ম্ম আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আসলে বেদের কর্ম্মকাণ্ডে আমিই বিহিত হয়েছি, দেবতাকাণ্ডে আমিই প্রকাশিত হয়েছি এবং জ্ঞানকাণ্ডে তর্কযুক্তির দ্বারা আমিই নির্ণীত হয়েছি ॥ ১৬ ॥

[বেদের কর্ম্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের সার কথা ভগবান্]

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার (২)।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর ॥
বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তিকার্য্য হয়।
স্বরূপশক্তি, শক্তিকার্য্যের, কৃষ্ণ সমাশ্রয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতস্য ১০ স্কং ১ শ্লোকে শ্রীধরস্বামিবচনম্

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ১৭

(১) 'গৌণ'—গৌণবৃত্তি এখানে তাৎপর্য্যবৃত্তি। 'মুখ্যবৃত্তি'—অভিধাবৃত্তি অর্থাৎ সাক্ষাৎ রূপে।

'অন্বয়'—তৎসত্ত্বে তৎসত্তা, ব্যতিরেক—তদসত্ত্বে তদসত্তা, অর্থাৎ যেমন মৃত্তিকা ও সুবর্ণের সত্তায় ঘট ও কুণ্ডলের সত্তা ইহাই অন্বয় এবং মৃত্তিকা সুবর্ণের অসত্তায় ঘট ও কুণ্ডলের অসত্তা ইহাই ব্যতিরেক। এইরূপ পরমকারণ শ্রীকৃষ্ণসত্তায় জগতের সত্তা এবং তাহার অসত্তায় জগতের অসত্তা। অর্থ এই—বেদাদি শাস্ত্রসকল কোন স্থানে গৌণবৃত্তিতে, কোন স্থানে মুখ্যবৃত্তিতে, কোন স্থানে অন্বয়ে, কোন স্থানে ব্যতিরেকে ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক এক কৃষ্ণকেই সম্বন্ধ (প্রাপ্য বস্তু) বলিয়াছেন।

(২) 'কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত'—স্ব-স্বরূপ এবং বাসুদেবাদি অনন্তস্বরূপ।

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৭॥

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অং ১ শ্লোকঃ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ১৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ১৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৮॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্য ধাম॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৩ অং ২৮ শ্লোকঃ

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ১৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৯॥

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং দ্বিতীয়াধ্যায়ে ১১ শ্লোকঃ

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ-
স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি
ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ২০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২০॥

ব্রহ্ম, অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকঃ

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ২১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২১॥

পরমাত্মা যিঁহো তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪ অং ৫৫ শ্লোকঃ

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্ব-
মাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র
দেহীবাভাতি মায়য়া॥ ২২

অন্বয়ঃ।—ত্বম্ এনং কৃষ্ণম্ (তুমি এই কৃষ্ণকে) অখিলাত্মনাং (অখিল আত্মার) আত্মানম্ অবেহি (আত্মা বলিয়া জানিবে) সঃ অপি জগদ্ধিতায় (সেই কৃষ্ণ জগতের হিতের নিমিত্ত) অত্র মায়য়া দেহী ইব আভাতি (এই জগতে যোগমায়ার সাহায্য দেহধারীর ন্যায় প্রতীত হইতেছেন)।

অনুবাদ।—এই কৃষ্ণকে তুমি সমস্ত আত্মার পরমাত্মা বলে জেনো। জগতের মঙ্গলের জন্য সেই তিনিই পরম পুরুষ হ'য়েও এখন সাধারণ মানুষের মতন প্রকাশিত হয়েছেন—যোগমায়াকে আশ্রয় করে॥ ২২॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ১০ অং ৪২ শ্লোকঃ

অথবা বহুনৈতেন
কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন-
মেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ২৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ১ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৩॥

ভক্ত্যে (১) ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥

(১) 'ভক্ত্যে'—ভক্তিদ্বারা।

বাম্য স্বভাবে উঠে মান নিরন্তর।
তাঁর বাম্যে বাড়ে কৃষ্ণের আনন্দসাগর॥

স্বয়ংরূপ তদেকাত্মরূপ আবেশ (১) নাম।
প্রথমেই তিনরূপে রহে ভগবান্ ॥
স্বয়ংরূপে স্বয়ংপ্রকাশ, দুইরূপে (২) স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপ এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি ॥
প্রাভব, বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে ॥
মহিষী-বিবাহে হৈলা মূর্ত্তি বহুবিধ।
প্রাভব প্রকাশ এই শাস্ত্র পরসিদ্ধ ॥
সৌভর্য্যাদি (৩) প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৬৯ অং ২ শ্লোকঃ

চিত্রং বতৈতদেকেন
বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং
স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ২৭

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদে ৩৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সেই বপু, সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।
ভাবাবেশ ভেদে নাম বৈভব প্রকাশে ॥
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ।
আকার, বর্ণ, অস্ত্র ভেদে নাম বিভেদ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪০ অং ৭ শ্লোকঃ

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো
বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ
বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—অন্যে চ (সাংখ্য-যোগ-বেদমার্গাবলম্বিগণ ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়) সংস্কৃতাত্মানঃ (দীক্ষাদি গ্রহণে বিশুদ্ধচিত্ত) ত্বন্ময়াঃ 'সন্তঃ' (ঐকান্তিকরূপে তোমাকে ধ্যান করিয়া) তে অভিহিতেন (তোমার দ্বারা কথিত) বিধিনা (বিধি অনুসারে) বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ (বহু স্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়াও স্বরূপতঃ একই মূর্ত্তিবিশিষ্ট) ত্বাম্ যজন্তি (তোমাকে ভজনা করে)।

অনুবাদ।—অন্যান্য যে সকল লোকের মন দীক্ষা ইত্যাদি দ্বারা বিশুদ্ধ হয়েছে তাঁরা তোমার দ্বারা কথিত বিধি অনুসারেই, বহুরূপ হয়েও একরূপ যে তুমি, সেই তোমাকে একাগ্র মনে আরাধনা করেন ॥ ২৮ ॥

বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান ॥
বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ।
দ্বিভুজস্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ ॥
যে কালে দ্বিভুজ নাম প্রাভবপ্রকাশ (৪)।
চতুর্ভুজ হৈল নাম বৈভব বিলাস ॥
স্বয়ংরূপে গোপবেশ গোপ অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ আমি ক্ষত্রিয় জ্ঞান ॥
সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ্য, বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহাঁ অধিক উল্লাস ॥
গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয়ে লোভ ॥

(১) 'স্বয়ংরূপ'—নন্দ-নন্দনস্বরূপে স্বতঃসিদ্ধ যে কৃষ্ণরূপ, তাহাকে স্বয়ংরূপ বলে। 'তদেকাত্ম-রূপ'—যে রূপটি স্বয়ংরূপ হইতে অভিন্নরূপে বিরাজ করেন, কিন্তু আকৃতি, বেশ এবং চরিতাদিতে অন্যপ্রকার, তাঁহাকে তদেকাত্মরূপ বলে। 'আবেশ'—ভগবান্ জ্ঞানশক্তি প্রভৃতির অংশ দ্বারা যে জীবে আবিষ্ট হন, সেই মহত্তম জীবকে আবেশ বলে।

(২) 'দুই রূপে'—তদেকাত্মরূপে এবং আবেশ-রূপে।

(৩) 'সৌভরি'—ঋষিবিশেষ। 'আদি'—প্রভৃতি।

(৪) 'প্রাভবপ্রকাশ'—দ্বিভুজে আকৃত্যাদির ভেদ না থাকায় দেবকীনন্দন কৃষ্ণের প্রাভব প্রকাশ।

তথাহি—ললিতমাধবে চতুর্থাঙ্কে
ঊনবিংশঃ শ্লোকঃ

উদ্গার্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমল-
স্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত সমক্ষয়ন্ মুহুরসৌ
চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং
সত্যং সখে! মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য সরূপতাং ব্রজবধূ-
সারূপ্যমন্বিচ্ছতি॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—(হে) সখে! হন্ত অসৌ চারণঃ (অহো এই নট) উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমলস্য (অপূর্ব্ব মাধুরীপরিমল প্রকাশক) আভীরলীলস্য (গোপশিশু সহ ক্রীড়াশীল) মে দ্বৈতং (আমার দ্বিতীয়মূর্ত্তি) সমক্ষয়ন্ (দর্শন করাইয়া) মুহুঃ চিত্রীয়তে (বার বার চমৎকৃত করিতেছে) যস্য সরূপতাং প্রেক্ষ্য (যে নটের আমার সদৃশ মূর্ত্তি দেখিয়া) কেলিকুতূহলোত্তরলিতং (কেলি-কৌতুহলে অতিশয় উদ্বেলিত) মামকং (আমার) চেতঃ (চিত্ত) ব্রজবধূসারূপ্যং (ব্রজবধূ শ্রীরাধার স্বরূপতা) অন্বিচ্ছতি (ইচ্ছা করিতেছে) 'ইতি' সত্যম্ (ইহা সত্য)।

অনুবাদ।—হে সখা! আমি রাখাল ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মাতোয়ারা হয়ে আছি, আমার অপূর্ব্ব মধুরিমার সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—এই ব্যাপারটুকু নট ঠিক আমারই দ্বিতীয় মূর্ত্তি ধরে এমন অভিনয় করেছে যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চমৎকৃত ক'রে দিচ্ছে। মন আমার কেলির কৌতুকে উৎসুক হয়ে উঠেছে। সত্য বলছি, সখা!—আমার সমান এর রূপ দেখে ব্রজবধূর রূপ ধারণ করবার জন্য আমার বাসনা হচ্ছে॥ ২৯॥

মথুরার যৈছে গন্ধর্ব্ব নৃত্য দরশনে।
পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র বিলোকনে॥

তথাহি—ললিতমাধবে ৮ অঙ্কে ৩২ শ্লোকঃ

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী,
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥ ৩০

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩০॥

সেই বপু (১) ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাববেশাকৃতি-ভেদে তদেকাত্মরূপনামতার॥
তদেকাত্ম-রূপের বিলাস স্বাংশ দুই ভেদ।
বিলাস স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ॥
প্রাভব বৈভব ভেদে বিলাস দ্বিধাকার।
বিলাসের বিলাস ভেদে অনন্ত প্রকার॥
প্রাভব বিলাস বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, মুখ্য চারিজন॥
ব্রজে গোপভাব রামের পুরে ক্ষত্রিয় ভাবন।
বর্ণ বেশ ভেদ তাতে বিলাস তার নাম॥
বৈভব প্রকাশে আর প্রাভব বিলাসে।
এক মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাবভেদে ভাসে॥
আদি চতুর্ব্যূহ (২) ইঁহার কেহ নাহি সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য কারণ॥
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব বিলাস।
দ্বারকা মথুরাপুরে নিত্য ইঁহার বাস॥
এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি (৩) পরকাশ।
অস্ত্রভেদে নাম-ভেদ বৈভব বিলাস॥
পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লঞা পূর্ব্বরূপে।
পরব্যোম মধ্যে বৈসে নারায়ণ-রূপে॥
তাহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্যূহ পরকাশে।
আবরণ-রূপে চারিদিকে যার বাসে॥
চারি জনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি যাহা হৈতে বিলাসে পূর্ত্তি (৪)॥

(১) 'সেই বপু'—স্বয়ংরূপ।

(২) 'আদিচতুর্ব্যূহ'—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চারিটি প্রথম চতুর্ব্যূহ।

(৩) 'চব্বিশ মূর্ত্তি'—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম, উপেন্দ্র, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন, হরি ও কৃষ্ণ।

(৪) 'পূর্ত্তি'—পূরণ। বাসুদেবাদি চারিজনের

চক্রাদি ধারণ ভেদে নাম ভেদ সব।
বাসুদেব মূর্ত্তি কেশব, নারায়ণ, মাধব ॥
সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তি গোবিন্দ, বিষ্ণু, শ্রীমধুসূদন।
এ অন্য গোবিন্দ, নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
প্রদ্যুম্ন মূর্ত্তি ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর।
অনিরুদ্ধ মূর্ত্তি হৃষীকেশ পদ্মনাভ দামোদর ॥
দ্বাদশ মাসের দেবতা এই বার জন।
মার্গশীর্ষে (১) কেশব, পৌষে নারায়ণ ॥
মাঘের দেবতা মাধব, গোবিন্দ ফাল্গুনে।
চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে ॥
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন দেবেশ।
শ্রাবণে শ্রীধর, ভাদ্রে দেব হৃষীকেশ ॥
আশ্বিনে পদ্মনাভ, কার্ত্তিকে দামোদর।
রাধা-দামোদর অন্য ব্রজেন্দ্র-কোঙর ॥
দ্বাদশ তিলকমন্ত্র (২) নাম আচমনে।
এই দ্বাদশ নাম স্পর্শি তত্তৎ স্থানে ॥
এই চারি জনের বিলাস অষ্ট জন।
তাঁ'সবার নাম কহি শুন সনাতন ॥
পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন।
হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র অষ্ট জন ॥
বাসুদেবের বিলাস অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম।
সঙ্কর্ষণের বিলাস উপেন্দ্র অচ্যুত দুই জন ॥
প্রদ্যুম্নের বিলাস নৃসিংহ জনার্দ্দন।
অনিরুদ্ধের বিলাস হরি, কৃষ্ণ দুই জন ॥
এই চব্বিশ মূর্ত্তি প্রাভব বিলাস প্রধান।
অস্ত্রধারণ ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম ॥
ইহার মধ্যে যাহার হয় আকার বেশ ভেদ।
সেই সেই হয় বিলাস বৈভব বিভেদ ॥

মধ্যে এক এক জন হইতে কেশবাদি তিনটি করিয়া বিলাসমূর্ত্তি প্রকাশ হয়।

(১) 'মার্গশীর্ষে'—অগ্রহায়ণে।

(২) 'তিলকমন্ত্র'—ললাটাদি-দ্বাদশস্থানধৃততিলকের মন্ত্র।

পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন।
হরি কৃষ্ণ আদি হয় আকারে বিলক্ষণ ॥
কৃষ্ণের প্রাভববিলাস বাসুদেবাদি চারিজন।
এই চারিজনার বিলাস বিংশতি গণন ॥
ইহাঁ সবার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ পরব্যোমধামে।
পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে ॥
যদ্যপিপরব্যোমে সবাকার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহা সন্নিধান (৩) ॥
পরব্যোম মধ্যে নারায়ণের নিত্য স্থিতি।
পরব্যোম উপরি কৃষ্ণলোকের বিভূতি ॥
এক কৃষ্ণলোক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
গোকুলাখ্য, মথুরাখ্য, দ্বারকাখ্য আর ॥
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম ॥
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ॥
বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু হরি রহে মায়াপুরে (৪)।
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সবার প্রকাশ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে করেন বিলাস ॥
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম নাশি ধর্ম্ম স্থাপিতে ॥
ইহার মধ্যে কারো অবতারে গণন।
যৈছে বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ॥
অস্ত্রধৃতি-ভেদে নাম ভেদের কারণ।
চক্রাদি ধারণ ভেদ শুন সনাতন ॥
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধো পর্য্যন্ত।
চক্রাদি অস্ত্র ধারণের গণনার অন্ত ॥
সিদ্ধার্থসংহিতা করে চব্বিশ মূর্ত্তি গণন।
তার মতে আগে করি চক্রাদি ধারণ ॥

(৩) 'সন্নিধান'—আবির্ভাব।

(৪) 'মায়াপুরে'—হরিদ্বারে।

বাসুদেব গদা শঙ্খ চক্র পদ্ম ধর।
সঙ্কর্ষণ গদা শঙ্খ পদ্ম চক্র কর॥
প্রদ্যুম্ন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর।
অনিরুদ্ধ চক্র গদা শঙ্খ পদ্ম কর॥
পরব্যোমে বাসুদেবাদি নিজ নিজ অস্ত্রধর।
শ্রীকেশব পদ্ম শঙ্খ চক্র গদা কর॥
নারায়ণ শঙ্খ পদ্ম গদা চক্র ধর।
শ্রীমাধব গদা চক্র শঙ্খ পদ্ম কর॥
শ্রীগোবিন্দ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খ ধর।
বিষ্ণুমূর্ত্তি শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র কর॥
মধুসূদন চক্র শঙ্খ গদা পদ্ম ধর।
ত্রিবিক্রম পদ্ম গদা চক্র শঙ্খ কর॥
শ্রীবামন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর।
শ্রীধর পদ্ম চক্র গদা শঙ্খ কর॥
হৃষীকেশ গদা চক্র পদ্ম শঙ্খ ধর।
পদ্মনাভ শঙ্খ পদ্ম চক্র গদা কর॥
দামোদর পদ্ম চক্র গদা শঙ্খ ধর।
পুরুষোত্তম চক্র পদ্ম শঙ্খ গদা কর॥
অচ্যুত গদা পদ্ম চক্র শঙ্খ ধর।
নৃসিংহ চক্র পদ্ম গদা শঙ্খ কর॥
জনার্দ্দন পদ্ম চক্র শঙ্খ গদা ধর।
শ্রীহরি শঙ্খ চক্র পদ্ম গদা কর॥
শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র ধর।
অধোক্ষজ পদ্ম গদা শঙ্খ চক্র কর॥
উপেন্দ্র শঙ্খ গদা চক্র পদ্ম ধর।
এই চব্বিশ মূর্ত্তি শঙ্খ চক্রাদিক কর॥
হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে কহে ষোল জন।
তার মতে কহি এবে চক্রাদি ধারণ॥
কেশব ভেদ পদ্ম শঙ্খ গদা চক্র ধর।
মাধব ভেদ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খ কর॥
নারায়ণ ভেদ নানা ভেদ অস্ত্র কর।
ইত্যাদিক ভেদ এইসব অস্ত্রধর॥
স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা পুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

পুরীর আবরণ রূপে পুরীর নব দিশে (১)।
নবব্যূহ রূপে নব মূর্ত্তি পরকাশে॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (৫। ৭৫)

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা
নারায়ণনৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো
ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—বাসুদেবাদ্যাঃ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ) চত্বারঃ (চারি জন) নারায়ণ-নৃসিংহকৌ (নারায়ণ ও নৃসিংহ এই দুই জন) হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ঃ (হয়গ্রীব এবং বরাহ) ব্রহ্মা চ (এবং ব্রহ্মা) ইতি নব উদিতাঃ (এই নব ব্যূহ কথিত হয়)।

অনুবাদ।—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ এবং ব্রহ্মা এই নয় মূর্ত্তিকে নবব্যূহ বলে॥ ৩১॥

প্রকাশ বিলাসের এই কৈল বিবরণ।
স্বাংশের (২) ভেদ এবে শুন সনাতন॥
সঙ্কর্ষণ-মৎস্যাদিক দুই ভেদ তার।
পুরুষাবতার সঙ্কর্ষণ লীলা অবতার আর॥
অবতার (৩) হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥

---

(১) 'পুরীর'—বৈকুণ্ঠপুরীর, মথুরাদির। 'নব দিশে'—ঊর্দ্ধদিকের সহিত নয় দিক্। 'সব-দিকে' এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

(২) 'স্বাংশ'—তাদৃশ হইয়াও যিনি ন্যূন-শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে স্বাংশ বলে।

(৩) 'অবতার'—বিশ্বকার্য্যের জন্য স্বয়ং-রূপাদির যে আবিভাব, তাহাকে অবতার বলে। (ক) যিনি ঈশ্বরের অংশরূপ এবং প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণাবলীর মত হইয়া সেই প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণাদি করেন, কর্ত্তা ও নানা অবতার-বিশিষ্ট হন, তাঁহাকে পুরুষ বলে। (খ) ক্রীড়া নিমিত্ত অবতারকে লীলাবতার বলে। (গ) প্রকৃতির গুণসম্বন্ধীয় অবতারকে গুণাবতার বলে। (ঘ) প্রতি মন্বন্তরের অবতারকে মন্বন্তরাবতার

গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥
বাল্য পৌগণ্ড হল বিগ্রহের (১) ধর্ম্ম।
এতরূপে লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
অনন্ত অবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্রন্যায় (২) করি দিগ্‌দরশন ॥

তত্রৈব—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৩ অং ২৩ শ্লোকঃ

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া
হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাঽবিদাসিনঃ কূল্যাঃ
সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—'হে' দ্বিজাঃ (হে দ্বিজগণ) অবিদাসিনঃ (অপক্ষয়হীন) সরসঃ (সরোবর হইতে) যথা সহস্রশঃ কূল্যাঃ (যেমন সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলধারা) 'তথা' হি সত্ত্বনিধেঃ হরেঃ (সেইরূপ সত্ত্বনিধি হরি হইতে) অসংখ্যেয়াঃ (গণনাতীত) অবতারাঃ স্যুঃ (অবতার প্রকাশ প্রাপ্ত হন)।

অনুবাদ।—হে ব্রাহ্মণগণ! অক্ষয় সরোবর থেকে যেমন হাজার হাজার ক্ষুদ্র জলস্রোত বের হয়, তেমনি সত্ত্বনিধি হরি থেকেও অসংখ্য অবতারের আবির্ভাব হয়ে থাকে ॥ ৩২ ॥

প্রথমে করেন কৃষ্ণ পুরুষাবতার।
সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার ॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ২।৯

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ৩৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩৩ ॥

অনন্ত শক্তিমধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি নাম ॥
ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তি প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা ॥
ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হল সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন ॥
ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত (৩) সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ ॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা (৪) কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায় ॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি বিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ২ শ্লোকঃ

সহস্রপত্রং কমলং
গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম
তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—গোকুলাখ্যং মহৎপদং (গোকুল নামক শ্রেষ্ঠ ধাম) সহস্রপত্রং কমলং (সহস্রদল পদ্ম) তৎকর্ণিকারং (সেই পদ্মের মধ্যভাগ) তদ্ধাম (শ্রীকৃষ্ণের ধাম) তৎ অনন্তাংশসম্ভবম্ (শ্রীকৃষ্ণের সেই ধাম সঙ্কর্ষণসম্ভূত)।

অনুবাদ।—শ্রেষ্ঠ ধাম গোকুল সহস্রদল (যাহার হাজার পাপড়ি) পদ্মের মত। গোকুলের মাঝখানে কৃষ্ণের আলয়। অনন্ত অংশের আবির্ভাব হয়েছে যার থেকে সেই সঙ্কর্ষণ থেকেই জন্মেছে এই ধাম ॥ ৩৪ ॥

মায়াদ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডকারণ ॥

বলে। (ঙ) প্রতি যুগের অবতারকে যুগাবতার বলে। (চ) কোন যোগ্য জীবে শক্তি দ্বারা ভগবানের যে আবেশ, তাহাকে শক্ত্যাবেশ অবতার বলে।

(১) 'বিগ্রহের'—দেহের।

(২) এক চন্দ্রই যেমন অসংখ্য শাখাপল্লবাদি নিমিত্ত অসংখ্য ভাগে দৃশ্য হয়, তদ্রূপ এক কৃষ্ণই অনন্তলীলা নিমিত্ত অনন্ত অবতার রূপে প্রকাশ পান।

(৩) 'প্রাকৃত'—ব্রহ্মাণ্ডগণ। 'অপ্রাকৃত'—বৈকুণ্ঠাদি।

(৪) 'অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা'—সঙ্কর্ষণ।

জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে।
তাহাতে সঙ্কর্ষণ করে শক্তি আধানে॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে হয় দাহশক্তি॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪৬ অং ৩১ শ্লোকঃ

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—রামঃ মুকুন্দঃ (বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ) এতৌ হি (এই দুই জনে) বিশ্বস্য চ (বিশ্বের) বীজযোনী (নিমিত্ত ও উপাদান কারণ) পুরুষঃ (পুরুষ) প্রধানং চ (প্রকৃতি) পুরাণৌ (অনাদিসিদ্ধ) ইমৌ (এই দুইজন) ভূতেষু অন্বীয় (ভূতসমূহের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া) বিলক্ষণস্য (নানাভেদবিশিষ্ট) জ্ঞানস্য (জীবের) চ ঈশাতে (নিয়ন্তা হয়েন)।

অনুবাদ।—রাম ও মুকুন্দ (বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ)—এঁরাই বিশ্বের বীজ ও আশ্রয়—নিমিত্ত ও উপাদান—পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরাণপুরুষ এই দুইজনেই সমস্ত বিশ্বে বা জীবে অনুপ্রবেশ ক'রে জগৎ ও জীবের চালক হন॥ ৩৫॥

সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বর মূর্ত্তি অবতার নাম ধরে॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম॥
মায়া অবলোকিতে হয় শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম (১)॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৩ অং ১ শ্লোকঃ

জগৃহে পৌরুষং রূপং
ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকল-
মাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥ ৩৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩৬॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৬ অং ৪২ শ্লোকঃ

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য,
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি,
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥ ৩৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে ১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩৭॥

সেই পুরুষ বিরজাতে (২) করিল শয়ন।
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগৎ-কারণ॥
কারণাব্ধি-পারে হয় মায়ার নিত্য অবস্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৯ অং ১০ শ্লোকঃ

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—যত্র (বৈকুণ্ঠে) রজঃ তমঃ তয়োঃ মিশ্রং (রজ, তম ও রজ তম গুণের সহচর) সত্ত্বং কালবিক্রমঃ (প্রাকৃত সত্ত্বগুণ এবং কালের প্রভাব) চ ন প্রবর্ত্ততে (বর্ত্তমান নাই) যত্র (যেস্থানে) মায়া ন (মায়াই নাই) কিমুত অপরে (মায়ার কার্য্য লোভাদির কথা আর কি বলিব) যত্র (যেখানে) সুরাসুরার্চ্চিতাঃ (দেবদানব পূজিত (হরেঃ অনুব্রতাঃ 'সন্তি' (শ্রীহরির পার্ষদগণ আছেন)।

অনুবাদ।—যেখানে রজোগুণ নাই, তমোগুণ নাই, রজ-তম মিশ্রিত সত্ত্বগুণও নাই—যেখানে কাল নাই, মায়া নাই, মায়াজনিত রাগাদিও নাই—সেই বৈকুণ্ঠধামে দেবতা ও অসুরদের দ্বারা পূজিত হয়ে আছেন শুধু হরির ভক্তেরা॥ ৩৮॥

মায়ার যে দুই বৃত্তি মায়া আর প্রধান (৩)।
মায়া নিমিত্ত হেতু বিশ্বের প্রধান উপাদান॥

(১) সৃষ্টি নিমিত্ত সঙ্কর্ষণ যে মূর্ত্তিতে প্রকৃতির প্রতি দর্শন করেন, তিনিই প্রথম পুরুষ।

(২) 'বিরজাতে'—কারণসমুদ্রে, তদ্গত বৈকুণ্ঠে।

(৩) 'মায়া'—জীবমায়া। 'প্রধান'—সত্ত্বাদি গুণমায়া।

সেই পুরুষ মায়া পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্য্যাধান॥
স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি স্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ (১)॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ২৬ অং ১৯ শ্লোকঃ

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং
স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্
আধত্ত বীর্য্যং সাহসূত
মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—দৈবাৎ (কালবশে) ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং (সত্ত্বাদি গুণ যাহার ক্ষুভিত হইয়াছে) স্বস্যাং যোনৌ (স্বীয় প্রকৃতিতে) পরঃ পুমান্ (পরমপুরুষ) বীর্য্যং (জীবশক্তি) আধত্ত (প্রতিষ্ঠিত করেন)। সা (প্রকৃতি) হিরণ্ময়ং (প্রকাশবহুল) মহত্তত্ত্বম্ অসূত (মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন)।

অনুবাদ।—কালবশে প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণ যখন অশান্ত হয়ে ওঠে, তখন পরম পুরুষ তাতে আপন জীবশক্তি প্রদান করেন; তখন প্রকৃতিও প্রকাশশীল মহৎ-তত্ত্বকে প্রকাশ করেন॥ ৩৯॥

তথাহি তত্রৈব—৩ স্কং ৫ অং ২৩ শ্লোকঃ

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—কালবৃত্ত্যা (কালশক্তির দ্বারা) গুণময্যাং (সত্ত্বাদিগুণময়ী) মায়ায়াং (প্রকৃতিতে) তু বীর্য্যবান্ অধোক্ষজঃ (অতীন্দ্রিয় ভগবান্) আত্মভূতেন (স্বীয় অংশভূত) পুরুষেণ বীর্য্যম্ আধত্ত (প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষরূপে বীর্য্য আধান করেন)।

অনুবাদ।—মায়া বা প্রকৃতি সত্ত্ব-রজ-তমো-গুণের সমষ্টি। ইন্দ্রিয় দিয়ে যাকে জানা যায় না, সেই পরমাত্মা চিন্ময় পুরুষ। প্রকৃতিতে পুরুষের চিৎশক্তির সংযোগ কালক্রমে বা অদৃষ্টবশতঃ হয়েছিল॥ ৪০॥

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার (২)।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার॥
সর্ব্ব তত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন॥
এহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ মহাবিষ্ণু নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার লোমকূপে ধাম॥
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায়।
পুরুষ নিশ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায়॥
পুনরপি নিশ্বাস সহ যায় অভ্যন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর সব মায়াপার (৩)॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকঃ

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪১॥

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইঁহো অন্তর্য্যামী।
কারণাব্ধিশায়ী সব জগতের স্বামী॥
এই ত কহিল প্রথম পুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব॥
সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একৈক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হৈয়া॥
প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার॥
নিজাঙ্গ-স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিল॥

---

(১) নিজাঙ্গের আভা মাত্র স্পর্শে প্রকৃতি ক্ষোভিতা হইলে ঐ প্রথম পুরুষ যাহাতে জীবরূপ বীজ সমর্পণ করেন।

(২) প্রকৃতিতে বীর্য্যাধানের পর মহত্তত্ত্ব জন্মে। ইহা হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার জন্মে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবতাগণ, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ এবং তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চ মহাভূত জন্মে।

(৩) 'মায়াপার'—মায়াতীত।

তার নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম (১)॥
সেই পদ্মনালে হইল চৌদ্দ ভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন॥
বিষ্ণুরূপ হঞা করেন জগৎ পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু-স্পর্শ নাহি মায়াসনে॥
রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর গুণ অবতার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনে অধিকার॥
হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্য্যামী, গর্ভোদকশায়ী।
সহস্রশীর্ষাদি করি বেদে যাঁরে গাই॥
এইত দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।
মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়াপর॥
তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু, গুণ অবতার।
দুই অবতার (২) ভিতর গণনা তাঁহার॥
বিরাট্ ব্যষ্টি (৩) জীবের তেঁহো অন্তর্য্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী তেঁহো পালনকর্ত্তা স্বামী॥
পুরুষাবতারের এই করিল নিরূপণ।
লীলাবতার এবে শুন সনাতন॥
লীলাবতারের কৃষ্ণের নাহিক গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন॥
মৎস্য কূর্ম্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন।
বরাহাদি লেখা যার না যায় গণন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকঃ

মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-
রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু-কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—হে ঈশ! মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ (মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, শ্রীরামচন্দ্র, পরশুরাম ও বামন প্রভৃতিতে আবির্ভূত হইয়া) ত্বং নঃ (তুমি শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে) ত্রিভুবনং চ পাসি (এবং ত্রিভুবন পালন কর) তথা অধুনা ভুবঃ ভারং হর (সেইরূপ এখন পৃথিবীর ভার হরণ কর) যদূত্তম তে বন্দনং (হে যদূত্তম, তোমাকে প্রণাম করি)।

অনুবাদ।—হে যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ! তোমার বন্দনা করি। হে ঈশ্বর! এখন তুমি পৃথিবীর ভার হরণ কর। তুমিই মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাজন্য (রামচন্দ্র), বিপ্র (পরশুরাম) ও দেবতারূপে বহুবার অবতীর্ণ হয়ে ত্রিভুবন ও আমাদের রক্ষা করেছ॥ ৪২॥

লীলাবতারের কৈল দিগ্‌দরশন।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণ অবতার।
ত্রিগুণাঙ্গীকরি করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার॥
ভক্তিমিশ্র কৃত পুণ্য কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত (৪) করি তার মন॥
গর্ভোদকশায়ী দ্বারে শক্তি সঞ্চারি।
ব্যষ্টি (৫) সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মারূপ ধরি॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকঃ

ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪৩

অন্বয়।—ভাস্বান্ (সূর্য্য) যথা নিজেষু অশ্মশকলেষু (নিজস্ব মণি অর্থাৎ সূর্য্যকান্তমণিসমূহে) স্বীয়ং কিয়ৎ তেজঃ প্রকটয়তি (নিজের কিঞ্চিৎ

(১) 'সদ্ম'—গৃহ। 'জন্ম-সদ্ম'—জন্মস্থান।
(২) 'দুই অবতার'—পুরুষাবতার ও গুণাবতার।
(৩) 'ব্যষ্টি'—প্রত্যেক, এই বিষ্ণু বিরাট এবং প্রত্যেক জীবের অন্তর্য্যামী।
(৪) 'বিভাবিত'—প্রতিষ্ঠিত বা বিচিন্তিত।
(৫) 'ব্যষ্টি'—মনুষ্যাদি প্রত্যেক ব্যক্তি।

জ্যোতি বিকিরণ করে) তদ্বদত্র অপি যঃ (সেইরূপ যে কৃষ্ণ) এব ব্রহ্মা (জীববিশেষে শক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক তাহাকে ব্রহ্মা করিয়া) জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা 'ভবতি' (ব্যষ্টি সৃষ্টিকর্ত্তা হন) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি (সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি)।

অনুবাদ।—আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। সূর্য্য যেমন সূর্য্যকান্তমণিখণ্ডগুলিতে নিজের কিছু তেজ প্রকাশ করে, তেমনি ইনিও ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা ব্রহ্মায় নিজের কিছু শক্তি প্রকাশ করেছেন ॥ ৪৩ ॥

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৬০ অং ৩৭ শ্লোকঃ

যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥ ৪৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে ২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৪ ॥

নিজাংশ কলায় (১) কৃষ্ণতমোগুণ অঙ্গীকরি।
সংহারার্থে মায়া সঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি ॥
মায়া সঙ্গে বিকারি রুদ্র ভিন্নাভিন্নরূপ।
ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে ভিন্ন স্বরূপ (২) ॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে দুগ্ধ হৈতে নারে ॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকঃ

ক্ষীরং যথা দধি-বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—ক্ষীরং (দুগ্ধ) যথা বিকারবিশেষ-যোগাৎ (যেমন বিকার-বিশেষ অর্থাৎ অম্লযোগে) দধি সঞ্জায়তে (দধিতে রূপান্তরিত হয়) তু হেতোঃ ততঃ (কিন্তু কারণরূপ সেই দুগ্ধ হইতে) পৃথক্ ন অস্তি (সেই দধি ভিন্ন বস্তু নহে) তথা যঃ কার্য্যাৎ (সেই রূপ যিনি কার্য্যানুরোধে) শম্ভুতাম্ অপি সমুপৈতি (শিবত্ব প্রাপ্ত হন) তম্ আদি-পুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি (সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি)।

অনুবাদ।—দুধে টক মিশালে, তাতে দই হয়। দুধ হলো দইএর হেতু বা কারণ। কাজেই দুধ দইতে পরিণত হয়েও, একটা আলাদা বস্তু হয়ে যায় না, প্রকৃতপক্ষে দুধ আর দই একই। তেমনি সংহার ইত্যাদি কোন বিশেষ কাজের জন্য স্বয়ং গোবিন্দই শিবরূপ ধরেন। প্রকৃতপক্ষে শিব আর গোবিন্দ একই। সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৪৫ ॥

শিব মায়াশক্তিযুক্ত তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত কৃষ্ণ পরমেশ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮৮ অং ৩ শ্লোকঃ

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ
ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ
তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—শিবঃ শশ্বৎ (শিব সর্ব্বদা) শক্তিযুতঃ ত্রিলিঙ্গঃ (শক্তিযুক্ত এবং গুণত্রয়ের উপাধিযুক্ত) গুণসংবৃতঃ (প্রকটিত গুণত্রয় সংবৃত) বৈকারিকঃ তৈজসঃ চ তামসঃ চ ইতি ত্রিধা অহম্ (সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই তিন প্রকার অহঙ্কার)।

অনুবাদ।—শিব সর্ব্বদাই শক্তিযুক্ত ও গুণযুক্ত। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—অহংকার তিন রকমের। সুতরাং অহংকারের অধিষ্ঠাতা শিবও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণবিশিষ্ট ॥ ৪৬ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৮৮ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকঃ

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ
পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা
তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥ ৪৭

---

(১) 'অংশ কলায়'—সঙ্কর্ষণাংশরূপে।

(২) পাঠান্তর—জীবতত্ত্ব নহে, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ।

অন্বয়ঃ।—হরিঃ হি নির্গুণঃ (শ্রীহরি নিশ্চিতই সত্ত্বরজস্তমোঽতীত) সাক্ষাৎ প্রকৃতেঃ পরঃ পুরুষঃ (সাক্ষাৎ প্রকৃতির অতীত পুরুষ) সঃ (ঈশ্বরঃ) সর্ব্বদৃক্ (সর্ব্বদ্রষ্টা) উপদ্রষ্টা (সকলের সাক্ষী) তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ (তাঁহাকে ভজনাকারী গুণাতীত হয়)।

অনুবাদ।—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই যে তিনটি গুণ, হরি হলেন তার বাইরে, তার উপরে; তিনি প্রকৃতিরও উপরে, অর্থাৎ তিনি প্রকৃতির প্রভু, প্রকৃতির অধীন নন। তিনি সব কিছুর সাক্ষী ও সব কিছু দেখে থাকেন। তাঁকে ভজনা করলে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের প্রভাবকে জয় করা যায়॥ ৪৭॥

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণ দ্রষ্টা তাতে গুণ-মায়া পার (১)॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণসম প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী, তিঁহো অংশ, বেদে হেন গায়॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকঃ

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—দীপার্চ্চিঃ (দীপশিখা) দশান্তরম্ (অন্যসলিতা) অভ্যুপেত্য (প্রাপ্ত হইয়া) বিবৃত হেতুসমানধর্ম্মা (মূলদীপের সমানধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া) দীপায়তে (অপর একটি দীপ হয়) তাদৃক্ এব হি (প্রকৃতপক্ষে সেই রূপই) বিষ্ণুতয়া বিভাতি (বিষ্ণুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন), তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি (সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি)।

অনুবাদ।—আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। তিনিই জগৎপালনের জন্য বিষ্ণু রূপে প্রকাশ পেয়েছেন। একটি দীপশিখা থেকে অন্য দীপের সলিতা জ্বালিয়ে নিলে সে যেমন মূল দীপের মতনই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি বিষ্ণুও গোবিন্দ থেকে আবির্ভূত হ'য়েও গোবিন্দেরই সমান॥ ৪৮॥

ব্রহ্মা, শিব, আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৬ অং ৩২ শ্লোকঃ

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং
হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ
পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—অহম্ (আমি ব্রহ্মা) তন্নিযুক্তঃ (তাঁহার—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া) সৃজামি (সৃজন করি) হরঃ (রুদ্রও) তদ্বশঃ (তাঁহার বশীভূত হইয়া) হরতি (সংহার করেন) ত্রিশক্তিধৃক্ (তিন শক্তি ধারণকারী) পুরুষরূপেণ বিশ্বং পরিপাতি (তিনিই বিষ্ণুরূপে বিশ্বকে পালন করেন)।

অনুবাদ।—তিনি নিযুক্ত করেছেন বলেই আমি (ব্রহ্মা) সৃষ্টি করি, শিবও তাঁর আজ্ঞাতেই সংহারকার্য্য করেন এবং সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-শক্তিযুক্ত তিনি স্বয়ং বিষ্ণুরূপে জগৎপালন করেন॥ ৪৯॥

মন্বন্তরাবতার এবে শুন সনাতন।
অসংখ্য গণনা তার শুনহ কারণ॥
ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
চৌদ্দ অবতার তাহাঁ করেন ঈশ্বর॥
এ চৌদ্দ একদিনে, মাসে চারিশত বিশ।
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চসহস্র চল্লিশ॥
শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার।
পঞ্চলক্ষ চল্লিশ হাজার মন্বন্তরাবতার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন।
মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস ব্রহ্মার জীবন॥
মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত।
এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখার অন্ত॥
স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞ, স্বারোচিষে বিভু নাম।
ঔত্তমে সত্যসেন, তামসে হরি অভিধান॥

(১) শ্রীকৃষ্ণের নিজাংশ যে মূর্ত্তি সত্ত্বগুণ নিরীক্ষণ দ্বারা পালন করেন তিনিই বিষ্ণুরূপ, এইটি ইহার তত্ত্ব।

রৈবতে বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুষে অজিত, বৈবস্বতে বামন।
সাবর্ণে সার্ব্বভৌম, দক্ষসাবর্ণে ঋষভ গণন ॥
ব্রহ্মসাবর্ণে বিষ্বক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু ধর্ম্মসাবর্ণে।
রুদ্রসাবর্ণে সুধাম, যোগেশ্বর দেবসাবর্ণে ॥
ইন্দ্রসাবর্ণে বৃহদ্ভানু অভিধান।
এই চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ অবতার নাম ॥
যুগাবতার কহি এবে শুন সনাতন।
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগের গণন ॥
শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করায় যুগধর্ম্ম ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮ অং ৯ শ্লোকঃ।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনু।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৫০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৩য় পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৫০ ॥

কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলূ ॥
ত্রেতায়াংরক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥ ৫১

অন্বয়ঃ।—কৃতে (সত্যযুগে) শুক্লঃ (শ্বেতবর্ণ) চতুর্ব্বাহুঃ (চতুর্ভুজ) জটিলঃ (জটাধারী) বল্কলাম্বরঃ (বল্কল পরিধানকারী) কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ (কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম, উপবীত ও অক্ষমালা) দণ্ডকমণ্ডলূ (দণ্ড ও কমণ্ডলু) বিভ্রৎ (ধারণকারী) ত্রেতায়াং (ত্রেতাযুগে) অসৌ (ইনি) রক্তবর্ণঃ (রক্তবর্ণ) চতুর্ব্বাহুঃ (চতুর্ভুজ) ত্রিমেখলঃ (ত্রিমেখলাধারী) হিরণ্যকেশঃ (পিঙ্গলবর্ণ কেশযুক্ত) ত্রয্যাত্মা (বেদময়দেহ) স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ (স্রুক্‌স্রুবাদি পরিচিহ্নিত)।

অনুবাদ।—সত্যযুগে ভগবান্ যখন অবতার হয়ে আসেন, তখন তাঁর বর্ণ শাদা, হাত চারটি, মাথায় জটা, পরণে গাছের ছাল, আর তিনি ধারণ করেছেন—কৃষ্ণসার হরিণের চামড়া, পৈতা, রুদ্রাক্ষের মালা দণ্ড ও কমণ্ডলু। ত্রেতাযুগে অবতার হবার সময়ে তাঁর রঙ লাল, হাত চারটি, চুল পিঙ্গলবর্ণ; তিনটি মেখলা অর্থাৎ কোমরে বেষ্টনী রয়েছে তাঁর। তিন বেদ আর তিনি অভিন্ন, যেন বেদই তাঁর শরীর, তা ছাড়া স্রুক্ অর্থাৎ মালা এবং স্রুব অর্থাৎ যজ্ঞের হাতাও চিহ্নরূপে তিনি ধারণ করেছেন ॥ ৫১ ॥

সত্যযুগে ধর্ম্ম ধ্যান করায় শুক্লমূর্ত্তি ধরি।
কর্দ্দমকে বর দিলা যেঁহো কৃপা করি (১) ॥
কৃষ্ণধ্যান করে লোক জ্ঞান অধিকারী।
ত্রেতায় ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্ত বর্ণ ধরি ॥
কৃষ্ণপদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন কর্ম্ম ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ৫ অং ২৫ শ্লোকঃ
দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৫২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৩য় পরিচ্ছেদে ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৫২ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ৫ অং ২৯ শ্লোকঃ

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ৫৩

অন্বয়ঃ।—বাসুদেবায় তে নমঃ (ভগবান্ বাসুদেবকে প্রণাম) সঙ্কর্ষণায় চ নমঃ (সঙ্কর্ষণকে প্রণাম) প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, ভগবতে তুভ্যং নমঃ (ভগবান্ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে প্রণাম)।

অনুবাদ।—বাসুদেবকে নমস্কার! সঙ্কর্ষণকে নমস্কার! প্রদ্যুম্নকে নমস্কার! অনিরুদ্ধকে নমস্কার! সর্ব্বস্বরূপ ভগবান্—তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৩ ॥

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম ॥
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ ॥
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোকে করে সংকীর্ত্তন ॥

---

(১) সত্যযুগে কর্দ্দমমুনির তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শুক্লমূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শনদান ও বরপ্রদান করেন এবং পরে তৎপত্নী দেবহূতির গর্ভে কপিলরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জননীকে ভগবত্তত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ করান।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ৫ অং ৩২ শ্লোকঃ

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ৫৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৩য় পরিচ্ছেদে ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৫৪॥

আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১২ স্কং ৩ অং ৫১ শ্লোকঃ

কলের্দোষনিধে রাজ-
ন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য
মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥ ৫৫

অন্বয়ঃ।—রাজন্ (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ)! দোষনিধেঃ (দোষের আকরস্বরূপ) কলেঃ একঃ মহান্ গুণঃ হি অস্তি (কলির একটি মহাগুণ আছে) কৃষ্ণস্য কীর্ত্তনাৎ এব মুক্তবন্ধঃ (শুধু কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন প্রভাবে ভববন্ধন মুক্ত হইয়া) পরং (পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে) ব্রজেৎ (প্রাপ্ত হয়)।

অনুবাদ।—কলিযুগ সব দোষের আকর, কিন্তু তবু তার একটি মহৎ গুণ আছে। কলিযুগে যে শুধু কৃষ্ণের নামকীর্ত্তন করে সে বন্ধনমুক্ত হয়ে পরম পুরুষকে লাভ করে॥ ৫৫॥

তথাহি—তত্রৈব ৫২ শ্লোকঃ

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং
ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং
কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ ৫৬

অন্বয়ঃ।—কৃতে (সত্যযুগে) বিষ্ণুং ধ্যায়তঃ (বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া) যৎ (যাহা পাওয়া যায়) ত্রেতায়াং মখৈঃ (ত্রেতায় যজ্ঞদ্বারা) বিষ্ণুং যজতঃ (বিষ্ণুর যজন করিয়া) দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং (দ্বাপরে পরিচর্য্যা করিয়া যাহা পাওয়া যায়) তৎ কলৌ হরিকীর্ত্তনাৎ (কলিতে শ্রীহরিকীর্ত্তন দ্বারা তাহাই লভ্য হয়)।

অনুবাদ।—সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করে, ত্রেতাযুগে যাগযজ্ঞ করে এবং দ্বাপরযুগে সেবা করে যে ফল পাওয়া যেত, কলিযুগে কৃষ্ণকীর্ত্তন করেই তা পাওয়া যায়॥ ৫৬॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশঃ শ্লোকঃ

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা
গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব
সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥ ৫৭

অন্বয়ঃ।—গুণজ্ঞাঃ (গুণজ্ঞ) সারভাগিনঃ (সারমাত্রগ্রাহী) আর্য্যাঃ (বেদতাৎপর্য্যবিদ্) কলিং সভাজয়ন্তি (কলির সম্বর্দ্ধনা করেন) যত্র সংকীর্ত্তনেন এব (যে কলিযুগে শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন দ্বারাই) সর্ব্বস্বার্থঃ অপি লভ্যতে (সমস্তপুরুষার্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়)।

অনুবাদ।—কৃষ্ণগুণ যাঁরা জানেন, পরম তত্ত্ব যাঁরা অনুভব করেছেন সেই শাস্ত্রজ্ঞ জনেরা কলিযুগেরই আদর করেন, কারণ এই যুগে কেবল সংকীর্ত্তন করেই সমস্ত স্বার্থ পরিপূর্ণ হয়॥ ৫৭॥

পূর্ব্ববৎ লিখি যবে গুণাবতারগণ।
অসংখ্য সংখ্যা তার না হয় গণন॥
চারি যুগের অবতারের এইত গণন।
শুনি ভঙ্গি করি তাঁরে পুছে সনাতন॥
রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচ-মতি॥
অতিক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার॥
প্রভু কহে অন্যাবতার শাস্ত্র দ্বারে জানি।
কলি অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র পরমাণ।
আমা সভা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান॥
অবতার নাহি কহে আমি অবতার।
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১০ অং ৩৪ শ্লোকঃ

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥ ৫৮

অন্বয়ঃ।—তৈঃ তৈঃ (সে সমস্ত) অতুল্যাতিশয়ৈঃ (যাহার সমান অথবা অধিক নাই) দেহিষু (দেহীদিগের মধ্যে) অসঙ্গতৈঃ (যাহা অসম্ভব) বীর্য্যৈঃ (বীর্য্য দ্বারা) শরীরিষু (দেহিগণের মধ্যে) অশরীরিণঃ (অপ্রাকৃত শরীরধারী) যস্য (যে ভগবানের) অবতারাঃ (অবতারসমূহ) জ্ঞায়ন্তে (জানা যায়)।

অনুবাদ।—(যমলার্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছে)—শরীরধারী জীবদের মধ্যে থেকেও তাদের মত প্রাকৃত শরীর তোমার নেই। তোমার যাঁরা অবতার তাঁদের চেনা যায় এই দেখে যে সাধারণ জীবের মধ্যে যা অসম্ভব সে রকম ক্ষমতা থাকে তাঁদের মধ্যে। সেই বীর্য্য, সেই ক্ষমতার সমান বা বেশী বীর্য্য বা ক্ষমতা কোন দেহধারী জীবের ভিতর দেখা যায় না ॥ ৫৮ ॥

স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ ॥
আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ লক্ষণ।
কার্য্য দ্বারায় জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ ॥
ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কঃ ১ অঃ ১ শ্লোকঃ

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ৫৯ ॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদে ৫১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৫৯ ॥

এই শ্লোকে 'পর'-শব্দে কৃষ্ণ নিরূপণ।
'সত্য' শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ লক্ষণ ॥
বিশ্বস্রষ্টাদি কৈল বেদ ব্রহ্মাকে পঢ়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ॥
এই সব কার্য্য তাঁর তটস্থ লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ ॥
অবতারকালে হয় জগতে গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহো জানয়ে ঈশ্বর ॥

সনাতন কহে যাতে ঈশ্বর লক্ষণ।
পীতবর্ণ, কার্য্য প্রেমদান সংকীর্ত্তন ॥
কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয় ॥
প্রভু কহে চতুরালী ছাড় সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ ॥
শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন।
দিগ্‌দরশনে কহি মুখ্য মুখ্য জন ॥
শক্ত্যাবেশ দুইরূপ গৌণ মুখ্য দেখি।
সাক্ষাৎশক্ত্যে অবতার, আভাসে বিভূতি লিখি ॥
সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার নাম ॥
বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত ॥
সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি, নারদে ভক্তি শক্তি।
ব্রহ্মায় সৃষ্টি শক্তি, অনন্তে ভূধারণ-শক্তি ॥
শেষে স্ব-সেবন (১) শক্তি, পৃথুতে পালন।
পরশুরামে দুষ্টনাশক বীর্য্যসঞ্চারণ ॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ১।১৮

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া,
যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে
জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ ৬০

অন্বয়ঃ—জনার্দ্দনঃ (জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ) জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া (জ্ঞানশক্ত্যাদির অংশ দ্বারা) যত্র (যে মহত্তম জীবে) আবিষ্টঃ (আবিষ্ট হন) তে এব মহত্তমাঃ জীবাঃ (সেই সমস্ত মহত্তম জীবসকল) আবেশাঃ (আবেশাবতার) নিগদ্যন্তে (কথিত হন)।

অনুবাদ।—জ্ঞান বা শক্তির অংশের অংশ দিয়ে জনার্দ্দন যাতে আবিষ্ট হন সেই সব শ্রেষ্ঠ জীবকে আবেশ-অবতার বলে ॥ ৬০ ॥

বিভূতি কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণের শক্তিভাবাবেশে ॥

---

(১) 'স্ব-সেবন'—কৃষ্ণের নিজ সেবা।

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০
অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকঃ

যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং
শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং
মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৬১

অন্বয়ঃ।—বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্ত) শ্রীমৎ (সম্পত্তিসমন্বিত) ঊর্জ্জিতম্ এব বা (বলপ্রভাবাদি-সমন্বিত) যৎ যৎ সত্ত্বং (যে যে বস্তু আছে) তৎ তৎ এব ত্বং (সেই সেই বস্তু তুমি) মম তেজোঽংশসম্ভবম্ (আমার শক্তির অংশসম্ভূত) অবগচ্ছ (জানিবে)।

অনুবাদ।—যা কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত বা সৌন্দর্য্য-দীপ্তিময়—সে সমস্তই, তুমি জেনো—আমারই অংশ থেকে উৎপন্ন॥ ॥ ৬১ ॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০
অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকঃ

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৬২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৬২ ॥

এইত কহিল শক্ত্যাবেশ অবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্মের শুনহ বিচার॥
কিশোর-শেখর ধর্ম্মী (১) ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকট লীলা করিবারে যবে করে মন॥
আদৌ প্রকট করায় মাতা পিতা ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং ২৭ (১)

বয়সো বিবিধত্বেঽপি
সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র
নিত্যলীলাবিলাসবান্॥ ৬৩

অন্বয়ঃ।—বয়সঃ বিবিধত্বে অপি (বয়সের বিভিন্নতা থাকিলেও) সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ (সর্ব্বভক্তি-রসের আশ্রয়) নিত্যলীলাবিলাসবান্ ধর্ম্মী (নিত্য লীলাবিলাসযুক্ত সর্ব্বগুণান্বিত) কিশোরঃ এব অত্র (কিশোর বয়সই বৃন্দাবনে)।

অনুবাদ।—কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর ইত্যাদি নানান্ বয়স থাকা সত্ত্বেও সমস্ত ভক্তি-রসের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ কিশোর রূপেই বৃন্দাবনে নিত্য-লীলাবিলাসে বিভোর থাকেন॥ ৬৩ ॥

পূতনা-বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন॥
এইমত সব লীলা যেন গঙ্গাধার।
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার॥
ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরতা প্রাপ্তি (২)।
রাস আদি লীলা কর কৈশোরে নিত্যস্থিতি॥
নিত্যলীলা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারি লীলা কেমতে নিত্য হয়॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি তবে লোক জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র (৩) প্রমাণে॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রিদিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে॥
রাত্রি দিনে ষষ্টিদণ্ড হয় পরমাণ।
তিন সহস্র ছয় শত পল তার মান (৪)॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষাটিপল ক্রমোদয়।
সেই (৫) একদণ্ড, অষ্ট দণ্ডে প্রহর হয়॥
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুন সূর্য্যোদয়॥

(১) 'ধর্ম্মী'—উক্ত ধর্ম্মের আশ্রয়, অর্থাৎ পূর্ণাবির্ভাব।

(২) পাঁচ বৎসর অবধি বাল্য, দশ বৎসর অবধি পৌগণ্ড, পনর বৎসর অবধি কৈশোর।

(৩) 'জ্যোতিশ্চক্র'—সূর্য্যাদি গ্রহগণ এবং অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রগণ যে চক্রে অবস্থান করে, তাহাকে জ্যোতিশ্চক্র বলে।

(৪) 'মান'—পরিমাণ।

(৫) 'সেই'—এই ষষ্টিপলে।

ঐছে কৃষ্ণ লীলামণ্ডল (১) চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে॥
সওয়া শত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ (২)।
তাঁহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস॥
অলাতচক্রবৎ (৩) সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ।
পূতনা-বধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে নিত্য লীলা কহে আগম পুরাণ॥
গোলোক গোকুল ধাম বিভু কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥
অতএব গোলোক স্থানে নিত্য বিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে ক্রমে প্রাকট্য তাহার॥
ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে (৪) পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ১—১১৮।১১৯।১২০ শ্লোকাঃ

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণ-
তরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈ-
র্নাট্যে যঃ পরিপঠ্যতে॥ ৬৪
প্রকাশিতাখিলগুণঃ
স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণ-
তরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ॥ ৬৫
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা
ব্যক্তাভূদ্‌গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা।
দ্বারকামথুরাদিষু॥ ৬৬

অন্বয়ঃ।—যঃ হরিঃ নাট্যে (যে শ্রীহরি নাট্যঃ শাস্ত্রে) শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈঃ (শ্রেষ্ঠ মধ্য আদি শব্দদ্বারা) পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণঃ ইতি ত্রিধা পরিকীর্ত্তিতঃ (পূর্ণতম, পূর্ণতর, পূর্ণ এই তিনরূপে পরিকীর্ত্তিত হন) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) প্রকাশিতাখিলগুণঃ (যে স্বরূপে অখিল গুণরাশি প্রকাশিত) পূর্ণতমঃ (পূর্ণতম বলিয়া), অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ (যাহাতে সকল গুণের প্রকাশ নাই) পূর্ণতরঃ (পূর্ণতর বলিয়া), অল্পদর্শকঃ (পূর্ণতরের ন্যূন গুণবিশিষ্ট) পূর্ণঃ স্মৃতঃ (পূর্ণ বলিয়া অভিহিত হন)। কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা গোকুলান্তরে (শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা শ্রীবৃন্দাবনে) পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু ব্যক্তা অভূৎ (পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা মথুরায় অভিব্যক্ত হইয়াছে)।

অনুবাদ।—কৃষ্ণকে নাট্যশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ মধ্য ইত্যাদি ভেদ আকারে পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ—এই তিনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞেরা বলেন—শ্রীকৃষ্ণ যেখানে সমস্ত গুণকে প্রকাশ করেছেন সেখানে তিনি পূর্ণতম, যেখানে সমস্ত গুণ প্রকাশ করেননি সেখানে পূর্ণতর এবং যেখানে অল্প গুণ প্রকাশ করেছেন সেখানে পূর্ণ। গোকুলেই তিনি পূর্ণতমভাবে প্রকাশিত হয়েছিলেন। মথুরায় পূর্ণতরভাবে এবং দ্বারকায় পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছিলেন॥ ৬৪-৬৬॥

এক কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান্।
আর সব স্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণ-নাম॥
সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার।
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার॥
অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥
ইহা যেই শুনে পড়ে সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্বনিরূপণে শ্রীভগবৎ-স্বরূপভেদবিচারো নাম বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

---

(১) 'লীলামণ্ডল'—লীলাসমূহ। 'চৌদ্দ মন্বন্তরে'—ব্রহ্মার একদিনে। (২) 'প্রকাশ'—লীলা।
(৩) অলাতচক্র (চক্রের অগ্নি) যেমন ক্রমান্বয়ে চারিদিকে ঘোরে, তেমনি সমস্ত কৃষ্ণলীলা ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ক্রমান্বয়ে উদিত হয়।
(৪) 'পুরীদ্বয়ে'—মথুরা ও দ্বারকায়।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অগত্যেকগতিং নত্বা
হীনার্থাধিকসাধকম্
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য
মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—অগত্যেকগতিম্ (অগতির একমাত্র গতি) হীনার্থাধিকসাধকম্ (হীনজনের অধিক সিদ্ধি-প্রদাতা) শ্রীচৈতন্যং নত্বা (শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম করিয়া) অস্য (কৃষ্ণের) মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরং (মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র) লিখামি (লিখিতেছি)।

অনুবাদ।—যিনি অগতির একমাত্র গতি, যিনি পতিতের প্রতি অধিক দয়ালু সেই শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার ক'রে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র লিখছি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
সর্ব্ব স্বরূপের ধাম পরব্যোম ধামে।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ সব নাহিক গণনে ॥
শত সহস্রাযুত লক্ষ কোটি যোজন।
এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন ॥
সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক আনন্দ চিন্ময়।
পারিষদ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ সব হয় ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক একদেশে যার।
সেই পরব্যোমের কে করু বিস্তার ॥
অনন্তবৈকুণ্ঠ পরব্যোম যার দলশ্রেণী (১)।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকার গণি (২) ॥
এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ অবতার।
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায় জীব কোন্ ছার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১৪ অং ২১ শ্লোকঃ

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্।
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ—ভূমন্ (হে অপরিচ্ছিন্ন!) ভগবন্ (হে সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত!) পরাত্মন্ (হে সর্ব্বান্তর্য্যামী!) যোগেশ্বর (হে যোগেশ্বর) যোগমায়াং বিস্তারয়ন্ (যোগমায়া বিস্তার করিয়া) ক্রীড়সি (তুমি ক্রীড়া কর) ভবতঃ উতীঃ (তোমার লীলাসকল) ক্ব কথং বা কতি বা কদা ত্রিলোক্যাং কঃ বেত্তি (কোথায়, কিরূপে, কতপ্রকারে, কখন অনুষ্ঠিত হইতেছে, ত্রৈলোক্যে কে তাহা জানে)।

অনুবাদ।—হে বিরাট্! হে ভগবান্! হে পরমাত্মা! হে যোগেশ্বর! যোগমায়াকে বিস্তার ক'রে কোথায়, কিভাবে ও কোন্ সময়ে তুমি কত লীলা খেলা কর—ত্রিভুবনে তোমার সে লীলার কথা কে জানে ॥ ২ ॥

এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি না পায় যার অন্ত ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১৪ অং ৭ শ্লোকঃ

গুণাত্মনস্তেহপি গুণান বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেহস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—অস্য (এই বিশ্বের) হিতাবতীর্ণস্য (কল্যাণের নিমিত্ত অবতীর্ণ) গুণাত্মনঃ (সকল গুণের আকর) তে (তোমার) গুণান্ (গুণগণকে) বিমাতুং (গণনা করিতে) কে বা (কাহারাই বা) ঈশিরে (সমর্থ হয়) সুকল্পৈঃ যৈঃ (যে সমস্ত সুনিপুণ ব্যক্তির দ্বারা) কালেন (যথাসময়ে) ভূপাংশবঃ (ভূতলের পরমাণুসকল) খে (আকাশে) মিহিকাঃ (শিশিরকণাগুলি) দ্যুভাসঃ (কিরণকণাসমূহ) বিমিতাঃ (সংখ্যাত হইতে পারে)।

(১) 'দলশ্রেণী'—কমলদলতুল্য শ্রেণীবদ্ধ।
(২) 'কর্ণিকার গণি'—পদ্মমধ্যস্থ বীজকোষের মতন গণনা করি।

অনুবাদ।—গুণের খনি তুমি—এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হয়েছ। তোমার গুণের গণনা কে করতে পারে? বহুকালের চেষ্টায় অত্যন্ত বিচক্ষণ যাঁরা পৃথিবীর ধূলিকণা ও আকাশের শিশিরকণা এবং তারাগুলি গণনা করেছেন—তাঁরাও পারেন না॥ ৩॥

ব্রহ্মাদিক রহু অনন্ত সহস্র বদন।
নিরন্তর গায় গুণের অন্ত নাহি পান॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৭ অং ৪১ শ্লোকঃ

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্॥ ৪

অন্বয়ঃ।—তে (তোমার) অগ্রজাঃ (জ্যেষ্ঠা) অমী মুনয়ঃ (এই সমস্ত মুনিগণ) অহম্ অপি (ব্রহ্মাও) পুরুষস্য (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) মায়াবলস্য (মায়াবলের) অন্তং ন বিদামি (অন্ত জানি না) যে অবরাঃ 'তে' কুতঃ (যাঁহারা অপর সাধারণ তাঁহাদের কথা আব কি বলিব) দশশতাননঃ (সহস্রবদন) আদিদেবঃ শেষঃ (আদিদেব অনন্ত) অস্য গুণান্ গায়ন্ (ইঁহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিয়া) অধুনাপি পারং ন সমবস্যতি (আজিও অন্ত প্রাপ্ত হন নাই)।

অনুবাদ।—মায়াময় পুরুষ তিনি। তার মায়ার অন্ত কোথায় আমি (ব্রহ্মা) জানি না। এই প্রবীণ মুনিরাও জানেন না। সুতরাং অন্যে আর কি করে জানবে! আদিদেব শেষ তাঁর হাজার মুখে গুণগান ক'রেও আজও তার শেষ খুঁজে পাননি॥ ৪॥

সেহো রহু সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ।
নিজগুণের অন্ত না পায়, হয়েত সতৃষ্ণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে একচত্বারিংশঃ শ্লোকঃ

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—ননু (অহো) দ্যুপতয়ঃ (স্বর্গাদির অধিপতি ব্রহ্মাদি) এব অনন্ততয়া তে অন্তং ন যযুঃ (অন্তহীন বলিয়া তোমার অন্ত পান নাই) ত্বম্ অপি (তুমি শ্রীকৃষ্ণও) খে (আকাশে) রজাংসি ইব (ধূলিকণার মত) যদন্তরা (যে তোমার মধ্যে) বয়সা (কালচক্রের দ্বারা) সাবরণাঃ অণ্ডনিচয়াঃ (সপ্তাবরণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডসমূহ) সহ (যুগপৎ) বান্তি হি (ভ্রমণ করিতেছে), শ্রুতয়ঃ অতন্নিরসনেন (শ্রুতিসকল অতদ্বস্তু নিরসনপূর্ব্বক) ত্বয়ি হি ফলন্তি (তোমাতেই সার্থকতা প্রাপ্ত হয়) যৎ (যতঃ) ভবন্নিধনাঃ (তোমাতেই পর্য্যবসিত হয়)।

অনুবাদ।—ব্রহ্মা প্রভৃতিও তোমার অন্ত পাননি, তুমিও পাওনি—কারণ তুমি অনন্ত। আকাশে যেমন ধূলিকণা উড়ে বেড়ায় তেমনি তোমার মধ্যেও—কি আশ্চর্য্য—কালের আবরণে ঢাকা ব্রহ্মাণ্ডগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে একই সঙ্গে। তাই শ্রুতিগুলি শেষ পর্য্যন্ত তোমাতেই এসে সার্থক হয়—সমস্ত নিরসন (খণ্ডন) করে তোমাতেই পর্য্যবসিত হয় (লয় পায়)॥ ৫॥

সেহো রহু ব্রজে যবে কৃষ্ণ অবতার।
তাঁর চরিত্র বিচারেতে মন না পায় পার॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈল একক্ষণে।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ কাণ্ড স্ব স্ব নাথ সনে॥
এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত (১)॥
"কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ" (২) শুকদেব বাণী।
কৃষ্ণসঙ্গে কত গোপ সংখ্যা নাহি জানি॥
এক এক গোপ করে যে বৎসচারণ।
কোটি অর্ব্বুদ পদ্ম শঙ্খ তাহার গণন॥
বেত্র বেণুদল শৃঙ্গ (৩) বস্ত্র অলঙ্কার।
গোপগণের যত তার নাহি লেখা পার॥
সভে হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি॥

---

(১) 'অবধূত'—উদাসীন যোগিবিশেষ, (এখানে) তাদৃশ—অর্থাৎ পাগল, বিক্ষিপ্ত।

(২) কৃষ্ণের অসংখ্য বৎসর। (বৎস=বৎসর)

(৩) 'বেত্র'—যষ্টি। 'বেণুদল'—পত্রনির্ম্মিত বংশী। 'শৃঙ্গ'—শিঙ্গা।

এক কৃষ্ণদেহ হইতে সভার প্রকাশে।
ক্ষণেকে সভাই সেই শরীরে প্রবেশে॥
ইহা দেখি ব্রহ্মা হৈলা মোহিত বিস্মিত।
স্তুতি করি এই পাছে করিলা নিশ্চিত॥
যে কহে কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানো।
সে জানুক কায়মনে, মুঞি এই মানো॥
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃত-সিন্ধু।
মোর বাঙ্মনোগম্য নহে এক বিন্দু॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টত্রিংশঃ শ্লোকঃ

জানন্ত এব জানন্ত
কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো
বৈভবং তব গোচরম্॥ ৬

অন্বয়ঃ।—জানন্তঃ (আমরা শ্রীভগবানের মহিমা জানি, এইরূপ অভিমানী যাহারা) এব জানন্ত (তাহারা জানুক), বহূক্ত্যা কিম্ (বাচালতা প্রকাশ করিয়া কি হইবে), প্রভো (হে প্রভো), তব বৈভবং (তোমার ঐশ্বর্য্য) মে মনসঃ বপুষঃ বাচঃ ন গোচরম্ (আমার মন, দেহ ও বাক্যের গোচর নহে)।

অনুবাদ।—হে প্রভু! যারা বলে 'জানি'—জানুক তারা। বেশী ব'লে লাভ কি? দেহ, মন, বাক্য দিয়েও আমি তোমার মহিমা জানতে পারিনি॥ ৬॥

কৃষ্ণের মহিমা রহু কেবা তার জ্ঞাতা।
বৃন্দাবন স্থানের দেখা আশ্চর্য্য বিভুতা (১)॥
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে পরকাশে।
তার এক দেশে বৈকুণ্ঠাজাণ্ডগণ ভাসে (২)॥
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য সাগর।
মনেন্দ্রিয় ডুবিল প্রভুর, হইলা ফাঁফর॥

ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনে।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ২ অং ২১ শ্লোকঃ

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—স্বয়ং তু (স্বয়ং ভগবান্) অসাম্যাতিশয়ঃ (যাঁহার সমানও নাই, অধিকও নাই, এইরূপ) ত্র্যধীশঃ (ত্রিলোক অথবা ত্রিগুণাদির ঈশ্বর) স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ (পরমানন্দ সম্পদ্ মধ্যে যিনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন) বলিং (পূজাদ্রব্য) হরদ্ভিঃ (সমর্পণকারী) চিরলোকপালৈঃ (চিরকালীন লোকপাল ব্রহ্মাদির) কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ (কোটী কোটী শিরোমুকুট দ্বারা সম্পূজিত পাদপীঠ যাঁহার) 'তস্য উগ্রসেনানুবর্ত্তিত্বমস্মান্ ব্যথয়তি' ইতি উত্তরেণান্বয়ঃ (তাঁহার উগ্রসেনের অনুগামিত্ব আমাদিগকে বেদনা দিতেছে)।

অনুবাদ।—যাঁর সমান কেউ নেই, যার চেয়ে বড়ও কেউ নেই, যিনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, পরমানন্দ সম্পদ্ থাকাতে যাঁর সব কিছুই পাওয়া হয়ে গেছে, যাঁর পায়ের পাতায় মাথার মুকুটের অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়ে ব্রহ্মা প্রভৃতি চিরকালীন লোকপালেরা পূজা করে এসেছেন [সেই কৃষ্ণ উগ্রসেনের অনুবর্ত্তী অর্থাৎ অধীন হ'লেন, এতে আমরা মর্ম্মাহত হয়েছি]॥ ৭॥

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহো নাহি আন॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ১ শ্লোকঃ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ১৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৮॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু হর এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর॥

(১) 'বিভুতা'—ব্যাপকতা, বৃহত্ত্ব।
(২) 'ভাসে'—প্রকাশে।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৬ অং ৩০ শ্লোকঃ

স্বজামি তন্নিযুক্তোঽহং
হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ
পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২০ পরিচ্ছেদে ৪৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৯ ॥

এ সামান্য ত্র্যধীশ্বরের অর্থ শুন আর।
জগৎকারণ তিন পুরুষাবতার ॥
মহাবিষ্ণু পদ্মনাভ ক্ষীরোদক-স্বামী।
এই তিন স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব অন্তর্য্যামী ॥
এই তিন সর্ব্বাশ্রয় জগৎ-ঈশ্বর।
এহো সব (১) কলা অংশ কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অং ৪৮ শ্লোকঃ

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য,
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১০ ॥

এহো অর্থ মধ্যম্, আর অর্থ শুন সার।
তিন আবাসস্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি যার ॥
অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন (২)।
যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ ॥
মধুরৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপাদি ভাণ্ডার।
যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি লীলা সার ॥

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ

করুণানিকুরম্বকোমলে
মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে
নহি চিন্তা-কণিকাভ্যুদেতি নঃ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—করুণা-নিকুরম্ব-কোমলে (কৃপাসমূহে কোমল) মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি (মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যবিশেষশালী) ব্রজরাজনন্দনে জয়তি (ব্রজ-রাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হইলে) হি নঃ (আমাদের) চিন্তাকণিকা ন অভ্যুদেতি (আমাদের চিন্তার কণামাত্রও উদিত হয় না)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ তাঁর করুণারাশির দ্বারা কোমল। আবার তাঁর যে ঐশ্বর্য্য রয়েছে তাও মাধুর্য্যে ভরা। সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হলে আমাদের কোন চিন্তা থাকে না ॥ ১১ ॥

তার তলে পরব্যোম বিষ্ণুলোক নাম।
নারায়ণ আদি অনন্ত-স্বরূপের ধাম ॥
মধ্যম আবাস কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্য ভাণ্ডার।
অনন্ত-স্বরূপ যাঁহা করেন বিহার ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা ভাণ্ডার কোঠরী (৩)।
পারিষদগণ ষড়ৈশ্বর্য্যে আছে ভরি ॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকঃ

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য,
দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি (গোলোক-নামক নিজ ধামে) তস্য তলে চ (এবং তাহার তলে) তেষু তেষু দেবীমহেশহরিধামসু (সেই সেই দেবী-ধাম, মহেশধাম এবং হরিধামে) তে তে প্রভাবনিচয়াঃ (সেই সেই প্রভাবসমূহ) যেন বিহিতাঃ (যাঁহার

(১) 'এহো'—এই তিন পুরুষাবতার।

(২) তিন আবাস স্থান—যথা বৃন্দাবন, পরব্যোম ও দেবীধাম। গোলোক বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তম বাসস্থান। পরব্যোম ধাম শ্রীকৃষ্ণের মধ্যম বাসস্থান। দেবীধাম শ্রীকৃষ্ণের বাহ্য আবাসস্থান।

(৩) লোকের গৃহে যেমন কুঠরী থাকে, তেমনি মধ্যম বাসস্থান পরব্যোমের কুঠরীরূপে অনন্ত বৈকুণ্ঠ।

দ্বারা বিহিত হইয়াছে) অহং তং গোবিন্দমাদিপুরুষং ভজামি (আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি)।

অনুবাদ।—আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। গোলোক নামে এঁর নিজ ধামের তলে আছে তিনটি লোক। প্রথম লোক মায়ালোক বা দেবীধাম। এর উপরে শিবলোক। তারও উপরে হরিধাম বা পরব্যোম। এই সব লোকে তিনি দেবতাদের স্থাপন করেছেন॥ ১২॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে (৫।২৪৭।২৪৮)
পদ্মপুরাণবচনে

প্রধানপরমব্যোম্নো-
রন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈ-
স্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা॥
তস্যাঃ পারে পরব্যোম
ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্য-
মনন্তং পরমং পদম্॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈঃ (বেদাঙ্গ শ্রীভগবানের ঘর্ম্মসঞ্জাত) তোয়ৈঃ (জলরাশির দ্বারা) প্রস্রাবিতা (প্রবাহিতা) শুভা (পবিত্রা) বিরজা নদী (কারণার্ণব) প্রধানপরমব্যোম্নোঃ (প্রধান এবং পরমব্যোমের) অন্তরে (মধ্যে অবস্থিতা) তস্যাঃ পারে (সেই বিরজার পারে) ত্রিপাদ্ভূতং (ত্রিপাদ বিভূতিযুক্ত) সনাতনম্ অমৃতং (সনাতন সুধা-মধুর) শাশ্বতং (নবায়মান) নিত্যম্ (অনাদিকাল হইতে অবস্থিত) অনন্তম্ (অন্তহীন) পরমং পদং পরব্যোম (পরম স্থান পরব্যোম)।

অনুবাদ।—প্রকৃতি ও পরমব্যোমের অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠের মাঝখানে আছে বিরজা নদী। ভগবানের শরীরের ঘাম থেকে উৎপন্ন হয়ে ঐ নদী সকলের মঙ্গল সাধন ক'রে বয়ে চলেছে। বিরজার পারে আছে পরমব্যোম, তাতে রয়েছে চার ভাগের তিন ভাগ ঐশ্বর্য্য। সেই মহা বৈকুণ্ঠধাম চিরকাল ধরে রয়েছে, অমৃতের মত তা' মধুর বা জরামৃত্যু-শূন্য। চিরদিন ধরে থেকেও তার শোভা যেন নিত্য নূতন। সেই ধামের আরম্ভও নেই শেষও নেই॥ ১৩॥

তার তলে বাহ্যাবাস (১) বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহা কোঠরী অপার॥
দেবীধাম নাম তার, জীব যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী (২) রাখি, যাঁহা রহে মায়াদাসী॥
এই তিন ধামের হয়ে কৃষ্ণ অধীশ্বর।
গোলোক পরব্যোম প্রকৃতির পর॥
চিচ্ছক্তি বিভূতিধাম ত্রিপাদৈশ্বর্য্য নাম।
মায়িক বিভূতি একপাদ অভিধান॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (৫।২৮৬)

ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ
ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদম্।
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা
প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—ত্রিপাদ্বিভূতেঃ (ত্রিপাদ্ ঐশ্বর্য্যের) ধামত্বাৎ (ধাম বলিয়া) তৎপদং (সেই ধাম) ত্রিপাদ্ভূতং হি (ত্রিপাদভূত) যতঃ সর্ব্বা মায়িকী (যেহেতু সমস্ত মায়াসম্বন্ধিনী বিভূতিঃ (ঐশ্বর্য্য) পাদাত্মিকা (একপাদ) প্রোক্তা (কথিত হয়)।

অনুবাদ।—যা-কিছু মায়াময় ঐশ্বর্য্য, সে সমস্তই একপাদ (চার ভাগের এক ভাগ)। তাই ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্যের আশ্রয় যে গোলোক ও পরব্যোম—তাকে ত্রিপাদভূত বলা হয়॥ ১৪॥

ত্রিপাদ বিভূতি কৃষ্ণের বাক্য-অগোচর।
একপাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা-রুদ্রগণ।
'চিরলোকপাল' শব্দে তাহার গণন॥
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে।
ব্রহ্মা আইলা দ্বারপাল জানাইল কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ বোলেন কোন্ ব্রহ্মা কি নাম তাহার।
দ্বারী আসি ব্রহ্মাকে পুছিল আরবার॥

(১) 'বাহ্যাবাস'—বাহির বাটী।

(২) 'জগল্লক্ষ্মী'—প্রাকৃত সম্পৎস্বরূপা মায়ারূপ জগৎসম্পত্তি।

বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিলা।
কহ গিয়া সনকপিতা চতুর্ম্মুখ আইলা॥
কৃষ্ণে জানাইয়া দ্বারী ব্রহ্মা লঞা গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ হৈলা॥
কৃষ্ণ মান্য পূজা করি তাঁরে প্রশ্ন কৈল।
কি লাগি তোমার ইঁহা আগমন হৈল॥
ব্রহ্মা কহে, তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে হয় করহ ছেদন॥
কোন্ ব্রহ্মা পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে।
আমা বহি জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে॥
শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইল তৎক্ষণে॥
শত বিশ সহস্রাযুত লক্ষ বদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো নাহিক গণন॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি নয়ন॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইলা।
হস্তিগণ মধ্যে যেন শশক রহিলা॥
আসি সব ব্রহ্মা কৃষ্ণপাদপীঠ আগে।
দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদ-পীঠে লাগে॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি লখিতে কেহো নারে।
যত ব্রহ্মা তত মূর্ত্তি একই শরীরে॥
পাদপীঠ মুকুটাগ্র সংঘট্টে উঠে ধ্বনি।
পাদপীঠকে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি॥
যোড়হাতে ব্রহ্মা রুদ্রাদি করেন স্তবন।
বড় কৃপা কৈলে প্রভু দেখাইলে চরণ॥
ভাগ্য আমার বোলাইলা দাস অঙ্গীকরি।
কোন্ আজ্ঞা হয় তাহা করি শিরে ধরি॥
কৃষ্ণ কহে তোমা সবা দেখিতে ইচ্ছা হৈল।
তাহা লাগি একত্র সভারে বোলাইল॥
সুখী হও সভে, কিছু নাহি দৈত্যভয়।
তারা কহে তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্র জয়॥
সম্প্রতি যেবা হৈত পৃথিবীতে ভার।
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলে সংহার॥

দ্বারকাদি বিভু তার এইত প্রমাণ।
আমারি ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ সভার হৈল জ্ঞান॥
কৃষ্ণসহ দ্বারকা বৈভব অনুভব হৈল।
একত্র মিলনে কেহ কাহো না দেখিল॥
তবে কৃষ্ণ সর্ব্ব ব্রহ্মাগণে বিদায় দিলা।
দণ্ডবৎ হঞা সবে নিজ ঘরে গেলা॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার হৈল চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে আসি কৈল নমস্কার॥
ব্রহ্মা বোলে পূর্ব্বে আমি যে নিশ্চয় কৈল।
তাহার উদাহরণ আমি আজি সে দেখিল॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১৪ অং ৩৮ শ্লোকঃ
জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরম্॥ ১৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদে ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৫॥

কৃষ্ণ কহে এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন
অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার চারি বদন॥
কোন ব্রহ্মাণ্ড শত কোটি, কোন লক্ষ কোটি।
কোন নিযুত কোটি, কোন কোটি কোটি॥
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর বদন।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
এক পাদ বিভূতি ইহার নাহি পরিমাণ।
ত্রিপাদ বিভূতির পরব্যোমের কে করে পরিমাণ॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে
পদ্মপুরাণবচনম্ (৫।২৪৮)

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্॥ ১৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদে ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৬॥

তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায়।
কৃষ্ণের বিভূতি-স্বরূপ জানন না যায়॥
'ত্র্যধীশ্বর' শব্দের অর্থ গূঢ় আরো হয়।
'ত্রি' শব্দে কৃষ্ণের তিন লোক কহয়॥

গোলোকাখ্য গোকুল (১) মথুরা দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্যস্থিতি ॥
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্য পূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥
পূর্ব্ব উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল।
অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ চির-লোকপাল ॥
তা সভার মুকুট কৃষ্ণ পাদপীঠ আগে।
দণ্ডবৎ-কালে তাঁর মণি পীঠে লাগে ॥
মণিপীঠে ঠেকাঠেকি উঠে ঝনঝনি।
পীঠের স্তুতি করে মুকুট হেন অনুমানি ॥
নিজ চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান।
চিচ্ছক্তি সম্পত্ত্যের ষড়ৈশ্বর্য্য নাম ॥
সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণকাম।
অতএব বেদে কহে স্বয়ং ভগবান্ ॥
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপার অমৃতের সিন্ধু।
অবগাহিতে নারিল তার ছুঁইল এক বিন্দু ॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল।
মাধুর্য্যে মজিল মন এক শ্লোক পড়িল ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ২ অং ১২ শ্লোকঃ

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ,
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা (আপন যোগমায়ার শক্তি দেখাইতে উৎসুক) মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং (মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী) স্বস্য চ বিস্মাপনং (শ্রীকৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়জনক) সৌভগর্দ্ধেঃ (সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর) পরং পদং (পরাকাষ্ঠা) ভূষণভূষণাঙ্গং (ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ পরমসুন্দর) যৎ (যেরূপ) গৃহীতম্ (প্রকট করিয়াছেন)।

অনুবাদ।—আপন যোগমায়ার শক্তি দেখিয়ে তিনি গ্রহণ করলেন মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী রূপ। সে রূপ তাঁকেও বিস্মিত করল, সে রূপ পরম সৌভাগ্যের অর্থাৎ কমনীয়তার আশ্রয়, অলঙ্কারেরও অলঙ্করণ, অর্থাৎ অলঙ্কারগুলি তাঁর শরীরে স্থান পেয়ে নিজেরাই সুন্দর হয়ে উঠেছে বেশী, শরীরকে সুন্দর করার চেয়ে ॥ ১৭ ॥

যথা—রাগঃ

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশে বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এককণ ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ ॥ ধ্রু ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্য লীলা হৈতে ॥
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এইরূপ তাঁর নিত্যধাম ॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছ (২) নেত্রান্ত (৩) বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান
বিন্ধে রাধা গোপীগণের মন ॥
কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা সে স্বরূপগণ,
তা সভার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥

---

(১) 'গোলোকাখ্য গোকুল' গোকুল মধুপুরী, দ্বারাবতী এই তিন লোকের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। গোকুলের বৈভববিশেষ গোলোক, এইজন্য গোলোকাখ্য গোকুল বলিয়াছেন।

(২) 'তেরছ'—বক্রভাবে।
(৩) 'নেত্রান্ত'—কটাক্ষ।

চড়ি গোপী মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ॥
নিজ সম সখা সঙ্গে, গোগণ চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার॥
মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছতথি (১)
পীতাম্বর বিজুরী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ শস্য উপর,
বরিষয়ে লীলামৃতধার॥
মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে নানামতে
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ॥
কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে
প্রেমে সনাতনের হাতে ধরি।
গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ, যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরানগরী॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২৪ অং ১৪ শ্লোকঃ

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং,
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য॥ ১৮

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৮॥

তারুণ্যামৃতপারাবার, তরঙ্গ লাবণ্যসার
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাত, নারীর মন তৃণপাত,
তাহাঁ ডুবায় না হয় উদ্গম (২)॥

সখি হে! কোন্ তপ কৈল গোপীগণ?
কৃষ্ণরূপ মাধুরী, পিবি পিবি নেত্র ভরি,
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন (৩)॥ ধ্রু॥
যে মাধুরী ঊর্দ্ধ (৪) আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোমে স্বরূপের গণে (৫)।
যেঁহো সব অবতারী, পরব্যোমে অধিকারী
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তেঁহো যে মাধুর্য্য লোভে, ছাড়ি সব কামভোগে,
ব্রত করি করিল তপস্যা॥
সেই ত মাধুর্য্যসার, অন্যে সিদ্ধি নাহি তার (৬),
তেঁহো মাধুর্য্যাদি গুণখনি।
আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্ত গুণ ভাসে,
যাঁহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি॥
গোপীভাবদর্পণ (৭), নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি (৮)
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য॥
কর্ম্ম জপ যোগজ্ঞান, বিধিভক্তি তপধ্যান
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।

---

(১) 'পিঞ্ছ'—ময়ূরপুচ্ছ। 'তথি'—তাহাতে।

(২) 'চক্রবাত'—চক্রাকার বায়ু। বংশীধ্বনি নারীর মনকে কৃষ্ণরূপে মগ্ন করে।

(৩) পাঠান্তর 'নেত্র তনু মন'।

(৪) 'ঊর্দ্ধ'—অধিক।

(৫) 'স্বরূপের গণে'—অবতার-গণে।

(৬) 'অন্যে সিদ্ধি নাহি তার'—অন্যস্বরূপে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ ব্যতীত শ্রীনারায়ণাদিতে যাহা সিদ্ধ হয় না।

(৭) "গোপীভাবদর্পণ……নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য।" গোপীভাবদর্পণ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যকে নবনবায়মান করিতে করিতে ক্ষণে ক্ষণে বাড়াইতে থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যও গোপীভাবদর্পণকে নবনবায়মান করাইয়া বাড়াইতে থাকে।

(৮) 'বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি'—মুখ মুদ্রিত না করিয়া অর্থাৎ পরমহর্ষে উভয়ে উভয়কে বাড়াইতে থাকে।

কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ॥
সেইরূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়,
দিব্য গুণগণ রত্নালয়।
আনের (১) বৈভব সত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ সর্ব্ব অংশী সর্ব্বাশ্রয়॥
শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী মতি,
এই সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল, মৃদু, বদান্য, কৃষ্ণ সম নাহি অন্য,
করে কৃষ্ণ জগতের হিত॥
কৃষ্ণ দেখি নানা জন, কৈল নিমিষ নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।
সেই সব শ্লোক পড়ি, মহাপ্রভু অর্থ করি,
সুখে মাধুর্য্য করে আস্বাদন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ স্কং ২৪ অং ৬৫ শ্লোকঃ

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সুবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো,
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতানিমেশ্চ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—নার্য্যঃ নরাঃ (নারীগণ এবং নরগণ) মকর-কুণ্ডল-চারুকর্ণ-ভ্রাজৎ কপোল-সুভগং (মকর-কুণ্ডল সুশোভিত কর্ণ ও উজ্জ্বল গণ্ডে দীপ্তিযুক্ত) সুবিলাসহাসং (সুবিলাসময় হাস্যমণ্ডিত) নিত্যোৎসবং (নিত্য-উৎসবময়) যস্য আননং (যাহার মুখমণ্ডল) দৃশিভিঃ (নয়ন দ্বারা) পিবন্ত্যঃ (পান করিয়া) মুদিতাঃ (আনন্দিত হইয়াও) ন ততৃপুঃ (তৃপ্ত হন নাই) নিমেঃ (নিমেষ স্রষ্টিকর্ত্তা নিমির প্রতি) কুপিতাঃ চ (ক্রোধ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—সুন্দর কানে মকর কুণ্ডল, তার ছটায় কপোল (গাল) আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে। হাসিতে মুখখানি তার সুন্দর, নিত্যই উৎসবময়। নর-নারী দৃষ্টি দিয়ে সে সৌন্দর্য্য পান ক'রে তৃপ্তি পায়নি। তারা আনন্দিত যেমন হ'য়েছে—কুপিতও তেমনি হয়েছে নিমির উপর (যিনি সৃষ্টি করেছেন নিমেষকে)॥ ১৯॥

তথাহি—তত্রৈব ১০ স্কং ৩১ অং ১৫ শ্লোকঃ

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং,
ত্রুটির্য্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে,
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম॥ ২০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ২০॥

যথা—রাগঃ

কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণস্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়,
ত্রিজগৎ করিল কামময় (২)॥
সখি হে! কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ-রাজ।
কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে,
করি সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ॥ ধ্রু॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণিদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী-ইন্দু(৩), তাহাতে চন্দনবিন্দু,
সেহো এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥
কর নখ চাঁদের ঠাট, বংশী উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখচন্দ্রগণ তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান॥
নাচে মকর কুণ্ডল, নেত্র লীলাকমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূধনু নাসা-বাণ, ধনুর্গুণ দুই কাণ,
নারীগণ লক্ষ্য বিন্ধে তায়॥

(১) 'আনের'—অন্যের।

(২) 'কামময়'—শ্রীকৃষ্ণে কামনাময়।

(৩) 'ললাটে অষ্টমী-ইন্দু'—অর্থাৎ ললাট অর্দ্ধ-চন্দ্রসদৃশ।

এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট,
বিনি মূলে বিলায় নিজামৃত।
কাঁহো স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে কাহাকে অধরামৃতে
সব লোকে করে আপ্যায়িত॥
বিপুল আয়তারুণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন (১),
মন্ত্রী যার এই দুই নয়ন॥
লাবণ্য-কেলি সদন, জন-নেত্র-রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ-বদন॥
যার পুণ্য-পুঞ্জ ফলে, সে মুখ দর্শন মিলে,
দুই অক্ষ্যে কি করিবে পানে?
দ্বিগুণ বাঢ়ে তৃষ্ণালোভ, পিতে নারে মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে॥
না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিল আঁখি দুটি,
তাহে দিল নিমিষ আচ্ছাদন।
বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার?
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার॥
কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্য-সিন্ধু, মুখ সুমধুর-ইন্দু,
অতি মধুরস্মিত সুকিরণে।
এতিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন,
শ্লোক পঢ়ে স্বহস্ত চালনে (২)॥

(১) 'মদন-মদ-ঘূর্ণন—মদনমদে মত্ততায় যে ঘূর্ণিত হয়; শেষে মদনের সৌন্দর্য্যাদি নিমিত্ত মদ (গর্ব্ব) ঘুরাইয়া সে দূরে নিক্ষেপ করে এবং যাহার হৃদয়ে এই নয়নভঙ্গী উদয় হয়, তাহার সে হৃদয় হইতে মদনমদ দূরীভূত হয়।

(২) 'স্বহস্ত চালনে'—তৎকালে সমুদিত ভাববশতঃ আস্বাদনে পরম সুখবিশেষ অভিব্যক্ত হয়, এইরূপ ভঙ্গিবিশেষ হস্তদ্বারা অভিনয় করিয়া।

তথাহি—কর্ণামৃতে দ্বিনবতিতমশ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যম্

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥ ২১

অন্বয়ঃ।—অস্য বিভোঃ (এই বিভু শ্রীকৃষ্ণের) বপুঃ (দেহ) মধুরং মধুরং (মধুর, অতি সুমধুর) বদনং মধুরং মধুরম্ (বদন মধুর মধুর অতি সুমধুর)। অহো মধুগন্ধি এতৎ মৃদুস্মিতম্ (অহো মধুগন্ধাঢ্য এই ঈষৎ হাসি) মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ (মধুর মধুর মধুর মধুর)।

অনুবাদ।—মধুর—মধুর চেয়েও মধুর কৃষ্ণের দেহ। মধুর—মধুর চেয়েও মধুর তাঁর আনন (মুখ)। মধুর সৌরভ সে দেহে, মধুর হাসি সে মুখে—আহা! মধুর, সুমধুর, অতি সুমধুর—সব চেয়ে সুমধুর॥ ২৯॥

যথা—রাগঃ

সনাতন কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সান্নিপাতি(৩), সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু॥ ধ্রু॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে যেই মুখ-সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশ দিকে বহে যার পূর॥

(৩) 'সান্নিপাতি'—বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনের এককালীন সমবৃদ্ধিকে সান্নিপাতি বলে। ইহাতে অনিবার্য্য পিপাসায় সমস্ত জল পান করিতে ইচ্ছা হয়।

স্মিত কিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধর মধুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী-ছিদ্রে আকাশে(১), তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে॥
সেধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
জগতের বলে পৈশে কাণে।
সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষতঃ যুবতীর গণে॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতি-কোল হৈতে কাড়ি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে?
নীবী(২)খসায়পতিআগে, গৃহকর্ম্মকরায়ত্যাগে,
বলে ধরি আনে কৃষ্ণস্থানে।
লোক-ধর্ম্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে॥

(১) 'বংশী-ছিদ্র-আকাশে' — বংশীচ্ছিদ্ররূপ আকাশে। 'তার গুণ শব্দে'—অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দে। 'পৈশে'—প্রবেশ করিয়া। 'ধ্বনিরূপে' —বংশীধ্বনিরূপে। 'পাঞা পরিণামে'—অর্থাৎ পরিণত হইয়া।

(২) 'নীবী'—কোমরের সম্মুখভাগের বস্ত্রগ্রন্থি।

কাণের ভিতর বাসা করে, আপনে তাহা সদা স্ফুরে
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ আন বুলিতে বোলায় আন
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥
পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে আন কহিতে কহি আনে,
কৃষ্ণকৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্তভ্রম করি, নিজৈশ্বর্য্য মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে॥
আমিত বাউল, আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-স্রোতে আমি যাই বহি॥
তবে প্রভু ক্ষণ এক মৌন করি রহে।
মনে ধৈর্য্য করি পুন সনাতনে কহে॥
কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ব-
বিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য-বর্ণনং
নাম একবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা॥ ১

অন্বয়ঃ।—যেন (যাহা কর্তৃক) অতিগূঢ়া (অত্যন্ত গোপনীয়) অপি (ও) ইয়ম্ (এই) ভক্তিঃ (ভক্তি) কলৌ (কলিকালে) প্রকাশিতা (প্রকাশিত হইয়াছে) তং (সেই) করুণার্ণবং (দয়ার সাগর) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং (শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি। করুণার সাগর তিনি। কলিযুগে অতি গোপন ভক্তিকে তিনি প্রকাশ করেছেন॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এই তো কহিল সম্বন্ধ তত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে কৃষ্ণ এক সার॥
এবে কহি শুন অভিধেয়ের (১) লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন॥
কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয়॥

তথাহি—মুনিবাক্যম্

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা
দিশতি ভবদারাধন-বিধিং
যথা মাতুর্ব্বাণী
স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা
সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং
মুরহর ভবানেব শরণম্॥ ২

অন্বয়ঃ।—মাতা (মাতৃস্বরূপা) শ্রুতি (বেদ বা উপনিষদ্) পৃষ্টা (জিজ্ঞাসিত হইলে) ভবদারাধন-বিধিং (তোমার—শ্রীভগবানের—আরাধনা বিধি) দিশতি (উপদেশ করেন) মাতুঃ (মাতার) যথা (যেরূপ) বাণী (কথা) ভগিনী (ভগিনী স্বরূপা) স্মৃতিঃ (স্মৃতিশাস্ত্র) অপি (ও) তথা (সেইরূপ) বক্তি (বলেন) পুরাণাদ্যাঃ (পুরাণ-শাস্ত্রাদিরূপ) যে (যে সকল) সহজনিবহাঃ (সহোদরগণ) তে (তাহারাও) তদনুগাঃ (মাতা প্রভৃতির অনুগামী) মুরহর (যে মুরারি শ্রীকৃষ্ণ) অতঃ (অতএব) ভবান্ এব (তুমিই) শরণং (শরণ) সত্যং (সত্য) জ্ঞাতং (জানা গেল)।

অনুবাদ।—শ্রুতি আমার মা। তাকে জিজ্ঞাসা করেছি। সে তোমারই আরাধনা করার উপদেশ দিয়েছে। স্মৃতি আমার বোন। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সেও মায়ের মতই উপদেশ দিয়েছে। পুরাণগুলি আমার ভাই—তারাও সেই একই কথা বলেছে। হে মুরারি! আমি সত্যকে জেনেছি—জেনেছি যে একমাত্র তুমিই আশ্রয়॥ ২॥

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্।
স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥
স্বাংশ বিভিন্নাংশ-রূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥
স্বাংশ বিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব তার শক্তিতে গণন॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত একের নিত্য সংসার॥
নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ-পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ॥
নিত্য বদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসারী ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় জারি তারে মারে (২)॥

---

(১) 'অভিধেয়'—শাস্ত্রের বাচ্য।

(২) 'আধ্যাত্মিক তাপত্রয়'—মনের কষ্ট আধ্যাত্মিক তাপ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কষ্ট আধিদৈবিক

কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে (১) যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।২।৬)

কামাদীনাং কতি ন কতিধা
পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা
ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে
সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং
মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥ ৩

অন্বয়ঃ।—কামাদীনাং (কামাদির) কতি (কত কত প্রকার) দুর্নিদেশাঃ (অন্যায় আদেশ) কতিধা ন পালিতাঃ (কত প্রকারেই না পালন করিয়াছি) ময়ি (আমার প্রতি) তেষাং (তাহাদের) ন করুণা (দয়া হইল না) ন ত্রপা (তাহাদের সে জন্য লজ্জাও হইল না) উপশান্তিঃ (উপশান্তি) ন জাতা (হইল না) অথ (অনন্তর) যদুপতে (হে যদুনাথ) সাম্প্রতং (সম্প্রতি) লব্ধবুদ্ধিঃ (জ্ঞানলাভ করিয়াছি) এতান্ (এই সমস্তকে) উৎসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) অভয়ম্ (অভয়) শরণম্ (আশ্রয়) ত্বাং (তোমাকে) আয়াতঃ (প্রাপ্ত হইয়াছি) মাম্ (আমাকে) আত্মদাস্যে (তোমার নিজ দাসত্বে) নিযুঙ্ক্ষ্ব (নিযুক্ত কর)।

অনুবাদ।—কাম ক্রোধ প্রভৃতির কত না অন্যায় আদেশ কত ভাবে না পালন করেছি। তবু তাদের আমার উপর দয়া হয় নি। তাদের লজ্জাও নেই, বিরতিও নেই। হে যদুপতি! তাই এদের ত্যাগ ক'রে, সম্প্রতি বুদ্ধি লাভ ক'রে তোমারই শরণ নিলাম। আমাকে তোমার দাস্যে নিযুক্ত কর॥ ৩॥

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়প্রধান।
ভক্তিমুখনিরীক্ষক (২) কর্ম্ম যোগ জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে (৩) নারে বল॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৫ অং ১২ শ্লোকঃ

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে,
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ ৪

অন্বয়ঃ।—নিরঞ্জনং (নিরুপাধিক) নৈষ্কর্ম্ম্যম্ (ব্রহ্মবিষয়ক) অপি জ্ঞানম্ অচ্যুতভাববর্জ্জিতং (হরি-ভক্তিবিহীন হইলে) 'চেৎ' অলম্ (সম্যক্‌রূপে) ন শোভতে (শোভা পায় না) 'তদা' শশ্বৎ (সর্ব্বদা) অভদ্রম্ (অশুভ) যৎ কর্ম্ম (যে কর্ম্ম) যৎ চ (এবং যে) অকারণম্ কর্ম্ম (অকাম্য কর্ম্ম) ঈশ্বরে ন অর্পিতং (শ্রীভগবানে অর্পিত না হইলে) 'তৎ' কুতঃ পুনঃ 'শোভতে' (কিরূপেই বা আবার শোভা পায়)।

অনুবাদ।—হরিভক্তি না থাকলে যাতে মায়ার স্পর্শ নেই এমন যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাও ফলদায়ক হয় না। ফল পাওয়ার আশায় যে সকল কর্ম্ম করা হয়—যাহা সব সময়ই দুঃখের কারণ, এবং ফলের আশা না করেও যে সকল কর্ম্ম করা হয়, সে সকল কর্ম্ম ভগবানে সঁপে না দিলে যে ফলদায়ক হবে না—এ তো বলাই বাহুল্য॥ ৪॥

তথাহি—তত্রৈব ২ স্কং ৪ অং ১৭ শ্লোকঃ

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—তপস্বিনঃ (জ্ঞানিগণ) দানপরাঃ

তাপ ও দেহের কষ্ট আধিভৌতিক তাপ, এই ত্রিতাপ। 'জারি'—দগ্ধ করিয়া।

(১) 'ভ্রমিতে ভ্রমিতে'—অর্থাৎ কোন জন্মে।

(২) অর্থাৎ ভক্তির অধীন।

(৩) 'তাহা দিতে'—ফল দিতে। কৃষ্ণভক্তি-সাহায্যে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞান নিজ নিজ ফল দিতে সমর্থ হয়, কিন্তু স্বতঃ ফল দিবার ইহাদের সামর্থ্য নাই।

(দানশীল কর্ম্মিগণ) যশস্বিনঃ (যোগিগণ) মনস্বিনঃ (অশ্বমেধাদি যজ্ঞকর্ত্তৃগণ) মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ (আগমবেত্তৃগণ, সদাচারপরায়ণগণ) যদর্পণং বিনা (যাহাতে অর্পণ না করিলে) ক্ষেমং (মঙ্গল) ন বিন্দন্তি (লাভ করিতে পারে না) তস্মৈ (সেই) সুভদ্রশ্রবসে (সুকল্যাণযশোযুক্ত) ভগবতে নমঃ নমঃ (শ্রীভগবানকে প্রণাম, প্রণাম)।

অনুবাদ।—যাঁরা তপস্বী, যাঁরা দাতা, যাঁরা যশস্বী, যাঁরা মনস্বী, মন্ত্রবিদ্, সদাচারী—তারা যাঁকে আত্মসমর্পণ না ক'রে কল্যাণ লাভ করেন না, সেই সুকল্যাণ-যশোযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে বার বার নমস্কার ॥ ৫ ॥

কেবলজ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ॥

তথাহি—তত্রৈব ১০ স্কং ১৪ অং ৪ শ্লোকঃ

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—(হে) বিভো! শ্রেয়ঃস্রুতিং (কল্যাণ লাভের উপায় স্বরূপ) তে ভক্তিম্ উদস্য (তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া) যে কেবলবোধলব্ধয়ে (যাহারা কেবলজ্ঞানলাভার্থ) ক্লিশ্যন্তি (পরিশ্রম করেন) স্থূলতুষাবঘাতিনাং যথা (অন্তঃসারশূন্য স্থূল তুষাবঘাতীদের মত) তেষাং (তাহাদের) ক্লেশলঃ (শ্রম) এব শিষ্যতে ন অন্যৎ (অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না)।

অনুবাদ।—হে বিভু! কল্যাণকে দান করে তোমার ভক্তি। সে ভক্তিকে ত্যাগ ক'রে যারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য কষ্ট করে, তাদের শ্রমই সার। ফাঁপা তুষকে আঘাত ক'রে যারা চাল পেতে চায় তাদের ব্যর্থ শ্রমের সঙ্গে তুলনীয় এদের শ্রম ॥ ৬ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৭ অং ১৪ শ্লোকঃ

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২০ পরিচ্ছেদে ১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব, তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণে নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিতে সেই রৌরবে পড়ি মজে (১) ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ৫ম অং ২ শ্লোকঃ

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—গুণৈঃ (গুণের দ্বারা) পৃথক্ (পৃথক্) বিপ্রাদয়ঃ (ব্রাহ্মণাদি) চত্বারঃ (চারিটি) বর্ণাঃ (বর্ণ) পুরুষস্য (শ্রীভগবানের) মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ (মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে) আশ্রমৈঃ (আশ্রমসমূহের) সহ (সহিত) যজ্ঞিরে (জন্মিয়াছে)।

অনুবাদ।—মুখ, বাহু উরু ও পদ—ভগবানের এই চার স্থান থেকে ব্রহ্মচর্য্যাদি চার আশ্রম, ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণ সত্ত্ব প্রভৃতি গুণের পার্থক্য অনুযায়ী সৃষ্টি হয়েছে ॥ ৮ ॥

তত্রৈব—৩ শ্লোকে জনকং প্রতি
যোগেন্দ্রবাক্যম্

য এষাং পুরুষং সাক্ষা-
দাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি
স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—এষাং (ব্রাহ্মণাদির) যে (যাহারা) সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবং (সাক্ষাৎ নিজের জনক স্বরূপ) ঈশ্বরং পুরুষম্ (ঈশ্বর পরমপুরুষকে) ন ভজন্তি

(১) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ (জাতি)। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটি আশ্রম। 'স্বধর্ম্ম'—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। 'রৌরব' —তন্নামক নরকবিশেষ। অবশ্যকর্ত্তব্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া কৃষ্ণভজনা না করিলে, নরকে গমন করিতে হয়, অতএব ভক্তিই অভিধেয়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ভক্তিকে অপেক্ষা করে। কিন্তু ভক্তি উহাকে অপেক্ষা করে না।

(ভজন করে না) অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে) স্থানাৎ ভ্রষ্টাঃ অধঃ পতন্তি (স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া নিম্নে পতিত হয়)।

অনুবাদ।—যিনি এদের সাক্ষাৎ জনক পরম পুরুষ ঈশ্বর—তাঁকে যারা ভজনা করে না কিংবা অবজ্ঞা করে তারা বর্ণাশ্রম থেকে ভ্রষ্ট হয়, অধঃপাত হয় তাদের ॥ ৯ ॥

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২ অং ৩২ শ্লোকঃ

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ।
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—'হে' অরবিন্দাক্ষ (হে পদ্মপলাশ-নয়ন) ত্বয়ি অস্তভাবাৎ (তোমাতে ভক্তিহীনতা হেতু) অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ (অবিশুদ্ধবুদ্ধি) অন্যে যে বিমুক্তমানিনঃ (অন্য যাহারা নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করে) কৃচ্ছ্রেণ (অতিকষ্টে) পরং পদম্ (পরম পদ) আরুহ্য (আরোহণ করিয়া) অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ (তোমার পদকমলের অনাদর করিয়া) ততঃ অধঃ পতন্তি (সেই স্থান হইতে অধঃপতিত হয়)।

অনুবাদ।—হে কমল-আঁখি কৃষ্ণ! তোমাকে যারা ভক্তি করে না, তাদের মন শুদ্ধ নয়। তারা নিজেদের মুক্ত ব'লে অহংকার করে। অনেক কষ্টে পরম পদ পেলেও তা থেকে তারা নিচের দিকে পতিত হয়। তোমার চরণের অনাদর করার ফল এই ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশশ্লোকঃ

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতিদুর্দ্ধিয়ঃ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—যস্য ঈক্ষাপথে (যাহার নয়নপথে) স্থাতুম্ (অবস্থান করিতে) বিলজ্জমানয়া (লজ্জিতা) অমুয়া (ঐ মায়া দ্বারা) বিমোহিতাঃ (বিমুগ্ধ হইয়া) দুর্দ্ধিয়ঃ (বুদ্ধিহীন লোকগণ) মমাহমিতি (আমি আমার এইরূপ) বিকত্থন্তে (আত্মশ্লাঘা করে)।

অনুবাদ।—যার সম্মুখে থাকতেও লজ্জা পায় মায়া—সেই মায়ায় মুগ্ধ হয়ে দুর্বুদ্ধি লোকেরা "আমি—আমার" বলে অহংকার করে ॥ ১১ ॥

'কৃষ্ণ তোমার হও' যদি বোলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে ৩৯৭ অঙ্কধৃতরামায়ণ বচনম্

সকৃদেব প্রপন্নো য-
স্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ
দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥ ১২

অন্বয়ঃ। প্রপন্ন (শরণাগত) যঃ তব অস্মি (যে তোমার হইলাম) ইতি চ সকৃৎ (এইরূপ একবার মাত্র) এব যাচতে (প্রার্থনা করে) তস্মৈ (তাহাকে) সর্ব্বদা অভয়ং দদামি (সর্ব্বদা অভয় দান করি), এতৎ মম ব্রতম্ (ইহা আমার ব্রত)।

অনুবাদ।—একবারও যদি "শরণাগত আমি তোমারই"—এই কথা বলে কেউ আমাকে চায়, আমি তাকে সর্ব্বদাই অভয় দান করি—এই আমার ব্রত ॥ ১২ ॥

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৩ অং ১০ শ্লোকঃ

অকামঃ সর্ব্বকামো বা
মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন
যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—অকামঃ (কামনাশূন্য ভক্ত) সর্ব্বকামঃ (ধনাদি সমস্ত বিষয়ের কামনাকারী ব্যক্তি) মোক্ষকামঃ বা (অথবা মোক্ষকাম) উদারধীঃ (উদারবুদ্ধি হইলে) তীব্রেণ ভক্তিযোগেন (অতি

তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা পরং পুরুষং যজেত (পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করে)।

অনুবাদ।—যে কিছু চায় না, যে সব কিছুই চায় কিংবা যে শুধু মোক্ষ চায়—সুবুদ্ধি সে তীব্র ভক্তি-যোগ দিয়ে পরম পুরুষকে ভজনা করবে ॥ ১৩ ॥

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে "আমা ভজে মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কং ১৯ অং ২৬ শ্লোকঃ

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—অর্থিতঃ (যাচিত হইয়া) নৃণাম্ অর্থিতং (মনুষ্যদিগের প্রার্থিত বস্তু) দিশতি (দান করেন) সত্যম্ (ইহা সত্য) 'তথাপি' ন এব অর্থদঃ (স্বচরণরূপ পরমার্থপ্রদ হয়েন না) যৎ (যেহেতু) যতঃ (যাহার পরেও) পুনর-র্থিতা (পুনরায় সেই ব্যক্তি প্রার্থনাকারী হইয়া থাকে) অনিচ্ছতাং (কামনাহীন) ভজতাম্ (ভজনাকারীর) ইচ্ছাপিধানম্ (সর্ব্বকামনার আচ্ছাদন) নিজপাদপল্লবং স্বয়ং বিধত্তে (আপনার শ্রীচরণপল্লব শ্রীভগবান্ দান করেন)।

অনুবাদ।—যারা তাঁর কাছে কিছু চায় তাদের তিনি সত্যই প্রার্থিত বস্তু দিয়ে থাকেন। তাদের কিন্তু পরম বস্তু দান করেন না। কারণ তাদের কামনার অন্ত নেই। ভক্ত কিছুই চায় না, তবু তিনি নিজে থেকেই তাকে নিজ চরণপল্লব দান করেন। তাঁর সেই চরণপল্লব ভক্তের অন্য সব কামনাকে ঢেকে দেয় (অর্থাৎ ভক্ত ভগবানের চরণ পেলে আর কোন কামনা তার থাকে না)॥ ১৪ ॥

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে ৭ অধ্যায়ে ধ্রুবচরিতে ২৮ শ্লোকঃ

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং,
স্বামিন্! কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—অহম্ (আমি) স্থানাভিলাষী (রাজ-সিংহাসনের অভিলাষী হইয়া) তপসি স্থিতঃ (তপস্যা করিয়া) কাচং বিচিন্বন্ (কাচের অনু-সন্ধান করিতে করিতে) দিব্যরত্নম্ ইব (দিব্য-রত্নের ন্যায়) দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং (দেবমুনীন্দ্রগণেরও অপ্রাপ্য) ত্বাং (তোমাকে) প্রাপ্তবান্ (পাইয়াছি) স্বামিন্ (হে প্রভো) কৃতার্থঃ অস্মি (আমি কৃতার্থ হইয়াছি) বরং ন যাচে (বর প্রার্থনা করি না)।

অনুবাদ।—আমি উত্তম-স্থান পাবার জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। কিন্তু পেয়ে গেলাম তোমাকে—দেব ও মুনিদেরও অপ্রাপ্য তোমাকে। কাঁচ খুঁজতে গিয়ে পেলাম দিব্যরত্ন। হে প্রভু! আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি। বরের কোনো প্রয়োজন নেই॥ ১৫ ॥

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮ অং ৫ শ্লোকঃ

নৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—এবং ন (না এইরূপ নহে) অধমস্য অপি মম (আমার ন্যায় অধমেরও) অচ্যুতদর্শনং (শ্রীভগবান্ অচ্যুতের দর্শন) স্যাৎ এব (হইবেই)। কালনদ্যা হ্রিয়মাণঃ (কালপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া) কশ্চনঃ ক্বচিৎ তরতি (কেহ কেহ কখনো কখনো উদ্ধার প্রাপ্ত হন)।

অনুবাদ।—না, তা নয়। আমার মত অধ-মেরও কৃষ্ণদর্শন হবেই। কালনদীতে ভেসে যেতে যেতেও কেউ কেউ তীরকে পেয়ে যায়॥ ১৬ ॥

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৫১ অং ৫১ শ্লোকঃ

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ,
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ,
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ। (হে) অচ্যুত! ভ্রমতঃ জনস্য (নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে) যদা (যখন) ভবাপবর্গঃ (সংসারবন্ধনমোচন) ভবেৎ (হয়) তর্হি (তখন) সৎসমাগমঃ (সাধুসঙ্গ লাভ হয়) যর্হি (যখন) সৎসঙ্গমঃ (সাধুসঙ্গ লাভ হয়) তদা এব (তখনই) সদ্গতৌ সাধুদিগের একমাত্র গতি) পরাবরেশে (আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের অধীশ্বর) ত্বয়ি রতিঃ জায়তে (তোমাতে রতি জন্মে)।

অনুবাদ।—[মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে বল্‌ছেন] হে অচ্যুত (শ্রীকৃষ্ণ), জীব এ সংসারে বহু বার জন্ম নেয়। এমনই ভাবে বারবার সংসারে ঘুরে ঘুরে আস্‌তে আস্‌তে যখন কারও মুক্তি পাবার সময় হয়, তখনই তোমার ভক্তের সাথে তার মিলন হয়। সেই ভক্তসঙ্গের ফলে তখনই তার অন্তরে জেগে উঠে তোমার প্রতি ভক্তি—তুমিই হ'লে সাধুজনের একমাত্র গতি, তুমিই সকলের প্রভু ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামী (১) রূপে শিখায় আপনে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২৯ অং ৬ শ্লোকঃ

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ,
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্,
আচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ১৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১৮ ॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২০ অং ৮ শ্লোকঃ

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ
জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো
ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—যঃ পুমান্ (যে ব্যক্তি) যদৃচ্ছয়া (কোন ভাগ্যে) মৎকথাদৌ (আমার কথাদিতে) জাতশ্রাদ্ধঃ (জাতশ্রদ্ধ হয়েন) তু ন নির্ব্বিণ্ণঃ (কিন্তু সংসারে অতিশয় বিরক্তও নহেন) ন অতিসক্তঃ (অতীব আসক্তও নহেন) অস্য (তাহার) ভক্তিযোগঃ সিদ্ধিদঃ (ভক্তিযোগ সিদ্ধি প্রদানকারী হয়)।

অনুবাদ।—[শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বল্‌ছেন, হে উদ্ধব]—ভাগ্যক্রমে আমার কথা ও আমার কীর্ত্তন ইত্যাদিতে যাঁর শ্রদ্ধা জন্মে এবং যিনি সংসারের প্রতি একেবারে উদাসীনও নন আবার খুব আসক্তও নন, তিনি যদি ভক্তিযোগ আশ্রয় করেন, অর্থাৎ ভক্তি দিয়ে আমাকে পেতে চান, তবে তাঁর সেই ভক্তি সিদ্ধি অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম দান করে থাকে ॥ ১৯ ॥

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কং ১২ অং ১২ শ্লোকঃ

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি,
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্‌বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্ব্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—(রহূগণং প্রতি ভরতবাক্যম্) 'হে' রহূগণ, মহৎপাদরজোঽভিষেকং বিনা (মহৎ ভক্তের চরণাশ্রয় বিনা) ন তপসা ন চ ইজ্যয়া (তপস্যার দ্বারাও নয় বৈদিক কর্ম্মের দ্বারাও নয়) নির্ব্বপণাৎ (অন্নাদিদান দ্বারা) গৃহাৎ (গৃহনিমিত্ত পরোপকার দ্বারা) ন বা ছন্দসা (বেদালোচনের দ্বারাও নয়) ন এব জলাগ্নি-সূর্য্যৈঃ (জল অগ্নি বা সূর্য্যের উপাসনার দ্বারাও নয়) এতৎ যাতি (ইহাকে প্রাপ্ত হন)।

---

(১) গুরু অন্তর্য্যামী ইত্যাদি—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই গুরু এবং অন্তর্য্যামিরূপে স্বয়ং শিক্ষা দেন। ইহাদ্বারা শ্রীগুরূপদেশ শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা ইহা প্রতিপন্ন করিলেন।
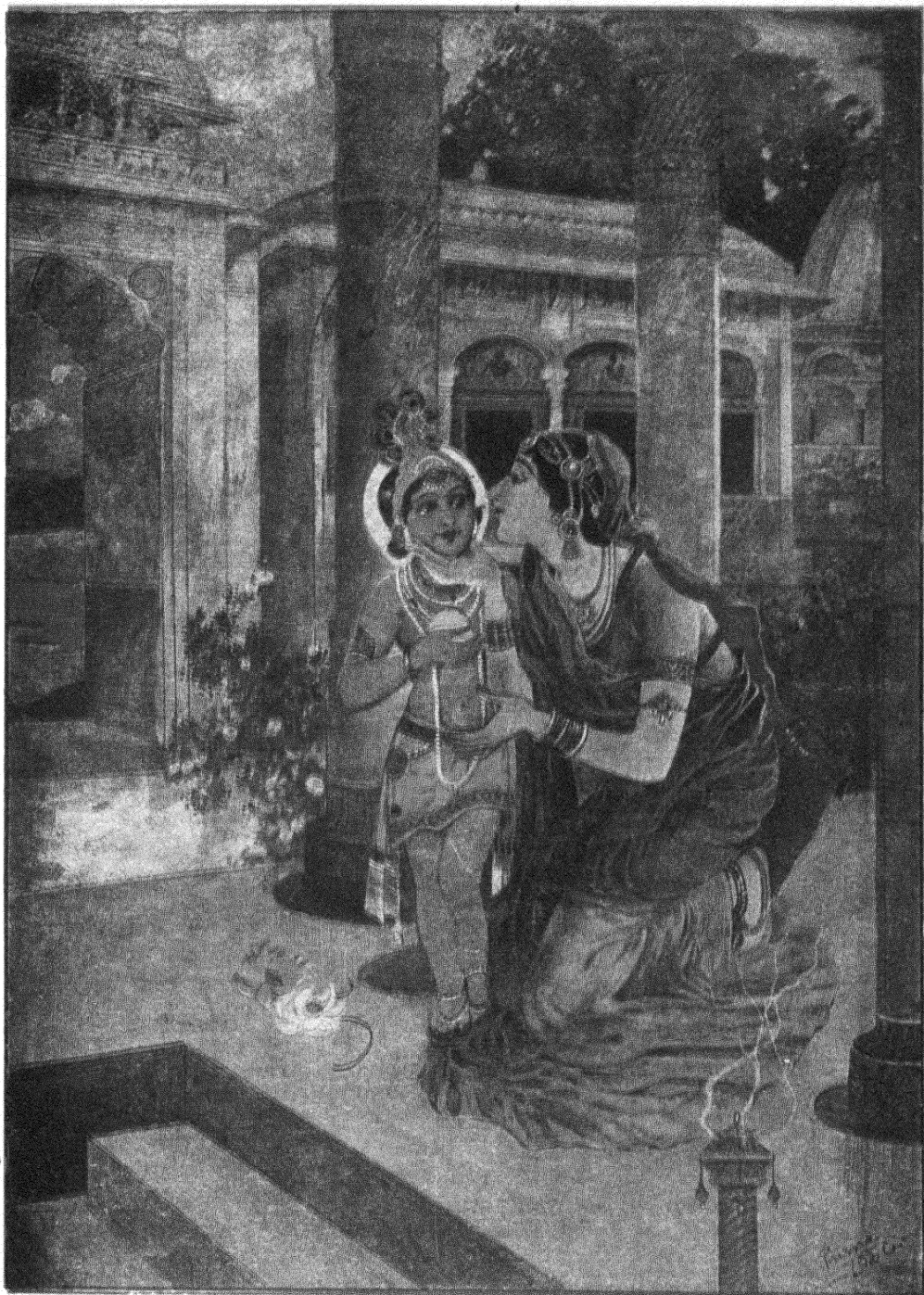
...সেই কৃষ্ণকে যশোদা আপন পুত্র বলে মনে করতেন॥

অনুবাদ।—[ভরত রহূগণকে বলছেন] হে রহূগণ! ভগবানের যারা ভক্ত তাঁদের চরণ আশ্রয় না করলে, তপস্যা, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, অন্ন ইত্যাদি দান, গৃহস্থেরা গৃহধর্ম মেনে যে পরোপকার ইত্যাদি করেন সে সকল, বেদপাঠ, জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা—কোন কিছুর দ্বারাই সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। ॥ ২০ ॥

তথাহি—তত্রৈব ৭ স্কং ৫ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকঃ

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—যাবৎ নিষ্কিঞ্চনানাং (যে পর্য্যন্ত বিষয়াভিমানবর্জ্জিত) মহীয়সাং (মহৎ ভক্তের) পাদরজোঽভিষেকং ন বৃণীত (চরণ রজোদ্বারা অভিষেক বরণ না করে) তাবৎ এষাং মতিঃ (সে পর্য্যন্ত তাহাদের মতি) উরুক্রমাঙ্ঘ্রিং (ভগবচ্চরণকে) ন স্পৃশতি (স্পর্শ করিতে পারে না) যদর্থঃ (যে মতির উদ্দেশ্য) অনর্থাপগমঃ (সংসারবন্ধননাশ)।

অনুবাদ।—ভগবানের চরণে মতি হলেই সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু বিষয়ভোগ ইত্যাদি ছেড়ে নিষ্কিঞ্চন হয়েছেন যে সকল ভক্ত তাঁদের চরণধূলি গায়ে যে পর্য্যন্ত না মাখে, সে পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের চরণে এদের মতি হতে পারে না। ॥ ২১ ॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র (১) সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ১৮ অং ১৩ শ্লোকঃ

তুলয়াম লবেনাপি
ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য
মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য (ভগবদ্ভক্তসঙ্গের) লবেন (স্বল্পমাত্র সময়ের সঙ্গে) অপি স্বর্গং ন তুলয়াম (স্বর্গের তুলনা করি না) অপুনর্ভবং (মোক্ষকেও) ন 'তুলয়াম' (তুলনা করি না) মর্ত্ত্যানাং (মানবগণের) আশিষঃ (রাজ্যসুখাদি) কিমুত (কি বলিব)।

অনুবাদ।—(শৌনক বললেন, হে সূত!) অতি অল্প সময়ও যদি ভগবানের ভক্তের সঙ্গ করা যায়, তবে সেই সময়টুকুর সঙ্গে স্বর্গ-বাস বা মোক্ষ-লাভের তুলনা করতে পারি না। (ভক্তের সঙ্গলাভ স্বর্গবাস এবং মোক্ষলাভের চেয়েও অনেক বড়)। কাজেই এ সংসারের রাজ্যলাভ ইত্যাদি যে সকল তুচ্ছ সুখ, ভক্তসঙ্গ সুখের সাথে তার যে তুলনাই হতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য। ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছেন উপদেশ দিয়া ॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮ অধ্যায়ে ৬৪ শ্লোকঃ

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ
শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি
ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বগুহ্যতমং (সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয়) ভূয়ঃ (পুনঃ) পরমং মে বচঃ শৃণু (আমার সর্ব্বোত্তম কথা শ্রবণ কর) 'ত্বং' মে দৃঢ়ম্ ইষ্টঃ (আমার অতীব প্রিয়) অসি (হও) ইতি (ইহা মনে করিয়া) ততঃ তে হিতং বক্ষ্যামি (এই জন্য তোমার হিত বলিতেছি)।

অনুবাদ।—সবচেয়ে গোপনীয় যে আমার পরম তত্ত্ব—তা আবার শোন। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই তোমার কল্যাণের জন্যই বলছি। ॥ ২৩ ॥

তত্রৈব ১৮ অং ৬৫ শ্লোকঃ

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো
মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে
প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে। ২৪

অন্বয়ঃ।—মন্মনাঃ (মদ্গতমনা) ভব (হও) মদ্ভক্তঃ 'ভব' (আমার ভক্ত হও) মদ্‌যাজী

---

(১) 'লবমাত্র'—অত্যল্প কালমাত্র।

'ভব' (আমার পূজক হও) মাং নমস্কুরু (আমাকে প্রণাম কর) মাম্ এব এষ্যসি (আমাকেই পাইবে) মে প্রিয়ঃ অসি (আমার প্রিয় হও) ইতি তে সত্যং প্রতিজানে (তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি)।

অনুবাদ।—আমাতে মন সঁপে দাও, আমার ভক্ত হও, আমাকে পূজা কর, আমাকে প্রণাম কর। তুমি আমার প্রিয়। তোমাকে সত্যই বলছি —আমাকে তুমি পাবে ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্ব আজ্ঞা দেব ধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্ ॥
এই আজ্ঞাবলে যদি ভক্তের শ্রদ্ধা হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২০ অং ৯ শ্লোকঃ

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত
ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা
শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ২৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৯ম পরিচ্ছেদে ২৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২৫ ॥

শ্রদ্ধাশব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৪ স্কং ৩১ অং ১৪ শ্লোকঃ

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—তরোঃ মূলনিষেচনেন (বৃক্ষের মূলে জল প্রদানে) যথা তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ তৃপ্যন্তি (যেমন সেই বৃক্ষের স্কন্ধ শাখা উপশাখা প্রভৃতি তৃপ্ত হয়) প্রাণোপহারাৎ (প্রাণের উপহার অর্থাৎ আহারের দ্বারা) যথা ইন্দ্রিয়াণাং (যেমন ইন্দ্রিয়-সমূহের) 'তৃপ্তিঃ' তথা এব অচ্যুতেজ্যা (সেইরূপ অচ্যুতের আরাধনায়) সর্ব্বার্হণং (সকল দেবতার পূজা)।

অনুবাদ।—যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে কাণ্ড, ডালপালা সবই তৃপ্তি পায়, যেমন প্রাণ রক্ষার জন্য আহার করলে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিও তৃপ্তি পায়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করলেই সকলকেই পূজা করা হয় ॥ ২৬ ॥

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী ॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্বখণ্ডে
দ্বিতীয় লহর্য্যাম্ ১।২।১১

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী স ভক্তাবুত্তমোমতঃ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—যঃ (যিনি) শাস্ত্রে যুক্তৌ চ (শাস্ত্র-জ্ঞানে এবং তদনুগত যুক্তিতে) নিপুণঃ (দক্ষ) সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে) দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (নিঃসন্দেহ) প্রৌঢ়শ্রদ্ধঃ (যাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা) ভক্তৌ (ভক্তি বিষয়ে) সঃ (তিনি) উত্তমঃ অধিকারী মতঃ (উত্তম অধিকারী কথিত হন)।

অনুবাদ।—ভক্তিপথের পথিকদের মধ্যে সব-চেয়ে বড় তিনিই (অর্থাৎ ভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অধিকারী তিনিই)—যিনি শাস্ত্র পড়ে এবং শাস্ত্রের যুক্তি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র আরাধনার ধন একথা ঠিক বুঝেছেন এবং বুঝিয়ে দিতে পারেন, যাঁর এ বিষয়ে মোটেই সন্দেহ নেই, এবং যাঁর শ্রদ্ধা গভীর ॥ ২৭ ॥

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে, দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্ ॥

তথাহি তত্রৈব ১।২।১২

যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ
শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—যঃ (যিনি) শাস্ত্রাদিষু (শাস্ত্রজ্ঞানে ও যুক্তিতে) অনিপুণঃ (অভিজ্ঞ নহেন) তু শ্রদ্ধাবান্ (কিন্তু শ্রদ্ধাসম্পন্ন) সঃ মধ্যমঃ (তিনি মধ্যম অধিকারী)।

অনুবাদ।—যিনি শাস্ত্র ও যুক্তি ভাল জানেন

না, অথচ মনে রয়েছে গভীর শ্রদ্ধা, তিনি মধ্যম অধিকারী ॥ ২৮ ॥

যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥

তথাহি তত্রৈব ১।২।১৩

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ
স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—যঃ (যিনি) কোমলশ্রদ্ধঃ (তেমন দৃঢ় শ্রদ্ধাশীল নহেন) সঃ (তিনি) কনিষ্ঠঃ (কনিষ্ঠ অধিকারী) নিগদ্যতে (কথিত হন)।

অনুবাদ।—যাঁর শ্রদ্ধা খুব দৃঢ় নয়, তিনি হলেন ভক্তি বিষয়ে কনিষ্ঠ অধিকারী ॥ ২৯ ॥

রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্ত তরতম (১)।
একাদশস্কন্ধে সবার করিয়াছে লক্ষণ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২ অং ৪৫।৪৬।৪৭ শ্লোকাঃ

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্
ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্ম-
ন্যেষ ভাগবতোত্তম ॥ ৩০ ॥

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৫২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩০ ॥

ঈশ্বরে তদধীনেষু
বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা
যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—যঃ ঈশ্বরে তদধীনেষু (যিনি ঈশ্বরে এবং ঈশ্বরভক্তের প্রতি) বালিশেষু (অজ্ঞজনে) দ্বিষৎসু (শত্রুর প্রতি) চ 'যথাক্রমং' প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষাঃ করোতি (যথাক্রমে প্রেম মৈত্রী কৃপা ও উপেক্ষা করেন) স মধ্যমঃ (তিনি মধ্যম ভক্ত)।

অনুবাদ।—যিনি ঈশ্বরকে প্রেম করেন, হরি-ভক্তকে বন্ধুরূপে দেখেন, অজ্ঞজনকে দয়া করেন এবং শত্রুকে উপেক্ষা করেন—তাঁকে মধ্যম শ্রেণীর ভক্ত বলে ॥ ৩১ ॥

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে
পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু
স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—যঃ শ্রদ্ধয়া অর্চ্চায়াম্ এব (যিনি শ্রদ্ধার সহিত প্রতিমাতেই) হরয়ে পূজাম্ ঈহতে (শ্রীহরিকে পূজা করেন) ভক্তেষু অন্যেষু চ ন (ভক্তের এবং অন্যের পূজা করেন না) সঃ প্রাকৃতঃ ভক্তঃ স্মৃতঃ (তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত কথিত হন)।

অনুবাদ।—যিনি বিষ্ণু-প্রতিমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করেন কিন্তু যিনি বিষ্ণু ভক্ত বা আর কাউকে আদর করেন না, তিনি প্রাকৃত অর্থাৎ সাধারণ ভক্ত ॥ ৩২ ॥

সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কং ১২ শ্লোকঃ

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৩৩

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩৩ ॥

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কহা না যায় করি দিগ্‌দরশন ॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী (২) ॥

(১) 'ভক্ত তরতম'—শ্রেষ্ঠ, মধ্যম বা কনিষ্ঠ ভক্ত।

(২) কৃপালু—পরসংসারদুঃখাসহিষ্ণু। অকৃত-দ্রোহ—নিজদ্রোহিজনের বা অন্য কাহারও যে অনিষ্ট করে না। সত্যসার—সত্যই যাঁহার বল। সম—সুখ-দুঃখে যাঁহার সমান জ্ঞান। নির্দ্দোষ—অনবদ্যাত্মা, অর্থাৎ অসূয়াদিদোষরহিত।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ২৫ অং ২১ শ্লোকঃ

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ
সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ
সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—তিতিক্ষবঃ (ক্ষমাশীল) কারুণিকাঃ (দয়ালু) সর্ব্বদেহিনাং সুহৃদঃ (প্রাণিমাত্রের বন্ধু) অজাতশত্রবঃ (যাঁহারা কাহাকেও শত্রু জ্ঞান করেন না) শান্তাঃ সাধুভূষণাঃ (শান্ত, সাধুদিগের সম্মানকর্ত্তা) সাধবঃ (সাধুগণ)।

অনুবাদ।—যাঁরা ক্ষমাশীল, দয়ালু, সমস্ত প্রাণীর বন্ধু, শত্রুহীন, শান্ত ও সাধুদের সম্মান করেন, তাঁরাই প্রকৃত সাধু॥ ৩৪॥

তথাহি—তত্রৈব ৫ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২ শ্লোকঃ

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—মহৎসেবাং (মহৎ—ভগবদ্ভক্তগণের সেবাকে) বিমুক্তেঃ দ্বারম্ আহুঃ (মায়াবন্ধন হইতে মুক্তির দ্বার বলে) যোষিতাং (স্ত্রীলোকদিগের) সঙ্গিসঙ্গং (সঙ্গীর সঙ্গকে) তমোদ্বারম্ (মায়াবন্ধনের দ্বার বলে)। যে সমচিত্তাঃ (যে সকল সমদর্শী) প্রশান্তাঃ (কামনাশূন্য) বিমন্যবঃ (ক্রোধশূন্য) সুহৃদঃ (প্রাণিগণের বন্ধু) সাধবঃ, তে মহান্তঃ (সদাচারপরায়ণ, তাঁহারাই মহান্ত)।

অনুবাদ।—মহতের সেবাকেই মুক্তির দ্বার বলে। স্ত্রীলোকের সঙ্গ যে করে, তার সঙ্গে মেলামেশাও নরকের দ্বার। যাঁরা সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন, যাদের মনে কামনা বাসনা নেই, ক্রোধ নেই, যাঁরা সকলের বন্ধু ও সদাচারী—তারাই মহান্॥ ৩॥

কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ(১)॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৫১ অং ৫৩ শ্লোকঃ

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেদ্-
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ,
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥ ৩৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদে ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩৬॥

তথাহি—তত্রৈব ১১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকঃ

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং
পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি
সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—অতঃ 'হে' অনঘাঃ (হে পাপরহিত ঋষিগণ)। ভবতঃ আত্যন্তিকং (আপনাদের নিকটে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ক্ষেমং (কল্যাণ) পৃচ্ছামঃ (জিজ্ঞাসা করি)। অস্মিন্ সংসারে (এই সংসারে) ক্ষণার্দ্ধঃ অপি (ক্ষণার্দ্ধকালও) সৎসঙ্গঃ (সাধুসঙ্গ) নৃণাং সেবধিঃ (মনুষ্যগণের পক্ষে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ নিধিতুল্য)।

অনুবাদ।—হে নিষ্পাপ ঋষিগণ, আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি—পরম মঙ্গল কিসে হয়। এই সংসারে তিলার্দ্ধ সময়ের জন্যও সাধুসঙ্গ করলে, তাতে মানুষের সব আকাঙ্ক্ষা মিটে যায়॥ ৩৭॥

বদান্য—দাতা। মৃদু—অকঠিনচিত্ত। শুচি—সদাচার। অকিঞ্চন—অপরিগ্রহ। সর্ব্বোপকারক—যথাশক্তি সকলের উপকারকর্ত্তা। শান্ত—নিয়তান্তঃকরণ। নিরীহ—ব্যবহারিক ক্রিয়াশূন্য। স্থির—নিজকার্য্যে ফলোদয় যে পর্য্যন্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত অব্যগ্র। বিজিত-ষড়্‌গুণ—ক্ষুৎ, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু এই ছয়টিকে যিনি জয় করিয়াছেন। মিতভুক্—পরিমিত ভোজনকারী। অপ্রমত্ত—সাবধান। মানদ—অন্যের মানদাতা। অমানী—যে মানের আকাঙ্ক্ষা করে না। গম্ভীর—নির্ব্বিকার। করুণ—করুণা-দ্বারাই যিনি প্রবৃত্ত হন। মৈত্র—অবঞ্চক। কবি—বন্ধ-মোক্ষজ্ঞ। দক্ষ—পরবোধনে নিপুণ। মৌনী—বৃথালাপবর্জ্জিত। এইগুলি ভক্তিপ্রবর্ত্তক সাধুগণের গুণ।

(১) 'মুখ্য অঙ্গ'—প্রধান সাধন।

তত্রৈব ৩ স্কং ২৫ অং ২৪ শ্লোকঃ
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ৩৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ৩০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩৮॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ৩১ অং ৩৫ শ্লোকঃ

ন তথাস্য ভবেন্মোহো
বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো
যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—যোষিৎসঙ্গাৎ (স্ত্রীলোকের সাহচর্য্য হইতে) যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ (এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ হইতে যেরূপ) পুংসঃ (লোকের) মোহঃ বন্ধঃ (মোহ এবং বন্ধন) চ যথা ভবেৎ (যেরূপ ঘটে), অন্যপ্রসঙ্গতঃ অস্য (অন্য প্রসঙ্গে ইহার) তথা (সেইরূপ) ন চ (হয় না)।

অনুবাদ।—স্ত্রীলোকের সঙ্গ কিংবা স্ত্রীলোকের সঙ্গীর সঙ্গ পুরুষের যেমন মোহ আনে, যেমন সংসার বন্ধনের কারণ হয়—তেমন মোহ, তেমন বন্ধন অন্য আর কিছু থেকেই হয় না॥ ৩৯॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ৩১ অং ৩৩ শ্লোকঃ

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং
বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি
যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—যৎসঙ্গাৎ (যাহাদের সঙ্গের প্রভাবে) সত্যং, শৌচং, দয়া, মৌনং, বুদ্ধিঃ, হ্রীঃ (সত্য, পবিত্রতা, দয়া, মৌন, সদবুদ্ধি, লজ্জা); শ্রীঃ, যশঃ ক্ষমা, শমঃ, দমঃ, ভগঃ (শ্রী, যশ, ক্ষমা, বাহেন্দ্রিয়-সংযম, মনের নিগ্রহ, ঐশ্বর্য্য) সংক্ষয়ং যাতি (সম্যক্‌রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়)।

অনুবাদ।—সত্য, পবিত্রতা, দয়া, মৌন অর্থাৎ কথার সংযম, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়ের এবং মনের সংযম ও ঐশ্বর্য্য এই সমস্তই অসৎসঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়॥ ৪০॥

তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু
খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু
যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—তেষু (সেই সমস্ত) অশান্তেষু (চঞ্চলচিত্ত) মূঢ়েষু (মূর্খ) খণ্ডিতাত্মসু (দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট) শোচ্যেষু (শোচনীয় অবস্থাপন্ন) তেষু যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগেষু (স্ত্রীলোকের ক্রীড়ামৃগতুল্য) অসাধুষু চ (অসাধুর) সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ (সঙ্গ করিবে না)।

অনুবাদ।—এদের সঙ্গ করবে না—যে হতভাগ্যেরা চপলমতি, বুদ্ধিহীন, তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, এবং যারা স্ত্রীলোকের হাতের পুতুল॥ ৪১॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১০-২২৪ অঙ্কধৃত-কাত্যায়নসংহিতাবচনম্

বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তঃ (অগ্নিশিখাময় পিঞ্জরমধ্যে) ব্যবস্থিতিঃ (অবস্থান) বরম্ (বরং ভাল) শৌরিচিন্তা-বিমুখজনসংবাসবৈশসং (কৃষ্ণচিন্তা-বিমুখ জনের সঙ্গে বাসরূপ দুঃখ) ন (শ্রেয় নহে)।

অনুবাদ।—বরঞ্চ আগুনের শিখাময় পিঞ্জরের মধ্যে থাকা ভাল, তবু কৃষ্ণচিন্তা যে করে না, তার সঙ্গে বসবাস করা ভাল নয়॥ ৪২॥

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তং শ্লোকপাদম্

মা দ্রাক্ষং ক্ষীণপুণ্যান্ কচিদপি
ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্। ৪৩

অন্বয়ঃ।—ভগবদ্‌ভক্তিহীনান্ (ভগবদ্ভক্তিহীন) ক্ষীণপুণ্যান্ (ক্ষীণপুণ্য অসাধু) মনুষ্যান্ কচিদপি মা দ্রাক্ষম্ (মনুষ্যকে কখনো দেখিবে না)।

অনুবাদ।—ভগবানে যাদের ভক্তি নেই, সেই অসাধু লোকদের আমি কখনো দেখব না॥ ৪৩॥

এ সব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক শরণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ১৮ অধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকঃ

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৪৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪৪॥

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪৮ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকঃ

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ-
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—কঃ পণ্ডিতঃ (কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি) ভক্তপ্রিয়াৎ (ভক্তবৎসল) ঋতগিরঃ (সত্যবাক্) সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ (সুহৃদ, কৃতজ্ঞ) ত্বৎ (তোমা হইতে) অপরং শরণং সমীয়াৎ (অন্য কাহারও শরণ গ্রহণ করে), যস্য (যে তোমার) উপচয়াপচয়ৌ ন (হ্রাসবৃদ্ধি নাই) 'যঃ' সুহৃদঃ ভজতঃ (ভজনাকারী সুহৃদকে) সর্ব্বান্ অভিকামান্ (সমস্ত অভীপ্সিত বস্তু) আত্মানম্ অপি দদাতি (এমনকি নিজেকেও দান কর)।

অনুবাদ।—হে প্রভু! তুমি ভক্তকে ভালবাস, তোমার কথা আদরণীয়, তুমি বন্ধু এবং তুমি জানো কে তোমাকে ভালবাসে। এমন তোমাকে ছেড়ে কোন্ বুদ্ধিমান্ অন্যের শরণ নেবে? তোমার ক্ষয় নেই, বৃদ্ধি নেই—তোমাকে যে ভজনা করে, বন্ধু তুমি তাকে সবই দাও॥ ৪৫॥

বিজ্ঞজনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান।
অন্য ত্যজি ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ২ অং ২৩ শ্লোকঃ

অহো! বকী যং স্তনকালকূটং,
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং,
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—অহো (কি আশ্চর্য্য) অসাধ্বী বকী (দুষ্টা পূতনা) জিঘাংসয়া (হননের ইচ্ছায়) যং (কৃষ্ণকে) স্তনকালকূটং (স্তনধৃত বিষ) অপায়য়দপি (পান করাইয়াও) ধাত্র্যুচিতাং (জননী-যোগ্যা) গতিং লেভে (গতি লাভ করিয়াছে), ততঃ (তাঁহাকে ছাড়িয়া) অন্যং কং বা দয়ালুং (অন্য বা কোন্ দয়ালুর) শরণং ব্রজেম (শরণ গ্রহণ করিব)।

অনুবাদ।—আহা! প্রাণনাশ করার জন্য যে পূতনা পাপিনী কালকূট বিষ-মাখানো স্তন্যপান করিয়েছিল, সেও জননীর যোগ্য পরমা গতি লাভ করেছে। এমন দয়ালু আর কে আছে, যার শরণ নেব॥ ৪৬॥

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে ৪১৭ অঙ্কধৃতং বৈষ্ণবতন্ত্রম্

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ
প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো
গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে
ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥ ৪৭॥

অন্বয়ঃ।—আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ (ভগবদ্ভজনানুকূল কর্ত্তব্যবিষয়ে নিয়ম পালন) প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্ (ভজনের প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন) রক্ষিষ্যতীতি (শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করিবেন) বিশ্বাসঃ (এইরূপ বিশ্বাস) গোপ্তৃত্বে (রক্ষাকর্তৃত্বে) বরণং (স্বীকার) আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে (আত্মসমর্পণ এবং ভগবন্! রক্ষা কর, রক্ষা কর, এইরূপ আর্ত্তি) এষা ষড়্বিধা শরণাগতিঃ (এই ছয়প্রকার শরণাগতির লক্ষণ)।

অনুবাদ।—শরণ নেওয়া—ছ'প্রকার। ভগবানের ভজনার সহায়তা করে যা তাই পালন করার সংকল্প, ভজনের বিরোধী যা তা বর্জ্জন করার

সংকল্প, তিনি আমাকে রক্ষা করবেন—এই বিশ্বাস, তাঁকেই রক্ষাকর্ত্তা বলে মেনে নেওয়া, তাঁকেই আত্মসমর্পণ করা এবং দীনতা প্রকাশ করা॥ ৪৭॥

তথাহি—তত্রৈব ৪।১৮ অঙ্কধৃতবৈষ্ণবতন্ত্রম্

তবাস্মীতি বদন্ বাচা
তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা
মোদতে শরণাগতঃ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—তব (তোমার) অস্মি (হই) ইতি বাচা বদন্ (এইরূপ বাক্য বলিয়া), মনসা (মনের দ্বারা) তথা এব (সেইরূপই) বিদন্ (জানিয়া), তন্বা (দেহের দ্বারা) তৎস্থানম্ আশ্রিতঃ (শ্রীভগবানের ও তাঁহার লীলাস্থানাদির আশ্রয় লইয়া) শরণাগতঃ (শরণাগত ব্যক্তি) মোদতে (আনন্দানুভব করে)।

অনুবাদ।—"আমি তোমারই"—এই কথা মুখে ব'লে, আর মনেও জেনে, তাঁরই বৃন্দাবনাদি, স্থানে নিজে থেকে, অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে তাঁরই শরণ নিয়ে ভক্তজন আনন্দলাভ করে॥ ৪৮॥

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করেন তৎকালে আত্মসম॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২৯ অং ৩৪ শ্লোকঃ

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্য) যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা (যখন অন্য সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া) মে নিবেদিতাত্মা (আমাতে আত্মসমর্পণ করে), তদা (তখন) মে বিচিকীর্ষিতঃ (আমার বিশেষ কিছু করার জন্য চেষ্টিত) অমৃতত্বং (জীবন্মুক্তি) প্রতিপদ্যমানঃ (প্রাপ্ত হইয়া) ময়া আত্মভূয়ায় চ (আমার সমান ঐশ্বর্য্যভোগের) কল্পতে (যোগ্য হয়)।

অনুবাদ।—মানুষ যখন সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ ক'রে, আমাতে মনঃপ্রাণ সঁপে দিয়ে আমার আরাধনায় ইচ্ছুক হয়ে, অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ সংসারে থেকেও মুক্ত হয়ে যায় তখন সে আমারই সমান ঐশ্বর্য্যলাভের যোগ্য হয়॥ ৪৯॥

এবে সাধন ভক্তি-লক্ষণ শুন সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং দ্বিতীয়শ্লোকঃ

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্য-
ভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য
প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥ ৫০

অন্বয়ঃ।—সা (সেই উত্তমা ভক্তি) কৃতিসাধ্যা (ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধনীয় হইলে) চ সাধ্যভাবা (এবং প্রেমই যদি তাহার সাধ্য হয়, তবে) সাধনাভিধা (সাধনভক্তি নামে অভিহিতা) নিত্যসিদ্ধস্য (নিত্যসিদ্ধ) ভাবস্য (ভাবের) হৃদি (হৃদয়ে) প্রাকট্যং সাধ্যতা (প্রাকট্যই সাধিত হয়)।

অনুবাদ।—দুটি কথার অর্থ কি? এক সাধন-ভক্তি, আর এক সাধ্যতা। সাধনভক্তি—হাত, মুখ, চোখ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে ভক্তির সাধনা বা অনুষ্ঠান করা যায়, এবং যে ভক্তির উদ্দেশ্য হয় কৃষ্ণপ্রেম লাভ, তাকেই বলে সাধন-ভক্তি। সাধ্যতা—কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ, অর্থাৎ আপনা থেকেই তা সিদ্ধ হয়ে আছে। তবে যে সাধ্যতার কথা, অর্থাৎ সাধনা করে তা পাওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তার অর্থ হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ। এরই নাম কৃষ্ণপ্রেমের সাধ্যতা॥ ৫০॥

শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ (১)।
তটস্থ-লক্ষণে উপজায় প্রেমধন (২)॥

---

(১) শ্রবণাদি ক্রিয়া ইত্যাদি—শ্রবণ=কৃষ্ণকথাদি শ্রবণ। আদি—কীর্ত্তনাদি। তার—সেই সাধনভক্তির। স্বরূপ লক্ষণ—স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে, অথবা তাহারই বোধক। তার (সাধনভক্তির) শ্রবণাদি ক্রিয়ার স্বরূপলক্ষণ অর্থাৎ শ্রবণাদি ক্রিয়া সাধনভক্তি হইতে অভিন্ন হইয়া সাধনভক্তির বোধক।

(২) তটস্থ লক্ষণে ইত্যাদি—সাধনভক্তিই তটস্থ লক্ষণ, উপজায় (উৎপন্ন করে) অর্থাৎ

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় (১) ॥
এই ত সাধন ভক্তি দুই ত প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর ॥
রাগহীন-জন (২) ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ১অং ৫ শ্লোকঃ

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা
ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ
স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥ ৫১

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ (এইজন্য) ভারত (হে ভরতবংশোদ্ভব), অভয়ম্ (মোক্ষ) ইচ্ছতা (ইচ্ছুক) সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ ঈশ্বরঃ (সকলের অন্তর্য্যামী ভগবান্ হরি ঈশ্বর) শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যঃ চ স্মর্ত্তব্যঃ চ (শ্রবণীয় কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়)।

অনুবাদ।—হে পরীক্ষিৎ! যিনি অভয় অর্থাৎ মুক্তি চান, তিনি এই কারণেই ভগবান্‌কে—বিষ্ণুকে—ঈশ্বরকে ভজনা করবেন তাঁর গুণ শ্রবণ ক'রে, গুণ কীর্ত্তন ক'রে এবং গুণ স্মরণ ক'রে ॥ ৫১ ॥

তত্রৈব—১১ স্কং ৫ অং ২।৩ শ্লোকৌ

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ
পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা
গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।
য এষাং পুরুষং সাক্ষা-
দাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি
স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৫২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদের ৮ ও ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৫২ ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধন-ভক্তিলহর্য্যাং ১।২।৫ অঙ্কধৃতপদ্মপুরাণম্ ৭২।১০০

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু-
র্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যু-
রেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ৫৩

অন্বয়ঃ।—বিষ্ণুঃ সততং স্মর্ত্তব্যঃ (বিষ্ণু সর্ব্বদাই স্মরণীয়) জাতুচিৎ (কদাপি) ন বিস্মর্ত্তব্যঃ (বিস্মরণীয় নহেন) সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ (সমস্ত বিধিনিষেধ) এতয়োরেব (এই দুইয়েরই) কিঙ্করাঃ স্যুঃ (অধীন হয়)।

অনুবাদ।—বিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মরণ করবে (=বিধি), কখনো ভুলে যাবে না (=নিষেধ)। যত বিধি-নিষেধ আছে, সে সমস্তই এই দু'টি বিধি-নিষেধের অধীন ॥ ৫৩ ॥

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার ॥
গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষা, পৃচ্ছা (১), সাধুমার্গানুগমন (২)

সাধনভক্তির তটস্থ লক্ষণ প্রেমভক্তি অর্থাৎ প্রেম-ভক্তি শ্রবণাদি ক্রিয়া হইতে ভিন্ন হইয়া উৎপাদকরূপে শ্রবণাদি ক্রিয়ারূপ সাধনভক্তির বোধক বলিয়া তটস্থ লক্ষণ। ইহা উক্ত শ্লোকের "সাধ্যভাব" এই অংশের তাৎপর্য্য।

(১) সাধনভক্তি হইতে প্রেমভক্তি উৎপন্ন হয় বলিলে প্রেমভক্তি অন্য পদার্থমধ্যে পরিগণিত হয়, একারণ কহিতেছেন,—"নিত্যসিদ্ধ" ইত্যাদি। যেমন দর্পণ অত্যন্ত মলিন হইলে, তাহাতে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হন না, কিন্তু মার্জ্জন করিয়া স্বচ্ছ করিলে দর্পণে সূর্য্য প্রতিবিম্ব পতিত হয়, এইরূপ শ্রবণাদি সাধনভক্তি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, তাহাতেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়।

(২) 'রাগহীন'—শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ-বিহীন।

(১) 'পৃচ্ছা'—জিজ্ঞাসা।

(২) 'সাধুমার্গানুগমন'—স্বজাতীয় সাধুগণের আচরিত শাস্ত্রবিধির অনুসরণ।

কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ (১), কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ(২), একাদশ্যুপবাস॥
ধাত্র্যশ্বত্থ (৩), গো, বিপ্র, বৈষ্ণব-পূজন।
সেবানামাপরাধাদি (৪) বিদূরে সর্জ্জন॥

(১) 'কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ'—কৃষ্ণে আমার প্রীতি হউক, এই উদ্দেশ্যে ভোগ্য বস্তু যথাসম্ভব ত্যাগ।

(২) 'যাবৎ-নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ'—যে পরিমিত দ্রব্যে জীবিকানির্ব্বাহ হয়, তৎপরিমিত দ্রব্য গ্রহণ।

(৩) 'ধাত্র্যশ্বত্থ'—ধাত্রী+অশ্বত্থ। ধাত্রী—আমলকীবৃক্ষ।

(৪) 'সেবানামাপরাধাদি'—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। ১। যানে আরোহণ এবং চরণে পাদুকা দিয়া ভগবদ্গৃহে গমন। ২। ভগবদ্যাত্রা-উৎসবাদির অসেবন। ৩। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে প্রণাম না করা। ৪। উচ্ছিষ্টযুক্ত দেহে এবং অশৌচে ভগবৎ-প্রণামাদি। ৫। এক হস্ত দ্বারা প্রণাম। ৬। তদগ্রে অন্যদেবতা অর্থাৎ সূর্য্যাদির প্রদক্ষিণ। ৭। তদগ্রে পাদপ্রসারণ। ৮। তদগ্রে পর্য্যঙ্ক-বন্ধন, অর্থাৎ বাহুযুগল দ্বারা জানুদ্বয় বেষ্টন করিয়া উপবেশন। ৯। তদগ্রে শয়ন। ১০। ভোজন। ১১। মিথ্যা ভাষণ। ১২। উচ্চ ভাষণ। ১৩। পরস্পর কথোপকথন। ১৪। রোদন। ১৫। কলহ। ১৬। নিগ্রহ। ১৭। অনুগ্রহ। ১৮। সাধারণ মনুষ্যের প্রতি নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ। ১৯। ভগবৎসেবাকার্য্য-সময়ে কম্বলধারণ। ২০। তদগ্রে পরনিন্দা। ২১। পরের প্রশংসা। ২২। অশ্লীলভাষণ। ২৩। অধোবায়ু-পরিত্যাগ। ২৪। সামর্থ্য থাকিতে গৌণোপচার (অর্থ ব্যয় করিতে সামর্থ্য থাকিলেও বিত্তশাঠ্য করিয়া) ভগবদুৎসবাদি নির্ব্বাহ করা। ২৫। অনিবেদিত ভক্ষণ। ২৬। যে কালে যে যে ফলাদি ও শস্যাদি উৎপন্ন হয়, সেই সেই দ্রব্য ভগবান্‌কে অর্পণ না করা। ২৭। আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অংশ ভগবদর্থে প্রদান করা। ২৮। শ্রীমূর্ত্তিকে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশন। ২৯। অন্যকে প্রণাম করা। ৩০। গুরুর সমীপে কোন স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি। ৩১। নিজের প্রশংসা করা। ৩২। দেবতার নিন্দা। এই দ্বাত্রিংশৎ প্রকার সেবাপরাধ। এতদ্ভিন্ন বরাহ-পুরাণে আরও কতকগুলি অপরাধ বলিয়াছেন, যথা,—১। রাজান্নভক্ষণ। ২। অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি-স্পর্শ। ৩। বিধিব্যতীত উপাসনা। ৪। বিনা বাদ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন। ৫। কুক্কুরদৃষ্ট ভক্ষ্যের সংগ্রহ। ৬। পূজাকালে মৌনভঙ্গ। ৭। পূজা করিতে করিতে মলত্যাগার্থ গমন। ৮। গন্ধ-মাল্যাদি না দিয়া অগ্রে ধূপ প্রদান। ৯। অবিহিত পুষ্প দ্বারা পূজা। ১০। দন্তধাবন না করিয়া, ১১। স্ত্রীসম্ভোগ করিয়া, ১২। রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া, ১৩। দীপ স্পর্শ করিয়া, ১৪। শব স্পর্শ করিয়া, ১৫। রক্ত-বর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, পরকীয় এবং মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, ১৬। মৃত দর্শন করিয়া, ১৭। ক্রোধ করিয়া, ১৮। শ্মশানে গমন করিয়া, ১৯। কুসুম্ভ এবং পিণ্যাক ভক্ষণ করিয়া, ২০। তৈলাভ্যক্তশরীর হইয়া, এবং ২১। অজীর্ণ অবস্থায় হরির স্পর্শ এবং কর্ম্ম করা। ২২। ভগবচ্ছাস্ত্রের অনাদর করিয়া অন্য শাস্ত্র প্রবর্ত্তন। ২৩। ভগবদগ্রে তাম্বূল চর্ব্বণ। ২৪। এরণ্ডপত্রস্থ কুসুম দ্বারা ভগবদর্চ্চন। ২৫। আসুরকালে ভগবৎপূজা। ২৬। পীঠে এবং ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া ভগবৎ-পূজা। ২৭। স্নানকালে বামহস্ত দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি-স্পর্শ। ২৮। পর্য্যুষিত এবং যাচিত পুষ্প দ্বারা ভগ-বদর্চ্চন। ২৯। পূজাকালে থুৎকার নিক্ষেপ। ৩০। পূজাবিষয়ে গর্ব্ব করা, অর্থাৎ আমার ন্যায় কেহ পূজা করিতে পারে না ইত্যাদি মনন করা। ৩১। তির্য্যক্‌পুণ্ড্র ধারণ। ৩২। অপ্রক্ষালিত চরণে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ। ৩৩। অবৈষ্ণব-পক্বান্ন ভগ-বান্‌কে অর্পণ করা। ৩৪। অবৈষ্ণব-সম্মুখে বিষ্ণু-পূজা। ৩৫। গণেশের পূজা না করিয়া, এবং ৩৬। কপালী অর্থাৎ স্বনামখ্যাত নীচজাতি-বিশেষকে দর্শন করিয়া বিষ্ণুপূজা করা। ৩৭। নখস্পৃষ্ট জল দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির স্নাপন (স্নান করান)। ৩৮। ঘর্ম্ম-লিপ্তাঙ্গ হইয়া শ্রীমূর্ত্তির পূজা করা। ৩৯। নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন। ৪০। ভগবানের নামে শপথাদি করা।

নামাপরাধ দশ প্রকার, যথা—১। মহতের নিন্দা। ২। বিষ্ণু হইতে শিবের গুণনামাদিকে ভিন্ন করিয়া মানা। ৩। গুরুতে অবজ্ঞা। ৪। বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা। ৫। হরিনাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতিবাদকল্পনা। ৬।

অবৈষ্ণব-সঙ্গ বহুশিষ্য না করিব।
বহু গ্রন্থ (১) কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব ॥
হানি লাভ সম, শোকাদির বশ না হইব।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব ॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব ॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ॥
অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি (২), দণ্ডবৎ নতি।
অভ্যুত্থান(৩), অনুব্রজ্যা(৪), তীর্থ-গৃহে গতি ॥
পরিক্রমা (৫), স্তবপাঠ, জপ, সংকীর্ত্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন ॥
আরাত্রিক মহোৎসব, শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন।
নিজপ্রিয় দান, ধ্যান, তদীয় সেবন ॥
তদীয় তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ ॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব ॥
সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।৪৩)

শ্রদ্ধাবিশেষতঃ প্রীতিঃ
শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানা-
মাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥ ৫৪
স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে
সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
নামসংকীর্ত্তনং শ্রীম-
ন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥ ৫৫

অন্বয়ঃ।—শ্রদ্ধাবিশেষতঃ (প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত) শ্রীমূর্ত্তেঃ (শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রিসেবনে (চরণসেবায়) প্রীতিঃ (প্রীতি) নামসংকীর্ত্তনম্ (শ্রীহরির নামসংকীর্ত্তন) শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে (শ্রীব্রজধামে) স্থিতিঃ (বাস) স্বজাতীয়াশয়ে (নিজের সমান অন্তঃকরণবিশিষ্ট) স্নিগ্ধে (স্নিগ্ধজনে) স্বতঃ (নিজের অপেক্ষা) বরে (শ্রেষ্ঠ) সাধৌ সঙ্গঃ (সাধুর সঙ্গ) রসিকৈঃ সহ (রসিক ভক্তের সহিত) শ্রীমদ্‌ভাগবতার্থানাম্ (শ্রীমদ্‌ভাগবতের অর্থের) আস্বাদঃ (আস্বাদন)।

অনুবাদ।—বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গেই শ্রীমূর্ত্তির পদসেবায় প্রীতি, নামসংকীর্ত্তন ও বৃন্দাবনে বাস করবে। যিনি সহৃদয়, শ্রেষ্ঠ, সদাচারী ও শান্ত বৈষ্ণব, তাঁর সঙ্গ করবে এবং রসিক জনের সঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতের মর্ম্মার্থ আলোচনা করবে ॥ ৫৪-৫৫ ॥

তথাহি—তত্রৈব (১।২।১১০)

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্
শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।

প্রকারান্তরে নামমাহাত্ম্যের অন্যতা কল্পনা করা। ৭। নামবলে পাপে প্রবৃত্তি। ৮। অন্য শুভক্রিয়ার সহিত নামের তুলনা করা। ৯। শ্রদ্ধাবিহীন, বিমুখ এবং শ্রবণে রুচিরহিত ব্যক্তিকে হরিনামের উপদেশ। ১০। নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে অপ্রবৃত্তি। এই সেবাপরাধ ও নামাপরাধ বর্জ্জনে সাবধান হইবে।

(১) 'বহুগ্রন্থ'—ভক্তিবিরোধী বহুগ্রন্থ। 'কলাভ্যাস'—চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষা, অর্থাৎ যাহাতে ভগবৎ সম্বন্ধ গন্ধও নাই, এতাদৃশ গান নৃত্য প্রভৃতি কলা শিক্ষা ত্যাগ করিবে, কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধ থাকিলে শিক্ষা করিবে। 'ব্যাখ্যান'—বর্ণনা, টীকা অর্থাৎ অসৎ শাস্ত্রের বর্ণনা ত্যাগ করিবে।

(২) 'বিজ্ঞপ্তি'—আপনার অবস্থা শ্রীভগবানে জানান।

(৩) 'অভ্যুত্থান'—ভগবদ্দর্শনে গাত্রোত্থান করিয়া মর্য্যাদা করা।

(৪) 'অনুব্রজ্যা'—যাত্রোৎসবে শ্রীভগবন্মূর্ত্তি বাহির হইলে তাঁহার পশ্চাদ্গমন।

(৫) 'পরিক্রমা'—প্রদক্ষিণ, শ্রীভগবন্মূর্ত্তি চারিবার প্রদক্ষিণ করিবার নিয়ম।

যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ
সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ ৫৬

অন্বয়ঃ।—দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যে (দুরবগাহ আশ্চর্য্য প্রভাববিশিষ্ট) অস্মিন্ পঞ্চকে (এই পাঁচটি ভজনাতেই) শ্রদ্ধা দূরে অস্তু (শ্রদ্ধা দূরে থাকুক), যত্র (যাহাতে) স্বল্পঃ অপি (অতি অল্পও) সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং (সম্বন্ধ ধীমান্‌গণের) ভাবজন্মনে (ভাবের উদয় হয়)।

অনুবাদ।—এই যে পাঁচটির কথা বলা হোলো, সেগুলি কর্ম্মের মধ্যে প্রকাশ করা অত্যন্ত কঠিন ও অদ্ভুত। শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, এগুলির সঙ্গে সামান্য একটু সম্বন্ধ থাকলেই যাঁর সদ্‌বুদ্ধি আছে তাঁর মনে ভক্তির উদয় হয় ॥ ৫৬ ॥

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥
এক সঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন ॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং (৫৩)

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভব-
দ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে
লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতি-
র্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ,
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ
কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরা ॥ ৫৭

অন্বয়ঃ।—শ্রীবিষ্ণোঃ (শ্রীবিষ্ণুর) শ্রবণে (নাম, গুণ, লীলাদি শ্রবণে) পরীক্ষিৎ (মহারাজ পরীক্ষিৎ) কীর্ত্তনে বৈয়াসকিঃ (কীর্ত্তনে শ্রীব্যাসতনয় শ্রীশুকদেব) স্মরণে প্রহ্লাদঃ (স্মরণে প্রহ্লাদ) তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ (তাঁহার পদসেবায় লক্ষ্মী) পূজনে পৃথুঃ (পূজা করিয়া রাজা পৃথু) অভিবন্দনে অক্রূরঃ (বন্দনা করিয়া অক্রূর) দাস্যে কপিপতিঃ (দাসত্ব করিয়া হনুমান্) সখ্যে অর্জ্জুনঃ (বন্ধুত্বে অর্জ্জুন) সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিঃ (সর্ব্বস্বের সহিত আত্মনিবেদনে দৈত্যরাজ বলি) অভূৎ (কৃতার্থ হইয়াছিলেন) এষাম্ (ইহাদের) পরাঃ (সর্ব্বোত্তম) কৃষ্ণাপ্তিঃ (কৃষ্ণপ্রাপ্তি) অভবৎ (হইয়াছিল)।

অনুবাদ।—পরীক্ষিৎ প্রভৃতি সকলেরই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করেছিলেন পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তন করেছিলেন শুকদেব ও স্মরণ করেছিলেন প্রহ্লাদ। শ্রীকৃষ্ণের পদযুগলের সেবা করেছিলেন লক্ষ্মী, পূজা করেছিলেন পৃথু ও বন্দনা করেছিলেন অক্রূর। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দাস্যভক্তি ছিল হনুমানের ও সখ্যভক্তি ছিল অর্জ্জুনের। সর্ব্বস্ব দান করেছিলেন বলি—নিজেকেও তিনি দান করেছিলেন ॥ ৫৭ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।১৮-২০)

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশ পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমা শ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ৫৮

অন্বয়ঃ।—সঃ (তিনি) কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ (শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মদ্বয়ে) মনঃ (মনকে) বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে (শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবর্ণনে) বচাংসি (বাক্যসমূহকে) হরেঃ (শ্রীহরির) মন্দিরমার্জ্জনাদিষু (শ্রীমন্দির মার্জ্জনাদিতে) করৌ (হস্তদ্বয়কে) অচ্যুতসৎকথোদয়ে (শ্রীভগবানের পবিত্র কথায়) শ্রুতিং (কর্ণকে) মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে (শ্রীমুকুন্দের বিগ্রহ মন্দিরাদি দর্শনে) দৃশৌ (চক্ষুর্দ্বয়কে) তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শে (শ্রীভগবানের ভক্তের গাত্রস্পর্শে) অঙ্গসঙ্গমম্ (অঙ্গসঙ্গকে) শ্রীমত্তুলস্যাঃ (শ্রীতুলসীর) তৎপাদসরোজসৌরভে (শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের স্পর্শজনিত সৌরভে) ঘ্রাণং (নাসিকাকে) তদর্পিতে (শ্রীভগবান্‌কে নিবেদিত অন্নাদিতে) রসনাং (জিহ্বাকে) হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে (শ্রীভগবানের ধামাদিতে গমনে) পাদৌ (পদদ্বয়কে) হৃষীকেশপদাভিবন্দনে (হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণবন্দনে)

শিরঃ (মস্তককে) দাস্যে চ (এবং শ্রীভগবানের দাসত্বে) ন তু কামকাম্যয়া (কিন্তু বিষয়ভোগের উদ্দেশ্যে নহে) কামং (মাল্য, চন্দনাদি উপভোগ্য বস্তুর ভোগকে) চকার (নিয়োজিত করিয়াছিলেন) যথা (যাহাতে) উত্তমা শ্লোকজনাশ্রয়া (ভগবদ্-ভক্তের আশ্রয়) রতিঃ (রতি)।

অনুবাদ।—সেই অম্বরীষ রাজা মন রেখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পদকমলে। তাঁর কথাই ছিল বৈকুণ্ঠের গুণবর্ণনা। শ্রীকৃষ্ণের মন্দির-মার্জ্জনা কাজেই ব্যস্ত থাকত তাঁর হাত। কৃষ্ণের সুন্দর কথা যেখানে হোতো, সেখানেই তিনি কান পাততেন। চোখে দেখতেন শুধু শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ও ও মন্দির। তিনি অঙ্গ দিয়ে আলিঙ্গন করতেন হরি-ভক্তকে। ভগবানের পদকমলের তুলসীর সৌরভ আঘ্রাণ করতেন নাসিকায়। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ছাড়া কিছু মুখে নিতেন না। পা ফেলতেন শুধু শ্রীকৃষ্ণতীর্থের মাটিতে। মাথায় করতেন শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দনা। সেবাতেই ছিল তাঁর অনুরাগ। ভোগবাসনা তাঁর ছিল না। উত্তম লোকের যেমন ভক্তি হয়, তাঁরও তেমনি ছিল ॥ ৫৮ ॥

কামত্যাগী কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে একচত্বারিংশঃ শ্লোকঃ

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥ ৫৯

অন্বয়ঃ।—'হে' রাজন্, যঃ কর্ত্তং (যে ব্যক্তি কৃতকর্ম্ম) পরিহৃত্য (পরিত্যাগ করিয়া) শরণ্যং মুকুন্দং সর্ব্বাত্মনা শরণং গতঃ (সর্ব্বভাবে একমাত্র শরণ মুকুন্দকে আশ্রয় করিয়াছেন) অয়ং দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং (দেবতা, ঋষি, ভূত ও পোষ্যজনের এবং পিতৃগণেরও) ন কিঙ্করঃ ন চ ঋণী (ঋণী ও নহে, ভৃত্য ও নহে)।

অনুবাদ।—হে রাজন্! যিনি শাস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে পরিপূর্ণভাবে আশ্রয় করেন শ্রীকৃষ্ণকে—কারণ শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়দাতা—তিনি দেবতা, ঋষি, প্রাণিগণ, কুটুম্ব, মনুষ্য ও পিতৃলোকের কাছে আর ঋণী থাকেন না, তাদের দাসও হন না ॥ ৫৯ ॥

বিধিধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥
অজ্ঞানেও যদি হয় পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ৫ অং ৪২ শ্লোকঃ

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ৬০

অন্বয়ঃ।—ত্যক্তান্যভাবস্য (অন্য ভাব ত্যাগ করিয়া) স্বপাদমূলং (শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণমূল) ভজতঃ (ভজনাকারী) প্রিয়স্য (ভক্তের) যৎ চ কথঞ্চিৎ বিকর্ম্ম (যাহা কিছু পাতক) উৎপতিতম্ (উপস্থিত হয়) হৃদি সন্নিবিষ্টঃ (হৃদয়ে প্রবিষ্ট) পরেশঃ হরিঃ সর্ব্বং ধুনোতি (পরমেশ্বর শ্রীহরি সমস্ত বিনষ্ট করেন)।

অনুবাদ।—যে ভক্ত সকলের ভজনা ত্যাগ ক'রে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই চরণ ভজনা করে, সে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত। সে যদি কোনো পাপ কাজ ক'রে ফেলে তাহ'লে পরমেশ্বর তার হৃদয়ে থেকেই সমস্ত পাপ নষ্ট ক'রে দেন ॥ ৬০ ॥

জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
যম নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ ॥

তথাহি—তত্রৈব (১১ ২০।৩১)

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য
যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং
প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ ৬১

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ (সেই হেতু) মদাত্মনং (আমাতে অর্পিতচিত্ত) মদ্ভক্তিযুক্তস্য (আমাতে ভক্তিযুক্ত) যোগিনঃ (যোগীর) বৈ ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যম্ ইহ প্রায়ঃ শ্রেয়ঃ ভবেৎ (জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়ই শ্রেয় হয় না)।

অনুবাদ।—এই জন্যই আমার যে ভক্ত আমাকে আত্মসমর্পণ করেছে—সেই যোগী ভক্তের পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য প্রায়শই কল্যাণজনক হয় না ॥ ৬১ ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১২৮)

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ !
তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে
ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥ ৬২

অন্বয়ঃ।—'হে' ব্যাধ! তব এতে (তোমার এই সকল) অহিংসাদয়ঃ গুণাঃ (অহিংসাদি গুণ সকল) ন হি অদ্ভুতাঃ (অদ্ভুত নহে), 'যতঃ' যে (যাঁহারা) হরিভক্তৌ প্রবৃত্তাঃ (হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন) তে পরতাপিনঃ ন স্যুঃ (তাঁহারা পর-পীড়ক হন না)।

অনুবাদ।—হে ব্যাধ! তোমার এই অহিংসাদি গুণ কিছুই আশ্চর্য্যের নয়। যার হরিতে ভক্তি হয়েছে, সে আর অন্যকে দুঃখ দিতে পারে না ॥ ৬২ ॥

বৈধীভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥
রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১৩১)

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ
পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ
সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥ ৬৩

অন্বয়ঃ।—ইষ্টে স্বারসিকী (অভীষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী) পরমাবিষ্টতা (অত্যন্ত আবিষ্টতা) রাগঃ ভবেৎ (রাগ জন্মে) যা ভক্তিঃ তন্ময়ী ভবেৎ (যে ভক্তি সেই রাগময়ী হয়) সা অত্র রাগাত্মিকা উদিতা (তাহাই এস্থলে রাগাত্মিকা নামে অভিহিত হয়)।

অনুবাদ।—যা আকাঙ্ক্ষার ধন, তার জন্য যে গভীর তৃষ্ণা, তাতে যে নিবিড় আবেশ—তাকেই রাগ বলে। এই রাগ বা রতি যে ভক্তিতে প্রবল ভাবে থাকে, তাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলা হয় ॥ ৬৩ ॥

ইষ্টে (১) গাঢ়তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা এই তটস্থ-লক্ষণ ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুরাগ প্রকৃতি ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১৩০)

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং
ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা
যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥ ৬৪

অন্বয়ঃ।—যা (যে ভক্তি) ব্রজবাসিজনাদিষু (ব্রজবাসিগণে) অভিব্যক্তং (সুস্পষ্টভাবে) বিরাজন্তীং (শোভমানা হয়) রাগাত্মিকাম্ অনুসৃতা (রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা) সা (সেই ভক্তি) রাগানুগা উচ্যতে (রাগানুগা কথিত হয়)।

অনুবাদ।—রাগাত্মিকা ভক্তি ব্রজবাসীদের মধ্যেই সুন্দর ও সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। রাগাত্মিকা ভক্তিকে অনুসরণ করে যে ভক্তি তাকেই বলে রাগানুগা ॥ ৬৪ ॥

তথাহি—তত্রৈব ১।২।১৪৮

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে
শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ
তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ ॥ ৬৫

অন্বয়ঃ।—তত্তৎভাবাদিমাধুর্য্যে (ব্রজবাসিগণের দাস্য সখ্যাদি ভাবমাধুর্য্যে) শ্রুতে (শুনিয়া) ধীঃ (বুদ্ধি) অত্র (ইহাতে) ন শাস্ত্রং (না শাস্ত্র) ন যুক্তিং (না যুক্তি) চ অপেক্ষতে (অপেক্ষা করে)

(১) ইষ্টে···কথন—অভিলষিত বস্তুতে যে গভীর তৃষ্ণা তাহাই রাগের প্রধান লক্ষণ। আর অভিলষিত বস্তুতে যে আবিষ্টতা তাহা রাগের ঠিক প্রধান লক্ষণ নহে, তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ ঠিক রাগের সহিত এক না হইলেও রাগের বোধক।

যৎ তৎ লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ (তাহাই লোভের অর্থাৎ রাগের উৎপত্তি-লক্ষণ)।

অনুবাদ।—তাদের সখ্য বাৎসল্য ইত্যাদি ভাব-মাধুর্য্যের কথা শুনে যার বুদ্ধি শাস্ত্রকে মানে না, যুক্তিকেও মানে না (সেইভাবে আকৃষ্ট হয়), তারই রাগানুগা ভক্তির উদয় হয়েছে বুঝতে হবে॥ ৬৫॥

বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধক-দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥

তথাহি—তত্রৈব ১।২।১৫১

সেবা সাধকরূপেণ
সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা
ব্রজলোকানুসারতঃ॥ ৬৬

অন্বয়ঃ।—তদ্ভাবলিপ্সুনা (ব্রজবাসিজনের ভাবলুব্ধ) অত্রহি (রাগানুগাভক্তিসাধনে) সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চ (যথাবস্থিত দেহদ্বারা এবং অন্তশ্চিন্তিত দেহদ্বারা) ব্রজলোকানুসারতঃ (তদনুরাগিব্রজজনানুসরণে) সেবা কার্য্যা (শ্রীকৃষ্ণসেবা করণীয়া)।

অনুবাদ।—ব্রজবাসীদের ভাবে ভাবালু হ'তে যারা চায় তারা রাগানুগা ভক্তির ব্যাপারে সাধকরূপে শরীর দ্বারা ও সিদ্ধরূপে মনে মনে ব্রজবাসী জনের অনুসরণে কৃষ্ণসেবা করবে (অর্থাৎ নিজেদের নন্দ, শ্রীদাম, যশোদা প্রভৃতি বলে মনে ভাববে ও তাদেরই অনুকরণে কৃষ্ণসেবা করবে)॥ ৬৬॥

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥

তথাহি—তত্রৈব ১।২।১৫০

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য
প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ
কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥ ৬৭

অন্বয়ঃ।—অসৌ (রাগানুগা ভক্তির সাধক) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) নিজ-সমীহিতং (নিজাভীষ্ট) অস্য (কৃষ্ণের) প্রেষ্ঠং (প্রিয়তম) জনং চ (এবং জনকে) তত্তৎকথারতশ্চ (শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথায় রত হইয়া) ব্রজে সদা বাসং কুর্য্যাৎ (সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবে)।

অনুবাদ।—আপন সাধনার ধন কৃষ্ণকে ও অভীষ্ট কৃষ্ণপ্রিয়দের স্মরণ করে তাঁদের কথা আলোচনায় রত হয়ে সর্ব্বদা ব্রজে বাস করবে॥ ৬৭॥

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে এই সব ভাবের গণন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ২৫ অং ৩৮ শ্লোকঃ

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে,
নঙ্ক্ষ্যন্তি নোমেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ,
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥ ৬৮

অন্বয়ঃ।—অহম্ (আমি), যেষাং প্রিয়ঃ (যাহাদের প্রিয়) আত্মা সুতঃ (আত্মা পুত্র) সখা (সখা) গুরুঃ (গুরু) সুহৃদঃ (বন্ধু) ইষ্টং দৈবং চ (এবং অভীষ্টদেব) মৎপরা (আমা-পরায়ণ) শান্তরূপে (বৈকুণ্ঠে) কর্হিচিৎ (কখনও) ন নঙ্ক্ষ্যন্তি (ভোগবিহীন হয় না) মে (আমার) অনিমিষঃ হেতিঃ (কালচক্র) ন লেঢ়ি (গ্রাস করে না)।

অনুবাদ।—আমি যাদের প্রিয়, আত্মা, পুত্র, সখা, গুরু, বন্ধু, অভীষ্ট দেবতা ও সাধনার ধন সেই আমার ভক্তেরা বৈকুণ্ঠে কখনো আনন্দ-হীন হয়ে থাকে না, কালচক্রও তাদের কখনো গ্রাস করে না॥ ৬৮॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১।২।১৬২

পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃ-
পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তা-
স্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥ ৬৯

অন্বয়ঃ।—সদোদ্যুক্তাঃ (সর্ব্বদা উৎসাহযুক্ত

হইয়া) যে (যাঁহারা) পতি-পুত্র সুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবৎ (পতি পুত্র সুহৃদ্ ভ্রাতা অথবা পিতার ন্যায় মনে করিয়া) মিত্রবৎ (কিংবা মিত্রের ন্যায় মনে করিয়া হরিং (শ্রীহরিকে) ধ্যায়ন্তি (ধ্যান করেন) তেভ্যঃ অপি নমঃ নমঃ (তাঁহাদিগকে প্রণাম, প্রণাম)।

অনুবাদ।—তাঁদের বার বার প্রণাম করি, যাঁরা সর্ব্বদা উৎসুক হয়ে তোমাকে স্বামী রূপে, পুত্র রূপে, বন্ধু রূপে, ভ্রাতা রূপে, পিতা রূপে ও মিত্র রূপে ধ্যান করেন ॥ ৬৯ ॥

এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি ॥
প্রীত্যঙ্কুরে রতি, ভাব, হয় দুই নাম (১)।
যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্ ॥
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেম-সেবন।
এই ত কহিল অভিধেয় বিবরণ ॥
অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণ প্রেমধন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
অভিধেয়-ভক্তিতত্ত্ব-বিচারোনাম
দ্বাবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) প্রীত্যঙ্কুরে……নাম—প্রেমের অঙ্কুরের অর্থাৎ প্রথমজাত প্রেমের দুইটি নাম, রতি ও ভাব।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১

অন্বয়ঃ।—অত্যুদারঃ (পরমদয়াবান্) যঃ কৃষ্ণঃ গৌরঃ (যে গৌরাঙ্গ-রূপধারী শ্রীকৃষ্ণ) চিরাৎ অদত্তম্ (চিরকাল যাহা দেওয়া হয় নাই) নিজ-গুপ্তবিত্তং (স্বীয় গোপনীয় সম্পদ্) স্বপ্রেম-নামামৃতং (নিজ প্রেমযুক্ত নামরূপ অমৃত) আপামরম্ (অত্যন্ত পাপিষ্ঠ পর্য্যন্ত) জনেভ্যঃ বিততার (জনগণকে বিতরণ করিয়াছেন) অহং তং প্রপদ্যে (আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরণ গ্রহণ করি)।

অনুবাদ।—আমি কৃষ্ণস্বরূপ গৌরাঙ্গের শরণ নিলাম। আচণ্ডাল সকলকে তিনি বিলিয়েছেন তাঁর অতি উদার কৃষ্ণপ্রেমের অমৃত। গুপ্তধনের মতন গুপ্ত ছিল এই কৃষ্ণপ্রেম এবং এই কৃষ্ণপ্রেম এর আগে কেউ বিলিয়ে দেয়নি ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এবে শুন ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস জ্ঞান ॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি-রসের এই স্থায়িভাব নাম ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১।৩।১

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেম-সূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে। ২

অন্বয়ঃ।—শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা (শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ স্বরূপ) প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্ (প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণের তুল্য) রুচিভিঃ (শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির এবং তদীয় সৌহার্দ্দ্যের অভিলাষ দ্বারা) চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ (চিত্তের স্নিগ্ধতাজনক) অসৌ (এই যে ভক্তি) ভাব উচ্যতে (ভাব বা রতি বলিয়া কথিত হয়)।

অনুবাদ।—ভগবানের যে হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী শক্তি তার সার হলো ভাব। ইহা যেন প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ, অথচ ইহা তীব্র নয়। শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এতে রয়েছে বলে ইহা মনকে স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল ক'রে তোলে ॥ ২ ॥

এই দুই, ভাবের স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণ (১)।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন ॥

তথাহি—তত্রৈব ১।৪।১

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥৩

অন্বয়ঃ।—সঃ এব ভাবঃ (সেই ভাবই) সান্দ্রাত্মা (গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া) সম্যক্ মসৃণিতস্বান্তঃ সম্যক্‌রূপে চিত্তকে আর্দ্র করিলে) মমত্বাতি-শয়াঙ্কিতঃ (শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমতাযুক্ত হইলে) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) প্রেমা নিগদ্যতে (প্রেম বলিয়া কথিত হয়)।

অনুবাদ।—সেই ভাবই যখন গাঢ় হয়ে ওঠে তখন তাকে প্রেম বলে। এই প্রেম মনকে ভিজিয়ে সরস ক'রে তোলে এবং অত্যন্ত মমতাময় হয়ে ওঠে ॥ ৩ ॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে
দ্ব্যশীত্যধিকত্রিশততমাঙ্কধৃত-
নারদপঞ্চরাত্রবচনম্

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতেভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ ৪

---

(১) এই দুই—অর্থাৎ (১) শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা এই বিশেষণ—ভাব হইতে অভিন্ন হইয়া ভাবের বোধকহেতু স্বরূপলক্ষণ এবং (২) রুচিভিশ্চিত্ত-মাসৃণ্যকৃৎ—এই বিশেষণ—ভাব হইতে ভিন্ন হইয়া ভাবের বোধক বলিয়া তটস্থ-লক্ষণ। অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মাই ভাবের স্বরূপ; এবং রুচিদ্বারা চিত্তমসৃণী-কারিতা ভাবের কার্য্য।

অন্বয়ঃ।—বিষ্ণৌ প্রেমসঙ্গতা (শ্রীকৃষ্ণে প্রেমরসব্যাপ্তা) অনন্যমমতা (ঐকান্তিকী সম্বন্ধময়ী) মমতা (মমত্ববুদ্ধি) ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ (ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ কর্ত্তৃক) ভক্তিঃ ইতি উচ্যতে (প্রেমভক্তি বলিয়া কথিত হয়)।

অনুবাদ।—ভীষ্মের, প্রহ্লাদের, উদ্ধবের ও নারদের মতে অন্য সব কিছুর প্রতি মমতা বাদ দিয়ে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমে মাখা যে মমতা সেই মমতাকে ভক্তি বলে ॥ ৪ ॥

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন (১) ॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে (২) নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা (৩) হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণেপ্রীত্যঙ্কুর(৪)॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১।৪।১১

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু-
সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ
ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাব-
স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ
প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—আদৌ শ্রদ্ধা (প্রথমে শ্রদ্ধা) ততঃ সাধুসঙ্গঃ (তাহার পরে সাধুসঙ্গ), অথ ভজনক্রিয়া (তৎপরে সেবাদির অনুষ্ঠান), ততঃ অনর্থনিবৃত্তিঃ (তাহার পর সর্ব্ববিধ বিঘ্ননাশ), ততঃ নিষ্ঠা (তাহার পর ঐকান্তিকী স্থিতি), ততঃ রুচিঃ স্যাৎ (নিষ্ঠার পরে রুচি), অথ আসক্তিঃ (রুচির পরে আসক্তি), ততঃ ভাবঃ (আসক্তির পরে ভাব), ততঃ প্রেমা অভ্যুদঞ্চতি (রুচির পর প্রেম উদিত হয়) সাধকানাং প্রেম্নঃ (সাধকদিগের প্রেমের) প্রাদুর্ভাবে (উদয়ে) অয়ং ক্রমঃ ভবেৎ (এইরূপ পরম্পরা হয়)।

অনুবাদ।—প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা থেকে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ থেকে ভজন, ভজন থেকে বিঘ্ননাশ, বিঘ্ননাশের পর নিষ্ঠা, নিষ্ঠার পর রুচি, রুচি থেকে আসক্তি, আসক্তি থেকে ভাব এবং ভাবের পরে প্রেমের আবির্ভাব। সাধক যাঁরা তাঁদের প্রেম এই ভাবেই জেগে ওঠে ॥ ৫ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২৫।২৪

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ২৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৬ ॥

যাঁহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১।৩।১১

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং
বিরক্তির্ম্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা
নামগানে সদা রুচিঃ ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে
প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যু-
র্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—ক্ষান্তিঃ (ক্ষোভশূন্যতা) অব্যর্থকালত্বম্ (অব্যর্থকালতা) বিরক্তিঃ (বিরাগ) মানশূন্যতা (মানশূন্যতা) আশাবন্ধঃ (আশাবন্ধ)

(১) 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'—বিবিধ দুর্ব্বাসনাদি অমঙ্গল সকল ক্ষয় হয়। অথবা পাপের নাশ হয়।

(২) 'ভক্ত্যে'—ভক্তিতে।

(৩) 'নিষ্ঠা'—আগ্রহের সহিত পুনঃ পুনঃ ভজন করা।

(৪) 'প্রীত্যঙ্কুর'—ভাব, রতি।

সমুৎকণ্ঠা (সমুৎকণ্ঠা) নামগানে সদা রুচিঃ (সদা নামকীর্ত্তনে রুচি) তদ্‌গুণাখ্যানে (ভগবদ্‌গুণ-বর্ণনে) আসক্তিঃ (আসক্তি) তদ্‌বসতিস্থলে (তীর্থস্থানাদিতে) প্রীতিঃ (প্রীতি) ইত্যাদয়ঃ (এই সমস্ত) অনুভাবাঃ (অনুভাব) জাতভাবাঙ্কুরে জনে (জাতরতি ভক্তে) স্যুঃ (জন্মিয়া থাকে)।

অনুবাদ।—যার মনে ভাব বা রতির উদয় হয়েছে তার কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ দেখা যায়। যথা—ক্ষমাশীলতা, সর্ব্বদাই কৃষ্ণগুণ-গান, সংসারে অনাসক্তি, গর্ব্বহীনতা, কৃষ্ণ পাবার আশা, কৃষ্ণকে পাবার জন্য উৎকণ্ঠা, কৃষ্ণের নামগানে সর্ব্বদা রুচি, কৃষ্ণের গুণ-ব্যাখ্যানে অনুরাগ, কৃষ্ণের বসতিস্থলে (তীর্থস্থানে) প্রীতি ইত্যাদি ॥ ৭ ॥

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভে (১) তার ক্ষোভ নাহি হয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকঃ

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—বিপ্রাঃ (হে বিপ্রগণ) দেবী গঙ্গা চ (এবং দেবী গঙ্গা) ঈশে (পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে) ধৃতচিত্তং (অর্পিত মানস) উপযাতং (শরণাগত) মা (আমাকে) প্রতিযন্তু (অঙ্গীকার করুন) দ্বিজোপসৃষ্টঃ (দ্বিজ-প্রেরিত) কুহকঃ (মায়া) তক্ষকঃ বা (অথবা তক্ষক) অলম্ (ই) দশতু (দংশন করুক) বিষ্ণুগাথাঃ (কৃষ্ণ-কথা) গায়ত (গান করুন)।

অনুবাদ।—হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা ও দেবী গঙ্গা আমাকে ঈশ্বরের শরণাগত ব'লে জানুন,—আমি তাঁকেই মন সমর্পণ করেছি। ব্রাহ্মণের প্রেরিত কুহক (ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিয়েছেন, সুতরাং তিনিই মায়াবলে তক্ষক সাপ সৃষ্টি করে পাঠাতে পারেন) কিংবা তক্ষক আমাকে দংশন করুক—আপনারা কৃষ্ণগাথা গান করুন ॥ ৮ ॥

(১) 'প্রাকৃত ক্ষোভে'—বৈষয়িক দুঃখ কিংবা চাঞ্চল্যে।

কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায়।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১।৩।১২

বাগ্‌ভিস্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত-
স্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—অনিশং (সর্ব্বদা) বাগ্‌ভিঃ (বাক্যের দ্বারা) স্তুবন্তঃ (স্তব করিয়া) মনসা স্মরন্তঃ (মনের দ্বারা স্মরণ করিয়া) তন্বা (দেহের দ্বারা) নমন্তঃ (নমস্কার করিয়া) অপি (ও) ন তৃপ্তাঃ (তৃপ্ত না হইয়া) স্রবন্নেত্র-জলাঃ (অশ্রুপূর্ণলোচনে) ভক্তাঃ (ভক্তগণ) সমগ্রম্ আয়ুঃ (সমগ্র পরমায়ুঃ) হরেঃ এব সমর্পয়ন্তি (হরির সেবায় সমর্পণ করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ।—সেই ভক্তেরা দিবানিশি বাক্য দিয়ে স্তুতি ক'রে, মন দিয়ে স্মরণ ক'রে, দেহ দিয়ে প্রণাম ক'রে তৃপ্তি পায় না। চোখের জলে আদ্র হয়ে তারা কৃষ্ণকেই সারা জীবন সমর্পণ করেছে ॥ ৯ ॥

ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায় (২) ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কং ১৪ অং ৪৩ শ্লোকঃ

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্
সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলব-
দুত্তমশ্লোকলালসঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—যঃ (যিনি) উত্তমশ্লোকলালসঃ (উত্তম-শ্লোক শ্রীকৃষ্ণে লালসাযুক্ত হইয়া) যুবা এব (যুবা হইয়াও) দুস্ত্যজান্ (দুস্ত্যজ্য) হৃদিস্পৃশঃ (মনোজ্ঞ) দারসুতান্ (স্ত্রীপুত্রকে) সুহৃদ্রাজ্যং চ (এবং বন্ধুগণকে ও রাজ্যকে) মলবৎ জহৌ (মলের মত অনায়াসে ত্যাগ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—মনোমত স্ত্রী, পুত্র, মিত্র ও রাজ্য ত্যাগ করা কঠিন। তিনি (রাজা ভরত) শ্রীকৃষ্ণকে

(২) 'ভুক্তি'—স্বর্গাদি ভোগ। 'সিদ্ধি'—যোগ সিদ্ধি। 'ইন্দ্রিয়ার্থ'—বৈষয়িক সুখ। 'নাহি ভায়'—ভাল লাগে না।

পাবার জন্য লালায়িত হ'য়ে যুবা বয়সেই সেগুলি বিষ্ঠার মতন ত্যাগ করেছেন ॥ ১০ ॥

সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১৷৩৷১৫

হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ (নৃপকুল-চূড়ামণি) এষঃ (ভরত) হরৌ রতিং (শ্রীহরিতে রতি) বহন্ (পোষণ করিয়া) অরিপুরে (শত্রুগৃহে) ভিক্ষাম্ অটন্ (ভিক্ষা করিয়া) শ্বপাকম্ অপি (চণ্ডালকেও) বন্দতে (বন্দনা করেন)।

অনুবাদ।—শ্রেষ্ঠ এই রাজা ভরত কৃষ্ণে অনুরাগী হ'য়ে ভিক্ষার জন্য শত্রুপুরীতে গিয়ে চণ্ডালকেও বন্দনা করেন ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১৷৩৷১৬

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা
যোগোঽথবা বৈষ্ণবো,
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো!
সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথা-
প্যচ্ছেদ্যমূলা সতী,
হে গোপীজনবল্লভ! ব্যথয়তে
হা হা মদাশৈব মাম্ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—প্রেমা (প্রেম) শ্রবণাদিভক্তিঃ অপি বা (অথবা শ্রবণাদি সাধনভক্তিও) অথবা (অথবা) বৈষ্ণবযোগঃ (বৈষ্ণব যোগ) বা জ্ঞানম্ (অথবা জ্ঞান) বা কিয়ৎ শুভকর্ম্ম (কিংবা কিছু শুভকর্ম্ম) অহো বা সজ্জাতিঃ অপি (অথবা উত্তম জাতিও) ন অস্তি (নাই) তথাপি (তথাপি) হে গোপীজন-বল্লভ (হে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ) হীনার্থাধিক-সাধকে (হীনজনের যোগ্যতার অধিক অভিলাষ-পূরণেও উৎসুক) ত্বয়ি (তোমাতে) মদাশা (আমার আশা) অচ্ছেদ্যমূলা সতী (অচ্ছেদ্যমূল হইয়া) মাম্ (আমাকে) ব্যথয়তে (ব্যথিত করিতেছে)।

অনুবাদ।—আমার প্রেমভক্তি নেই। শ্রবণাদি সাধনভক্তিও নেই। হায়! বৈষ্ণবীয় যোগ সাধনও করিনি। না আছে আমার জ্ঞান বা কোনো শুভকর্ম্ম। আমার জাতিও উচ্চ নয়। তুমি নীচের বাসনাকে বেশি মর্য্যাদা দাও। হে গোপীনাথ কৃষ্ণ! তাই আমার আশা আজও সমূলে নষ্ট হয়নি। হায় হায়! সে আশা আমায় সদাই ব্যথা দিচ্ছে ॥ ১২ ॥

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৩২ শ্লোকঃ

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি,
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥ ১৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১৩ ॥

নামগানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং ১৷৩৷১৬

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দি-
দৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি
নামাবলীং বালা ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—'হে' গোবিন্দ, রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরা (অশ্রুবিন্দুরূপ সুধাবর্ষী ইন্দীবর-নয়না) মধুরস্বরকণ্ঠী বালা (মধুরস্বরা রমণী চন্দ্রাবলী) অদ্য তব নামাবলীং গায়তি (আজ তোমার নামসমূহ গান করিতেছে)।

অনুবাদ।—হে গোবিন্দ! তোমার কত নাম সেই বালা মধুরস্বরে গাইছে। নীল কমলের মত তার চোখে আজ অশ্রুর ফোঁটা ঝ'রে পড়ছে—কমল থেকে মধুর মত ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি।

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৯২ শ্লোকঃ

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।

মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ ১৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় একবিংশ পরিচ্ছেদে ২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১।২।৬৫ শ্লোকঃ

কদাহং যমুনাতীরে
নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ
রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—'হে' পুণ্ডরীকাক্ষ (হে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ) কদা অহং তব (কবে আমি তোমার) নামানি কীর্ত্তয়ন্ (নামসমূহ গান করিতে করিতে) উদ্বাষ্পঃ (অশ্রুপূর্ণ লোচনে) যমুনাতীরে তাণ্ডবং রচয়িষ্যামি (যমুনাতীরে তাণ্ডব নৃত্য করিব)।

অনুবাদ।—হে কমললোচন! কবে আমি যমুনাতীরে তোমার নামগান করতে করতে চোখের জল ফেলতে ফেলতে নৃত্য করব ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন ॥
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা(১) বিজ্ঞে না বুঝয় ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
প্রেমভক্তিলহর্য্যাং ১।৪।১২ শ্লোকঃ

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—অয়ং নবপ্রেমা (এই নূতন প্রেম) ধন্যস্য যস্য (সৌভাগ্যশালী যাহার) চেতসি (হৃদয়ে) উন্মীলতি (উদিত হয়) অস্য (তাঁহার) মুদ্রা (চেষ্টা) অন্তর্ব্বাণিভিঃ অপি (পণ্ডিতগণ কর্তৃকও) সুষ্ঠু সুদুর্গমা (সম্যক্‌রূপে দুর্ব্বোধ্য)।

অনুবাদ।—যার মনে নূতন প্রেমের উদয় হয়েছে —সে ধন্য। শাস্ত্রজ্ঞ যাঁরা তাঁরাও এর চলন-বলনের তাৎপর্য্য বুঝতে পারেন না ॥ ১৭ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২।৪০

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ১৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১৮ ॥

প্রেম ক্রমে বাঢ়ে হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥
বীজ ইক্ষুরস গুড় তবে খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর ॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল, ক্রমে বাঢ়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদিতে তৈছে বাঢ়য়ে আস্বাদ ॥
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রতি আর ॥
এই পঞ্চ স্থায়ী ভাব হয় পঞ্চ রস।
যে রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ ॥
প্রেমাদিক স্থায়ী ভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ পায় পরিণামে ॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়ী ভাব রস হয় মিলে এই চারি ॥
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে ॥
দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি আলম্বন ॥
অনুভাব, স্মিত, নৃত্য-গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর ॥
নির্ব্বেদ হর্ষাদি তেত্রিশ ব্যভিচারী।
সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী ॥
পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য।
মধুর নাম শৃঙ্গার রস সবাতে প্রাবল্য ॥
শান্তরসে শান্তরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাঢ়য় ॥

(১) 'মুদ্রা'—চেষ্টা।

সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥
শান্তাদি রসের যোগ বিয়োগ দুই ভেদ।
সখ্য বাৎসল্য যোগাদির অনেক বিভেদ ॥
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণে রূঢ় অধিরূঢ় গোপিকা-নিকরে ॥
অধিরূঢ় মহাভাব দুই ত প্রকার।
সম্ভোগে মাদনবিরহে মোহন নাম তার (১) ॥
মাদনের চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্‌ঘূর্ণা(২) চিত্রজল্প(৩) মোহনে দুই ভেদ ॥
চিত্রজল্প, দশ অঙ্গ (৪) প্রজল্পাদি নাম।
ভ্রমরগীতায় (৫) দশশ্লোক তাহার প্রমাণ ॥
উদ্‌ঘূর্ণাবিবশচেষ্টা দিব্যোন্মাদ (৬) নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে কৃষ্ণ-জ্ঞান ॥
সম্ভোগ (৭), বিপ্রলম্ভ (৮), দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার ॥
বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বরাগ (৯), মান (১০)।
প্রবাসাখ্য (১১), আর প্রেমবৈচিত্ত্য (১২) আখ্যান ॥
রাধিকাদ্যে পূর্ব্বরাগপ্রসিদ্ধ প্রবাস মানে।
প্রেমবৈচিত্ত্য শ্রীদশমে মহিষীগণে ॥

---

(১) 'মাদন'—হ্লাদিনী শক্তির সার প্রেম যদি সাত্ত্বিকাদি সর্ব্ববিধ ভাবের উদ্‌গমে উল্লাসী হয় অর্থাৎ প্রেম যদি সাত্ত্বিকাদি সর্ব্ববিধ ভাব-প্রকাশক হয়, তবে তাহাকে মাদন বলে। মাদন সকল ভাবের চরমসীমায় উপস্থিত এবং একমাত্র শ্রীরাধিকাতে বিরাজমান।

'মোহন'—যাহাতে সাত্ত্বিকভাবসমুদায় উদ্দীপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, সেই মহাভাবকে মোদন বলে। বিরহ অবস্থায় এই মোদনকে মোহন বলে। ইহাতে বিরহ-বিবশতাহেতু সাত্ত্বিক ভাব-সকল সুন্দর-রূপে প্রকাশ পায়।

(২) 'উদ্‌ঘূর্ণা'—বিরহবিবশতাহেতু বিলক্ষণ অর্থাৎ অসাধারণ নানাবিধ চেষ্টাকে উদ্‌ঘূর্ণা বলে।

(৩) 'চিত্রজল্প'—প্রিয়জনের দর্শন হইলে যাহাতে গূঢ়রোষ-প্রকাশিত, এবং যাহাতে উপসংহার বহুতর ভাবসূচক ও সাতিশয় উৎকণ্ঠাযুক্ত, সেই বাক্য অর্থাৎ উক্তিকে চিত্রজল্প বলে।

(৪) 'দশ অঙ্গ'—অর্থাৎ প্রজল্পাদির দশ অঙ্গ। প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প, এবং সুজল্প, ভেদে এই চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ।

(৫) 'ভ্রমরগীতা'—অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধে ৪৮ অধ্যায়ের "মধুপকিতববন্ধো।" এই হইতে "অপিবত মধুপুর্য্যাং" এই পর্য্যন্ত দশ শ্লোক।

(৬) 'দিব্যোন্মাদ'—মোহননামক মহাভাব কোন অনির্ব্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ভ্রমতুল্য অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্রীবিশেষকে দিব্যোন্মাদ বলে। বিরহে কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি এবং আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান প্রভৃতি দিব্যোন্মাদের কার্য্য।

(৭) 'সম্ভোগ'—আনুকূল্যপূর্ব্বক দর্শন ও আলিঙ্গন প্রভৃতির নিষেবণ দ্বারা নায়ক-নায়িকার উল্লাস-বর্দ্ধনকারী ভাবকে সম্ভোগ বলে।

(৮) 'বিপ্রলম্ভ'—যুক্ত বা অযুক্ত নায়ক-নায়িকার পরস্পর আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন উৎকর্ষসাধক এবং সম্ভোগের উন্নতিকারক ভাবকে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার বলে।

(৯) 'পূর্ব্বরাগ'—সঙ্গমের পূর্ব্বে দর্শন বা শ্রবণাদি জন্য নায়ক নায়িকার যে রতি উন্মীলিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলেন। "রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে ॥"

(১০) 'মান'—পরস্পর অনুরক্ত নায়ক-নায়িকা এক স্থানে বিদ্যমান থাকিলেও তাহাদের পরস্পর আলিঙ্গন বা দর্শনাদির বিরোধী যে ভাব, তাহাকে মান বলে।

(১১) 'প্রবাস'—মিলনের পর যুবক-যুবতীর দেশান্তরাদি-গমন জন্য যে ব্যবধান, তাহাকে পণ্ডিতেরা প্রবাস বলেন।

(১২) 'প্রেমবৈচিত্ত্য'—প্রিয়তমের নিকটে থাকিয়াও প্রেমের উৎকর্ষ-স্বভাববশতঃ বিশ্লেষ (বিচ্ছেদ) বুদ্ধিতে যে আর্ত্তি, তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। "প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ। বিশ্লেষধিয়ার্ত্তি র্যাতু প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥"

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৯০ অং ১৫ শ্লোকঃ

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে,
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা,
নলিননয়নহাস্যোদারলীলেক্ষিতেন ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—'হে' কুররি (হে চক্রবাকি)! ঈশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণ) জগতি (জগতে) গুপ্তবোধঃ (গুপ্তভাবে) রাত্র্যাং স্বপিতি (রাত্রে ঘুমাইতেছেন) ত্বং বীতনিদ্রা (তুমি নিদ্রাহীন হইয়া) ন শেষে (শয়ন করিতেছ না) বিলপসি (বিলাপ করিতেছ) [হে] সখি বয়মিব (আমাদের মত) কচ্চিৎ (কি) নলিননয়নহাস্যোদারলীলেক্ষিতেন (কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের হাস্যযুক্ত মনোহর কটাক্ষ লীলার দ্বারা) গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতাঃ (গাঢ় ভাবে বিদ্ধচিত্ত হইয়াছ)।

অনুবাদ।—রাত্রে গোপন হ'য়ে ভগবান্ কোথায় ঘুমিয়েছেন—তুমি না ঘুমিয়ে বসে বিলাপ করছ! হে কুররি! সখি! কমল-আঁখি কৃষ্ণের সহাস সুন্দর লীলান্বিত বাঁকা চাউনি কি আমাদেরই মতন তোমার মনকেও বিদ্ধ করেছে ॥ ১৯ ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং ২।১৭ শ্লোকঃ

নায়কানাং শিরোরত্নং
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে
বিরাজন্তে মহাগুণাঃ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—স্বয়ং ভগবান্ (স্বয়ং ভগবান্) কৃষ্ণস্তু (শ্রীকৃষ্ণই) নায়কানাং (নায়কদিগের) শিরোরত্নং (শিরোভূষণরত্ন-সদৃশ) যত্র (যাঁহাতে) সর্ব্বে (সমস্ত) মহাগুণাঃ (মহাগুণ রাশি) নিত্যতয়া (নিত্যরূপে) বিরাজন্তে (বিরাজিত আছে)।

অনুবাদ।—স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই নায়কদের শিরোমণি। তাঁর মধ্যেই সমস্ত মহৎ গুণ সর্ব্বদাই শোভা পাচ্ছে ॥ ২০ ॥

তথাহি—গৌতমীয়তন্ত্রে

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা
রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্ব-
কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ২১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২১ ॥

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তপ্রাণ ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং ২।১।১১

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ
সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ। (১)
রুচিরস্তেজসা যুক্তো
বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ
সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।

---

(১) 'সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত'—গুণোত্থ এবং চিহ্নোত্থ ভেদে শারীরিক সল্লক্ষণ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে রক্ততা এবং তুঙ্গতাদি গুণের যে যোগ, তাহা গুণোত্থ সল্লক্ষণ। তন্মধ্যে নেত্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, অধরোষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ এইসব স্থানে রক্তিমা। বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি এবং বদন এই ছয় স্থানে তুঙ্গতা (উচ্চতা)। কটি, ললাট এবং বক্ষঃস্থল এই তিন স্থানে বিশালতা। গ্রীবা, জঙ্ঘা এবং মেহন (পুরুষাঙ্গ) এই তিন স্থানে খর্ব্বতা। নাভি, স্বর ও বুদ্ধি এই তিন স্থানে গভীরতা। নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু (চোয়াল) এবং জানু এই পঞ্চস্থানে দীর্ঘতা। ত্বক, কেশ, লোম, দন্ত এবং অঙ্গুলীপর্ব্ব এই পঞ্চ স্থানে সূক্ষ্মতা। এইরূপ গুণোত্থ সল্লক্ষণ বত্রিশ প্রকার, ইহা মহাপুরুষের লক্ষণ। করতলাদিতে রেখাময় চক্রাদি চিহ্নকে অঙ্কোত্থ গুণ বলে। করতলে চক্র ও কমল, বাম চরণে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ইন্দ্রধনুঃ, অম্বর, গোষ্পদ, মৎস্য এবং শঙ্খ এই অষ্টচিহ্ন, এবং দক্ষিণ চরণে ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্দ্ধরেখা, অষ্টকোণ, জম্বুফল, চক্র এবং ছত্র এই একাদশ চিহ্ন।

বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো
বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ
কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ
শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী ॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো
গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ
করুণো মান্যমানকৃৎ ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্
শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেম-
বশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্ত-
লোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী
সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ ॥
বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি (১)
গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ
দুর্ব্বিগাহা হরেরমী ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—অয়ং নেতা (শ্রীকৃষ্ণ) সুরম্যাঙ্গঃ...... ......ঈশ্বরঃ চ ইতি তস্য হরেঃ সমুদ্রা ইব দুর্ব্বিগাহাঃ (দুরধিগম্য) অমী পঞ্চাশৎ গুণাঃ অনুকীর্ত্তিতাঃ (এই পঞ্চাশটি গুণ ক্রমে বলা হইল)।

অনুবাদ।—ইনি নেতা, সুতনু ও সমস্ত সুলক্ষণ এঁতে আছে। ইনি সুন্দর, তেজস্বী, বলবান্ ও কিশোরবয়সী। নানাভাষায় এঁর জ্ঞান অপূর্ব্ব। এঁর কথা কখনো মিথ্যা হয় না। ইনি অপরাধীকেও প্রিয়কথা বলেন। ইনি বাগ্মী, সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, প্রতিভাবান্ ও বিদগ্ধ (রসিক)। ইতি চতুর, কুশল ও কৃতজ্ঞ। এঁর কখনো ব্রতভঙ্গ হয় না। ইনি দেশ, কাল ও পাত্রের উপযোগিতা ভালো ক'রেই জানেন। ইনি শাস্ত্রজ্ঞানী ও সদাচারী। ইনি শান্ত, দান্ত, সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল। ইনি গম্ভীর, সুধীর ও সমদর্শী। ইনি দানশীল, ধার্ম্মিক, বীর, দয়াময় ও মানীর মান রাখতে জানেন। ইনি সর্ব্বপ্রিয়, বিনয়ী, লজ্জাশীল। ইনি শরণাগতজনকে পালন করেন। ইনি সুখী, ভক্তবন্ধু ও প্রেমেই বশীভূত হন। ইনি সকলেরই মঙ্গল সাধন করেন। এঁর প্রতাপ আছে, কীর্ত্তি আছে। সকলেই এঁকে ভালবাসে। ইনি সাধুদের

(১) প্রতিভান্বিত=নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি-বিশিষ্ট, বিদগ্ধ=যিনি চতুঃষষ্টি বিদ্যা ও বিলাসে নিপুণ, চতুর=একসঙ্গে বহুকার্য্যসাধনকারী, দক্ষ=দুষ্কর কার্য্যের শীঘ্র সম্পাদক, কৃতজ্ঞ=অন্যকৃত সেবাদি কার্য্যের স্মরণকারী, সুদৃঢ়ব্রত=যাঁহার প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম সত্য, দেশকালসুপাত্রজ্ঞ=দেশ, কাল এবং পাত্রানুসারে তদুচিত কার্য্যকর্ত্তা, শাস্ত্রচক্ষু=শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মকারী, শুচি=পাপনাশক ও দোষ-বিহীন, বশী=জিতেন্দ্রিয়, স্থির=যিনি ফলোদয় না দেখিয়া কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন না, দান্ত=দুঃসহ হইলে যিনি উচিত ক্লেশসহনশীল, ক্ষমাশীল=যিনি অন্যের অপরাধ সহ্য করেন, গম্ভীর=যাঁহার অভিপ্রায় অন্যের দুর্ব্বোধ, ধৃতিমান্=পূর্ণকাম এবং ক্ষোভ-কারণসত্ত্বে ক্ষোভ রহিত, সম=রাগদ্বেষশূন্য, বদান্য=দানবীর, দানোৎসাহী, ধার্ম্মিক=যিনি স্বয়ং ধর্ম্ম আচরণ করিয়া অন্যকে ধর্ম্মাচরণে ব্রতী করেন, শূর=যুদ্ধে উৎসাহী এবং অস্ত্র-প্রয়োগে নিপুণ, করুণ=পরদুঃখাসহিষ্ণু, মান্যমানকৃৎ=গুরু, ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধাদির পূজক, দক্ষিণ=সুস্বভাববশতঃ কোমলচরিত, বিনয়ী=ঔদ্ধত্যপরিহারী, হ্রীমান্=অন্যকর্ত্তৃক স্মরহস্য বিদিত হইলে অথবা অন্য ব্যক্তি স্তুতি করিলে যিনি অপ্রগল্‌ভস্বভাববশতঃ সঙ্কুচিত হন, শরণাগতপালক=শরণাগত ব্যক্তির পালনশীল, সুখী=ভোক্তা ও দুঃখগন্ধে অস্পৃষ্ট, ভক্তসুহৃৎ, প্রেমবশ্য=প্রিয়তামাত্র বশার্হ, সর্ব্বশুভঙ্কর=সকলেরই হিতকারী, প্রতাপী=যিনি স্বীয় প্রভাবে শত্রুতাপকতা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, কীর্ত্তিমান্=নির্ম্মল যশোরাশি দ্বারা বিখ্যাত, রক্তলোক=সর্ব্বলোকের অনুরাগেরপাত্র, সাধুসমাশ্রয়=সদেকপক্ষপাতী, নারীগণমনোহারী=সুন্দরীবৃন্দমোহন, সর্ব্বারাধ্য=সকলের অগ্রপূজ্য, সমৃদ্ধিমান্=মহাসম্পত্তিযুক্ত বরীয়ান্=সকলের অভিমুখ্য ঈশ্বর=স্বতন্ত্র ও দুল্লঙ্ঘ্যশাসন।

আশ্রয়। নারীদের মনোহরণ করেন ইনি। সকলেরই আরাধ্য ইনি সমৃদ্ধিযুক্ত। ইনি শ্রেষ্ঠ ও ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চাশটি গুণের কথা বলা হোলো। সমুদ্রের মতন গভীর এই গুণরাশি॥ ২২॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ১।১২।১২ শ্লোকঃ

জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়াক্কচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—এতে (এই সকল) জীবেষু (জীবগণের মধ্যে) কচিৎ (কাহারো কাহারো) বসন্তঃ অপি (থাকিলেও) বিন্দুবিন্দুতয়া (বিন্দু বিন্দু মাত্রায়) তত্র (সেই) পুরুষোত্তমে (পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে) পরিপূর্ণতয়া (পরিপূর্ণরূপে) ভান্তি (প্রকাশ পায়)।

অনুবাদ।—জীবের মধ্যে এগুলির কোন কোনটি অল্পস্বল্প থাকে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই এগুলি পূর্ণভাবে বর্ত্তমান॥ ২৩॥

তথাহি—তত্রৈব ২।১।১৪

অথ পঞ্চগুণা যে স্যু-
রংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসম্প্রাপ্তঃ
সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ-
সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ
যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ॥
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ
কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
অবতারাবলীবীজং
হতারিগতিদায়কঃ॥
আত্মারামগণাকর্ষী-
ত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার-
লীলাকল্লোলবারিধিঃ॥
অতুল্যমধুরপ্রেম-
মণ্ডিতপ্রিয়-মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-
মুরলী-কল-কূজিতঃ॥
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী-
বিস্মাপিত-চরাচরঃ।
লীলা-প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং
মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ॥
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং
গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদা-
শ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ॥ ২৪ *

টীকা।—অংশেন যথাসম্ভবগুণাংশেন গিরিশাদিষু শ্রীশিবাদিষু আদিগ্রহণাৎ কচিদ্দ্বিপরার্দ্ধাদৌ সাক্ষাদ্ভগবদবতারা ব্রহ্মাদয়ো গৃহ্যন্তে।

অথোচ্যন্ত ইতি। লক্ষ্মীশোঽত্র পরব্যোমাধিনাথঃ শ্রীনারায়ণঃ। আদিশব্দান্মহাপুরুষাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের যে পাঁচটি গুণ আংশিক ভাবে শিব প্রভৃতি দেবতায় আছে, সেগুলি সংখ্যায় পাঁচটি। এই পাঁচটি গুণ—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা নিজের স্বরূপে থাকেন, সব কিছু জানেন, নিত্যই তাঁর নবীনতা, আনন্দচিন্ময়ঘন তাঁর দেহ এবং সমস্ত সিদ্ধি তাঁর আয়ত্ত।

শ্রীকৃষ্ণের যে গুণগুলি নারায়ণ প্রভৃতিতে আছে, সেগুলিও সংখ্যায় পাঁচটি। যেমন—তাঁর শক্তি মহান্ ও চিন্তার অতীত, তাঁর দেহে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, সমস্ত অবতারের মূল তিনি, নিহত শত্রুদের পরমা গতি তিনি দান করেন এবং তিনি আত্মানন্দে বিভোর সাধুদেরও চিত্তকে আকর্ষণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত বা নিতান্ত বিস্ময়জনক গুণ চারটি। তাঁর লীলা-তরঙ্গের সমুদ্র সব চেয়ে সুন্দর—সব চেয়ে চমৎকার। তাঁর প্রেম মধুর, অতুলনীয়

* এই সমস্ত শ্লোকোক্ত গুণের যে সকল লক্ষণ মূলগ্রন্থে আছে, তাহারই অনুবাদ দেওয়া হইল, মূলগ্রন্থে উদাহরণ দ্রষ্টব্য, অন্যথা যথাস্বরূপে গুণগুলির উপলব্ধি হইবে না।

ও প্রিয়জনের ভূষণ-স্বরূপ। মুরলীর কল-কূজনে ত্রিলোকের মনকে তিনি আকর্ষণ করেন। তাঁর চেয়ে বেশি রূপ কিংবা তাঁর সমান রূপ কারুর নেই এবং সেই রূপের চমৎকারিতায় চরাচর মুগ্ধ।

লীলায়, প্রেমে ও প্রিয়তায় এবং বেণু ও রূপের মাধুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণতা চারপ্রকার। সবগুলি মিলে চৌষট্টি গুণ এবং সেই গুণগুলি চার ভাগে বিভক্ত ॥ ২৪ ॥

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান।
যেই গুণে বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্ ॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধিকাগুণকথনে নবাদয়ঃ শ্লোকাঃ

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ
কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়া-
শ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥
চারু-সৌভাগ্য-রেখাঢ্যা
গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীত-প্রসরাভিজ্ঞা
রম্যবাক্ নর্ম্মপণ্ডিতা ॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা
বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা
ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-শালিনী ॥
সুবিলাসা মহাভাব-
পরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী।
গোকুল-প্রেমবসতি-
র্জ্জগৎ-শ্রেণী-লসদ্‌যশা ॥
গুর্ব্বর্পিত-গুরুস্নেহা
সখী-প্রণয়িতা-বশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা
সন্ততাশ্রবকেশবা ॥
বহুনা কিং গুণাস্তস্যা
সংখ্যাতীতা হরেরিব ॥ ২৫

টীকা।—বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ 'রাধা বৃন্দাবনে বনে' ইতি পুরাণপ্রসিদ্ধায়াঃ। সন্ততাশ্রবকেশবেতি বচনে স্থিত আশ্রব ইত্যমরঃ। ইতি লোচনরোচনী। (১) তত্র বামচরণস্য অঙ্গুষ্ঠমূলে যবঃ। (২) তত্তলে চক্রম্। (৩) মধ্যমাতলে কমলম্। (৪) কমলতলে ধ্বজঃ। (৫) সপতাকঃ। (৬) মধ্যমায়া দক্ষিণত আগতা মধ্যচরণপর্য্যন্তা ঊর্দ্ধরেখা। (৭) কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশঃ ইতি সপ্ত। অথ দক্ষিণচরণস্য (১) অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খঃ। (২) পার্ষ্ণৌ মৎস্যঃ। (৩) কনিষ্ঠাতলে বেদিঃ। (৪) মৎস্যোপরি রথঃ। (৫) শৈল (৬) কুণ্ডল (৭) গদা (৮) শক্তয়ঃ, যথাশোভং সম্ভাবনীয়া ইত্যষ্টৌ। অথ বামকরস্য (১) তর্জ্জনী-মধ্যময়োঃ সন্ধিমারভ্য কনিষ্ঠাতস্তলে পরমায়ুরেখা, (২) তত্তলে করভমারভ্য তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যদেশং গতান্যা। (৩) অঙ্গুষ্ঠাধো মণিবন্ধতঃ উত্থিতা বক্রগত্যা মধ্যরেখায়াং মিলিত্বা তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্মধ্যভাগং গতান্যা। (৪) অঙ্গুলীনামগ্রতো নন্দাবর্ত্তাঃ পঞ্চ। (৯) অনামিকাতলে কুঞ্জরঃ। (১০) পরমায়ুরেখাতলে বাজী। (১১) মধ্যরেখাতলে বৃষঃ। (১২) কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশঃ। (১৩) ব্যজন (১৪) শ্রীবৃক্ষ (১৫) যূপ (১৬) বাণ (১৭) চামর (১৮) মালাঃ। যথাশোভং জ্ঞেয়াঃ ইত্যষ্টাদশ। অথ দক্ষিণকরস্য পূর্ব্ববৎ পরমায়ুরেখাদিত্রয়মত্রাপি জ্ঞেয়ম্। ৩। অঙ্গুলীনামগ্রতঃ শঙ্খাঃ পঞ্চ। ৫। (৯) তর্জ্জনীতলে চামরং (১০) কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশঃ। (১১) প্রাসাদ (১২) দুন্দুভি (১৩) বজ্র (১৪) শকটযুগ (১৫) কোদণ্ড (১৬) অসি (১৭) ভৃঙ্গারাঃ যথাশোভং জ্ঞেয়াঃ। ইতি সপ্তদশ। তদেবং বামচরণে সপ্ত দক্ষিণচরণে অষ্ট বামকরে অষ্টাদশ দক্ষিণকরে সপ্তদশ মিলিত্বা পঞ্চাশৎ।

অনুবাদ।—এইবার বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠ গুণগুলির কথা বলা যাচ্ছে। ইনি মধুরা ও নবীনা কিশোরী। এঁর চাউনি বাঁকা ও চপল, হাসিটি উজ্জ্বল। করতল ও পদতলের রেখাগুলি সৌভাগ্যসূচক—দেহগন্ধে মাধবও উন্মাদ হয়ে ওঠেন। ইনি সঙ্গীতে পারদর্শিনী। এঁর কথাগুলিও সুন্দর। ইনি পরিহাসে সুনিপুণা, বিনীতা, দয়াময়ী, কলাবিলাসে কুশলা ও গৃহকার্য্যে নিপুণা। ইনি লাজুক ও মানময়ী। এঁর ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য আছে—আছে সুন্দর বিলাস। এঁর মধ্যেই মহাভাবের উৎকর্ষ চরম সীমায় পৌছেছে। গোকুলের প্রেমের নিলয় ইনি। এঁর যশ ত্রিভুবনে বিখ্যাত। গুরুজনে

এঁর প্রগাঢ় ভক্তি। সখীদের প্রণয়ের বশীভূতা ইনি কৃষ্ণপ্রিয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং কৃষ্ণ এঁর বশীভূত। অধিক ব'লে কি লাভ! কৃষ্ণের মতন এঁর গুণগুলিও অনন্ত॥ ২৫॥

নায়ক নায়িকা দুই রসের আলম্বন।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
এই মত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ।
বাৎসল্যে মাতা পিতা আশ্রয়ালম্বন॥
এই রস অনুভবে যৈছে ভক্তগণ।
যৈছে রস হয় শুন তাহার লক্ষণ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং ২।১৪ শ্লোকঃ

ভক্তিনির্ধূ'ত-দোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্॥
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তি-সুখশ্রিয়াম্।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা ত রস্যতাম্॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতেপরাম্॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—ভক্তিনির্ধূ'তদোষাণাং (ভক্তিদ্বারা যাহাদের ভুক্তিমুক্তির বাসনাদিরূপ দোষসমূহ দূরীভূত হইয়াছে) প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্ (সুতরাং যাহাদের চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্য এবং তজ্জন্য জ্ঞানসমুজ্জ্বল) শ্রীভাগবতরক্তানাং (যাহারা শ্রীভাগবতে অনুরক্ত) রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্ (রসজ্ঞ ভক্তসঙ্গে যাহাদের আনন্দ হয়) জীবনীভূতগোবিন্দ-পাদভক্তি-সুখশ্রিয়াম্ (শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিসুখ যাহাদের প্রাণ) প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠ-তাম্ (প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনানুষ্ঠানে রত) ভক্তানাং (ভক্তগণের) হৃদি (হৃদয়ে) রাজন্তী (বিরাজমানা) সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা (প্রাক্তন ও আধুনিক সংস্কার দুইটির দ্বারা উজ্জ্বলা) আনন্দরূপা (আনন্দস্বরূপা) এব (ই) রতিঃ (কৃষ্ণরতি) অনুভবাধ্বনি (অনুভব-পথে) গতৈঃ (উপস্থিত) কৃষ্ণাদিভিঃ (শ্রীকৃষ্ণাদি) বিভাবাদ্যৈঃ (বিভাবাদির দ্বারা) রস্যতাম্ (রসরূপতা) নীয়মানা তু (প্রাপ্ত হইয়া) পরাং প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারকাষ্ঠাম্ (প্রৌঢ়ানন্দ চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা) আপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়)।

অনুবাদ।—যাঁরা ভক্ত, তাঁদের সমস্ত দোষ ভক্তিতেই ধুয়ে চলে যায়। মন তাঁদের প্রসন্ন ও উজ্জ্বল। শ্রীভাগবতে তাঁরা অনুরক্ত। ভগবদ্‌ভক্তের সঙ্গলাভ করে তাঁরা আনন্দ পান। কৃষ্ণের চরণে ভক্তির সুখ-শ্রীতেই তাঁদের প্রাণ। প্রেমের গোপন সাধনায় তাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন। জন্ম-জন্মান্তরের ও বর্ত্তমান জীবনের উজ্জ্বল অনুভূতিগুলি সংস্কাররূপে তাঁদের হৃদয়ে থাকে। এই সংস্কারকেই রতি বলে। রতির স্বরূপ আনন্দ। রতিই রসে পরিণত হয়। স্থায়ী ভাব রতির রসে পরিণতির জন্য প্রয়োজন বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের। ভক্তির বিভাব শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি, অনুভাব অশ্রু-রোমাঞ্চাদি ও হাস্য-কটাক্ষ প্রভৃতি, সঞ্চারী ভাব গর্ব্ব, হর্ষ প্রভৃতি। ভক্তদের অনুভব-পথে এগুলি এসে গেলেই রতি স্থায়িভাব আনন্দঘন রসে পরিণত হয়। চমৎকারিতার চরম সীমা রসেই পাওয়া যায়॥ ২৬॥

এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
২।৫।৭৮ শ্লোকঃ

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজ-সর্ব্বস্বৈর্ভক্তিরেবানুরস্যতে॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—অয়ম্ (এই) ভগবদ্রসঃ (ভক্তিরস) অভক্তৈঃ (অভক্তগণ কর্ত্তৃক) সর্ব্বথা এব দুরূহঃ (সর্ব্বপ্রকারেই দুষ্প্রাপ্য)। তৎপাদাম্বুজ-সর্ব্বস্বৈঃ (শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পিতসর্ব্বস্ব ভক্তগণ কর্ত্তৃক ভক্তিঃ এব অনুরস্যতে (এই ভক্তিরস নিরন্তর আস্বাদিত হয়)।

অনুবাদ।—ভক্ত নয় যারা, তাদের পক্ষে এই ভগবদ্রস অনুভব করা কোনোদিক দিয়েই সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মই সর্ব্বস্ব—তাঁরা সর্ব্বদাই ভক্তিরসের আস্বাদন করেন॥ ২৭॥

সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন বিবরণ।
পঞ্চম-পুরুষার্থ এই কৃষ্ণ প্রেমধন॥

পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তিসঞ্চারে॥
তুমিহ করিহ ভক্তিরসের বিচার।
মথুরার লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তিস্মৃতি-শাস্ত্র (১) করি করিহ প্রচার॥
যুক্ত বৈরাগ্য-স্থিতি (২) সব শিক্ষাইল।
শুষ্ক বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২। ২৫)

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ ২৮

অন্বয়:।—যথার্হং (যথাযোগ্যভাবে) বিষয়ান্ উপযুঞ্জতঃ (বিষয়ভোগকারী) অনাসক্তস্য (বিষয়ে আসক্তিহীন) কৃষ্ণসম্বন্ধে (কৃষ্ণবিষয়ে) নির্ব্বন্ধঃ (আগ্রহ) বৈরাগ্যং যুক্তং (যুক্তবৈরাগ্য) উচ্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ।—যিনি মনে আসক্তি না রেখে বিষয় ভোগ করেন, তাঁর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মনে যে আগ্রহ জন্মে তাকে বলে যুক্ত-বৈরাগ্য॥ ২৮॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ ১২।১৩-২০

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং
মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ
সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী
যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি-
র্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো
লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈ-
র্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ
উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী
যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি
ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী
ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ
তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু
সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী
সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি-
র্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং
যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা
ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২৯

টীকা।—এবম্ভূতস্য ভক্তস্য ক্ষিপ্রমেব পরমেশ্বর-প্রসাদ-হেতুন্ ধর্ম্মানাহ অদ্বেষ্টেত্যষ্টভিঃ।

সর্ব্বভূতানাং যথাযথমদ্বেষ্টা মৈত্রঃ করুণশ্চ উত্তমেষু দ্বেষশূন্যঃ সমেষু মিত্রতয়া বর্ত্ততে ইতি মৈত্রঃ হীনেষু কৃপালুরিত্যর্থঃ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারশ্চ কৃপালুত্বাদেবান্যে সমে সুখদুঃখে যস্য সঃ ক্ষমী ক্ষমাশীলঃ।

সততং লাভেঽলাভে চ সন্তুষ্টঃ প্রসন্নচিত্তঃ যতো যোগী গুরূপদিষ্টোপায়নিষ্ঠঃ। যতাত্মা বিজিতে-ন্দ্রিয়বর্গঃ। দৃঢ়নিশ্চয়ঃ দৃঢ়ঃ কুতর্কৈরভিভবিতু-মশক্যতয়া স্থিরো নিশ্চয়ঃ হরেঃ কিঙ্করোঽস্মীতি অধ্যবসায়ো যস্য সঃ অতো ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ এবম্ভূতো যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ প্রীতিকর্ত্তা (প্রীতিভাজনম্)।

(১) 'ভক্তিস্মৃতি-শাস্ত্র করি'—শ্রীহরিভক্তি-বিলাস প্রভৃতি।
(২) 'যুক্ত বৈরাগ্য-স্থিতি'—যথাযোগ্য বৈরাগ্যা-চরণ। 'স্থিতি'—মর্য্যাদা।

যস্মাল্লোকঃ কোঽপি জনো নোদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া ক্ষোভং ন লভতে, যঃ কারুণিকত্বাজ্জনোদ্বেজকং কর্ম্ম ন করোতি লোকাচ্চ যো নোদ্বিজতে সর্ব্বাবিরোধিত্ববিনিশ্চয়াদ্ যদুদ্বেজকং কর্ম্ম লোকো ন করোতি যশ্চ হর্ষাদিভিঃ কর্ত্তৃভির্মুক্তো ন তু তেষাং মোচনে স্বয়ং ব্যাপার অতিগম্ভীরাত্মরতিনিমগ্নত্বাৎ তৎস্পর্শেনাপি রহিত ইত্যর্থঃ অত্র স্বভোগ্যাগমোৎসাহো হর্ষঃ। পরভোগ্যাগমাসহনমমর্ষঃ। দুষ্টসত্ত্বদর্শনাধীনো বিত্রাসঃ ভয়ং কথং নিরুদ্ধমস্তু মম জীবনমিতি বিক্ষোভস্তুদ্বেগঃ। এতাশ্চতস্রঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ।

অনপেক্ষঃ স্বয়মাগতেঽপি ভোগ্যে নিস্পৃহঃ। শুচির্বাহ্যাভ্যন্তরপাবিত্র্যবান্। দক্ষঃ স্বশাস্ত্রার্থবিমর্শসমর্থঃ। উদাসীনঃ পরপক্ষগ্রাহী। গতব্যথোঽপকৃতোঽপ্যাধিশূন্যঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী স্বভক্তিপ্রতীপাপিলোদ্যমরহিতঃ।

যঃ প্রিয়ান্ পুত্রশিষ্যাদীন্ প্রাপ্য ন হৃষ্যতি অপ্রিয়ং তৎ প্রাপ্য তত্র ন দ্বেষ্টি প্রিয়ে তস্মিন্ বিনষ্টে ন শোচতি, যদ্ অপ্রাপ্তং তন্নাকাঙ্ক্ষতি। শুভং পুণ্যমশুভং পাপং তদুভয়ং প্রতিবন্ধকত্বসাম্যাৎ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ।

সমঃ শত্রৌ চেতি স্ফুটার্থঃ। সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ কুসঙ্গশূন্যঃ।

তুল্যেতি। নিন্দয়া দুঃখম্, স্তুত্যা সুখঞ্চ যো ন বিন্দতি। মৌনী সংযতবাক্ স্বেষ্টমননশীলো বা যেন কেনচিদ্ দৃষ্টাকৃষ্টেন রুক্ষেণ স্নিগ্ধেন বা অন্নাদিনা সন্তুষ্টঃ। অনিকেতো নিয়তবাসরহিতো নিকেতমোহশূন্যো বা স্থিরমতির্নিশ্চিতজ্ঞানঃ। এম্বদ্বেষ্টেত্যাদিষু সপ্তসু যেষু গুণানাং পুনরপ্যভিধানং তত্ত্বেষামতিদৌর্লভ্যজ্ঞাপনার্থমিত্যদোষঃ। সনিষ্ঠাহীনাং ত্রিবিধানাং ভক্তানাং সম্ভূয় স্থিতা এতেঽদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো ধর্ম্মা যথাসম্ভবং তারতম্যেনৈব সুধীভিঃ সঙ্গমনীয়াঃ।

উক্তভক্তিযোগমুপসংহরম্ তস্মিন্নিষ্ঠাফলমাহ—যে ত্বিতি। যে ভক্তা যথোক্ত "ময্যাবেশ্য মনো যে মা"মিত্যাদিভির্যথাগতর্মিদং ধর্ম্মামৃতং পর্য্যুপাসতে প্রাপ্যং মামিব প্রাপকং তৎ সমাশ্রয়ন্তি। শ্রদ্দধানা ভক্তিশ্রদ্ধালবঃ মৎপরমা মন্নিরতাস্তে মমাতীব প্রিয়া ভবন্তি।

অনুবাদ।—যিনি কারুকে দ্বেষ করেন না, সর্ব্বভূতে যাঁর বন্ধুতা ও করুণা, যিনি অনাসক্ত ও নিরহংকার, সুখ বা দুঃখ যাঁর কাছে সমান, যিনি ক্ষমাশীল, সন্তুষ্ট, জিতেন্দ্রিয়, দৃঢ়ব্রত, সর্ব্বদাই যোগসাধন করেন এবং আমাতে মন ও বুদ্ধিকে অর্পণ করেছেন—তিনিই আমার ভক্ত ও তিনিই আমার প্রিয়।

যিনি লোককে উদ্বেগ দেন না, লোকেও যাঁকে উদ্বিগ্ন করতে পারে না এবং যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত থাকেন, তিনিও আমার প্রিয়।

যিনি হৃষ্টও নন বা ক্লিষ্টও নন, যিনি শোক করেন না বা আকাঙ্ক্ষাও করেন না এবং যিনি শুভ ও অশুভ দুইই পরিত্যাগ করেছেন—ভক্তিমান্ তিনিই আমার প্রিয়।

যাঁর কাছে শত্রু বা মিত্র, মান বা অপমান, শীত বা উষ্ণ, সুখ বা দুঃখ, নিন্দা বা স্তুতি—সবই সমান, যিনি আসক্তিহীন, যিনি মৌনী, সামান্যতেই যিনি সন্তুষ্ট, যাঁর বাসস্থানের স্থিরতা নেই এবং যিনি স্থিরমতি, সন্তুষ্ট, সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার প্রিয়।

এই ধর্ম্মামৃত যিনি সম্যক্‌ভাবে পান করেন শ্রদ্ধার সঙ্গে—সেই পরম ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়॥ ২৯॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ২ অং ৫ শ্লোকঃ

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—পথি (পথিমধ্যে) চীরাণি (জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড সকল) কিং ন সন্তি (কি নাই) পরভৃতঃ (পরপোষক) অঙ্ঘ্রিপাঃ (পাদপসমূহ) ভিক্ষাং (ভিক্ষা—ফল বা বল্কলাদি ভিক্ষারূপে) ন দিশন্তি এব (কি দানই করে না) সরিতঃ অপি (নদী সকল) অশুষ্যন্ (কি শুকাইয়া গিয়াছে) গুহাঃ (পর্ব্বতগুহা সকল) রুদ্ধাঃ (কি রুদ্ধ হইয়াছে) অজিতঃ অপি (শ্রীভগবান্‌ও) উপসন্নান্ (শরণাগত জনকে) কিং ন অবতি (কি রক্ষা করেন না) কবয়ঃ (সাধু সকল) ধনদুর্ম্মদান্ধান্ (ধনমদে অন্ধগণকে) কস্মাৎ (কেন) ভজন্তি (সেবা করেন)।

অনুবাদ।—পথে কি ছেঁড়া বস্ত্রখণ্ড পড়ে নেই? তরুগুলি কি ফল দিয়ে প্রতিপালন করে না? নদীগুলি কি শুকিয়ে গেছে? গুহাগুলিও কি রুদ্ধ হ'য়ে আছে? ভগবান্ কি শরণাগতকে

রক্ষা করেন না? তবে কেন বিজ্ঞ লোকেরা ধনগর্ব্বে মত্ত জনের ভজনা করে? ৩০॥

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল।
ভাগবত সিদ্ধান্ত গূঢ় সকল কহিল॥
হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকের স্থিতি (১)।
ইন্দ্র আসি কৈল যবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি॥
মৌষল-লীলা (২) আর কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান (৩)।
কেশবতার (৪) আর যত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
মহিষীহরণ আদি সব মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন কৈল দন্তে তৃণগুচ্ছ লঞা॥
নীচজাতি নীচসেবী মুঞি সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইলে এই ব্রহ্মার অগোচর॥
মোর মন তুচ্ছ এই সিদ্ধান্তামৃত-সিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার একবিন্দু॥
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ॥
মুঞি যে শিক্ষাইনু তোরে স্ফুরুক সকল।
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল॥
তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরি করে।
বর দিল এই সব স্ফুরুক তোমারে॥
সংক্ষেপে কহিল প্রেম প্রয়োজন সংবাদ।
বিস্তারি কহা না যায় প্রভুর প্রসাদ (৫)॥
প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন।
অচিরাতে মিলে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রয়োজন-প্রেম-বিচারো নাম ত্রয়োবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) হরিবংশে বর্ণনা আছে এই যে, গোবর্দ্ধনোদ্ধারণের পর ইন্দ্র আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন, তন্মধ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের গোলোকে নিত্যস্থিতি বলিয়াছেন।

(২) 'মৌষল-লীলা'—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত যাদবদিগের প্রতি ব্রহ্মশাপে যদুকুল-ক্ষয়। যে সকল দেবতাগণ, যদুবংশে সাযুজ্য পাইয়াছিল, তাহাদিগকে মৌষলচ্ছলে পৃথক্ করিয়া স্ব স্ব পদে অধিকার দিয়া নিজ নিত্য পার্ষদ যাদবগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হয়েন। এইটী মৌষল-লীলার তাৎপর্য্য।

(৩) কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান—শ্রীমহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত্য-পরিত্যাগ যে প্রকারে বর্ণিত আছে।

(৪) 'কেশাবতার'—শ্রীমহাভারতে ও শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে বর্ণিত আছে, শ্রীহরি শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটী কেশ নিজ মস্তক হইতে উৎকর্ত্তন করিলেন। তাহার মধ্যে শুক্লবর্ণ কেশের অবতার শ্রীবলরাম এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশের অবতার শ্রীকৃষ্ণ। ইহা প্রকৃত অর্থ নয়। কেশ অর্থে তেজ। সর্ব্বাবতারের মূলীভূত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তিনি বা তাঁহার অংশস্বরূপ শ্রীবলদেব কখনো কাহারো কেশের অবতার হইতে পারেন না।

(৫) শ্রীচৈতন্য প্রভু জগতের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রীসনাতনকে যে প্রেমতত্ত্ব বলিয়াছেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

আত্মারামেতি পদ্যার্ক-
স্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ
স চৈতন্যোদয়াচলঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যঃ (যিনি) আত্মারামেতি (আত্মারাম এই) পদ্যার্কস্য (শ্লোকরূপ সূর্য্যের) অর্থাংশূন্ (অর্থরূপ কিরণ) প্রকাশয়ন্ (প্রকাশ করিয়া) জগত্তমঃ (জগতের অজ্ঞানান্ধকার) জহার (হরণ করিলেন) সঃ (সেই) চৈতন্যোদয়াচলঃ (শ্রীচৈতন্যরূপ উদয়পর্ব্বত) অব্যাৎ (রক্ষা করুন)।

অনুবাদ।—উদয়াচল যেমন সূর্য্যের আলো দিয়ে জগতের অন্ধকার হরণ করে, শ্রীচৈতন্যও তেমনি আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা ক'রে সকলের মোহ হরণ করেছিলেন। তিনি আমাদের রক্ষা করুন॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
পুনরপি কহে কিছু বিনতি করিয়া॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি তুমি সার্ব্বভৌমস্থানে।
এই শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছ ব্যাখ্যানে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকঃ

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো
নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-
মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২ ॥

আশ্চর্য্য শুনিঞা মোর উৎকণ্ঠিত মন।
কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ॥
প্রভু কহে আমি বাতুল আমার বচনে।
সার্ব্বভৌম বাতুল তাহা সত্য করি মানে॥
কিবা প্রলাপিলাম কিছু নাহিক স্মরণে।
তোমার সঙ্গবলে যদি কিছু হয় মনে॥
সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে (১)।
তোমা সভার সঙ্গবলে যে কিছু প্রকাশে॥
একাদশ পদ (২) এই শ্লোক সুনির্ম্মল।
পৃথক্ নানা অর্থ পদে করে ঝলমল॥
আত্মা-শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি।
বুদ্ধি, স্বভাব, এই সাত অর্থ প্রাপ্তি॥

তথাহি—বিশ্বপ্রকাশে

আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু।
প্রযত্নে চ······················॥ ৩

অনুবাদ।—দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি এবং প্রযত্ন—আত্মা শব্দের এই সাত অর্থ॥ ৩॥

এই সাতে রমে যেই, সেই আত্মারামগণ।
আত্মারামগণের আগে করিব গণন॥
মুন্যাদি শব্দের অর্থ শুন সনাতন।
পৃথক্ পৃথক্ অর্থ পাছে করাব মিলন॥
মুনি শব্দে মননশীল, আর কহে মৌনী।
তপস্বী, ব্রতী, যতি আর ঋষি, মুনি (৩)॥
নির্গ্রন্থ (৪) শব্দে কহে অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন।
বিধি নিষেধ বেদশাস্ত্র জ্ঞানাদি-বিহীন॥

---

(১) 'নাহি ভাসে'—স্ফূর্ত্তি হয় না, প্রকাশ পায় না।

(২) 'একাদশ পদ'—(১) আত্মারামাঃ। (২) চ। (৩) মুনয়ঃ। (৪) নির্গ্রন্থাঃ। (৫) অপি। (৬) উরুক্রমে। (৭) কুর্ব্বন্তি। (৮) অহৈতুকীম্। (৯) ভক্তিম্। (১০) ইত্থম্ভূতগুণঃ। (১১) হরিঃ—এই একাদশ পদ।

(৩) 'মুনিশব্দে'—মননশীল, মৌনী প্রভৃতি সাত অর্থ।. 'মননশীল'—চিন্তাশীল। 'ব্রতী'—ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম-পরায়ণ। 'যতি'—সন্ন্যাসী।

(৪) 'নির্গ্রন্থ'—অবিদ্যাগ্রন্থিহীন ও শাস্ত্রজ্ঞান-বিহীন, মূর্খ ম্লেচ্ছ নীচাদি শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যক্তি, ধনসঞ্চয়ী, নির্ধন—ইহাই নির্ উপসর্গের সহিত গ্রন্থশব্দ সমাসবদ্ধ হইয়া অভিব্যক্ত করিতেছে।

মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্ররিক্তগণ।
ধনসঞ্চয়ী, নির্গ্রন্থ, আর যে নির্ধন॥

তথাহি—বিশ্বে

নির্ নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে
নির্ নির্ম্মাণনিষেধয়োঃ।
গ্রন্থো ধনেঽথ সন্দর্ভে
বর্ণসংগ্রথনেঽপি চ॥ ৪

টীকা।—নির্-শব্দস্য নিশ্চয়ার্থত্বেন ধনসঞ্চয়ীতি বিবরণং নিষেধার্থং নতু নির্ধনেতি।

অনুবাদ।—নিশ্চয়, নিষ্ক্রম, নির্ম্মাণ এবং নিষেধ, এই সমস্ত অর্থে নির্ শব্দের প্রয়োগ হয়। ধন, সন্দর্ভ ও বর্ণবিন্যাস বিশেষ, এই সমস্ত অর্থে গ্রন্থ শব্দের প্রয়োগ হয়॥ ৪॥

'উরুক্রম' শব্দে কহে বড় যার ক্রম।
'ক্রম' (১) শব্দে কহে পাদ-বিক্ষেপণ॥
শক্তি, কম্প, পরিপাটী, যুক্তি, শক্ত্যে আক্রমণ।
চরণ চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন (২)॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৭।৪০

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পয়ানম্॥ ৫

অন্বয়ঃ।—যঃ কবিঃ (হে নিপুণ ব্যক্তি) পার্থিবানি রজাংসি অপি (পৃথিবীর পরমাণু সমূহকেও) কবির্বিমমে (বিশদরূপে গণনা করিয়াছে) কতমঃ নু (কোন্ ব্যক্তি) বিষ্ণোঃ বীর্য্যগণনাং (বিষ্ণুর বীর্য্য গণনা করিতে) অর্হতি (সমর্থ হইতে পারে) যঃ (যিনি) অস্খলতা (প্রতিঘাতশূন্য) স্বরহসা (স্বীয় বেগদ্বারা) ত্রিপৃষ্ঠং চস্কম্ভ (সত্যলোককে ধারণ করিয়াছিলেন) যস্মাৎ (যাহা হইতে) ত্রিসাম্যসদনাৎ (ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া) উরুকম্পয়ানম্ (অত্যধিকরূপে কম্পবান্)।

অনুবাদ।—বিষ্ণুর বীর্য্য বা গুণ গণনা করতে কে পারে? পৃথিবীর পণ্ডিত যারা ধূলিরেণুকেও গুণে নিতে পারে—তারাও বিষ্ণুর গুণ-গণনা করতে পারে না। নিজের দুর্নিবার বেগে বিষ্ণু প্রকৃতি থেকে সুরু করে সত্যলোক পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছিলেন॥ ৫॥

বিভুরূপে ব্যাপে, শক্ত্যে ধারণ পোষণ।
মাধুর্য্য-শক্ত্যে গোলোক, ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম॥
মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটীতে সৃজন।
'উরুক্রম' শব্দের এই অর্থ নিরূপণ॥

তথাহি—বিশ্বে :—

ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং
ক্রমশ্চালনকম্পয়োঃ॥ ৬

অনুবাদ।—শক্তি, পরিপাটী, চালন ও কম্প এই সমস্ত অর্থে ক্রম শব্দের প্রয়োগ হয়॥ ৬॥

'কুর্ব্বন্তি' পদ এই পরস্মৈপদ হয়।
কৃষ্ণসুখ নিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য কহয়॥

তথাহি—পাণিনিঃ—১।৩।৭২

স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে॥ ৭

টীকা।—স্বরিতেতঃ ঞিতশ্চ ধাতোঃ তদেবাত্মনেপদং স্যাৎ যদা কর্ত্তারমভি সর্ব্বতোভাবেন নৈতি প্রাপ্নোতি যৎক্রিয়াফলং তত্রাত্মনেপদম্। অত্র সুখপ্রাপ্তিরেব ফলং তত্তু শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ন তু মুনীনাম্।

অনুবাদ।—স্বরিতেৎ ধাতু অর্থাৎ যজাদি ধাতু এবং ঞ্ লুপ্ত হয় এমন কৃ প্রভৃতি ধাতু আত্মনেপদী এবং পরস্মৈপদী—উভয়পদী হয়। কিন্তু ঐ উভয়পদীয় ধাতুর ক্রিয়ার ফল যেখানে ক্রিয়ার কর্ত্তাকে সর্ব্বপ্রকারে প্রাপ্ত হয়, সেখানে ঐ ধাতু আত্মনেপদী

(১) 'ক্রম'—ক্রম শব্দের অর্থ পাদবিক্ষেপণ, শক্তি, কম্প, পরিপাটী, যুক্ত ও আক্রমণ।

(২) যিনি ব্যাপকরূপে সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন, শক্তি দ্বারা সকলকে ধারণ ও পোষণ করেন, মাধুর্য্য শক্তি দ্বারা গোকুল ও ঐশ্বর্য্য-শক্তি দ্বারা পরব্যোম প্রকাশ করেন এবং মায়াশক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডাদিকে পরিপাটীরূপে সৃষ্টি করেন, তিনিই উরুক্রম শব্দের বাচ্য। ফলকথা উরুক্রম শব্দে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়।

হয়। আর যেখানে ঐ ফল ক্রিয়ার কর্ত্তা ভিন্ন অপরকে সর্ব্বপ্রকারে প্রাপ্ত হয়, সেখানে পরস্মৈপদী হয়॥ ৭॥

[কুর্ব্বন্তি, কুর্ব্বতে দুটি পদই হতে পারে; কিন্তু কুর্ব্বতে আত্মনেপদীরূপ বলে, এখানে পরস্মৈপদী কুর্ব্বন্তি পদই হয়েছে; কারণ ভক্তি করার ফল যে সুখ তাহা মুনিদের নিজেদের জন্য নয়, শ্রীকৃষ্ণের জন্যই অভিপ্রেত]।

হেতু শব্দে কহে ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তরে(১)।
ভুক্তি(২) সিদ্ধি, মুক্তি, মুখ্য এতিন প্রকারে॥
এক ভুক্তি কহে ভোগ অনন্ত প্রকার।
সিদ্ধি অষ্টাদশ মুক্তি (৩) পঞ্চপরকার॥
এই যাঁহা নাহি তাঁহা ভক্তি অহৈতুকী।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী (৪)॥
'ভক্তি' শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার।
এক-সাধন (৫) প্রেমভক্তি নব-প্রকার॥
রতিলক্ষণা, প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা, মহাভাব—লক্ষণারূপা আর॥
শান্ত-ভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পর্য্যন্ত।
দাস-ভক্তের রতি হয় রাগ দশা অন্ত॥
সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ আদি অনুরাগ অন্ত॥

কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব-সীমা।
'ভক্তি' শব্দের এই সব অর্থের মহিমা॥
'ইত্থম্ভূতগুণঃ' শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান।
'ইত্থং' শব্দের ভিন্ন অর্থ 'গুণ' শব্দের আন॥
'ইত্থম্ভূত' শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়।
যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণ-প্রায় হয়॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১।২৬

তৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-
বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে
ব্রাহ্ম্যাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥ ৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৮॥

সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন।
আপনার বলে করে সর্ব্ব বিস্মরণ॥
ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তি সুখ ছাড়ায় যার গন্ধে।
অলৌকিক-শক্তিগুণে কৃষ্ণ-কৃপা বান্ধে॥
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি ইঁহা সিদ্ধান্ত বিচার।
এই স্বভাব গুণে যাতে মাধুর্য্যের সার॥
'গুণ' শব্দের অর্থ কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সচ্চিৎ রূপ গুণ সর্ব্ব পূর্ণানন্দ (৬)॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপ পূর্ণতা (৭)।
ভক্ত-বাৎসল্য-আত্ম-পর্য্যন্ত বদান্যতা (৮)॥
অলৌকিক রূপ রস সৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ॥
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ১৫ অং ৪৩ শ্লোকঃ

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসী-মকরন্দ-বায়ুঃ।

---

(১) 'বাঞ্ছান্তরে'—কৃষ্ণসুখ ভিন্ন বহুতর অন্য বাঞ্ছা।

(২) 'ভুক্তি'—স্বর্গাদি বিষয় ভোগ।

(৩) সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার; যথা—(১) অণিমা। (২) লঘিমা। (৩) মহিমা। (৪) প্রাপ্তি। (৫) প্রাকাম্য। (৬) বশিতা। (৭) ঈশিতা। (৮) কামাবসায়িতা। (৯) অনূর্ম্মিমত্ত্ব। (১০) দূরদর্শন। (১১) ব্যাপ্তি। (১২) মনোজব। (১৩) কামরূপতা। (১৪) পরকায়-প্রবেশ। (১৫) ইচ্ছা-মৃত্যু। (১৬) অপ্সরাদিগের সহিত দেবক্রীড়া প্রাপ্তি। (১৭) সঙ্কল্পানুরূপ সিদ্ধি। (১৮) অপ্রতিহতাজ্ঞতা। 'মুক্তি'—সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য, সাযুজ্য (একত্ব) এই পাঁচ প্রকার মুক্তি।

(৪) 'কৌতুকী'—আনন্দময়।

(৫) 'এক-সাধন'—সাধনভক্তি একপ্রকার।

(৬) 'সচ্চিৎ রূপ'—সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি। 'সর্ব্ব পূর্ণানন্দ'—সর্ব্বপ্রকার আনন্দে পরিপূর্ণ।

(৭) 'স্বরূপ পূর্ণতা'—পরিপূর্ণ স্বরূপতা।

(৮) ভক্তকে আপনা পর্য্যন্ত দান করেন।

কৃষ্ণরূপ মাধুরী, পিবি পিবি নেত্রভরি,
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন॥

অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং,
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৭শ পরিচ্ছেদে ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৯॥

শুকদেবের মন হরিল লীলা শ্রবণে॥

তথাহি—তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে
নবমশ্লোকঃ

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে
উত্তমশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে
আখ্যানং যদধীতবান্॥ ১০

অন্বয়ঃ।—'হে' রাজর্ষে, নৈর্গুণ্যে (নির্গুণব্রহ্মে) পরিনিষ্ঠিতঃ (প্রাপ্তনিষ্ঠ) অপি (হইয়াও) উত্তমশ্লোকলীলয়া (উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথার) গৃহীতচেতাঃ (আকৃষ্টচিত্ত হইয়া) 'অহং' যৎ আখ্যানম্ অধীতবান্ (আমি যে আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি)।

অনুবাদ।—নির্গুণ ব্রহ্মে আমার নিষ্ঠা ছিল। হে রাজর্ষি! কৃষ্ণ-লীলায় আকৃষ্ট হ'য়েই এই ভাগবতের আখ্যান পাঠ করেছি॥ ১০॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১২।১২।৬৯

স্বসুখ-নিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
প্যজিতরুচির লীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং,
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥ ১১

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১১॥

শ্রীঅঙ্গ-রূপে হরে গোপীগণের মন।

তথাহি—তত্রৈব দশমস্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে
ঊনচত্বারিংশঃ শ্লোকঃ

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—তব (তোমার) কুণ্ডলশ্রিগণ্ডস্থলাধরসুধং (কুণ্ডলের শোভাবর্দ্ধক গণ্ডস্থলযুক্ত ও অধরের সুধাযুক্ত) হসিতাবলোকং (সহাস্য কটাক্ষযুক্ত) অলকাবৃতমুখং (চূর্ণ কুন্তলাবৃত বদন) বীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) চ (এবং) দত্তাভয়ম্ (অভয়দায়ক) ভুজদণ্ডযুগং (বাহুদণ্ডযুগল) চ (এবং) শ্রিয়া (শ্রী বা শোভা দ্বারা) একরমণং (অদ্বিতীয়রূপে মনোহর) বক্ষঃ (বক্ষঃস্থল) বিলোক্য (দর্শন করিয়া) দাস্যঃ ভবাম (আমরা তোমার দাসী হইয়াছি)।

অনুবাদ।—কানে কুণ্ডল—তার ছটায় উজ্জ্বল তোমার গণ্ডস্থল (গাল)। অধরে সুধা, দৃষ্টিতে হাসি—অলকে (অর্থাৎ মুখের দুই পাশে ছোট ছোট কোঁকড়ান চুলে) ঘেরা মুখখানি। বাহুযুগলে অভয়,—লক্ষ্মীর একমাত্র বিলাস-ভূমি বক্ষে তোমার অতুলন মনোহর শোভা। দেখে দেখে আমরা তোমার দাসী হয়েছি॥ ১২॥

রূপ গুণ শ্রবণে রুক্মিণ্যাদি আকর্ষণ।

তথাহি— তত্রৈব ১০।৫২।৩৭

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে,
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গ তাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং,
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—ভুবনসুন্দর (হে ভুবনসুন্দর) অচ্যুত (হে অচ্যুত) অঙ্গ (হে অঙ্গ) শৃণ্বতাং (শ্রোতাদিগের) কর্ণবিবরৈঃ (কর্ণ-বিবর দ্বারা) নির্বিশ্য (প্রবেশ করিয়া) তাপং (তাপ) হরতঃ (হরণকারী) তে (তোমার) গুণান্ (গুণাবলী) দৃশিমতাং (চক্ষুষ্মান্‌দিগের) দৃশাং (চক্ষুর) অখিলার্থলাভম্ (অখিল অর্থপ্রদ) রূপং (রূপের কথা) শ্রুত্বা (শুনিয়া) মে (আমার) চিত্তং (মন) অপত্রপং (লজ্জা ত্যাগ করিয়া) ত্বয়ি (তোমাতে) আবিশতি (অনুরক্ত হইতেছে)।

অনুবাদ।—হে অচ্যুত! হে ভুবনসুন্দর! তোমার গুণের কথা শুনে, তোমার রূপের কথা শুনে মন আমার তোমাতেই নিমগ্ন হ'য়ে আছে। যারা শোনে তোমার গুণের কথা—সে কথা তাদের কানের ভিতর দিয়ে মর্ম্মস্থলে প্রবেশ ক'রে ভুলিয়ে দেয় দুঃখ তাপ। যারা দৃষ্টিমান্—তারা তোমার রূপ দেখে সব কিছুই লাভ করে॥ ১৩॥

বংশীগীতে রূপে হরে লক্ষ্ম্যাদির মন।
যোগ্যভাবে জগতে যত যুবতীর গণ॥

তত্রৈব ১০।১৬ অং ৩৬ শ্লোকে নাগপত্নীবাক্যম্

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে,
তবাঙ্ঘ্রি-রেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো,
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ১৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৩৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৪॥

তথাহি—১০।২৯।৪০

কা স্ত্র্যঙ্গ! তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ (হে কৃষ্ণ) ত্রিলোক্যাং (ত্রিলোকে) কা স্ত্রী তে (কোন্ রমণী তোমার) কলপদামৃতবেণুগীতসম্মোহিতা (মধুরাস্ফুট বংশী গানামৃতে মোহিতা হইয়া) চ ত্রৈলোক্যসৌভগম্ (এবং ত্রিলোকের সৌভাগ্যবৰ্দ্ধনকারী) ইদং (তোমার এই) রূপং নিরীক্ষ্য (রূপ দেখিয়া) আর্য্যচরিতাৎ (সতীধর্ম্ম হইতে) ন চলেৎ (বিচলিত না হয়) যৎ (যাহা) গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ (গো পক্ষী বৃক্ষ ও বন্যপশুগণ) পুলকানি (পুলক) অবিভ্রন্ (ধারণ করিয়া থাকে)।

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণ! ত্রিভুবনে কে এমন রমণী আছে যে তোমার মধুময়—অমৃতময় বাঁশীর সুর শুনে আত্মহারা হ'য়ে কুলধর্ম্ম থেকে বিচলিত না হয়! ত্রিভুবনের প্রিয় তোমার রূপ দেখে গাভী, তরু-লতা ও পশুপাখী পর্য্যন্ত পুলকিত হ'য়ে ওঠে॥ ১৫॥

গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ।
দাস্য সখ্যাদি ভাবে পুরুষাদিগণ॥
পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ, লতা চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ॥

তথাহি—(১০।২৯।৪০) পরার্দ্ধম্

ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ১৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ পূর্ব্ব শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৬॥

হরি শব্দে নানার্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন॥
যৈছে তৈছে যোই কোই করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ পাপ তারে করে সংহরণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ১৪ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকঃ

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ
করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তি-
রুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—উদ্ধব (হে উদ্ধব) সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ (প্রজ্বলিতশিখ) অগ্নিঃ যথা এধাংসি (অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশি) ভস্মসাৎ করোতি (ভস্মীভূত করে) তথা মদ্বিষয়া ভক্তিঃ (সেইরূপ আমার বিষয়ক ভক্তি) কৃৎস্নশঃ (সম্পূর্ণরূপে) এনাংসি (পাতক-সমূহ) 'ভস্মসাৎ করোতি' (ভস্ম করিয়া দেয়)।

অনুবাদ।—হে উদ্ধব! আগুনের শিখা দীপ্ত হয়ে উঠলে যেমন কাঠগুলিকে ভস্ম ক'রে ফেলে, ভগবদ্ভক্তিতে তেমনি সমস্ত পাপ ভস্ম হয়ে যায়॥ ১৭॥

তবে করে ভক্তি বাধক কর্ম্ম অবিদ্যা নাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা করয়ে প্রকাশ॥
নিজগুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয় মন।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ॥
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় গুণে হরে সবার মন।
'হরি' শব্দের এই মুখ্যার্থ করিল লক্ষণ॥
'চ অপি' দুই শব্দ স্বয়ত অব্যয়।
যেই অর্থে লাগাই নয় সেই অর্থ কহয়॥
তথাপি 'চ'কারের কহে মুখ্য অর্থ সাত।

তথাহি—বিশ্বপ্রকাশে :—

চান্বাচয়ে সমাহারেহন্যোন্যার্থে সমুচ্চয়ে।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণেহপ্যবধারণে॥ ১৮

টীকা।—অন্বাচয়ে একতরস্থ প্রাধান্যে। সমাহারে একরূপে আহরণবিষয়িকা ক্রিয়া সমাহারস্তস্মিন্।

অনুবাদ।—দুইএর মধ্যে একতরের প্রাধান্যে, একীকরণে, পরম্পরার্থে, যত্নান্তরে, সমুচ্চয়ে, পাদপূরণে এবং অবধারণে এই সাতটি অর্থে 'চ' শব্দের প্রয়োগ হয়॥ ১৮॥

অপি শব্দের মুখ্য অর্থ সপ্ত বিখ্যাত॥

তথাহি—বিশ্বপ্রকাশে:—

অপি সম্ভাবনাপ্রশ্নশঙ্কাগর্হাসমুচ্চয়ে।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামচারক্রিয়াসু চ॥ ১৯

টীকা।—সম্ভাবনা অত্রৈবাস্তি ন বা। সমুচ্চয়ে নিশ্চয়ার্থে।

অনুবাদ।—সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, নিন্দা, সমুচ্চয়, যুক্ত পদার্থ এবং কামচার (আপন ইচ্ছামত) ক্রিয়া এই সমস্ত অর্থে 'অপি' শব্দের প্রয়োগ হয়॥ ১৯॥

এই একাদশ পদের অর্থ নির্ণয়।
এবে শ্লোকার্থ কহি যাহা যে লাগয়॥
'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ তত্ত্ব সর্ব্ব-বৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহি যার সম॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে ১ অং ১২ অধ্যায়ে ৫৭ শ্লোকঃ

বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ॥ ২০

টীকা।—বৃহত্বাৎ সর্ব্বগতত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ কারণতয়া সংবর্দ্ধকত্বাচ্চ যদ্রূপং তদ্ব্রহ্মসংজ্ঞিতমিতি।

অনুবাদ।—যিনি সব কিছুর মধ্যে আছেন, যিনি সব কিছুর মূলেও আছেন তাঁকেই পরমব্রহ্ম বলা হয়॥ ২০॥

সেই ব্রহ্ম শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্।
যাহা বিনু কালত্রয়ে বস্তু নাহি আন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ২ অং ১১ শ্লোকঃ

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ২১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২১॥

সেই অদ্বয়-তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তিনকালে সত্য সেই শাস্ত্র পরমাণ॥

তথাহি—তত্রৈব ২ স্কং ৯ অং ৩২ শ্লোকঃ

অহমেবাসমেবাগ্রে
নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ
যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ ২২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২২॥

'আত্মা' শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্ব-স্বরূপ।
সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরম স্বরূপ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২।৪৫

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ॥ ২৩

টীকা।—আততত্বাদিতি। আততত্বাৎ ব্যাপকত্বাৎ মাতৃত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণকর্তৃত্বাচ্চ পরমো আত্মা হরিঃ। হি প্রসিদ্ধৌ।

অনুবাদ।—সব কিছুর মধ্যেই তিনি আতত (ব্যাপ্ত) আছেন এবং তিনি সব কিছুরই মাতা (পরিমাণকারী); সেইজন্য হরিকেই পরমাত্মা বলা হয়॥ ২৩॥

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন (১)।
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনের পৃথক্ লক্ষণ॥
তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবত্ত্বে প্রকাশে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ২ অং ১১ শ্লোকঃ

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ-
স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি
ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ২৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৪॥

(১) 'ত্রিবিধ সাধন'—জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি।

'ব্রহ্ম' আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়ি-বৃত্ত্যে (১) নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয়॥
জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্য্যামী স্বরূপেতে ভাসে (২)॥
রাগভক্তি, বিধিভক্তি হয় দুই রূপ।
স্বয়ং ভগবত্ত্বে, ভগবত্ত্বে প্রকাশ দ্বিরূপ॥
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ পায়।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৯ অং ২১ শ্লোকঃ

নায়ং সুখাপো ভগবান
দেহিনাং গোপিকাসুতঃ
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং
যথা ভক্তিমতামিহ॥ ২৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে ৪৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৫॥

বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে যায়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকঃ

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা,
দুরেযমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—অনিমিষাম্ ঋষভানুবৃত্ত্যা (দেবগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই শ্রীহরির অনুবৃত্তির দ্বারা) দুরেযমাঃ (যম যাহাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে) হি নঃ উপরি (যাহারা আমাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ) স্পৃহণীয়শীলাঃ (যাহাদের গুণাবলী অন্যের স্পৃহণীয়) মিথঃ (পরস্পর) ভর্ত্তুঃ (শ্রীকৃষ্ণের) সুযশসঃ (সুযশের) কথনানুরাগবৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ (কীর্ত্তনে অনুরাগ বিবশতায় যাঁহাদের নয়নে অশ্রু এবং অঙ্গে পুলক উদ্ভূত হয় তাঁহারা) যৎ (যে বৈকুণ্ঠে) চ ব্রজন্তি (গমন করেন)।

অনুবাদ।—দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবতা শ্রীহরির আরাধনা করে যাঁরা যমকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, যাঁদের আচরণ আমাদের চেয়েও অধিক অনুকরণের যোগ্য, যাঁরা কৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন করতে করতে অবশ হয়ে পড়েন—চক্ষু হয় অশ্রু-সজল এবং দেহ হয় রোমাঞ্চিত, তারাই বৈকুণ্ঠে গমন করেন॥ ৬॥

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
অকাম, মোক্ষকাম, সর্ব্বকাম আর॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকঃ

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ২৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২২শ পরিচ্ছেদে ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৭॥

বুদ্ধিমানের অর্থ যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজ কাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥
ভক্তি বিনু কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥
অজাগলস্তনন্যায় অন্য সাধন (৩)।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন॥

তথাহি—ভগবদ্গীতায়াং ৭ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকঃ

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং
জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী
জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—ভরতর্ষভ (হে ভরতকুলতিলক) অর্জ্জুন, আর্ত্তঃ (বিপন্ন, রোগাদিক্লিষ্ট) জিজ্ঞাসুঃ) জ্ঞান

---

(১) 'রূঢ়িবৃত্তি'—অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়ের, অর্থের অপেক্ষা না করিয়া শব্দের অর্থবোধক শক্তি।

(২) 'নির্ব্বিশেষ'—নিরাকার। যৌগিকার্থে যদিও ব্রহ্ম এবং আত্মা শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ, তথাপি রূঢ়িবৃত্তিতে ব্রহ্ম শব্দ নিরাকার ব্রহ্মকে বলে এবং আত্মা শব্দ অন্তর্য্যামীকে বলে।

জ্ঞানসাধনের সাধক সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ নিরাকার ব্রহ্মরূপে আর যোগসাধনের সাধক সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্য্যামী স্বরূপে প্রকাশ পান।

(৩) 'অজাগলস্তন'—ছাগীর গলস্থিত স্তনে যেমন দুগ্ধ পাওয়া যায় না, তেমনি অন্য দেবসাধনে কামনা পূর্ণ হয় না।

লাভেচ্ছুক) অর্থার্থী (অর্থাদির প্রার্থী) জ্ঞানী চ (এবং জ্ঞানিগণ) চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ (চারিশ্রেণীর পুণ্যবন্ত) জনাঃ (জনগণ) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করে)।

অনুবাদ।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! হে অর্জ্জুন! চার শ্রেণীর পুণ্যবান্ জনে আমাকে ভজনা করে, যথা—(১) শরীর বা মনের আর্ত্তিতে কাতর, (২) যে আত্মজ্ঞান চায়, (৩) যে সুখভোগের অভিলাষী এবং (৪) যে জ্ঞানী ॥ ২৮ ॥

আর্ত্ত অর্থার্থী দুই সকাম ভিতরে গণি।
জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী দুই মোক্ষকামী মানি ॥
এই চারি সুকৃতী হয়ে মহাভাগ্যবান্।
তত্তৎকামাদি ছাড়ি মাগে শুদ্ধ ভক্তিদান(১) ॥
সাধুসঙ্গ কৃপা কিবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ১০ অং ১১ শ্লোকঃ

সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো
হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য
সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্ ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—সৎসঙ্গাৎ (সাধুসঙ্গের প্রভাবে) মুক্তদুঃসঙ্গঃ (কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি ভিন্ন অন্য কামনামুক্ত অথবা অভক্ত-সঙ্গ-ত্যাগী) বুধঃ (বুদ্ধিমান্) কীর্ত্ত্যমানং (সুজনগণ-কীর্ত্তিত) রোচনং (রুচিকর) যস্য যশঃ (যে ভগবানের গুণাবলী) সকৃৎ আকর্ণ্য (একবার মাত্র শুনিয়া) হাতুং ন উৎসহতে (ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না)।

অনুবাদ।—সৎসঙ্গ পেয়ে যিনি কুসঙ্গকে ত্যাগ করেছেন তিনি বুদ্ধিমান্। সাধুরা যাঁর গুণকীর্ত্তন করেন সেই ভগবানের কথা একবার মাত্র শুনেও সাধুসঙ্গ আর ত্যাগ করেন না ॥ ২৯ ॥

'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে কৈতব (২) আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনু অন্য কামনা ॥

(১) 'তত্তৎ কাম ছাড়ি'—নিজ নিজ কামনা ত্যাগ করিয়া। 'শুদ্ধ ভক্তিমান্'—নিষ্কাম ভক্ত।
(২) 'কৈতব'—কপটতা।

তথাহি—তত্রৈব প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকঃ।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে
কিংবা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৩০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ৩৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩০ ॥

'প্র' শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান ॥
সকামভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান্।
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান (৩) ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কং ১৯ অং ২৬ শ্লোকঃ

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ৩১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলার ২২ পরিচ্ছেদে ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩১ ॥

সাধুসঙ্গ কৃষ্ণকৃপা ভক্তির স্বভাব।
এই তিনে সব ছাড়ায় করে কৃষ্ণভাব ॥
আগে যত যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব।
কৃষ্ণ-গুণাস্বাদের এই হেতু জানিব ॥
শ্লোক-ব্যাখ্যা লাগি এই করিল আভাস।
এবে শ্লোকের করি মূলার্থ প্রকাশ ॥
জ্ঞানমার্গে উপাসক দুইত প্রকার।
কেবল ব্রহ্ম-উপাসক মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর ॥
কেবল ব্রহ্ম-উপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক, ব্রহ্মময়, আর প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় ॥

(৩) 'ইচ্ছার পিধান'—কামনার আবরণ।

ভক্তি বিনু কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় (১)॥
ভক্তির স্বভাব ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন॥
ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন (২)॥

তথাহি—ভাবার্থদীপিকায়াং শাঙ্করভাষ্যম্

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা
ভগবন্তং ভজন্তে। ইতি॥ ৩২

টীকা।—কেচন ভাগ্যবন্তো জ্ঞানোদয়েন মুক্তা অপি মুক্তিসুখমনুভূয়াপি প্রাক্তনভজনবিশেষ-সংস্কারেণ ততোঽপ্যধিকসুখমনুভবিতুং লীলয়া বিগ্রহং শরীরং কৃত্বা নিত্যপার্ষদতয়েত্যর্থঃ, ভগবন্তং ভজন্তে সেবন্তে।

অনুবাদ।—মুক্তপুরুষেরাও ভক্তিবলে দেহ পেয়ে ভক্তরূপে ভগবানের ভজনা করেন॥ ৩২॥

জন্ম হৈতে শুক সনকাদি হয় ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয়॥
সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপা সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ১৫ অং ৪৩ শ্লোকঃ

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ৩৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৭ পরিচ্ছেদে ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩৩॥

ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদি শ্রবণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৭ অং ১১ শ্লোকঃ

হরেগু‍র্ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানংনিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥ ৩৪

(১) 'প্রাপ্ত ব্রহ্মলয়'—ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত।
(২) 'নির্ম্মল ভজন'—কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি।

অন্বয়ঃ।—নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ (সর্ব্বদা বৈষ্ণবের প্রীতিভাজন) ভগবান্ বাদরায়ণিঃ (ভগবান্ শুকদেব) হরেঃ গুণাক্ষিপ্তমতিঃ (শ্রীহরির গুণে আক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া) মহদাখ্যানং (শ্রীমদ্ভাগবত নামক বিস্তীর্ণ আখ্যান) অধ্যগাৎ (অধ্যয়ন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—বৈষ্ণবের প্রিয় ভগবান্ শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হ'য়ে এই বিরাট কৃষ্ণকথাগ্রন্থ নিত্যই পাঠ করেছেন॥ ৩৪॥

নব যোগীশ্বর জন্ম হইতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি শিব নারদ মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশস্কন্ধে তার ভক্তিবিবরণ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ৩।১।৭

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং,
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং
যোগেন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—শ্রুতিজ্ঞাঃ (বেদজ্ঞ) নব অপি যোগেন্দ্রাঃ (ঋষভপুত্র নয়জন যোগীন্দ্র) কমলভুবঃ (ব্রহ্মার) অক্লেশাং (ক্লেশবর্জ্জিতা) গোষ্ঠীং (সভায়) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) শ্রুতিশিরসাম্ (উপনিষদ-সমূহের) শ্রুতিং (শ্রবণ) কুর্ব্বন্তঃ (করিয়া) পুলকভৃতঃ (পুলকিতাঙ্গ হইয়া) যদুপুরসঙ্গমায় (মথুরা গমনের জন্য) উত্তুঙ্গম্ (অত্যুচ্চ) রঙ্গং (প্রেমানন্দ) অবাপুঃ (প্রাপ্ত হইয়াছিল)।

অনুবাদ।—ব্রহ্মলোকে কোনো ক্লেশ নেই। সেখানে সভায় প্রবেশ ক'রে ন'জন বেদজ্ঞ যোগিশ্রেষ্ঠ উপনিষদের কথা শুনতে শুনতে পুলকিত হয়ে উঠলেন এবং কৃষ্ণকে দেখবার উদ্দেশ্যে যদুপুরে যাবার জন্য ইচ্ছুক হ'য়ে প্রেমঘন আনন্দ লাভ করলেন॥ ৩৫॥

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার।
মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর॥
মুমুক্ষু জগতে অনেক সাংসারিক জন।
মুক্তি লাগি ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ২ অং ২৬ শ্লোকঃ

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—মুমুক্ষবঃ (মুক্তিকামিগণ) ঘোররূপান্ ভূতপতীন্ (ঘোর-স্বভাব ভৈরবাদি) হিত্বা (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) অথ অনসূয়বঃ (অসূয়াশূন্য হইয়া) শান্তাঃ নারায়ণকলাঃ (শান্ত-স্বভাব নারায়ণের অংশস্বরূপকে অথবা নারায়ণকে) হি ভজন্তি (ভজন করে থাকেন)।

অনুবাদ।—যাঁরা মোক্ষ চান তাঁরা ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ভৈরব প্রভৃতি দেবতার ভজন না ক'রে এবং তাঁদের নিন্দা না ক'রে শান্তমূর্ত্তি নারায়ণ বা তাঁর অবতারদের ভজনা করেন॥ ৩৬॥

সেই সবের সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায়।
কৃষ্ণভজন করায় মুমুক্ষা ছাড়ায়॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ৩।২।৬

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টোঽ-
প্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন,
কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—অহো (আশ্চর্য্য) হে মহাত্মন্ (হে মহাত্মন্!) এষ ভবঃ (এই সংসার) বহুদোষদুষ্টঃ অপি (বহু দোষে দুষ্ট হইলেও) সৎসঙ্গমাখ্যেন (সৎসঙ্গ নামক) সুখাবহেন (সুখজনক) একেন গুণেন ভাতি (একটি গুণের দ্বারা শোভা পাইতেছে) যেন (গুণের দ্বারা) অদ্য নঃ (আজ আমাদের) মুমুক্ষা (মুক্তিকামনা) কৃশা কৃতা (ক্ষীণা হইয়াছে)।

অনুবাদ।—হে মহাত্মন্! এই সংসার বহু দোষের আকর, কিন্তু একটিমাত্র গুণেই এর শোভা হয়েছে। সে গুণ আর কিছু নয়, সৎসঙ্গ—যা পেয়ে আজ আমাদের মুক্তিলাভের ইচ্ছাও কমে গেছে॥ ৩৭॥

নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন॥
কৃষ্ণের দর্শনে কারও কৃষ্ণের কৃপায়।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া, গুণে ভজে তাঁর পায়॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ৩।১।১৩

অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি
বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো
বত চিরং কালঃ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ (এই আনন্দঘন-শরীর) পরমাত্মনি (পরমাত্মা) বৃষ্ণিপত্তনে (দ্বারকায়) স্ফুরতি (প্রকাশ পাইতেছেন এ অবস্থায়) আত্মারামতয়া (আত্মারামত্বের অভিমানে) বত (হা) মে চিরং কালঃ বৃথা গতঃ (আমার চিরকাল বৃথা গত হইল)।

অনুবাদ।—দ্বারকায় এই আনন্দঘন মূর্ত্তি পরমাত্মা রয়েছেন—হায়! বৃথাই বহুকাল আমার ব্রহ্মানন্দ লাভের অভিমানে কেটে গেল॥ ৩৮॥

জীবন্মুক্ত অনেক, সেই দুই ভেদ জানি।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত, জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি॥
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত গুণাকৃষ্ট কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্ক জ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধো মজে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২ অং ৩২ শ্লোকঃ

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ৩৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩৯॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮ অং ৫৪ শ্লোকঃ

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৪০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪০॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ৩।১।২০

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ,
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥ ৪১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ১০ম পরিচ্ছেদে ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪১॥

ভক্তিবলে প্রাপ্তস্বরূপ দিব্যদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণপায়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ১০ অং ৬ শ্লোকঃ

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণব্যবস্থিতিঃ॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—অন্যথারূপং (মায়িক স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়-রূপ—স্থূল সূক্ষ্মদেহে কর্তৃত্বাদির অভিমান) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ (স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি) মুক্তিঃ (মুক্তি নামে কথিত হয়)।

অনুবাদ।—মায়াময় এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ত্যাগ করে নিজের স্বরূপে থাকাকে মুক্তি বলে॥ ৪২॥

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-দোষে মায়া হৈতে ভয়।
কৃষ্ণোন্মুখ-ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্ত হয়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২।৩৭
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং,
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ ৪৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদে ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪৩॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৭ অং ১৪ শ্লোকঃ

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৪৪॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ৮০ পরিচ্ছেদে ১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪৪॥

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি ভক্ত্যে মুক্তি হয়।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১৪ অং ৪ শ্লোকঃ

শ্রেয়ঃ-সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ৪৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪৫॥

তথাহি—তত্রৈব ২ অং ৩২ শ্লোকঃ

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ৪৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪৬॥

তথাহি—তত্রৈব ১১ স্কং ৫ অং ২ শ্লোকঃ

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥ ৪৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪৭॥

ভক্ত্যে মুক্তি পাইলেহো অবশ্য
কৃষ্ণেরে ভজয়॥

তথাহি—ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাব-
ব্যাখ্যায়াং ধৃতা শ্রুতিঃ

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥ ৪৮

এই শ্লোকের টীকা ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২৪ পরিচ্ছেদে ৩২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪৮॥

এই ছয় আত্মারাম (১) কৃষ্ণেরে ভজয়।
পৃথক্ পৃথক্ 'চ'কার(২) ইহ অপির অর্থ কয়॥
আত্মারামাশ্চঅপিকরেকৃষ্ণেঅহৈতুকীভক্তি।
'মুনয়ঃসন্ত' ইতি (৩) কৃষ্ণ-মননে আসক্তি॥
নির্গ্রন্থাঃ অবিদ্যাহীন, কেহো বিধিহীন।
যাহাঁ যেই যুক্ত সেই অর্থের অধীন॥
'চ' শব্দে করি যদি ইতরেতর অর্থ।
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ॥

---

(১) সাধক, ব্রহ্মময়, প্রাপ্তব্রহ্মলয়, মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত ও প্রাপ্তস্বরূপ এই ছয় আত্মারাম।

(২) 'চকার'—'আত্মারামাশ্চ' এই চকার। ইহা—এই ছয় প্রকার আত্মারামগণের কৃষ্ণভজনে। 'অপির অর্থ কয়'—অপি শব্দের অর্থকে বলে। অর্থাৎ ঐ চকারটা এখানে অপি-অর্থে। আত্মারামা অপি—অর্থাৎ আত্মারাম হইয়াও।

(৩) 'মুনয়ঃ সন্তঃ'—মুনি হইয়া। 'ইতি'—ইহার।

আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ করি বার ছয়।
পঞ্চ আত্মারাম ছয় চকারে লুপ্ত হয়॥
এক আত্মারাম শব্দ অবশেষে রহে।
এক আত্মারাম শব্দে ছয় জনে কহে॥

তথাহি—বিশ্বপ্রকাশে ঃ—

"স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ"
উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ
রামা ইতিবৎ॥ ৪৯

অনুবাদ।—এক বিভক্তিতে সমান (অর্থাৎ একই) শব্দ থাকলে তাদের একমাত্র শব্দ অবশিষ্ট থাকে, অপর শব্দের প্রয়োগ হয় না; যেমন রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ এই তিনটি রাম শব্দের দুটি লোপ পেয়ে কেবল রাম শব্দ থাকে। সমাসসিদ্ধ পদটি হবে রামাঃ॥ ৪৯॥

তবে যে চকার সেই সমুচ্চয় কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণকে ভজয়॥
"নির্গ্রন্থা অপি" এই অপি সম্ভাবনে।
এই সাত অর্থ প্রথম করিল ব্যাখ্যানে॥
অন্তর্য্যামী-উপাসক আত্মারাম কয়।
সেই আত্মারাম যোগী দুই-বিধ হয়॥
সগর্ভ, নির্গর্ভ, এই হয় দুই ভেদ।
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ২ অং ৮ শ্লোকঃ

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে,
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥ ৫০

অন্বয়ঃ। কেচিৎ (কেহ কেহ) স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে (নিজের দেহের অভ্যন্তরে) বসন্তম্ (অবস্থিত) চতুর্ভুজং (চতুর্ভুজ) কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং (পদ্ম চক্র শঙ্খ ও গদাধারী) প্রাদেশমাত্রম্ (অর্দ্ধহস্ত পরিমিত) পুরুষং (পুরুষকে) ধারণয়া স্মরন্তি (ধারণায় চিন্তা করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ।—কেউ কেউ দেহের মধ্যে হৃদয়ের অবকাশে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী আধ হাত পরিমাণ চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মূর্ত্তি ধ্যান করেন॥ ৫০॥

তথাহি—তত্রৈব ৩ স্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকঃ

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপিচিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে॥ ৫১

অন্বয়ঃ।—এবম্ (এইরূপে) ভগবতি হরৌ (ভগবান্ হরিতে) প্রতিলব্ধভাবঃ (যোগ মিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা লব্ধপ্রেম) ভক্ত্যা (শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রভাবে) দ্রবদ্ধৃদয়ঃ (দ্রবীভূতহৃদয়) প্রমোদাৎ (আনন্দবশতঃ) উৎপুলকঃ (পুলকিতাঙ্গ) ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া (উৎকণ্ঠা প্রবৃত্ত অশ্রুরাশিতে (মুহুরর্দ্দ্যমানঃ (বারম্বার আনন্দ সিন্ধুতে মজ্জমান) তৎ চ (সেই) চিত্তবড়িশম্ অপি (চিত্তরূপ বড়িশকেও) শনকৈঃ (ক্রমে ক্রমে বিযুঙ্‌ক্তে (বিযুক্ত করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যিনি এইভাবে অনুরক্ত হয়েছেন, ভক্তিতে যাঁর হৃদয় গলে গেছে, যিনি আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়েছেন, এবং কৃষ্ণকে পাবার আশায় ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুজলে ভিজে উঠেছেন—তাঁরও মন ধ্যানের বিষয় থেকে ক্রমে ক্রমে সরে যায়॥ ৫১॥

যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ়, প্রাপ্তসিদ্ধি আর।
দোঁহে এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৪।৩।৪

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৫২

অন্বয়ঃ। যোগম্ (যোগপদবীতে) আরুরুক্ষোঃ (আরোহণাভিলাষী) মুনেঃ (যোগীর) কর্ম্ম কারণম্ (সাধনের উপায়) উচ্যতে (কথিত হয়) যোগারূঢ়স্য তস্য (যোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে) শমঃ (কর্ম্মবিরতি) এব কারণম্ উচ্যতে (কারণ কথিত হয়)।

অনুবাদ।—যে মুনি যোগী হ'তে চান তিনি নিষ্কাম কর্ম্মে নিরত হবেন। যিনি যোগী হ'য়েছেন তিনি সমস্ত কর্ম্ম থেকে বিরত হবেন॥ ৫২॥

তথাহি—তত্রৈব ষষ্ঠাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকঃ

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৫৩

অন্বয়ঃ।—যদাহি (যখন) জনঃ (লোকঃ) সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী সন্ (সর্ব্বপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক) ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু (না ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তুতে) ন কর্ম্মসু (এবং না কর্ম্মে) অনুষজ্জতে (আসক্ত হন) তদা (তখন) সঃ (তিনি) যোগারূঢ়ঃ (যোগারূঢ়) উচ্যতে (কথিত হন)।

অনুবাদ।—যিনি ভোগের বস্তুতে কিংবা কোন কর্ম্মে আসক্ত হন না, সমস্ত বাসনাকে রেখেছেন ভগবানে, তিনিই যোগারূঢ়)॥ ৫৩॥

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি হেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হঞা॥
'চ' শব্দে 'অপি' অর্থ ইহাও কহয়।
'মুনি', 'নির্গ্রন্থ' শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয়॥
'উরুক্রমে' 'অহৈতুকী' কাঁহা কোন অর্থ।
এই তের অর্থ কহিল পরম সমর্থ॥
এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্।
শান্তভক্ত করি তবে কহি তার নাম॥
আত্মা শব্দে মন কহে, মনে যেই রমে।
সাধুসঙ্গে সেই ভজে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮৭ অং ১৮ শ্লোকঃ

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ,
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং,
পুনরিহ যৎসমেত্যনপতন্তিকৃতান্তমুখে॥ ৫৪

অন্বয়ঃ। ঋষিবর্ত্মসু (ঋষি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কূর্পদৃশঃ (যাঁহারা স্থূলদৃষ্টি তাঁহারা) উদরং (মণিপুরস্থ ব্রহ্ম) উপাসতে (ধ্যান করিয়া থাকেন) আরুণয়ঃ (অরুণ পুত্র ঋষিগণ) পরিসরপদ্ধতিং (দেহ মধ্যস্থ নাড়ীসমূহ যে স্থান দিয়া বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হইয়াছে সেই) হৃদয়ং দহরং (জ্ঞানশক্তি-দায়ক জীবাত্মর্য্যামীর) অনন্ত (হে অনন্ত) ততঃ (সেই হৃদয় হইতে) তব ধাম পরমং শিরঃ (তোমার উপলব্ধি স্থান শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মরন্ধ্রের প্রতি) উদগাৎ, যৎ (উদগত হইয়াছে যে ধামকে) সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে পুনঃ ইহ (প্রাপ্ত হইলে পুনরায় এই সংসারে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না)।

অনুবাদ।—ঋষিদের মধ্যে স্থূলদৃষ্টি অনেকে উদরে মণিপুরে ব্রহ্মের উপাসনা করেন। সূক্ষ্মদৃষ্টি অরুণ পুত্র ঋষিগণ হৃদয়ে ব্রহ্মের ধ্যান করেন। হে অনন্ত! সেই হৃদয় থেকেই সুষুম্না নাড়ী গেছে ব্রহ্মরন্ধ্রে—যেখানে তোমার পরম ধাম। সেখানে যে একবার এসে পৌঁছেছে—তার আর মৃত্যুভয় নেই॥ ৫৪॥

এহো কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা।
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হঞা॥
'আত্মা' শব্দে যত্ন কহে যত্ন করিয়া।
'মুনয়োঽপি' কৃষ্ণ ভজে গুণাকৃষ্ট হঞা॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৫ অং ১৮ শ্লোকঃ

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো,
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং,
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥ ৫৫

অন্বয়ঃ।—উপর্য্যধঃ (উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক এবং নিম্নে স্থাবর যোনি পর্য্যন্ত) ভ্রমতাং (ভ্রমণকারী জীবগণের) যৎ ন লভ্যতে (যাহা লাভ হয় না) কোবিদঃ (ধীমান্‌গণ) তস্য (তাহার) এব (ই) হেতোঃ (জন্য) প্রযতেত (যত্ন করিবেন) তৎ সুখং (সেই বিষয় সুখ) গভীররংহসা (মহাবেগ সম্পন্ন) কালেন (কালের প্রভাবে) দুঃখবং (দুঃখের ন্যায়) অন্যতঃ (অন্য হইতে সর্ব্বত্র লভ্যতে (সর্ব্বত্র লাভ হয়)।

অনুবাদ।—যিনি বুদ্ধিমান্ তিনি ভক্তিলাভের জন্যই চেষ্টা করবেন। ব্রহ্মলোক থেকে পৃথিবী পর্য্যন্ত ভ্রমণ ক'রেও এই ভক্তি পাওয়া যায় না। ভীষণবেগে কালের চাকা ঘুরছে, কালবশে কর্ম্মফলে দুঃখ যেমন পাওয়া যায়—সুখও তেমনি পাওয়া যায়॥ ৫৫॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১।২।৪৭

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায়
যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ
সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥ ৫৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলার ২০ পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৫৬ ॥

'চ' শব্দ অপি অর্থে, 'অপি' অবধারণে।
যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে (১) ॥

তত্রৈব—পূর্ব্ববিভাগীয় ১।২।২২ শ্লোকঃ

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণাচাশ্বদেয়েতিদ্বিধা সা স্যাৎসুদুর্ল্লভা ॥ ৫৭

অন্বয়ঃ।—অনাসঙ্গৈঃ (আসক্তিশূন্য) সাধনৌঘৈঃ (সাধনসমহ দ্বারা) সুচিরাদপি (বহুদিনে) অলভ্যা (যাহা লাভ হয় না) হরিণা চ (এবং শ্রীহরি কর্ত্তৃক) আশু (শীঘ্র) অদেয়া ইতি দ্বিধা সুদুর্ল্লভা সা স্যাৎ (দেওয়ার অযোগ্যা এই দুই রকমে সুদুর্ল্লভা সেই হরিভক্তি)।

অনুবাদ।—সাধনা যদি আসক্তিহীন হয় তা'হলে বহুকালের সাধনাতেও ভক্তি পাওয়া যায় না। তাছাড়া শ্রীকৃষ্ণ এই ভক্তি সহজে দেন না, সুতরাং দু-দিক দিয়েই ভক্তিলাভ করা অত্যন্ত কঠিন ॥ ৫৭ ॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ অং ১০ শ্লোকঃ

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ৫৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৫৮ ॥

আত্মা'শব্দে ধৃতি কহে ধৈর্য্যে যেই রমে।
ধৈর্য্যবন্ত এব (২) হঞা করয়ে ভজনে ॥
'মুনি' শব্দে পক্ষী ভৃঙ্গ 'নির্গ্রন্থ' মূর্খজন।
কৃষ্ণকৃপা, সাধুকৃপায় দুঁহার ভজন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২১ অং ১৪ শ্লোকঃ

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্।
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্,
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥ ৫৯

অন্বয়ঃ।—বত (খেদে) অম্ব (হে মাতা) অস্মিন্ বনে (এই বনে) বিহগাঃ (পক্ষী আছে) প্রায়ঃ মুনয়ঃ (প্রায় মুনি) যে (যে বিহগগুলি) কৃষ্ণেক্ষিতং (যেরূপে কৃষ্ণ দর্শন হইতে পারে) রুচিরপ্রবালান্ (মনোহর-পল্লবযুক্ত) দ্রুমভুজান্ (বৃক্ষশাখায়) আরুহ্য মীলিতদৃশঃ (আরোহণ করিয়া নিমীলিত নয়নে) বিগতান্যবাচঃ (অন্য বাক্য ত্যাগ করিয়া) তদুদিতং কলবেণুগীতং শৃণ্বন্তি (কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উদ্গীত মধুর বেণু গান শ্রবণ করিতেছে)।

অনুবাদ।—মা! এই বৃন্দাবনের পাখীগুলি মুনিদেরই মতন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে দেখতে গাছের শাখায় নতুন ও সুন্দর পাতার মধ্যে ব'সে এরা অন্য শব্দ ছেড়ে চোখ বুজে চুপ করে মধুর সুরে শ্রীকৃষ্ণ যে বাঁশী বাজান তাই শোনে ॥ ৫৯ ॥

তত্রৈব—১০।১৫।৬।৭

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা
গূঢ় বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ॥ ৬০

অন্বয়ঃ।—হে আদিপুরুষ (বলদেব) এতে (এই সকল) অলিনঃ (ভ্রমর) তব (তোমার) অখিললোকতীর্থম্ (অখিল লোকপাবন) যশঃ (যশ) গায়ন্তঃ (গান করিতে করিতে) অনুপথং (পথে পথে) ভজন্তে (ভজন করিতেছে) অনঘ (হে অনঘ, পরম কারুণিক) অমী (ইহারা) প্রায়ঃ (প্রায়ই) ভবদীয়মুখ্যাঃ (তোমার ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) মুনিগণাঃ (মুনিগণই) বনে (শ্রীবৃন্দাবনে) গূঢ়মপি (গোপনীয় ভাবে অবস্থিত) আত্মদৈবং (নিজ অভীষ্ট দেব তোমাকে) ন জহতি (ত্যাগ করে না)।

অনুবাদ।—হে আদিপুরুষ! তোমার যশ ভুবনকে পবিত্র করে। তোমার যশোগান করতে করতে এই ভ্রমরগুলি তুমি যেখানে চলেছ, সেইখানেই চ'লছে। হে পুণ্যময়! তুমি লীলাময়—গোপন হ'য়ে আছ বৃন্দাবনে—সেকথা জেনেই যেন

---

(১) সাধনভক্তি করিলেও তাহাতে উদ্যোগ ও আসক্তি না থাকিলে ঐ ভক্তি হইতে প্রেমের উদয় হয় না।

(২) 'এব'—নিশ্চয়।

মুনিশ্রেষ্ঠ তোমার ভক্তেরা আপন ইষ্টদেবকে (অর্থাৎ তোমাকে) ত্যাগ করতে পারছেন না॥ ৬০ ॥

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ,
কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন,
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়।
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ॥ ৬১

অন্বয়ঃ।—হে ঈড্য (স্তুতিযোগ্য) অমী শিখিনঃ (এই ময়ূরগণ) মুদা (হর্ষে) নৃত্যন্তি (নৃত্য করিতেছে)। হরিণ্যঃ গোপ্যঃ ইব ঈক্ষণেন্ (হরিণীগণ গোপীগণের ন্যায় দৃষ্টি দ্বারা) প্রিয়ং (প্রীতি) কুর্ব্বন্তি (করিতেছে) সূক্তৈঃ (শ্রোত্রসুখদশব্দ দ্বারা) কোকিলগণাঃ (কোকিলগণ) গৃহমাগতায় (গৃহে আগত) তে (তোমার) [তত্তৎ কৃত্যং] কুর্ব্বন্তি (করিতেছে) ইয়ান্ হি সতাম্ (এই সাধুগণের) নিসর্গঃ (স্বভাব)। বনৌকসঃ (বনবাসিগণ) ধন্যাঃ (ধন্য)।

অনুবাদ।—হে পূজ্য! তুমি ঘরে ফিরে এসেছ তাই আনন্দে ময়ূর ও হরিণগুলি নাচছে। তোমাকে দেখে কোকিলগুলিও গোপীদের মতন তোমাকে আনন্দ দেবার জন্য মধুর সুরে ডাকছে। সতের স্বভাবই এই—ধন্য এই বনবাসীরা॥ ৬১ ॥

তথাহি—তত্রৈব ১০।৩৫।১১ শ্লোকঃ

সরসি সারস-হংস-বিহঙ্গা-
শ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা,
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ॥ ৬২

অন্বয়ঃ।—হন্ত (খেদে) সরসি (সরোবরস্থিত) সারসহংসবিহঙ্গাঃ (সারস-হংসাদি জলচর পক্ষিগণ) চারুগীতহৃতচেতসঃ (শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বংশী-গীতে আত্মহারা) তে (তাহারা) এত্য (আগত হইয়া) যতচিত্তাঃ (সংযতমনা) মীলিতদৃশঃ (নিমীলিত আঁখি) ধৃতমৌনাঃ (মৌনী) হরিম্ উপাসত (শ্রীহরিকে উপাসনা করে)।

অনুবাদ।—বাঁশীর মধুর সুরে আত্মহারা হয়ে সরোবরে, সারস, হাঁস ও অন্যান্য জলচর পাখীগুলি চুপ ক'রে, চোখ বুজে যোগে রত হ'য়ে হরিকে উপাসনা করছে॥ ৬২ ॥

তথাহি—তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে অষ্টাদশ শ্লোকঃ

কিরাত-হূনান্ধ্র-পুলিন্দপুক্কশা,
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ ৬৩

অন্বয়ঃ।—কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশাঃ (কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ) আভীরশুহ্মাঃ যবনাঃ খসাদয়ঃ (আভীর, শুহ্ম, যবন ও খস প্রভৃতি) যে (যে সমস্ত) পাপাঃ (পাপাত্মা) তে অপি (তাহারাও) যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ (যে ভগবদ্ভক্তগণের আশ্রিত) সন্তঃ (হইয়া) শুধ্যন্তি (পবিত্র হয়) তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে (প্রভাবশালী সেই ভগবানকে) নমঃ (প্রণাম করি)।

অনুবাদ।—কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন, খস এবং অন্যান্য পাপকর্ম্মা জাতি যাঁর ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করে শুদ্ধ হয় সেই প্রভাবশালী বিষ্ণুকে প্রণাম করি॥ ৬৩ ॥

কিম্বা 'ধৃতি' শব্দে নিজ পূর্ণতা জ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তমপ্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয়॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ২।৪।৭৫

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা জ্ঞান-
দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থা-
নভিসংশোচনাদিকৃৎ॥ ৬৪

অন্বয়ঃ।—জ্ঞানদুঃখভাবোত্তমাপ্তিভিঃ (জ্ঞান দুঃখভাব এবং ভগবৎ সম্বন্ধীয় প্রেমরূপ উত্তম বস্তুর লাভ হেতু) পূর্ণতা (মনের অচাঞ্চল্য) ধৃতিঃ (ধৃতি) স্যাৎ (হয়) অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ (এই ধৃতি অপ্রাপ্ত অতীত এবং নষ্টবিষয় জন্য অনুশোচনার অভাব জন্মায়)।

অনুবাদ।—জ্ঞান হলে দুঃখ থাকে না, দুঃখ না থাকলে আনন্দ বা প্রেম লাভ হয়। প্রেম এলে মনের পূর্ণতা পাওয়া হয়। এই পূর্ণতাকেই ধৃতি বলে। যার ধৃতি আছে সে—যা পাওয়া যায় না, যা চ'লে গেছে কিংবা হারিয়ে গেছে তার জন্যে শোক করে না॥ ৬৪ ॥

কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তর-হীন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা পূর্ণানন্দ প্রবীণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ স্কং ৪ অং ৬৭ শ্লোক

মৎসেবয়া প্রতীতং তে
সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ
কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥ ৬৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৩৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৬৫॥

তথাহি—শ্রীগোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হ।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে॥ ৬৬

অন্বয়ঃ।—যস্য হৃষীকাণি (যাহার ইন্দ্রিয়গণ) হৃষীকেশে স্থৈর্য্যগতানি (শ্রীকৃষ্ণে স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে) হ স এব জীবচঞ্চলে (তিনি অচিরস্থায়ী) সংসারে ধৈর্য্যম্ আপ্নোতি (সংসারে ধৈর্য্য লাভ করেন)।

অনুবাদ।—যাঁর ইন্দ্রিয়গুলি হৃষীকেশে স্থির হয়েছে সেই এই নশ্বর জগতে ধৈর্য্যলাভ করেছে॥ ৬৬॥

'চ' অবধারণে ইহা 'অপি' সমুচ্চয়ে।
ধৃতমন্ত হঞা ভজে পক্ষী মূর্খচয়ে॥
আত্মা শব্দে 'বুদ্ধি' কহে, বুদ্ধিবিশেষ।
সামান্য বুদ্ধিযুক্ত যত জীব অবশেষ॥
বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম দুইত প্রকার।
পণ্ডিত মুনিগণ, নির্গ্রন্থ মূর্খ আর॥
কৃষ্ণকৃপায় সাধু সঙ্গে বিচার রতি বুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি শুদ্ধভক্তি করে কৃষ্ণ পায়।

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকঃ

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ৬৬

অন্বয়ঃ।—অহং সর্ব্বস্য (আমি শ্রীকৃষ্ণ সকলের) প্রভবঃ (উৎপত্তিমূল), মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে (আমা হইতে সকলের বুদ্ধি জ্ঞানাদি প্রবর্ত্তিত হয়) ইতি মত্বা ভাবসমন্বিতাঃ (এইরূপ মনে করিয়া প্রেম-ভক্তিযুক্ত হইয়া) বুধাঃ মাং ভজন্তে (পণ্ডিতগণ আমাকে ভজনা করেন)।

অনুবাদ।—আমিই সকলের উৎপত্তির কারণ, আমার থেকেই সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে—এই তত্ত্ব জেনেই ভক্তিমান্ পণ্ডিতেরা আমার ভজনা করেন॥ ৬৭॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৭ অং ৪৫ শ্লোকঃ

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষ-
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥ ৬৮

অন্বয়ঃ।—স্ত্রীশূদ্রহূনশবরাঃ পাপজীবাঃ অপি (স্ত্রী শূদ্র হূন শবরগণ এবং অন্যান্য পাপজীবিগণ) তির্য্যগ্জনা অপি (পশু পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণিগণও) অদ্ভুত-ক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাঃ (যাহার পাদবিন্যাস অদ্ভুত সেই ভগবানের ভক্তগণের চরিত্র বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া) [তদা] তে বৈ দেবমায়াং (তাহারাও দেবমায়া) বিদন্তি চ অতিতরন্তি (জানিতে পারে এবং উত্তীর্ণ হইতে পারে) কিমু যে শ্রুতধারণাঃ (তাহাদের কথা আর কি বলিব, যাহারা শ্রীভগবানের তত্ত্বে মনকে নিযুক্ত করিয়াছেন)।

অনুবাদ।—স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর, পাপকর্ম্মা এবং পাখী পতঙ্গেরাও যদি ভগবদ্ভক্তের অপূর্ব্ব চরিতকথা ও সদাচার দেখে, শুনে শিক্ষালাভ ক'রে মায়াকে জানতে পারে এবং মায়ার হাত হ'তে মুক্তি পেতে পারে, তাহলে শাস্ত্রজ্ঞানী যাঁরা—তাঁরা যে পারবেন, এ আর আশ্চর্য্য কি? ৬৮॥

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণপায়।
সেই বুদ্ধি দেন তারে, যাতে কৃষ্ণ পায়॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ অং ১০ শ্লোকঃ

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ৬৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৬৯॥

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১।২।১১০

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্
শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ
সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ ৭০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২২ পরিচ্ছেদ ৫৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৭০ ॥

উদার মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৩ অং ১০ শ্লোকঃ

অকামঃ সর্ব্বকামো বা
মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন
যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ৭১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৭১ ॥

ভক্তির প্রভাব সেই কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৭ অং ১০ শ্লোকঃ

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো
নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-
মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৭২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৭২ ॥

তথাহি—তত্রৈব ৫ স্কং ১৯ অং ২০ শ্লোকঃ

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ৭৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদ ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৭৩ ॥

আত্মা শব্দে স্বভাব কহে, তাতে যেই রমে।
আত্মারাম জীব যত স্থাবর জঙ্গমে ॥
জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥
কৃষ্ণ কৃপাদি হেতু হৈতে স্বভাব উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
'চ' শব্দে 'এব' অর্থ 'অপি' সমুচ্চয়ে।
'আত্মারাম' 'এব' হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে ॥
সেই জীব সনকাদি সব মুনিগণ।
নির্গ্রন্থ মূর্খ নীচ স্থাবর পশুগণ ॥
ব্যাস শুক সনকাদির প্রসিদ্ধ ভজন।
নির্গ্রন্থ স্থাবরাদির শুন বিবরণ ॥
কৃষ্ণকৃপা হৈতে হয় স্বভাব উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১৫ অং ৮ শ্লোকঃ

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণভুজয়োরপিযৎস্পৃহাশ্রীঃ॥৭৪

অন্বয়ঃ।—অদ্য (আজ) ইয়ং ধরণী (এই ধরণী) ধন্যা (ধন্যা) ত্বৎপাদস্পৃশঃ (তোমার চরণস্পর্শ প্রাপ্ত) তৃণবীরুধঃ (তৃণগুল্মগণ) করজাভিমৃষ্টাঃ (করনখস্পর্শ লাভ করিয়া) দ্রুমলতাঃ (বৃক্ষলতাগণ) সদয়াবলোকৈঃ (তোমার সদয় দৃষ্টিতে) নদ্যঃ (নদী সকল) অদ্রয়ঃ (পর্ব্বত সকল) খগ-মৃগাঃ (মৃগ পক্ষিগণ) শ্রীঃ (লক্ষ্মীদেবী) যৎ-স্পৃহা (যাহার জন্য আকাঙ্ক্ষিতা) ভুজয়োঃ (তোমার বাহুদ্বয়ের) অন্তরেণ (মধ্যবর্ত্তী বক্ষঃস্থল দ্বারা) গোপ্যঃ (গোপীগণ) ধন্যাঃ (ধন্য হইল)।

অনুবাদ।—এই পৃথিবী আজ ধন্য তোমার পায়ের স্পর্শে, ধন্য এই তৃণগুল্মগুলি—নখস্পর্শে ধন্য এই তরুলতা। তোমার সদয় দৃষ্টিতে নদী, গিরি, পশু ও পাখী ধন্য। ধন্য গোপীরা, যারা তোমার বাহুযুগলের মধ্যে বক্ষের স্পর্শ পেয়েছে—যে বক্ষের স্পর্শ পেতে লক্ষ্মীও কামনা করেন ॥ ৭৪ ॥

তথাহি—তত্রৈব ১০।২১।১৯

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং,
নির্যোগ-পাশকৃতলক্ষণয়োর্ব্বিচিত্রম্ ॥ ৭৫

অন্বয়ঃ।—সখ্যঃ (হে সখীগণ) গোপকৈঃ (গোপবালকগণের সঙ্গে) অনুবনং (বনে বনে) গাঃ নয়তঃ (গোচারণকারী) নির্যোগ-পাশকৃতলক্ষণয়োঃ (মস্তকে গাভী সকলের পাদবন্ধন রজ্জু এবং স্কন্ধে দুর্দ্দান্ত গোসমূহের বন্ধনরজ্জু ধারণকারী) রামকৃষ্ণয়োঃ (শ্রীরামকৃষ্ণের) কলপদৈঃ (মধুরধ্বনিযুক্ত) উদার-বেণুস্বনৈঃ (শ্রবণসুখদ বেণু ধ্বনিতে) তনুভৃৎসু (দেহধারী প্রাণিগণের মধ্যে) গতিমতাং (জঙ্গম প্রাণিবর্গের) অস্পন্দনং (নিশ্চলতা রূপ স্থাবর ধর্ম্ম) তরূণাং (স্থাবর বৃক্ষ সমূহের) পুলকঃ (পুলকরূপ জঙ্গম ধর্ম্ম) ইতি (ইহা) বিচিত্রম্ (অত্যন্ত আশ্চর্য্য)।

অনুবাদ।—হে সখীগণ! একি আশ্চর্য্য! গোপ-বালকদের সঙ্গে গাভীগুলিকে বন থেকে বনান্তরে নিয়ে যাবার সময় গো-বন্ধন-দড়ি কাঁধে কৃষ্ণ-বলরামের উদার ও মধুরস্বর বাঁশীর স্বরে—প্রাণীদের মধ্যে যারা জঙ্গম তারা স্তম্ভিত হয়ে গেছে, আর তরু ইত্যাদি যারা স্থাবর তারা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে ॥ ৭৫ ॥

তথাহি—১০ অং ৯ শ্লোকঃ

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ,
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮২ পরিচ্ছেদে ৫৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৭৬ ॥

তথাহি—তত্রৈব ২ স্কং ৪ অং ১৮ শ্লোকঃ

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দ-পুক্কশাঃ,
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেহন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ,
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৭৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদে ৬৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৭৭ ॥

আগে তের অর্থ কৈল আর ছয় এই (১)।
ঊনবিংশ অর্থ হৈল মিলি এই দুই ॥

এই ঊনিশ অর্থ করিল আগে শুন আর।
'আত্মা' শব্দে দেহ কহে চারি অর্থ তার (২)॥
দেহারাম দেহে ভজে দেহোপাধি ব্রহ্ম।
সৎসঙ্গে সেই করে শ্রীকৃষ্ণভজন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮৭ অং ১৮ শ্লোকঃ

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ,
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং,
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥ ৭৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদে ৫৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৭৮ ॥

দেহারাম কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি করয়ে ভজন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ১৮ অং ১২ শ্লোকঃ

কর্ম্মণ্যস্মিন্নানাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥ ৭৯

অন্বয়ঃ।—অস্মিন্ (এই) অনাশ্বাসে (অবিশ্বসনীয়) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) ধূমধূম্রাত্মনাং (ধূম সেবনে ধূম্রবর্ণ দেহ) অস্মাকম্ (আমাদের) ভবান্ (আপনি) মধু (মধুর) গোবিন্দপাদ-পদ্মাসবং (গোবিন্দ পাদপদ্মমধু) আপায়য়তি (পান করাইতেছেন)।

অনুবাদ।—[শৌনক প্রভৃতি মুনিরা সূতকে বলছেন]—এই যজ্ঞকর্ম্মে আর আস্থা নাই। যজ্ঞধূমে আমাদের দেহ মলিন ও মন নীরস হয়ে গিয়েছিল। আপনিই সুন্দরভাবে গোবিন্দের চরণ-কমলের মধু পান করালেন ॥ ৭৯ ॥

তপস্বী প্রভৃতি যত দেহারাম হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৪ স্কং ২১ অং ৩১ শ্লোকঃ

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।

(১) মন, যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি (স্বভাবের অর্থ), স্থাবর ও জঙ্গম এই ছয়।

(২) 'চারি অর্থ'—দেহারাম, কর্ম্মনিষ্ঠ, তপস্বী ও সর্ব্বকাম।

সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী,
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥ ৮০

অন্বয়ঃ।—যৎপাদ সেবাভিরুচিঃ অন্বহং (যাহার পদসেবার অভিলাষে সর্ব্বদা) এধতী (বৃদ্ধি পাইতে থাকে) সতী (শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা) পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ (অর্থাৎ গঙ্গা) যথা (যেমন) তপস্বিনাং ধিয়ঃ (তপস্বিগণের বুদ্ধি) অশেষজন্মোপচিতং (বহুজন্মোপচিত, বহুজন্মসঞ্চিত) মলং (মলিনতাকে) ক্ষিণোতি (ক্ষয় করিয়া দেয়)।

অনুবাদ।—সর্ব্বদা কৃষ্ণপদ সেবার ইচ্ছা তাঁর পায়ের অঙ্গুষ্ঠ থেকে নির্গত গঙ্গার মতনই পবিত্র। এই সেবার অভিরুচি বা ইচ্ছা প্রতিদিনই বেড়ে চলে এবং তপস্বীদের জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত বাসনা মুহূর্ত্তে নষ্ট ক'রে দেয় ॥ ৮০ ॥

দেহারাম, সর্ব্বকাম, সর্ব্ব আত্মারাম।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ে সব কাম ॥

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে ৭ অঃ ২৮ শ্লোকঃ

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব-মুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং,
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥ ৮১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলার ২২ পরিচ্ছেদে ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৮১ ॥

এই চারি অর্থ সহ হইল তেইশ অর্থ।
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥
'চ' শব্দ সমুচ্চয়ে আর অর্থ কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
নির্গ্রন্থ হইয়া, ইহা 'অপি' নির্দ্ধারণে।
'রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ' যথা বিহরয়ে বনে ॥
'চ' শব্দ অন্বাচয়ে অর্থ কহে আর।
'বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয়' যৈছে (১) প্রকার ॥

কৃষ্ণমনন মুনি, কৃষ্ণে সর্ব্বদা ভজয়।
আত্মারামা অপি ভজে গৌণ অর্থ কয় (২) ॥
'চ' এবার্থে, 'মুনয় এব' কৃষ্ণ ভজয়।
আত্মারামা অপি, অপি গর্হা অর্থ কয় ॥
নির্গ্রন্থ হঞা এই দুঁহার বিশেষণ।
আর অর্থ শুন যৈছে সাধুর সঙ্গম ॥
'নির্গ্রন্থ' শব্দে কহে তবে ব্যাধ নির্ধন।
সাধুসঙ্গে সেহো করে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ॥
'কৃষ্ণরামশ্চ এব' হয় কৃষ্ণ-মনন।
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম্ ॥
এক ভক্ত-ব্যাধের কথা শুন সাবধানে।
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ-মহিমার জ্ঞানে ॥
এক দিন শ্রীনারদ, দেখি নারায়ণ।
ত্রিবেণী-স্নানে প্রয়াগে করিল গমন ॥
বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমে পড়ি।
বাণবিদ্ধ ভগ্ন-পদ করে ধড়ফড়ি ॥
আর কত দূরে এক দেখিল শূকর।
তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপদ করে ধড়ফড় ॥
ঐছে এক শশক দেখে আর কত দূরে।
জীবের দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুল অন্তরে ॥
কত দূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষে ওত (৩) হঞা।
মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া ॥
শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র মহাভয়ঙ্কর।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে যেন যম দণ্ডধর ॥
পথ ছাড়ি নারদ তার নিকটে চলিলা।
নারদ দেখিয়া মৃগ সব পলাইলা ॥
ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তাঁরে গালি দিতে চায়।
নারদপ্রভাবে মুখে গালি না বাহিরায় ॥

(১) হে ব্রাহ্মণ বলক, তুমি ভিক্ষায় গমন কর, আসিবার সময় গরুটিকে আনিও। 'যৈছে'—যে।

(২) কৃষ্ণমননশীল শ্রীনারদাদি মুনিঋষিরা প্রথমাবধিই কৃষ্ণভজন করেন, অতএব এইটি মুখ্যার্থ, আর পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মোপাসক প্রভৃতি আত্মরামগণও তত্তদুপাসনা প্রভৃতি ত্যাগানন্তর কৃষ্ণভজন করেন, অতএব এইটি গৌণার্থ।

(৩) 'ওত'—অন্তরাল।

গোঁসাঞি প্রমাণপথ (১) ছাড়ি কেন আইলা।
তোমা দেখি মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা॥
নারদ কহে পথ ভুলি আইলাম পুছিতে।
মনে এক সংশয় হয় তাহা খণ্ডাইতে॥
পথে যে শূকর মৃগ জানি তোমার হয়।
ব্যাধ কহে যেই কহ সেইত নিশ্চয়॥
নারদ কহে যদি জীবে মার তুমি বাণ।
অর্দ্ধমারা কর কেন না লও পরাণ॥
ব্যাধ কহে শুন গোঁসাঞি মৃগারি মোর নাম।
পিতার শিক্ষায় আমি করি ঐছে কাম॥
অর্দ্ধমারা জীব যদি ধড়ফড় করে।
তবে ত আনন্দ মোর বাড়য়ে অন্তরে॥
নারদ কহে এক বস্তু মাগি তোমা স্থানে।
ব্যাধ কহে মৃগাদি লহ যেই তোমার মনে॥
মৃগছাল চাহ যদি আইস মোর ঘরে।
যেই চাহ তাহা দিব মৃগব্যাঘ্রাম্বরে॥
নারদ কহে ইহা আমি কিছুই না চাই।
আর এক বস্তু আমি মাগি তোমার ঠাঞি॥
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবে।
প্রথমেই মারিবে, অর্দ্ধমারা না করিবে॥
ব্যাধ কহে কিবা দান মাগিলা আমারে।
অর্দ্ধ মারিলে কিবা হয়, তাহা কহ মোরে॥
নারদ কহে অর্দ্ধ মারিলে জীব পায় ব্যথা।
জীবে দুঃখ দিছ তোমার হইবে অবস্থা (২)॥
ব্যাধ তুমি জীব মার এ-অল্পপাপ তোমার।
কদর্থনা (৩) দিয়া মার, এ পাপ অপার॥
কদর্থিয়া তুমি যত মারিলে জীবেরে।
তারা তোমা তৈছে মারিবে জন্ম-জন্মান্তরে॥
নারদের সঙ্গে ব্যাধের মন প্রসন্ন হৈল।
তাঁর বাক্য শুনি মনে ভয় উপজিল॥
ব্যাধ কহে বাল্য হৈতে মোর এই কর্ম্ম।
কেমনে তরিব আমি পামর অধম॥
এই পাপ যায় মোর কেমন উপায়।
নিস্তার করহ মোরে পড়োঁ তুয়া পায়॥
নারদ কহে যদি ধর আমার বচন।
তবে ত করিতে পারি তোমার মোচন॥
ব্যাধ কহে যেই কহ সেইত করিব।
নারদ কহে ধনুক ভাঙ্গ তবে সে কহিব॥
ব্যাধ কহে ধনুক ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে।
নারদ কহে আমি অন্ন দিব প্রতিদিনে॥
ধনুক ভাঙ্গিয়া ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িল।
তারে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈল॥
ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ যত আছে ধন।
এক এক বস্ত্র পরি বাহির হও দুইজন (৪)॥
নদীতীরে একখানি কুঁড়িয়া করিয়া।
তার আগে এক পিণ্ডি তুলসী রোপিয়া॥
তুলসী পরিক্রমা কর তুলসীসেবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর সংকীর্ত্তন॥
আমি তোমা বহু অন্ন পাঠাব দিনে দিনে।
সেই অন্ন লবে যত খাও দুই জনে॥
তবে সেই তিন মৃগ (৫) নারদ সুস্থ কৈল।
সুস্থ হয়ে তিন মৃগ ধাইয়া পলাইল॥
দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার।
যথাস্থানে গেলা নারদ ব্যাধ গেল ঘর॥
নারদের উপদেশ সকল করিল।
গ্রামে ধ্বনি হৈল ব্যাধ বৈষ্ণব হইল॥
গ্রামের লোক সব অন্ন আনিতে লাগিল।
অন্ন আনি সবে তাঁর আগেতে ধরিল॥
একদিনে অন্ন আনে দশ বিশ জনে।
দিলে তত লয় যত খায় দুই জনে॥
একদিন নারদ গোঁসাঞি কহিল পর্ব্বতে(৬)।
আমার এক শিষ্য আছে চলহ দেখিতে॥

(১) 'প্রমাণপথ'—প্রসিদ্ধ পথ।
(২) 'অবস্থা'—দুঃখ, কষ্ট। (৩) 'কদর্থনা'—কষ্ট।
(৪) 'দুইজন'—ব্যাধ ও তৎপত্নী।
(৫) 'মৃগ'—পশু।
(৬) 'পর্ব্বতে'—পর্ব্বত নামক মুনিকে।

তবে দুই ঋষি আইলা সেই ব্যাধস্থানে।
দূর হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দর্শনে ॥
আস্তে ব্যস্তে ধাঞা আসে পথ নাহি পায়।
পথে পিপীলিকাদি ইতিউতি ধায় ॥
দণ্ডবৎ স্থানে পিপীলিকাদি দেখিয়া।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥
নারদ কহে ব্যাধ এই না হয় আশ্চর্য্য।
হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্য হয় সাধুবর্য্য (১) ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১।২।১২৮

এতে নহদ্ভুতা ব্যাধ
তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে
ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥ ৮২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৬২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৮২ ॥

তবে সেই ব্যাধ দুঁহা অঙ্গনে আনিল।
কুশাসন আনি দুঁহা ভক্ত্যে বসাইল ॥
জল আনি, ভক্ত্যে দুঁহার পদ প্রক্ষালিল।
সেই জল স্ত্রী পুরুষে পিয়া শিরে লৈল ॥
কম্প পুলকাশ্রু হয় কৃষ্ণনাম গাঞা।
ঊর্দ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া ॥
দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত মহামুনি।
নারদেরে কহে তুমি হও স্পর্শমণি ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১।৩।১০

অহো! ধন্যোঽসি দেবর্ষে
কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে
লুব্ধকো রতিমচ্যুতে ॥ ৮৩

অন্বয়ঃ।—অহো (হে) দেবর্ষে (নারদ)! 'ত্বং' ধন্যঃ অসি (তুমি ধন্য) যস্য (তব) কৃপয়া (কৃপায়) তৎক্ষণাৎ (কৃপাপ্রাপ্তিমাত্রেই) নীচঃ লুব্ধকঃ অপি (নীচজাতি ব্যাধও) উৎপুলকঃ (পুলকিত হইয়া) অচ্যুতে (শ্রীকৃষ্ণে) রতিঃ (ভক্তি) লেভে (লাভ করিয়াছে)।

অনুবাদ।—আহা দেবর্ষি! তুমি ধন্য। তোমার দয়া পাওয়া মাত্র নীচ ব্যাধও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে পুলকিত হয়ে উঠেছে ॥ ৮৩ ॥

নারদ কহে বৈষ্ণব তোমার অন্ন কিছু আয়ে(২)।
ব্যাধ কহে যারে পাঠাও সেই দিয়া যায়ে ॥
এত অন্ন না পাঠাও কিছু কার্য্য নাই।
সবে দুই জনার যোগ্য ভক্ষ্যমাত্র চাই ॥
নারদ কহে ঐছে রহ তুমি ভাগ্যবান্।
এত বলি দুই জন হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
এইত কহিল তোমায় ব্যাধের আখ্যান।
যা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গ-প্রভাবজ্ঞান ॥
এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল।
এই দুই অর্থ মিলি ছাব্বিশ অর্থ হৈল ॥
আর অর্থ শুন যাহা অর্থের ভাণ্ডার।
স্থূলে দুই অর্থ, সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার ॥
আত্মা শব্দে কহে সর্ব্ববিধ ভগবান্।
এক স্বয়ং ভগবান্ আর ভগবানাখ্যান ॥
তাঁতে রমে যেই, সেই সব আত্মারাম।
বিধিভক্ত, রাগভক্ত, দুইবিধ নাম ॥
দুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার।
পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর ॥
জাতাজাত রতিভেদে সাধক দুই ভেদ।
বিধি-রাগ মার্গে চারি চারি অষ্ট ভেদ ॥
বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ পারিষদদাস।
সখা, গুরু, কান্তাগণ চারি ত প্রকাশ ॥
সাধনসিদ্ধ দাস, সখা, গুরু, কান্তাগণ।
উৎপন্নরতি সাধক-ভক্ত চারিবিধ জন ॥
অজাতরতি সাধক ভক্ত এ চারি প্রকার।
বিধিমার্গে ভক্ত ভেদ ষোড়শ প্রকার ॥
রাগমার্গে ঐছে আর ভক্ত ষোল ভেদ।
দুই মার্গে আত্মারাম বত্রিশ বিভেদ ॥

(১) 'সাধুবর্য্য'—সাধুপ্রধান।

(২) 'আয়ে'—আইসে।

'মুনি' 'নির্গ্রন্থ' 'চ' 'অপি' চারশব্দের অর্থ।
যাহা যেই লাগে তাহা করয়ে সমর্থ (১) ॥
বত্রিশ ছাব্বিশ মিলি অষ্টপঞ্চাশ।
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ ॥
ইতরেতর 'চ' দিয়া সমাস করিয়ে।
আটান্নবার আত্মারাম নাম লইয়ে ॥
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আটান্নবার।
শেষে সব লোপ করি রাখি একবার ॥

তথাহি—বিশ্বপ্রকাশে ;—
সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ
উক্তার্থানামপ্রয়োগ ইতি ॥ ৮৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদে ৫০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৮৪ ॥

আটান্নবার চকারে সব লোপ হয়।
এক আত্মারাম শব্দে আটান্ন অর্থ কয় ॥

তথাহি—বিশ্বপ্রকাশে।

উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থ-
বৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ ॥ ৮৫

অনুবাদ।—অশ্বত্থবৃক্ষাঃ বটবৃক্ষাঃ কপিত্থবৃক্ষাঃ আম্রবৃক্ষাঃ এই শব্দগুলির দ্বন্দ্ব সমাস-নিষ্পন্ন পদ হবে 'বৃক্ষাঃ' ; অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি শব্দগুলি লুপ্ত হবে ॥ ৮৫ ॥

'অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি' যৈছে হয়।
তৈছে সব আত্মারাম কৃষ্ণভক্তি করয় ॥
আত্মারামাশ্চ সমুচ্চয়ে কহিয়ে 'চ'কার।
'মুনয়শ্চ' ভক্তি করে এই অর্থ তার ॥
নির্গ্রন্থ এব হঞা, অপি নির্দ্ধারণে।
এই ঊনষষ্টি প্রকার অর্থ করিল ব্যাখ্যানে ॥
সর্ব্ব সমুচ্চয়ে এক আর অর্থ হয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ' ভজয় ॥
'অপি' শব্দ অবধারণে সেহো চারিবার।
চারি শব্দ সঙ্গে এবে করিব উচ্চার ॥

(১) 'সমর্থ'—অন্বয়যুক্ত।

যথা ;—

উরুক্রম এব, ভক্তিমেব,
অহৈতুকীমেব, কুর্ব্বন্ত্যেব ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ।—উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণেই ভক্তি থাকবে—অন্য দেবতায় নয়, ভক্তির সাধনাই করব—জ্ঞান কর্ম্মের সাধনা নয়, অহৈতুকী ভক্তিই থাকবে—সহেতুক ভক্তি নয়, কৃষ্ণ সুখের জন্যই সে ভক্তি—আত্মসুখের জন্য নয় ॥ ৮৬ ॥

এই ত করিল শ্লোকের ষষ্টিসংখ্য অর্থ।
আর এক অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥
'আত্মা' শব্দ কহে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব লক্ষণ।
ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত তার শক্তিতে গণন ॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে ৬।৭।১১

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা
ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা
তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৮৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৭ম পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৮৭ ॥

তথা চ অমরঃ ;—স্বর্গবর্গে

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং
প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়াম্ ॥ ৮৮

অনুবাদ।—ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্মা, পুরুষ একার্থক, এবং ক্লীবলিঙ্গ "প্রধান" ও স্ত্রীলিঙ্গ "প্রকৃতি" একার্থক ॥ ৮৮ ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
তবে সব ত্যজি সেহো কৃষ্ণকে ভজয় ॥
ষাটি অর্থ কহিল এক কৃষ্ণের ভজন।
সেই অর্থ হয় এই সব উদাহরণ ॥
একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা সঙ্গে।
তোমার ভক্তিবলে উঠে অর্থের তরঙ্গে ॥

তথাহি প্রাচীনশ্লোকঃ

ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া ॥৮৯

টীকা।—ভক্ত্যা ভাগবতং ভাগবতার্থং গ্রাহ্যং

গ্রহীতুং শক্যম্। ন চ বুদ্ধ্যা বিচারেণ টীকয়া বা গ্রাহ্যমিতি ॥

অনুবাদ।—ভক্তিতেই শ্রীমদ্‌ভাগবতের মর্ম্মার্থ অন্তরে প্রকাশিত হয়। সে অর্থের মর্ম্ম বুদ্ধি দিয়েও বোঝা যায় না, টীকা দিয়েও জানা যায় না ॥ ৮৯॥

অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া।
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া ॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সব বেদ-প্রবর্ত্তন ॥
তুমি বক্তা ভাগবতের তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ ॥
প্রভু কহে কেন কর আমার স্তবন।
ভাগবতের স্বরূপ কেন না কর বিচারণ ॥
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয় ॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ১ অং ২৩ শ্লোকঃ

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে
ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে
ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ ॥ ৯০

অন্বয়ঃ।—যোগেশ্বরে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি, (যোগেশ্বর ব্রহ্মণ্যদেব ধর্ম্মরক্ষক) কৃষ্ণে (শ্রীকৃষ্ণ) স্বাং কাষ্ঠাং (নিজধাম) উপেতে (গমন করিলে) অধুনা ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ (এক্ষণে ধর্ম্ম কাহার শরণাগত হইল) 'এতদপি' ব্রূহি (বলুন)।

অনুবাদ।—যিনি যোগেশ্বর, যিনি ব্রহ্মণ্যদেব যিনি ধর্ম্মের রক্ষক সেই কৃষ্ণ আপন ধামে চলে গেলে ধর্ম্ম এখন কার আশ্রয়ে এলেন—তাও বলুন ॥ ৯০ ॥

তথাহি—তত্রৈব ১।৩।৪৫

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে
ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ
পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥ ৯১

অন্বয়ঃ।—ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ কৃষ্ণে স্বধামোপগতে 'সতি' (ধর্ম্মজ্ঞানাদি সহ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যধামে গমন করিলে) কলৌ নষ্টদৃশাম্ (কলিযুগে অজ্ঞানান্ধকারে নষ্টদৃষ্টি বিবেকশূন্য জীবের পক্ষে) এষঃ পুরাণার্কঃ (শ্রীমদ্ভাগবত স্বরূপ পুরাণসূর্য্য) অধুনা উদিতঃ (এক্ষণে উদিত হইয়াছেন)।

অনুবাদ।—ধর্ম্ম জ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজের ধামে চ'লে গেলে কলিযুগের অন্ধ জীবের জন্যে পুরাণ (শ্রীমদ্‌ভাগবত) রূপ সূর্য্য এখন উদিত হয়েছে ॥ ৯১ ॥

এইত করিল এক শ্লোকের ব্যাখ্যান।
বাতুলের প্রলাপ করি কে করে প্রমাণ ॥
আমা হেন যেবা কেহ বাতুল সে হয়।
এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয় ॥
পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণব-স্মৃতি করিবারে ॥
মুঞি নীচ জাতি কিছু না জানো আচার।
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পরচার ॥
সূত্র করি দিশা (১) যদি কর উপদেশ।
আপনি করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ ॥
তবে তার দিশা স্ফুরে মো নীচ হৃদয়ে।
ঈশ্বর তুমি, যে কহাও, সেই সিদ্ধ হয়ে ॥
প্রভু কহে যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ ॥
তথাপি সূত্ররূপ শুন দিগ্‌দরশন।
সর্ব্বকারণ লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ ॥
গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দোঁহার পরীক্ষণ।
সেব্য ভগবান্, সব মন্ত্র-বিচারণ ॥
মন্ত্র-অধিকারী মন্ত্র সিদ্ধ্যাদি-শোধন।
দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি কৃত্য, শৌচ, আচমন ॥

(১) 'সূত্র করি'—সংক্ষেপ করিয়া। 'দিশা'—রীতি।

দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদি বন্দন।
গুরুসেবা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র চক্রাদি ধারণ ॥
গোপীচন্দন, মালাধৃতি, তুলসী আহরণ।
বস্ত্র পীঠ, গৃহ-সংস্কার, কৃষ্ণ-প্রবোধন ॥
পঞ্চ, ষোড়শপঞ্চাশৎ উপচারে অর্চ্চন।
পঞ্চকাল পূজা আরতি কৃষ্ণের ভোজনশয়ন ॥
শ্রীমূর্ত্তি লক্ষণ আর শালগ্রাম লক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্রযাত্রা, কৃষ্ণমূর্ত্তিদরশন ॥
নামমহিমা, নামাপরাধ, দূরেতে বর্জ্জন।
বৈষ্ণব-লক্ষণ সেবা-অপরাধ খণ্ডন ॥
শঙ্খ জল গন্ধ পুষ্প ধূপাদি লক্ষণ।
জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ, বন্দন ॥
পুরশ্চরণ-বিধি কৃষ্ণ-প্রসাদ-ভোজন।
অনিবেদ্য-ত্যাগ, বৈষ্ণব-নিন্দাদি-বর্জ্জন ॥
সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুর সেবন।
অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ ॥
দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি-বিবরণ।
মাসকৃত্য জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ ॥
একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী ॥
এই সবের বিদ্ধাত্যাগ অবিদ্ধাকরণ (১)।
অকরণে দোষ কৈলে ভক্তিলম্ভন (২) ॥
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণবচন।
শ্রীমূর্ত্তি বিষ্ণুমন্দির করণ লক্ষণ ॥
সামান্য সদাচার আর বৈষ্ণব আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব স্মার্ত্ত ব্যবহার ॥
এই সংক্ষেপে করিল দিগ্‌দরশন।
যবে তুমি লিখিবে "কৃষ্ণ" করাবে স্ফুরণ ॥
এইত কহিল প্রভুর সনাতনে প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ ॥

(১) 'বিদ্ধা'—পূর্ব্ববর্ত্তী তিথির সহিত যুক্ত তিথি। বিদ্ধাতিথিতে উপবাসাদি নিষিদ্ধ, অবিদ্ধাতেই তাহা কর্ত্তব্য।

(২) 'ভক্তিলম্ভন'—ভক্তিলাভ।

নিজ গ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া।
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া ॥

তথাহি—চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৯।৪৫

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণি-
স্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং,
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং
বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো
বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ,
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব
প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্ ॥ ৯২

অন্বয়ঃ।—গৌড়েন্দ্রস্য (গৌড়েশ্বরের) সভাবিভূষণমণিঃ (সভাসজ্জার মণিস্বরূপ) রূপস্যাগ্রজঃ যঃ এষঃ এব ঋদ্ধাং শ্রিয়ং ত্যক্ত্বা (রূপের অগ্রজ যিনি সমৃদ্ধ সম্পদ-লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া) তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে (নবীন বৈরাগ্যলক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়াছেন)। অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ঃ (অন্তর্নিহিত ভক্তিরসে পরিপূর্ণহৃদয়) বাহ্যে অবধূতাকৃতিঃ (বাহিরে অবধূত-বেশধারী) 'যঃ' শৈবালৈঃ পিহিতম্ মহাসরঃ ইব (শেহালায় আচ্ছাদিত মহাসরোবরের ন্যায়) তদ্বিদাং প্রীতিপ্রদঃ (অভিজ্ঞ জনগণের আনন্দপ্রদ ছিলেন)।

অনুবাদ।—শ্রীসনাতন গোস্বামী ছিলেন গৌড়েশ্বরের সভার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। তিনি রূপ গোস্বামীর বড় ভাই। প্রৌঢ়াকে পরিত্যাগ করে নবীনাকে গ্রহণ করার মত তিনি সম্পদ্ পরিত্যাগ করে বৈরাগ্যকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর হৃদয় ছিল গভীর গোপন ভক্তিরসে পরিপূর্ণ, যদিও বাইরে থেকে তাঁকে দেখলে মনে হোতো কঠোর সন্ন্যাসী। শ্যাওলায় ঢাকা প্রকাণ্ড সরোবরের মত সকলের কাছে তাঁর এই অন্তঃস্বরূপ প্রকাশিত ছিল না—যারা জানত রসের সন্ধান—তারাই আনন্দ লাভ করত ॥ ৯২

তথাহি—তত্রৈব ৯।৪৬

তং সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণো-
র্দৃষ্টিপূর্ব্বমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।

আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্ভ্যাং
সানুকম্পমথ চম্পকগৌরঃ ॥ ৯৩

অন্বয়ঃ।—অতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ চম্পকগৌরঃ (অতিমাত্রায় দয়ালু চম্পক পুষ্পের ন্যায় গৌরবর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব) অক্ষ্ণোঃ (চক্ষুর্দ্বয়ে) দৃষ্টিপূর্ব্বম্ (দেখিয়া) উপাগতং তং সনাতনং (নিকটে আগত সেই সনাতনকে) পরিঘায়তদোর্ভ্যাং (সুদীর্ঘবাহুদ্বারা) সানুকম্পম্ আলিলিঙ্গ (কৃপাপূর্ব্বক আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—চাঁপাফুলের মত গৌরবর্ণ শ্রীচৈতন্য অতিশয় দয়ালু। দূর থেকেই তিনি সনাতনকে আসতে দেখে সুদীর্ঘ বাহুযুগলে অনুকম্পার সঙ্গে আলিঙ্গন করেছিলেন ॥ ৯৩ ॥

তত্রৈব—৯।৪৮

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা,
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ৯৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৯ পরিচ্ছেদে ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৯৪ ॥

এইত কহিল সনাতনে প্রভুর প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে খণ্ডে সব অবসাদ ॥
কৃষ্ণের স্বরূপগণের সকল হয় জ্ঞান।
বিধি-রাগমার্গে সাধনভক্তির বিধান ॥
কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তিরস, ভক্তির সিদ্ধান্ত।
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানেন সব অন্ত ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ।
যার প্রাণধন, সেই পায় এই ধন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি
শ্লোকব্যাখ্যায়াং সনাতনানুগ্রহোনাম
চতুর্ব্বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ॥ ১

অন্বয়ঃ।—প্রভুঃ সনাতনং সুসংস্কৃত্য (শ্রীমহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে সুশিক্ষাদান করিয়া) কাশীনিবাসিনঃ সন্ন্যাসিমুখান্ বৈষ্ণবীকৃত্য নীলাদ্রিম্ আগমৎ (কাশীনিবাসী সন্ন্যাসিগণকে বৈষ্ণব করিয়া নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—কাশীধামের প্রধান সন্ন্যাসীদের বৈষ্ণব করে এবং সনাতনকে ভক্তি-শিক্ষা দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরে এলেন॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এই মত মহাপ্রভু দুই মাস পর্য্যন্ত।
শিখাইল তাঁরে ভক্তি সিদ্ধান্তের অন্ত॥
পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া শেখরের সঙ্গী।
প্রভুকে কীর্ত্তন শুনায় অতিবড় রঙ্গী॥
সন্ন্যাসীরে গণে প্রভু যদি উপেক্ষিল।
ভক্তদুঃখ খণ্ডাইতে পশ্চাৎ কৃপা কৈল॥
সন্ন্যাসীর কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া।
উদ্দেশ কহিয়ে ইঁহা সংক্ষেপ করিয়া॥
যাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দা করে সন্ন্যাসীর গণ।
শুনি দুঃখে মহারাষ্ট্রী করয়ে চিন্তন॥
প্রভুর স্বভাব তাঁরে দেখে যেই জনে।
স্বরূপ অনুভবি তাঁরে ঈশ্বর করি মানে॥
কোন প্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে।
ইঁহারে দেখি সন্ন্যাসিগণ হবে ইঁহার ভক্তে॥
বারাণসী-বাস আমার হয় সর্ব্বকালে।
সর্ব্বকাল দুঃখ পাব ইহা না করিলে॥
এই চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে।
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে॥
হেনকালে নিন্দা শুনি শেখর তপন।
দুঃখ পাঞা প্রভুপদে কৈল নিবেদন॥
ভক্তদুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্তিল।
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হৈল॥
হেনকালে বিপ্র আসি কৈল নিমন্ত্রণ।
অনেক দৈন্যাদি করি ধরিল চরণ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা।
আর দিন মধ্যাহ্ন করি তাঁর ঘরে গেলা॥
তাঁহা যৈছে কৈল প্রভু সন্ন্যাসী নিস্তার।
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার॥
গ্রন্থ বাড়ে পুনরুক্ত হয়ত কথন।
তাঁহা যে না লিখিল তাহা করিয়ে লিখন॥
যে দিবসে প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল।
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল॥
লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে।
নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে॥
সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু ভক্তি করে সার।
সুযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার॥
উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
সর্ব্বলোক হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন॥
প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ।
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী (১) করে ছাড়ি অধ্যয়ন॥
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাঁহার সমান।
সভামধ্যে কহে প্রভুরে করিয়া সম্মান॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হন সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করেন অতি মনোরম॥
উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান।
শুনি পণ্ডিত লোকের জুড়ায় মন কাণ॥
সূত্র (২) উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য্য (৩) কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া॥

(১) 'গোষ্ঠী'—সভা, আলাপ-আলোচনা।
(২) 'সূত্র'—ব্যাসসূত্র।
(৩) 'আচার্য্য'—শঙ্করাচার্য্য।

আচার্য্য-কল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে।
মুখে 'হয় হয়' করে হৃদয়ে না মানে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি ॥
'হরের্নাম' শ্লোকের যেই করিল ব্যাখ্যান।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ ॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নহে ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাষে সুখে মুক্তি হয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১৪ অং ৪ শ্লোকঃ

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে।
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ২ ॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২ ॥

তথাহি—তত্রৈব ২ অং ২৬ শ্লোকঃ

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ! বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩ ॥

ব্রহ্ম শব্দে কহে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্।
তাঁরে নির্ব্বিশেষ (১) স্থাপি পূর্ণতা হয় হান ॥
শ্রুতি পুরাণ কহে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিবিলাস।
তাহা নাহি মানি পণ্ডিত করে উপহাস ॥
চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ মায়িক করি মানি।
এই বড় পাপ, সত্য চৈতন্যের বাণী (২) ॥

(১) 'নির্ব্বিশেষ'—নিরাকার।

(২) শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ দেহকে প্রাকৃতিক করিয়া মানিলে অর্থাৎ পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে ঘৃণিত করিলে মহাপাপ হয়, শ্রীচৈতন্যের ঐ বাক্যটি সত্য।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ৯ অং ৩ শ্লোকঃ

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—হে পরম অবিদ্ধবর্চ্চঃ (অনাবৃতপ্রকাশ) অবিকল্পং (ভেদশূন্য) আনন্দমাত্রম্ (আনন্দমাত্র) ভবতঃ (তোমার) যৎ স্বরূপং (যেই স্বরূপ) তৎ (তাহা) অতঃ (ইহা হইতে) পরং (ভিন্ন) ন পশ্যামি (দেখিতেছি না) আত্মন্ (হে আত্মন্) তে (তোমার) অদঃ (এই রূপ) উপাশ্রিতোঽস্মি (আশ্রয় করিলাম) যতঃ (যেহেতু) ইদং রূপম্ (এই রূপটি) বিশ্বসৃজং (বিশ্বসৃষ্টিকারী) অবিশ্বং (বিশ্ব হইতে পৃথক্) ভূতেন্দ্রিয়াত্মকম্ (ভূত সকলের ইন্দ্রিয়সমূহের কারণ) একম্ (উপাস্যগণের মধ্যে প্রধান)।

অনুবাদ।—হে পরমেশ্বর! আনন্দময়, চিন্ময় ও অদ্বিতীয় তোমার স্বরূপ থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু দেখতে পাই না। হে পরমাত্মা! তুমি বিশ্বসৃষ্টি করেছ—কিন্তু তুমি বিশ্ব থেকে ভিন্ন। তুমি অদ্বিতীয় এবং এই প্রাণিজগৎ তোমাতেই আছে। তোমার এই রূপের আশ্রয় আমি গ্রহণ করি ॥ ৪ ॥

তথাহি—তত্রৈব দশমস্কন্ধে ৪৬।৪৩

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকং বা।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তুতরাং ন বাচ্যং
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ (অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ) স্থাস্নুঃ (স্থাবর) চরিষ্ণুঃ (জঙ্গম) মহৎ (বৃহৎ) অল্পকম্ (অল্প) দৃষ্টং (দৃষ্ট) শ্রুতং (শ্রুত) [চ যৎ কিঞ্চিৎ (যাহাকিছু)] বস্তুতরাং (ভিন্ন বস্তু আছে) তৎ (তাহা) অচ্যুতাৎ বিনা (অচ্যুত ব্যতীত) ন বাচ্যং (বলা যায় না) পরমাত্মভূতঃ (পরমাত্মস্বরূপ) স এব (সেই অচ্যুতই) সর্ব্বং (সমগ্র জগৎ)।

অনুবাদ।—অতীতে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে—যত কিছু সচল বা স্থির, বড় বা ছোট বস্তু দেখা যায় বা শোনা যায়—সে সকলকে তত্ত্ববিচারে কৃষ্ণ ছাড়া

আর কিছু বলে স্বীকার করা যায় না। তিনিই সমস্ত কিছুর পরমাত্মা ॥ ৫

তথাহি—তত্রৈব ৩ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকঃ

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং তে উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—(হে) ভুবনমঙ্গল, উপাসকানাং নঃ (তোমার উপাসক আমাদের) মঙ্গলায় ধ্যানে তে (মঙ্গলের নিমিত্ত ধ্যানের সময়ে তোমার) (যৎ) দর্শিতং স্ম, তৎ বৈ ইদম্ (তোমা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিতই এইরূপ) তস্মৈ ভগবতে তুভ্যং নমঃ অনুবিধেম (সেই ভগবান্ তোমাকে অনুবৃত্তি দ্বারা নমস্কার করিতেছি) অসৎপ্রসঙ্গৈঃ নরকভাগ্‌ভিঃ যঃ (ত্বং) ন আদৃতঃ (অসৎসঙ্গী নরকগামী জনগণ কর্ত্তৃক তুমি আদৃত হও না)।

অনুবাদ।—হে ভুবনমঙ্গল! নরক যাদের গতি, যারা অসৎ-সঙ্গে কাল কাটায়—তারা তোমার আদর করে না। আমরা তোমার উপাসনা করি। আমাদের তুমি ধ্যানে দেখিয়েছ—আমাদেরই মঙ্গলের জন্যে, তোমার এই রূপ। হে ভগবান্! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৯ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকঃ

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তঃ মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—মম ভূতমহেশ্বরং পরং ভাবম্ অজানন্তঃ মূঢ়াঃ (সর্ব্বভূতমহেশ্বর আমার পরম তত্ত্ব না জানিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ) মানুষীং তনুম্ আশ্রিতং মাম্ অবজানন্তি (মানুষ দেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে)।

অনুবাদ।—আমি সকল প্রাণীর ভিতরে প্রভু-রূপে আছি, আমিই পরমাত্মা—এই তত্ত্ব না জেনে মূঢ় ব্যক্তিরা আমার মানব দেহ দেখে আমাকে মানুষ বলেই জ্ঞান করে ॥ ৭ ॥

তথাহি—তত্রৈব ১৬ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকঃ

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—দ্বিষতঃ ক্রূরান্ অশুভান্ (দ্বেষপরায়ণ ক্রূর অমঙ্গলময়) তান্ নরাধমান্ সংসারেষু (সেই সমস্ত নরাধমদিগকে সংসার মধ্যে) আসুরীষু এব যোনিষু অজস্রং ক্ষিপামি (অসুর যোনিতে অনবরতই নিক্ষেপ করি)।

অনুবাদ।—যারা নিন্দুক, নিষ্ঠুর ও অমঙ্গলকারী সেই নরাধমদের আমি সংসারে অসুররূপে বারে বারে নিক্ষেপ করি ॥ ৮ ॥

সূত্রের পরিণামবাদ, তাহা না মানিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপে ব্যাস-ভ্রান্ত বলিয়া ॥
এইত কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়।
শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা পাষণ্ড বুঝায় ॥
পরমার্থ বিচার গেল, করি মাত্র বাদ।
কাঁহা মুক্তি পাব, কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ ॥
ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করি আচ্ছাদন।
এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বচন ॥
চৈতন্য গোঁসাঞি যেই কহে সেই মত সার।
আর যত মত হয় সব ছারখার ॥
এত কহি সেই করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন ॥
আচার্য্যের আগ্রহ অদ্বৈতবাদ স্থাপিতে।
তাতে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে ॥
ভগবত্তা মানিলে অদ্বৈত না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন ॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ না হয় তাহা হৈতে ॥
মীমাংসক কহে ঈশ্বর কর্ম্মের অঙ্গ হন।
সাংখ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ ॥
ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী (১) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয় ॥
পাতঞ্জল কহে ঈশ্বরে স্বরূপ জ্ঞান।
অতএব বেদমতে কহে স্বয়ং ভগবান্ ॥

(১) 'মায়াবাদী'—অদ্বৈতবাদী।

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা বেদান্ত বর্ণন॥
বেদান্ত মতে ব্রহ্ম সাকার নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তেঁহো হয় ত সগুণ॥
পরম-কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব স্ব মত স্থাপে পর মতের খণ্ডনে॥
তাহে ছয় দর্শন (১) হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন (২) যেই কহে সেই সত্য মানি॥

তথাহি—মহাভারতে বনপর্ব্বণি ৩১৩।১১৭

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ ৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৭ পরিচ্ছেদে ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৯॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাণী অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্বসার॥
এ সব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।
প্রভুকে কহিতে সুখে করিলা গমন॥
হেনকালে মহাপ্রভু পঞ্চনদে স্নান করি।
দেখিতে চলিয়াছেন বিন্দুমাধব হরি॥
পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা॥
মাধব সৌন্দর্য্য দেখি আবিষ্ট হইলা।
অঙ্গনে আসিয়া প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥
শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন।
চারিজন মিলি করেন নাম সংকীর্ত্তন॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
চৌদিকে লক্ষ লোক বলে "হরি হরি"।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি॥

নিকটে হরিধ্বনি শুনি প্রকাশানন্দ।
কৌতুকে দেখিতে আইল লঞা শিষ্যবৃন্দ॥
দেখি প্রভুর নৃত্য গীত দেহের মাধুরী।
শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বলে "হরি হরি"॥
কম্প, স্বরভঙ্গ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ।
অশ্রুধারায় ভিজে লোক, পুলক কদম্ব॥
হর্ষ দৈন্য চাপল্যাদি সঞ্চারী বিকার।
দেখি কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার॥
লোকসংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
সন্ন্যাসীর গণ দেখি নৃত্য সম্বরিল॥
প্রকাশানন্দের কৈল প্রভু চরণ বন্দন।
প্রকাশানন্দ আসি তাঁর ধরিল চরণ॥
প্রভু কহে তুমি জগদ্‌গুরু পূজ্যতম।
আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্য সম॥
শ্রেষ্ঠ হঞা কেন কর হীনের বন্দন।
আমার সর্ব্বনাশ হয় তুমি ব্রহ্মসম॥
যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্ম সম ভাসে।
লোক-শিক্ষা লাগি ঐছে করিতে না আইসে॥
তেঁহো কহে তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল।
তোমার চরণ-স্পর্শে সব ক্ষয় হৈল॥

তথাহি—বাসনাভাষ্যধৃতপরিশিষ্টবচনম্

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—যদি (যদি) অচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবতি (যাঁহার মহতী শক্তি চিন্তার অতীত, অর্থাৎ যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সেই ভগবানে) অপরাধিনঃ [স্যুঃ] (অপরাধী হয়) [তর্হি (তবে)] জীবন্মুক্তাঃ অপি (যাঁহারা জীবন্মুক্ত তাঁহারাও) পুনঃ সংসারবাসনাং যান্তি (পুনরায় সংসারবাসনা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সংসারে পতিত হন)।

অনুবাদ।—ভগবানের শক্তি বিরাট ও চিন্তার অতীত। এমন ভগবানে যারা অপরাধী হয় তারা জীবন্মুক্ত পুরুষ হলেও আবার সংসার-বাসনার বন্ধনে পতিত॥ ১০॥

(১) 'ছয় দর্শন'—মীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও বেদান্ত।
(২) 'মহাজন'—ভগবদ্ভক্ত।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩৪ অং ৯ শ্লোকঃ

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্॥১১

অন্বয়ঃ।—ভগবতঃ (ভগবানের) শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ (শ্রীচরণস্পর্শে যাহার সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হইয়াছে তাদৃশ) সঃ (সেই) সর্পবপুঃ (সর্পদেহ) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) বিদ্যাধরার্চ্চিতং (বিদ্যাধরগণ কর্ত্তৃক পূজিত) রূপং (রূপ) ভেজে (লাভ করিয়াছিল)।

অনুবাদ।—[সুদর্শন নামে বিদ্যাধর ঋষি অঙ্গিরার শাপে সাপ হয়েছিল]। ভগবানের শ্রীপাদের স্পর্শ পেয়ে সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হ'য়ে গেলে সে সর্পদেহ ত্যাগ ক'রে বিদ্যাধরের পক্ষেও লোভনীয় রূপ লাভ করেছিল॥ ১১॥

প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু আমি জীব হীন।
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন॥
জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি করে যেই ব্রহ্ম রুদ্রসম।
নারায়ণে মানে তারে পাষণ্ডে গণন॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসে ১।৭৩
পদ্মোত্তরখণ্ডবচনং ২৩।১২

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ১২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৮ পরিচ্ছেদে ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১২॥

প্রকাশানন্দ কহে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।
তবু যদি কর তাঁর দাস অভিমান॥
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা হৈতে।
সর্ব্বনাশ হয় আমার তোমার নিন্দাতে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ স্কং ১৪ অং ৫ শ্লোকঃ

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ ১৩॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৯ পরিচ্ছেদে ১৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৩॥

তত্রৈব—১০ স্কং ৪ অং ৪৬ শ্লোকঃ

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥ ১৪॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৫ পরিচ্ছেদে ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৪॥

তথাহি—তত্রৈব ৭ স্কং ৫ অং ৩২ শ্লোকঃ

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ ১৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২২ পরিচ্ছেদে ২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৫॥

এবে তোমার পদাব্জে মোর উপজিবে ভক্তি।
তার লাগি করি তোমার চরণে প্রণতি॥
এত বলি প্রভু লঞা তথায় বসিলা।
প্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিলা॥
মায়াবাদে (১) কৈলে যত দোষের আখ্যান।
সবে জানি আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান॥
সূত্রের করিলে তুমি মুখ্যার্থ বিবরণ।
তাহা শুনি সবার হৈল চমৎকার মন॥
তুমি ত ঈশ্বর তোমার আছে সর্ব্বশক্তি।
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি শুনিতে হয় মতি॥
প্রভু কহেন 'আমি জীব' অতি তুচ্ছ জ্ঞান।
ব্যাস-সূত্রের গভীরার্থ ব্যাস ভগবান্॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনি সূত্র করিয়াছে ব্যাখ্যানে॥
যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকী বিবরিয়া কয়॥
ব্রহ্মারে নারায়ণ চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল॥
সেই অর্থ নারদ ব্যাসদেবেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল॥

---

(১) 'মায়াবাদে'—রজ্জুসর্পবৎ জগৎ মিথ্যা, এই কথনে।

এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ।
শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥
চারিবেদ উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥
যেই সূত্রের যেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক-নিবন্ধন (১) ॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোক উপনিষদ কহে এক মত ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৮ স্কং অং ১০ শ্লোকঃ

আত্মাবাস্যমিদং সর্ব্বং
যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা
মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—জগত্যাং (জগতে) যৎকিঞ্চিৎ (যাহাকিছু) জগৎ (বস্তু আছে) তৎ (সেই) ইদম্ (এই) সর্ব্বং (সমস্তই) আত্মাবাস্যম্ (ঈশ্বরের সত্তা এবং চেতনাদ্বারা ব্যাপ্ত) তেন (সেই ঈশ্বর কর্তৃক) ত্যক্তেন (দত্তবস্তুদ্বারা, অথবা তাঁহার প্রসাদ দ্বারা) ভুঞ্জীথাঃ (ভোগ কর) কস্যচিৎ (অন্য কাহারো) ধনং (ধন) মা গৃধঃ (আকাঙ্ক্ষা করিও না)।

অনুবাদ।—জগতে যা কিছু আছে সব কিছুর মধ্যেই আত্মা বর্ত্তমান আছেন। তাঁকে সব কিছু সমর্পণ করেই ভোগ করবে এবং কারও ধনে আকাঙ্ক্ষা রাখবে না ॥ ১৬ ॥

এক শ্লোক দেখাইয়া কৈল দিগ্‌দরশন।
এইমত ভাগবতের শ্লোক ঋক্ সম ॥
ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকটতার করিয়াছে লক্ষণ ॥
আমি সম্বন্ধ তত্ত্ব, আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধনভক্তি অভিধেয় নাম ॥

সাধনের ফল প্রেম মূল প্রয়োজন।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৯ অং ৩০ শ্লোকঃ

জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ১৭

এই শ্লোকের অন্বয় অনুবাদ আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১৭ ॥

এই তিন তত্ত্ব আমি কহিল তোমারে।
জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে ॥
যৈছে আমার স্বরূপ যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার গুণ কর্ম্ম ষড়ৈশ্বর্য্য শক্তি ॥
আমার কৃপায় এ সব স্ফুরুক তোমারে।
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল তাঁহারে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৯ অং ৩১ শ্লোকঃ

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ১৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ২৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১৮ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ আমি হইয়ে।
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে ॥
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি ত বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব সেহ আমি হইয়ে ॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৯ অং ৩২ শ্লোকঃ

অহমেবাসমেবাগ্রে
নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ
যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ১৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১৯ ॥

"অহমেব অহমেব" শ্লোকে তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য শ্রীবিগ্রহের স্থিতি নির্দ্ধার ॥

---

(১) যেই সূত্রের যেই ঋক্……নিবন্ধন—অর্থাৎ যে যে ঋক্ হইতে যে যে বেদান্তসূত্র হইয়াছে, সেই সেই সূত্র হইতে শ্রীভাগবতের শ্লোক হইয়াছে। 'ঋক'—বেদমন্ত্রবিশেষ।

শ্রী বিগ্রহ যে না মানে নিরাকার মানে।
তারে তিরস্কার করি কৈল নির্দ্ধারণে ॥
এই সব শব্দ হয় বিজ্ঞান বিবেক।
মায়া-কার্য্য আমা হৈতে আমি ব্যতিরেক ॥
যৈছে সূর্য্যাভাব স্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব।
এই সম্বন্ধ তত্ত্ব কহিল শুন আর সব ॥

তথাহি—২।৯।৩৩ শ্রীভগবদ্বাক্যম্

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত
ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং
যথা ভাসো যথা তমঃ ॥ ২০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ২৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২০ ॥

অভিধেয় সাধন ভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্বজন দেশ-কাল-দশায় ব্যাপ্তি যার ॥
ধর্ম্মাদি বিষয়ে যৈছে এ চারি বিচার।
সাধন ভক্তি এই চারি বিচারের পার ॥
সর্ব্বদেশ কাল দশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য ॥

তথাহি—২।৯।৩৫

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং
তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং
যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ২১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ২৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২১ ॥

আমার যে প্রীতি সেই প্রেম প্রয়োজন।
কার্য্য দ্বারা কহি তাঁর স্বরূপ লক্ষণ ॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৯ অং ৩৪ শ্লোকঃ

যথা মহান্তি ভূতানি
ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি
তথা তেষু ন তেষ্বহন্ ॥ ২২

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২২ ॥

ভক্ত আমা প্রেমে বান্ধিয়াছে হৃদয়-ভিতরে।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে ॥'

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২ অং ৫৫ শ্লোকঃ

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ,
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ। অবশাভিহিতঃ অপি (অবশে অভিহিত হইয়াও, যাঁহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও) অঘৌঘনাশঃ (পাপপুণ্য বিনষ্ট হয় যাহার দ্বারা) সাক্ষাৎ (স্বয়ং) হরিঃ (হরি) প্রণয়রসনয়া (প্রেমরজ্জু দ্বারা) ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ (বদ্ধপাদপদ্ম হইয়া) যস্য (যাহার) হৃদয়ং (হৃদয়) ন বিসৃজতি (পরিত্যাগ করেন না) সঃ (তিনি) ভাগবতপ্রধানঃ (উত্তম ভগবদ্ভক্ত) উক্তঃ (কথিত) ভবতি (হয়েন)।

অনুবাদ।—যে কোন ভাবে যাঁর নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করলেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাপ নষ্ট হয় সেই কৃষ্ণের পদকমল যার প্রেমের রজ্জুতে বাঁধা পড়েছে তাঁর হৃদয় কখনও তিনি ত্যাগ করেন না। এমন ভক্তই শ্রেষ্ঠ ভক্ত ॥ ২৩ ॥

তথাহি—তত্রৈব ১১।২।৪৫

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে ৫২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২৪ ॥

তথাহি—তত্রৈব ১০ স্কং ৩০ অং ৪ শ্লোকঃ

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—সংহতাঃ (সমবেত হইয়া গোপীগণ) উচ্চৈঃ (উচ্চৈঃস্বরে) গায়ন্ত্যঃ (গান করিতে করিতে)

বনাৎ বনং (বন হইতে বনান্তরে গমন পূর্ব্বক) অমুম্ এব (উহাকেই—শ্রীকৃষ্ণকেই) উন্মত্তকবৎ (উন্মত্তের মত হইয়া) বিচিক্যুঃ (অন্বেষণ করিতে লাগিলেন) আকাশবৎ (আকাশের মত) ভূতেষু (সর্ব্বভূতের) অন্তরং (অন্তরে) বহিঃ (এবং বাহিরে) সন্তং (ব্যাপিয়া অবস্থিত) পুরুষং (শ্রীকৃষ্ণকে) বনস্পতীন্ (বৃক্ষসকলকে) পপ্রচ্ছুঃ (জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন)।

অনুবাদ।—সেই গোপীরা মিলিতভাবে উচ্চস্বরে কৃষ্ণগুণগান করতে করতে বন থেকে বনে পাগলের মতন তাঁকে খুঁজেছিলেন। যে পরম পুরুষ আকাশের মত সব কিছুরই ভিতরে ও বাহিরে রয়েছেন তাঁর কথা বনস্পতিদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন॥ ২৫॥

অতএব ভাগবতে এই তিন কয়।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনময়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ২ অং ১১ শ্লোকঃ

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ
স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি
ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ২৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদ ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৬॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমে অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশঃ শ্লোকঃ

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) আত্মেচ্ছানুগতৌ (ভগবানের সৃষ্ট্যাদি ইচ্ছা তাহাতে লীন হইলে) ইদম্ (এই বিশ্ব) ভগবান্ (ভগবান্) এক এব (একই) আস (ছিল) আত্মা সঃ (সেই) আত্মনাম্ আত্মা (শুদ্ধজীবসমূহের আত্মা স্বরূপ) বিভুঃ (প্রভু) নানামত্যুপলক্ষণঃ (বৈকুণ্ঠাদি নানা বৈভবে উপলক্ষিত)।

অনুবাদ।—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্বজগৎ ভগবানে এক হ'য়েছিল। সমস্ত আত্মার উপরে পরমাত্মা ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী। তাঁর মধ্যেই সমস্ত আত্মা ও সৃষ্টির ইচ্ছা তখন লীন হ'য়েছিল এবং বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি বিভব অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যও তাঁর মধ্যেই ছিল॥ ২৭॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।২৮

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং
মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ২৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদে ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৮॥

এইত সম্বন্ধ শুন অভিধেয় ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি শ্লোকে যার অবস্থিতি॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ১৪ অং ২১ শ্লোকঃ

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ
শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা
শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ ২৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদে ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৯॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ১৪ অং ২০ শ্লোকঃ

ন সাধয়তি মাং যোগো
ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো
যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ ৩০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১৭ পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩০॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২।৩৭

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ॥
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ ৩১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদে ১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩১॥

এবে শুন প্রেম যেই মূল প্রয়োজন।
পুলকাশ্রু নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ৩ অং ৩১ শ্লোকঃ

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ
মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা
বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—অঘৌঘহরং (পাপরাশিনাশন) হরিং স্মরন্তঃ মিথঃ স্মারয়ন্তশ্চ (শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া এবং স্মরণ করাইয়া) ভক্ত্যা সংজাতয়া (সাধন ভক্তি দ্বারা সঞ্জাত) ভক্ত্যা উৎপুলকাং (ভক্তিদ্বারা পুলকিতা) তনুং বিভ্রতি (কলেবরকে ধারণ করেন)।

অনুবাদ।—পাপনাশক হরিকে তাঁরা পরস্পর স্মরণ করেন এবং অন্যের দ্বারা স্মরণ করান। সাধন ভক্তি দ্বারা তাঁদের প্রেমভক্তির উদয় হলে তাঁরা রোমাঞ্চিত-দেহে শোভা পান॥ ৩২॥

তথাহি—১১।২।৪০

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ৩৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৭ম পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩৩॥

অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থ রূপ।
নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যস্বরূপ॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসে ১০।২৮৩
গরুড়পুরাণবচনম্

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—অয়ম্ (এই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ) ব্রহ্মসূত্রাণাম্ অর্থঃ (ব্রহ্মসূত্রের অর্থ স্বরূপ) ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ (মহাভারতের মর্ম্ম নির্ণায়ক) অসৌ গায়ত্রীভাষ্যরূপঃ (গায়ত্রীর ভাষ্য সদৃশ) বেদার্থপরিবৃংহিতঃ (বেদার্থপরিপুষ্ট) পুরাণানাং সামরূপঃ (পুরাণসমূহের মধ্যে সামবেদ স্বরূপ) সাক্ষাৎ ভগবতা উদিতঃ (সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্তৃক কথিত) অয়ং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ গ্রন্থঃ দ্বাদশস্কন্ধযুক্তঃ, শতবিচ্ছেদসংযুতঃ, অষ্টাদশসাহস্রঃ (এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ দ্বাদশ স্কন্ধযুক্ত, শতবিচ্ছেদ সংযুত অর্থাৎ তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায়যুক্ত এবং আঠার হাজার শ্লোকযুক্ত)।

অনুবাদ।—এই শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ স্বরূপ। মহাভারতের সমস্ত অর্থ ইহা হতেই ঠিক মত পাওয়া যায়। গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে সমস্ত বেদার্থের ব্যাখ্যা আছে। পুরাণের মধ্যে এই গ্রন্থ সামবেদের তুল্য এবং স্বয়ং ভগবান্ একে প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থে বারোটি স্কন্ধের তিনশ' পঁয়ষটি অধ্যায়ে আঠার হাজার শ্লোক আছে॥ ৩৪॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৩ অং ৪১ শ্লোকঃ

সার্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং
সারং সমুদ্ধৃতম্॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—সর্ব্ববেদেতিহাসানাং (সমস্ত বেদ ও ইতিহাসের) সারং সারং (সারবস্তুগুলি) সমুদ্ধৃতম্ (চয়ন করিয়া) [সুতং গ্রাহয়ামাস (নিজপুত্রকে শিক্ষা দিয়াছিলেন)]।

অনুবাদ।—সমস্ত বেদ ও ইতিহাস থেকে সার বস্তুগুলি চয়ন ক'রে রচিত শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ (নিজ পুত্র শুকদেবকে পড়িয়েছিলেন)॥ ৩৫॥

তথাহি—তত্রৈব ১২ স্কং ১৩ অং ১৫ শ্লোকঃ

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্রস্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—শ্রীভাগবতং হি (শ্রীমদ্‌ভাগবত) সর্ব্ববেদান্তসারম্ (সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের সারভূত রূপে) ইষ্যতে (অভীষ্ট হয়)। তদ্রসামৃততৃপ্তস্য (শ্রীমদ্ভাগবতের রসামৃতে পরিতৃপ্তজনের) অন্যত্র ক্বচিৎ রতিঃ ন স্যাৎ (অন্য কোন বস্তুতে কথনো রতি হয় না)।

অনুবাদ।—শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ সমস্ত বেদান্তের সার। যে এর আস্বাদ গ্রহণ ক'রে তৃপ্ত হয়েছে, তার আর অন্যত্র কোনো অভিরুচি হয় না॥ ৩৬॥

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন।
সত্যং পরং সম্বন্ধ ধীমহি সাধন প্রয়োজন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ১ অং ১ শ্লোকঃ

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরত-
শ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে
মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং
সত্যং পরং ধীমহি॥ ৩৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৫১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩৭॥

কৃষ্ণভক্তি-রসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥

তথাহি—তত্রৈব ১ স্কং ১ অং ৩ শ্লোকঃ

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—অহো (হে) রসিকাঃ ভাবুকাঃ (রসবিশেষে ভাবনাচতুর ব্যক্তিগণ) শুকমুখাৎ (শুক মুখ হইতে) ভুবি গলিতম্ (পৃথিবীতে পতিত) অমৃতদ্রবসংযুতম্ (অমৃতরসপূর্ণ) নিগম-কল্পতরোঃ (বেদরূপ কল্পবৃক্ষের) রসং (রসস্বরূপ) ফলং (ফল) ভাগবতম্ (শ্রীমদ্ভাগবত) আলয়ং (লয় অর্থাৎ মোক্ষ বা কল্পান্ত পর্য্যন্ত) পিবত (পান করুন)।

অনুবাদ।—হে রসিক ও ভাবুক জন! শুক-পাখীর মুখ থেকে পতিত কল্পতরুর অমৃতরসময় ফলের মত—শুকদেবের মুখে কথিত বেদবেদান্তের সার, অমৃতরসময় শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণকথারস আপনারা চিরকাল ধরে এই পৃথিবীতেই পান করতে থাকুন॥ ৩৮॥

তথাহি—তত্রৈব ১ স্কং ১ অং ১৯ শ্লোকঃ

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম
উত্তমশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং
স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—বয়ং তু (আমরা শৌনকাদি মুনিগণ) উত্তমশ্লোকবিক্রমে (শ্রীকৃষ্ণের চরিত শ্রবণে) ন বিতৃপ্যামঃ (তৃপ্তি লাভ করি না)। শৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং (শ্রবণকারী রসজ্ঞব্যক্তিগণের সম্বন্ধে) যৎ পদে পদে স্বাদু স্বাদু (যাহা প্রতিপদে মিষ্ট হইতেও সুমিষ্ট)।

অনুবাদ।—আমরা তো কৃষ্ণের চরিতকথা শুনে শুনে তৃপ্তি পাই না। রসিকজনের কাছে এই কৃষ্ণ কথা প্রতিপদেই স্বাদু থেকে স্বাদুতর হয়ে ওঠে॥ ৩৯॥

তত্রৈব—২ শ্লোকঃ

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তুশিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে
কিংবা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ ৪০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪০॥

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থ সার॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮ অং ৫৪ শ্লোকঃ

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৪১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪১॥

তথাহি—ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাব-ব্যাখ্যায়াং ধৃতা শ্রুতিঃ

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥ ৪২

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত— (মধ্যলীলা, ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ, ৪২২ পৃষ্ঠা)।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২৪ পরিচ্ছেদে ৩৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪২ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ১ অং ১৯ শ্লোকঃ

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে
উত্তমশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে
আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ৪৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২৪ পরিচ্ছেদে ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৩ ॥

তথাহি—তত্রৈব ৩ স্কং ১৫ অং ৪৩ শ্লোকঃ

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ৪৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ১৭ পরিচ্ছেদে ১৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৪ ॥

তথাহি—তত্রৈব ১ স্কং ৭ অং ১০ শ্লোকঃ

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৪৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৫ ॥

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রীব্রাহ্মণ।
সভাতে কহিল এই শ্লোক-বিবরণ ॥
এই শ্লোকের অর্থ প্রভু একষষ্টি প্রকার।
করিয়াছেন, যাহা শুনি লোকে চমৎকার ॥
তবে সব লোক শুনিতে আগ্রহ করিল।
একষষ্টি অর্থ প্রভু বিবরি কহিল ॥
শুনিয়া সন্ন্যাসিগণের চমৎকার হৈল।
চৈতন্য গোঁসাঞি শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্ধারিল ॥
এত কহি উঠিয়া চলিলা গৌরহরি।
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি ॥
সব কাশীবাসী করে নাম-সংকীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে কাঁদে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসী পুরী প্রভু করিল নিস্তার ॥

নিজগণ লঞা প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া নগর ॥
নিজগণ লঞা প্রভু কহে হাস্য করি।
কাশীতে বেচিতে আমি আনিল ভাবকালী ॥
কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায়।
পুনরপি বহি দেশে লওয়া নাহি যায় ॥
আমি বোঝা বহিব তোমা সবার দুঃখ হৈল।
তোমা সবার ইচ্ছায় বিনামূল্যে বিলাইল ॥
সবে কহে লোক তারিতে তোমার অবতার।
পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিলে নিস্তার ॥
এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমা সবার সুখ ॥
বারাণসী গ্রামে যদি কোলাহল কৈল।
শুনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল ॥
লক্ষ কোটি লোক আইসে নাহিক গণন।
সংকীর্ণ স্থানে প্রভুর না পায় দর্শন ॥
প্রভু যবে স্নানে যান, বিশ্বেশ্বর দর্শনে।
দুই দিকে লোক করে প্রভু বিলোকনে ॥
বাহু তুলি প্রভু কহে বল 'কৃষ্ণ হরি'।
দণ্ডবৎ করে লোক "হরিধ্বনি" করি ॥
এইমত পঞ্চ দিন লোক নিস্তারিয়া।
আর দিনে চলিল প্রভু উদ্বিগ্ন হইয়া ॥
রাত্রে উঠি প্রভু যদি করিল গমন।
পাছে লাগ লৈল তবে ভক্ত পঞ্চজন ॥
তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রীব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া জন ॥
সবে চাহে প্রভুসঙ্গে নীলাচলে যাইতে।
সবারে বিদায় দিল প্রভু যত্নের সহিতে ॥
যার ইচ্ছা পাছে আইস আমারে দেখিতে।
এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ড পথে ॥
সনাতন কহিল তুমি যাহ বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন ॥
কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইসে যদি করিহ পালন ॥

এত বলি চলিলা প্রভু সবা আলিঙ্গিয়া।
সবাই পড়িলা তবে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
কতক্ষণে উঠি সবে দুঃখে ঘর আইলা।
সনাতনে গোঁসাঞি বৃন্দাবনেতে চলিলা ॥
এথা রূপ গোঁসাঞি যবে মথুরা আইলা।
ধ্রুবঘাটে তাঁহারে সুবুদ্ধি রায় মিলিলা ॥
পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিলা গৌড়-অধিকারী।
হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাঁহার চাকরী ॥
দীঘি খোদাইতে তাঁরে মনসাব (১) কৈল।
ছিদ্র (২) পাঞা রায় তাঁকে চাবুক মারিল ॥
পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ে রাজা হৈল।
সুবুদ্ধি রায়েরে তিঁহো বহু বাড়াইল ॥
তার স্ত্রী তার অঙ্গে দেখি মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধি রায়কে মারিতে কহে রাজস্থানে ॥
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা ॥
স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে জাতি নিলে এহো নাহি জীবে ॥
স্ত্রী মারিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার (৩) পানি তাঁর মুখে দেয়াইলা ॥
তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম (৪) পাইয়া।
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া ॥
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তেঁহ পণ্ডিতের স্থানে।
তারা কহে তপ্ত ঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে ॥
কেহ কহে এত নহে অল্প দোষ হয়।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয় ॥
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা ॥
প্রভু কহে ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর সংকীর্ত্তন ॥

(১) 'মনসাব'—ভারপ্রাপ্ত।
(২) 'ছিদ্র'—দোষ।
(৩) 'করোয়া'—ফকিরদের জলপাত্রবিশেষ, বদনা। (৪) 'ছদ্ম'—ছল।

এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥
রায়-আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেতে চলিলা।
প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা ॥
কতক দিবস তেঁহ নৈমিষারণ্যে রহিলা।
তাবৎ বৃন্দাবন দেখি প্রয়াগে আইলা ॥
মথুরা আসিয়া রায় প্রভুর বার্ত্তা পাইল।
প্রভুর লাগি না পাঞা বড় দুঃখী হৈল ॥
রায় শুষ্ক কাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় একৈক বোঝাতে ॥
আপনে রহে এক পয়সারচানা চাবানা খাইয়া।
আর পয়সা বেণিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া ॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন।
গৌড়িয়া আইলে দধিভাত তৈল মর্দ্দন ॥
রূপ গোঁসাঞি আইলে তারে বহুপ্রীতি কৈলা।
আপন সঙ্গে লয়ে দ্বাদশ বন দেখাইলা ॥
মাসমাত্র রূপ গোঁসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি আইলা সনাতনানুসন্ধানে ॥
গঙ্গাতীর পথে প্রভু প্রয়াগেতে গেলা।
ইহা শুনি দুই ভাই সে পথে চলিলা ॥
এথা সনাতন গোঁসাঞি প্রয়াগে আসিয়া।
মথুরা আইলা সরাণ রাজপথ দিয়া ॥
মথুরাতে সুবুদ্ধি রায় তাঁহারে মিলিলা।
রূপ অনুপম কথা সকলি কহিলা ॥
গঙ্গাপথে দুই ভাই, রাজপথে সনাতন।
অতএব তাঁহা সনে না হৈল মিলন ॥
সুবুদ্ধি রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।
ব্যবহার স্নেহ সনাতন নাহি মানে ॥
মহা বিরক্ত (৫) সনাতন ভ্রমে বনে বনে।
প্রতিবৃক্ষে প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রিদিনে ॥
মথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ত তীর্থ প্রকট করে বনেতে ভ্রমিয়া ॥

(৫) 'বিরক্ত'—সংসারের প্রতি আসক্তিহীন।

এইমত সনাতন বৃন্দাবনে রহিলা।
রূপ গোঁসাঞি দুই ভাই কাশীতে আইলা॥
মহারাষ্ট্র দ্বিজ, শেখর, মিশ্র তপন।
তিনজন সহ রূপ করিল মিলন॥
শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্রঘরে ভিক্ষা।
মিশ্রমুখে শুনে সনাতন প্রভুর শিক্ষা॥
কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে।
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি পাইল বড় সুখে॥
মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া।
সুখী হইল লোকমুখে কীর্ত্তন শুনিয়া॥
দিন দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল।
সনাতন রূপের এই চরিত্র কহিল॥
এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জ্জন বনপথে যাইতে মহাসুখ পাইলা॥
সুখে চলি আইসে প্রভু বলভদ্র সঙ্গে।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদি সঙ্গে কৈলা নানা রঙ্গে॥
আঠারনালাতে আসি ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণে।
পাঠাইয়া বোলাইল নিজভক্তগণে॥
শুনিয়া সকল ভক্ত পুনরপি জীলা (১)।
দেহে প্রাণ আইল যৈছে ইন্দ্রিয় উঠিলা॥
আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া আইলা।
নরেন্দ্রে (২) আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা॥
পুরী ভারতীর প্রভু বন্দিলা চরণ।
দুঁহে মহাপ্রভুরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
দামোদর স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর॥
কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্ন, পণ্ডিত দামোদর।
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত শঙ্কর॥
আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সব আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সবা লঞা চলে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে॥

জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভক্তসঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য গীত কৈলা॥
জগন্নাথ-সেবক আনি মালা প্রসাদ দিলা।
তুলসী পড়িছা আসি চরণ বন্দিলা॥
মহাপ্রভু আইলা গ্রামে কোলাহল হৈল।
সার্ব্বভৌম রামানন্দাদি মিলিলা সকল॥
সবা সঙ্গে লঞা প্রভু মিশ্র-বাসা আইলা।
সার্ব্বভৌমপণ্ডিত গোঁসাঞি নিমন্ত্রণ কৈলা॥
প্রভু কহে মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে।
সবা সঙ্গে ইহা আমি করিব ভোজনে॥
তবে দুঁহে জগন্নাথের প্রসাদ আনিল।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিল॥
এইমত কহিল প্রভু দেখি বৃন্দাবন।
পুনরপি কৈল যৈছে নীলাদ্রি গমন॥
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥
মধ্যলীলার কৈল এই দিগ্‌দরশন।
ছয় বৎসর কৈল যৈছে গমনাগমন॥
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ সঙ্গে করে কীর্ত্তন উল্লাস॥
মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে হয় লীলার আস্বাদ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে শেষলীলার সূত্রকথন।
তঁহি মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপ-বর্ণন।
তঁহি মধ্যে নানা ভাগের দিগ্‌দরশন॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর কহিল সন্ন্যাস।
আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিল বিলাস॥
চতুর্থে মাধবপুরীর চরিত্র আস্বাদন।
গোপাল স্থাপন, ক্ষীর চুরির বর্ণন॥
পঞ্চমে সাক্ষিগোপাল-চরিত্র-বর্ণন।
নিত্যানন্দ কহে প্রভু করে আস্বাদন॥
ষষ্ঠে সার্ব্বভৌমে প্রভু করিলা উদ্ধার।
সপ্তমে তীর্থযাত্রা, বাসুদেব-নিস্তার॥

(১) 'জীল'—জীবন পাইল।
(২) 'নরেন্দ্র'—নরেন্দ্রসরোবরে।

অষ্টমে রামানন্দ-সংবাদ-বিস্তার।
আপনে শুনিল সব সিদ্ধান্তের সার॥
নবমে কহিল দক্ষিণ তীর্থভ্রমণ।
দশমে কহিল সব ভক্তের মিলন॥
একাদশে শ্রীমন্দিরে বেড়া-সংকীর্ত্তন।
দ্বাদশে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন ক্ষালন॥
ত্রয়োদশে রথ আগে প্রভুর নর্ত্তন।
চতুর্দ্দশে হোরাপঞ্চমীযাত্রা দরশন॥
তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের বর্ণন।
স্বরূপ কহিল প্রভু কৈলা আস্বাদন॥
পঞ্চদশে ভক্তের গুণ শ্রীমুখে কহিল।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা অমোঘে তারিল॥
ষোড়শে বৃন্দাবন যাত্রা গৌড় দেশ পথে।
পুনঃ নীলাচলে আইলা নাটশালা হৈতে॥
সপ্তদশে বনপথে মথুরা গমন।
অষ্টাদশে বৃন্দাবন-বিহার বর্ণন॥
ঊনবিংশ মথুরা হৈতে প্রয়াগে গমন।
তার মধ্যে শ্রীরূপের শক্তি-সঞ্চারণ॥
বিংশ পরিচ্ছেদে সনাতনের মিলন।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ বর্ণন॥
একবিংশে কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য বর্ণন।
দ্বাবিংশে বিবিধ সাধন-ভক্তি-বিবরণ॥
ত্রয়োবিংশে প্রেমভক্তি রসের কথন।
চতুর্ব্বিংশে আত্মারাম-শ্লোকার্থ-বর্ণন॥
পঞ্চবিংশে কাশীবাসী বৈষ্ণব-করণ।
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন॥
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের এই অনুবাদ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ আস্বাদ॥
সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলা-সার।
কোটি গ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার॥
জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে।
আপনে আস্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আর।
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্বসার॥
শ্রীভাগবত-তত্ত্বরস করিল প্রচার।
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত জানাইল সংসার॥
ভক্ত লাগি বিস্তারিল আপন বদনে।
কাঁহা ভক্তমুখে কহাই শুনিলা আপনে॥
শ্রীচৈতন্যসম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্য-চরণ॥
ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণতত্ত্বসার।
সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তের ইহাঁ পাবে পার॥

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার,
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥
ভক্তগণ শুন মোর দৈন্য বচন।
তোমা সবার চরণ- ধূলি অঙ্গে বিভূষণ,
কিছু মুঞি করোঁ নিবেদন॥
কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু কর আস্বাদন।
প্রেমরস কুমুদবনে, প্রফুল্লিত রাত্রিদিনে,
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ॥
নানা ভাবের ভক্তজন, হংস চক্রবাকগণ,
যাতে সবে করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি সুমৃণাল, যাহা পাই সর্ব্বকাল,
ভক্তহংস করয়ে আহার॥
সেই সরোবরে গিয়া, হংসচক্রবাক হঞা,
সদা তাহাঁ করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস॥
এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে প্রেমফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার শেষে জীয়ে জগজন॥

চৈতন্যলীলামৃতপূর (১), কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দুই মিলি হয় যে মাধুর্য্য।
সাধু গুরু প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য ॥
এই লীলামৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যার একবিন্দু পানে, উল্লসিত তনু মনে,
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥
এ অমৃত কর পান, যাহা সম নাহি আন,
চিত্তে কর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে, অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে(২)
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা সবার শ্রীচরণ, শিরে করি ভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্ট পূরণ ॥
শ্রীরূপ সনাতন, রঘুনাথ জীব চরণ,
শিরে ধরি যার করোঁ আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥
শ্রীমন্মদনগোপালগোবিন্দদেবতুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ৪৬
তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ,
খলসমুদয়কোলৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যম্।

---

(১) 'পূর'—প্রবাহ।
(২) 'অমেধ্য'—অপবিত্র।
'কর্কশ'—কঠিন, গভীর। 'আবর্ত্ত'—ঘূর্ণিজল।

ক্ষতিরিয়মিহ কা মে স্বাদিতং যৎ সমন্তাৎ,
সহৃদয়সুমনোভির্মোদমেষাং তনোতি ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—এতৎ চৈতন্যচরিতামৃতং (এই চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ) শ্রীমন্মদনগোপালগোবিন্দদেবতুষ্টয়ে (শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টির নিমিত্ত) শ্রীচৈতন্যার্পিতম্ অস্তু (শ্রীচৈতন্যে অর্পিত হউক)।

তৎ ইদং গৌরলীলামৃতম্ অতি রহস্যং (সেই এই গৌরলীলামৃতরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অতি গোপনীয়) যৎ খলসমুদয়কোলৈঃ ন আদৃতং (খলরূপশূকরসমূহ কর্ত্তৃক আদৃত হয় নাই) 'অতএব' তৈঃ অলভ্যম্ (অতএব তাহারা ইহা লাভ করিতে পারে না) ইহ মে ইয়ং কা ক্ষতিঃ (ইহাতে আমার ক্ষতি কি) যৎ (যেহেতু) সহৃদয়-সুমনোভিঃ স্বাদিতং সমন্তাৎ 'সৎ' এষাং মোদম্ তনোতি (যেহেতু সাধুচিত্ত সহৃদয় কর্ত্তৃক আস্বাদিত হইয়া ইহাদের সর্ব্বতোভাবে আনন্দ বিস্তার করে)।

অনুবাদ।—এই চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ মদন-গোপালদেব ও গোবিন্দদেবকে তুষ্টিদান করুক এবং শ্রীচৈতন্য এঁকে গ্রহণ করুন ॥ ৪৬ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার অমৃত অতি গোপনীয়। খল ব্যক্তি যারা শূকরের তুল্য তারা এই অমৃতকে আদরও করে না, লাভও করে না। এতে আর আমার কি ক্ষতি। সহৃদয় যারা,—তারা এর আস্বাদ পূর্ণভাবেই গ্রহণ করেছেন এবং প্রচুর আনন্দলাভও করেছেন ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসি-
বৈষ্ণবকরণং মহাপ্রভোঃ পুনর্নীলাদ্রিগমনং
মধ্যলীলানুবাদকরণঞ্চ নাম
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদঃ।

মধ্যলীলা সমাপ্তা।

অন্ত্যলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পঙ্গু লঙ্ঘয়তে শৈলং
মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে
কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥ ১
দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য
স্খলৎপাদগতের্ম্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন
সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—যৎকৃপা পঙ্গুং (যাঁহার কৃপায় পাদ-রহিত জনকে) শৈলং (পর্ব্বত) লঙ্ঘয়তে (লঙ্ঘন করায়), মূকং (বাক্‌শক্তিহীন জনকে) শ্রুতিং (বেদাদি) আবর্ত্তয়েৎ (আবৃত্তি করায়), তম্ ঈশ্বরং কৃষ্ণচৈতন্যম্ অহং বন্দে (আমিই সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি)।

সন্তঃ (সাধুগণ) স্বকৃপাযষ্টিদানেন (স্বীয় করুণাযষ্টি দান করিয়া) দুর্গমে পথি (দুর্গম পথে) মুহুঃ স্খলৎপাদগতেঃ অন্ধস্য মে অবলম্বনং সন্তু (পুনঃপুনঃ স্খলিতপাদ অন্ধ আমার অবলম্বন হউন)।

অনুবাদ।—ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি। তাঁর দয়ায় খোঁড়াও পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যায়—বোবাও বেদপাঠ করে ॥ ১ ॥

সাধুরা আমার অবলম্বন হউন। পথ দুর্গম। আমি অন্ধ। প্রতি মুহূর্ত্তে পায়ের চলা পিছলে যাচ্ছে। এ সময় সাধুরাই নিজেদের দয়ারূপ যষ্টিদান করে থাকেন ॥ ২ ॥

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গুরুর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্ট পূরণ ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ৩ ॥
দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ,
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলশ্রীগোবিন্দদেবৌ,
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৪
শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী
বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপী-
র্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ৫

এই তিনটি শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদি-লীলা ১ম পরিচ্ছেদে ১৫।১৬।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩-৫ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন।
অন্ত্যলীলা-বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ ॥
মধ্যলীলা-মধ্যে অন্ত্যলীলার সূত্রগণ (১)।
পূর্ব্ব গ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন ॥
আমি জরাগ্রস্ত, নিকট জানিয়া মরণ।
অন্ত্য কোন কোন লীলা করিয়াছি বর্ণন ॥
পূর্ব্বলিখিত সূত্রগণ অনুসারে।
যেই নাহি লিখি, তাহা লিখিয়ে বিস্তারে ॥
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচল আইলা।
স্বরূপ গোঁসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা ॥
শুনি শচী আনন্দিত সর্ব্ব ভক্তগণ।
সবে মিলি নীলাচলে করিল গমন ॥

---

(১) 'সূত্র'—সংক্ষেপ। ইতিমধ্যে যদি আমার মৃত্যু হয়, এই কারণে অন্ত্যলীলার সূত্র-বর্ণন মধ্যলীলায় করিয়াছি।

কুলীনগ্রামী ভক্ত আর খণ্ডবাসী।
আচার্য্য শিবানন্দ সনে মিলিলা সবে আসি॥
শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান (১)।
সবারে পালন করি দেন বাসাস্থান॥
একটি কুক্কুর চলে শিবানন্দ সনে।
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে॥
একদিন তবে এক নদী পার হৈতে।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে॥
কুক্কুর রহিলা, শিবানন্দ দুঃখী হৈলা।
দশ পণ কড়ি দিঞা কুক্কুর পার কৈলা॥
একদিন শিবানন্দে ঘাটিয়ালে রাখিলা।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা॥
রাত্রে আসি শিবানন্দ ভোজনের কালে।
কুক্কুর পাঞাছে ভাত? সেবকে পুছিলে॥
কুক্কুর ভাত নাহি পায় শুনি দুঃখী হৈলা।
কুক্কুর চাহিতে (২) দশ লোক পাঠাইলা॥
চাহিয়া না পাইল কুক্কুর, লোক সব আইলা।
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈলা॥
প্রভাতে উঠি চাহি কুক্কুর কাঁহা না পাইলা।
সকল বৈষ্ণবমনে চমৎকার হৈলা॥
উৎকণ্ঠায় চলি সবে আইলা নীলাচলে।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে॥
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন।
সব লঞা মহাপ্রভু করিল ভোজন॥
পূর্ব্ববৎ সবারে প্রভু পাঠাইলা বাসস্থানে।
প্রভুঠাঞি প্রাতঃকালে আইলা আর দিনে॥
আসিয়া দেখিল তবে সেইত কুক্কুরে।
প্রভুর কাছে বসি আছে কিছু অল্পদূরে॥
প্রসাদ নারিকেল শস্য দেন ফেলাইয়া।
'কৃষ্ণ, রাম, হরি' কহ, বলেন হাসিয়া॥
শস্য খায় কুক্কুর, কৃষ্ণ কহে বার বার।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার॥
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি দণ্ডবৎ কৈলা।
দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা॥
আর দিন কেহ তার দেখা না পাইল।
সিদ্ধদেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেল॥
ঐছে দিব্য লীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাই করিলা মোচন॥
এথা প্রভু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে হৈল মন॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল।
মঙ্গলাচরণ নান্দীশ্লোক তথাই লিখিল॥
পথে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা (৩) করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে॥
এই মত দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈলা॥
রূপ গোঁসাঞি প্রভু-পাশ করিলা গমন।
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন॥
অনুপমের লাগি তাঁর কিছু বিলম্ব হৈল।
ভক্তগণ পাশে আইল, লাগি না পাইল॥
উড়িয়াদেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিল বহু কৃপা করি॥
"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিচক্ষণ"॥
স্বপ্ন দেখি রূপ গোঁসাঞি করিল বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক্ নাটক করিবার॥
ব্রজ-পুরলীলা (৪) একত্র করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা॥

(১) 'ঘাটি সমাধান'—পথকর দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন।
(২) 'চাহিতে'—খুঁজিতে।
(৩) 'কড়চা'—খসড়া (ইতি ভাষা)।
(৪) 'ব্রজপুরলীলা'—বৃন্দাবনলীলা ও দ্বারকা-লীলা।

ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীল্যচলে।
আসিয়া উত্তরিলা হরিদাসের বাসাস্থলে ॥
হরিদাস ঠাকুর তাঁরে বহু কৃপা কৈলা।
তুমি যে আসিবে প্রভু আমারে কহিলা ॥
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে, প্রভু আসিবেন এখন ॥
উপলভোগ দেখি হরিদাসেরে মিলিতে।
প্রতিদিন আইসেন প্রভু আইলা আচম্বিতে ॥
রূপ দণ্ডবৎ করে, হরিদাস কহিল।
হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিল ॥
হরিদাস রূপ লঞা বসিল এক স্থানে।
কুশল প্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী (১) কৈল কতক্ষণে ॥
সনাতনের বার্ত্তা যবে গোঁসাঞি পুছিল।
রূপ কহে তাঁর সনে দেখা না হইল ॥
আমি গঙ্গাপথে আইলাম তেঁহো রাজপথে।
অতএব তার দেখা না হইল আমার সাথে ॥
প্রয়াগে শুনিলা তেঁহো গেলা বৃন্দাবন।
অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদন ॥
তবে তারে বাসা দিয়া গোঁসাঞি চলিলা।
গোঁসাঞির সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা ॥
আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা।
রূপে মিলাইলা সব করুণা করিয়া ॥
সবার চরণ রূপ করিল বন্দন।
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভু এই দুই জনে।
প্রভু কহে রূপে কৃপা কর কায়মনে ॥
তোমা দোঁহারকৃপাতে ইহার হয় তৈছে শক্তি।
যাতে বিবরিতে পারে কৃষ্ণরস-ভক্তি ॥
গৌড়িয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ।
সবার হইল রূপ স্নেহের ভাজন ॥
প্রতিদিন আসি প্রভু করেন মিলনে।
মন্দিরে যে প্রসাদ পান দেন দুই জনে ॥

(১) 'ইষ্টগোষ্ঠী'—কৃষ্ণকথা।

ইষ্টগোষ্ঠী দোঁহাসনে করি কতক্ষণ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করেন গমন ॥
এই মত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার।
প্রভুকৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার ॥
ভক্ত লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
আইটোটা (২) আসি কৈল বন্য-ভোজন ॥
প্রসাদ খান হরি বলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
দেখি হরিদাস রূপের উল্লাসিত মন ॥
গোবিন্দ দ্বারায় প্রভুর শেষ প্রসাদ পাইলা।
প্রেমে মত্ত দুই জন নাচিতে লাগিলা ॥
আর দিনে প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা ॥
কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে (৩) ॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায়াং ৫।৪৬১ যামলবচনম্

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো
যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য
স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—যদুসম্ভূতঃ কৃষ্ণঃ অন্যঃ (যদুবংশ সম্ভূত কৃষ্ণ অন্যরূপ) যঃ তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ (যিনি নন্দ-নন্দন) [সঃ] বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য ক্বচিৎ ন এব গচ্ছতি (বৃন্দাবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি অন্যত্র যান না)।

অনুবাদ।—যদুবংশীয় কৃষ্ণ এক এবং নন্দনন্দন কৃষ্ণ অন্য যিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ ক'রে কোথাও যান না ॥ ৬ ॥

(২) 'আইটোটা'—তন্নামক উদ্যান, যূঁই ফুলের বাগিচা।

(৩) শ্রীকৃষ্ণ একেবারে ব্রজভূমি ত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করেন না, অতএব তাঁহাকে একেবারে ব্রজের বাহির করিয়া দ্বারকায় তাঁহার লীলা বর্ণনা শেষ করিও না।

এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপ গোঁসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা ॥
পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।
জানি পৃথক্ করিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈল ॥
পূর্ব্বে দুই নাটকের ছিল একত্র রচনা।
দুই নাটক (১) করি এবে করিব ঘটনা ॥
দুই নান্দী (২) প্রস্তাবনা (৩) দুই সংঘটনা।
পৃথক্ করিয়া লেখে করিয়া ভাবনা ॥
রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিল।
রথ অগ্রে প্রভুর নৃত্য কীর্ত্তন দেখিল ॥
প্রভুমুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোঁসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থ শ্লোক করিল তথাই ॥
পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন।
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপ কথন ॥
সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্ত্তনে।
কেনে শ্লোক পড়েন ইহা কেহ নাহি জানে ॥
সবে একা স্বরূপ গোঁসাঞি শ্লোকের অর্থ জানে।
শ্লোকানুরূপ পদ প্রভুকে করান আস্বাদনে ॥
রূপ গোঁসাঞি মহাপ্রভুর জানি অভিপ্রায়।
সেই অর্থে শ্লোক কৈল প্রভুরে যে ভায় ॥

তথাহি—কাব্যপ্রকাশে ১ উল্লাসে ৪ অঙ্কধৃতঃ শ্লোকঃ

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর-
স্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ
প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-
ব্যাপারলীলাবিধৌ,
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৭ ॥

তথাহি—শ্রীরূপগোস্বামিকৃতশ্লোকঃ

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ
সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা
তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেল-
ন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে,
মনো মে কালিন্দী-
পুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৮ ॥

তালপত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলা।
সমুদ্রস্নান করিবারে রূপগোঁসাঞি গেলা ॥
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে।
চালে গোঁজা শ্লোক পাঞা লাগিলা পড়িতে ॥
শ্লোক পড়ি প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
হেনকালে রূপ গোঁসাঞি স্নান করি আইলা ॥
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা।
প্রভু তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা ॥
গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমনে।
এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥
সেই শ্লোক লঞা প্রভু স্বরূপে দেখাইল।
স্বরূপের পরীক্ষা লাগি তাঁহারে পুছিল ॥
মোর অন্তর্বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে।
স্বরূপ কহে জানি কৃপা করিয়াছ আপনে ॥
অন্যথা এ অর্থ কারো নাহি হয় জ্ঞান।
তুমি কৃপা করিয়াছ করি অনুমান ॥
প্রভু কহে ইঁহো মোরে প্রয়াগে মিলিলা।
যোগ্য পাত্র জানি মোর কৃপা ত হইলা ॥

---

(১) 'দুই নাটক'—অর্থাৎ সত্যভামার আজ্ঞায় ললিতমাধব আর শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞায় বিদগ্ধমাধব।

(২) 'নান্দী'—নাটকাদির মঙ্গলাচরণ-শ্লোক-বিশেষ।

(৩) 'প্রস্তাবনা'—নটী, বিদূষক, কিংবা পারিপার্শ্বিক, যাহাতে নিজেদের সংক্রান্ত কোন বিষয় লইয়া নাটকের বিষয়বস্তুসূচক কথাবার্ত্তা বলে, নাটকাদির সেই অঙ্গবিশেষকে প্রস্তাবনা বলে।

তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ।
তুমিও কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ॥
স্বরূপ কহে যবে এই শ্লোক দেখিল।
তুমি করিয়াছ কৃপা তবহিঁ জানিল॥

তথাহি—ন্যায়ঃ

ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে॥ ৯

অনুবাদ।—ফল দেখেই ফলের কারণ (অর্থাৎ কোথা থেকে কিভাবে ফলের উৎপত্তি হ'ল তা') অনুমান করা হয়॥ ৯॥

তথাহি—নৈষধীয়তৃতীয়সর্গে সপ্তদশশ্লোকে দময়ন্তীং প্রতি হংসবাক্যম্

স্বর্গাপগাহেমমৃণালিনীনাং
নালমৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং
কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে॥ ১০

অন্বয়ঃ।—স্বর্গাপগাহেমমৃণালিনীনাং (স্বর্গনদীস্থ সুবর্ণ-কমলিনীর) নালমৃণালাগ্রভুজঃ (নালমৃণালের অগ্রভাগ ভোজনকারী) বয়ম্ (আমরা) অন্নানুরূপাং (ভক্ষ্য বস্তুর অনুরূপ) তনুরূপঋদ্ধিং (দেহরূপ সম্পদ্‌কে) ভজামঃ (লাভ করিয়াছি) [যতঃ (যেহেতু)] কার্য্যং হি (কার্য্য) নিদানাৎ (কারণ হইতে) গুণান্ (গুণাবলী) অধীতে (লাভ করিয়া থাকে)।

অনুবাদ।—আমরা মন্দাকিনীর নাল ও মৃণালের নরম আগাগুলি ভোজন করি। দেহের রূপ ও সম্পদ্ খাওয়ার জিনিসের উপরেই নির্ভর করে। কারণের গুণগুলিই কার্য্যে বর্ত্তায়॥ ১০॥

চাতুর্ম্মাস্য রহি গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপ গোঁসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা॥
একদিন রূপ করেন নাটক লিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন॥
সসম্ভ্রমে দুঁহে উঠি দণ্ডবৎ হৈলা।
দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা॥
কাঁহা পুঁথি লেখ বলি এক পত্র লৈল।
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈল॥

শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি॥
সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক যে দেখিলা।
পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা॥

তথাহি—বিদগ্ধমাধবে ১ অঙ্কে ৩৩ শ্লোকঃ

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে
কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥ ১১

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী (কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয়) কিয়দ্ভিঃ (কি পরিমাণ) অমৃতৈঃ (অমৃতের দ্বারা) জনিতা (রচিত হইয়াছে) ইত্যহম্ (ইহা আমি) ন জানে (জানি না) যতঃ (যেহেতু) তুণ্ডে (মুখে) তাণ্ডবিনী (নৃত্যকারিণী) 'সতী' (হইলে) তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে (বহু মুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত) রতিং (তীব্র আকাঙ্ক্ষা) বিতনুতে (বৃদ্ধি করিতে থাকে) কর্ণ-ক্রোড়কড়ম্বিনী (কর্ণ মধ্যে অঙ্কুরিতা) কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ (অর্ব্বুদসংখ্যক কর্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত) স্পৃহাং ঘটয়তে (বাসনা জন্মায়), চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী (চিত্তরূপ প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী) সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের) কৃতিং বিজয়তে (ব্যাপারকে পরাস্ত করে)।

অনুবাদ।—কে জানে—'কৃষ্ণ' এই বর্ণ দুটি কত সুধা দিয়ে তৈরী! এক মুখে 'কৃষ্ণ'-নামে তৃপ্তি হয় না—প্রবল ইচ্ছা হয় বহুমুখে কীর্ত্তন করার, কানে একবার শুনলে ইচ্ছা জাগে অনেক কানে শোনবার এবং মনের অঙ্গনে একবার সে নাম এলে সমস্ত ইন্দ্রিয় মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়ে॥ ১১॥

শ্লোক শুনি হরিদাস ঠাকুর উল্লাসী (১)।
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি॥

(১) 'উল্লাসী'—আনন্দিত।

কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র সাধু মুখে জানি।
নামের মাধুর্য্য ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ॥
তবে মহাপ্রভু দুঁহা করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥
আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্বরূপাদি সাথ ॥
সবে মিলি চলি আইল শ্রীরূপে মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিল কহিতে ॥
দুই শ্লোক শুনি প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজ ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ ॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দে পরীক্ষা করিতে।
শ্রীরূপের গুণ দুঁহারে লাগিলা কহিতে ॥
ঈশ্বর-স্বভাব ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা বহু মানে আত্ম পর্য্যন্ত প্রসাদ ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ২।১।৬৮

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং মনাগপি কৃতাং বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং,
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ম্ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—নির্ম্মলমতিঃ (নির্ম্মলমতি) অয়ম্ (এই, পুরুষোত্তমঃ (শ্রীকৃষ্ণ) শীলেন (স্বীয় স্বভাববশতঃ) ভৃত্যস্য (সেবকের) গুরূন্ (গুরুতর) অপরাধান্ (অপরাধসমূহ) অপি (ও) ন পশ্যতি (দেখেন না) কৃতাং (সেবককৃত) মনাক্ (অল্প) সেবাং (সেবাকে) অপি (ও) বহুধা (অধিক করিয়া) অভ্যুপৈতি (গ্রহণ করেন) পিশুনেষু (দুর্জ্জনেতে) অভ্যসূয়াম্ (অসূয়া) ন আবিষ্করোতি (প্রকাশ করেন না)।

অনুবাদ।—এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নির্ম্মলবুদ্ধি। আপন স্বভাবের উদারতার বশেই ইনি দাসের গুরু অপরাধকেও চোখে চেয়ে দেখেন না। আর সামান্য সেবাও যদি সে করে তো বহু ব'লে মনে করেন। যে লোক খল—গুণেও দোষ দেখে—তার মধ্যেও তিনি নিন্দার বা বিদ্বেষের ভাব দেখেন না ॥ ১২ ॥

ভক্তসঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুই জন।
দণ্ডবৎ হঞা কৈল চরণ-বন্দন ॥
ভক্তসঙ্গে কৈল প্রভু দুঁহাকে মিলন।
পিণ্ডার(১) উপরে বসিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥
রূপ হরিদাস দুঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সবার আগ্রহে না উঠিলা পিণ্ডার উপরে ॥
'পূর্ব্বশ্লোক পড়' রূপে প্রভু আজ্ঞা কৈল।
লজ্জাতে না পড়ে রূপ মৌন ধরিল ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে সে শ্লোক পড়িল।
শুনি সবাকার চিত্তে চমৎকার হৈল ॥

তথাহি—শ্রীরূপ গোস্বামিকৃতঃ শ্লোকঃ

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ
সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা
তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেল-
ন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী-
পুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ১৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১৩ ॥

রায় ভট্টাচার্য্য বলে তোমার প্রসাদ বিনে।
তোমার হৃদয় এই জানিল কেমনে ॥
আমাতে সঞ্চারি পূর্ব্বে কহিলে সিদ্ধান্ত।
যে সব সিদ্ধান্তের ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত ॥
তাতে জানি পূর্ব্বে তোমার পাইয়াছে প্রসাদ।
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ের অনুবাদ(২) ॥
প্রভু কহে কহ রূপ নাটকের শ্লোক।
যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখ শোক ॥
বার বার প্রভু যদি তাঁরে আজ্ঞা দিল।
তবে সেই শ্লোক রূপ গোঁসাঞি কহিতে লাগিল ॥

(১) 'পিণ্ডা'—গৃহের বহিঃস্থান, দাওয়া।
(২) 'হৃদয়ের অনুবাদ'—হৃদয়স্থ ভাবের কথন।

তথাহি—বিদগ্ধমাধবে ১ অঙ্কে ৩৩ শ্লোকঃ

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে
কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং,
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ১৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদে ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১৪ ॥

যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায়।
শ্লোক শুনি সবার হৈল আনন্দ বিস্ময় ॥
সবে বলে নাম-মহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর ॥
রায় কহে কোন্ গ্রন্থ কর হেন জানি।
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি ॥
স্বরূপ কহে কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে।
ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে ॥
আরম্ভিয়াছিলা এবে প্রভু আজ্ঞা পাঞা।
দুই নাটক করিতেছেন বিভাগ করিয়া ॥
বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব।
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব ॥
রায় কহে নান্দী-শ্লোক পড় দেখি শুনি।
শ্রীরূপ শ্লোক পড়ে প্রভুর আজ্ঞা মানি ॥

তথাহি—বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে প্রথমশ্লোকঃ

সুধানাং চান্দ্রীণা-
মপি মধুরিমোন্মাদদমনী
দধানা রাধাদি-
প্রণয়-ঘনসারৈঃ সুরভিতাম্।
সমন্তাৎ সন্তাপো-
দ্গমবিষমসংসারসরণি-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং
হরতু হরিলীলাশিখরিণী ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—চান্দ্রীণাং (চন্দ্রবিষয়ক) সুধানাম্ অপি (সুধারও) মধুরিমোন্মাদদমনী (মাধুর্য্য-গর্ব্বের খর্ব্বতাকারিণী) রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ (শ্রীরাধাদি-ব্রজদেবীগণের প্রণয়রূপ-কর্পূর দ্বারা) সুরভিতাং (সৌগন্ধ্য) দধানা (ধারণকারিণী) হরিলীলাশিখরিণী (হরিলীলারূপ শিখরিণী) সমন্তাৎ (সর্ব্বতোভাবে) সন্তাপোদ্গমবিষমসংসারসরণিপ্রণীতাম্ (আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপের উদ্গমকারী সংসারপদবীভ্রমণ-জনিতা) তে (তোমার) তৃষ্ণাম্ (বিবিধ বাসনাকে) হরতু (হরণ করুক)।

অনুবাদ।—চাঁদের সুধার মধুরিমার গর্ব্বকেও খর্ব্ব করেছে কৃষ্ণলীলার মধুরিমা। মধুর শিখরিণী পানীয় (সরবৎ) যেমন কর্পূর যোগে আরো সুরভি হ'য়ে ওঠে, মধুর কৃষ্ণলীলা তেমনি রাধা ও ব্রজ-দেবীদের প্রেমে আরো উপাদেয় হয়ে উঠেছে। পথিকের পথশ্রমজনিত তৃষ্ণাকে যেমন হরণ করে শিখরিণী (সরবৎ) তেমনি কৃষ্ণলীলা সংসারের বিষম তাপে তাপিত জনের দুঃখকে হরণ করুক ॥ ১৫ ॥

রায় কহে কহ ইষ্টদেবের বর্ণন।
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন ॥
প্রভু কহে, কহ কেনে কর সঙ্কোচ লাজে।
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব-সমাজে ॥
তবে রূপ গোঁসাঞি যদি শ্লোক পড়িল।
শুনি প্রভু কহে এই অতি স্তুতি শুনিল ॥

তথাহি—বিদগ্ধমাধবে ১ অঙ্কে ২ শ্লোকঃ

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১৬ ॥

সর্ব্ব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া।
সবায় কৃতার্থ কৈলে এই শ্লোক শুনাইয়া ॥
রায় কহে কোন্ আমুখে পাত্র সন্নিধান।
রূপ কহে কালসাম্যে প্রবর্ত্তক নাম (১) ॥

(১) 'পাত্র'—নাট্যোক্ত ব্যক্তি। 'সন্নিধান'—

তল্লক্ষণং নাটকচন্দ্রিকায়াং ১১ শ্লোকঃ

আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন
প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকঃ ॥ ১৭

অনুবাদ।—সময় বর্ণনার সাদৃশ্যকে ধ'রে রঙ্গ-ভূমিতে নটের প্রবেশকে প্রবর্ত্তক বলে ॥ ১৭ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ১ অঙ্কে ১০ শ্লোকঃ

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়নবানুরাগম্।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—সঃ অয়ং বসন্তসময়ঃ (সেই এই বসন্তকাল) সমিয়ায় (সমাগত হইয়াছে) যস্মিন্ (বসন্তসময়ে) গূঢ়গ্রহাঃ (গূঢ় আগ্রহবতী) অসৌ পৌর্ণমাসী (ভগবতী পৌর্ণমাসীদেবী) পূর্ণম্ উপোঢ়-নবানুরাগং (প্রাপ্তনবানুরাগ) তম্ ঈশ্বরং (শ্রীকৃষ্ণকে) রুচিরয়া রাধয়া সহ (শোভাময়ী শ্রীরাধাসহ) রঙ্গায়-(লীলারস বিলাস প্রকাশনে) নিশি সঙ্গময়িতা (মিলিত করিবেন)।

অনুবাদ। কৃষ্ণ চাঁদের তুলনা। রাধা বিশাখা নক্ষত্রের তুলনা। পৌর্ণমাসী পূর্ণিমারাত্রির তুলনা। বৃন্দাবনে বসন্ত ঋতু এসেছে। পূর্ণচাঁদে নতুন লাল রং দেখা দিয়েছে—কৃষ্ণের মনেও লেগেছে অনু-রাগের নতুন ছোঁয়া। পূর্ণিমারাতে নয়টি গ্রহ চাঁদের আলোয় ডুবে গেছে—পৌর্ণমাসীর মনেও রাধাকৃষ্ণকে মিলিত করাব আগ্রহ গভীর ও গোপন হ'য়ে আছে। বসন্তপূর্ণিমায় চাঁদ মিলিত হয় বিশাখা নক্ষত্রের সঙ্গে—পৌর্ণমাসীরও ইচ্ছা—রূপসী রাধার সঙ্গে মিলন ঘটাবেন শ্রীকৃষ্ণের, লীলারস আস্বাদ করার জন্য ॥ ১৮ ॥

রায় কহে প্ররোচনাদি (১) কহ দেখি শুনি।
রূপ কহে মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি ॥

তথাহি—বিদগ্ধমাধবে ১।১৫

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং
বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লববধূ-
বন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধে-
র্বৃন্দাটবীগর্ভভূ-
র্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরি-
পাকোঽয়মুন্মীলতি ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—অনর্গলধিয়াং (বিশুদ্ধবুদ্ধি) ভক্তানাং (ভক্তগণের) নিসর্গোজ্জ্বলঃ (স্বভাবোজ্জ্বল) বর্গঃ (সমূহ) উদগাৎ (আবির্ভূত হইয়াছেন) বল্লববধূবন্ধোঃ (গোপবধূগণের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের) সঃ (সেই) অসৌ (এই) প্রবন্ধঃ অপি (সন্দর্ভও) শীলৈঃ (স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে) পল্লবিতঃ (বিস্তারিত) বৃন্দাটবীগর্ভভূঃ (বৃন্দাবনের অন্তর্গত বাসস্থলীও) তাণ্ডববিধেঃ (নৃত্য বিধির) চত্বরতাং (প্রাঙ্গণত্ব) লেভে (লাভ করিয়াছে) অতঃ (তাই) মন্যে (মনে হয়) অয়ম্ (এই) মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরিপাকঃ (আমার ন্যায় লোকের পুণ্যরাশির পরিণাম) উন্মীলতি (বিকশিত হইতে আরম্ভ হইল)।

অনুবাদ।—চিত্ত যাদের মুক্ত, স্বভাবতঃই অমলিন—সেই ভক্তেরা এখানে এসেছেন। এই রচনাটিও গোপীবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের উদার চরিতের আখ্যানে অলংকৃত হয়েছে। রঙ্গালয় হয়েছে বৃন্দা-বনের বনভূমি। মনে হচ্ছে আমার মত লোকের যত পুণ্য আছে সবই ফল দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে ॥ ১৮ ॥

তথাহি—তত্রৈব ষষ্ঠশ্লোকঃ

অভিব্যক্তা মত্তঃ
প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধাঃ
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্
হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ম্।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ
কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপ-
হরতি নান্তঃকলুষতাম্ ॥ ২০

রঙ্গস্থলে প্রবেশ। 'কালসাম্যে'—সময় বর্ণনা প্রসঙ্গে। 'প্রবর্ত্তক'—নাট্যোক্ত ব্যক্তির রঙ্গস্থলে প্রবেশ।

(১) 'প্ররোচনা'—প্রশংসাদ্বারা প্রস্তুত অভিনয়ে শ্রোতৃবর্গের প্রবৃত্তি উন্মুখ করাকে প্ররোচনা বলে।

অন্বয়ঃ।—বুধাঃ (হে পণ্ডিতগণ) প্রকৃতিলঘুরূপাৎ অপি (স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র হইলেও রূপ নামক) মত্তঃ (আমা হইতে) অভিব্যক্তা (প্রকাশিত) হরিগুণময়ী (শ্রীহরির গুণকথাপরিপূর্ণ) ইয়ম্ (এই নাটকরূপ) কৃতিঃ (প্রবন্ধ) বঃ (আপনাদিগের) সিদ্ধার্থান্ (অভীষ্টার্থের) বিধাত্রী (বিধানকারিণী) পুলিন্দেন (অতি নীচ জাতি পুলিন্দ কর্ত্তৃক) সমিধম্ (কাষ্ঠ) উন্মথ্য (সংঘর্ষণ পূর্ব্বক) জনিতঃ (উৎপাদিত) অগ্নিঃ (অগ্নি) হিরণ্যশ্রেণীনাং (স্বর্ণরাশির) অন্তঃকলুষতাম্ (ভিতরের মল) কিং (কি) ন অপহরতি (অপহরণ করে না)।

অনুবাদ।—হে পণ্ডিতগণ! স্বভাবতঃই নীচ আমি। তবু আমারই রচিত এই হরিগুণময়ী কবিতা আপনাদের উদ্দেশ্যকে সফল করবে। নীচ জাতি ব্যাধ যে কাঠে কাঠে ঘষে আগুন জ্বালায় সে আগুনও সোনা ইত্যাদি ধাতুর ভেতরের ময়লাকে নষ্ট করে॥ ২০॥

রায় কহে কহ প্রেমোৎপত্তির কারণ।
পূর্ব্ব-রাগ, বিকার-চেষ্টা, কাম-লিখন (১)॥
ক্রমে শ্রীরূপ গোঁসাঞি সকলই কহিল।
শুনি প্রভুর ভক্তগণ চমৎকার হৈল॥

প্রেমোৎপত্তিহেতুর্যথা—তত্রৈব ২।১৭

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং
কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং,
সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরামুপনয়-
ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্ম্মনসি মে
লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ,
কষ্টং ধিক্ পুরুষ-ত্রয়ে রতিরভূ-
ন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সীম্॥ ২১

অন্বয়ঃ।—একস্য কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং শ্রুতম্ এব মতিং লুম্পতি (একজনের কৃষ্ণ নামাক্ষর শুনিয়া বুদ্ধি লুপ্ত হইল) অন্যস্য বংশীকলঃ সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরাম্ উপনয়তি (আর একজনের বংশীধ্বনি গাঢ় উন্মত্ততাপরম্পরা আনয়ন করিতেছে) পটে বীক্ষণাৎ স্নিগ্ধঘনদ্যুতিঃ এষ মে মনসি লগ্নঃ (পটে দর্শন মাত্র আর একজনের স্নিগ্ধ কান্তি আমার মনে সংলগ্ন হইল) কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিঃ অভূৎ মৃতিঃ শ্রেয়সী মন্যে (হায় কি কষ্ট, তিনজন পুরুষে রতি জন্মিয়াছে, আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করি)।

অনুবাদ।—হা কি বেদনা! তিনটি পুরুষে অনুরাগ আমার! আমার মরণই ভালো। এক জনের নাম কৃষ্ণ—তার নামের অক্ষর দুটি শুনলেই আমার বুদ্ধিলোপ হয়। অন্যের বাঁশীর মধুর সুরে ক্রমেই কেমন যেন পাগল হয়ে উঠি। আর এই যে ছবিতে দেখছি আর একজনকে, তার শীতল মেঘনীল রূপ আমার মনে লেগে আছে॥ ২১॥

তথাহি—তত্রৈব ২ শ্লোকঃ

ইয়ং সখি! সুদুঃসাধ্যা
রাধাহৃদয়বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি
কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি॥ ২২

অন্বয়ঃ।—'হে' সখি! ইয়ং রাধাহৃদয়বেদনা সুদুঃসাধ্যা (সখি এই রাধার হৃদয়বেদনা সর্ব্বথা অসাধ্য) যত্র কৃতা চিকিৎসা অপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি (যেখানে কৃত চিকিৎসাও নিন্দাতে সমাপ্তিলাভ করিতেছে)।

অনুবাদ।—সখি! রাধার মনের ব্যথা মোচন করা সহজ নয়। চিকিৎসা এখানে নিন্দাতেই সমাপ্তি পাবে (অর্থাৎ এর চিকিৎসা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন, ফলে লোকনিন্দা)॥ ২২॥

তথাহি—তত্রৈব ২।৪৮

ধরিঅ পরিচ্ছন্দগুণং,
সুন্দর মহ মন্দিরে তুমং বসসি।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং,
জহ জহ চইদা পলাএম্হি॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—'হে' সুন্দর, তুমং পরিচ্ছন্দগুণং

(১) 'প্রেমোৎপত্তির কারণ'—প্রেমাভিব্যক্তির হেতু। 'পূর্ব্বরাগ'—নায়ক এবং নায়িকার মিলনের পূর্ব্বে দর্শন এবং শ্রবণাদিজনিত যে রতি প্রকাশ পায়, রসজ্ঞেরা তাহাকেই পূর্ব্বরাগ বলেন। 'বিকার-চেষ্টা'—হৃদয়স্থ বিকারবোধক বাহ্য ক্রিয়া। 'কাম-লিখন'—অনঙ্গলেখ, স্বীয় প্রেমপ্রকাশক পত্রলিখন।

[প্রতিচ্ছন্নগুণম্] (তুমি চিত্রপটরূপ) ধরিঅ [ধৃত্বা] মহ মন্দিরে বসসি (ধরিয়া আমার মন্দিরে বসিয়া আছ) চইদা (চকিতা) জহ জহ পলাএম্হি (ভয় পাইয়া যেখানে যেখানে পলাই) তহ তহ বলি অংরুন্ধসি (তুমি সেই সেই স্থানে বলপূর্ব্বক আমাকে রোধ করিতেছ)।

অনুবাদ।—সুন্দর! তুমি আমার গৃহে আছ চিত্রপটে আঁকা হ'য়ে। যেখানেই আমি পালাতে চেয়েছি, সেখানেই তুমি আমাকে সবলে রুদ্ধ করেছ ॥ ২৩ ॥

তথাহি তত্রৈব—২।২৬

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরা-
দুৎকম্পমালম্বতে
গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ
সাশ্রং পরিক্রোশতি
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটন-
ক্রীড়াচমৎকারিতাং
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ
কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—অসৌ (শ্রীরাধা) অগ্রে শিখণ্ডখণ্ডং (ময়ূরপিঞ্ছ) বীক্ষ্য (দেখিয়া) অচিরাৎ উৎকম্পম্ আলম্বতে (অবিলম্বে কম্পিত হইতেছেন) গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনাৎ মুহুঃ সাশ্রং পরিক্রোশতি (এবং গুঞ্জাবলীর দর্শনমাত্রে বারংবার সাশ্রনেত্রে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছেন), নো জানে কঃ অয়ং নবীনগ্রহঃ (জানি না কে এই নবীন গ্রহ) অপূর্ব্বনটক্রীড়াচমৎকারিতাং জনয়ন্ (অপূর্ব্ব নৃত্য ক্রীড়া চমৎকারিতা উৎপাদন করিয়া) বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিম্ অবিশৎ (এই বালার চিত্তরূপ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন)।

অনুবাদ।—বালিকা রাধিকা সম্মুখে ময়ূরপুচ্ছ দেখতে পেয়েই কেঁপে উঠছে। গুঞ্জাফল দেখলেই চোখের জল ফেলতে ফেলতে ক্ষণে ক্ষণে কাঁদছে। জানি না।—কোন্ নবীন গ্রহ বালিকার মনের রঙ্গভূমিতে নৃত্য-লীলার অপূর্ব্ব চমৎকারিতা দেখিয়ে প্রবেশ করছে ॥ ২৪ ॥

যথা—তত্রৈব ২।৭০

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো
যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং,
মুধা মা রোদীর্ম্মে
কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে
বিনিহিতভুজবল্লরিরিয়ং,
যথা বৃন্দারণ্যে
চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—হে সখি, কৃষ্ণ যদি ময়ি অকারুণ্যঃ (কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলেন) তব ইদং কথম্ আগঃ মুধা মা রোদীঃ (তোমার ইহাতে অপরাধ কি, বৃথা রোদন করিও না) পরং মে ইমাম্ উত্তরকৃতিং কুরু (ইহার পরে আমার এই অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিবে) যথা তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিত-ভুজবল্লরিঃ ইয়ং তনু বৃন্দারণ্যে চিরম্ অবিচলা তিষ্ঠতি (তমালের স্কন্ধে ভুজলতা বান্ধিয়া এই দেহ যাহাতে বৃন্দাবনে চিরকাল অবিচলিত থাকিতে পারে)।

অনুবাদ।—কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি অকরুণ হয়, তবে তোমার দোষ কি! মিছে কেঁদো না, বরঞ্চ মরণের পরের কাজ কর। তমাল তরুর শাখায় আমার বাহুলতা বেঁধে রাখ, যাতে বৃন্দাবনে আমার দেহ চিরকাল থাকে ॥ ২৫ ॥

রায় কহে, কহ দেখি ভাবের স্বভাব।
রূপ কহে ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয় ভাব ॥

তথাহি—তত্রৈব ২।৩০

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো,
নিঃস্যন্দেন মুদা সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে,
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ ২৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২৩ ॥

রায় কহে, কহ সহজ প্রেমের লক্ষণ।
রূপ গোঁসাঞি কহে সাহজিক প্রেমধর্ম্ম (১) ॥

---

(১) 'সহজ'—স্বাভাবিক, অর্থাৎ নিরুপাধি। 'সাহজিক প্রেমধর্ম্ম'—অর্থাৎ ধর্ম্মই নিরুপাধি।

তথাহি—তত্রৈব ৫।৪

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়-
চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং,
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরী-
হাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং
কেনাপ্যনাতন্বতী,
প্রেম্নঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং
বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—যত্র (যেখানে) স্তোত্রং (প্রশংসাবচন) তটস্থতাম্ (ঔদাসীন্য) প্রকটয়ৎ চিত্তস্য ব্যথাং ধত্তে (প্রকাশ করিয়া চিত্তের বেদনা ধারণ করে) নিন্দা অপি পরীহাসশ্রিয়ং (নিন্দাও পরিহাসের শোভা) বিভ্রতী (ধারণ করিয়া) প্রমদম্ প্রযচ্ছতি (আনন্দ প্রদান করে) কেন অপি দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং ন অতন্বতী (দোষের হ্রাস ও গুণের বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া) কস্যচিৎ স্বারসিকস্য প্রেম্নঃ প্রক্রিয়া বিক্রীড়তি (কোন অনির্ব্বচনীয় সাহজিক প্রেমের ক্রীড়া করিতেছে)।

অনুবাদ।—সেই সহজ প্রেমের লীলাও সুন্দর। স্তুতি সেখানে ঔদাসীনতায় মনে ব্যথা আনে। নিন্দাকে পরিহাস বলে মনে হওয়ায় আনন্দই এনে দেয়। প্রিয়জনের দোষ সেখানে প্রেমকে লঘু করে না আর গুণও প্রেমকে গুরু করে না অর্থাৎ প্রেম সেখানে অক্ষয় ও পরিপূর্ণ ভাবেই থাকে॥ ২৭॥

রাগপরীক্ষানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাত্তাপো

যথা—তত্রৈব ২।৫৯

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা
প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী,
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে
প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি।
কিংবা পামরকামকার্ম্মুকপরি-
ত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্,
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা
মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—ইন্দুবদনা (চন্দ্রমুখী শ্রীরাধা) মম (আমার) নিষ্ঠুরতাং (নিষ্ঠুরতা) শ্রুত্বা (শুনিয়া) প্রেমাঙ্কুরং (প্রেমাঙ্কুরকে) ভিন্দতী 'সতী' (ভেদ করিয়া) বিধুরে (ব্যথিত) স্বান্তে (চিত্তে) শান্তিধুরাং (অতিশয় ধৈর্য্য) বিধায় (ধারণ পূর্ব্বক) প্রায়ঃ (প্রায়) কিং (কি) পরাঞ্চিষ্যতি (আমার প্রতি বিমুখ হইবেন) কিংবা (অথবা কি) পামরকামকার্ম্মুকপরিত্রস্তা (পাপিষ্ঠ মদনের ধনুকের ভয়ে ভীত হইয়া) অসূন্ (প্রাণসমূহকে) বিমোক্ষ্যতি (পরিত্যাগ করিবেন) হা (হায়) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) মৌগ্ধ্যাৎ (মূঢ়তা বশতঃ) ফলিনী (ফলবতী) মৃদ্বী (কোমল) মনোরথলতা (মনের কামনা রূপ লতিকা) উন্মূলিতা (মূল সহ উৎপাটিত হইল)।

অনুবাদ।—হায়! আমার মনের বাসনার কোমল লতায় ফল ধরেছিল। আমি মূঢ়ের মতন তাকে তুলে ফেললাম! ইন্দুমুখী রাধিকা আমার নিষ্ঠুরতার কথা শুনে ভাঙা প্রেমে ব্যথিত মনে পরম ধৈর্য্য ধরে হয়তো আমাতে বিমুখ হবে! কিংবা পামর মদনের ধনু দেখে ভয়ে প্রাণ ত্যাগ করবে॥ ২৮॥

তথাহি—তত্রৈব দ্বিতীয় অঙ্কে ২।৬০
শ্লোকঃ শ্রীরাধিকায়া বাক্যম্

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলতা
গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা,
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি! তথা
যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ
সাধ্বীভিরধ্যাসিতো,
ধিক্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং
জীবামি পাপীয়সী॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—যস্য (যে শ্রীকৃষ্ণের) উৎসঙ্গসুখাশয়া (ক্রোড়ে অবস্থিতি জন্য সুখের আশায়) ময়া (আমা কর্ত্তৃক) গুরুভ্যঃ (গুরুবর্গের নিকট) গুর্ব্বী ত্রপা (গুরুতর লজ্জা) শিথিলতা (শিথিল হইয়াছে) সখি (হে সখি) তথা (এবং) প্রাণেভ্যঃ অপি (প্রাণাপেক্ষাও) সুহৃত্তমাঃ (উত্তম সুহৃদ্) যূয়ং (তোমরাও) পরিক্লেশিতাঃ (ক্লেশ প্রাপ্ত হইলে) সাধ্বীভিঃ (সাধ্বী রমণীগণ দ্বারা) অধ্যাসিতঃ (সেবিত) সঃ (সেই) মহান্ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ধর্ম্মঃ

অপি (পাতিব্রত্য ধর্ম্মও) ন গণিতঃ (গণনা করি নাই) তদুপেক্ষিতা অপি (সেই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও) যৎ (যে) পাপীয়সী (পাপিষ্ঠা) অহম্ (আমি) জীবামি (জীবিতা আছি) তৎ (সেই জন্য) ধৈর্য্যং (আমার ধৈর্য্যকে) ধিক্ (ধিক্)।

অনুবাদ। -যার কোলের সুখের আশায় গুরুজন সম্বন্ধে গুরু লজ্জাকেও শিথিল করেছি, হে সখি! প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় তোমাদেরও কষ্ট দিয়েছি, সাধ্বী স্ত্রীরা যে ধর্ম্মকে পালন করে সেই মহৎ পাতিব্রত্য ধর্ম্মকেও গণনা করি নি আজ সেই কৃষ্ণ আমাকে উপেক্ষা করলেন। ধৈর্য্যকে ধিক্! তার জন্যেই পাপীয়সী আমি এখনো প্রাণ ত্যাগ করি নি ॥ ২৯ ॥

তথাহি—তত্রৈব ২।৬৯ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি
শ্রীরাধিকাবাক্যম্

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো
নিজসহজবাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা
কিমপি ন হি জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ
কথমশরণাং কামপি দশাং
কথং বা ন্যায্যা
তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবী ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—নিজসহজবাল্যস্য বলনাৎ (আপনার সহজবাল্য স্বভাব হেতু) গৃহান্তঃ খেলন্তঃ (গৃহমধ্যেই খেলা করিতাম) ভদ্রম্ অভদ্রং বা (ভাল অথবা মন্দ) কিম্ অপি মনাক্ (কিছু সামান্য মাত্রও) ন জানীমহি (জানি না)। [হে কৃষ্ণ এইরূপ] বয়ম্ (আমরা) অশরণাম্ (আশ্রয়হীন) কাম্ অপি (কোন এক অনির্ব্বচনীয়) দশাং (দশায়) নেতুং (নীত হইতে) কথং (কিরূপে) যুক্তাঃ (যোগ্যা হইলাম) কথং বা (আর কিরূপেই বা) তে (তোমার দ্বারা) উদাসীনপদবী (এই উদাসীনতা) প্রথয়িতুং (বিস্তার) ন্যায্যা (সঙ্গত হইল)।

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণ! আমরা বাল্য বয়সের স্বভাব অনুযায়ী গৃহের মধ্যে খেলা করতাম। ভাল-মন্দ কিছুই জানা ছিল না। এই নিরাশ্রয় দশার মধ্যে কি নিয়ে যাওয়ার যোগ্য আমরা? আর যদি নিয়েই থাক তো এখন তোমার এই উদাসীনতা কি উচিত? ॥ ৩০ ॥

তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে ২।৫৩
শ্রীকৃষ্ণসমক্ষে শ্রীললিতাবাক্যম্

অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং
যামোঽদ্য যাম্যাং পুরীং
নায়ং বঞ্চন-সঞ্চয়প্রণয়িনং
হাস্যং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটৈ-
রাভীরপল্লীবিটে,
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং
প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ (অন্তরের ক্লেশে কলঙ্কিতা হইয়া) বয়ম্ (আমরা) অদ্য (আজ) যাম্যাং পুরীং (যমের পুরীতে) যামঃ (যাইতেছি) তথাপি অয়ং (তথাপি এই শ্রীকৃষ্ণ) বঞ্চন-সঞ্চয়-প্রণয়িনং (বঞ্চনা-সঞ্চয়ে সুনিপুণ) হাস্যং (হাস্য) ন উজ্ঝতি (ত্যাগ করিতেছে না)। হা মেধাবিনি (হা বুদ্ধিমতি) রাধিকে (রাধিকা) গভীরকপটৈঃ (প্রগাঢ় কাপট্যে) সম্পুটিতে (প্রচ্ছন্ন) অস্মিন্ আভীরপল্লীবিটে (এই গোপ-পল্লীর লম্পটে) কথং তব প্রেমা গরীয়ান্ অভূৎ (কিরূপে তোমার প্রেম প্রবল হইয়া উঠিল)।

অনুবাদ।—হৃদয়ের ক্লেশে মলিন হয়ে আজ আমরা যমপুরীতেই চলেছি। তবু এই বঞ্চক ত্যাগ করছে না তার হাসি—যে হাসি বঞ্চনা করতেই নিপুণ। হে রাধিকা! বুদ্ধিমতী তুমি, তুমি কি করে গভীর প্রতারণায় ভরা গোকুলের এই লম্পটকে এমন গভীর ভাবে ভালবাসলে? ॥ ৩১ ॥

তথাহি—তত্রৈব তৃতীয়াঙ্কে অষ্টমশ্লোকে
পৌর্ণমাসীবাক্যম্

হিত্বা দূরে পথি ধবতরো-
রন্তিকং ধর্ম্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরু-শিখরিণং
রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।

লেভে কৃষ্ণার্ণব! নবরসা
রাধিকা-বাহিনী ত্বাং,
বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখী-
ভাবমস্যাস্তনোষি ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণার্ণব (হে কৃষ্ণ সমুদ্র) ধর্ম্মসেতোঃ ভঙ্গোদগ্রা (ধর্ম্মরূপ সেতু ভঙ্গে উদগ্রা) নবরসা রাধিকা-বাহিনী (নবীন রসে পূর্ণা শ্রীরাধিকা-স্রোতস্বিনী) ধবতরোঃ অন্তিকং দূরে পথি হিত্বা (স্বামিরূপ গুরুর সামীপ্য দূর পথে পরিহার পূর্ব্বক) রংহসা গুরু-শিখরিণং লঙ্ঘয়ন্তী (বেগে গুরুবর্গরূপ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া) ত্বাং লেভে (তোমাকে লাভ করিয়াছে) কিম্ ইব বাগ্বীচিভিঃ (কেন তবে বাক্য-তরঙ্গে) অস্যাঃ বিমুখীভাবম্ তনোষি (এই রাধা-নদীকে প্রতিহত করিতেছ, ফিরাইয়া দিতেছ)।

অনুবাদ।—প্রবল জলবেগে পাহাড় পেরিয়ে, সেতু ভেঙ্গে, পথের তরুকে দূরে ফেলে বর্ষার নদী সাগরে এসে মেশে। রাধিকাও তেমনি নব প্রেমের আকুল আবেগে গুরুজনকে লঙ্ঘন ক'রে, ধর্ম্মভঙ্গ ক'রে, স্বামীকে দূরে পরিহার ক'রে, হে কৃষ্ণ! তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন নদীস্রোতকে ফিরিয়ে দেয় তুমিও তারই মতন কেন বচনবিন্যাসে তার প্রতি বিমুখতা প্রকাশ করছ! ॥ ৩২ ॥

রায় কহে বৃন্দাবন-মুরলী-নিঃস্বন।
কৃষ্ণ রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন ॥
কহ তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার।
ক্রমে রূপ গোঁসাঞি কহে করি নমস্কার ॥

বিদগ্ধমাধবে ১।৪১, ৪২, ৪৮

সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকর-
মকরন্দস্য মধুরে,
বিনিস্যন্দে বন্দী-কৃত-
মধুপবৃন্দং মুহুরিদম্।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভি-
রনিলৈশ্চন্দনগিরে-
র্মমানন্দং বৃন্দাবিপিন-
মতুলং তুন্দিলয়তি ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—মাকন্দ-প্রকর-মকরন্দস্য (রসালমুকুল-নিচয়ের মধুধারার) বিনিস্যন্দে সুগন্ধৌ মধুরে (ক্ষয়িত সুগন্ধের মাধুর্য্যে) মুহুঃ বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং (পুনঃ পুনঃ বন্দীকৃত ভ্রমরাবলিতে মুখরিত) চন্দন-গিরেঃ মন্দোন্নতিভিঃ অনিলৈঃ কৃতান্দোলম্ (এবং মলয় পর্ব্বতের মৃদু প্রবাহিত অনিলে আন্দোলিত) ইদং বৃন্দাবিপিনম্ (এই বৃন্দারণ্য) মম অতুলম্ আনন্দং তুন্দিলয়তি (আমার অতুল আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে)।

অনুবাদ।—আম্রমুকুলের সুরভি ও মধুর মধু-ধারায় বন্দী ভ্রমরগুলির গুঞ্জনে এই বৃন্দাবন মুখরিত এবং মন্দ মন্দ মলয় বাতাসে তরঙ্গিত। বৃন্দাবন আমার অতুল আনন্দকে বর্দ্ধিত করছে ॥ ৩৩ ॥

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং,
লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি,
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং (বৃন্দাবন দিব্য লতায় বেষ্টিত), লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ (লতাগুলির অগ্রভাগেও পুষ্প প্রস্ফুটিত) পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি (পুষ্পসকলও আনন্দিত মধুকরে পূর্ণ) মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ (এবং মধুকর সকলও কর্ণরসাল গানে রত)।

অনুবাদ।—এই বৃন্দাবনে চারিদিকেই দিব্য লতা। লতাগুলিরও আগায় আগায় ফুল ফুটে আছে। ফুলগুলিতেও বসে আছে আনন্দিত ভ্রমর-গুলি। ভ্রমরগুলিও শ্রুতিমধুর গান গাইছে ॥ ৩৪ ॥

ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং
ক্বচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা,
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং
ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী
করকফল-পালীরসভরো,
হৃষীকাণাং বৃন্দং
প্রমোদয়তি বৃন্দাবনমিদম্ ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং (কোথাও মধুকরীর

গান) ক্বচিদ্ অনিলভঙ্গীশিশিরতা (কোথাও বায়ু-প্রবাহদ্বারা শীতলতা) ক্বচিদ্ বল্লীলাস্যং (কোথাও লতার নৃত্য) ক্বচিদ্ অমলমল্লীপরিমলঃ (কোথাও নির্ম্মল মল্লিকা পুষ্পের পরিমল) ক্বচিদ্ ধারাশালী করকফল-পালীরসভরঃ (কোথাও দাড়িম্ব ফলে রসের প্রাচুর্য্য) ইদং বৃন্দাবনং হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমোদয়তি (এই বৃন্দাবন ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রমোদিত করিতেছে)।

অনুবাদ।—কোথাও ভ্রমরীর গুঞ্জন, কোথাও বাতাসের শীতলতা, কোথাও লতার নৃত্য, কোথাও মল্লিকার সৌরভ, কোথাও বা রসভরা দানাদার ডালিম ফল। এই বৃন্দাবন আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে আনন্দ দিচ্ছে ॥ ৩৫ ॥

মুরলীবর্ণনং তত্রৈব ৩।২

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠ-
ত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো,
বহন্তী সঙ্কীর্ণৌ
মণিভিররুণৈস্তৎপরিসরৌ।
তয়োর্ম্মধ্যে হীরো-
জ্জ্বলবিমলজাম্বুনদময়ী
করে কল্যাণীয়ং
বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—উভয়তঃ (উভয় দিকে) অঙ্গুষ্ঠত্রয়ং (অঙ্গুষ্ঠত্রয়) [ব্যাপ্য] অসিতরত্নৈঃ (ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা) পরামৃষ্টা (খচিতা) অরুণৈঃ মণিভিঃ সঙ্কীর্ণৌ (অরুণবর্ণ মণিদ্বারা ব্যাপ্ত) তৎপরিসরৌ বহন্তৌ (পার্শ্বদ্বয় বহনকারিণী) তয়োঃ মধ্যে হীরোজ্জ্বল-বিমলজাম্বুনদময়ী (তাহাদের মধ্যে হীরকোজ্জ্বল শুদ্ধ সুবর্ণময়ী) কল্যাণী ইয়ং কেলিমুরলী হরেঃ করে বিলসতি (মঙ্গলময়ী এই কেলিমুরলী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বিরাজ করিতেছে) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ।—কৃষ্ণের হাতের লীলা-মুরলী জগতের মঙ্গল করে। সে মুরলীর দু-দিকে তিন আঙ্গুল পরিমাণ স্থান নীলমণিতে সাজানো। নীলমণির ধারে ধারে তিন তিন আঙ্গুল পরিমাণ স্থান চুনিতে সাজানো। দুধারে চুনির মধ্যে হীরা। উজ্জ্বল ও নির্ম্মল সোনা দিয়ে তৈরী এই মুরলী ॥ ৩৬ ॥

তথাহি—তত্রৈব ৫।১১

সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য
পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা।
কস্মাত্ত্বয়া সখি! গুরোর্বিষমা গৃহীতা,
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—'হে' মুরলিকে, সদ্বংশতঃ তব জনিঃ (সদ্বংশে তোমার জন্ম) পুরুষোত্তমস্য পাণৌ স্থিতিঃ (পুরুষোত্তমের হস্তে তোমার অবস্থিতি) জাত্যা সরলা অসি (জাতিতেও সরলা) 'হে' সখি, ত্বয়া কস্মাৎ গুরোঃ 'সকাশাৎ' (তুমি কোন্ গুরুর নিকট হইতে) বিষমা গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা গৃহীতা (গোপাঙ্গনাগণের মোহনমন্ত্রের বিষম দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ)।

অনুবাদ।—সদ্বংশে তোমার জন্ম, কৃষ্ণের হাতে থাকো, জাতিতে সরল। হে সখী মুরলী! কোন্ গুরুর কাছ থেকে তুমি গোপীদের মন ভোলাবার মোহন মন্ত্রের বিষম দীক্ষা নিয়েছ ? ৩৭ ॥

তথাহি—তত্রৈব ৪।৯

সখি মুরলি! বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা,
লঘুরতিকঠিনা ত্বং নীরসা গ্রন্থিলাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং,
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—'হে' সখি মুরলি! ত্বং বিশালচ্ছিদ্র-জালেন পূর্ণা (বিশাল ছিদ্রজালে পূর্ণা) লঘুঃ অতিকঠিনা, নীরসা, গ্রন্থিলা অসি (ক্ষুদ্র, অতি কঠিন, নীরস গ্রন্থিযুক্তা হও) তদপি কেন পুণ্যো-দয়েন শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং হরিকরপরিরম্ভং ভজসি (তথাপি কোন্ পুণ্য-প্রভাবে শ্রীহরিকরের নিবিড় আলিঙ্গন ও শ্রীহরির চুম্বনে নিবিড় আনন্দপ্রাপ্ত হইতেছ)।

অনুবাদ।—সখী মুরলী! বড় বড় বহু ছিদ্রে তুমি পূর্ণ, তুমি লঘু, অত্যন্ত কঠিন, রসহীন এবং গ্রন্থিযুক্ত। তবুও কোন্ পুণ্যবলে তুমি সর্ব্বদা কৃষ্ণের হাতের আলিঙ্গন ও চুম্বনের নিবিড় আনন্দ সর্ব্বদাই পেয়ে থাক ? ৩৮ ॥

তথাহি—তত্রৈব ১।৪৪

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং
কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্
বিস্মাপয়ন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্
ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্,
ভিন্দন্নণ্ডকটাহ-ভিত্তিমভিতো
বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—বংশীধ্বনিঃ (শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি) অম্বুভৃতঃ (জলধরসমূহকে) রুন্ধন্ (রোধ করিয়া) তুম্বুরুং (গন্ধর্ব্ববিশেষকে) মুহুঃ চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ (পুনঃ পুনঃ বিস্মিত করিয়া) সনন্দনমুখান্ (সনন্দনাদি বিধিসুত প্রভৃতিকে) ধ্যানাৎ অন্তরয়ন্ (ধ্যান হইতে বিচলিত করিয়া) বেধসং (ব্রহ্মাকে) বিস্মাপয়ন্ (বিস্মিত করিয়া) ঔৎসুক্যাবলিভিঃ বলিং চটুলয়ন্ (ঔৎসুক্যের দ্বারা বলিকে বিচলিত করিয়া) ভোগীন্দ্রং (নাগরাজকে) আঘূর্ণয়ন্ (বিঘূর্ণিত করিয়া) অণ্ডকটাহভিত্তিং ভিন্দন্ (ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহের ভিত্তি ভেদ করিয়া) অভিতঃ (সর্ব্বত্র) বভ্রাম (ভ্রমণ করিয়াছে)।

অনুবাদ।—কৃষ্ণের বাঁশীর সুর সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করছে। এই বাঁশীর সুরে—চলতে চলতে মেঘ থেমে যায়, তুম্বুরু নামে গন্ধর্ব্ব প্রতিক্ষণে চমৎকৃত হয়, সনন্দন-প্রমুখ মুনিদের ধ্যান ভেঙে যায়, বিধাতাও বিস্মিত হন, পাতালে বলি ঔৎসুক্যে চঞ্চল হয়ে ওঠেন, নাগরাজের মাথা ঘুরে যায় এবং ব্রহ্মাণ্ডের কটাহের আবরণ ভেঙে যায়॥ ৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণরূপবর্ণনং, যথা—তত্রৈব ১।৩৬

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ,
প্রভাতিনবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বরঃ।
অরণ্যজপরিষ্ক্রিয়াদমিতদিব্যবেশাদরো,
হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গোহরিঃ॥৪০

অন্বয়ঃ।—অয়ং হরিঃ (এই শ্রীকৃষ্ণ) নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ (যাঁহার নয়ন নীলপদ্মের শোভাকে পরাজিত করিয়াছে) প্রভাতিনবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বরঃ (যাঁহার পীত বসন নব কুঙ্কুমের বর্ণকে বিড়ম্বিত করিয়াছে) অরণ্যজপরিষ্ক্রিয়াদমিতদিব্যবেশাদয়ঃ (যাঁহার বনজাত বেশভূষা দিব্য বেশভূষাকেও দমন করিয়াছে) হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিঃ উজ্জ্বলাঙ্গঃ (মরকত মণির মনোহর দ্যুতিতে যাঁহার অঙ্গ উজ্জ্বল)।

অনুবাদ।—ইনি নয়নের শোভায় নীলকমলের রূপকেও তিরস্কার করেছেন। এঁর পীতবসন নব কুঙ্কুমের উজ্জ্বল শোভাকেও বিড়ম্বনা দিয়েছে। এঁর বনবেশ দিব্যবেশকেও হার মানিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের দেহ নীলমণির মনোহর জ্যোতিতে উজ্জ্বল॥ ৪০॥

তথাহি—ললিতমাধবে ৪।২৭

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং
কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং,
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি! তিরঃ-
সঞ্চারি-নেত্রাঞ্চলম্।
বংশীং কুটালিতে দধানমধরে,
লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং
বিভ্রদ্ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি! পরমা-
নন্দং পুরঃ স্বীকুরু॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—সখি বরাঙ্গি (হে সুতনু শ্রীরাধে) পুরঃ (সম্মুখে) জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং (যাঁহার বাম জঙ্ঘার নীচে দক্ষিণ চরণ সংলগ্ন আছে) কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং (যাঁহার ত্রিক বা মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ঈষৎ বক্রভাবে আছে) সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং (যাঁহার স্কন্ধ বাম দিকে ঈষৎ হেলিয়াছে) তিরঃসঞ্চারিনেত্রাঞ্চলম্ (যাঁহার কটাক্ষ বক্র) কুট্মলিতে অধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং বংশীং দধানম্ (সঙ্কুচিত অধরে চঞ্চল অঙ্গুলীসমন্বিত বংশী ধারণকারী) ভ্রূভ্রমরং বিভ্রৎ (ভ্রূরূপ ভ্রমর ধারণকারী) পরমানন্দং স্বীকুরু (পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বরণ কর)।

অনুবাদ।—হে সুতনু! তোমার সম্মুখে পরমানন্দ রয়েছেন—তাঁকে বরণ কর। এঁর বাম জঙ্ঘার (হাঁটুর) নীচের দিকে দক্ষিণ পদের অগ্রভাগ স্পর্শ করেছে। ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি, গ্রীবা ঈষৎ বক্র ও স্থির এবং অপাঙ্গে বাঁকা চাহনি। কুঞ্চিত অধরে বাঁশী, সে বাঁশীতে চঞ্চল আঙুলগুলি লেগে রয়েছে। এঁর ভ্রমরের ন্যায় ভুরু ঈষৎ চঞ্চল॥ ৪১॥

তথাহি—তত্রৈব ১।১০৬

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্,
সুমুখি! নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা,
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—হে সুমুখি! নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ (দীর্ঘ অপাঙ্গছটারূপ শাণিত টঙ্ক দ্বারা) কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্ (কুলাঙ্গনাগণের সতীধর্মরূপ প্রস্তররাশিকে ভেদ করিতে করিতে) কঃ অয়ম্ অপূর্ব্বঃ বিশ্বকর্ম্মা পুরঃ (কে এই অপূর্ব্ব বিশ্বকর্ম্মা সম্মুখভাগে) মরকতমণিলক্ষৈঃ গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি (লক্ষ লক্ষ মরকত মণিদ্বারা গোষ্ঠভূমিকে বিরচিত করিতেছেন)।

অনুবাদ।—হে সুমুখি! আমার সম্মুখে অপূর্ব্ব এই বিশ্বকর্ম্মা কে? এঁর তীক্ষ্ণ ও দীর্ঘ অপাঙ্গ টঙ্ক বা পাথর কাটিবার ছেনীর সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর ছটার আঘাতে কুলাঙ্গনাদের কুলধর্ম্মরূপ পাথর ভাঙতে ভাঙতে অসংখ্য পান্না বা মরকতমণি দিয়ে গোষ্ঠভূমি সৃষ্টি করেছেন॥ ৪২॥

তথাহি—তত্রৈব ১।১০২

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলী-
দ্যুতিবিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ
স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।
সখি! স্থিরকুলাঙ্গনা-
নিকরনীবিবন্ধার্গল-
চ্ছিদাকরণকৌতুকী
জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীদ্যুতিবিড়ম্বিদেহদ্যুতিঃ (যাহার অঙ্গকান্তি মহামরকতমণির উজ্জ্বলতাকেও লজ্জা দিতেছে) ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ কোঽপি নব্যো যুবা স্ফুরতি (ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমা-স্বরূপ কোন্ নবীন যুবক বিরাজ করিতেছেন) সখি যস্য বংশীধ্বনিঃ স্থিরকুলাঙ্গনানিকরনীবিবন্ধার্গলচ্ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি (হে সখি, যাঁহার বংশীধ্বনি ধৈর্য্যশালিনী পতিব্রতা রমণীদিগের নীবিবন্ধরূপ অর্গল ছেদন বিষয়ে কৌতুকী হইয়াছে, তাহার জয় হউক)।

অনুবাদ।—সখি! এই যে এক নবীন যুবা সম্মুখে শোভা পাচ্ছেন—ইনি নন্দকুলের চন্দ্রমা, এঁর অঙ্গকান্তি মহামরকতমণির দ্যুতিকে লজ্জা দিচ্ছে। এঁর বাঁশীর সুরে শান্ত কুলাঙ্গনাদের নীবিবন্ধের আগল খুলে যায়—আর এই কাজেই এঁর বাঁশীর অদম্য কৌতুক॥ ৪৩॥

শ্রীরাধারূপবর্ণনং যথা—বিদগ্ধমাধবে ১।৬০

বলাদক্ষ্ণোর্লক্ষ্মীঃ
কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং,
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং
কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টা-
পদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ,
কিমপি কিল রূপং বিলসতি॥ ৪৪

অন্বয়। (রাধায়াঃ) অক্ষ্ণোঃ লক্ষ্মীঃ নব্যং কুবলয়ং বলাৎ কবলয়তি (যাঁহার নয়নশোভা নূতন নীলপদ্মকে বলপূর্ব্বক পরাজিত করিতেছে) মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনম উল্লঙ্ঘয়তি চ (যাঁহার মুখের সৌন্দর্য্য প্রফুল্ল কমলবনকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে) আঙ্গিকরুচিঃ অষ্টাপদম্ অপি কষ্টাং দশাং নয়তি (যাঁহার অঙ্গকান্তি স্বর্ণকে বিবর্ণ করিতেছে) 'অতঃ' রাধায়াঃ কিমপি বিচিত্রং কিল রূপং বিলসতি (সেই রাধার কোন অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র রূপ বিলাস করিতেছে)।

অনুবাদ।—রাধার বিচিত্র এক রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর চোখের শোভা নবীন পদ্মের শোভাকেও জোর করে গ্রাস করেছে। মুখের রূপের উল্লাস ফুটন্ত পদ্মফুলের শোভাকেও হার মানিয়েছে, আর—অঙ্গের কান্তি সোনাকেও বিষম দুর্দ্দশায় ফেলেছে॥ ৪৪॥

তথাহি—তত্রৈব ৫।৩২

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং,
শতপত্রং বত! শর্ব্বরীমুখে।
ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং,
তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননম্॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—বিধুঃ দিবা বিরূপতাম্ এতি (চন্দ্র দিবাভাগে বিরূপ হয়) বত শতপত্রং শর্ব্বরীমুখে এতি (কমল রজনীতে শোভাহীন হয়) ইতি সদা প্রিয়া উজ্জ্বলং মৎপ্রিয়াননং কেন 'সহ' তুলনাম অর্হতি (এই অবস্থায় দিন রাত্রিতে সমভাবে উজ্জ্বল আমার প্রিয়াব মুখের সঙ্গে কাহার তুলনা হইবে)।

অনুবাদ।—দিবানিশি রূপে উজ্জ্বল আমার প্রিয়ার মুখের তুলনা কার সঙ্গে হতে পারে? চাঁদ? সে তো দিবসে রূপহীন হয়। পদ্ম? সে তো সন্ধ্যাতে রূপহীন হ'য়ে পড়ে॥ ৪৫॥

তথাহি—তত্রৈব ২।৭৮

প্রমদ-রসতরঙ্গস্মের-গণ্ডস্থলায়াঃ,
স্মরধনুরনুবন্ধি-ভ্রূলতালাস্যভাজঃ।
মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো,
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎপক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—প্রমদ-রস-তরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ (আনন্দ-রস-তরঙ্গে যাহার গণ্ডস্থল ঈষৎ হাস্যযুক্ত) স্মরধনুরনু-বন্ধিভ্রূলতালাস্যভাজঃ (কন্দর্প-ধনুতুল্য যাহার ভ্রূলতা নৃত্যচঞ্চল।) পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ (সলোমাক্ষীর) মদকলচলভৃঙ্গী-ভ্রান্তিভঙ্গীং দধানঃ কটাক্ষঃ (মত্ততা নিবন্ধন মধুর চঞ্চল ভ্রমরের ভঙ্গীর ভ্রান্তিসম্পাদক শ্রীরাধার কটাক্ষ) ইদাং হৃদয়ম অদাঙ্ক্ষীৎ (আমার হৃদয়কে দংশন করিয়াছে)।

অনুবাদ।—রাধার কপোলে (গণ্ডস্থলে, গালে) আনন্দের রস-তরঙ্গের মৃদু হাসি। মদনের ধনুর মতন তাঁর ভ্রূলতা যে নেচে চলেছে। চোখের পলকগুলি দীর্ঘ। তাঁর কটাক্ষ মদমধুর ও চঞ্চল ভ্রমরের মতন। সেই কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দংশন করেছে॥ ৪৬॥

রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী ব্যবহার॥
রূপ কহে কাঁহা তুমি সূর্য্যসম ভাস।
মুঞি কোন ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত প্রকাশ॥
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখের ব্যাদান(১)।
এত বলি নান্দী-শ্লোক করিল ব্যাখ্যান॥

তথাহি—ললিতমাধবে ১।১

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকান্
মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী
দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—সুররিপুসুদৃশাম্ (অসুর রমণীগণের) উরোজকোকান্ (স্তনচক্রবাকসমূহকে) মুখকমলানি চ খেদয়ন্ (এবং মুখপদ্মমালাকে খেদান্বিত করিয়া) অখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী (অখিল সুহৃদরূপ চকোরের আনন্দবর্দ্ধনকারী) অখণ্ডঃ মুকুন্দযশঃশশী চিরং বঃ মুদং দিশতু (মুকুন্দের পরিপূর্ণ যশঃশশধর চিরকাল তোমাদের আনন্দ সম্পাদন করুন)।

অনুবাদ।—কৃষ্ণের কীর্ত্তিরূপ চন্দ্র তোমাদের আনন্দ দান করুক। চাঁদ যেমন চকোরকে আনন্দ দেয়, তাঁর কীর্ত্তিও তেমনি সমস্ত বন্ধুজনকে চিরকাল ধরে আনন্দ দান করে। চাঁদ যেমন চখা-চখী ও পদ্মকে দুঃখ দিয়ে থাকে, তাঁর কীর্ত্তিও তেমনি অসুর রমণীদের বক্ষঃস্থল ও মুখের অপার দুঃখ বিধান করে॥ ৪৭॥

দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি রায় পুছিলা।
সঙ্কোচ পাইয়া রূপ কহিতে লাগিলা॥

তথাহি—তত্রৈব ১।৪

নিজপ্রণয়িতাসুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ,
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিততমস্ততির্ম্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী,
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—যঃ ক্ষিতৌ উদয়ম্ আপ্নুবন্ (যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া) নিজপ্রণয়িতাসুধাং (নিজের প্রেমামৃত) অলম্ কিরতি (অজস্রভাবে বিতরণ করিতেছেন) উরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ (যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজরূপে অবতীর্ণ হইয়া) লুঞ্চিততমস্ততিঃ (অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে বিনষ্ট করিয়াছেন) বশীকৃতজগন্মনাঃ (সমস্ত জগতের হৃদয়কে বশীভূত করিয়াছেন) শচীসুতাখ্যঃ শশী কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু (সেই শচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আমার অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্পাদন করুন)।

অনুবাদ।—শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদের তুলনা। তিনি

(১) 'ধার্ষ্ট্য'—প্রগল্‌ভতা বা নির্লজ্জতা। 'মুখের ব্যাদান'—হাঁ করা অর্থাৎ কোন কথা বলা।

জগতের সকলের মনকে বশ করেছেন। চাঁদ যেমন অন্ধকারকে নাশ করে, তিনিও তেমনি আমাকে মোহ থেকে রক্ষা করুন। সমস্ত ব্রাহ্মণকুলের সম্রাট্‌রূপে তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তিনি নিজের প্রেমের সুধা অজস্রভাবে বিতরণ করছেন ॥ ৪৮ ॥

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস।
বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাস ॥
কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্য সুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে মিথ্যা কেন স্তুতি ক্ষারবিন্দু ॥
রায় কহে রূপের কবিত্ব অমৃতের পূর।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর ॥
প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতে উল্লাস।
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস ॥
রায় কহে লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্টদেবের স্তুতি মঙ্গলাচরণে ॥
রায় কহে কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ।
তবে রূপ গোঁসাঞি কহে তাহার বিশেষ ॥

তথাহি—ললিতমাধবে ১।২০

নটতা কিরাতরাজং নিহত্য
রঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি
তারাকরগ্রহণম্ ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—নটতা তেন কলানিধিনা (নৃত্যপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক) রঙ্গস্থলে কিরাতরাজং নিহত্য (রঙ্গস্থলে কিরাতরাজ কংসকে নিহত করিয়া) গুণবতি সময়ে তারাকরগ্রহণং (পূর্ণমনোরথ নামক সময়ে শ্রীরাধারূপিণী তারার পাণিগ্রহণ) বিধেয়ম্ (করা হইবে)।

অনুবাদ।—নটরূপী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রঙ্গস্থলে কিরাতরাজ কংসকে বিনাশ করার পর শুভ কালে রাধারূপিণী তারার পাণিগ্রহণ করবেন ॥ ৪৯ ॥

উদ্‌ঘাত্যক নাম এই আমুখ বীথী-অঙ্গ (১)।
তোমার আগে ইহা কহি ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ ॥

তল্লক্ষণং যথা—সাহিত্যদর্পণে ৬।৮৯

পদানি ত্বগতার্থানি
তদর্থগতয়ে নরাঃ
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ
স উদ্‌ঘাত্যক উচ্যতে ॥ ৫০

অন্বয়ঃ।—অগতার্থানি পদানি (যাহার অর্থ বোঝা যায় না এমন পদ সকলকে) তদর্থগতয়ে (তাহার অর্থ বোধের জন্য) যত্র (যেখানে) নরাঃ (লোকেরা) অন্যৈঃ পদৈঃ যোজয়ন্তি (অন্য পদের সঙ্গে যোজনা বা অন্বয় করে) উদ্‌ঘাত্যকঃ উচ্যতে (তাহাকে উদ্‌ঘাত্যক নামক প্রস্তাবনার অঙ্গ বলা হয়)।

অনুবাদ।—অবোধিত অর্থযুক্ত পদকে অন্যার্থ বোধের জন্য যখন যোজনা করা হয়, তখন তাকে উদ্‌ঘাত্যক নামক প্রস্তাবনাঙ্গ বলে ॥ ৫০ ॥

রায় কহে কহ আগে অঙ্গের (২) বিশেষ।
শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ ॥

তথাহি—ললিতমাধবে ১।৫।৪৯

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি
রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা
বরবংশজকাকলীদূতী ॥ ৫১

অন্বয়ঃ।—যা হ্রিয়ং (যে বংশীধ্বনি লজ্জাকে) অবগৃহ্য (বিনষ্ট করিয়া) গৃহেভ্যঃ (গৃহ হইতে) বনায় রাধাং কর্ষতি (কাননে অভিসারে রাধাকে আকর্ষণ করে) সা নিপুণা নিসৃষ্টার্থা বরবংশজ-কাকলীদূতী জয়তি (সেই স্বকার্য্যকুশলা বরবংশী-কাকলীরূপা নিসৃষ্টার্থা দূতী জয়যুক্ত হইতেছে)।

অনুবাদ।—লজ্জা নাশ করে যে গৃহ থেকে বনে রাধাকে টেনে নিয়ে যায়, নিপুণা দূতীর মত কৃষ্ণের বাঁশীর সেই কাকলী জয়লাভ করুক ॥ ৫১ ॥

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ
পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।

---

(১) 'নটতা' এই শ্লোকোক্ত আমুখ—প্রস্তাবনার নাম উদ্‌ঘাত্যক, আর ভারতীবৃত্তির অঙ্গ বীথী।

(২) 'অঙ্গ'—নাটকের অন্যান্য অঙ্গ। পূর্ব্বে যেমন বৃন্দাবন প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছে, এখানেও তাহা কর।

ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ প্রকটা
সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি ॥ ৫২

অন্বয়ঃ।—রজোভরঃ (ধূলিপটল) হরিম্ উদ্দিশতে (শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া দিতেছে) পুরতঃ তমঃ অমুং সঙ্গময়তি (এবং সম্মুখে অন্ধকার শ্রীকৃষ্ণকে মিলন করাইয়া দিতেছে) ব্রজবামদৃশাং (ব্রজসুন্দরীগণের) পদ্ধতিঃ (শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-রীতি) সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেঃ অপি ন প্রকটা (সর্ব্বলোকের চক্ষুঃস্বরূপ শ্রুতিরও অগোচর)।

অনুবাদ।—শ্রুতির অগোচর কিছুই নেই। কিন্তু সেই শ্রুতিও ব্রজগোপীদের প্রেমের গতি জানতে পারে না। কৃষ্ণ চলেছেন, তাঁর পিছনে ধূলিরাশি দেখে গোপীরা তাঁর উদ্দেশ পাচ্ছে, আর সম্মুখে অন্ধকারের আবরণ তাঁর সঙ্গে গোপীদের মিলন ঘটিয়ে দিচ্ছে ॥ ৫২ ॥

তথাহি—তত্রৈব ২।১।২২

সহচরি! নিরাতঙ্কঃ
কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতিঃ
ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো
মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।
অহহ! চটুলৈরুৎ-
সর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈঃ
মম ধৃতিধনং চেতঃ
কোষাৎ বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ ॥ ৫৩

অন্বয়ঃ।—সহচরি মুদিরদ্যুতিঃ (নবজলধরকান্তি) মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ (মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিলাস-বিশিষ্ট) কঃ অয়ং নিরাতঙ্কঃ যুবা (কে এই নির্ভীক যুবক) কুতঃ ব্রজভুবি প্রাপ্তঃ (কোথা হইতে ব্রজভূমিতে আসিয়াছে) অহহ যঃ ইহ চটুলৈঃ উৎসর্পদ্ভিঃ (আহা বড় দুঃখ যে এই বৃন্দাবনে চঞ্চল ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল) দৃগঞ্চলতস্করৈঃ (নয়ন-কটাক্ষ রূপ চোরের দ্বারা) মম চেতঃকোষাৎ (আমার চিত্তরূপ ধনাগার হইতে) ধৃতিধনং বিলুণ্ঠয়তি (ধৈর্য্যরূপ ধনকে লুণ্ঠন করিতেছে)।

অনুবাদ।—সখি! নবমেঘের মতন শ্যামল আর মত্ত হাতীর মতন বিলাসযুক্ত কে এই নবীন যুবা নিঃসঙ্কোচে ব্রজভূমিতে এসে পৌঁচেছে? আহা! চারদিকেই এর চপল চোখের চাউনি চোরের মতন আমাদের ধৈর্যরূপ সম্পদকে মনের কোষাগার থেকে যেন লুট ক'রে নিয়ে যাচ্ছে ॥ ৫৩ ॥

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা,
বিলোচন-চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী,
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥৫৪

অন্বয়ঃ।—যা মম মনঃকরীন্দ্রস্য বিহারসুরদীর্ঘিকা (যিনি আমার চিত্তরূপ করীন্দ্রের বিহারের মন্দাকিনীতুল্যা) বিলোচন-চকোরয়োঃশরদমন্দচন্দ্রপ্রভা (নয়নরূপ চকোরদ্বয়ের শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের প্রভাসদৃশ) উরোঽম্বরতটস্য চ আভরণচারুতারাবলী (মনোহর তারাবলী নামক হৃদয়াকাশের অলঙ্কার তুল্যা) সা ইয়ং রাধিকা ময়া উন্নত-মনোরথৈঃ অলম্ভি (সেই এই শ্রীরাধা আমা কর্তৃক অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষায় লব্ধ হয়েছে)।

অনুবাদ।—ঐরাবতের বিহারের দীর্ঘি মন্দাকিনী—আমার মনের কল্পনা-বিলাসের আধার এই শ্রীরাধা। চকোরের চোখে শরৎকালের উজ্জ্বল চাঁদের আলো যেমন, আমার চোখে রাধাও তেমন। আমার মনের আকাশে রাধা যেন সুন্দর তারা দিয়ে গাঁথা একগাছি মুক্তামালা। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষায় আমি রাধাকে লাভ করেছি ॥ ৫৪ ॥

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র-বদনে ॥
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ (১) সব সিদ্ধান্তের সার ॥
প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন ॥

তথাহি—প্রাচীনকৃতশ্লোকঃ

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিংকাণ্ডেনধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥ ৫৫

অন্বয়ঃ।—তস্য কবেঃ কাব্যেন কিম্ (সেই কবির কাব্যের প্রয়োজন কি) তস্য ধনুষ্মতঃ

(১) 'নাটক-লক্ষণ'—অর্থাৎ নাটকে যে যে লক্ষণের প্রয়োজন হয়, তাহা উত্তমরূপে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কাণ্ডেন কিম্ (সেই ধনুর্দ্ধারীর বাণনিক্ষেপেরই কি প্রয়োজন?) যৎ পরস্য হৃদয়ে লগ্নং শিরঃ ন ঘূর্ণয়তি (যে পরের হৃদয়ে লগ্ন হইয়া মাথা ঘুরাইয়া না দেয়!)।

অনুবাদ।—ধনুকধারীর বাণ এবং কবির কাব্য যদি হৃদয়ে লেগে মাথা না ঘুরিয়ে দেয় তো কিসের প্রয়োজন তা নিয়ে? ৫৫ ॥

তোমার শক্তি বিনু জীবের এই বাণী (১)।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও, হেন অনুমানি ॥
প্রভু কহে প্রয়াগে ইঁহার হইল মিলন।
ইঁহার গুণে ইঁহায় আমার তুষ্ট হৈল মন ॥
মধুর প্রসন্ন ইঁহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ॥
সবে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর।
ব্রজলীলা প্রেম-রস বর্ণে নিরন্তর ॥
ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয় নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম ॥
তোমার যৈছে বিষয়-ত্যাগ তৈছে তাঁর রীতি।
দৈন্য, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি ॥
এই দুই ভাই আমি পাঠাইল বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে ॥
রায় কহে ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে ॥
মোর মুখে যে সব রস কৈলে প্রচারণে।
সেই সব দেখি এই ইঁহার লিখনে ॥
ভক্তকৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস।
যারে করাও সেই করিবে জগৎ তোমার বশ ॥
তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে আলিঙ্গন।
তাঁহারে করাইল সবার চরণ বন্দন ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ আদি সব ভক্তগণ।
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন ॥
প্রভুর কৃপা রূপে, আর রূপের সদ্‌গুণ।
দেখি চমৎকার হৈল সবাকার মন ॥

(১) 'বাণী'—বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব রচনা-বাক্য।

তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা।
হরিদাস ঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা ॥
হরিদাস কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
যে সব বর্ণিলে ইহার কে জানে মহিমা ॥
শ্রীরূপ কহেন আমি কিছুই না জানি।
যেই মহাপ্রভু কহান সেই কহি বাণী ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১।১।২

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাককরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ ৫৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদে ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৫৬ ॥

এই মত দুই জন কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস সঙ্গে ॥
চারি মাস রহি সব প্রভুর ভক্তগণ।
প্রভু বিদায় দিল গৌড়ে করিতে গমন ॥
শ্রীরূপ প্রভু-পদে নীলাচলে রহিলা।
দোলযাত্রা প্রভুসঙ্গে আনন্দে দেখিলা ॥
দোল অনন্তর প্রভু রূপে বিদায় দিলা।
অনেক প্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিলা ॥
বৃন্দাবনে যাহ তুমি রহিও বৃন্দাবনে।
একবার ইঁহা পাঠাইও সনাতনে ॥
ব্রজে তুমি রসশাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ত তীর্থ সব তার করিহ প্রচারণ ॥
কৃষ্ণসেবা, ভক্তিরস করহ প্রচার।
আমিও দেখিতে তাহা যাব একবার ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
রূপ গোঁসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ ॥
প্রভুর ভক্তগণ পাশে বিদায় হইলা।
পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবনে আইলা ॥
এইত কহিল পুনঃ রূপের মিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ শ্রীরূপসঙ্গোৎসবো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথা-
ন্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—অহম্ (আমি) শ্রীগুরোঃ (শ্রীদীক্ষা-গুরু) শ্রীযুতপদকমলং (কমলতুল্য শ্রীচরণ যুগল) বন্দে (বন্দনা করি) শ্রীগুরূন্ (শিক্ষাগুরুগণকে) বৈষ্ণবাংশ্চ (এবং বৈষ্ণবগণকে) সাগ্রজাতম্ (অগ্রজ সনাতনের সহিত) সহগণরঘুনাথান্বিতং (গণের সহিত এবং রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাসের সহিত) স-জীবং (শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত) তং (সেই) শ্রীরূপং (শ্রীরূপ গোস্বামীকে) সাদ্বৈতং (শ্রীঅদ্বৈতের সহিত) সাবধূতং (শ্রীনিত্যানন্দের সহিত) পরিজনসহিতং (পরিবারবর্গের সহিত) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে) সহগণ-শ্রীললিতাবিশাখান্বিতাংশ্চ (গণের সহিত শ্রীললিতা ও বিশাখা সমন্বিতা) শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ বন্দে (শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি)।

অনুবাদ।—আমি বন্দনা করি দীক্ষাগুরুর সুন্দর পদকমলকে। বন্দনা করি রূপগোস্বামীকে ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সনাতন গোস্বামী ও জীবগোস্বামীকে—এবং রঘুনাথ প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্তকে, এঁরা আমার শিক্ষাগুরু। বন্দনা করি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতাচার্য্যকে, নিত্যানন্দকে এবং অন্যান্য আরো সকলকে, যাঁরা তাঁর সঙ্গেই থাকেন। বন্দনা করি রাধাকৃষ্ণের পদযুগলকে—ও সঙ্গে সঙ্গে ললিতা, বিশাখা ও তাঁদের সহচরীদের ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
সর্ব্বলোক নিস্তারিতে গৌর অবতার।
নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধ প্রকার ॥
সাক্ষাৎ দর্শন আর যোগ্য ভক্ত জীবে।
আবেশ করয়ে কাঁহা হয়ে আবির্ভাবে ॥
সাক্ষাৎ দর্শনে প্রায় সবা নিস্তারিলা।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে আবিষ্ট হৈলা ॥
প্রদ্যুম্ন নৃসিংহানন্দ আগে কৈল আবির্ভাব।
লোক নিস্তারিল এই ঈশ্বর স্বভাব ॥
সাক্ষাৎ দর্শনে সব জগৎ তারিল।
একবার যে দেখিল সে কৃতার্থ হইল ॥
গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥
আর নানাদেশের লোক আসি জগন্নাথ।
চৈতন্য-চরণ দেখি হইল কৃতার্থ ॥
সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী (১)।
দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর মনুষ্যবেশে আসি ॥
প্রভুকে দেখিয়া যায় বৈষ্ণব হইয়া।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি নাচে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
এই মত দর্শনে ত্রিজগৎ নিস্তারি।
যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী ॥
তা সেবা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে।
যোগ্য ভক্তজীব-দেহে করেন আবেশে ॥
সেই জীবে নিজ শক্তি করেন প্রকাশে।
তাহার দর্শনে বৈষ্ণব হয় সর্ব্বদেশে ॥
এই মত আবেশে তারিল ত্রিভুবন।
গৌড়ে যৈছে আবেশ করি কৃষ্ণ দরশন ॥
আম্বুয়া মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী।
পরম বৈষ্ণব তিঁহো বড় অধিকারী ॥
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল ॥

---

(১) 'সপ্তদ্বীপ'—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। 'নবখণ্ড'—জম্বুদ্বীপের নয়টি ভাগ, যথা—ইলাবৃত, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব, হিরণ্যক, হিরণ্ময়, রুরু, কিংপুরুষ ও ভারত।

গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
হাসে কাঁদে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া॥
অশ্রু কম্প স্তম্ভ স্বেদ সাত্ত্বিক বিকার।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য সঘন হুঙ্কার॥
তৈছে গৌরকান্তি, তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাহাকে দেখিতে আসে সর্ব্ব গৌড়দেশ॥
যারে দেখে তারে কহে, কহ কৃষ্ণ নাম।
তাঁহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম (১)॥
চৈতন্য আবেশ হয় নকুলের দেহে।
শুনি শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে॥
পরীক্ষা করিতে তাঁর যবে ইচ্ছা হৈল।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল॥
আপনে আমাকে বোলায় ইঁহা আমি জানি (২)।
আমার ইষ্টমন্ত্র জানি কহেন আপনি॥
তবে জানি ইহাতে হয় চৈতন্য আবেশ।
এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূরদেশ॥
অসংখ্য লোকের ঘটা কেহ আইসে যায়।
লোকের সংঘট্টে কেহ দর্শন না পায়॥
আবেশ ব্রহ্মচারী কহে শিবানন্দ আছে দূরে।
জন দুই চারি যাহ বোলাহ তাঁহারে॥
চারিদিকে যায় লোক 'শিবানন্দ' বলি।
শিবানন্দ কোন্ তোমায় বোলায় ব্রহ্মচারী॥
শুনি শিবানন্দ সেন আনন্দে আইলা।
নমস্কার করি তাঁর নিকটে বসিলা॥
ব্রহ্মচারী বলে "তুমি যে কৈলে সংশয়।
একমন হঞা তার শুনহ নিশ্চয়॥
গৌর-গোপাল মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড় যেই করেছ অন্তর (৩)॥"

(১) 'প্রেমোদ্দাম'—প্রেমে উচ্ছৃঙ্খল।
(২) আমি এই স্থানে আছি, ইহা জানিয়া যদি আমাকে স্বয়ং আহ্বান করেন। 'ইঁহা'—এখানে।
(৩) 'গৌর-গোপাল মন্ত্র'—ক্লীঁ কৃষ্ণ ক্লীঁ। 'অন্তর'—মনোমধ্যে।

তবে শিবানন্দ মনে প্রতীত হইল।
অনেক সম্মান ভক্তি তাহারে করিল॥
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব।
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় আবির্ভাব॥
শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে॥
এই চারি ঠাঁই প্রভুর সতত আবির্ভাব।
'প্রেমাকৃষ্ট হয়ে' প্রভুর সহজ স্বভাব॥
নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা।
ভোজন করিল তাহা শুন মন দিয়া॥
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম।
প্রভুর কৃপাতে তেঁহো মহা ভাগ্যবান্॥
একবৎসর তিঁহো প্রথমে একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইঁলা উৎকণ্ঠা অন্তর॥
মহাপ্রভু দেখি তাঁরে বহু কৃপা কৈলা।
মাস দুই মহাপ্রভু নিকটে রহিলা॥
তবে প্রভু তাঁরে আজ্ঞা দিল গৌড় যাইতে।
ভক্তগণে নিষেধিহ এথাকে আসিতে॥
এ বৎসর তাঁহা আমি যাইব আপনে।
তাহাই মিলিব সব অদ্বৈতাদি সনে॥
শিবানন্দে কহিও আমি এই পৌষমাসে।
আচম্বিতে অবশ্য যাইব তাঁহার আবাসে॥
জগদানন্দ হয় তাহা, তিঁহো ভিক্ষা দিবে।
সবাকে কহিও এ বর্ষ কেহ না আসিবে॥
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ (৪) কহিল।
শুনি ভক্তগণ-মনে আনন্দ হইল॥
চলিতেছিলা আচার্য্য গোঁসাঞি রহিলা স্থির হৈঞা।
শিবানন্দ জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া॥
পৌষ মাস আইল দুঁহে সামগ্রী করিয়া।
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া॥

(৪) 'সন্দেশ'—আদেশ, বার্ত্তা।

এইমত মাস গেল গোঁসাঞি না আইলা।
জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখী বড় হইলা॥
আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাঁহাই আইলা।
দোঁহে তাঁরে মিলি তবে স্থানে বসাইলা॥
দোঁহে দুঃখী দেখি তব কহে নৃসিংহানন্দ।
তোমা দোঁহাকারে কেনে দেখি নিরানন্দ॥
তবে শিবানন্দ তাঁরে সকল কহিলা।
আসিব আজ্ঞা দিল প্রভু কেনে না আইলা॥
শুনি ব্রহ্মচারী কহে করহ সন্তোষে।
আমিত আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে॥
তাঁহার প্রভাব প্রেম জানে দুই জন।
আনিব প্রভুরে এহোঁ নিশ্চয় কৈল মন॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর ছিল নিজ নাম।
নৃসিংহানন্দ নাম তাঁর কৈল গৌরধাম॥
দুই দিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল।
পানিহাটি গ্রামে আসি প্রভুরে আনিল॥
কালি মধ্যাহ্নে তেঁহ আসিবেন মোর ঘরে।
পাকসামগ্রী আন, আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে॥
তবে তাঁরে এথা আসি আনিব সত্বর।
নিশ্চয় কহিল, কিছু সন্দেহ না কর॥
যে চাহিয়ে, তাহা কর হইয়া তৎপর।
অতি ত্বরায় করিব পাক শুন অতঃপর॥
পাকসামগ্রী আন আমি যে যে চাই।
যে মাগিল শিবানন্দ আনি দিল তাই॥
প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিল অপার।
নানা ব্যঞ্জন, পিঠা, ক্ষীর, নানা উপহার॥
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক্ বাড়িল।
চৈতন্য প্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল॥
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি পৃথক্ বাড়িল।
তিনজনে সমর্পিয়া বাহিরে ধ্যান কৈল॥
দেখে শীঘ্র আসি বসিল চৈতন্য গোঁসাঞি।
তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট নাঞি॥
আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন পড়ে অশ্রুধার।
হা হা কি কর কি কর বলি করেন ফুৎকার॥
জগন্নাথে তোমায় ঐক্য, খাও তাঁর ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপযোগ॥
নৃসিংহের হৈল জানি আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে, জীয়ে কৈছে দাস॥
ভোজন দেখিয়া যদ্যপি তাঁর হৃদয়ে উল্লাস।
নৃসিংহে লক্ষ্য করি করে বাহিরে দুঃখ-ভাস॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য গোঁসাঞি।
জগন্নাথ নৃসিংহ সহ কিছু ভেদ নাই॥
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈত মন।
তাহা দেখাইল প্রভু করিয়া ভোজন॥
ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পানিহাটি।
সন্তোষ পাইল দেখি ব্যঞ্জন পরিপাটী॥
শিবানন্দ কহে কেনে করহ ফুৎকার।
তেঁহো কহে দেখ তোমার প্রভুর ব্যবহার॥
তিনজনার ভোগ তিঁহো একেলা খাইল।
জগন্নাথ নৃসিংহের উপহাস হৈল॥
শুনি শিবানন্দ চিত্তে হইল সংশয়।
কিবা প্রেমাবেশে কহে, কিবা সত্য হয়॥
তবে শিবানন্দে পুনঃ কহে ব্রহ্মচারী।
সামগ্রী আন নৃসিংহ-লাগি পুনঃ পাক করি॥
তবে শিবানন্দ ভোগ সামগ্রী আনিল।
পাক করি নৃসিংহের ভোগ লাগাইল॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ।
নীলাচলে গিয়া দেখিল প্রভুর চরণ॥
একদিন সভাতে প্রভু বাত চালাইলা।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা॥
গত বর্ষ পৌষে আমা করাইল ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন॥
শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য হইল।
শিবানন্দের মনে তবে প্রতীতি জন্মিল॥
এই মত শচীগৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন দর্শন॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখে আসি বারে বারে।
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে॥

প্রেমবশ গৌরপ্রভু, যাঁহা প্রেমোত্তম।
প্রেমবশ হঞা তাঁহা দেন দরশন॥
শিবানন্দের প্রেমসীমা কে কহিতে পারে।
যাঁর প্রেমে বশ গৌর আইসে বারে বারে॥
এইত কহিল গৌরের আবির্ভাব।
ইহা যেই শুনে, জানে চৈতন্যপ্রভাব॥
পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য॥
সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ-অবতার।
স্বরূপ গোঁসাঞি সহ সখ্য-ব্যবহার॥
একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুকে তেঁহো করে নিমন্ত্রণ॥
ঘরে ভাত করি করেন বিবিধ ব্যঞ্জন।
একেলা প্রভুকে লঞা করান ভোজন॥
তার পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান।
বিষয়-বিমুখ আচার্য্য বৈরাগ্য-প্রধান॥
গোপাল ভট্টাচার্য্য নাম তাঁর ছোট ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেল তাঁর ঠাঁই॥
আচার্য্য তাঁহারে প্রভুপাশে মিলাইলা।
অন্তর্যামী প্রভু, চিত্তে সুখ না পাইলা॥
আচার্য্য-সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভ্যাস।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস॥
স্বরূপ গোঁসাঞিরে আচার্য্য কহে আর দিনে।
বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আসিয়াছে এখানে॥
সবে মিলি আইস ভাষ্য শুনি ইহার স্থানে।
প্রেম ক্রোধে স্বরূপ তারে বলেন বচনে॥
বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ (১) শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরক ভাষ্য (২) শুনে।
সেব্য-সেবকভাব ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে॥

মহাভাগবত যেই, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর।
মায়াবাদ শুনিলে মন অবশ্য ফিরে তাঁর॥
আচার্য্য কহে আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমা সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে॥
স্বরূপ কহে তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে।
'চিদ্‌ব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা' এই মাত্র শুনে॥
জীবা জ্ঞান-কল্পিত ঈশ্বর সকলি অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন কাণ॥
লজ্জা ভয় পাঞা আচার্য্য মৌন করিলা।
আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা॥
একদিন আচার্য্য প্রভুকে কৈলা নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন॥
ছোট হরিদাস নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।
তাহারে কহেন আচার্য্য ডাকিয়া আনিয়া॥
মোর নামে শিখিমাহিতীর ভগ্নীস্থানে গিয়া।
ওরাইয়া চালু এক মান (৩) আনহ মাগিয়া॥
মাহিতীর ভগিনী সেই নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে রাধাঠাকুরাণীর গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সার্দ্ধ তিন জন॥
স্বরূপ গোঁসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতী আর তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন॥
তাঁর ঠাঞি তণ্ডুল মাগি আনিল হরিদাস।
তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের হইল উল্লাস॥
স্নেহেতে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন।
দেউল প্রসাদ(৪) আদা চাকি, লেম্বু সলবণ॥

(১) 'মায়াবাদ'—রজ্জুসর্পবৎ জগৎ মিথ্যা, এই বিচার করিয়াছেন বলিয়া শারীরক ভাষ্যকে মায়াবাদ বলে।

(২) 'শারীরক ভাষ্য'—শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। শারীরক ভাষ্যে তিনি ঈশ্বর ও জীবের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং তৎশ্রবণে ঈশ্বর সেব্য আর আমি (জীব) তাঁহার সেবক, এই ভাব না থাকায় জীব আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া মানে।

(৩) 'মান'—এক কাঠা, এক সেরের কিঞ্চিৎ অধিক।

(৪) 'দেউল প্রসাদ'—শ্রীমন্দির হইতে আনীত প্রসাদ।

মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
শাল্যন্ন দেখি প্রভু আচার্য্যে পুছিলা॥
উত্তম অন্ন এ তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা।
আচার্য্য কহে মাধবী দেবী পাশে মাগিয়া আনিলা॥
প্রভু কহে কোন্ যাই মাগিয়া আনিল।
ছোট হরিদাসের নাম আচার্য্য করিল॥
অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিলা।
নিজগৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা॥
আজ হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইঁহা আসিতে না দিবা॥
দ্বার মানা হৈল হরিদাস দুঃখী হৈল মনে।
কি লাগিয়া দ্বার মানা কেহ নাহি জানে॥
তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি আসি পুছিলা মহাপ্রভুর পাশ॥
কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বার মানা করে উপবাস॥
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মহামুনির মন (১)॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ স্কং ১৯ অং ১৭ শ্লোকঃ

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা
নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো
বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ ২

অন্বয়ঃ।—মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা (মাতা, ভগিনী বা কন্যার সহিত) অবিবিক্তাসনঃ ন ভবেৎ (সংকীর্ণ আসনে উপবেশন করিবে না) বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামঃ (প্রবল ইন্দ্রিয়সকল) বিদ্বাংসমপি কর্ষতি (পণ্ডিতকেও আকর্ষণ করে)।

অনুবাদ।—ছোট জায়গায় বা একাসনে মায়ের সঙ্গে, বোনের সঙ্গে বা মেয়ের সঙ্গেও থাকবে না। কেন না বলবান্ ইন্দ্রিয়গুলি বিদ্বান্‌কেও চঞ্চল ক'রে তোলে॥ ২॥

ক্ষুদ্র জীবসব মর্কট-বৈরাগ্য (২) করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে (৩) প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোঁসাঞির আবেশ দেখি সবে মৌন কৈলা॥
আর দিন সবে মিলি প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে॥
অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল, না করিবে অপরাধ॥
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥
নিজ কার্য্যে যাহ সবে, ছাড় বৃথা কথা।
পুনঃ যদি কহ আমা না দেখিবে হেথা॥
এত শুনি সবে নিজ কর্ণে হস্ত দিয়া।
নিজ নিজ কার্য্যে সব চলিল উঠিয়া॥
মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি গেলা।
বুঝা নাহি যায় এই মহাপ্রভুর লীলা॥
আর দিন সবে পরমানন্দ পুরী স্থানে।
"প্রভুকে প্রসন্ন কর" কৈল নিবেদনে॥
তবে পুরী গোঁসাঞি একা প্রভুস্থানে আসিলা।
নমস্করি প্রভু তাঁরে সম্ভ্রমে বসাইলা॥
পুছিলা কি আজ্ঞা? কেনে কৈলে আগমন।
'হরিদাসে প্রসাদ লাগি' কৈল নিবেদন॥
শুনি মহাপ্রভু কহে শুনহ গোঁসাঞি।
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি॥
মোরে আজ্ঞা দেহ মুই যাও আলালনাথ।
একলা রহিব তাঁহা গোবিন্দমাত্র সাথ॥

---

(১) দুর্নিবার্য্য ইন্দ্রিয়গণ সহজেই নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করে, এবং দারু-প্রকৃতি (কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রী-আকৃতি) মহামুনিরও (জিতেন্দ্রিয়গণের) মন হরণ করে।

(২) 'মর্কট-বৈরাগ্য'—বানরবৎ বাহ্য বৈরাগ্য।
(৩) 'বুলে'—ভ্রমণ করে।

এত বলি প্রভু গোবিন্দেরে বোলাইলা।
পুরীকে নমস্কার করি উঠিয়া চলিলা॥
আস্তেব্যস্তে পুরীগোঁসাঞি প্রভুস্থানে গেলা।
অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে বসাইলা॥
যে তোমার ইচ্ছা তাহি কর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর॥
লোকহিত লাগি তোমার সব ব্যবহার।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার॥
এত বলি পুরী-গোঁসাঞি গেলা নিজস্থানে।
হরিদাস ঠাঞি আইলা সব ভক্তগণে॥
স্বরূপ গোঁসাঞি কহে শুন হরিদাস।
সবে তোমার হিত কহি করহ বিশ্বাস॥
প্রভু হঠে (১) পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কভু কৃপা করিবেন যাতে দয়ালু অন্তর॥
তুমি হঠ কৈলে তাঁর হঠ সে বাড়িবে।
স্নান ভোজন কর আপনি ক্রোধ যাবে॥
এত বলি তাঁরে স্নান ভোজন করাইয়া।
আপনার ঘরে আইলা তাঁরে আশ্বাসিয়া॥
প্রভু যদি যান জগন্নাথ দরশনে।
দূরে রহি হরিদাস করেন দর্শনে॥
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে।
প্রিয় ভক্তে দণ্ড করে কর্ম্ম শিখাইতে॥
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে॥
এই মত হরিদাসের এক বৎসর গেল।
তবু মহাপ্রভুর মনে প্রসাদ নহিল॥
রাত্রি অবশেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হইয়া।
প্রয়াগেতে গেল, কারে কিছু না বলিয়া॥
প্রভুপাদ-প্রাপ্তি লাগি সংকল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল॥
সেইক্ষণে দিব্যদেহে প্রভুস্থানে আইলা।
প্রভুকৃপা পাঞা অন্তর্দ্ধানেই রহিলা॥

গন্ধর্ব্বের দেহে গান করে অন্তর্দ্ধানে।
রাত্রে প্রভুরে শুনায় গীত অন্য নাহি শুনে॥
একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে।
হরিদাস কাঁহা ? তারে আনহ এখানে॥
সবে কহে হরিদাস বর্ষ পূর্ণ দিনে।
রাত্রে উঠি কাঁহা গেলা কেহ নাহি জানে॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
সব ভক্তগণ মনে বিস্ময় হইলা॥
একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ।
কাশীশ্বর, শঙ্কর, দামোদর, মুকুন্দ॥
সমুদ্রস্নানে গেলা সবে শুনে কত দূরে।
হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে॥
মনুষ্য না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে।
গোবিন্দ আদি মিলি সবে কৈল অনুমানে॥
বিষ খাইয়া হরিদাস আত্মঘাত কৈল।
সেই পাপে জানি ব্রহ্মরাক্ষস হইল॥
আকার না দেখি তার শুনি মাত্র গান।
স্বরূপ কহেন এই মিথ্যা অনুমান॥
আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন, প্রভুর সেবন।
প্রভুর কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ (২)॥
দুর্গতি না হয় তার সদ্গতি সে হয়।
মহাপ্রভুর ভঙ্গী এই পাছে জানিবে নিশ্চয়॥
প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপ আইলা।
হরিদাসের বার্ত্তা তেঁহো সবারে কহিলা॥
যৈছে সঙ্কল্প তৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা।
শুনি শ্রীবাসাদি মনে বিস্ময় হইলা॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লইয়া।
প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হইয়া॥
'হরিদাস কাঁহা ?' যদি শ্রীবাস পুছিলা।
স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্ (৩) প্রভু উত্তর দিলা॥

(১) 'হঠে'—জিদে।

(২) 'ক্ষেত্রের মরণ'—শ্রীক্ষেত্রে অর্থাৎ পুরীধামে মৃত্যু।

(৩) পুরুষ নিজ কর্ম্মের ফলভোগ করে, অর্থাৎ

তবে শ্রীনিবাস তাঁর বৃত্তান্ত কহিলা।
যৈছে সঙ্কল্প করি ত্রিবেণী প্রবেশিলা॥
শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥
স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিলা।
ত্রিবেণী প্রভাবে হরিদাস প্রভুপদ পাইলা॥
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় কর্ণ মন॥
আপন কারুণ্য লোকে বৈরাগ্য শিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ॥
তীর্থের মহিমা, নিজভক্তে আত্মসাৎ।
এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত॥
মধুর চৈতন্যলীলা সমুদ্রগম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর॥
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিও তর্কে হয় বিপরীত॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-শিক্ষানাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

হরিদাস যেমন কর্ম্ম করিয়াছে তেমনি তাহার ফলভোগ করিতেছে। 'পুমান্'—পুরুষ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত— (অন্ত্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ, ৪৮৩ পৃষ্ঠা)।
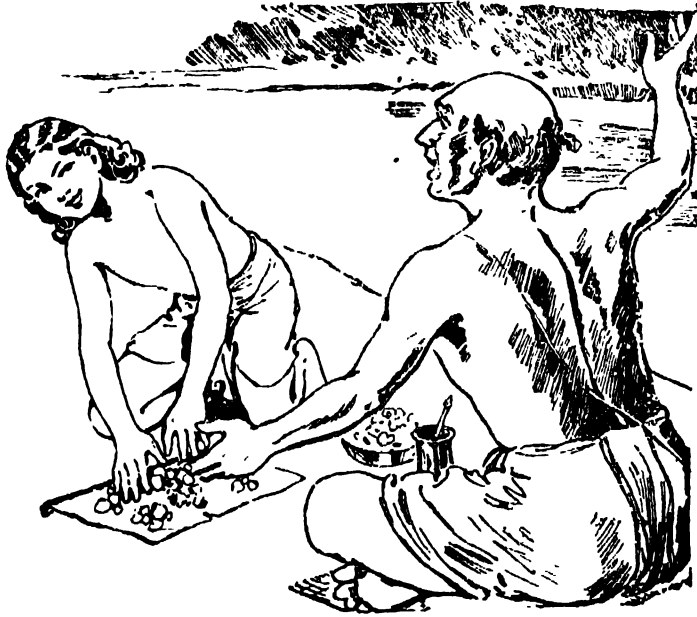
হে সখী মুরলী!
কোন গুরুর কাছ থেকে তুমি গোপীদের
মন ভোলাবার মোহন-মন্ত্রের বিষম দীক্ষা নিয়েছ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথা-
ন্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ অন্ত্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদে ১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার।
পিতৃশূন্য, মহাসুন্দর, মৃদু ব্যবহার ॥
গোঁসাঞির ঠাঞি নিত্য আইসে করে নমস্কার।
প্রভুসনে বাত কহে, প্রভু প্রাণ তার ॥
প্রভুতে তাহার প্রীতি, প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীত সহিতে না পারে ॥
বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে।
প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে ॥
নিত্য আইসে, প্রভু তারে করে মহাপ্রীত।
যাঁহা প্রীত তাঁহা আইসে বালকের রীত ॥
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে, বালক নিষেধ না মানে ॥
আর দিন সেই বালক গোঁসাঞি ঠাঞি আইলা।
গোঁসাঞি তারে প্রীত করি বার্ত্তা পুছিলা ॥
কতক্ষণে সে বালক উঠি যবে গেলা।
সহিতে না পারি দামোদর কহিতে লাগিলা ॥
অন্যোপদেশে (১) পণ্ডিত কহে গোঁসাঞির ঠাঞি।
গোঁসাঞি গোঁসাঞি এবে জানিব গোঁসাঞি ॥
এবে গোঁসাঞির গুণ যশ সবলোকে গাইবে।
এবে গোঁসাঞির প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হৈবে ॥
শুনি প্রভু কহে 'কাঁহা কহ দামোদর।'
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥
স্বচ্ছন্দ আচার কর কে পারে বলিতে।
মুখর-জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে (২) ॥
পণ্ডিত হইয়া মনে বিচার না কর।
রাণ্ডী (৩) ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীত কেনে কর ॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী ॥
তুমিও পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক কাণাকাণি বাতে দেহ অবসর (৪) ॥
এত বলি দামোদর মৌন করিলা।
অন্তরে সন্তোষ গোঁসাঞি হাসি বিচারিলা ॥
ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ ॥
এত বিচারিয়া প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
আর দিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা ॥
প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা ॥
তোমা বিনা তাঁহে রক্ষক নাহি দেখি আন।
আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান ॥

(১) 'অন্যোপদেশে'—অন্য স্থলে, অর্থাৎ গুণ যশ উত্থাপন স্থলে।

(২) ঈশ্বরত্ব দুর্মুখ জনের মুখ আচ্ছাদন করিতে পারে। 'মুখর'—নিরন্তরভাষী অর্থাৎ দুর্মুখ।

(৩) 'রাণ্ডী'—রাঁড়ী, বিধবা।

(৪) 'দেহ অবসর'—অবকাশ দাও, অর্থাৎ নিন্দা করিবার সুযোগ দাও।

তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি আমার গণে।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥
আমা হৈতে যে না হয় সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড, আন কেবা হয় (১)॥
মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে।
তোমার আগে নহিবে কারও স্বচ্ছন্দাচরণে॥
মধ্যে মধ্যে কভু আসিও আমার দর্শনে।
করি শীঘ্র পুনঃ তাঁহা করিহ গমনে॥
মাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কারে।
মোর কথা কহি সুখ দিহ ত তাঁহারে॥
নিরন্তর নিজকথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইঁহাতে(২)॥
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইও।
আর গুহ্যকথা তাঁরে স্মরণ করাইও॥
বার বার আসি আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে॥
ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান।
বাহ্য-বিরহে তাহা স্বপ্ন করি মান॥
এই মাঘ-সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা পিঠা, ব্যঞ্জন, ক্ষীর, পায়স রান্ধিলা॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যবে কৈলে ধ্যান।
আমা স্ফূর্ত্তি হৈল, অশ্রু ভরিল নয়ান॥
আস্তেব্যস্তে আমি গিয়া সকল খাইল।
আমি খাইএ দেখি তোমার বড় সুখ হইল॥
ক্ষণেকে অশ্রু মুছি শূন্য দেখ পাত।
স্বপ্ন দেখি যেন নিমাঞি খাইল ভাত॥
বাহ্য বিরহ দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল।
ভোগ না লাগাইল এই সব জ্ঞান হৈল॥
পাকপাত্রে দেখ সব অন্ন আছে ভরি।
পুনঃ ভোগ লাগাইলে স্থান সংস্কার করি॥
এই মত বার বার করিয়ে ভোজন।
তব শুদ্ধপ্রেমে আমা করে আকর্ষণ॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
তোমার নিকটে নেওয়ায় আমা তোমার প্রেম বলে॥
এই মত বার বার করাহ স্মরণ।
আমার নাম লঞা তাঁর বন্দিহ চরণ॥
এত কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল।
মাতাকে, বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ পৃথক্ দিল॥
তবে দামোদর চলি নদীয়া আইলা।
মাতাকে মিলিয়া তাঁর চরণে (৩) রহিলা॥
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিল।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা পণ্ডিত তাহা আচরিল॥
দামোদর আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তাঁর ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার॥
প্রভুর গণে যার দেখে অল্প মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।
বাক্যদণ্ড করি করে মর্য্যাদা স্থাপন॥
এই ত কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান পাষণ্ড॥
চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটিসমুদ্র হৈতে।
কি লাগি কি করে, কেহ না পারে বুঝিতে॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি॥
একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁরে লঞা গোষ্ঠী করি তাঁহারে পুছিলা॥

(১) পূর্ব্বোক্ত হরিদাসের চরিত্রদ্বারা ভৃত্যের প্রতি প্রভুর দণ্ডরূপ লীলা, এবং এই প্রকরণে "প্রভুর প্রতি ভৃত্যের যে বাক্যদণ্ডরূপ লীলা" এই উভয় লীলাদ্বারা জগতে শিক্ষা দিলেন যে "ভক্তিমান্ ব্যক্তিগণের প্রকৃতি (অর্থাৎ কামস্ত্রী) সম্ভাষণ" সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। 'যে না হয়'—যে নিরপেক্ষতা রক্ষা না হয়।

(২) শ্রীমহাপ্রভু নিজ কথা (আপনার কথা) তোমাকে (শ্রীশচীমাতাকে) শুনাইবেন এই নিমিত্ত আমাকে (দামোদরকে) নবদ্বীপে পাঠাইয়াছেন।

(৩) 'চরণে'—নিকটে।

হরিদাস ! কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণ-হিংসা করে মহাদুরাচার॥
ইহা সবার কোন্ মতে হইবে নিস্তার।
তাহার হেতু না দেখিয়ে, এ দুঃখ অপার॥
হরিদাস কহে 'প্রভু ! চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ॥
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
'হারাম ! হারাম' (১) বোল কহে নামাভাসে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে 'হা রাম ! হা রাম'।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম॥
যদ্যপি অন্য সঙ্কেতে অন্য হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥

তথাহি নৃসিংহপুরাণম্—

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো
হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ২

অন্বয়ঃ।—দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছঃ অপি (শূকরের দন্ত দ্বারা আহত ম্লেচ্ছও) হারাম ইতি পুনঃ পুনঃ উক্ত্বা (বার বার হারাম বলিয়া) মুক্তিম্ আপ্নোতি (মুক্তি লাভ করে) কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ (শ্রদ্ধায় উচ্চারণ করিলে যে মুক্তিলাভ করিবে তাহা বলা বাহুল্য)।

অনুবাদ।—শুয়োরের দাঁতের ঘায়ে মরণ এলে যবনও বারবার 'হারাম হারাম'—বলতে বলতে মুক্তিলাভ করে। শ্রদ্ধার সঙ্গে যে রাম নাম উচ্চারণ করে সে যে মুক্তিলাভ করবে—এ আর কি কথা ! ২॥

অজামিল পুত্রে বোলায় বলি 'নারায়ণ'।
বিষ্ণুদূত আসি ছোড়ায় তাহার বন্ধন॥
'রাম' দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী 'হা' শব্দ তাহাতে ভূষিত॥

নামের অক্ষর সবের এইত স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে
২৮৯ অঙ্কধৃতং পদ্মপুরাণবচনম্

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং
শ্রোত্রমূলং গতং বা,
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং
তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভ-
পাষণ্ডমধ্যে,
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং
শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥ ৩

অন্বয়ঃ।—একং নাম যস্য বাচি গতং (শ্রীভগবানের যে কোন একটি নাম যাহার বাক্যে প্রবৃত্ত হয়) স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা (স্মরণ পথে আইসে অথবা কর্ণগোচর হয়) শুদ্ধং বা অশুদ্ধবর্ণম্ ব্যবহিতরহিতং তারয়তি এব (শুদ্ধ বা অশুদ্ধবর্ণ হউক কিংবা নামের অক্ষরগুলি পরস্পর ব্যবহিত হউক বা অব্যবহিতই হউক, তাহাকে পরিত্রাণ করে) সত্যম্ তৎ চেৎ দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে (ইহা সত্য, সেই নাম যদি দেহধনজন ইত্যাদিতে লুব্ধ পাষণ্ডী মধ্যে) নিক্ষিপ্তং স্যাৎ, বিপ্র অত্র শীঘ্র ফলজনকং ন এব (কৃত হয়, বিপ্র ইহলোকে শীঘ্র ফলদায়ক হয় না)।

অনুবাদ।—ভগবানের যে কোন একটি নাম যে উচ্চারণ করে, স্মরণ করে বা শোনে—শুদ্ধ ভাবেই হোক বা অশুদ্ধ ভাবেই হোক—একবারেই হোক বা ক্রমে ক্রমেই হোক, সে মুক্তি লাভ করে। হে বিপ্র ! যে পাষণ্ড দেহসুখ চায়, ধনসুখ চায় এবং জনপ্রিয়তা চায় তার পক্ষে এই কৃষ্ণ নাম শীঘ্র ফলদায়ক হয় না॥ ৩॥

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ২।১।৫১

তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে !
পাবনং পাবনানাং,
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরা-
মুত্তমশ্লোকমৌলিম্।

(১) 'হারাম'—শূকর। যবনেরা প্রচলিত বাক্যে 'অপবিত্র' শব্দের পরিবর্ত্তে যে 'হারাম' শব্দ বলে, তাহা 'হা রাম' এই উচ্চারণ হওয়াতে ঐ নাম নামাভাস হইল, এই নামাভাসেই যবনগণ অনায়াসে মুক্ত হইবে।

প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে
হন্ত! যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহা-
পাতকধ্বান্তরাশিম্ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—হন্ত (অহো) যন্নামভানোঃ (যাহার নামরূপ সূর্য্যের) আভাসঃ অপি (আভাস মাত্রও) অন্তঃকরণকুহরে (অন্তঃকরণ গহ্বরে) প্রোদ্যন্ (উদিত হইয়া) মহাপাতকধ্বান্তরাশিং (মহাপাতক রূপ অন্ধকাররাশিকে) ক্ষপয়তি (বিনষ্ট করে) গুণনিধে (হে গুণনিধে) শ্রদ্ধারজ্যন্মতিঃ (দৃঢ় বিশ্বাস বশতঃ উল্লসিতচিত্ত হইয়া) পাবনানাং পাবনং (পাবনেরও পাবন) তম্ উত্তমশ্লোকমৌলিং (সেই উত্তমশ্লোক শিরোভূষণ শ্রীকৃষ্ণকে) অতিতরাম্ (অত্যন্ত রূপে) নির্ব্যাজম্ (অকপট ভাবে) ভজ (ভজনা কর)।

অনুবাদ।—হে গুণনিধি। গুহায় সূর্য্যের আলোক বা প্রতিবিম্ব এলে যেমন গুহার সমস্ত অন্ধকারকে নষ্ট করে তেমনি ভগবানের নাম বা নামের আভাসও মনে এলে মনের সমস্ত পাপমোহকে নষ্ট করে। পবিত্রের মধ্যেও পবিত্র যিনি সব কিছুকে পবিত্র করেন তিনিই কৃষ্ণ। শ্রদ্ধায় মনকে রাঙিয়ে গভীর ভাবে অকপট ভাবে তাঁকে ভজনা কর ॥ ৪ ॥

নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৬।২।৪৯

ম্রিয়মাণো হরের্নাম
গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম
কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—ম্রিয়মাণঃ (মৃত্যুমুখে পতিত) অজামিলঃ অপি (অজামিলও) পুত্রোপচারিতং (পুত্রকে ডাকিবার ছলে) হরেঃ (হরির) নাম (নাম) গৃণন্ (উচ্চারণ করিয়া) ধাম (বৈকুণ্ঠধাম) অগাৎ (প্রাপ্ত হইয়াছিল) কিম্ উত (কি আর বলা যায়) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) গৃণন্ (কীর্ত্তনকারী যে বৈকুণ্ঠধাম পাইবে) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—অজামিলের পুত্রের নাম ছিল নারায়ণ। মরবার সময়ে তিনি সেই নামে পুত্রকে ডাকার ফলে মুক্তি পেয়ে বৈকুণ্ঠধামে গিয়েছিলেন। যে ভক্তিভাবে তাঁর নাম গ্রহণ করে, সে যে বৈকুণ্ঠধামে যাবে এ আর কি কথা ॥ ৫ ॥

নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী ॥
শুনিয়া প্রভুর সুখ বাড়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গী করি পুছয়ে তাহারে ॥
পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন ॥
হরিদাস কহে, প্রভু, যাতে এ কৃপা তোমার।
স্থাবর জঙ্গমের প্রথম করিয়াছ নিস্তার ॥
তুমি যেই করিয়াছ এই উচ্চ সংকীর্ত্তন।
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয়েত শ্রবণ ॥
শুনিতেই জঙ্গমের সংসার হয় ক্ষয়।
স্থাবরে সে শব্দ লাগে তাতে প্রতিধ্বনি হয় ॥
প্রতিধ্বনি নহে, সেই করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন ॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥
যৈছে কৈলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য করিয়াছে আমাতে ॥
বাসুদেব জীব লাগি কৈল নিবেদন।
তবে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন ॥
জগৎ নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
ভক্তগণ আগে তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার ॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন তাতে করিলা প্রচার।
স্থিরচর (১) জীবের সব খণ্ডাইলে সংসার ॥
প্রভু কহে সব জীব যবে মুক্ত হবে।
এই ত ব্রহ্মাণ্ড তবে সবশূন্য হবে ॥
হরিদাস কহে তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাহা যত স্থাবর জঙ্গম জীব জাতি ॥

---

(১) 'স্থিরচর'—স্থাবর ও জঙ্গম।

সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্ম জীবে পুনঃ কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ (১) করিবে॥
সেই জীব হবে ইহা স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্বসম॥
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া।
বৈকুণ্ঠে গেলা অন্য জীবে অযোধ্যা ভরিয়া॥
অবতরি এবে তুমি পাতিয়াছ হাট।
কেহ নাহি বুঝে তোমার এই গূঢ় নাট॥
পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের খণ্ডাইল সংসার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১৩।২৯।১৬

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো
ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে
যত এতদ্বিমুচ্যতে॥ ৬

অন্বয়ঃ।—যতঃ (যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে) এতৎ (এই চরাচর বিশ্ব) বিমুচ্যতে (মুক্তি লাভ করিতেছে) তস্মিন্ (সেই) যোগেশ্বরেশ্বরে (যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর) অজে (জন্মরহিত) ভগবতি কৃষ্ণে (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে) এবম্ (এইরূপ) বিস্ময়ঃ (বিস্ময়) ভবতা (তোমা-কর্ত্তৃক) ন চ কার্য্যঃ (কর্ত্তব্য নহে)।

অনুবাদ।—ভগবান যিনি যোগেশ্বর শিবেরও ঈশ্বর, যাঁর জন্ম হয় না, সেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আশ্চর্য্য হবার দরকার নেই। শ্রীকৃষ্ণই স্থাবর-জঙ্গম—সকলকেই মুক্তিদান করেন॥ ৬॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে ৪।১৫।১০

অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ
দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং
ফলং প্রযচ্ছতি, কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্॥ ৭

অন্বয়ঃ।—অয়ং হি ভগবান্ (এই ভগবান্) দৃষ্টঃ (দৃষ্ট) কীর্ত্তিতঃ (কীর্ত্তিত) সংস্মৃতশ্চ (সংস্মৃত হইলে) দ্বেষানুবন্ধেন অপি (দ্বেষরূপ দোষোৎপত্তি দ্বারাও, শ্রীভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ব্যক্তিকেও) অখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং (সমস্ত দেবতা ও অসুরদিগের পক্ষে দুর্লভ) ফলং (ফল) প্রযচ্ছতি (দান করিয়া থাকেন) সম্যকৃভক্তিমতাম্ (যাহারা তাহাতে সম্যক্‌রূপে ভক্তিমান্ তাহাদের মধ্যে) কিমুত (আর কি বলা যায়)॥ ৭॥

অনুবাদ।—শত্রুভাবেও যদি কেউ ভগবান্‌কে দেখে, দোষকীর্ত্তন করে কিংবা স্মরণ করে, তাহলে সুরাসুরের পক্ষেও দুর্লভ যে মুক্তি, সেই মুক্তিলাভ করে। ভক্তিমান্ যাঁরা—তাঁরা যে লাভ করবেন, এ আর আশ্চর্য্য কি॥ ৭॥

তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের করিলে নিস্তার॥
যে কহে চৈতন্যমহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক, মোর পুনঃ এই ত নিশ্চয়॥
তোমার মহিমা অপার অনন্ত অমৃতসিন্ধু।
মোর বাক্ মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু॥
এত শুনি প্রভু মনে চমৎকার হৈল।
মোর গূঢ়লীলা (২) হরিদাস কেমনে জানিল॥
অন্তরে সন্তোষ তারে কৈল আলিঙ্গন।
বাহ্যে প্রকাশিতে এসব করিল বর্জ্জন (৩)॥
ঈশ্বর-স্বভাব ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে।
ভক্ত ঠাঞি লুকাইতে নারে, হয়েত বিদিতে॥

তথাহি—যামুনাচার্য্যস্তোত্রে ১৮ শ্লোকঃ

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥ ৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৩য় পরিচ্ছেদে ১৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৮॥

তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্তপাশে যাঞা।
হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হঞা॥

---

(১) 'উদ্বুদ্ধ'—জাগরিত।

(২) 'গূঢ়লীলা'—স্থাবরাদি সকলপ্রকার উদ্ধার করণরূপ লীলা।

(৩) 'বাহ্যে'—অন্য লোকের নিকটে। 'বর্জ্জন'—নিষেধ।

ভক্ত গুণ কহিতে প্রভুর বাড়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ তাহে শ্রীহরিদাস॥
হরিদাসের গুণগণ অসংখ্য অপার।
কেহ কোন অংশে বর্ণে, নাহি পায় পার॥
চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস।
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছেন প্রকাশ॥
সব কহা না যায়, হরিদাসের অনন্ত চরিত্র।
কেহ কিছু কহে করিতে আপনা পবিত্র॥
বৃন্দাবন দাস যাহা না কৈল বর্ণন।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ॥
হরিদাস যবে নিজ গৃহ ত্যাগ কৈলা।
বেণাপোলের (১) বনমধ্যে কতদিন রহিলা॥
নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী-সেবন।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন॥
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন॥
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান।
বৈষ্ণবদ্বেষী সেই পাষণ্ড-প্রধান॥
হরিদাসে লোকের পূজা সহিতে না পারে।
তাঁর অপমান করিতে নানা উপায় করে॥
কোনপ্রকারে হরিদাসের ছিদ্র (২) নাহি পায়।
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়॥
বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্যধর্ম্ম নাশ॥
বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সেই কহে তিন দিনে হরিব তার মতি॥
খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে॥
বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয়বারে ধরিতে পাইক লইব তোমার॥

(১) 'বেণাপোল'—একটি গ্রামের নাম।
(২) 'ছিদ্র'—দোষ।

রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ করিয়া।
হরিদাসের বাসা গেল উল্লাসিত হঞা॥
তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোঁসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া॥
অঙ্গ উঘাড়িয়া (৩) দেখাই বসিলা দুয়ারে।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে॥
ঠাকুর! তুমি পরমসুন্দর প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন॥
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে, প্রাণ না যায় ধারণ॥
হরিদাস কহে তোমা করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যা-নাম-সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম-সমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার মন॥
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস, প্রাতঃকাল হৈলা॥
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সব সমাচার যাই খানেরে কহিলা॥
আজি আমা অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে।
কালি অবশ্য তার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে॥
আর দিন রাত্রি হইল বেশ্যা আইলা।
হরিদাস তারে বহু আশ্বাস করিলা॥
কালি দুঃখ পাইলে অপরাধ না লইবে মোর।
অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার॥
তাবৎ ইহা বসি শুন নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন॥
তুলসীকে তাকে বেশ্যা নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে "হরি হরি"॥
রাত্রিশেষ হৈল, বেশ্যা উষিমুষি (৪) করে।
তার রীত দেখি হরিদাস কহেন তাহারে॥

(৩) 'উঘাড়িয়া'—উদ্ঘাটন করিয়া।
(৪) 'উষিমুষি'—উঠবস, অধীরতা প্রকাশ।

কোটিনাম-গ্রহণ-যজ্ঞ করি একমাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি শেষে॥
আজি সমাপ্ত হইবেক হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্তরাত্রি নিলনাম, সমাপ্তি করিতে নারিলা॥
কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রতভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥
বেশ্যা যাই সমাচার খানেরে কহিল।
আরদিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর ঠাঁঞি আইল॥
তুলসীকে ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে 'হরি হরি'॥
নাম পূর্ণ হবে আজি বলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব আজি তোমার অভিলাষ॥
কীর্ত্তন করিতে তবে রাত্রিশেষ হৈল।
ঠাকুরের সঙ্গে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুরের চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে॥
বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিছোঁ অপার।
কৃপা করি কর মো-অধমের নিস্তার॥
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই, তারে দুঃখ নাহি মানি॥
সেই দিন আমি যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার নিস্তার লাগিয়া॥
বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য, যাতে যায় ভব ক্লেশ॥
ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম লহ, কর তুলসী-সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিল ঠাকুর বলি হরি হরি॥
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহ-বিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥
মাথা মুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥
তুলসী সেবন করে চর্ব্বণ (১) উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মহান্ত (২)।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দরশনে যান্ত (৩)॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥
রামচন্দ্র খান অপরাধ বীজ রোপিল।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগে ত ফলিল॥
মহদপরাধের ফল অদ্ভুত কথন।
প্রস্তাব পাইয়া কহি শুন ভক্তগণ॥
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান।
হরিদাসের অপরাধ হৈল অসুর সমান॥
বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব-অপমান।
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি যবে গৌড়ে আইলা।
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা॥
প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ড-দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥
সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ উপরে॥
অনেক লোকজন সঙ্গে, অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল॥
সেবক কহে গোঁসাঞি, মোরে পাঠাইল খান।
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসস্থান॥
গোয়ালের ঘরে গোহালি সে অত্যন্ত বিস্তার।
ইঁহা সঙ্কীর্ণ স্থান, তোমার মনুষ্য অপার॥
ভিতরে আছিলা শুনি ক্রোধে বাহির হৈলা।
অট্টঅট্ট হাসি গোঁসাঞি কহিতে লাগিলা॥
সত্য কহে এই ঘর আমার যোগ্য নয়।
যে ম্লেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয়॥

---

(১) 'চর্ব্বণ'—ছোলা প্রভৃতি ভক্ষণ। কোন দিন বা উপবাস।

(২) 'মহান্ত'—মহৎ অন্তঃকরণবতী।

(৩) 'যান্ত'—যান।

এত বলি ক্রোধে গোঁসাঞি উঠিয়া চলিলা।
তারে দণ্ড করিতে সে গ্রামে না রহিলা॥
ইঁহা রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞা দিল।
গোঁসাঞি যাঁহা বসিলা তার মাটি খোদাইল॥
গোময় জলে লেপিল সব মন্দির প্রাঙ্গণ।
তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল প্রসন্ন॥
দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র, না দেয় রাজকর।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর॥
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি মাংস সে ঘরে রান্ধাইল॥
স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুঠে তিন দিন রহিয়া॥
সেই ঘরে তিন দিন করে অমেধ্য-রন্ধন।
আর দিন সবা লঞা করিল গমন॥
জাতি-ধন-জন খানের সব নষ্ট হৈল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় (১) রহিল॥
মহান্তের অপমান যে গ্রামে দেশে হয়।
এক জনের দোষে সব দেশ হয় ক্ষয়॥
হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে (২)।
আসি রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই মুলুকের মজুমদার (৩)।
তাঁর পুরোহিত বলরাম নাম তাঁর॥
হরিদাসের কৃপাপাত্র তাতে ভক্তি মানে।
যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল সেই গ্রামে॥
নির্জ্জনে পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরাম আচার্য্য-গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ॥
রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরে যাই করে দরশন॥

(১) 'উজাড়'—শূন্য।
(২) হুগলীর নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম।
(৩) 'মুলুকের'—দেশের। 'মজুমদার'—বাদশাহী আমলে যে ব্যক্তি রাজস্ব-সম্বন্ধীয় হিসাবপত্র রাখিত, (এখানে) দেশাধিকারী।

হরিদাস কৃপা করে তাহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হৈল তাঁরে চৈতন্য পাইবারে॥
তাঁরা যৈছে হৈল হরিদাসের মহিমা-কথন।
ব্যাখ্যান অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ॥
একদিন বলরাম বিনতি করিয়া।
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া॥
ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান॥
অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন॥
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে।
শুনিয়া দুই ভাই মনে পাইল বড় সুখে॥
তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ॥
কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥
হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২ অং ৪০ শ্লোকঃ

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৭ম পরিচ্ছেদ ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৯॥

আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ১৬

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥ ১০

অন্বয়ঃ।—তরণিঃ (সূর্য্য) তিমিরজলধিম্ (অন্ধকার সমুদ্রকে) ইব (যেমন শোষণ করে) হরেঃ (শ্রীহরির) জগন্মঙ্গলং (জগতের মঙ্গলদায়ক) নাম (হরিনাম) সকৃৎ (একবার মাত্র) উদয়াৎ এব (উচ্চারিত হইলেই) লোকস্য (লোকের) অখিলং (সমুদয়) অংহঃ (পাপ) সংহরৎ (সংহার করিয়া) জয়তি (জয়যুক্ত হয়)।

অনুবাদ।—সূর্য্য একবার উদিত হ'লেই যেমন জগতের সমস্ত অন্ধকার নষ্ট হয়ে যায়—হরির নামও তেমনি একবার উচ্চারিত হ'লেই সকলের সমস্ত পাপ হরণ ক'রে জগতের মঙ্গল করে॥ ১০॥

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।
সবে কহে তুমি কহ অর্থ বিবরণ॥
হরিদাস কহে, যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হইতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর প্রেত রাক্ষসাদির হয় ভয় ত্রাস।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-মঙ্গলপ্রকাশ॥
তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যেই মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ স্কং ২ অং ৪৯ শ্লোকঃ

ম্রিয়মাণো হরের্নাম
গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম
কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ১১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১১॥

তথাহি—তত্রৈব ৩।২৯।১২

সালোক্যসার্ষ্টি সারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ১২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৩৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১২॥

গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম এক ব্রাহ্মণ।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা প্রধান (১)॥

(১) 'আরিন্দা প্রধান'—খাজনাবাহকদিগের অধ্যক্ষ।

গৌড়ে রহে, পাতসাহা আগে আরিন্দাগিরি করে।
বারলক্ষ মুদ্রা সেই পাতসা ঠাঞি ভরে॥
পরম সুন্দর, পণ্ডিত, নবীনযৌবন।
'নামাভাসে মুক্তি' শুনি না হইল সহন॥
ক্রুদ্ধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন।
ভাবকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ॥
কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয়॥
হরিদাস কহে কেনে করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে নামাভাসমাত্রে মুক্তি হয়॥
ভক্তিসুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণে মুক্তি না ইচ্ছয়॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১৪।৩৬

ত্বৎসাক্ষাৎ-করণাহ্লাদ-
বিশুদ্ধাব্ধি-স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে
ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥ ১৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৭ম পরিচ্ছেদে ৫ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৩॥

বিপ্র কহে নামাভাসে যদি মুক্তি নয়।
তবে তোমার নাক কাটি, করহ নিশ্চয়॥
হরিদাস কহে যদি নামাভাসে মুক্তি নয়।
তবে আমার নাক কাটি, এই সুনিশ্চয়॥
শুনি সব সভার লোক করে হাহাকার।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার॥
বলাই পুরোহিত তারে করিল ভর্ৎসন।
ঘটপটিয়া (২) মূর্খ তুই ভক্তি কাঁহা জান?
হরিদাস ঠাকুরের তুই কৈলি অপমান।
সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ॥
এত শুনি হরিদাস উঠিয়া চলিলা।
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা॥

(২) 'ঘটপটিয়া'—তার্কিক।

সভা সহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে।
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে ॥
তোমা সবার কি দোষ ? এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ ।
তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন ॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব ।
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সব তত্ত্ব ॥
যার ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সবার ।
আমার সম্বন্ধে যেন দুঃখ না হয় কাহার ॥
তবে সেই হিরণ্যদাস নিজঘরে আইল ।
সেই ত ব্রাহ্মণে নিজদ্বার মানা কৈল ॥
তিন দিন মধ্যে সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল ।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল ॥
চম্পক কলিকা সম হস্ত-পদাঙ্গুলি ।
কোঁকড় হইল সব, কুষ্ঠে গেল গলি ॥
তাহা দেখি সব লোকের হৈল চমৎকার ।
হরিদাসে প্রশংসে লোক করি নমস্কার ॥
যদ্যপি হরিদাস, বিপ্রের দোষ না লইল ।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল ॥
ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে ।
কৃষ্ণের স্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে ॥
বিপ্রের দুঃখ শুনি হরিদাসের দুঃখ হৈলা ।
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুর আইলা ॥
আচার্য্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম ।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান ॥
গঙ্গাতীরে গোফা (১) করি নির্জ্জনে তাঁরে দিলা ।
ভাগবত গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইলা ॥
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ (২)।
দুই জন মিলি কৃষ্ণকথা-আস্বাদন ॥
হরিদাস কহে গোঁসাঞি করোঁ নিবেদন ।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন্ প্রয়োজন ॥
মহা মহা বিপ্র এথা কুলীন সমাজ ।
নীচে আদর কর, না বাস ভয় লাজ ॥
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে বাসো ভয় ।
সেই কৃপা করিবে যাতে মোর রক্ষা হয় ॥
আচার্য্য কহেন তুমি না করিহ ভয় ।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয় ॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন ।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন ॥
জগৎ-নিস্তার লাগি করেন চিন্তন ।
অবৈষ্ণব জগৎ কৈছে হইবে মোচন ॥
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিল ।
গঙ্গাজল-তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল ॥
হরিদাস করে গোফায় নাম-সংকীর্ত্তন ।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে এই তাঁর মন ॥
দুই জনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার ।
নাম-প্রেম প্রচারি কৈল জগৎ উদ্ধার ॥
আর এক অলৌকিক চরিত্র তাঁহার ।
যাহার শ্রবণে লোকের হয় চমৎকার ॥
তর্ক না করিহ তর্ক-অগোচর তাঁর রীতি ।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥
একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া ।
নাম-সংকীর্ত্তন করে উচ্চ করিয়া ॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশদিক্ সুনির্ম্মল ।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥
দুয়ারে তুলসী লেপা পিণ্ডার উপর ।
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর ॥
হেন কালে এক নারী অঙ্গনে আইলা ।
তাঁর অঙ্গ-কান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হৈলা ॥
তাঁর অঙ্গগন্ধে দশদিক্ আমোদিত ।
ভূষণের ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত ॥
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার ।
তুলসী-পরিক্রমা (৩) করি গেলা গোফাদ্বার ॥

(১) 'গোফা'—ক্ষুদ্রগৃহ ।
(২) 'ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ'—ভোজন ।
(৩) 'পরিক্রমা'—প্রদক্ষিণ ।

যোড় হাতে হরিদাসের বন্দিলা চরণ।
দ্বারে বসি কহে কিছু মধুর বচন ॥
জগতের বন্দ্য তুমি রূপগুণবান্।
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথাকে প্রয়াণ ॥
মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়।
দীনে দয়া করে, এই সাধুস্বভাব হয় ॥
এত বলি নানা ভাব করয়ে প্রকাশ।
যাহার দর্শনে মুনির ধৈর্য্য হয় নাশ ॥
নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর আশয় (১)।
বলিতে লাগিলা তারে হইয়া সদয় ॥
সংখ্যা-নাম-সংকীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ মনে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই রাত্রিদিনে ॥
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্তি নহে না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্তি হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥
দ্বারে বসি শুন তুমি নাম-সংকীর্ত্তন।
নামসমাপ্ত হৈলে করিব তোমার প্রীতি আচরণ ॥
এত বলি করেন তিঁহো নাম-সংকীর্ত্তন।
সেই নারী বসি করে নাম শ্রবণ ॥
কীর্ত্তন করিতে, আসি প্রাতঃকাল হৈল।
প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল ॥
এই মত তিন দিন করে আগমন।
নানা ভাব দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন ॥
কৃষ্ণ-নামাবিষ্ট মন সদা হরিদাস।
অরণ্যে-রোদিত হৈল স্ত্রীভাবের প্রকাশ ॥
তৃতীয় দিবসে যদি শেষ রাত্রি হৈল।
ঠাকুরেরে তবে নারী কহিতে লাগিল ॥
তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন।
রাত্রিদিনে নহে তোমার নাম সমাপন ॥
হরিদাস ঠাকুর কহে আমি কি করিব।
নিয়ম করিয়াছি তাহা কেমনে ছাড়িব ॥

(১) 'আশয়'—অন্তঃকরণ।

তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কার।
আমি মায়া করিতে আসিলাম পরীক্ষা তোমার ॥
ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল ॥
মহাভাগবত তুমি, তোমার দর্শনে।
তোমার সংকীর্ত্তন কৃষ্ণনাম শ্রবণে ॥
চিত্ত মোর শুদ্ধ হৈল চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে।
কৃষ্ণনাম উপদেশি কৃপা কর মোতে ॥
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা ॥
এই বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব ছার।
কোটীকল্পে কভু তার নাহিক নিস্তার ॥
পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমা সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে ॥
মুক্তি হেতু 'তারক' (২) হয়েন রামনাম।
কৃষ্ণনাম 'পারক' (৩) করেন প্রেমদান ॥
কৃষ্ণনাম দেহ তুমি, মোরে, কর ধন্যা।
আমাকে ভাসাও যৈছে এই প্রেমবন্যা ॥
এত বলি হরিদাসের বন্দিল চরণ।
হরিদাস কহে, কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ॥
উপদেশ পাঞা মায়া চলিল হৈঞা প্রীত।
এ সব কথাতে কারো না হয় প্রতীত ॥
প্রতীতি করিতে কহি কারণ ইহার।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার ॥

(২) 'তারক'—শ্রীরামচন্দ্রের ষড়ক্ষরাদিমন্ত্র ও নাম; উদ্ধারক।

(৩) 'পারক' - শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্র ও নাম; পবিত্রকারক।

রামনাম সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া কেবল মুক্তি প্রদান করে, কিন্তু কৃষ্ণনাম সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া প্রেম প্রদান করে, এইটি আমার কৃষ্ণনাম' লইবার হেতু।

চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া (১)॥
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে, প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে॥
লক্ষ্মী আদি সবে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
নাম-প্রেম আস্বাদয়ে মনুষ্যে জন্মিয়া॥
অন্যের কা কথা আপনি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি করে প্রেম-রস আস্বাদন॥
মায়াদাসী প্রেম মাগে, ইথে কি বিস্ময়।
সাধুকৃপা না করিলে প্রেম নাহি হয়॥
চৈতন্য গোঁসাঞির লীলার এইত স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেমভাব॥
বৃক্ষ আদি আর যত স্থাবর জঙ্গম।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন॥
স্বরূপ গোঁসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল।
রঘুনাথ দাস মুখে যে সব শুনিল॥
সেই সব লীলা লিখি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্য কৃপাতে লিখি ক্ষুদ্র জীব হঞা॥
হরিদাস ঠাকুরের কহিল মহিমার কণ (২)।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে হরিদাস-মাহাত্ম্য-কথনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) শ্রীচৈতন্যাবতারে ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণ, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, ইঁহারা সকলেই অবতীর্ণ হইয়া প্রেম আস্বাদন করেন, একারণ কৃষ্ণদাসী মায়াও সেই প্রেম প্রার্থনা করেন, ইহাতে শ্রীচৈতন্যলীলার স্বভাবই কারণ হইয়াছে।

(২) 'কণ'—কণা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং
শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনম্।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ
শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥ ১

অন্বয়ঃ।—শ্রীগৌরঃ বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তম্ (শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুনরাগত) শ্রীসনাতনং (শ্রীসনাতনকে) দেহপাতাৎ অবন্ (দেহপাত হইতে রক্ষা করিয়া) স্নেহাৎ পরীক্ষয়া শুদ্ধং চক্রে (স্নেহবশতঃ পরীক্ষা দ্বারা শুদ্ধ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—বৃন্দাবন থেকে সনাতন ফিরে এলে তাঁকে প্রাণত্যাগের সংকল্প থেকে শ্রীগৌরাঙ্গ স্নেহ-বশতঃ রক্ষা করেছিলেন। নানা পরীক্ষায় তাঁকে নির্ম্মল করেছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
নীলাচল হইতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হইতে সনাতন নীলাচলে আইলা ॥
ঝাড়িখণ্ড (১) পথে আইলা একলা চলিয়া।
কভু উপবাস কভু চর্ব্বণ করিয়া ॥
ঝাড়িখণ্ডের জলের দোষ উপবাস হৈতে(২)।
গাত্রে কণ্ডু হৈল, রসা পড়ে খাজুয়া হৈতে ॥
নির্ব্বেদ (৩) হইল পথে করেন বিচার।
নীচজাতি, দেহ মোর অনন্ত অসার (৪) ॥
জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন না পাইব।
মহাপ্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব ॥
মন্দির নিকটে শুনি তাঁর বাসা স্থিতি।
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি ॥
জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য অনুরোধে।
তাঁর স্পর্শ হৈলে মোর হৈবে অপরাধে ॥
তাতে এই দেহ যদি ভাল স্থানে দিয়ে।
দুঃখশান্তি হয়, আর সদ্গতি পাইয়ে ॥
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁর রথ-চাকায় এই ছাড়িব শরীর ॥
মহাপ্রভুর আগে, আর দেখি জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িব, এই পরম পুরুষার্থ ॥
এই ত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা।
লোকে পুছি হরিদাস-স্থানে উত্তরিলা ॥
হরিদাসের কৈল তেঁহো চরণ-বন্দন।
জানি হরিদাস তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥
মহাপ্রভু দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে প্রভু আসিবে এখন ॥
হেনকালে প্রভু উপল ভোগ দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা ॥
প্রভু দেখি দোঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসে উঠাইয়া ॥
হরিদাস কহে 'সনাতন করে নমস্কার'।
সনাতনে দেখি প্রভুর হৈল চমৎকার ॥
সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হইলা।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা ॥
মোরে না ছুঁইহ প্রভু, পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচ অধম, আর কণ্ডু-রসা গায় ॥
বলাৎকারে প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডু-ক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥
সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে।
সনাতন কৈল সবার চরণ বন্দনে ॥

---

(১) 'ঝাড়িখণ্ড'—শ্রীক্ষেত্র হইতে কাশী পর্য্যন্ত বন্যপ্রদেশ।

(২) ঝাড়িখণ্ডের জলের দোষে এবং উপবাসে পিত্তাদি দোষ-দুষ্ট হওয়াতে গাত্রে কণ্ডু (ব্রণবিশেষ, চুলকানি) হইল, এবং খাজুয়া (চুলকানি) হইতে রসা (শরীরস্থ রসবিশেষ অর্থাৎ পুঁজ) পড়িতে লাগিল।

(৩) 'নির্ব্বেদ'—ঘৃণা।

(৪) 'অসার'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভজনের অযোগ্য।

সব লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডার উপরে।
হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডার তলে ॥
কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তেঁহো কহেন 'পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে' ॥
মথুরার বৈষ্ণবের গোঁসাঞি কুশল পুছিল।
সবার কুশল সনাতন জানাইল ॥
প্রভু কহে ইঁহা রূপ ছিল দশমাস।
ইঁহা হৈতে গৌড়ে গেলা হৈলা দিন দশ ॥
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি।
ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি ॥
সনাতন কহে নীচবংশে মোর জন্ম (১)।
অধর্ম্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্ম্ম ॥
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশের মঙ্গল আমার ॥
সেই অনুপম ভাই বালক কাল হৈতে।
রঘুনাথ উপাসনা করে দৃঢ় চিত্তে ॥
রাত্রিদিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান।
রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান ॥
আমি আর রূপ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
আমা দুঁহার সঙ্গে তিঁহো রহে নিরন্তর ॥
আমা সবা সঙ্গে কৃষ্ণকথা ভাগবত শুনে।
তাঁহার পরীক্ষা আমি কৈল দুই জনে ॥
শুনহ বল্লভ (২) কৃষ্ণ পরম মধুর।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিলাস প্রচুর ॥
কৃষ্ণ-ভজন কর তুমি আমা দুঁহার সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র রহিব কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥
এই মত বার বার কহি দুই জন।
আমা দোঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন ॥
তোমা দোঁহার আজ্ঞা আমি কতেক লঙ্ঘিব।
দীক্ষামন্ত্র দেহ, কৃষ্ণভজন করিব ॥
এত কহি রাত্রিকালে করে বিচারণ।
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ ॥
সব রাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা দুঁহায় কৈল নিবেদন ॥
রঘুনাথের পদে মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাঢ়িতে না পারোঁ মাথা পাই বড় ব্যথা ॥
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি বাহিরায় ॥
তবে আমি দুঁহে তারে আলিঙ্গন কৈল।
সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার কহি প্রশংসিল ॥
যে বংশ উপরে তোমার হয় কৃপা-লেশ।
সকল মঙ্গল তাঁহার, খণ্ডে সব ক্লেশ ॥
গোঁসাঞি কহেন এই মত মুরারি গুপতে।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিল, তাঁর এই রীতে ॥
সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ জন ॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি আনে ॥
ভাল হইল তোমার ইহা হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইঁহা হরিদাস সনে ॥
কৃষ্ণভক্তি-রসে দোঁহে পরম প্রধান।
কৃষ্ণরস আস্বাদহ লও কৃষ্ণনাম ॥
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দ দ্বারায় দুঁহাকে প্রসাদ পাঠাইলা ॥
এত মত সনাতন রহে প্রভুর স্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে ॥
প্রভু আসি প্রতিদিন মিলে দুই জনে।
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে ॥
দিব্য প্রসাদ পায় নিত্য জগন্নাথ-মন্দিরে।
তাহা আসি নিত্য অবশ্য দেন দুঁহাকারে ॥

---

(১) শ্রীসনাতন আপনাকে নীচবংশে জন্ম বলিলেন, ইহা তাঁহার দৈন্যোক্তি; বস্তুতঃ তিনি কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণকুলমুকুটমণি জগদ্‌গুরু বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

(২) 'বল্লভ'—অনুপমের নামান্তর।

এক দিন আসি প্রভু দুঁহারে মিলিলা।
সনাতন আচম্বিতে কহিতে লাগিলা॥
সনাতন! দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
কোটিদেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে॥
দেহত্যাগাদি এই সব তমো ধর্ম্ম।
তমোরজো ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাই চরণ॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি, অন্য হৈতে নয়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ১৪ অং ২০ শ্লোকঃ

ন সাধয়তি মাং যোগো
ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো
যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১৭ পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২॥

দেহত্যাগাদি তমো-ধর্ম্ম (১) পাতক কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ॥
প্রেমীভক্ত বিয়োগ (২) চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহো না পায় মরিতে॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৫২ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকঃ

যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো,
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং,
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—হে অম্বুজাক্ষ (কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ) উমাপতিঃ ইব (উমাপতি শ্রীশঙ্করের ন্যায়) মহান্তঃ (মহৎ ব্যক্তিগণ) আত্মতমোঽপহত্যৈ (নিজ তম নাশের নিমিত্ত) যস্য (যাহার) অঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজঃস্নপনং (পাদপদ্মের ধূলি ক্ষালনোদক) বাঞ্ছন্তি (অভিলাষ করেন) অহম্ (আমি রুক্মিণী) ভবৎপ্রসাদং (সেই তোমার অনুগ্রহ) যদি (যদি) ন লভেয় (পাইতে না পারি) [তর্হি (তাহা হইলে)] ব্রতকৃশান্ (উপবাসাদি ব্রতদ্বারা কৃশ) অসূন্ (প্রাণ সকলকে) জহ্যাং (পরিত্যাগ করিব) শতজন্মভিঃ (যেন শত জন্মে) ভবৎপ্রসাদঃ (তোমার কৃপা) স্যাৎ (হয়)।

অনুবাদ।—শিবের মতন মহান্ ব্যক্তিরা আপন পাপ নাশের জন্যে যাঁর পদকমলের ধুলা-ধোওয়ান জলে স্নান করতে বাসনা করেন, হে পদ্ম-আঁখি! সেই তোমার অনুগ্রহ যদি লাভ না করি তাহ'লে ব্রত উপবাসে দুর্ব্বল আমার প্রাণকে ত্যাগ করব, যাতে শতজন্ম পরেও তোমাকে পেতে পারি॥ ৩॥

তথাহি—তত্রৈব ১০।২৯।৩৯

সিঞ্চাঙ্গ ন স্ত্বদধরামৃতপূরকেণ,
হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা,
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে॥ ৪

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ (হে)! নঃ (আমাদের) হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং (তোমার হাস্য, অবলোকন ও তোমার মধুর সঙ্গীত দ্বারা আমাদের যে কামাগ্নি জন্মিয়াছে তাহাকে) ত্বদধরামৃতপূরকেণ (তোমার অধরসুধা প্রদানে) সিঞ্চ (সিঞ্চিত করিয়া নিভাইয়া দাও) নোচেৎ (নচেৎ) বয়ম্ (আমরা) বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহাঃ (বিরহজনিত অগ্নিতে আমাদের দেহ দগ্ধ করিয়া) 'হে' সখে ধ্যানেন (ধ্যান দ্বারা) তে পদয়োঃ পদবীম্ (তোমার চরণদ্বয়ের সান্নিধ্যে) যাম (যাইব)।

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণ! তোমার হাসি দিয়ে, তোমার দৃষ্টি দিয়ে এবং তোমার মধুর গানে আমাদের প্রাণে যে আগুন জ্বালিয়েছ—সে আগুন তোমার অধরের অমৃতজল দিয়ে নিভিয়ে দাও। হে সখা! যদি তা না কর তাহলে বিরহের আগুনে পুড়ে গিয়ে আমরা ধ্যানে তোমার চরণের কাছে পৌছাব॥ ৪॥

কুবুদ্ধি (৩) ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥

(১) 'তমোধর্ম্ম'—তমোগুণ কার্য্য।
(২) 'বিয়োগে'—বিচ্ছেদে।
(৩) 'কুবুদ্ধি'—দেহত্যাগ বুদ্ধি।

নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কং ৯ অং ১০ শ্লোকঃ
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৫ ॥

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি (১)।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে, ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥
এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার।
প্রভুকে না ভায় মোর মরণ-বিচার ॥
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিল মোরে।
প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাঁহারে ॥
সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও তৈছে নাচি, যেন কাষ্ঠযন্ত্র ॥
নীচ পামর মুঞি অধম স্বভাব।
মোরে জীয়াইলে তোমার কি হইবে লাভ ॥
প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে ॥
তোমার শরীর আমার প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন ॥

ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব-আচার ॥
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা প্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ ॥
নিজপ্রিয় স্থান মোর মথুরাবৃন্দাবন।
তাঁহা এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ ॥
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাঁহা ধর্ম্ম শিক্ষাইতে নাহি নিজবলে ॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমতে সহিব ॥
তবে সনাতন কহে তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে (২) নাচায়।
আপনে না জানে পুতলী কিবা নাচে গায় ॥
যৈছে যারে নাচাও তৈছে সে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে, কেবা নাচায়, সেহ নাহি জানে ॥
হরিদাসে কহে প্রভু শুন হরিদাস।
পরের দ্রব্য ইঁহ করিতে চাহেন বিনাশ ॥
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায়।
নিষেধিও ইঁহায়, যেন না করে অন্যায় ॥
হরিদাস কহে মিথ্যা অভিমান করি।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি ॥
কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন্ দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে ॥
এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
সৌভাগ্য ইঁহার আর না হয় কাহার ॥
তবে মহাপ্রভু দুহাঁরে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন ॥
সনাতনে কহে হরিদাস করি আলিঙ্গন।
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন ॥
তোমার দেহ প্রভু কহে 'মোর নিজ ধন'।
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি অন্য জন ॥

(১) 'ভজনের'—সাধনভক্তির। 'নববিধা ভক্তি' —শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিষ্ণুস্মরণ, পদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন।

(২) 'কুহকে'—ইন্দ্রজাল দ্বারা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত— (অন্ত্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৫০৭ পৃষ্ঠা)।
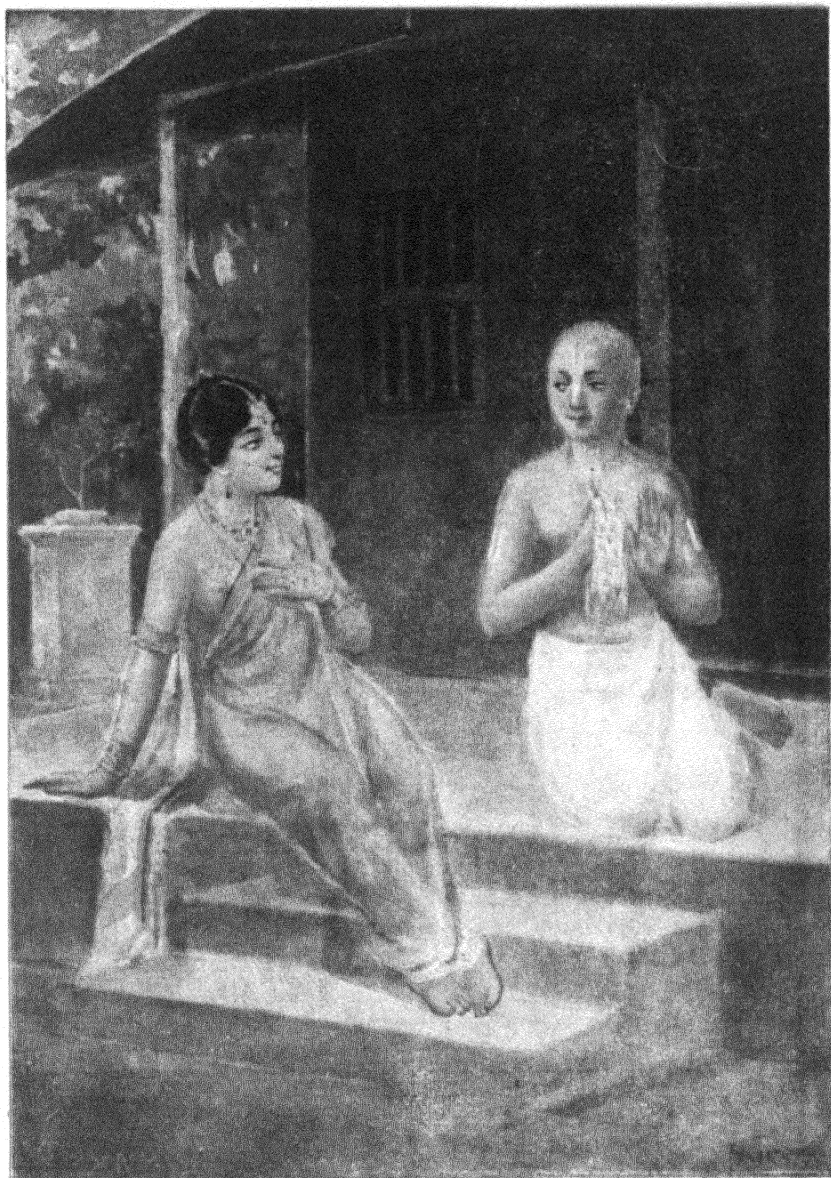
কৃষ্ণ নামাবিষ্ট মন সদা হরিদাস।
অরণ্যে-রোদিত হৈল স্ত্রীভাবের প্রকাশ॥

নিজদেহে যেই কার্য্য না পারে করিতে।
যে কার্য্য করাইবে তোমায় সেহ মথুরাতে ॥
যে করাইতে চাহে ঈশ্বর, সেই সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল না হয় ॥
ভক্তি-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র আচার নির্ণয়।
তোমার দ্বারে করাইবেন বুঝিল আশয় ॥
আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না আইল।
ভারতভূমে জন্মি এই দেহ বৃথা গেল ॥
সনাতন কহে তোমা সম কেবা আন্ (১)।
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান্ ॥
অবতার-কার্য্য প্রভুর নামের প্রচারে।
সেই নিজকার্য্য প্রভু করেন তোমা দ্বারে ॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন ॥
আপনি আচরে, কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার ॥
আচার-প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্ব গুরু, সর্ব্ব জগতের আর্য্য ॥
এই মত দুইজন নানা কথা রঙ্গে।
কৃষ্ণকথা আস্বাদয়ে রহে এক সঙ্গে ॥
যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ কৈলা রথযাত্রা দরশন ॥
রথ-অগ্রে প্রভু তৈছে (২) করিল নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের মন ॥
চারিমাস বর্ষা রহিল সব ভক্তগণ।
সবা-সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন ॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর।
বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর ॥
পুরী, ভারতী, স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর।
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর ॥
কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি যত প্রভুর গণ।
সবাসনে সনাতনের করাইল মিলন ॥

(১) 'কেবা আন্'—অন্য কোন জন।
(২) 'তৈছে'—পূর্ব্ববৎ।

যথাযোগ্য করাইল সবার চরণবন্দন।
তাঁহারে করাইল সবার কৃপার ভাজন ॥
স্বগুণে পাণ্ডিত্যে সবার হইল সনাতন।
যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্রী-গৌরব-ভাজন (৩) ॥
সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশে গেলা।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে (৪) রহিলা ॥
দোলযাত্রা আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল।
দিনে দিনে প্রভুসঙ্গে আনন্দ বাড়িল ॥
পূর্ব্বে বৈশাখ মাসে যবে সনাতন আইলা।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে পরীক্ষা করিলা ॥
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর টোটা (৫) আইলা।
ভক্ত-অনুরোধে তাঁহা ভিক্ষা যে করিলা ॥
মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইলা।
প্রভু বোলাইল তাঁর আনন্দ বাড়িলা ॥
মধ্যাহ্নে সমুদ্রের বালু হঞাছে অগ্নিসম।
সেইপথে সনাতন করিলা গমন ॥
'প্রভু বোলাঞাছে' এই আনন্দিত মনে।
তপ্তবালুকাতে পা পোড়ে তাহা নাহি জানে ॥
দুইপায়ে ফোস্কা হৈল, গেলা প্রভুস্থানে।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে ॥
ভিক্ষা-অবশেষে পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিলা।
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভুপাশে আইলা ॥
প্রভু কহে কোন্ পথে আইলা সনাতন।
তিঁহ কহে সমুদ্রপথে করিলা গমন ॥
প্রভু কহে তপ্ত বালুতে কেমনে আইলা।
সিংহদ্বারের পথ শীতল কেন নাহি গেলা ॥
তপ্তবালুকাতে তোমার পায় হৈল ব্রণ।
চলিতে না পার কেমতে করিলে সহন ॥
সনাতন কহে দুঃখ বহু না পাইল।
পায়ে ব্রণ হইঞাছে তাহা না জানিল ॥

(৩) 'ভাজন'—পাত্র। জ্যেষ্ঠের কৃপাপাত্র, সমানের মৈত্রীপাত্র, কনিষ্ঠের গৌরব-পাত্র।
(৪) 'চরণে'—অর্থাৎ নিকটে।
(৫) 'টোটা'—তন্নামক উদ্যান।

সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষে ঠাকুরের তাঁহা সেবক প্রচার॥
সেবক সব গতাগতি করে অবসরে।
কারও সহিত স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ হবে মোরে॥
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হঞা তারে কিছু কহিতে লাগিলা॥
যদ্যপি তুমি হও জগৎ পাবন।
তোমা-স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ॥
তথাপি ভক্তের স্বভাব মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই লোক নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট কৈলে মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে আর করিব কোন্ জন॥
এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
তাঁর কণ্ডু-রসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥
বার বার নিষেধে, তবু করে আলিঙ্গন।
অঙ্গে রসা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন॥
এইমতে সেবক প্রভু দোঁহে ঘর গেলা।
আরদিনে জগদানন্দ সনাতনে মিলিলা॥
দুই জনে বসি কৃষ্ণকথা গোষ্ঠী কৈলা।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিলা॥
ইঁহা আইলাম প্রভু দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে।
যেবা মনে বাঞ্ছা প্রভু না দিল করিতে॥
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে।
মোর কণ্ডু-রসা লাগে প্রভুর শরীরে॥
অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথ না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার॥
হিত লাগি আইলাম, হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয়, নারি নির্দ্ধারিতে॥
পণ্ডিত কহে তোমার বাসযোগ্য বৃন্দাবন।
রথযাত্রা দেখি তাঁহা করহ গমন॥
প্রভু-আজ্ঞা হইয়াছে তোমরা দুই ভায়ে।
বৃন্দাবনে বৈস, তাঁহা সর্ব্ব সুখ পাইয়ে॥
যে কার্য্যে আইলা প্রভুর দেখিলা চরণ।
রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন॥
সনাতন কহে ভাল কৈলে উপদেশ।
তাঁহা যাব, সেই আমার প্রভুদত্ত দেশ॥
এত বলি দোঁহে নিজ কার্য্যে উঠি গেলা।
আর দিন মহাপ্রভু মিলিতে আইলা॥
হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ-বন্দন।
হরিদাসে কৈলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥
দূর হৈতে দণ্ডবৎ করে সনাতন।
প্রভু বোলায় বার বার করিতে আলিঙ্গন॥
অপরাধ ভয়ে তিঁহো মিলিতে না আইলা।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঁই গেলা॥
সনাতন পাছে ভাগে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥
দুই জন লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে॥
হিত লাগি আইনু মুঞি হৈলা বিপরীত।
সেবাযোগ্য নহোঁ, অপরাধ করোঁ নিত॥
সহজে নীচজাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয়॥
তাহাতে আমার অঙ্গে কণ্ডু-রসা চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে, তবু স্পর্শ মোরে বলে॥
বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণালেশ।
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশ॥
তাতে ইঁহা রহিলে মোর না হয় কল্যাণে।
আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাও বৃন্দাবনে॥
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তিঁহ উপদেশ দিল॥
এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা তিরস্কার করে॥
কালিকার বটুয়া জগা (১) ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমাকে উপদেশ করিতে লাগিল॥

(১) 'বটুয়া'—ছাত্র। 'জগা'—জগদানন্দ।

ব্যবহার পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য।
তোমারে উপদেশ করে না জানে আপন-
মূল্য ॥
আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য (১)।
তোমাকে উপদেশে, বালক করে ঐছে কার্য্য॥
শুনি পায়ে ধরি সনাতন প্রভুকে কহিল।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল ॥
আপনার দৌর্ভাগ্যের আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান্ ॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধা ধারে।
মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি নিম্ব-নিসিন্দা
সারে ॥

আজিও নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান।
মোর অভাগ্য তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥
শুনি মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হৈল মন।
তাঁরে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচন ॥
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে ॥
কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রেতে প্রবীণ।
কাঁহা জগা কালিকার বটুয়া (২) নবীন ॥
আমাকেও বুঝাইতে ধর তুমি শক্তি।
কত ঠাঁই বুঝাঞাছ ব্যবহার-ভক্তি ॥
তোমাকে উপদেশ করে, না যায় সহন।
অতএব তারে আমি করিয়ে ভর্ৎসন ॥
বহিরঙ্গ বুদ্ধ্যে তোমারে না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায়, ঐছে তোমার গুণ ॥
যদ্যপি কারো মমতা বহুজনে হয়।
প্রীতের স্বভাবে কাহাঁতে কোন ভাবোদয় ॥
তোমার দেহে তুমি কর বীভৎসতা জ্ঞান।
তোমার দেহ আমাকে লাগে অমৃতসমান ॥
অপ্রাকৃত দেহ তোমার, প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হয় ॥

(১) 'প্রামাণিক'—পণ্ডিত। 'আর্য্য'—মান্য।
(২) 'বটুয়া'—বালক।

প্রাকৃত হৈলেও তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে।
ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২৮ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকঃ

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃকিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—অবস্তুনঃ (অবস্তু বা মিথ্যাভূত) দ্বৈতস্য (দ্বৈত বস্তুমধ্যে) কিং ভদ্রং কিংবা অভদ্রং (কি পবিত্র আর কি অপবিত্র) কিয়ৎ (কতটুকু)। যতঃ বাচা (যেহেতু বাক্য দ্বারা) যৎ উদিতং (যাহা কথিত) মনসা (মনদ্বারা) ধ্যাতম্ এব চ (চিন্তিত হয়) তৎ (তাহা) অনৃতম্ (মিথ্যা)।

অনুবাদ।—যে বস্তু প্রাকৃত বা পার্থিব বস্তু তার আবার ভালোই বা কি আর মন্দই বা কি। যাহা বাক্যে বলা যায় এবং মনে চিন্তা করা যায়, তা মিথ্যা ছাড়া কিছুই না ॥ ৬ ॥

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ, এই সব ভ্রম ॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকঃ

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে (বিদ্যা-বিনয়াদিসমন্বিত ব্রাহ্মণে) গবি, হস্তিনি, শুনি চ এব (গরু, হস্তী এবং কুকুরে) শ্বপাকে চ (এবং চণ্ডালে) পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ (জ্ঞানিগণ সমদৃষ্টি-সম্পন্ন)।

অনুবাদ।—বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল—এ সমস্তকেই পণ্ডিতেরা সমান চোখে দেখে থাকেন ॥ ৭ ॥

তথাহি—তত্রৈব ষষ্ঠাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকঃ

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা
কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী
সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮

অন্বয়।—জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থঃ (যিনি জ্ঞান

বিজ্ঞানে তৃপ্ত ও নির্ব্বিকার) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ইন্দ্রিয়-বিজয়ী) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমদৃষ্টিসম্পন্ন) যোগী (সেই যোগীই) যুক্তঃ (যোগারূঢ়) ইতি উচ্যতে (কথিত হন)।

অনুবাদ।—জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোচনায় যিনি তৃপ্ত, যিনি অবিকারী ও জিতেন্দ্রিয় যোগী তিনি মাটির ঢেলা, পাথর ও সোনা—সব কিছুকেই সমান চোখে দেখেন ॥ ৮ ॥

আমি ত সন্ন্যাসী, আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দন-পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম (১) ॥
এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়।
ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি, নিজ ধর্ম্ম যায় ॥
হরিদাস কহে প্রভু, যে কহিলে তুমি।
এই বাহ্য প্রতারণা নাহি মানি আমি ॥
আমা সম অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার।
দীন-দয়ালু-গুণ তোমার তাহাতে প্রচার ॥
প্রভু হাসি কহে শুন হরিদাস সনাতন।
তত্ত্ব কহি তোমা বিষয়ে যৈছে মোর মন ॥
তোমাকে লাল্য মানি আপনাকে লালক অভিমান।
লালকের লাল্যে নহে দোষ পরিজ্ঞান (২) ॥
আপনাকে হয় মোর অমান্য সমান।
তোমা সবাকে করোঁ মুঞি বালক-অভিমান ॥
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য(৩) লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি উপজয় আরো মহাসুখ পায় ॥
লাল্যামেধ্য লালকে চন্দনসম ভায় (৪)।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না জন্মায় ॥

হরিদাস কহে তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না হয় ॥
বাসুদেব গলৎকুষ্ঠী, অঙ্গ কীড়াময়।
তারে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয় ॥
আলিঙ্গিয়া কৈলে তারে কন্দর্পসম অঙ্গ।
কে বুঝিতে পারে তোমার কৃপার তরঙ্গ ॥
প্রভু কহে বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ, ভক্তের চিদানন্দময় (৫) ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করেন আত্মসম ॥
সেই দেহ করেন তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে (৬) তাঁর চরণ ভজয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২৯ অং ৩ শ্লোকঃ

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা,
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো,
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ৯ ॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৪৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৯ ॥

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা (৭)।
আমা পরীক্ষিতে ইহাঁ দিল পাঠাইয়া ॥
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণ ঠাঁঞি অপরাধী দণ্ড পাইতাম তবে ॥
পারিষদ-দেহ এই, না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথম দিন পাইল অঙ্গে চতুঃসমের(৮) গন্ধ ॥

---

(১) জগতের মধ্যে কোন বস্তুই পবিত্র বা অপবিত্র নাই, বিশেষতঃ আমি (শ্রীচৈতন্য) সন্ন্যাসী। জগৎ মিথ্যা বলিয়া সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি।

(২) 'পরিজ্ঞান'—বিবেচনা।

(৩) 'অমেধ্য'—অপবিত্র, অর্থাৎ মলমূত্রাদি।

(৪) 'লাল্যামেধ্য'—পুত্রাদির মলমূত্র। 'ভায়'—প্রকাশ পায়, মনে হয়।

(৫) 'চিদানন্দময়'—সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

(৬) 'অপ্রাকৃত দেহে'—সেই চিদানন্দময় দেহে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্রীসনাতনদেহে কণ্ডুপ্রতীতি মাত্র করাইয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে কণ্ডু (খোস পাঁচড়া ইত্যাদি) জন্মে নাই।

(৭) 'উপজাঞা'—জন্মাইয়া।

(৮) 'চতুঃসমের'—মিলিত চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুমের।

বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর স্পর্শে গন্ধ হইল চন্দনের সম ॥
প্রভু কহে সনাতন! না মানিহ দুঃখ।
তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ ॥
এ বৎসর তুমি ইঁহা রহ আমা সনে।
বৎসর বহি (১) তোমাকে পাঠাব বৃন্দাবনে ॥
এত বলি পুনঃ তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
কণ্ডু গেল অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম ॥
দেখি হরিদাসের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কহে এই সব ভঙ্গী যে তোমার ॥
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা।
সেই পানী লক্ষ্যে ইঁহার কণ্ডু উপজাইলা ॥
কণ্ডু করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে।
এই লীলা-ভঙ্গী তোমার কেহ নাহি জানে ॥
দুঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়।
প্রভুর গুণ কহে দুঁহে হঞা প্রেমময় ॥
এই মত সনাতন রহে প্রভুস্থানে।
কৃষ্ণচৈতন্য-গুণকথা হরিদাস সনে ॥
দোলযাত্রা দেখি প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিবেন, সব শিক্ষাইলা ॥
যে কালে বিদায় হৈল প্রভুর চরণে।
দুই জনার বিচ্ছেদ দশা না যায় বর্ণনে ॥
যেই বনপথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন।
সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন ॥
যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল, যাঁহা সেই লীলা।
বলভদ্র ভট্টস্থানে সব লিখি নিলা ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণ সবারে মিলিয়া।
সেই পথে সনাতন চলে সে স্থান দেখিয়া ॥
যে যে লীলা পথে প্রভু কৈল যে যে স্থানে।
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হয় সনাতনে ॥
এই মতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা।
পাছে আসি রূপ গোঁসাঞি তাহারে মিলিলা ॥

(১) 'বহি'—অন্তে।

এক বৎসর রূপ গোঁসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল।
কুটুম্বের স্থিতি অর্থ (২) বিভাগ করি দিল ॥
গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইল।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণে দেবালয়ে বাঁটি দিল ॥
সব মনঃকথা গোঁসাঞি করি নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইল বৃন্দাবন ॥
দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দোঁহে সব নির্ব্বাহিল ॥
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রচার করিলা ॥
সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে।
ভক্তি ভক্ত-কৃষ্ণ তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে ॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্পনী।
কৃষ্ণলীলা-রস প্রেম যাহা হইতে জানি ॥
হরিভক্তি-বিলাসগ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার ॥
আর যত গ্রন্থ কৈল, কে করে গণন।
মদনগোপাল-গোবিন্দের কৈল সেবাস্থাপন ॥
রূপ গোঁসাঞি কৈল রসামৃত সিন্ধুসার।
কৃষ্ণভক্তিরসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার ॥
উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্রন্থ কৈল আর।
রাধাকৃষ্ণলীলা-রসের যাঁহা পাইয়ে পার ॥
বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব নাটক যুগল।
কৃষ্ণলীলা-রস তাঁহা পাইয়ে সকল ॥
দানকেলি-কৌমুদী আদি লক্ষগ্রন্থ(৩) কৈল।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজরস প্রচারিল ॥
তাঁর লঘু ভ্রাতা (৪) শ্রীবল্লভ অনুপম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব গোঁসাঞি নাম ॥

(২) 'স্থিতি অর্থ'—স্থাবর সম্পত্তি, জমিদারী প্রভৃতি।

(৩) 'লক্ষ গ্রন্থ'—লক্ষ শ্লোকাত্মক গ্রন্থ, অর্থাৎ শ্রীরূপকৃত সমস্ত গ্রন্থের লক্ষ শ্লোক।

(৪) 'লঘু ভ্রাতা'—ছোটভাই।

সর্ব্বত্যাগী তিঁহ পিছে আইলা বৃন্দাবন।
তিঁহ ভক্তি-শাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ॥
ভাগবত-সন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ সার।
ভাগবত-সিদ্ধান্তের তাঁহা পাইয়ে পার॥
গোপালচম্পূ্ নাম গ্রন্থসার কৈল।
ব্রজপ্রেম-লীলা-রস সব দেখাইল॥
ষট্‌সন্দর্ভে কৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্ব প্রকাশিল।
চারি লক্ষ গ্রন্থ দোঁহে বিস্তার করিল॥
জীব গোঁসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দ প্রভু স্থানে আজ্ঞা মাগিলা॥
প্রভু প্রীত্যে তাঁর মাথে ধরিলা চরণ।
রূপ-সনাতন সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন॥
আজ্ঞা দিল শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা আজ্ঞাফল পাইয়া।
শাস্ত্র করি বহুকাল ভক্তি প্রচারিলা॥
এই তিন গুরু (১) আর রঘুনাথ দাস।
ইঁহা সবার চরণ বন্দো যার মুঞি দাস॥
এইত কহিল পুনঃ সনাতন-সঙ্গমে।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে॥
চৈতন্যচরিত্র এই ইক্ষুদণ্ড সম।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস-আস্বাদন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃসনাতন-সঙ্গোৎসবো নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ

(১) 'তিন গুরু'—শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব।
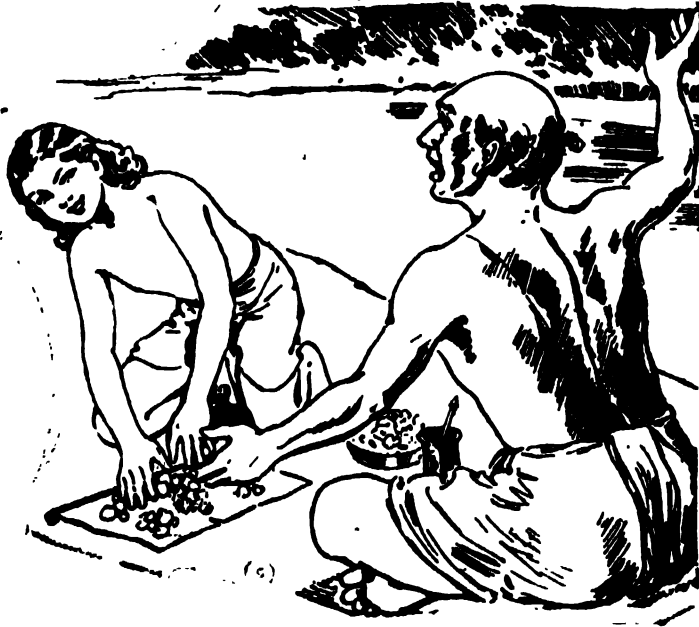
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈগুণ্যকীটকলিতঃ পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নঃ শ্রীচৈতন্যবৈদ্যমাশ্রয়ে ॥ ১

অন্বয়ঃ।—বৈগুণ্যকীটকলিতঃ (মাৎসর্য্যাদি কীট-পরিব্যাপ্ত) পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ (খলতারূপ ব্রণে পীড়িত) দৈন্যার্ণবে (দৈন্য সমুদ্রে) নিমগ্নঃ (নিমজ্জিত) সন্ (হইয়া) শ্রীচৈতন্যবৈদ্যম্ (শ্রীচৈতন্যরূপ বৈদ্যকে) আশ্রয়ে (আশ্রয় করিতেছি)।

অনুবাদ।—রোগী যেমন চিকিৎসকের আশ্রয় নেয়, আমিও তেমনি শ্রীচৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করি। নানান দোষের কৃমিতে আমি আচ্ছন্ন হয়ে গেছি। খলতার ব্রণে আমি পীড়িত। দৈন্যের সমুদ্রে আমি ডুবে আছি ॥ ১ ॥

জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় কৃপাময় নিত্যানন্দ ধন্য ॥
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু, জয় ভক্তগণ।
জয় স্বরূপ গদাধর রূপ সনাতন ॥
একদিন প্রদ্যুম্ন-মিশ্র প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ করি কিছু কৈল নিবেদনে ॥
শুন প্রভু! মুঞি দীন গৃহস্থ অধম।
কোন ভাগ্যে পাঞাছি তোমার দুর্ল্লভ চরণ ॥
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হইয়া সদয় ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে, তাঁর মুখে শুনি ॥
ভাগ্য তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হৈল মন।
রামানন্দ-পাশ যাই করহ শ্রবণ ॥
কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি সেই ভাগ্যবান্ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ২ অং ৮ শ্লোকঃ

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং
বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং
শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ—পুংসাং স্বনুষ্ঠিতঃ (লোকের সুষ্ঠু সম্পাদিত) যঃ ধর্ম্মঃ (যে ধর্ম্ম) বিষ্বক্সেনকথাসু (হরিপ্রসঙ্গে) যদি রতিম্ (অনুরাগ) ন উৎপাদ-য়েৎ (উৎপাদন না করে) 'তদা স ধর্ম্মঃ' কেবলং শ্রম এব হি (তাহা হইলে সে ধর্ম্ম কেবল শ্রমমাত্রই)।

অনুবাদ।—মানুষে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে করলেও যদি তা কৃষ্ণকথায় আসক্তি না জন্মায়, তাহলে সে ধর্ম্মের আচরণে কেবল শ্রমই সার হয় ॥ ২ ॥

তবে প্রদ্যুম্ন মিশ্র গেলা রামানন্দ-স্থানে।
রামানন্দ সেবক তাঁরে বসাইল আসনে ॥
দর্শন না পায় মিশ্র সেবক পুছিল।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল ॥
দুই দেবকন্যা হয় পরমা সুন্দরী।
নৃত্যগীতে সুনিপুণা বয়সে কিশোরী ॥
তাহা দোঁহে লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটকের গীতে শিখায় নর্ত্তনে ॥
তুমি ইঁহা বসি রহ, ক্ষণেকে আসিবেন।
তবে যেই আজ্ঞা দেহ, সেই করিবেন ॥
তবে প্রদ্যুম্ন মিশ্র তাঁহা রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ রায় সেই দুই জন লঞা ॥
স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ মর্দ্দন (১)।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র-সম্মার্জ্জন ॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন (২)।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন ॥
কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী-স্পর্শে রাম রায়ের ঐছে স্বভাব ॥

---

(১) 'অভ্যঙ্গ মর্দ্দন'—তৈলাদি দ্বারা অঙ্গ মর্দ্দন।

(২) 'সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন'—অঙ্গসকলকে ভূষিত করিতেছেন।

সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসীভাব করি আরোপণ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তি-প্রেম-সীমা॥
তবে সেই দুই জনে নৃত্য শিখাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল (১)॥
সঞ্চারী (২) সাত্ত্বিক স্থায়ী (৩) ভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥
ভাবপ্রকটন লাস্য (৪) রায় যে শিখায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট(৫) দেখায়॥
তবে সেই দুইজনে প্রসাদ খাওয়াইল।
নিভৃতে দোঁহারে নিজ ঘরে পাঠাইল॥
প্রতিদিন রায় ঐছে করয়ে সাধন।
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাঁহা তার মন॥
মিশ্রের আগমন সেবক রায়েরে কহিলা।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা॥
মিশ্রে নমস্কার করে সম্মান করিয়া।
নিবেদন করে কিছু বিনীত হইয়া॥
বহুক্ষণ আইলা মোরে কেহ না কহিল।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর।
আজ্ঞা কর কাঁহা করোঁ (৬) তোমার কিঙ্কর॥
মিশ্র কহে তোমা দেখিতে কৈল আগমনে।
আপনা পবিত্র কৈল তোমা দরশনে॥
অতিকাল(৭) দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা।
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজ ঘরে গেলা॥

(১) 'অভিনয়'—অনুকরণ, অর্থাৎ শরীরচেষ্টাদি দ্বারা গানের গূঢ়ার্থ প্রকাশ-করণ শিক্ষা দিলেন।
(২) 'সঞ্চারী'—নির্ব্বেদাদি ৩৩ ব্যভিচারী ভাব।
(৩) 'সাত্ত্বিক'—স্তম্ভাদি ৮ ভাব। 'স্থায়ী'—শান্ত্যাদি ১২ রতি ভাব।
(৪) 'লাস্য'—নৃত্য।
(৫) 'প্রকট'—প্রকাশ করিয়া।
(৬) 'কাঁহা করোঁ,—কি করিব।
(৭) 'অতিকাল'—অসময়।

আর দিন মিশ্র আইলা প্রভু-বিদ্যমানে।
প্রভু কহে কৃষ্ণকথা শুনিলে রায় স্থানে॥
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা॥
আমি ত সন্ন্যাসী, আপনা বিরক্ত করি মানি।
দর্শন রহে দূরে প্রকৃতির (৮) নাম যদি শুনি॥
তবহি বিকার পায় আমার তনু মন।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য্য কথন॥
একে দেবদাসী আরে সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গের হয় তাহা দর্শন স্পর্শন॥
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ॥
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ-পাষাণসম।
আশ্চর্য্য তরুণীস্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে এক করি অনুমান।
শ্রীভাগবতের শ্লোক তাহাতে প্রমাণ॥
ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ-কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিন গুণ ক্ষোভ নাহি, মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর প্রেম-ভক্তি সেই পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥

(৮) 'প্রকৃতির'—স্ত্রীলোকের।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩ অং ৩৯ শ্লোকঃ

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—যঃ শ্রদ্ধান্বিতঃ (যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) ব্রজবধূভিঃ (ব্রজবধূগণের সহিত) বিষ্ণোঃ (শ্রীকৃষ্ণের) ইদং বিক্রীড়িতম্ (এই ক্রীড়া) অনুশৃণুয়াৎ (নিরন্তর শ্রবণ করেন) অথ (অনন্তর) বর্ণয়েৎ (বর্ণনা করেন) ধীরঃ (ধীর) সঃ (তিনি) অচিরেণ (অবিলম্বে) ভগবতি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে) পরাং (সর্ব্বোত্তম-জাতীয়া) ভক্তিং (প্রেমলক্ষণা ভক্তি) প্রতিলভ্য (প্রতিক্ষণে নূতন ভাবে লাভ করিয়া) হৃদ্রোগং (হৃদয়-রোগস্বরূপ) কামং (কামকে) আশু (শীঘ্রই) অপহিনোতি (পরিত্যাগ করেন)।

অনুবাদ।—ব্রজগোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের এই লীলাবিলাসের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে যিনি শোনেন বা বলেন, তিনি ভগবানের পরমা ভক্তি লাভ করেন। লাভ ক'রে মন তাঁর শান্ত হয় এবং যে কাম হৃদয়ের রোগমাত্র—সেই কামকে তিনি অচিরেই পরিত্যাগ করেন ॥ ৩॥

যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি ॥
তার ফল কি কহিব কহনে না যায়।
নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায় (১) ॥
রাগানুগা-মার্গে (২) জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥
আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাও তথা ॥
মোর নাম লইও তিঁহ পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥

শীঘ্র যাও যাবৎ তিঁহ আছেন সভাতে।
এত শুনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র চলিলা ত্বরিতে ॥
রায়-পাশ গেলা রায় প্রণতি করিল।
আজ্ঞা দেহ যে লাগিয়া আগমন হইল ॥
মিশ্র কহে মহাপ্রভু পাঠাইলা মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥
শুনি রামানন্দ রায় হইলা প্রেমাবেশে।
কহিতে লাগিল কিছু মনের উল্লাসে ॥
প্রভুর আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা।
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা ॥
এত কহি তাঁরে লঞা নিভৃতে বসিলা।
'কি কথা শুনিতে চাহ' মিশ্রেরে পুছিলা ॥
তিঁহ কহে যে কহিলা বিদ্যানগরে।
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবে আমারে ॥
অন্যের কি কথা ? তুমি প্রভু-উপদেষ্টা।
আমিত ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি মোর পোষ্টা ॥
ভাল মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি।
দীন দেখি কৃপা করি, কহিবে আপনি ॥
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা।
কৃষ্ণকথা-রসামৃতসিন্ধু উথলিলা ॥
আপনি প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
তৃতীয় প্রহর হৈল, নহে কথা অন্ত ॥
বক্তা শ্রোতা কহে শুনে দোঁহে প্রেমাবেশে।
আত্মস্মৃতি নাহি, কাঁহা জানিব দিনশেষে ॥
সেবকে কহিল দিন হৈল অবসান।
তবে রায় কৃষ্ণকথা করিল বিশ্রাম ॥
বহুত সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিলা।
'কৃতার্থ হইনু' বলি মিশ্র নাচিতে লাগিলা ॥
ঘরে গিয়া মিশ্র কৈল স্নান-ভোজন।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইল প্রভুর চরণ ॥
প্রভুর চরণ বন্দে উল্লসিত মন।
প্রভু কহে 'কৃষ্ণকথা হইল শ্রবণ' ॥

(১) শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদের দেহ যেমন অপ্রাকৃত, তেমনি তদ্ভাবাবিষ্ট সেবকজনের দেহও অপ্রাকৃত।

(২) 'রাগানুগা মার্গে'—রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিমার্গে।

মিশ্র কহে প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা॥
রামানন্দ রায় কথা কহিল না হয়।
মনুষ্য নহে রায় কৃষ্ণভক্তি রসময়॥
আর এক কথা রায় কহিল আমারে।
কৃষ্ণকথা-বক্তা করি না জানিহ মোরে॥
মোর মুখে কথা কহে আপনি গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায়, তৈছে কহি যেন বীণাযন্ত্র॥
মোর মুখে কহায় কথা করে পরচার (১)।
পৃথিবীতে কে জানিবে যে লীলা তাঁহার॥
যে সব শুনিল কৃষ্ণরসের সাগর।
ব্রহ্মার এ সব রস না হয় গোচর॥
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলুঁ আমি॥
প্রভু কহে, রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি॥
মহানুভবের এই সহজ স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনি কহয়॥
রামানন্দ রায়ের এই কহিল গুণলেশ।
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ॥
গৃহস্থ হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের (২) বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥
এই সব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে।
মিশ্রে পাঠাইল তাঁহা শ্রবণ করিতে॥
ভক্তগুণ প্রকাশিতে গৌর ভাল জানে।
নানা ভঙ্গীতে গুণ প্রকাশি নিজ লাভ মানে॥
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য্য স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥

ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥
হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিলাস॥
শ্রীরূপ দ্বারায় ব্রজে প্রেমরস লীলা।
কে বুঝিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা॥
শ্রীচৈতন্যলীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান॥
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা।
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া॥
বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি লঞা আইল প্রভুকে শুনাইতে॥
ভগবান্ আচার্য্য সনে তাঁর পরিচয়।
তাঁরে মিলি তাঁর ঘরে করিল আলয়॥
প্রথমে নাটক তিঁহ তাঁরে শুনাইল।
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল॥
সবেই প্রশংসে নাটক পরম উত্তম।
মহাপ্রভুকে শুনাইতে সবার হৈল মন॥
গীত শ্লোক গ্রন্থ কিবা যেই করি আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে॥
স্বরূপ ঠাঞি উত্তরে যদি লঞা তাঁর মন।
তবে মহাপ্রভু স্থানে করায় শ্রবণ॥
রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই ত মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে॥
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈল নিবেদন।
এক বিপ্র প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম॥
আদৌ তুমি শুন, যদি তোমার মন মানে।
পাছে মহাপ্রভুকে তবে করাইব শ্রবণে॥
স্বরূপ কহে, তুমি গোয়াল পরম উদার।
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥

(১) 'পরচার'—প্রচার।
(২) 'ষড়্‌বর্গ'—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য।

যদ্বা তদ্বা (১) কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
রস, রসাভাস যার নাহিক বিচার।
ভক্তি-সিদ্ধান্তসিন্ধুর নাহি পায় পার॥
ব্যাকরণ না জানে, না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কার জ্ঞান নাহিক যাহার॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে যেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যার হয় প্রাণধন॥
গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয় (২) কাব্য শুনিতে হয় সুখ॥
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ॥
ভগবান্ আচার্য্য কহে তুমি শুন একবার।
তুমি শুনিলে ভালমন্দ জানিবে বিচার॥
দুই তিন দিন আচার্য্য আগ্রহ করিল।
তাঁর আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হৈল॥
সবা লঞা স্বরূপ গোঁসাঞি শুনিতে বসিলা।
তবে সেই কবি নান্দী(৩) শ্লোক পড়িলা॥

তথাহি—বঙ্গদেশীয়বিপ্রস্য

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—প্রকৃতিজড়ং (স্বভবতঃই জড়) অশেষম্ (অশেষ বিশ্বকে) চেতয়ন্ (সচেতন করিয়া) কনকরুচিঃ (স্বর্ণকান্তি-বিশিষ্ট) যঃ (যিনি, যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব) বিকচকমলনেত্রে (প্রফুল্ল কমলের ন্যায় নয়নযুক্ত) শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে (শ্রীজগন্নাথ নামক) আত্মনি (এই দেহে) আত্মতাম্ (আত্মরূপতা) প্রপন্নঃ (প্রাপ্ত হইয়া) ইহ (ব্রহ্মাণ্ডে) আবিরাসীৎ (আবির্ভূত হইয়াছেন) সঃ (সেই) কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ (শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-দেব) তব (তোমার) ভব্যং (মঙ্গল) দিশতু (বিধান করুন)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবতা তোমার মঙ্গল করুন। স্বভাবতঃই জড় জগৎকে চেতন করবার জন্য তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। প্রফুল্ল পদ্মের মত যাঁর চোখ—সেই জগন্নাথের মূর্ত্তিতে সোনার বর্ণ, তিনি আত্মা রূপে আছেন—দেহের মধ্যে দেহীর মত॥ ৪॥

শ্লোক শুনি সর্ব্বলোক তাহারে বাখানে (৪)।
স্বরূপ কহে এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে॥
কবি কহে জগন্নাথ সুন্দর শরীর।
চৈতন্য গোঁসাঞি তাতে শরীরী মহাধীর (৫)॥
সহজে জড় জগতের চেতনা করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে॥
শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন॥
আরে মূর্খ! আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
দুই ত ঈশ্বরে তোমার নাহিক বিশ্বাস॥
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃত কায় (৬)॥
পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান॥
দুই ঠাঁঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে, তার এই রীতি॥

(১) 'যদ্বা তদ্বা'—যে যে অর্থাৎ সামান্য।
(২) 'বিদগ্ধ আত্মীয়'—রসিক ভক্ত।
(৩) 'নান্দী'—মঙ্গলাচরণ।

(৪) 'বাখানে'—প্রশংসা করে।
(৫) 'শ্রীজগন্নাথ' হইয়াছেন শরীর, আর শ্রীচৈতন্যদেব হইয়াছেন ঐ শরীরের জীবাত্মা।
(৬) 'জড়'—অচেতন। 'নশ্বর'—অনিত্য। 'প্রাকৃত'—মায়িক। 'কায়'—শরীর।

আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ (১)।
দেহি-দেহি-ভেদ ঈশ্বরের কৈলে অপরাধ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী (২) ভেদ।
স্বরূপদেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ॥

তথাহি—কৌর্ম্মবচনং ৫।৩৪২

দেহদেহিবিভাগোঽয়ং
নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥ ৫

অনুবাদ।—পরমেশ্বরে দেহ-দেহীর এই বিভাগ কখনো সম্ভব হয় না॥ ৫॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ৯ অং ৩৪ শ্লোকঃ

নাতঃ পরং পরম! যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্,
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২৫ পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৬॥

তথাহি—তত্রৈব ৯ অং ৪ শ্লোকঃ

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল! মঙ্গলায়,
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং তদ্ উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যে ঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২৫ পরিচ্ছেদে ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৭॥

কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর।
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর॥

তথাহি—ভাবার্থদীপিকায়াং
শ্রীভগবৎসন্দর্ভধৃতং শ্রীবিষ্ণুস্বামিবচনং

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ
সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ
সংক্লেশনিকরাকরঃ॥ ৮

(১) 'প্রমাদ'—অনবধানতা, ভুল।
(২) 'দেহী'—আত্মা।

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ১৮ পরিচ্ছেদে ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৮॥

শুনিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার।
সত্য কহেন গোঁসাঞি দুহার করিয়াছে তিরস্কার॥
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়।
হংস মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয়॥
তার দুঃখ দেখি স্বরূপ সদয় হৃদয়।
উপদেশ কৈল তারে যৈছে হিত হয়॥
যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্রতরঙ্গ॥
তবে ত পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপলীলা বর্ণিবে নির্ম্মল॥
এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া সন্তোষ।
তোমার হৃদয়ের অর্থে দুঁহায় লাগে দোষ॥
তুমি যৈছে তৈছে কহ, না জানিয়া রীতি।
সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তুতি॥
যৈছে ইন্দ্রাদি করে কৃষ্ণের ভর্ৎসন।
সেই শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২৫ অং ৫ শ্লোকঃ

বাচালং বালিশং স্তব্ধ-
মজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য
গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্॥ ৯

অন্বয়ঃ।—বাচালং (বহুভাষী) বালিশং (বালক) স্তব্ধম্ (অবিনীত) অজ্ঞং (মূর্খ) পণ্ডিত-মানিনং (পণ্ডিতাভিমানী) মর্ত্ত্যং (মরণশীল) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) গোপাঃ (গোপগণ) মে (আমার) অপ্রিয়ম্ (অপ্রিয় কার্য্য) চক্রুঃ (করিয়াছে)।

অনুবাদ।—বাচাল, বালক, অবিনীত, মূর্খ এবং নিজেকে পণ্ডিত ব'লে মনে করে যে মানব কৃষ্ণ তাকে আশ্রয় ক'রে গোপেরা আমার অপ্রিয় হয়েছে॥ ৯॥

ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ইন্দ্র যেন মাতোয়াল।
বুদ্ধিনাশ হৈল কেবল নাহিক সম্ভাল (১)॥
ইন্দ্র বলে মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন।
তারই মুখে সরস্বতী করেন স্তবন॥
'বাচাল' কহিয়ে বেদপ্রবর্ত্তক ধন্য।
'বালিশ' (২) তথাপি শিশুপ্রায় গর্ব্বশূন্য॥
বন্দ্যাভাবে অনম্র 'স্তব্ধ' শব্দে কয়।
যাহা হৈতে অন্য বিজ্ঞ নাহি সে 'অজ্ঞ' হয়॥
পণ্ডিতের মান্যপাত্র হয় 'পণ্ডিতমানী'।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যে মনুষ্য-অভিমানী॥
জরাসন্ধ কহে "কৃষ্ণ 'পুরুষ-অধম'।
তোর সঙ্গে না যুঝিমু যাহি বন্ধুহন্" (৩)॥
যাঁহা হৈতে অন্য পুরুষ সকল অধম (৪)।
সেই পুরুষাধম এই সরস্বতীর মন॥
বান্ধে সবারে তাতে অবিদ্যা বন্ধু হয়।
অবিদ্যা-নাশক 'বন্ধুহন্' শব্দে কয়॥
এই মত শিশুপাল করিল নিন্দন।
সেই বাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন॥
তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থ নিন্দা আইসে।
সরস্বতীর অর্থ শুন, যাতে স্তুতি ভাসে॥
জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ।
কিন্তু ইঁহ দারুব্রহ্ম স্থাবরস্বরূপ॥
তাঁহা সহ আত্মতা একরূপ পাঞা।
কৃষ্ণ একতত্ত্ব রূপ দুই রূপ হঞা॥
সংসার তারণ হেতু যেই ইচ্ছাশক্তি।
তাহার মিলন করি একতা যৈছে প্রাপ্তি॥

সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গমরূপে কৈল অবতার॥
জগন্নাথ দরশনে খণ্ডায়ে সংসার।
সব দেশের সব লোক নারে আসিবার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোঁসাঞি দেশে দেশে যাঞা।
সব লোক নিস্তারিল জঙ্গমব্রহ্ম হঞা॥
সরস্বতীর অর্থ এই কহিল বিবরণ।
এহো ভাগ্য তোমার, ঐছে করিলে বর্ণন॥
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ॥
তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া।
সবার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লঞা॥
তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কৈলা।
তার গুণ কহি মহাপ্রভুরে মিলাইলা॥
সেই কবি সব ছাড়ি রহিল নীলাচলে।
গৌর-ভক্তগণ-কৃপা কে কহিতে পারে॥
এই ত কহিল প্রদ্যুম্ন-মিশ্র-বিবরণ।
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণ-কথার শ্রবণ॥
তার মধ্যে কহিল রামানন্দের মহিমা।
আপনি শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যার সীমা॥
প্রস্তাব (৫) পাইয়া কহিল কবির নাটক-বিবরণ।
অজ্ঞ হঞা শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যলীলা অমৃতের সার।
এক লীলা প্রবাহে বহে শত শত ধার॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই জন শুনে।
গৌরলীলা, ভক্তি, ভক্ত, রসতত্ত্ব জানে॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্নমিশ্রোপাখ্যানং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

---

(১) 'সম্ভাল'—ধৈর্য্য।
(২) 'বাচাল—মনুষ্য অভিমানী'—ইহা উপর্যুক্ত শ্লোকের সরস্বতীকৃত অর্থ।
(৩) 'যুঝিমু না—যুদ্ধ করিব না। 'যাহি'—যাও। 'বন্ধুহন্'—মাতুল প্রভৃতি বন্ধুজনবিনাশিন্।
(৪) "যাঁহা হইতে···অধম"—ইহা পুরুষাধম শব্দের সরস্বতীকৃত অর্থ।
(৫) 'প্রস্তাব'—প্রসঙ্গ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃপাগুণৈর্যঃ সুগৃহান্ধকূপা-
দুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যঃ (যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) কৃপাগুণৈঃ (কৃপারূপ রজ্জুদ্বারা) সুগৃহান্ধকূপাৎ (সুশোভন গৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে) রঘুনাথদাসং (শ্রীরঘুনাথ দাসকে) ভঙ্গ্যা (কৌশলে) উদ্ধৃত্য স্বরূপে ন্যস্য (উদ্ধারপূর্ব্বক শ্রীস্বরূপের করে সমর্পণ করিয়া) অন্তরঙ্গং বিদধে (স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত করিয়াছিলেন) অমুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রপদ্যে (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরণ গ্রহণ করি)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরণ গ্রহণ করি। তিনি কৃপা ক'রে ধনিগৃহের অন্ধকূপ থেকে কৌশলে রঘুনাথ দাসকে উদ্ধার ক'রে রূপগোস্বামীর কাছে সমর্পণ ক'রেছিলেন—আপন অন্তরঙ্গ ভক্তরূপে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এই মত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে ॥
যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ বাধয়ে।
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তদুঃখ ভয়ে ॥
উৎকট বিয়োগ দুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য (১) প্রভুর বর্ণন না যায় ॥
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥
দিনে প্রভু নানা সঙ্গে হয় অন্যমনা।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহবেদনা ॥
তাঁর সুখহেতু সঙ্গে রহে দুই জনা।
কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা ॥

(১) 'বৈকল্য'—কাতরতা।

সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-সুখের সহায়।
গৌরসুখদান হেতু তৈছে রামরায় ॥
পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপ গোঁসাঞি রাখে মহাপ্রভুর প্রাণ ॥
এই দুই জনার সৌভাগ্য কহনে না যায়।
প্রভুর অন্তরঙ্গ করি যারে লোকে গায় ॥
এই মত বিহরে গৌর লঞা ভক্তগণ।
এবে শুন ভক্তগণ রঘুনাথের মিলন ॥
পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি তাঁরে শিখাইলা ॥
প্রভুর শিক্ষাতে তিঁহ নিজ ঘরে যায়।
মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ীর প্রায় ॥
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম।
দেখি তার মাতাপিতার আনন্দিত মন ॥
মথুরা হৈতে প্রভু আইলা বার্ত্তা যবে পাইলা।
প্রভু-পাশে চলিবারে উদ্যোগ করিলা ॥
হেনকালে মুলুকের ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম-মুলুকের সেই হয় ত চৌধুরী (২) ॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোক্তা (৩) করিয়া।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া ॥
বার লক্ষ দেন রাজায় সাধেন বিশ লক্ষ।
সেতুরুক (৪) কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ ॥
রাজঘরে কৈফিয়ত দিয়া উজির আনিল।
হিরণ্যমজুমদার পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল ॥
প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভৎর্সনা।
বাপ জ্যেঠা আনহ নহে পাইবি যাতনা ॥

(২) 'চৌধুরী'—গ্রামের প্রধান।
(৩) 'মোক্তা'—চুক্তি (পার্শীভাষা) অন্যত্র পাঠ—মকররি (মৌরশ), নেকড়া।
(৪) 'তুরুক'—তুরস্কদেশীয় সেই ম্লেচ্ছ।

মারিতে আনয়ে যদি, দেখে রঘুনাথে।
মন ফিরি যায়, তাতে না পারে মারিতে॥
বিশেষে কায়স্থ-বুদ্ধি অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জ গর্জ্জ করে মারিতে সভয় অন্তর॥
তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায়।
বিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছপায়॥
আমার পিতা জ্যেঠা হন তোমার দুই ভাই।
ভাই ভাই কলহ করহ সর্ব্বথাই॥
কভু কলহ, কভু প্রীত, নিশ্চয় কিছু নাঞি।
কালি পুনঃ তিন ভাই হবে এক ঠাঞি॥
আমি যৈছে পিতার, তৈছে তোমার বালক।
আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক॥
পালক হঞা পাল্যেরে তাড়িতে না জুয়ায়।
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান, জিন্দাপীর (১) প্রায়॥
এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল।
দাড়ি বাহি অশ্রু পড়ে কান্দিতে লাগিল॥
ম্লেচ্ছ বলে আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র।
আমি ছাড়াইমু তোমা করি এক সূত্র॥
উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছোড়াইল।
প্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল॥
তোমার জ্যেঠা নির্বুদ্ধি অষ্টলক্ষ খায়।
আমি ভাগী, আমারে কিছু দিবারে জুয়ায়॥
যাহ তুমি, তোমার জ্যেঠা মিলাহ আমারে।
যে মতে ভাল হয় করুন্, ভার দিল তাঁরে॥
রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল।
ম্লেচ্ছ সহিত বশ কৈল, সব শান্ত হৈল॥
এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয় বৎসরে পালাইতে মন কৈল॥
রাত্রে উঠি একেলা চলিলা পালাইয়া।
দূর হৈতে পিতা তাঁরে আনিল ধরিয়া॥

এইমত বারে বারে পালায় ধরি আনে।
তবে তাঁর মাতা কহে তাঁর পিতা স্থানে॥
পুত্র বাতুল হইল ইহায় রাখহ বান্ধিয়া।
তাঁর পিতা কহে তাঁরে নির্ব্বিণ্ণ (২) হইয়া॥
ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য—স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিব কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইঁহারে।
চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে॥
তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে।
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি পাশ চলিলা আর দিনে॥
পানিহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবকগণ সঙ্গে বহুজন॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে।
বসিয়াছেন যেন কোটী সূর্য্যোদয় করে॥
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত॥
দণ্ডবৎ হঞা সেই পড়িলা কথো দূরে।
সেবক কহে 'রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে'॥
শুনি প্রভু কহে চোরা! দিলি দরশন।
আয় আয় আজ তোর করিমু দণ্ডন॥
প্রভু বোলায়, তিঁহ নিকটে না করে গমন।
আকর্ষিয়া তার মাথে প্রভু ধরিল চরণ॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়॥
নিকটে না আইস মোর, ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছো দণ্ডিমু তোমারে॥
দধি-চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দিত হইল রঘুনাথ মনে॥

(১) 'জিন্দাপীর'—শক্তিসম্পন্ন পীর, জীবিত সিদ্ধপুরুষ (পার্শীভাষা)।

(২) 'তাঁরে'—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মাতাকে। 'নির্ব্বিণ্ণ'—দুঃখিত।

সেই ক্ষণে নিজ লোক পাঠাইল গ্রামে।
ভক্ষ্যদ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে॥
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
সব আনি প্রভু আগে চৌদিকে ধরিলা॥
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন॥
আর আর গ্রাম হৈতে সামগ্রী মাগাইল।
শত দুই চারি হোলনা (১) তাঁহা আনাইল॥
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা (২) আনাইল পাঁচসাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজায় তাতে॥
এক ঠাঞি তপ্ত দুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক ছানিল (৩) দধি চিনি কলা দিয়া॥
আর অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপা-কলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল॥
ধুতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে (৪) বসিলা।
সাত কুণ্ডী (৫) বিপ্র তার অগ্রেতে ধরিলা॥
চৌতারা উপরে যত প্রভুর নিজগণ।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী-বন্ধন॥
রামদাস ঠাকুর, সুন্দরানন্দ, দাস গদাধর।
মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর॥
ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস।
মহেশ, গৌরীদাস, আর হোড় কৃষ্ণদাস॥
উদ্ধারণ দত্ত আদি যত নিজ জন।
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন॥
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি প্রভু সবার উপরে বসাইলা॥
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধ চিড়া, আর দধি চিড়া কৈল॥

আর যত লোক সব চৌতারা তলানে (৬)।
মণ্ডলী-বন্ধনে বৈসে নাহিক গণনে॥
এক এক জনে দুই দুই হোলনা দিল।
দুগ্ধ চিড়া দধি চিড়া দুই ভিজাইল॥
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া।
দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া॥
তীরে স্থান না পাইয়া আর কত জন।
জলে নাম্বি করে দধি চিপিটক ভক্ষণ॥
কেহ উপরে, কেহ তলে, কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশ জন তিন ঠাঞি পরিবেশন করে॥
হেনকালে আইলা তাঁহা রাঘব পণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত॥
নিসকড়ি (৭) নানামত প্রসাদ আনিল।
প্রভুরে আগে দিয়া, ভক্তগণে বাঁটি দিল॥
প্রভুরে কহে তোমা লাগি বহু ভোগ লাগাইল।
ইহা উৎসব কর, ঘরে প্রসাদ রহিল॥
প্রভু কহে এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন।
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ॥
গোপজাতি আমি, বহু গোপগণ সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এ পুলিনভোজন-রঙ্গে॥
রাঘবেরে বসায়ে দুই কুণ্ডী দেয়াইল।
রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইল॥
সকল লোকের চিড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু, মহাপ্রভুরে আনিল॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা॥
সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া এক এক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস॥

(১) 'হোলনা'—মালসা।
(২) 'মৃৎকুণ্ডিকা'—গামলা, পাতনা, নাদা।
(৩) 'ছানিল'—মিশ্রিত করিল।
(৪) 'পিণ্ডা'—বেদী।
(৫) 'কুণ্ডী'—গামলা, মালসা।
(৬) 'তলানে'—তলে অর্থাৎ নিম্নস্থানে, (অথবা) সমতল স্থানে।
(৭) 'নিসকড়ি'—অন্ন, ডাল প্রভৃতি ভিন্ন ফলমূল সন্দেশ প্রভৃতি।

হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লৈয়া।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ান হাসিয়া হাসিয়া॥
এইমত নিত্যানন্দ বেড়ায় সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥
কি করিয়া বেড়ায়, ইঁহো কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে॥
তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা।
চারি কুণ্ডী চিড়া আর ডাহিনে রাখিলা॥
আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাহাঁ বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা॥
দেখি নিত্যানন্দ-প্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা॥
আজ্ঞা দিল "হরি বলি করহ ভোজন"।
"হরি হরি" ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন॥
"হরি হরি" বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিনভোজন সবার হইল স্মরণ॥
নিত্যানন্দ-প্রভু মহা কৃপালু উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার॥
নিত্যানন্দ-প্রভাব কৃপা জানিবে কোন্ জন।
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিন-ভোজন॥
শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে যমুনাপুলিন জ্ঞান কৈলা॥
মহোৎসব শুনি পসারি গ্রাম গ্রাম হৈতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে, সব মূল্যে লয়।
তারি দ্রব্য মূল্যে লঞা তাহারে খাওয়ায়॥
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেহ চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ॥
ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল।
চারি কুণ্ডী অবশেষ রঘুনাথে দিল॥
আর তিন কুণ্ডিকায় অবশেষ ছিল।
গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল॥
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু-আগে দিল।
চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল॥

সেবকে তাম্বূল লঞা করে সমর্পণ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ॥
মালা চন্দন তাম্বূল শেষ যে আছিলা।
শ্রীহস্তে প্রভু তাহা সবারে বাঁটি দিলা॥
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা।
আপনার গণ সহিত খাইল বাঁটিয়া॥
এই ত কহিল নিত্যানন্দের বিহার।
চিড়াদধি-মহোৎসব খ্যাতি হইল যার॥
প্রভু বিশ্রাম কৈল যদি, দিন শেষ হৈল।
রাঘব-মন্দিরে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল॥
ভক্তসব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায়॥
মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দর্শন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্যজন॥
নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারি নর্ত্তন।
উপমা দিবারে নাহি এই তিন ভুবন॥
নৃত্যের মাধুরী কেবা পারে বর্ণিবারে।
মহাপ্রভু আইসে যেই নৃত্য দেখিবারে॥
নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিল।
ভোজনের কালে পণ্ডিত নিবেদন কৈল॥
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা।
মহাপ্রভুর আসন দিল ডাহিনে পাতিয়া॥
মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা।
দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িলা॥
দুই ভাই আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা।
সকল বৈষ্ণবেরে পাছে পরিবেশন কৈলা॥
নানাপ্রকার পিঠা পায়স দিব্য শাল্যন্ন।
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন॥
রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার॥
পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়।
মহাপ্রভুর লাগি ভোগ পৃথক্ বাড়ায়॥
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন।
মধ্যে মধ্যে প্রভু তাঁরে দেন দরশন॥

দুই ভাইকে আনিয়া রাঘব পরিবেশে।
যত্ন করি সব খাওয়ায় না রহে অবশেষে॥
কত উপহার আনে, হেন নাহি জানি।
রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধাঠাকুরাণী॥
দুর্ব্বাসার ঠাঁই তিঁহ পাইয়াছেন বরে।
অমৃত হৈতে তাঁর পাক অধিক মধুরে॥
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই তাঁহা খাঞা আনন্দ অপার॥
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন।
পণ্ডিত কহে পাছে ইঁহ করিবে ভোজন॥
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরি করিল ভোজন।
হরিধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন॥
ভোজন করি দুই ভাই কৈল আচমন।
রাঘব আনি পরাইল মাল্য-চন্দন॥
বিঁড়া (১) খাওয়াইয়া কৈল চরণ বন্দন।
ভক্তগণে দিল বিঁড়া মাল্য-চন্দন॥
রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথের উপরে।
দুই ভায়ের অবশিষ্ট পাত্র দিল তাঁরে॥
কহিল চৈতন্য গোসাঞি করিয়াছেন ভোজন।
তাঁর শেষ পাইলে, তোমার খণ্ডিল বন্ধন॥
ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে প্রভুর সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত, স্বতন্ত্র ভগবান্॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু, সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ॥
প্রাতে নিত্যানন্দ প্রভু গঙ্গাস্নান করিয়া।
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লঞা॥
রঘুনাথ আসি কৈল চরণ-বন্দন।
রাঘব পণ্ডিত দ্বারা কৈল নিবেদন॥
অধম পামর মুই হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয়ে পাঙ চৈতন্য-চরণ॥
বামন হইয়া যেন চাঁদ ধরিবারে পায়।
অনেক যত্ন কৈনু যাইতে, কভু সিদ্ধ নয়॥

(১) 'বিড়া'—পান, তাম্বূল।

যত বার পালাঙ্ আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা মাতা দুই জনে রাখেন বান্ধিয়া॥
তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তারে অধমেহ পায়॥
অযোগ্য মুই, নিবেদন করিতে করো ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোঁসাঞি! হইয়া সদয়॥
মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
'নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাও' কর আশীর্ব্বাদ॥
শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইহার বিষয়-সুখ ইন্দ্র-সুখ সমে॥
চৈতন্য-কৃপাতে সেহো নাহি ভয় মানে।
সবে আশীষ দেহ পায় চৈতন্য-চরণে॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক-আদি সুখ তারে নাহি ভায়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্ক ১৪ অ ৪৩ শ্লোকঃ

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্
সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবৎ
উত্তমশ্লোকলালসঃ॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২৩ পরিচ্ছেদে ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২॥

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা।
তাঁর মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা॥
তুমি যে করাইলে এই পুলিন-ভোজন।
তোমায় কৃপা করি চৈতন্য কৈল আগমন॥
কৃপা করি কৈল দুগ্ধ-চিপিটক ভোজন।
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
"অন্তরঙ্গ ভৃত্য" করি রাখিবেন চরণে॥
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবন।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণ॥

সব ভক্তগণে তাঁরে আশীর্ব্বাদ করাইল।
তাঁ'সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিল ॥
প্রভু-আজ্ঞা লঞা বৈষ্ণবের আজ্ঞা লৈল।
রাঘব সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিল ॥
যুক্তি করি শত মুদ্রা সোণা তোলা-সাত।
নিভৃতে দিলা প্রভুর ভাণ্ডারীর হাত ॥
তারে নিষেধিল, প্রভুকে এবে না কহিবে।
নিজ ঘরে যাবে যবে, তবে নিবেদিবে ॥
তবে রাঘব পণ্ডিত তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
ঠাকুর-দর্শন করাইয়া মালা-চন্দন দিলা ॥
অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবারে।
তবে পুন রঘুনাথ দাস পণ্ডিতেরে ॥
প্রভুর সঙ্গে যত প্রভুর ভৃত্যাশ্রিত জন।
পূজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ ॥
বিশ, পঞ্চদশ, বার, দশ, পঞ্চ, দ্বয়।
মুদ্রা দেহ বিচারিয়া যোগ্য যাহা হয় ॥
সব লেখা করিয়া রাঘব পাশ দিলা।
যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা ॥
এক শত মুদ্রা আর সোণা তোলাদ্বয়।
পণ্ডিতের আগে দিলা করিয়া বিনয় ॥
তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দ কৃপায় আপনাকে কৃতার্থ মানিলা ॥
সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করে গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে যাইয়া করেন শয়ন ॥
তাঁহা জাগি রহে সব রক্ষকের গণ।
পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন ॥
হেনকালে গৌড়ের সব গৌর ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥
তা সবার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে।
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গে তবহি (১) ধরা পড়ে ॥
এই মত চিন্তিতে দৈবে একদিনে।
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করিয়াছে শয়নে ॥

(১) 'তবহি'—তখনই।

দণ্ড চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিল প্রবেশ ॥
বাসুদেব দত্তের তিঁহ হয় অনুগৃহীত।
রঘুনাথের গুরু তিঁহ, হয়েন পুরোহিত ॥
অদ্বৈতাচার্য্যের তিঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ হন।
আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্রাণধন ॥
অঙ্গনে আসিয়া তিঁহো যবে দাঁড়াইলা।
রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা ॥
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুর-সেবা করে।
সেবা ছাড়িয়াছে, তারে সাধিবার তরে ॥
রঘুনাথে কহে, তাঁরে করহ সাধন।
সেবা যেন করে, আর নাহিক ব্রাহ্মণ ॥
এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা।
রক্ষক সব শেষ রাত্রে নিদ্রায় পড়িলা ॥
আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব-দিশাতে।
কহিতে শুনিতে দুঁহে চলে সেই পথে ॥
অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে।
আমি সেই বিপ্রসাধি পাঠাব তোমার স্থানে ॥
তুমি ঘর যাহ সুখে, মোরে আজ্ঞা হয়।
এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয় ॥
সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে।
পলাইতে আমার ভাল এই ত প্রসঙ্গে ॥
এত চিন্তি পূর্ব্বমুখে করিলা গমন।
উলটিয়া চাহে পাছে, নাহি কোন জন ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া ॥
গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি যান বনে বনে।
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্যচরণে ॥
পঞ্চদশক্রোশ চলি গেলা একদিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে (২) ॥

(২) 'বাথানে' প্রান্তর মধ্যে গোপদিগের গো প্রভৃতি থাকিবার স্থানে।

উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা।
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিলা ॥
এথা তাঁর সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া।
তাঁর গুরু-পাশে বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া ॥
তিঁহো কহে আজ্ঞা মাগি গেলা নিজঘর।
'পলাইল রঘুনাথ' উঠিল কোলাহল ॥
তাঁর পিতা কহে গৌড়ের সব ভক্তগণ।
প্রভুস্থানে নীলাচলে করিয়াছে গমন ॥
সেই সঙ্গে রঘুনাথ গেলা পলাইয়া।
দশজন যাহ তারে আনহ ধরিয়া ॥
শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া।
আমার পুত্রের তুমি দিবে বাহুড়িয়া (১) ॥
ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গেল সেই দশজন।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণ ॥
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিলা।
শিবানন্দ কহে তিঁহো ইহাঁ না আইলা ॥
বাহুড়িয়া সেই দশজন আইল ঘর।
তাঁর মাতা পিতা হৈল চিন্তিত-অন্তর ॥
এথা রঘুনাথ দাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্বমুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণমুখ হঞা ॥
ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িল সরাণ (২)।
কুগ্রাম দিয়া দিয়া করিল প্রয়াণ ॥
ভক্ষণ অপেক্ষা নাহি, সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্যচরণ প্রাপ্তে মন ॥
কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধপান।
যবে যেই মিলে, তাতে রাখে নিজ প্রাণ ॥
বারদিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিনদিন মাত্র করিলা ভোজন ॥
স্বরূপাদি সহ গোঁসাঞি আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিল আসিয়া ॥
অঙ্গনে দূরে রহি করেন প্রণিপাত।
মুকুন্দ দত্ত কহে 'এই আইলা রঘুনাথ' ॥
প্রভু কহে 'আইস' তিঁহো ধরিলা চরণ।
উঠি প্রভু কৃপায় তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিল।
প্রভুকৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাড়িলা (৩) বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে ॥
রঘুনাথ মনে কহে কৃষ্ণ নাহি জানি।
তোমার কৃপায় কাড়িল আমা, এই আমি মানি ॥
প্রভু কহেন তোমার পিতা-জ্যেঠা দুইজনে।
চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে হাম আজা (৪) করি মানে ॥
চক্রবর্ত্তীর দোঁহে হয় ভ্রাতৃরূপ দাস।
অতএব তারে আমি করি পরিহাস ॥
ইহার বাপ-জ্যেঠা বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া ॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে, ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে হয়ে বৈষ্ণবের প্রায় ॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব করে মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন তোমা।
কহনে না যায় কৃষ্ণ-কৃপার মহিমা ॥
রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্রচিত্ত হঞা ॥
এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্রভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥
তিন রঘুনাথ (৫) নাম হয় আমার গণে।
স্বরূপের রঘুনাথ আজি হৈতে ইহার নামে ॥
এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিলা।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈলা ॥

---

(১) 'বাহুড়িয়া'—ফিরাইয়া।

(২) 'সরাণ'—প্রসিদ্ধ রাজপথ।

(৩) 'কাড়িল'—উদ্ধার করিল।

(৪) 'আজা'—মাতামহ। হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাসকে মাতামহ করিয়া মানি।

(৫) 'তিন রঘুনাথ'—তপনমিশ্রের পুত্র এক রঘুনাথ, দ্বিতীয় রঘুনাথ বৈদ্য, তৃতীয় রঘুনাথ দাস।

স্বরূপ কহে মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল।
এত কহি রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি॥
পথে ইঁহো করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।
কথো দিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ (১)॥
রঘুনাথে কহে যাই কর সিন্ধুস্নান।
জগন্নাথ দেখি আসি করহ ভোজন॥
এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
রঘুনাথ দাস সব ভক্তেরে মিলিলা॥
রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ।
বিস্মিত হৈয়া করে তাঁর ভাগ্য-প্রশংসন॥
রঘুনাথ সমুদ্রে যাই স্নান করিলা।
জগন্নাথ দেখি পুনঃ গোবিন্দ-পাশ আইলা॥
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিল।
আনন্দিত হঞা রঘুনাথ প্রসাদ পাইল॥
এই মত রহে তিঁহ স্বরূপ-চরণে।
গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দিল পঞ্চ দিনে॥
আর দিন হৈতে পুষ্প অঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া॥
জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীর গণ।
সেবা সারি রাত্রে করে গৃহেরে গমন॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া।
পসারির ঠাঁই অন্ন দেয়ায় কৃপা ত করিয়া॥
এই মত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহারে।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় (২) সিংহদ্বারে॥
সর্ব্বদিন করে বৈষ্ণব নাম-সংকীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন॥
কেহ ছত্রে মাগি খায় যেবা কিছু পায়।
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি সিংহদ্বারে যায়॥

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর-ভগবান্॥
গোবিন্দ প্রভুকে কহে রঘুনাথ প্রসাদ না লয়।
রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হঞা মাগি খায়॥
শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল কৈলা বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা॥
বৈরাগী করিব সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় তার হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূল উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ (৩) কৃষ্ণ নাহি পায়॥
আর দিন রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে।
আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে॥
কি লাগি ছাড়াইলে ঘর না জানো উদ্দেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য, প্রভু কর উপদেশ॥
প্রভু-আগে কথা মাত্র না করে রঘুনাথ।
স্বরূপ-গোবিন্দ-দ্বারা কহায় নিজ বাত॥
প্রভু-আগে স্বরূপ নিবেদিল আর দিনে।
রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে॥
কি মোর কর্ত্তব্য ? মুঞি না জানো উদ্দেশ।
আপনি শ্রীমুখে কর মোর উপদেশ॥
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি তত নাহি জানি ইঁহো যত জানে॥

(১) 'সন্তর্পণ'—লঙ্ঘনাদিজনিত শুষ্ক শরীরকে সরস করার নাম সন্তর্পণ।

(২) 'খাড়া হয়'—দাঁড়াইয়া থাকে।

(৩) শিশ্নোদর—শিশ্ন (পুরুষ-চিহ্ন)+উদর (পেট)। 'শিশ্নোদরপরায়ণ'—স্ত্রীসম্ভোগ ও ভোজনে নিরত।

তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্য তুমি করিহ নিশ্চয়॥
গ্রাম্য-কথা (১) না শুনিবে, গ্রাম্য-বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঁঞি ইহার পাইবে বিশেষ॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ৩২

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১৭ পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ।
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে কৃপা-আলিঙ্গন॥
পুনঃ সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে॥
হেনকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ প্রভু সবায় করিল মিলন॥
সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
সবা লঞা কৈল প্রভু বন্য-ভোজন॥
রথযাত্রায় সবা লঞা করিল নর্ত্তন।
দেখি রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন॥
রঘুনাথ দাস যবে সবারে মিলিলা।
অদ্বৈত আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা॥
শিবানন্দ সেন তাঁরে কহেন বিবরণ।
তোমা লৈতে তোমার পিতা পাঠাল দশজন॥
তোমাকে পাঠাতে পত্রী পাঠাইল আমারে।
ঝাঁকরা হইতে তোমা না পাইয়া গেল ঘরে॥
চারি মাস রহি ভক্তগণ গৌড়ে গেলা।
শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা॥

সেই মনুষ্য শিবানন্দ সেনেরে পুছিলা।
মহাপ্রভু-স্থানে এক বৈরাগী দেখিলা॥
গোবর্দ্ধনের পুত্র তিঁহো নাম রঘুনাথ।
পরিচয় তার নীলাচলে আছে তোমার সাথ॥
শিবানন্দ কহে তিঁহো হয় প্রভু স্থানে।
পরম বিখ্যাত তিঁহো, কেবা নাহি জানে॥
স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তিঁহো হয় প্রাণসম॥
রাত্রিদিন করে তিঁহো নাম-সংকীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ॥
পরম বৈরাগ্য, নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ॥
দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া॥
কেহ যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস কভু করেন চর্ব্বণ॥
এত শুনি সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধন-স্থানে।
কহিলা গিয়া সব রঘুনাথ-বিবরণে॥
শুনি তার মাতা-পিতা দুঃখী বড় হইলা।
পুত্র ঠাঁই দ্রব্য মনুষ্য পাঠাইতে মন কৈলা॥
চারি শত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ।
শিবানন্দের ঠাঁই পাঠাইলা ততক্ষণ॥
শিবানন্দ কহে তুমি সব যাইতে নারিবা।
আমি যবে যাই তবে সঙ্গেই চলিবা॥
এবে ঘরে যাহ, যবে আমি সব চলিব।
তবে তোমা সবাকারে সঙ্গে লয়া যাব॥
এই ত প্রস্তাবে শ্রীকবি-কর্ণপূর।
রঘুনাথের মহিমা, গ্রন্থে লিখিয়াছে প্রচুর॥

তথাহি—চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ১০।৩৪ শ্লোকো

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্।

---

(১) 'গ্রাম্য কথা'—বৈষয়িক কথা, অর্থাৎ, মনোবিক্ষেপক স্ত্রীপুরুষদিগের কথা।

শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকঃ সতত-
স্নিগ্ধঃ স্বরূপানুগো
বৈরাগ্যৈকনিধি র্ন কস্য বিদিতো
নীলাচলে তিষ্ঠতাম্ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—সুমধুরঃ (সুমধুর স্বভাব) শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ঃ আচার্য্যঃ যদুনন্দনঃ (শ্রীবাসুদেবদত্তের প্রিয় পাত্র যদুনন্দন আচার্য্য) তচ্ছিষ্যঃ ইত্যাদি গুণঃ মাদৃশাং প্রাণাধিকঃ (তাঁহার শিষ্য বিবিধ-গুণসম্পন্ন আমাদের প্রাণাধিক) শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকঃ সততস্নিগ্ধঃ (শ্রীচৈতন্যদেবের অত্যধিক কৃপালাভহেতু উদ্বেগশূন্য) স্বরূপানুগঃ (স্বরূপদামোদরের অনুগামী) বৈরাগ্যৈকনিধিঃ রঘুনাথঃ (বৈরাগ্যের সাগরতুল্য রঘুনাথ) নীলাচলে তিষ্ঠতাং কস্য ন বিদিতঃ (নীলাচলে যাহারা আছেন তাহাদের কে না জানে)।

অনুবাদ।—মধুরস্বভাব আচার্য্য যদুনন্দন বাসুদেবের প্রিয়। তাঁর শিষ্য রঘুনাথ বহুগুণের আধার, আমাদের মত লোকের তিনি প্রাণের চেয়েও অধিক। শ্রীচৈতন্যের অনেক দয়া তিনি পেয়েছেন—তাই সর্ব্বদাই তিনি এমন শান্ত। স্বরূপ দামোদরের অনুগত তিনি বৈরাগ্যের সাগর। নীলাচলে কে এমন আছেন যিনি তাঁকে চেনেন না? ॥ ৪ ॥

যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা,
সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যত্রায়মারোপণতুল্যকালং,
তৎপ্রেম-শাখী ফলবানতুল্যম্ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—যঃ (যে রঘুনাথ দাস) সর্ব্বলোকৈক-মনোভিরুচ্যা (সকল লোকের মনের সাধারণ একমাত্র প্রীতির বিষয় বলিয়া) কাচিৎ (কোন এক অনির্ব্বচনীয়) অকৃষ্টপচ্যা (কর্ষণাদি ব্যতীত শস্যোৎপাদনে সমর্থা) সৌভাগ্যভূঃ (সৌভাগ্যভূমির তুল্য হইয়াছেন) যত্র (যাহাতে) অয়ম্ (এই) তৎপ্রেমশাখী (কৃষ্ণপ্রেম-তরু) আরোপণতুল্যকাল (রোপণ সমকালেই) অতুল্যং (তুলনা রহিতভাবে) ফলবান্ (ফলবান্ হইয়া থাকে)।

অনুবাদ।—বিনা চাষেই ফসল দেয় যে জমি তাহা যেমন সকলেরই প্রিয়, তেমনি সকল লোকেরই প্রিয় এই রঘুনাথ দাস। গাছ পোঁতার সঙ্গে সঙ্গে ফল ধরার মতন তাঁর হৃদয়েও কৃষ্ণপ্রেম নিহিত হওয়া মাত্র পূর্ণরূপে সার্থক হয়ে উঠে ॥ ৫ ॥

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল।
কর্ণপূর সেইরূপে শ্লোক বর্ণিল ॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলিলা নীলাচলে।
রঘুনাথের সেবক বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে ॥
সেই বিপ্র, ভৃত্য চারি শত মুদ্রা লঞা।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া ॥
রঘুনাথ দাস অঙ্গীকার না করিলা।
দ্রব্য লঞা তিন জনা তাঁহাঞি রহিলা ॥
তবে রঘুনাথ করি অনেক যতন।
মাসে দুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥
দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ।
ব্রাহ্মণ-ভৃত্য ঠাঁই করে এতেক গ্রহণ ॥
এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল।
পাছে নিমন্ত্রণ রঘুনাথ ছাড়ি দিল ॥
মাস দুই রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ।
স্বরূপে পুছিলা তবে শচীর নন্দন ॥
রঘু কেন আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
স্বরূপ কহে মনে কিছু বিচার করিল ॥
বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন ॥
মোর চিত্ত দ্রব্য লৈতে না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠামাত্র ফল ॥
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হবে এই মূঢ় জন ॥
এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল ॥
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥
বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা-ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন ॥
ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।
ভাল হৈল, জানিয়া আপনি ছাড়ি দিল ॥

কত দিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল।
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল ॥
গোবিন্দ-পাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে।
রঘু ভিক্ষা-লাগি খাড়া না হয় সিংহদ্বারে ॥
স্বরূপে কহে সিংহদ্বারে দুঃখানুভবিয়া।
ছত্রে যাই মাগি খায় মধ্যাহ্নকালে যাঞা ॥
প্রভু কহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার ॥

তথাহি—

কিমর্থম্ অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি,
অনেন দত্তময়মপরঃ।
সমেত্যয়ং দাস্যতি, অনেনাপি
ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি ॥ ৬

অনুবাদ।—(বেশ্যা দরজায় দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবে) একজন আসছে—এ দেবে, এ দিয়েছে। ঐ আরেক জন আসছে—এও দেবে—না, এও দিল না। অন্য একজন আসছে—সে দেবে ॥ ৬ ॥

ছত্রে যাই যথালাভ উদরভরণ।
আন কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ॥
এত বলি পুনঃ তারে প্রসাদ করিল।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তাঁরে দিল ॥
শঙ্করানন্দ-সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তিঁহো সেই শিলা গুঞ্জামালা লঞা গেলা ॥
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধন-শিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা ॥
দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা ॥
গোবর্দ্ধন-শিলা কভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু লয় শিরে ॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু 'কৃষ্ণকলেবর' ॥
এই মত তিন বৎসর মালা ধরিলা।
তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিলা ॥

প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
এক কুজা জল, আর তুলসীমঞ্জরী।
সাত্ত্বিক-সেবা এই শুদ্ধভাবে করি ॥
দুই দিকে দুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি ॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা ॥
এক বিতস্তি দুই বস্ত্র, পিঁড়া একখানি।
স্বরূপ গোঁসাঞি দিলেন কুজা আনিবারে পানী ॥
এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' ॥
প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা।
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা ॥
জল-তুলসী সেবায় তাঁর যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ নয় ॥
এইমত দিনকতক করেন পূজন।
তবে স্বরূপ গোঁসাঞি তাঁরে কহিল বচন ॥
অষ্টকৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের সম ॥
তবে অষ্টকৌড়ির খাজা করে সমর্পণ।
স্বরূপ-আজ্ঞায় গোবিন্দ তাহা করে সমাধান ॥
রঘুনাথ সেই শিলা-মালা যবে পাইল।
গোঁসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল ॥
শিলা দিয়া গোঁসাঞি মোরে সমর্পিল গোবর্দ্ধনে।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকা চরণে ॥
আনন্দে রঘুনাথ বাহ্য হৈল বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ চরণ ॥
অনন্ত-গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা ॥

সাড়ে সাত প্রহর যায় তাহার স্মরণে।
আহার-নিদ্রা চারিদণ্ড সেহ নহে কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিঁড়া কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে কৈল প্রভুর আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা-লাগি যবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনাকে কহে নির্ব্বেদ বচন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কং ১৫ অং ৪০ শ্লোকঃ

আত্মানঞ্চেদ্ বিজানীয়াৎ
পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতো-
র্দ্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—আত্মানাম (আপনাকে) চেৎ পরং বিজানীয়াৎ (দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়া যিনি জানিয়াছেন) জ্ঞানধুতাশয়ঃ (জ্ঞানবলে যাহার বাসনা নষ্ট হইয়াছে) সঃ (সে) কিমিচ্ছন্ (কি ইচ্ছা করিয়া) কস্য বা হেতোঃ (কি কারণে) লম্পটঃ (বিষয়লোলুপ) দেহং পুষ্ণাতি (দেহকে পোষণ করে)।

অনুবাদ।—জ্ঞান যার হৃদয় থেকে বাসনা নষ্ট করেছে সে যদি আত্মাকে পরতত্ত্ব বলেই জেনে থা‐ তবে সে কেন বিষয়ের লোভে দেহকে পোষণ করে? কি সে চায়? কিসের জন্যে?॥ ৭॥

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত শড়ি যায় (১)॥
সিংহদ্বারে গাভী-আগে সেই ভাত ডারে।
শড়া গন্ধে তৈলঙ্গা গাই খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাতপাখালিয়া ফেলে দিয়া বহু পানী॥
ভিতরের দৃঢ় যেই মাজি ভাত পায়।
নুন দিয়া মাখি সেই সব ভাত খায়॥

এক দিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল॥
স্বরূপ কহে ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।
আমাসবায় নাহি দাও কি তোমার প্রকৃতি॥
গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিল।
আর দিন প্রভু আসি তাঁহা কহিতে লাগিল॥
কাঁহা বস্তু খাও সবে, আমায় না দেও কেনে।
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণে॥
আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
'তোমার যোগ্য নহে' বলি বলে কাড়ি নিলা॥
প্রভু কহে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদে না পাই॥
এই মত রঘুনাথে বার বার কৃপা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে॥
আপন উদ্ধার এই রঘুনাথ দাস।
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥

তথাহি—স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ

মহাসম্পদ্দাবা-
দপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে
কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং
প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো
হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৮

অন্বয়ঃ।—যঃ (যিনি) পতিতং (পতিত) কুজনং (ঘৃণিত কুৎসিত জন) মাম্ অপি (আমাকেও) মহাসম্পদ্দাবাৎ (মহাসম্পত্তিরূপ দাবাগ্নি হইতে) অপি (ও) কৃপয়া (কৃপাবশতঃ) উদ্ধৃত্য (উদ্ধার করিয়া) স্বীয়ে স্বরূপে (নিজের অন্তরঙ্গ স্বরূপ দামোদরের হস্তে) ন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) মুদিতঃ (আনন্দিত হইয়াছিলেন) প্রিয়ম্ অপি (নিজের অতি প্রিয় হইলেও) উরো গুঞ্জাহারং (বক্ষঃস্থলস্থিত

(১) 'শড়ি যায়'—গলিত হয়।

গুঞ্জাহার) গোবর্দ্ধনশিলাং চ (গোবর্দ্ধনের শিলা) মে (আমাকে) দদৌ (দান করিয়াছিলেন) সঃ (সেই) গৌরাঙ্গঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ) হৃদয়ে (হৃদয়ে) উদয়ন্ (উদিত হইয়া) মাম্ (আমাকে) মদয়তি (আনন্দিত করিতেছেন)।

অনুবাদ।—শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হয়ে পরম আনন্দ দিয়েছেন। তিনি আমাকে বিরাট সম্পত্তির দাবানলে পতিত জেনে দয়া করে উদ্ধার করেছেন। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ-গোস্বামীর হাতে আমার মতন কু-জনকেও ন্যস্ত করে আনন্দিত হয়েছেন। বক্ষঃস্থল থেকে তিনি আমাকে কুঁচের মালা দিয়েছেন—আর দিয়েছেন গোবর্দ্ধন-শিলা—যে শিলা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়॥ ৮॥

এই ত কহিল রঘুনাথের মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে রঘুনাথমিলনং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যচরণাম্ভোজ-
মকরন্দলিহঃ সতঃ।
ভজে যেষাং প্রসাদেন
পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ॥

অন্বয়ঃ।—যেষাং (যাঁহাদের) প্রসাদেন (কৃপায়) পামরঃ অপি (পামর ব্যক্তিও) অমরঃ (দেবতুল্য পূজনীয়) ভবেৎ (হয়) তান্ (সেই) চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ (শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মের মধু লেহনশীল) সতঃ (সাধুগণকে) ভজে (ভজনা করি)।

অনুবাদ।—শ্রীচৈতন্যের চরণকমলের মধুপান করেন যাঁরা, সেই সাধুদের ভজনা করি। তাঁদের কৃপায় পামর ব্যক্তিও অমর হয়॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
আর বৎসর যদি গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা॥
এই মত বিলসে প্রভু ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভ ভট্ট মিলিল আসিয়া॥
আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণ।
প্রভু ভাগবত বুদ্ধ্যে কৈল আলিঙ্গন॥
মান্য করি প্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা॥
বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈল দেখিল তোমারে॥
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন তুমি ইথে নাহি আন॥
তোমারে স্মরণ করে, সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হয় ইথে কি বিচিত্র॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১৯।৩৩

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং
সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দ্দর্শনস্পর্শ-
পাদশৌচাসনাদিভিঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—যেষাং সংস্মরণাৎ (যাঁহাদিগের স্মরণে) পুংসাং গৃহাঃ (পুরুষের গৃহাদি) সদ্যঃ বৈ (তৎক্ষণাৎই) শুধ্যন্তি (পবিত্র হয়) 'তেষাং' তাঁহাদিগের দর্শন-স্পর্শন-পাদশৌচাসনাদিভিঃ কিং পুনঃ (দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন এবং উপবেশনাদি দ্বারা যে পবিত্র হইবে তাহাতে সংশয় কি?)

অনুবাদ।—যে সাধুদের স্মরণ করা মাত্র মানব-গৃহগুলি পবিত্র হয়ে উঠে—তাঁদের দেখলে বা স্পর্শ করলে, তাঁরা পা ধুলে বা এসে বসলে যে পবিত্র হবে এ আর কি কথা!॥ ২॥

কলিকালে ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন (১)॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি, এই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি, ইথে নাহি আন॥
জগতে করিলে কৃষ্ণনামের প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে বিল্বমঙ্গল-
শ্লোকঃ ৫।৩৭

সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য
সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি
প্রেমদো ভবতি॥ ৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৩য় পরিচ্ছেদে ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩॥

মহাপ্রভু কহে শুন ভট্ট মহামতি।
মায়াবাদীসন্ন্যাসী আমি, না জানি বিষ্ণুভক্তি॥

---

(১) শ্রীকৃষ্ণকার্য্য সংকীর্ত্তনপ্রচার ও প্রেমদান করাতে তুমি (শ্রীচৈতন্য) সেই শ্রীকৃষ্ণ।

অদ্বৈত-আচার্য্য গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তে নাহি যাঁর সমান।
অতএব অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁর নাম॥
যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা শক্তি॥
নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
ভাবোন্মাদে মত্ত, কৃষ্ণপ্রেমের সাগর॥
ষড়্‌দর্শনবেত্তা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ষড়্‌দর্শনে জগদ্‌গুরু ভাগবতোত্তম॥
তিঁহো দেখাইলা মোরে ভক্তিযোগের পার।
তাঁর প্রসাদে জানিল কৃষ্ণ-ভক্তি-যোগসার॥
রামানন্দ রায় মহাভাগবত প্রধান।
তিঁহো জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥
তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ শিরোমণি।
রাগমার্গে প্রেমভক্তি সর্ব্বাধিক জানি॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাব আর।
দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় যাহার॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানযুক্ত, কেবলা ভাব আর (১)।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৯।২১

নায়ং সুখাপো ভগবান্
দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং
যথা ভক্তিমতামিহ॥ ৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৪৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪॥

'আত্মভূত' শব্দে কহে পারিষদগণ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথাহি—তত্রৈব ১০।৪৭।৬০

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ! উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৫॥

শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করিল বন্ধন॥
'মোর সখা,' মোর পুত্র' এই শুদ্ধ মন।
অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংসন॥

তথাহি—তত্রৈব ১০।১২।১৩

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥ ৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৬॥

তথাহি—তত্রৈব ১০।৮।৪৬

নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্
শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা
পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥ ৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৭॥

ঐশ্বর্য্য দেখিলেহ শুদ্ধের নহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান।
অতএব ঐশ্বর্য্য হইতে কেবলা ভাব প্রধান॥

তথাহি—১০।৮।৪৫

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ
সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং
হরিং সামন্যতাত্মজম্॥ ৮

---

(১) 'ভাব'—প্রেম। ব্রজেন্দ্রকুমারকে পরব্যোমনাথ নারায়ণাদি ঈশ্বররূপে ভজন করায় সেই নারায়ণাদি রূপেরই প্রাপ্তি হয়, কিন্তু শুদ্ধ মাধুর্য্য-বিশিষ্ট নন্দকুমার রূপের ভজন না করাতে তাঁহার প্রাপ্তি হয় না, কেননা যে জন যে রূপের ভজন করিবে, সে তাহাকেই প্রাপ্ত হইবে, নচেৎ অভীষ্ট-সিদ্ধি হয় না।

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৯শ পরিচ্ছেদে ৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৮ ॥

এসব শিখাইল মোরে রায় রামানন্দ।
অনর্গল রসবেত্তা প্রেম সুখানন্দ ॥
কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব।
যাঁহার প্রসাদে জানি ব্রজের শুদ্ধভাব ॥
দামোদর স্বরূপ প্রেমরস মূর্ত্তিমান্।
যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুর-রস জ্ঞান ॥
শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন ॥

তথাহি—তত্রৈব ১০।৩১।১৯

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়! দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে ২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৯ ॥

গোপীগণের শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
প্রেমেতে ভর্ৎসনা করে এই তার চিহ্ন ॥

তথাহি—তত্রৈব ১০।৩১।১৬

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব! যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ১০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদে ৩৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১০ ॥

সর্ব্বোত্তম ভজন ইহার সর্ব্বভক্তি জিনি (১)।
অতএব কৃষ্ণ কহে আমি তোমার ঋণী ॥

তথাহি—তত্রৈব ১০।৩২।২১

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ১১

---

(১) 'সর্ব্বভক্তি জিনি'—দাস্যাদি সকল প্রকার ভক্তিকে জয় করিয়া। ইহার—অর্থাৎ গোপীর।

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৩০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১১ ॥

ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হৈতে কেবলা ভাব পরম প্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব সমান ॥
তিঁহো যাঁর পদধূলি করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইল এ সব শিক্ষণ ॥

তথাহি—তত্রৈব ১০।৪৭।৬১

আশামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—অহো (অহো) বৃন্দাবনে আসাং বৃন্দাবনে এই ব্রজদেবীগণের) চরণরেণুজুষাং (চরণ-রেণু-সেবী) গুল্মলতৌষধীনাং (গুল্ম-লতা ও ওষধি-সমূহের) কিমপি (কোন একটি) স্যাম্ (হইতে পারি) যাঃ (যে ব্রজদেবীগণ) দুস্ত্যজং (দুষ্পরিত্যাজ্য) স্বজনং (পতি আদি আপনার জন) আর্য্যপথঞ্চ হিত্বা (এবং আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া) শ্রুতিভিঃ (শ্রুতি-গণ কর্ত্তৃক) বিমৃগ্যাম্ (অন্বেষণীয়) মুকুন্দপদবীম্ (শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপ্রাপ্তির পথ) ভেজুঃ (আশ্রয় করিয়াছেন)।

অনুবাদ।—স্ব-জন ত্যাগ করা বা আর্য্য-পথ ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। আহা!—তবু যাঁরা সে সব পরিত্যাগ করে বেদেরও অন্বেষণযোগ্য কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তির সাধনা করেছিলেন, তাঁদের পায়ের ধুলোর স্পর্শ পেয়েছিল যারা—বৃন্দাবনের সেই লতা গুল্ম-ওষধিদের মধ্যে যেন কোনো একটি হ'তে পারি ॥ ১২ ॥

হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবত প্রধান।
দিন প্রতি লয় তিঁহো তিন লক্ষ নাম ॥
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঁই শিখিল।
তাঁহার প্রসাদে নামের মহিমা জানিল ॥
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥
কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারি।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি ॥

কৃষ্ণনাম প্রেম কৈল জগতে প্রচার।
ইহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আমার॥
ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গি করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী॥
আমি সে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত অর্থ উত্তম বাখানি॥
ভট্টের মনেতে ছিল এই দীর্ঘ গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি হইল সে খর্ব্ব॥
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল তাঁ সবারে দেখিবার॥
ভট্ট কহে এসব বৈষ্ণব রহেন কোন্ স্থানে।
প্রভু কহে ইহায় সবার পাইবে দর্শনে॥
তবে ভট্ট কহে বহু বিনয় বচন।
বহু দৈন্য করি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥
আর দিন সব বৈষ্ণব প্রভু-স্থানে আইলা।
সবা সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা॥
বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার।
তাঁ সবার আগে ভট্ট খদ্যোত-আকার (১)॥
তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইল।
গণসহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইল॥
পরমানন্দ-পুরী সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ।
এক দিকে বৈসে সবে করিতে ভোজন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই পার্শ্বে দুই জন।
মধ্যে প্রভু বসিলা, আগে পাছে ভক্তগণ॥
গৌড়ের ভক্তগণ যত গণিতে না পারি।
অঙ্গনে বসিলা সব হঞা সারি সারি॥
প্রভুর ভক্তগণ দেখি ভট্টের চমৎকার।
প্রত্যেকে সবার পদে কৈল নমস্কার॥
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর।
পরিবেশন করে আর রাঘব, দামোদর॥
মহাপ্রসাদ বল্লভ ভট্ট বহু আনাইলা।
প্রভু সহ সন্ন্যাসিগণ ভোজনে বসিলা॥
প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ বলে "হরি হরি"।
হরি হরিধ্বনি উঠে তবে ব্রহ্মাণ্ড ভরি॥
মালা চন্দন গুবাক পান অনেক আনিল।
সবার পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হৈল॥
রথযাত্রা দিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল।
পূর্ব্ববৎ সাত সম্প্রদায় পৃথক্ করিল॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর।
শ্রীনিবাস, রাঘব পণ্ডিত, গদাধর॥
সাত জন সাত ঠাঁঞি করেন কীর্ত্তন।
হরিবোল বলি প্রভু করেন ভ্রমণ॥
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সংকীর্ত্তন।
এক এক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন॥
দেখি বল্লভ ভট্ট মনে হৈল চমৎকার।
আনন্দে বিহ্বল, নাহি আপনা সম্ভাল॥
তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিলা।
পূর্ব্ববৎ আপনি নৃত্য করিতে লাগিলা॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি আর প্রেমোদয়।
'এইত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' ভট্টের হইল নিশ্চয়॥
এই মত রথযাত্রা সকলে দেখিল।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল॥
যাত্রা অনন্তরে (২) ভট্ট যাই প্রভুর স্থানে।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে॥
ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছোঁ লিখন।
আপনি মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ॥
প্রভু কহে ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী॥
'কৃষ্ণনাম' বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যা নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি দিনে॥
ভট্ট কহে কৃষ্ণ নামের অর্থ ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিয়া তাহা করহ শ্রবণে॥

(১) ভট্টকে খদ্যোত (জোনাকী পোকা) আকার বলাতে বৈষ্ণবগণকে সূর্য্য আকার বলা হইল।

(২) 'যাত্রা অনন্তরে' —রথযাত্রার পর।

প্রভু কহে, কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ না মানি।
শ্যামসুন্দর, যশোদানন্দন এই মাত্র জানি॥

তথাহি—নামকৌমুদ্যাং শ্লোকঃ

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥১৩

অন্বয়ঃ—তমালশ্যামলত্বিষি (তমালের মত শ্যামল যাহার দেহকান্তি) শ্রীযশোদা-স্তনন্ধয়ে (শ্রীযশোদার স্তন্যপানকারী এই অর্থে) কৃষ্ণনাম্নঃ রূঢ়িঃ (কৃষ্ণনামের প্রসিদ্ধি) ইতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ (ইহা সকল শাস্ত্রের নির্ণয়)।

অনুবাদ।—যার গায়ের রঙ তমালের মত শ্যামল এবং যিনি যশোদার বুকের সুধা পান করেছিলেন—'কৃষ্ণ' বলতে তাঁকেই বোঝা যায়। এইটিই সমস্ত শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত॥ ১৩॥

এই অর্থ মাত্র আমি জানিয়ে নির্দ্ধার (১)।
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার॥
ফল্গু বল্গন প্রায় (২) ভট্টের সব ব্যাখ্যা।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি, করেন উপেক্ষা॥
বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজ ঘর।
প্রভু-বিষয় ভক্তি কিছু হইল অন্তর॥
তবে ভট্ট যাই পণ্ডিত গোসাঞির ঠাঞি।
নানামত প্রীতি করি করে আসা যাই॥
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখান কিছু না করে শ্রবণ॥
লজ্জিত হইল ভট্ট, হৈল অপমান।
দুঃখিত হইয়া গেল পণ্ডিতের (৩) স্থান॥
দৈন্য করি কহে লৈল তোমার শরণ।
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন॥
"কৃষ্ণনাম" ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জাপঙ্ক হয় প্রক্ষালন॥

সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত, করয়ে সংশয়।
কি করিব, একো করিতে না পারে নিশ্চয়॥
যদ্যপি পণ্ডিত আর না করিল অঙ্গীকার।
ভট্ট যাই তবু পড়ে করি বলাৎকার॥
অভিজাত্যে (৪) পণ্ডিত নারে করিতে নিষেধন।
এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ, লইনু শরণ॥
অন্তর্য্যামী প্রভু অবশ্য জানিবেন মোর মন।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু, বিষম তাঁর গণ॥
যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি কিছু দোষ।
তথাপি প্রভুর গণ করে তাঁরে প্রণয় রোষ॥
তথাপি বল্লভভট্ট আইসে প্রভু-স্থানে।
উদ্গ্রাহাদি প্রায়(৫) করে আচার্য্যাদি সনে॥
যেই কিছু কহে ভট্ট সিদ্ধান্ত স্থাপন।
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন॥
আচার্য্যাদি আগে ভট্ট যবে যবে যায়।
রাজহংস মধ্যে যেন রহে বক প্রায়॥
একদিন ভট্ট পুছিল আচার্য্যেরে।
জীব-প্রকৃতি(৬) পতি করি মানয়ে কৃষ্ণেরে॥
পতিব্রতা যেই পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা কৃষ্ণ নাম লও, কোন্ ধর্ম্ম হয়॥
আচার্য্য কহে আগে তোমার ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্।
ইঁহারে পুছ, ইঁহ করিবেন ইহার সমাধান॥
শুনি প্রভু কহে তুমি না জান ধর্ম্মমর্ম্ম।
স্বামী আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতা ধর্ম্ম॥
পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে।
পতি আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে খণ্ডিতে॥
অতএব নাম লয়, নামের ফল পায়।
নামের ফল কৃষ্ণ কৃপায় প্রেম উপজয়॥

(১) 'নির্দ্ধার'—নিশ্চয়।
(২) 'ফল্গু বল্গন প্রায়'—বৃথাবাক্য তুল্য, অথবা অসার।
(৩) 'পণ্ডিতের'—গদাধরের
(৪) 'অভিজাত্যে'—লজ্জায়।
(৫) 'উদ্গ্রাহাদি প্রায়'—কালান্তরকৃত প্রশ্নের উত্তরকে উদ্গ্রাহ বলে, তাহার মত।
(৬) 'জীব-প্রকৃতি'—জীবরূপ স্ত্রী।

শুনিয়া বল্লভ ভট্ট হৈল নির্ব্বচন (১)।
ঘরে যাই দুঃখ মনে করেন চিন্তন॥
নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষাপাত (২)।
একদিন যদি উপরি পড়ে আমার বাত॥
তবে সুখ হয়, আর সব লজ্জা যায়।
স্ববচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়॥
আর দিন বসিলা আসি প্রভু নমস্করি।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি॥
ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যার বচন॥
সেই ব্যাখ্যা করে, যাঁহা যেই পড়ে আনি।
একবাক্যতা নাহি, তাতে স্বামী নাহি মানি॥
প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা॥
জগতের হিত লাগি গৌর অবতার।
অন্তরে অভিমান জানেন আছয়ে তাঁহার॥
নানা অবজ্ঞানে ভট্ট শোধে ভগবান্।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান॥
অজ্ঞ জীব নিজ হিতে অহিত করি মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে পাছে উঘাড়ে (৩) নয়নে॥
ঘরে আসি রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা।
পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈলা॥
স্বগণ সহিতে মোর মানিল নিমন্ত্রণ।
এবে কেন প্রভুর মোতে ফিরি গেল মন॥
'আমি জিতি' এই গর্ব্ব শূন্য হউক ইহার চিত।
ঈশ্বর-স্বভাব এই করে সবাকার হিত॥
আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে করে আমার অপমান॥
আমার হিত করেন ইঁহো আমি মানি দুঃখ।
কৃষ্ণের উপর কৈল যেন ইন্দ্র মহা মূর্খ॥
এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি স্তুতি করি লইল শরণে॥
আমি অজ্ঞ জীব, অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈল।
তোমার আগে মূর্খ হঞা পাণ্ডিত্য প্রকটিল॥
তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে করিলা।
অপমান করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা॥
আমি অজ্ঞ হিতস্থানে মানি অপমান।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণনিন্দা করিল অজ্ঞান॥
তোমার কৃপাঞ্জনে এবে গর্ব্ব-অন্ধ্য গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলে, এবে জ্ঞান হৈল॥
অপরাধ কৈনু ক্ষম, লইনু শরণ।
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ॥
প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুই গুণ যাঁহা, তাহা নাহি গর্ব্ব-পর্ব্বত॥
শ্রীধর-স্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
শ্রীধর-স্বামী নাহি মানি, এত গর্ব্ব ধর॥
শ্রীধর-স্বামীর প্রসাদেতে ভাগবত জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধর-উপরে গর্ব্ব যে কিছু করিবে।
অস্তব্যস্ত লিখন(২) সেই লোকে না মানিবে॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করয়ে গ্রহণ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান্॥
অপরাধ ছাড়ি, কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥

---

(১) নির্ব্বচন'—নিরুত্তর।
(২) 'হয় কক্ষাপাত'—স্বপক্ষ স্থির থাকে না।
(৩) 'উঘাড়ে'—খোলে।

(২) 'অস্তব্যস্ত লিখন'—অত্যস্ত ব্যতিব্যস্ত অর্থাৎ শাস্ত্রের মিমাংসা না করিয়া যথেচ্ছভাবে লেখা।
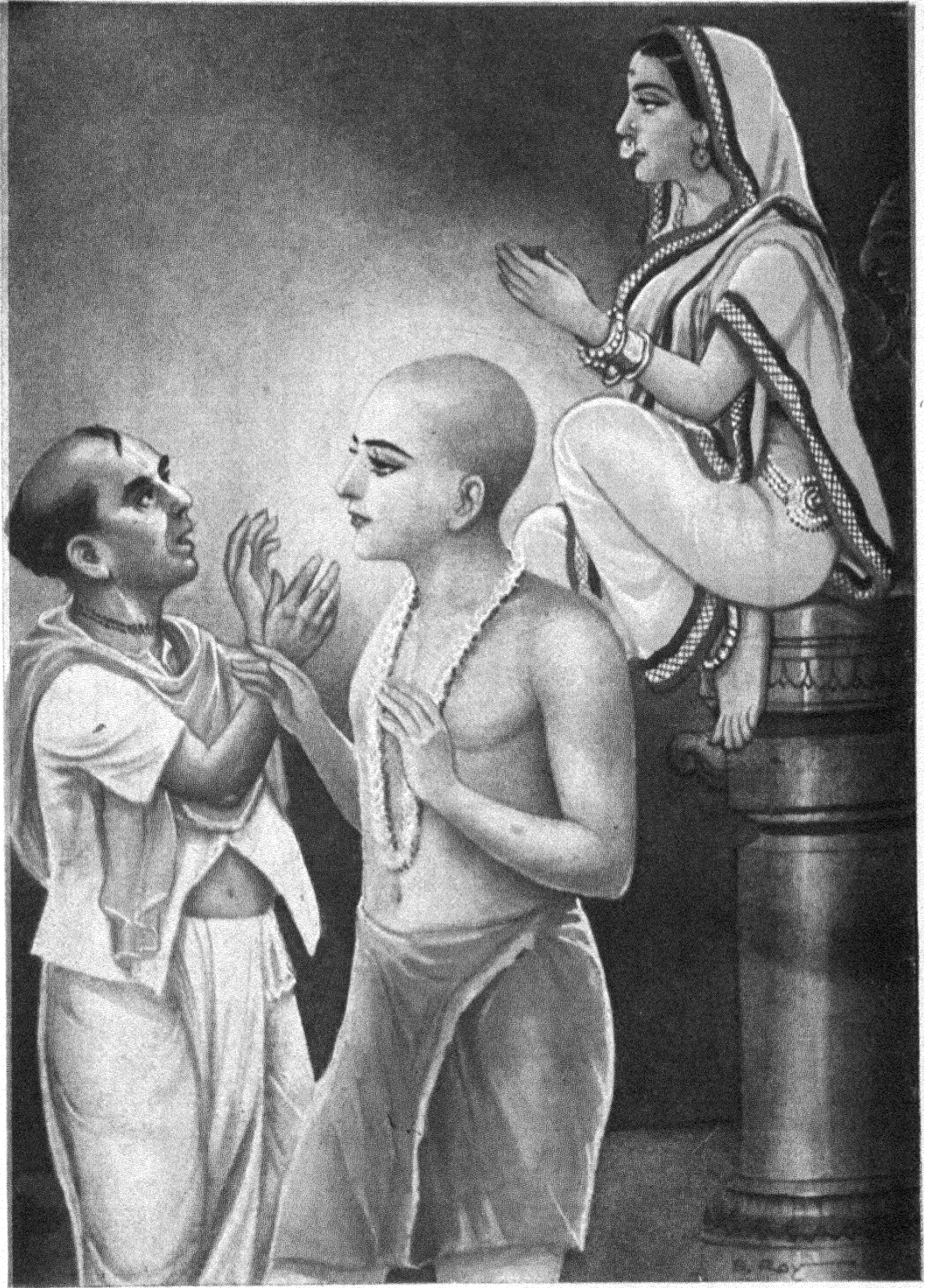
আদিবশ্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥

ভট্ট কহে যদি মোরে হইলা প্রসন্ন।
এক দিন পুনঃ মোর মান নিমন্ত্রণ॥
প্রভু অবতীর্ণ হৈলা জগৎ তারিতে।
মানিলেন নিমন্ত্রণ, তারে সুখ দিতে॥
'জগতের হিত হউক' এই প্রভুর মন।
দণ্ড করি, করে তাঁর হৃদয় শোধন॥
স্বগণসহ মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু তারে তবে প্রসন্ন হইলা॥
জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
সত্যভামার প্রায় প্রেমের বাম্যস্বভাব (১)॥
বার বার প্রণয়-কলহ করে প্রভুসনে।
অন্যোন্যে খটমটি (২) চলে দুই জনে॥
গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
রুক্মিণীদেবীর যেনে দক্ষিণ (৩) স্বভাব॥
তাঁর প্রণয়-রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে তাঁর রোষ না উপজয়॥
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস।
শুনি পণ্ডিতের মনে উপজিল ত্রাস॥
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি পরিহাস কৈল।
শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল॥
বল্লভ ভট্টের হয় বাল্য-উপাসনা।
বালগোপাল-মন্ত্রে তিঁহো করেন সেবনা॥
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল।
কিশোর-গোপাল-উপাসনায় মন হৈল॥
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে॥
আমি পরতন্ত্র, আমার প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র॥

তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন।
তাহাতেই মহাপ্রভু দেন ওলাহন (৪)॥
এইমত ভট্টের কতক দিন গেল।
শেষে যদি প্রভু তারে সুপ্রসন্ন হৈল॥
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা।
স্বরূপ গোঁসাঞি জগদানন্দ গোবিন্দ পাঠাইলা॥
পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন।
পরীক্ষিতে প্রভু তোমায় কৈল উপেক্ষণ॥
তুমি কেনে আসি তাঁরে না দিলে ওলাহন।
ভীতপ্রায় হঞা কাঁহে করিলে সহন॥
পণ্ডিত কহে প্রভু স্বতন্ত্র সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি।
তাঁর সনে হঠ (৫) করিব ভাল নাহি মানি॥
যেই কহেন, সেই সহি নিজ শিরে ধরি।
আপনে করিবে কৃপা দোষাদি বিচারি॥
এত বলি পণ্ডিত প্রভুর দ্বারে আইলা।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
সবা শুনাইয়া কহে মধুর বচন॥
আমি চালাইল তোমা, তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা সকলি সহিলা॥
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরল ভাবে আমারে কিনিলা॥
পণ্ডিতের ভাব-মুদ্রা কহনে না যায়।
গদাধর-প্রাণনাথ নাম হৈল যায়॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহনে না যায়।
গদাইর গৌরাঙ্গ বলি যারে লোকে গায়॥
চৈতন্য প্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে।
এক লীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে॥

(১) 'বাম্যস্বভাব'—বক্র স্বভাব।
(২) 'অন্যোন্যে খটমটি'—পরস্পর কথা-কাটাকাটি, বাদানুবাদ।
(৩) 'দক্ষিণ'—সরল।

(৪) 'ওলাহন'—তিরস্কার।
(৫) 'হঠ'—বিবাদ অর্থাৎ বলপ্রকাশ।

পণ্ডিতের সৌজন্য ব্রহ্মণ্যতা গুণ।
দৃঢ়প্রেমমুদ্রা লোকে করিল খ্যাপন॥
অভিমান-পঙ্ক ধুইয়া ভট্টেরে শোধিল।
সেই দ্বারায় আর সব লোকে শিখাইল॥
অন্তরে অনুগ্রহ বাহ্যে উপেক্ষার প্রায়।
বাহ্য অর্থ যেই লয়, সেই নাশ যায়॥
নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শক্তি।
সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে যার দৃঢ় ভক্তি॥
দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লঞা নিজগণ॥
তাঁহাই বল্লভ ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা।
পণ্ডিত ঠাঁঞি পূর্ব্বপ্রার্থিত সর্ব্বসিদ্ধ কৈলা॥
এইত কহিল বল্লভভট্টের মিলন।
যাহার শ্রবণে পায় গৌর প্রেমধন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভভট্ট
মিলনং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং
রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বয়ং যো
ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ॥ ১

অন্বয়ঃ।—তং কৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে (সেই কৃষ্ণ চৈতন্যকে বন্দনা করি) যঃ রামচন্দ্র-পুরীভয়াৎ (যিনি রামচন্দ্র পুরীর ভয়ে) লৌকিকাহারতঃ (লৌকিক আহার হইতে) স্বয়ং ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ (আপন ভিক্ষান্নের সঙ্কোচ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—যিনি রামচন্দ্র পুরীর ভয়ে লৌকিক আহারের ভিক্ষান্নের অংশ কমিয়ে দিয়েছিলেন—সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু অবতার।
ব্রহ্মা-শিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার॥
জয় জয় অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ।
জগৎ বাঁধিল যিঁহো দিয়া প্রেম-ফান্দ॥
জয় জয় অদ্বৈত ঈশ্বর-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল জগৎ নিস্তার॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র যাঁর প্রাণধন॥
এইমত গৌরচন্দ্র নিজগণ সঙ্গে।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেম রঙ্গে॥
হেনকালে রামচন্দ্র পুরী গোঁসাঞি আইলা।
পরমানন্দ-পুরী আর প্রভুরে মিলিলা॥
পরমানন্দপুরী কৈল চরণবন্দন।
পুরী গোঁসাঞি কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন॥
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে দণ্ডবৎ নতি।
আলিঙ্গন করি তিঁহো কৈল কৃষ্ণস্মৃতি॥
তিন জনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কতক্ষণ।
জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ভিক্ষার লাগিয়া।
যথেষ্ট ভিক্ষা কৈল তিঁহো নিন্দার লাগিয়া॥
ভিক্ষা করি কহে পুরী জগদানন্দ শুন।
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ॥
আগ্রহ করিয়া তাঁরে খাওয়াইতে বসাইলা।
আপনি আগ্রহ করি পরিবেশন কৈলা॥
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইলা।
আচমন করি নিন্দা করিতে লাগিলা॥
শুনি চৈতন্যের গণ করে বহুত ভক্ষণ।
সত্য সেই বাক্য সাক্ষাৎ দেখিল এখন॥
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াইয়া করে ধর্ম্মনাশ।
বৈরাগী হইয়া এত খায়, বৈরাগ্যের নাহি ভাস॥
এই ত স্বভাব তাঁর আগ্রহ করিয়া।
পাছে নিন্দা করে, আগে বহুত খাওয়াইয়া॥
পূর্ব্বে মাধবেন্দ্র-পুরী যবে করে অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্র পুরী তবে আইলা তাঁর স্থান॥
পুরীগোঁসাঞি করে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
মথুরা না পাইনু বলি করেন ক্রন্দন॥
রামচন্দ্র-পুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে ভয় নাহি করে॥
তুমি পূর্ণব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
চিদ্ব্রহ্ম হৈয়া কেন করহ ক্রন্দন॥
শুনি মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
'দূর দূর পাপিষ্ঠ' বলি ভৎর্সনা করিল॥
কৃষ্ণ না পাইনু মুঞি না পাইনু মথুরা।
আপন দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইল জ্বালা॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুই যাও যথি তথি।
তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্গতি॥
কৃষ্ণ না পাইনু মুঞি মরোঁ আপন দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে॥
এই যে মাধবেন্দ্র শ্রীপাদ উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইঁহার বাসনা জন্মিল॥

শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী নাহি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ।
সর্ব্বলোক নিন্দা করে নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ॥
ঈশ্বরপুরী গোঁসাঞি করে শ্রীপাদ-সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণলীলা শ্লোক শুনান্ অনুক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বর দিল কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্র-পুরী হইল সর্ব্বনিন্দাকর॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুই জন।
এই দুই দ্বারে শিক্ষাইল জগজন॥
জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান।
এই শ্লোক পড়ি তিঁহো কৈল অন্তর্দ্ধান॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ৩৩৪ মাধবেন্দ্রপুরীবাক্যম্

অয়ি! দীনদয়ার্দ্রনাথ! হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে ২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২॥

এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম কৈল উপদেশ।
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাব-বিশেষ॥
পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্যঠাকুর॥
প্রস্তাবে কহিল পুরীগোঁসাঞির নির্য্যাণ।
যেই ইহা শুনে সেই বড় ভাগ্যবান্॥
রামচন্দ্র-পুরী ঐছে রহে নীলাচলে।
বিরক্ত স্বভাব কভু রহে কোন স্থলে॥
অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে নাহিক নির্ণয়।
অন্যের ভিক্ষার স্থিতি লয়েন নিশ্চয়॥
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারিপণ।
প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিন জন॥

প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি উতি হয়।
কেহ যদি মূল্য আনে চারিপণ নির্ণয়॥
প্রভুর স্থিতি রীতি ভিক্ষা শয়ন প্রয়াণ।
রামচন্দ্র-পুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান॥
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি বুলে কাঁহা ছিদ্র না পাইল॥
সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ।
এই ভোগে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ॥
এই নিন্দা করি কহে সর্ব্বলোক স্থানে।
প্রভুকে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতিদিনে॥
প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম সম্মান।
তিঁহো ছিদ্র চাহি বুলে, এই তাঁর কাম॥
যত নিন্দা করে তাহা প্রভু সব জানে।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে॥
একদিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর।
পিপীলিকা দেখি কিছু কহেন উত্তর॥

তথাহি রামচন্দ্র-পুরীবাক্যম্ঃ—

রাত্রাবত্র মিষ্টান্নমৈক্ষবমাসীৎ,
তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি।
অহো! বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়-
মিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—অত্র (এখানে) রাত্রৌ (রাত্রিতে) ঐক্ষবং মিষ্টান্নম্ আসীৎ (ইক্ষুজাত মিষ্টান্ন ছিল), তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি (সেই জন্যই পিপীলিকা বিচরণ করিতেছে) অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনাম্ ইয়ম্ ইন্দ্রিয়লালসা (অহো বিরক্ত সন্ন্যাসীদের এইরূপ ইন্দ্রিয়লালসা) ইতি ব্রুবন্ উত্থায় গতঃ (এই বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন)।

অনুবাদ।—"রাত্রে এখানে মিঠাই ছিল, তাই এত পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! ওঃ! সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদেরও এত ইন্দ্রিয়লালসা!"—এই কথা ব'লে উঠে গেলেন॥ ৩॥

প্রভু পরম্পরায় নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন॥

সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়।
তাহাতে তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায়॥
শুনিতেই মহাপ্রভুর সঙ্কোচ হয় মন।
গোবিন্দ বোলাইয়া কিছু কহেন বচন॥
আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এই ত নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি (১) পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন॥
ইহা বই আর অধিক কিছু না লইবা।
অধিক আনিলে এথা আমা না দেখিবা॥
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে এই বাত।
শুনি সবার মাথে যেন হৈল বজ্রাঘাত॥
রামচন্দ্র-পুরীকে সবাই করে তিরস্কার।
এই পাপ আসি প্রাণ লইল সবার॥
সেই দিন এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
এক চৌঠি ভাত পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন॥
এতমাত্র গোবিন্দ কৈল অঙ্গীকার।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র করে হাহাকার॥
সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল।
যে কিছু রহিল তাহা গোবিন্দ পাইল॥
অর্দ্ধাশন করে প্রভু গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন॥
গোবিন্দ কাশীশ্বরে প্রভু কৈল আজ্ঞাপন।
দুঁহে অন্যত্র মাগি কর উদর ভরণ॥
এইমত মহাদুঃখে দিন কত গেল।
শুনি রামচন্দ্র-পুরী প্রভু পাশ আইল॥
প্রণাম করি কৈল প্রভু চরণ-বন্দন।
প্রভুকে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয়-তর্পণ।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ॥
তোমাকে ক্ষীণ দেখি বুঝি কর অর্দ্ধাশন।
এই শুষ্ক বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম॥
যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে বিষয় ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৬ অং ১৬।১৭ শ্লোকৌ

নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি
ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য
জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥ ৪

অন্বয়ঃ।—(হে) অর্জ্জুন! অত্যশ্নতঃ (অত্যধিক ভোজনকারীর) অপি 'জনস্য' যোগঃ ন অস্তি (যোগানুষ্ঠান হয় না), একান্তম্ অনশ্নতঃ (উপবাসকারিগণের) ন অতিস্বপ্নশীলস্য (অতিনিদ্রাশীল ব্যক্তির) চ যোগঃ ন অস্তি (যোগ হয় না), অতিজাগ্রতঃ (অতি জাগরণশীল জনের০) চ ন এব যোগঃ অস্তি (যোগ হয় না)।

অনুবাদ। যে বেশি খায় তার যোগসাধনা হয় না। যে নিতান্ত কম খায়, তারও যোগসাধনা হয় না। যে বেশি ঘুমোয়, তার যোগসাধনা হয় না। যে বেশি জেগে থাকে, তারও যোগসাধনা হয় না॥ ৪॥

যুক্তাহার-বিহারস্য
যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য
যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ৫

অন্বয়ঃ।—যুক্তাহার-বিহারস্য (যাহার আহার-বিহার নিয়মিত) কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য (যাহার কর্ম্মে চেষ্টা নিয়মিত) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (যাহার নিদ্রা-জাগরণ নিয়মিত) 'জনস্য' দুঃখহা (দুঃখনাশক) যোগঃ ভবতি (যোগ সিদ্ধ হয়)।

অনুবাদ।—যিনি পরিমিতভাবে আহার করেন, বিহার করেন, কর্ম্ম করেন, ঘুমোন ও জেগে থাকেন—তাঁর পক্ষে যোগ দুঃখনাশক হয়॥ ৫॥

প্রভু কহে অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ এই ভাগ্য আমার॥
এত শুনি রামচন্দ্র-পুরী উঠি গেলা।
ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে পুরীগোঁসাঞি শুনিলা॥

(১) 'এক চৌঠি'—এক চতুর্থাংশ।

আর দিন ভক্তগণসহ পরমানন্দপুরী।
প্রভু-পাশে নিবেদিল দৈন্য বিনয় করি॥
রামচন্দ্র-পুরী হয় নিন্দুক স্বভাব।
তার বোলে অন্ন ছাড় কিবা হবে লাভ॥
পুরীর স্বভাব যথেষ্ট আহার করাইয়া।
যেই খায় তারে খাওয়ায় যতন করিয়া॥
খাওয়াইয়া পুনঃ তারে করেন নিন্দন।
এত অন্ন খাও, তোমার কত আছে ধন॥
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াও, কর ধর্ম্মনাশ।
অতএব জানিনু তোমার নাহি কিছু ভাস॥
কে কৈছে ব্যবহারে, কেবা কৈছে খায়।
এই অনুসন্ধান তিঁহো করেন সদায়॥
শাস্ত্রে যেই দুই কর্ম্ম করিয়াছে বর্জ্জন।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইঁহার করণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২৮ অং ১ শ্লোকঃ

পরস্বভাবকর্ম্মাণি
ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্
প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ 'সহ' (প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত) বিশ্বম্ একাত্মকম্ (এই বিশ্বকে একাত্মক) পশ্যন্ (মনে করিয়া) পরস্বভাবকর্ম্মাণি (পরের স্বভাব ও কর্ম্মকে) ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ (প্রশংসাও করিবে না নিন্দাও করিবে না)।

অনুবাদ।—প্রকৃতি ও পুরুষের সঙ্গে এই বিশ্ব এক, এ বিষয়টি অনুভব করে পরের স্বভাব বা কর্ম্মকে প্রশংসাও করবে না—নিন্দাও করবে না॥ ৬॥

তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি প্রশংসা ছাড়িয়া।
পরবিধি নিন্দা করে বলিষ্ঠ জানিয়া॥

তথাহি পাণিনিসূত্রম্ঃ—

পূর্ব্বপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্ব্বলবান্॥ ৭

অনুবাদ।—পূর্ব্ববিধি ও পরবিধি এ দুয়ের মধ্যে পরবিধি বলবান্॥ ৭॥

যাহাঁ গুণ শত আছে না করে গ্রহণ।
গুণ-মধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ॥
ইঁহার স্বভাব ইহাঁ কহিতে না জুয়ায়।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম দুঃখ পায়॥
ইহার বচনে কেনে অন্ন ত্যাগ কর।
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান সবার বোল ধর॥
প্রভু কহে সবে কেনে পুরী গোসাঞিরে
কর রোষ।
সহজ ধর্ম্ম করে তিঁহো, তার কিবা দোষ॥
যতিহঞা জিহ্বা-লম্পট (১) অত্যন্ত অন্যায়।
যতি ধর্ম্মপ্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায়॥
তবে সবে মিলি প্রভুরে বহু যত্ন কৈল।
সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিল॥
দুই পণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে।
কভু দুই জন ভোক্তা, কভু তিন জনে॥
অভোজ্যান্ন (২) বিপ্র যদি করে নিমন্ত্রণ।
প্রসাদ মূল্য লইতে লাগে কৌড়ি দুই পণ॥
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু প্রসাদ আনে, কিছু পাক করে ঘরে॥
পণ্ডিত গোঁসাঞি ভগবানাচার্য্য, সার্ব্বভৌম।
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ॥
তাঁ সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন।
তাহাঁ প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাহি যৈছে তার মন॥
ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।
যাঁহা যৈছে যোগ্য তাহাঁ করেন ব্যবহার॥
কভু ত লৌকিক রীতি যেন ইতর জন।
কভু স্বতন্ত্র করেন ঐশ্বর্য্য-প্রকটন॥
কভু রামচন্দ্র-পুরীর হয় ভৃত্যপ্রায়।
কভু তাঁরে নাহি মানে দেখে তৃণপ্রায়॥

(১) 'যতি'—সন্ন্যাসী। 'জিহ্বা-লম্পট'—ভোজনে লোভী, পেটুক।

(২) 'অভোজ্যান্ন'—যাহার হস্তে অন্ন ভোজন করিতে পারা যায় না এরূপ।

ঈশ্বর চরিত্র প্রভুর বুদ্ধি-অগোচর।
যবে যেই করে সেই সব মনোহর॥
এই মত রামচন্দ্র-পুরী নীলাচলে।
দিন কত রহি গেলা তীর্থ করিবারে॥
তিঁহো গেলে প্রভুর গণ হৈল হরষিত।
শিরের পাথর যেন পড়িল ভূমিত॥
স্বচ্ছন্দ নিমন্ত্রণ প্রভুর কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন সবে প্রসাদ ভোজন॥
গুরুর উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥
যদ্যপি গুরু-বুদ্ধ্যে প্রভু তাঁর দোষ না লইল।
তাঁর ফল দ্বারে লোকে শিক্ষা করাইল॥
শ্রীচৈতন্যচরিত্র যেন অমৃতের পূর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর॥
চৈতন্যচরিত্র লিখি শুন এক মনে।
অনায়াসে পাইবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণ-চরণে॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষাসঙ্কোচঃ নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নবম পরিচ্ছেদ।

অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেঽধন্যজনস্বান্তমরুঃ শশ্বদনূপতাম্॥ ১

অন্বয়ঃ।—অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং (শ্রীচৈতন্যের অসংখ্য পতিতপাবন ভক্তগণের) প্রেমবন্যয়া (প্রেম-বন্যায়) অধন্যজনস্বান্তমরুঃ (পতিত জনগণের অন্তঃকরণরূপ মরুভূমি) শশ্বৎ (নিরন্তর) অনূপতাং (জলাভূমিরূপত্ব) নিন্যে (প্রাপ্ত হইয়াছে)।

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ অগণ্য ও ধন্য। প্রেমের নিরন্তর বন্যায় তাঁরা আমার মনের মরুভূমিকে জলাভূমিতে পরিণত করেছেন॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ হৃদয়॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময়।
জয় গৌরভক্তগণ, সর্ব্ব রসময়॥
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণপ্রেম রঙ্গে॥
অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ বিরহ তরঙ্গ।
নানাভাবে ব্যাকুল প্রভুর মন আর অঙ্গ॥
দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন জগন্নাথ দরশন।
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন॥
ত্রিজগতের লোক আসি করে দরশন।
যেই দেখে সেই পায় কৃষ্ণপ্রেমধন॥
মনুষ্যের বেশে দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সপ্তপাতালের যত দৈত্য বিষধর॥
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন।
নানা বেশে আসি করে প্রভুর দর্শন॥
প্রহ্লাদ বলি ব্যাস শুকাদি মুনিগণ।
আসি প্রভু দেখে, প্রেমে হয় অচেতন॥
বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাঞা।
'কৃষ্ণ কহ' বলে প্রভু বাহির হইয়া॥
প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে।
এই মত যায় প্রভুর রাত্রি দিবসে॥
একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল।
গোপীনাথকে বড় জানা চাঙ্গে চড়াইল॥
তলে খড়্গ পাতি তার উপরে ডারি দিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে॥
সংবংশে তোমার সেবক ভবানন্দ রায়।
তাঁর পুত্র তোমার সেবক রাখিতে জুয়ায়॥
প্রভু কহে রাজা কেনে করয়ে তাড়ন।
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ॥
সর্ব্বকাল হয় তিঁহো রাজবিষয়ী।
গোপীনাথ পট্টনায়ক রাম রায়ের ভাই॥
মালজাঠ্যা দণ্ডপাটে (১) তার অধিকার।
সাধি পাড়ি (২) আনি দ্রব্য দেন রাজদ্বার॥
দুই লক্ষ কাহন তার ঠাঁই বাকী হৈল।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত মাগিল॥
তিঁহো কহে স্থূল দ্রব্য নাহি যে গণিয়া দিব।
ক্রমে ক্রমে বেচি কিনি দ্রব্য ভরিব॥
ঘোড়া দশ বার হয়, লেহ মূল্য করি।
এত বলি ঘোড়া আনি রাজদ্বারে ধরি॥
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে।
তারে পাঠাইল রাজা পাত্র-মিত্র-সনে॥
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া (৩)।
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া॥
সেই রাজপুত্রের স্বভাব গ্রীবা ফিরায়।
ঊর্দ্ধমুখে বার বার ইতি উতি চায়॥

---

(১) 'মালজাঠ্যা দণ্ডপাটে'—তন্নামক দেশে। (২) 'সাধি পাড়ি'—সেই দেশের করাদি আদায় করিয়া। (৩) 'ঘাটাইয়া'—কম করিয়া।

তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব্ব বচনে।
রাজা কৃপা করে তাতে ভয় নাহি মানে॥
আমার ঘোড়া গ্রীবা ফিরায় ঊর্দ্ধ নাহি চায়।
তাতে ঘোড়ার ঘাটি(১)মূল্য করিতে না জুয়ায়॥
শুনি রাজপুত্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
রাজার ঠাঁই যাই বহু লাগানি(২)করিল॥
কৌড়ি নাহি দিবে এই বেড়ায় ছদ্ম করি।
আজ্ঞা দেহ চাঙ্গে (৩) চড়াই লই কৌড়ি॥
রাজা বলে যেই ভাল কর সেই যায়।
যে উপায়ে কৌড়ি পাই কর সে উপায়॥
রাজপুত্র আসি তারে চাঙ্গে চড়াইল।
খড়্গ ফেলাইতে তলে খড়্গ পাতিল॥
শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয় রোষ।
রাজকৌড়ি দিবার নহে রাজার কি দোষ॥
রাজবিলাত (৪) সাধি খায় নাহি রাজভয়।
দারী নাটুয়াকে (৫) দিয়া করে নানা ব্যয়॥
যেই চতুর সেই করুক রাজবিষয়।
রাজদ্রব্য শোধি পায় তাহা করে ব্যয়॥
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
বাণীনাথাদি সবংশে লই গেল বান্ধিয়া॥
প্রভু কহে রাজা আপন লেখার দ্রব্য লৈব।
আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী তাহে কি করিব॥
তবে স্বরূপাদি যত প্রভুর ভক্তগণ।
প্রভুর চরণে সবে কৈল নিবেদন॥
রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী তোমার সব দাস।
তোমাকে উচিত নহে ঐছন উদাস॥
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে।
মোরে আজ্ঞা দেহ সবে যাই রাজ-স্থানে॥
তোমা সবার এই মত রাজ ঠাঁই যাঞা।
কৌড়ি মাগি লই মুঞি আঁচল পাতিয়া॥
পাঁচ গণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
মাগিলে বা কেনে দিবে দুই লক্ষ কাহন॥
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
খড়্গোপরে গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া॥
শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে করে অনুনয়।
প্রভু কহে আমি ভিক্ষুক আমা হৈতে কিছু নয়॥
তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে।
সবে মিলি জানাহ জগন্নাথের চরণে॥
ঈশ্বর জগন্নাথ যাঁর হাতে সর্ব্ব অর্থ।
কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা (৬) করিতে সমর্থ॥
ইঁহা যদি মহাপ্রভু এতেক কহিল।
হরিচন্দন পাত্র যাই রাজারে কহিল॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক সেবক তোমার।
সেবকেরে প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার॥
বিশেষে তাহার ঠাঞি কৌড়ি বাকি হয়।
প্রাণ লৈলে কিবা লাভ, নিজ ধন ক্ষয়॥
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ, যেবা বাকি হয়।
ক্রমে ক্রমে দিবে, ব্যর্থ প্রাণ কেনে লয়॥
রাজা কহে এই বাত আমি নাহি জানি।
প্রাণ কেন নিব, তার দ্রব্য চাহি আমি॥
তুমি যাই কর যেই সর্ব্ব সমাধান।
দ্রব্য যৈছে আইসে, আর রহে তাঁর প্রাণ॥
তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল।
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল॥
'দ্রব্য দেহ, রাজা মাগে' উপায় পুছিল।
'যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ' তিঁহো ত কহিল॥
ক্রমে ক্রমে দিব আর যত সব পারি।
অবিচারে প্রাণ লহ কি বলিতে পারি॥
যথার্থ মূল্য করি তবে সব ঘোড়া লইল।
আর দ্রব্যের মুদ্দতি (৭) করি ঘরে পাঠাইল॥

---

(১) 'ঘাটি'—কম। (২) 'লাগানি'—নালিশ। (৩) 'চাঙ্গে'—মঞ্চে। (৪) 'রাজবিলাত'—প্রজা প্রভৃতির নিকট রাজার প্রাপ্য অর্থ। (৫) 'দারী'—পরস্ত্রী-লম্পট। 'নাটুয়া'—নর্ত্তক প্রভৃতি।

(৬) কর্ত্তুম্ (ভাল) অকর্ত্তুম্ (মন্দ) অন্যথা করিতে (ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল করিতে) যিনি সমর্থ, তিনি ঈশ্বর।

(৭) 'মুদ্দতি'—সময় নির্দ্ধার।

এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল।
বাণীনাথ কি করে, যবে বান্ধিয়া আনিল ॥
সে কহে বাণীনাথ নির্ভয়ে লয় "কৃষ্ণনাম"।
"হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ" কহে অবিশ্রাম ॥
সংখ্যা লাগি দুই হাতে অঙ্গুলিতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা ॥
শুনি মহাপ্রভুর হৈল পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপার ছন্দবন্ধ ॥
হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভুস্থানে।
প্রভু তাঁরে কিছু কহে সোদ্বেগ বচনে ॥
ইঁহা রহিতে নারি যাব আলালনাথ।
নানা উপদ্রবে ইঁহা না পাই সোয়াথ (১) ॥
ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয়।
নানা প্রকারে করে রাজদ্রব্য ব্যয় ॥
রাজার কি দোষ রাজা নিজ দ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য, দণ্ড আমারে জানায় ॥
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবার লোক আসি আমা জানাইল ॥
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আসি নির্জ্জনেতে বসি।
আমাকে দুঃখ দেন নিজ দুঃখ কহি আসি ॥
আজি তাঁরে জগন্নাথ করিল রক্ষণ।
কালি কে রাখিবে যদি না দিবে রাজ্যধন ॥
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন।
তাহে ইঁহা রহি আমার নাহি প্রয়োজন ॥
কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে।
তুমি কেনে এই বাতে ক্ষোভ কর মনে ॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কার সনে সম্বন্ধ।
ব্যবহার লাগি তোমা ভজে সেই জ্ঞান অন্ধ ॥
তোমার ভজন ফল তোমাতে প্রেমধন।
বিষয় লাগি তোমায় ভজে সেই মূর্খ জন ॥
তোমা লাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল।
তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল ॥
তোমা লাগি রঘুনাথ সকল ছাড়ি আইল।
হেথাহো তাঁহার পিতা বিষয় পাঠাইল ॥
তোমার চরণ কৃপা হঞাছে তাহারে।
ছত্রে মাগি খায়, বিষয়-স্পর্শ নাহি করে ॥
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয়-বাঞ্ছা তার ইচ্ছা নয় ॥
তার দুঃখ দেখি তার সেবকাদিগণ।
তোমাকে জানাইল যাতে অনন্যশরণ ॥
সেই শুদ্ধভক্ত তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগভোগী ॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১৪ অং ৮ শ্লোকঃ

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে,
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২ ॥

হেথা তুমি বসি রহ কেন যাবে আলালনাথ।
কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ের বাত ॥
যদি বা তোমার তারে রাখিতে হয় মন।
আজি যে রাখিল, সেই করিবে রক্ষণ ॥
এত বলি কাশীমিশ্র গেল স্বমন্দিরে।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইল তাঁর ঘরে ॥
প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়ম।
যত দিন রহে তিঁহো শ্রীপুরুষোত্তম ॥
নিত্য আসি করেন মিশ্রের পাদসম্বাহন।
জগন্নাথের করে সেবা ভিয়ান (২) শ্রবণ ॥
রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা ॥

(১) 'সোয়াথ'—সুস্থতা। 'স্বস্তি' শব্দজাত।

(২) 'ভিয়ান'—পারিপাট্য।

দেব শুন আর এক অপরূপ বাত।
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যান আলালনাথ ॥
শুনি রাজা দুঃখী হৈলা, পুছিলা কারণ।
তবে মিশ্র কহে তাঁর সব বিবরণ ॥
গোপীনাথ পট্টনায়কে যবে চাঙ্গে চড়াইলা।
তার সেবক সব আসি প্রভুরে কহিলা ॥
শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বহুত ভৎ‍র্সন ॥
অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয়।
নানা অসৎপথে করে রাজদ্রব্য ব্যয় ॥
ব্রহ্মস্ব (১) অধিক এই হয় রাজধন।
তাহা হরি, ভোগ করে মহাপাপীজন ॥
রাজার বর্ত্তন (২) খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥
নিজ কৌড়ি মাগে রাজা, নাহি করে দণ্ড।
রাজা মহাধার্ম্মিক, এই পাপী প্রচণ্ড ॥
রাজোচিত কৌড়ি না দেয় আমাকে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ, ইহা কে সহিতে পারে ॥
আলালনাথ যাই তাঁহা নিশ্চিন্তে রহিব।
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্ত্তা না শুনিব ॥
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
সব দ্রব্য ছাড়োঁ যদি প্রভু রহে এথা ॥
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দর্শন।
কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম ॥
কোন্ ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন।
প্রাণরাজ্য করোঁ প্রভু পদে নির্ম্মঞ্ছন (৩) ॥
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়া, নহে প্রভুর মন।
তারা দুঃখ পায়, এই না যায় সহন ॥
রাজা কহে তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে।
চাঙ্গা চড়া খড়্গে ডারা আমি না জানিয়ে ॥

(১) 'ব্রহ্মস্ব'—ব্রাহ্মণধন।
(২) 'বর্ত্তন'—বেতন।
(৩) 'নির্ম্মঞ্ছন'—আরতি, উৎসর্গ।

পুরুষোত্তম জানারে তিঁহ কৈল পরিহাস।
সেই জানা তারে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস ॥
তুমি যাইয়া প্রভুরে রাখহ যত্ন করি।
এই মুঞি তাঁহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি ॥
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়া, নহে প্রভুর মনে।
কৌড়ি ছাড়িলে কদাচিৎ প্রভু দুঃখ মানে ॥
রাজা কহে তাঁর লাগি কৌড়ি ছাড়ি, ইহা না কহিবা।
সহজে মোর প্রিয় তারা ইহা জানাইবা ॥
ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য গর্ব্বিত।
তাঁর পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত ॥
এত বলি মিশ্রে নমস্করি রাজা ঘরে গেলা।
গোপীনাথে বড়জানায় ডাকিয়া আনিলা ॥
রাজা কহে সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল।
সেই মাল জাঠ্যা দণ্ড পাট তোমারে দিল ॥
আর বার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন ॥
এত বলি নেতধটি (৪) তারে পরাইল।
প্রভু আজ্ঞা লৈঞা যাহ বিদায় তারে দিল ॥
পরমার্থ প্রভুর কৃপা সেহ রহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল, কে বলিতে পারে ॥
রাজ্য-বিষয় ফল এই কৃপার আভাসে।
তাহার গণনা কারো মনে না আইসে ॥
কাঁহা চাঙ্গে চড়াইয়া লয় ধন প্রাণ।
কাঁহা সব ছাড়ি সেই রাজ্য দিল দান ॥
কাঁহা সর্ব্বস্ব বেচি লয়, দেয়া না যায় কৌড়ি।
কাঁহা দ্বিগুণ বর্ত্তন পরায় নেতধড়ি ॥
প্রভুর ইচ্ছা নাহি তারে কৌড়ি ছাড়াইব।
দ্বিগুণ বর্ত্তন করি পুনঃ বিষয় তারে দিব ॥
তথাপি তার সেবক আসি কৈল নিবেদন।
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন ॥

(৪) 'নেতধটি'—বস্ত্রবিশেষের শিরোপা।

বিষয়-সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদনের প্রভাবে তবু ফলে এত ফল ॥
কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব।
ব্রহ্মা শিব আদি যার না পায় অন্তর্ভাব ॥
হেথা কাশীমিশ্র, আসি প্রভুর চরণে।
রাজার চরিত্র সব কৈল নিবেদনে ॥
প্রভু কহে কাশীমিশ্র, কি তুমি করিলা।
রাজপ্রতিগ্রহ (১) তুমি মোরে করাইলা ॥
মিশ্র কহে শুন প্রভু, রাজার বচন।
অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদন ॥
প্রভু মতি জানে রাজা আমার লাগিয়া।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেন ছাড়িয়া ॥
ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম।
ইঁহা সবাকারে মুঞি দেখো আত্মসম ॥
অতএব যাঁহা যাঁহা দেও অধিকার।
খায় পিয়ে লুটে বিলায়, না করোঁ বিচার ॥
রাজমহীন্দার (২) রাজা কৈল রামানন্দ রায়।
যে খাইল, যেবা দিল, নাহি লেখা দায় ॥
গোপীনাথ এই মত বিষয় করিয়া।
দুই চারি লক্ষ কাহন রহে ত খাইয়া ॥
কিছু দেয় কিছু না দেয়, না করি বিচার।
জানা সহিত অপ্রীতে দুঃখ পাইল এবার ॥
জানা এত কৈল, ইহা মুঞি নাহি জানো।
ভবানন্দের পুত্র সব আত্ম করি মানো ॥
তাঁর লাগি দ্রব্য ছাড়ো ইহা মতি জানে (৩)।
সহজেই মোর প্রীতি হয় তাঁর সনে ॥
শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ।
হেনকালে আইল তাঁহা রায় ভবানন্দ ॥
পঞ্চপুত্র সহ আসি পড়িল চরণে।
উঠাইয়া প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে ॥

(১) 'রাজপ্রতিগ্রহ'—রাজার নিকট দান লওয়া।
(২) 'রাজমহীন্দার'—তন্নামক দেশের।
(৩) 'মতি জানে'—প্রভু মনে জানেন।

রামানন্দ রায় আদি সবাই মিলিলা।
ভবানন্দ রায় তবে বলিতে লাগিলা ॥
তোমার কিঙ্কর এই সব মোর কুল।
এবিপত্ত্যে রাখি প্রভু পুনঃ নিলে মূল ॥
ভক্তবাৎসল্য এবে প্রকট করিলা।
পূর্ব্বে যেন পঞ্চপাণ্ডব বিপদে তারিলা ॥
নেতধটি মাথায় গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার কৃপা-বৃত্তান্ত সকলই কহিলা ॥
বাকী কৌড়ি বাদ দ্বিগুণ বর্ত্তন করিল।
পুনঃ বিষয় দিয়া নেতধটি পরাইল ॥
কাঁহা চাঙ্গের উপরে সেই মরণ প্রমাদ।
কাঁহা নেতধটি এই সব প্রসাদ ॥
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈল।
চরণ-স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইল ॥
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাইয়া ॥
কিন্তু তোমার স্মরণের এই নহে মুখ্যফল।
ফলাভাস এই যাতে, বিষয় চঞ্চল ॥
রামরায় বাণীনাথে কৈলে নির্ব্বিষয়।
সেই কৃপা মোতে নাহি যাতে ঐছে হয় ॥
শুদ্ধ কৃপা কর গোঁসাঞি, ঘুচাহ বিষয়।
নির্ব্বিণ্ণ হইনু, মোরে বিষয় না হয় ॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ববাহুল্য তোমার কে করে ভরণ ॥
মহাবিষয় কর, কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ মোর নিজ দাস ॥
কিন্তু এক করিহ মোর আজ্ঞা পালন।
ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন ॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয় ॥
অসদ্ব্যয় না করিহ, যাতে দুই লোক যায়।
এত বলি সবারে প্রভু দিলেন বিদায় ॥
রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপাবিবর্ত্ত কহিল।
ভক্তবাৎসল্য গুণ যাতে ব্যক্ত হৈল ॥

সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু বিদায় যবে দিলা।
"হরিধ্বনি" করি সব ভক্ত উঠি গেলা॥
প্রভুকৃপা দেখি সবার হৈল চমৎকার।
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার॥
তারা সব যদি কৃপা করিতে সাধিল।
'আমা হৈতে কিছু নহে' তবে প্রভু কৈল॥
গোপীনাথের নিন্দা আর আপন নির্ব্বেদ।
এইমাত্র কৈল, ইহার না বুঝিবে ভেদ॥
কাশীমিশ্রে না সাধিল, রাজারে না সাধিল।
উদ্যোগ বিনা মহাপ্রভু এত ফল দিল॥
চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে, তাঁর পদে যার মন ধীর॥
সেই ইঁহা শুনে প্রভুর ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ।
প্রেমভক্তি পায় তার বিপদ যায় নাশ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথ-
পট্টনায়কোদ্ধারো নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকাতরম্।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥ ১

অন্বয়ঃ।—শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাপূর্ব্বক) ভক্তদত্তেন (ভক্ত প্রদত্ত) যেন কেনাপি (যৎসামান্য বস্তুদ্বারাও) সন্তুষ্টং (সন্তুষ্ট) ভক্তানুগ্রহকাতরং (ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য যিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি। তিনি ভক্তজনকে অনুগ্রহ করার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল। শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্ত যদি সামান্য কিছুও দেয়, তা'হলেও তিনি পরম সন্তুষ্ট হন ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে।
পরম আনন্দ সব নীলাচল যাইতে ॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞি সর্ব্ব অগ্রগণ্য।
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাসাদি ধন্য ॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে ॥
অনুরাগের লক্ষণ এই বিধি নাহি মানে।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গে তাঁর সঙ্গের কারণে ॥
রাসে যৈছে ঘরে যাইতে গোপীরে আজ্ঞা দিল।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গে যে রহিল ॥
আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যতেক পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটিগুণ সুখপোষ ॥
বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, গঙ্গাদাস।
শ্রীমান্‌সেন শ্রীমান্ পণ্ডিত অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস ॥
মুরারিপণ্ডিত, গরুড়পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত খান্।
সঞ্জয়, পুরুষোত্তম, পণ্ডিত ভগবান্ ॥
শুক্লাম্বর, নৃসিংহানন্দ আর যত জন।
সবাই চলিলা, নাম না যায় গণন ॥

কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী, মিলিলা আসিয়া।
শিবানন্দ সেন চলিলা সবারে লইয়া ॥
রাঘব পণ্ডিত চলিলা ঝালি (১) সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করে উপযোগ ॥
আম্রকাসুন্দি আদাকাসুন্দি ঝালকাসুন্দি নাম।
নেম্বু আদা, আম্রকলি বিবিধ বিধান ॥
আমসি, আম্রখণ্ড, তৈলাম্র আমতা।
যত্ন করি গুণ্ডি করি পুরাণ সুকুতা (২) ॥
সুকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিতে।
সুক্তায় যে সুখ তাহা প্রভুর নহে পঞ্চামৃতে ॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
সুক্তাপাতা কাসুন্দিতে মহাসুখ পায় ॥
মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরুভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায় ॥
সুক্তা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
এই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস ॥

তথাহি—ভারবৌ ৮ সর্গে ২০ শ্লোকঃ

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধা-
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনে।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং
বসন্তি হি প্রেম্ণি গুণা ন বস্তুনি ॥ ২

অন্বয়ঃ।—প্রিয়েণ (প্রিয়তম দ্বারা) সংগ্রথ্য (স্বহস্তে গ্রথিতা) বিপক্ষসন্নিধৌ (সপত্নীসন্নিধানে) পীবরস্তনে (উন্নতস্তনযুক্তে) বক্ষসি উপাহিতাং (বক্ষে স্থাপিতা) স্রজং (মালা) জলাবিলাম্ (জল-

(১) 'ঝালি'—পেটিকা।
(২) 'সুকুতা'—তিক্ত পত্রবিশেষ, নালিতে।

বিহারে মুদিতা হইয়া গেলেও) কাচিৎ (কোন কামিনী) ন বিজহৌ (পরিত্যাগ করে নাই) গুণাঃ প্রেম্নি বসন্তি, বস্তুনি ন (গুণ প্রেমেতেই থাকে, বস্তুতে থাকে না) হি (নিশ্চিত)।

অনুবাদ।—বিপক্ষ দলের রমণীর সম্মুখে প্রিয় যদি মালা গেঁথে উন্নত বক্ষঃস্থলে অর্পণ করেন তাহ'লে সে মালা জলে ভেজা হ'লেও কেউ ফেলে দেয় না। কারণ গুণ বস্তুতে থাকে না—প্রেমেই থাকে ॥ ২ ॥

ধনিয়া মহুরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনির পাক করিয়া ॥
শুণ্ঠিখণ্ড নাড়ু আর আমপিত্ত হর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রের কুথলী (১) ভিতর ॥
কোলি শুণ্ঠি, কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড (২) আর।
কত নাম লব শত প্রকার আচার ॥
নারিকেল খণ্ড নাড়ু আর নাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল ॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃত কর্পূর আদি অনেক প্রকার ॥
শালি কাঁচুটি (৩) ধান্যের আতপ চিঁড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি ॥
কতক চিঁড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া ॥
শালি-তণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া ॥
কর্পূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস ॥
শালি ধান্যের খই পুনঃ ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে উখড়া (৪) কৈল কর্পূরাদি দিয়া ॥

(১) 'কুথলী'—থলে।
(২) 'কোলিখণ্ড'—কুলচিনিমিশ্রিত দ্রব্যবিশেষ।
(৩) 'কাঁচুটি'—অপরিপক।
(৪) 'উখড়া'—মুড়কি।

ফুট-কলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনিপাকে কর্পূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল ॥
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার ॥
রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি ॥
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিয়া।
পাঁপড়ি (৫) করিয়া লৈল গন্ধ দ্রব্য দিয়া ॥
পাতল মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি নিল ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী ॥
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল।
পরিপাটি করি সব ঝালি ভরাইল ॥
ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি (৬) ঝালি বহে ক্রমশঃ করিয়া ॥
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার।
রাঘবের ঝালি বলি বিখ্যাতি যাহার ॥
ঝালির উপর মৌসিন্ (৭) মকরধ্বজ কর।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর ॥
এই মতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা।
দৈবে জগন্নাথের সেই দিন জললীলা ॥
নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চড়িয়া।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তভৃত্য লঞা ॥
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলিরঙ্গে ॥
সেই কালে আইল সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নরেন্দ্রেতে প্রভু সঙ্গে হইল মিলন ॥
ভক্তগণ পড়ে সবে প্রভুর চরণে।
উঠাইয়া প্রভু সবারে কৈল আলিঙ্গনে ॥
গৌড়িয়া সম্প্রদায় সব করেন কীর্ত্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন ॥

(৫) 'পাঁপড়ি'—পর্পটী।
(৬) 'বোঝারি'—ভারবাহক।
(৭) 'মৌসিন্'—তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষক।

জলক্রীড়া, বাদ্য, গীত, নর্ত্তন, কীর্ত্তন।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন ॥
গৌড়িয়ার কীর্ত্তন আর রোদন মিলিয়া।
মহাকোলাহল হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিল সেই জলে।
সব লয়ে জলক্রীড়া করে কুতূহলে ॥
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছেন বর্ণন ॥
পুনঃ ইঁহা বর্ণিলে ত পুনরুক্তি হয়।
ব্যর্থ লিখন হয় আর গ্রন্থ বাড়য় ॥
জললীলা করি গোবিন্দ চলিলা আলয়।
নিজগণ লঞা প্রভু চলিলা দেবালয় ॥
জগন্নাথ দেখি পুনঃ নিজ ঘরে আইলা।
প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণে খাওয়াইলা ॥
ইষ্টগোষ্ঠী সবা লঞা কতক্ষণ কৈল।
নিজ নিজ পূর্ব্ব বাসায় সবা পাঠাইল ॥
গোবিন্দ ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিল।
ভোজন-গৃহের কোণে ঝালি গোবিন্দ রাখিল ॥
পূর্ব্ব বৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া।
দ্রব্য ধরিবারে রাখে অন্য ঘরে লৈয়া ॥
আর দিন মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা ॥
বেড়া কীর্ত্তনের তাঁহা আরম্ভ করিল।
সাত সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিল ॥
সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাতজন।
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥
বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ পণ্ডিত শ্রীবাস।
সত্যরাজ খান্ আর নরহরি দাস ॥
সাত সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ।
মোর সম্প্রদায়ে প্রভু, ঐছে সবার মন ॥
সংকীর্ত্তন কোলাহলে আকাশ ভেদিল।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল ॥
রাজা আসি দূরে দেখে নিজগণ লঞা।
রাজপত্নীসব দেখে অট্টালী চড়িয়া ॥
কীর্ত্তন আটপে পৃথ্বী করে টলমল।
হরিধ্বনি করে লোক, হৈল কোলাহল ॥
এই মত কতক্ষণ করাইল কীর্ত্তন।
আপনি নাচিতে তবে প্রভুর হৈল মন ॥
সাত দিকে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায়।
মধ্যে মহাপ্রেমাবেশে নাচে গৌর রায় ॥
উড়িয়াপদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল।
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল ॥

তথাহি পদম্।—

'জগমোহন পরিমুণ্ডা যাঙ্'। ১

অনুবাদ।—হে জগন্নাথ, তোমার নির্মঞ্ছন যাই অর্থাৎ তোমার বালাই যাই। অথবা জগন্নাথ চরণে মস্তক থাকুক। (জগমোহন -হে জগন্নাথ! পরিমুণ্ডা -নির্মঞ্ছন। যাঙ্-যাই, অর্থাৎ তোমার বালাই যাই। অথবা জগমোহন পরি -জগন্নাথের চরণোপরি। মুণ্ডা=মস্তক। যাঙ্‌=যাউক)।

এই পদে নৃত্য করে পরম আবেশে।
সব লোক চৌদিকে প্রভুর প্রেমজলে ভাসে ॥
'বোল বোল' বলেন প্রভু দুবাহু তুলিয়া।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া ॥
কভু পড়ি মূর্চ্ছা যায় শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার ॥
সঘনে পুলক যেন শিমুলের তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ কভু হয় সরু ॥
প্রতি রোম কূপে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম।
'জজ' 'গগ' 'মম' 'পরি' গদগদ বচন ॥
এক এক দন্ত যেন পৃথক্ পৃথক্ নড়ে।
তৈছে নড়ে দন্ত যেন ভূমে খসি পড়ে ॥
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ আবেশ।
তৃতীয় প্রহর হৈল নৃত্য নহে অবশেষ ॥
সব লোকের উথলিল আনন্দ-সাগর।
সব লোক পাসরিল দেহ-আত্ম-ঘর ॥
তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিল উপায়।
ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সবায় ॥

স্বরূপের সঙ্গে মাত্র এক সম্প্রদায়।
স্বরূপের সঙ্গে সেই মন্দস্বরে গায়॥
কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল।
তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল॥
ভক্তশ্রম জানি কৈল কীর্ত্তন সমাপন।
সবা লঞা আসি কৈল সমুদ্রেতে স্নপন॥
সবা লঞা প্রভু কৈল প্রসাদ ভোজন।
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন॥
গম্ভীরার দ্বারে কৈলা আপনি শয়ন।
গোবিন্দ আইলা করিতে পাদ-সম্বাহন॥
সর্ব্বকালে আছে এই সুদৃঢ় নিয়ম।
প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন॥
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ-সম্বাহন।
তবে যাই প্রভুর শেষ করেন ভোজন॥
সব দ্বার জুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন।
ভিতরে যাইতে নারে গোবিন্দ করে নিবেদন॥
এক পাশ হও মোরে দেহ ভিতরে যাইতে।
প্রভু কহে শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে॥
বার বার গোবিন্দ কহে এক দিক হৈতে।
প্রভু কহে আমি অঙ্গ নারি চালাইতে॥
গোবিন্দ কহে করিতে চাহি পাদ-সম্বাহন।
প্রভু কহে কর বা না কর যেই লয় তোমার মন॥
তবে গোবিন্দ বহির্ব্বাস তাঁর উপরে দিয়া।
ভিতর ঘর গেলা মহাপ্রভুকে লঙ্ঘিয়া॥
পাদ-সম্বাহন কৈল কটি পৃষ্ঠ চাপিল।
মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল॥
সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর গোবিন্দ চাপে অঙ্গ।
দুই দণ্ড বই প্রভুর হৈল নিদ্রা ভঙ্গ॥
গোবিন্দে দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা।
আদিবস্যা (১)! এতক্ষণ আছিস বসিয়া॥
নিদ্রা হৈলে কেনে নাহি গেলা প্রসাদ খাইতে।
গোবিন্দ কহে দ্বারে শুইলা যাইতে নাহি পথে॥
প্রভু কহে ভিতরে তবে আইলা কেমনে।
তৈছে কেনে প্রসাদ লৈতে না কৈলে গমনে॥
গোবিন্দ কহে মনে আমার সেবা যে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিবা নরকে গমন॥
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধ ভাসে ভয় মানি॥
এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিলা।
প্রভু যে পুছিলা তার উত্তর না দিলা॥
প্রত্যহ প্রভুর নিদ্রা আইলে যায় প্রসাদ লইতে।
সে দিবসে শ্রম জানি রহিল চাপিতে॥
যাইতেহ পথ নাহি যাইবে কেমনে।
মহা অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে॥
এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম ধর্ম্ম।
চৈতন্যের কৃপায় জানে এই ধর্ম্ম মর্ম্ম॥
ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী।
এই সব প্রকাশিতে কৈল এত ভঙ্গী॥
সংক্ষেপে কহিল এই পরিমুণ্ডা নৃত্য।
অদ্যাপিহ গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য॥
এই মত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ।
গুণ্ডিচা গৃহের কৈল ক্ষালন মার্জ্জন॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু কীর্ত্তন নর্ত্তন।
পূর্ব্ববৎ টোটাতে (২) কৈল বন্য ভোজন॥
পূর্ব্ববৎ রথ-আগে করিল নর্ত্তন।
হোরাপঞ্চমী যাত্রা কৈল দরশন॥
চারি মাস বর্ত্তা রহিল সব ভক্তগণ।
জন্মাষ্টমী আদি যাত্রা কৈল দরশন॥
পূর্ব্বে যদি গৌড় হৈতে ভক্তগণ আইলা।
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সবার ইচ্ছা হৈল॥

(১) 'আদিবস্যা'—তামিল ভাষায় অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিকে বলে। পাঠান্তর 'আজি কেন'।

(২) 'টোটাতে'—উদ্যানে।

কেহ কোন প্রসাদ আনি দেন গোবিন্দ ঠাঞি।
ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি॥
কেহ পেড়া, কেহ নাড়ু, কেহ পিঠাপানা।
বহুমূল্য উত্তম প্রসাদ প্রকার যার নানা॥
'অমুক এই দিয়াছেন' গোবিন্দ করে নিবেদন।
'ধরি রাখ' বলি প্রভু না করে ভক্ষণ॥
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ।
শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন॥
গোবিন্দেরে সবে পুছে করিয়া যতন।
আমার দত্ত প্রসাদ প্রভুকে করাইলে ভক্ষণ॥
কাহাকে কিছু কহি গোবিন্দ করেন বঞ্চন।
আর দিন প্রভুকে কহে নির্ব্বেদ বচন॥
আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে।
তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে॥
তুমি সে না খাও তারা পুছেন বার বার।
বঞ্চনা করিব কত, কেমতে আমার নিস্তার॥
প্রভু কহে আদিবস্যা! দুঃখ কাহে মানে।
কেবা কি দিয়াছে তাহা আনহ এখানে॥
এত বলি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে।
নাম ধরি ধরি গোবিন্দ করে নিবেদনে॥
আচার্য্যের এই পৈড় পানা সরপুপী।
এই অমৃতগুটিকা মণ্ডা, এই কর্পূরকুপী॥
শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার।
পিঠাপানা অমৃতগুটিকা মণ্ডাপদ্মচিনি আর॥
আচার্য্য-রত্নের এই সব উপহার।
আচার্য্য-নিধির এই অনেক প্রকার॥
বাসুদেব দত্তের এই, মুরারী গুপ্তের আর।
বুদ্ধিমন্ত খানের এই বিবিধ প্রকার॥
শ্রীমান্ সেনের এই বিবিধ উপহার।
মুরারি পণ্ডিতের এই বিবিধ প্রকার॥
শ্রীমান পণ্ডিত আর আচার্য্য নন্দন।
তাঁ সবার দত্ত এই করহ ভোজন॥

কুলীন-গ্রামীর এই আগে দেখ যত।
খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত॥
ঐছে সবার নাম লঞা প্রভুর আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে॥
যদ্যপি মাসেকের বাসি মুখকরা নারিকেল।
অমৃতগুটিকা আদি পানাদি সকল॥
তথাপি নূতন প্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
বাসি বিস্বাদ নহে, মহাপ্রভুর প্রসাদ॥
শতজনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।
'আর কিছু আছে' বলি গোবিন্দে পুছিল॥
গোবিন্দ কহে রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।
প্রভু কহে আজি রহুক তাহা দেখিব পাছে॥
আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল।
রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপভোগ কৈল।
স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল॥
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিয়া।
ভোজনকালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া॥
কভু রাত্রিকালে কিছু করেন উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করে উপভোগ॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন॥
শাক দুই চারি আর সুকুতার ঝোল।
নিম্ব-বার্ত্তাকু আর ভৃষ্ট-পটোল॥
ভৃষ্ট ফুলবড়ি ভাজা মুদ্গদালি সূপ।
জানি ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর রুচি অনুরূপ॥
মরিচের ঝাল অম্ল মধুরাম্ল আর।
আদা লবণ লেবু দুগ্ধ দধিখণ্ড সার॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাঁহা একা যান, কাঁহা গণের সহিত॥
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, নন্দন, রাঘব।
শ্রীনিবাস আদি যত ভক্ত বিপ্র সব॥

এইমত নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি।
বাসুদেব, গদাধর দাস, গুপ্ত মুরারি ॥
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ ॥
শিবানন্দ সেনের শুন নিমন্ত্রণ আখ্যান।
শিবানন্দের বড় পুত্র চৈতন্যদাস নাম ॥
প্রভুকে মিলাইতে তারে সঙ্গেই আনিল।
মিলাইলে প্রভু তার নাম পুছিল ॥
চৈতন্যদাস নাম শুনি কহে গৌর রায়।
কিবা নাম ধরিয়াছ ? বুঝনে না যায় ॥
সেন কহে 'যে জানিল সেই ত ধরিল'।
এত বলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল ॥
জগন্নাথের প্রসাদ বহুমুল্য আনাইলা।
ভক্তগণ লঞা প্রভু ভোজনে বসিলা ॥
শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন।
অতিগুরু ভোজনে প্রভুর প্রসন্ন নহে মন ॥
আরদিন চৈতন্যদাস কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন ॥
দধি নেম্বু আদা আর কড়োরিয়া লোন।
সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥
প্রভু কহে এ বালক আমার মত জানে।
সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥
এত বলি দধিভাত করিল ভোজন।
চৈতন্যদাসেরে দিল উচ্ছিষ্ট ভাজন (১) ॥
চারি মাস এই মত নিমন্ত্রণে যায়।
কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায় ॥

(১) 'ভাজন'—পাত্র।

গদাধর পণ্ডিত, ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ইহাঁ সবার আছে ভিক্ষার দিবস নিয়ম ॥
গোপীনাথাচার্য্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর।
ভগবান্, রামভদ্রাচার্য্য, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥
মধ্যে মধ্যে ঘর-ভাতে করে নিমন্ত্রণ।
অন্যের নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি দুই পণ ॥
প্রথমে আছিল নির্ব্বন্ধ কৌড়ি চারি পণ।
রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ঘাটাইল (২) দুই পণ ॥
চারি মাস রহি গৌড়ের ভক্তে বিদায় দিলা।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা ॥
এই ত কহিল প্রভুর ভিক্ষা নিমন্ত্রণ।
ভক্তদত্ত বস্তু যৈছে করে আস্বাদন ॥
তারি মধ্যে রাঘবের ঝালি-বিবরণ।
তারি মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের কথন ॥
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্যের কথা।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা ॥
শুনিতে অমৃত সম জুড়ায় কর্ণ মন।
সেই ভাগ্যবান্ যেই করে আস্বাদন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্তদত্তা-
স্বাদনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

(২) 'ঘাটাইল'—কমাইল। অর্থাৎ দুই পণ গ্রহণ করেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নমামি হরিদাসং তং
চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং
স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—তং হরিদাসং (সেই হরিদাস ঠাকুরকে) তৎপ্রভুং তং চৈতন্যং চ নমামি (ও তাঁহার প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম করি)। যঃ (যে চৈতন্যদেব) সংস্থিতাম্ অপি (মৃত হইলেও) যন্মূর্ত্তিং (যে হরিদাস ঠাকুরের দেহকে) স্বাঙ্কে (নিজ-ক্রোড়ে) কৃত্বা ননর্ত্ত (স্থাপন পূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছিলেন।)

অনুবাদ।—হরিদাসকে নমস্কার করি। তাঁর প্রভু শ্রীচৈতন্যকেও নমস্কার করি। শ্রীচৈতন্য মৃত হরিদাসের দেহ কোলে তুলে নেচেছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয়াদ্বৈত-প্রিয়, নিত্যানন্দ-প্রিয় জয় ॥
জয় শ্রীনিবাসেশ্বর, হরিদাস-নাথ।
জয় গদাধর-প্রিয়, স্বরূপ প্রাণনাথ ॥
জয় কাশীশ্বর-প্রিয়, জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর।
জয় রূপ-সনাতন-রঘুনাথেশ্বর ॥
জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
কৃপা করি দেহ প্রভু নিজ পদ দান ॥
জয় নিত্যানন্দ জয় চৈতন্যের প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান ॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য্য।
স্বচরণে ভক্তি দেহ জয়াদ্বৈতাচার্য্য ॥
জয় গৌরভক্তগণ গৌর যাঁর প্রাণ।
সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান ॥
জয় রূপ সনাতন, জীব, রঘুনাথ।
রঘুনাথ গোপাল জয়, ছয় মোর নাথ ॥
এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ।
যৈছে তৈছে লিখি করি স্থাপন পাবন ॥

এই মত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গের ভক্তগণ লঞা কীর্ত্তন-বিলাস ॥
দিনে নৃত্য, কীর্ত্তন, ঈশ্বর-দরশন।
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস-আস্বাদন ॥
এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।
কৃষ্ণের বিরহ-বিকার অঙ্গে না আমায় (১) ॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে হয় ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি আর রামানন্দ রায়।
রাত্রিদিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায় ॥
একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া।
হরিদাসে দিতে গেল আনন্দিত হঞা ॥
দেখে হরিদাস ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন।
মন্দ মন্দ করিতেছে সংখ্যা-সংকীর্ত্তন ॥
গোবিন্দ কহে উঠি আসি করহ ভোজন।
হরিদাস কহে আজি করিব লঙ্ঘন ॥
সংখ্যাসংকীর্ত্তন নাহি পূরে কেমনে যাইব।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমনে উপেক্ষিব ॥
এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।
এক রঞ্চ (২) লঞা তার করিল ভক্ষণ ॥
আর দিনে মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি আইলা।
'সুস্থ হও হরিদাস', তাঁহারে পুছিলা ॥
নমস্কার করি তিঁহ কৈল নিবেদন।
শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি মন ॥
প্রভু কহে কোন ব্যাধি, কহ ত নির্ণয়।
তিঁহো কহে সংখ্যা সংকীর্ত্তন না পূরয় ॥

---

(১) 'অঙ্গে না আমায়'—অঙ্গে ধরে না, বাহিরে প্রকাশিত হয়।

(২) 'এক রঞ্চ'—একটি প্রসাদের কিয়দংশ।

প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেন ধর ॥
লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার ॥
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্ত্তন।
হরিদাস কহে শুন মোর সত্য নিবেদন ॥
হীন জাতিতে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
হীন কর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর ॥
অস্পৃশ্য অদৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা।
রৌরব (১) হৈতে কাড়ি বৈকুণ্ঠ চড়াইলা ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়।
জগৎ নাচাহ যৈছে যারে ইচ্ছা হয় ॥
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ (২) করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া ॥
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে (৩) তুমি মোর লয় চিত্তে ॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা ॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল-চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ-বদন ॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ ॥
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদ হয়।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময় ॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তোমার আগে।
এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে ॥
প্রভু কহে হরিদাস তুমি যে মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ॥
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা।
তোমার যোগ্য নহে যাও আমারে ছাড়িয়া ॥

চরণে ধরি কহে হরিদাস না করিহ মায়া।
অবশ্য অধমে প্রভু করিবে এই দয়া ॥
মোর শিরোমণি মহামহা যেই মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটি কোটি হয় ॥
আমা হেন এক কীট যদি মরি গেল।
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাহা
হানি হৈল ॥
ভক্তবৎসল প্রভু তুমি মুঞি ভক্তাভাস।
অবশ্য পূরাবে প্রভু মোর এই আশ ॥
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলুন আপনে।
ঈশ্বর দেখি আসি কালি দিবে দরশনে ॥
তবে মহাপ্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লঞা।
হরিদাসে দেখিতে আইলা বিলম্ব
তেজিয়া ॥
হরিদাসের আগে আসি দিল দরশন।
হরিদাস বন্দিল প্রভু আর বৈষ্ণব চরণ ॥
প্রভু কহে হরিদাস কহ সমাচার।
হরিদাস কহে প্রভু যে কৃপা তোমার ॥
অঙ্গনে আরম্ভিল প্রভু মহা-সংকীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্ত্তন ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি আদি যত প্রভুর গণ।
হরিদাস বেড়ি করে নাম সংকীর্ত্তন ॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম এ সবার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে ॥
হরিদাসের গুণ কহিতে হৈলা পঞ্চ মুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ ॥
হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হৈল মন।
সর্ব্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ ॥
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল ॥
স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্তের-পদরেণু মস্তকে ভূষণ ॥

(১) 'রৌরব'—নরক বিশেষ।
(২) 'প্রসাদ'—অনুগ্রহ।
(৩) 'লীলা সম্বরিবে'—অর্থাৎ অন্তর্হিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ বলে বার বার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রমণ ॥
মহাযোগেশ্বর প্রায় দেখি স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্য্যাণ (১) সবার হৈল স্মরণ ॥
হরিকৃষ্ণ শব্দ সবে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হৈলা বিহ্বল ॥
হরিদাসের তনু কোলে লইল উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
প্রভুর আবেশে আবেশ সর্ব্ব ভক্তগণে।
প্রেমাবেশে সবে নাচে করেন কীর্ত্তনে ॥
এইমত নৃত্য প্রভু করে কতক্ষণ।
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে কৈল সাবধান ॥
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া।
সমুদ্রে লঞা গেলা তবে কীর্ত্তন করিয়া ॥
অগ্রে মহাপ্রভু চলিল নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে ॥
হরিদাসে সমুদ্র-জলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল ॥
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন ॥
ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকায় গর্ত্ত করি তাহে শোয়াইল ॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন ॥
"হরিবোল হরিবোল" বলে গৌররায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তাঁর গায় ॥
তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল।
চৌদিকে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল ॥
তাঁহা বেড়িয়া প্রভু করে সংকীর্ত্তন।
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন ॥

(১) 'ভীষ্মের নির্য্যাণ'—ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন।

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে।
সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলি-রঙ্গে ॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি আইলা সিংহদ্বারে।
হরিসংকীর্ত্তন কোলাহল সমস্ত নগরে ॥
সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঁঞি।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই ॥
হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ ত আমারে ॥
শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া (২) উঠাইয়া।
প্রসাদ দিল প্রভুকে আনন্দিত হৈয়া ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি পসারিরে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লইয়া পসারি পসারে বসিল ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে ঘরে পাঠাইল।
চারি বৈষ্ণব চারি পিছোড়া (৩) সঙ্গে রাখিল ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি কহিলেন সব পসারিরে।
একেক দ্রব্যের একেক পুঞ্জা (৪) আনি দেহ মোরে ॥
এঁই মতে নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধাইয়া।
লইয়া আইলা চারি জনের মস্তকে চড়াইয়া ॥
বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা ॥
সব বৈষ্ণবেরে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনি পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি ॥
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প নাহি আইসে।
একক পাতে পঞ্চজনের ভক্ষ্য পরিবেশে ॥
স্বরূপ কহে প্রভু! বসি কর দরশন।
আমি ইঁহা সবা লঞা করি পরিবেশন ॥
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর।
চারিজন পরিবেশন করে নিরন্তর ॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
প্রভুকে সে দিনে কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ ॥

(২) 'চাঙ্গড়া'—চেঙ্গাড়ি।
(৩) 'পিছোড়া'—ঝোড়া।
(৪) 'পুঞ্জা'—রাশি।

আপনি কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা করাইল আগ্রহ করিয়া ॥
পুরী ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিল ॥
আকণ্ঠ পূরিয়া সবায় করাইল ভোজন।
'দেহ' 'দেহ' বলি প্রভু বলেন বচন ॥
ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য চন্দন ॥
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করে বরদান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন প্রাণ ॥
হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দরশন।
যেই তাঁহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন ॥
যেই তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যেবা করিল ভোজন ॥
অচিরে হইবে সবার কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে ঐছে হয় শক্তি ॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ-ভঙ্গ ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে ॥
ইচ্ছা মাত্র কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ ॥
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্নশূন্য হইলা মেদিনী ॥
জয় হরিদাস বলি কর হরিধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি ॥
সবে গায় 'জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ' ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল।
হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিল ॥
এই ত কহিল হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয় ॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসি-শিরোমণি ॥
শেষকালে দিল তাঁরে দর্শন-স্পর্শন।
তাঁরে কোলে করি কৈল আপনি নর্ত্তন ॥
আপনে শ্রীহস্তে তাঁরে কৃপায় বালু দিল।
আপনে প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল ॥
মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান্।
এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল প্রয়াণ ॥
চৈতন্যচরিত এই অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ মন তৃপ্ত করে যার একবিন্দু ॥
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি শুন তবে চৈতন্যচরিত্র ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণ-বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং
গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তা-
শ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥ ১

অন্বয়ঃ।—'হে' ভক্তাঃ (হে ভক্তগণ)। মুদা (হর্ষে) নিত্যং চৈতন্যচরিতামৃতং শ্রূয়তাং (নিত্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত শ্রবণ কর) গীয়তাং গীয়তাং (গান কর গান কর) চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাম্ (চিন্তা কর চিন্তা কর)।

অনুবাদ।—শ্রীচৈতন্যের চরিতকথার সুধা ভক্তজন তোমরা নিয়তই—প্রতিনিয়তই শ্রবণ কর, কীর্ত্তন কর ও মনন কর॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপাময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয়॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় কৃপার সাগর।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপাপূর্ণান্তর॥
অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ণ অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগ-দশা স্ফুরে নিরন্তর॥
হা! হা কৃষ্ণ! প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ মুরলীবদন॥
রাত্রি দিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ-রামানন্দ সনে॥
এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ।
প্রভু দেখিবারে সব করিলা গমন॥
শিবানন্দ সেন আর আচার্য্য গোঁসাঞি।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈল এক ঠাঁঞি॥
কুলীন গ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী।
একত্র মিলিল সবে নবদ্বীপে আসি॥
নিত্যানন্দ প্রভুরে যদি প্রভুর আজ্ঞা নাই।
তথাপি দেখিতে চলিলা চৈতন্য গোঁসাঞি॥
শ্রীনিবাস চারি ভাই সঙ্গেতে মালিনী।
আচার্য্য রত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী॥
শিবানন্দ পত্নী চলে তিন পুত্র লঞা।
রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি (১) সাজাইয়া॥
দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিধি আর যত জন।
দুই তিন শত ভক্ত কে করে গণন॥
শচীমাতা দেখি সবে তাঁর আজ্ঞা লঞা।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিয়া॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি-সমাধান (২)।
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান॥
সবার সব কার্য্য করেন দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান॥
এক দিন সব লোক ঘাটিয়ালে রাখিলা।
সবা ছাড়াইয়া শিবানন্দ একেলা রহিলা॥
সবে গিয়া রহিলা গ্রামের ভিতর বৃক্ষতলে।
শিবানন্দ বিনা বাসস্থান নাহি মিলে॥
নিত্যানন্দ প্রভু ভোখে (৩) ব্যাকুল হইয়া।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া॥
তিন পুত্র মরুক শিবার এভো না আইল।
ভোখে মরি গেনু মোরে বাসা না দেওয়াইল॥
শুনি শিবানন্দের পত্নী কাঁদিতে লাগিলা।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইলা॥
শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কাঁদিয়া।
পুত্রে শাপ দিছেন গোঁসাঞি বাসা না পাইয়া॥

---

(১) 'ঝালি'—পেটারী, পেঁটরা।
(২) 'ঘাটি-সমাধান'—পথকর প্রদানাদি।
(৩) 'ভোখে'—ক্ষুধায়।

তিঁহো কহে বাউলি (১) কেন মরিস্ কাঁদিয়া।
মরুক মোর তিন পুত্র তাঁর বালাই লঞা॥
এত বলি প্রভু পাশে গেলা শিবানন্দ।
উঠি তাঁরে লাথি মারিল প্রভু নিত্যানন্দ॥
আনন্দিত হৈল শিবাই পদ-প্রহার পাঞা।
শীঘ্র বাসাঘর কৈল গৌড় ঘর যাঞা॥
চরণে ধরি প্রভুকে বাসায় লঞা গেলা।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা॥
আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কৈলা।
যেন অপরাধ ভৃত্যের তেন ফল দিলা॥
শাস্তিছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণ রেণু।
হেন চরণস্পর্শ পাইল মোর অধম তনু॥
আজি মোর সফল হৈল জন্মকুলকর্ম্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি অর্থ-কাম-ধর্ম্ম॥
শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান।
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে দিল বাসাস্থান॥
নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র সব বিপরীত।
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি করে তার হিত॥
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম।
মামার অগোচরে কহে করি অভিমান॥
চৈতন্য-পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি।
ঠাকুরালি করেন গোঁসাঞি তাঁরে মারে লাথি॥
এত বলি শ্রীকান্ত বালক আগে চলি যান।
সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান॥
পেটাঙ্গী (২) গায়, করে দণ্ডবৎ নমস্কার।
গোবিন্দ কহে শ্রীকান্ত, আগে পেটাঙ্গী উতার॥
প্রভু কহে শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ।
কিছু না বলিহ করুক যাতে উহার সুখ॥
বৈষ্ণবের সমাচার গোঁসাঞি পুছিল।
একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইল॥
'দুঃখ পাঞা আসিয়াছে' এই প্রভুবাক্য শুনি।
জানিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভু এত অনুমানি॥
শিবানন্দে লাথি মারিল ইহা না কহিলা।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা॥
পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈল সবার মিলন।
স্ত্রীসব দূর হইতে কৈল প্রভু দরশন॥
বাসাঘর পূর্ব্ববৎ সবারে দেখাইল।
মহাপ্রসাদ ভোজনে সবে বোলাইল॥
শিবানন্দ তিন পুত্র গোঁসাঞিকে মিলাইল।
শিবানন্দ সম্বন্ধে সবায় বহু কৃপা কৈল॥
ছোটপুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল।
পরমানন্দ দাস নাম সেন জানাইল॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভুস্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা॥
এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
'পুরীদাস' বলি নাম ধরিও তাহার॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার॥
প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস।
'পুরীদাস' বলি প্রভু করে পরিহাস॥
শিবানন্দ যবে সেই বালকে মিলাইল।
মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল॥
শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধুর কে পাইবে পার।
যাঁর সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে আপনার॥
তবে সব ভক্ত লঞা করিল ভোজন।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল করি আচমন॥
শিবানন্দের প্রকৃতি (৩) পুত্র যাবৎ হেথায়।
আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায়॥
নদীয়াবাসী মোদক তার নাম পরমেশ্বর।
মোদক (৪) বেচে, প্রভুর বাটীর নিকট তার ঘর॥

(১) 'বাউলি'—পাগলিনী।
(২) 'পটাঙ্গী'—অঙ্গরক্ষক, জামা।
(৩) 'প্রকৃতি'—পত্নী।
(৪) 'মোদক'—মিষ্টান্ন, সন্দেশ ইত্যাদি।

বালককালে প্রভু তার ঘরে বারবার যান।
দুগ্ধখণ্ড মোদক দেয়, প্রভু তাহা খান॥
প্রভুবিষয় স্নেহ তার বালক-কাল হৈতে।
সে বৎসর স্নেহ আইল প্রভুকে দেখিতে॥
'পরমেশ্বরা মুঞি' বলি দণ্ডবৎ কৈল।
তাঁরে দেখি প্রীতে প্রভু তাঁহারে পুছিল॥
'পরমেশ্বর কুশলে হও? ভাল হইল আইলা'।
মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে সেহো প্রভুকে কহিলা॥
মুকুন্দার মাতার নাম শুনি প্রভুর সঙ্কোচ হইল।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিল॥
প্রশ্রয় পাগল শুদ্ধ বৈদগ্ধী না জানে (১)।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে॥
পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিয়া নর্ত্তন॥
চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা (২) কৈল দরশন।
মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ॥
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে।
সেই ব্যঞ্জন করি ভিক্ষা দেন ঘরভাতে (৩)॥
দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ।
রাত্রে কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভু করেন ক্রন্দন॥
এই মত নানা লীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেল।
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল॥
সব ভক্তগণ করে প্রভুর নিমন্ত্রণ।
সর্ব্ব ভক্তে কহে প্রভু মধুর বচন॥
প্রতি বৎসর সবে আইস আমারে দেখিতে।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও ভাল মতে॥
তোমা সবার দুঃখ জানি নারি নিষেধিতে।
তোমা সবার সঙ্গ-সুখ-লোভ বাড়ে চিত্তে॥

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল গৌড়ে রহিতে।
আজ্ঞা লঙ্ঘি আইসেন, কি পারি বলিতে॥
আচার্য্য গোঁসাঞি আইসেন মোরে কৃপা করি।
প্রেমঋণে বদ্ধ আমি শোধিতে না পারি॥
মোর লাগি স্ত্রী পুত্র গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি আইসেন ধাইয়া॥
আমি এই নীলাচলে রহিয়ে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি তোমা সবার লাগিয়া॥
সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কিছু ধন।
কি দিয়া তো সবার ঋণ করিব শোধন॥
দেহ মাত্র ধন আমার কৈলুঁ সমর্পণ।
তাঁহাই বিকাও যাহা বেচিতে তোমার মন॥
প্রভুর বচনে সবার দ্রবীভূত মন।
অঝোর নয়নে সবে করেন ক্রন্দন॥
প্রভু সবার গলা ধরি করেন রোদন।
কাঁদিতে কাঁদিতে সবায় কৈল আলিঙ্গন॥
সবাই রহিল কেহ যাইতে নারিল।
আর দিন পাঁচ সাত এই মতে গেল॥
অদ্বৈত, অবধূত কিছু কহে প্রভুর পায়।
সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায়॥
আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপাবাক্য-ডোরে।
তোমা ছাড়ি কেবা কোথা যাইবারে পারে॥
তবে মহাপ্রভু সবাকারে প্রবোধিয়া।
সবারে বিদায় দিল সুস্থির হইয়া॥
নিত্যানন্দে কহেন তুমি না আইস বারবার।
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার॥
চলিলা সব ভক্তগণ রোদন করিয়া।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হইয়া॥
নিজ কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিল সবারে।
মহাপ্রভুর কৃপা-ঋণ কে শোধিতে পারে॥
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তাতে তাঁহা ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
ঈশ্বর চরিত্র কিছু বুঝনে না যায়॥

---

(১) 'প্রশ্রয় পাগল'—অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত জন। 'শুদ্ধ'—সরলহৃদয়। 'বৈদগ্ধী'—চতুরতা।
(২) 'সব যাত্রা'—সমস্ত উৎসব।
(৩) 'ঘরভাতে'—গৃহে অন্নাদি পাক করিয়া।

পূর্ব্ব বর্ষ জগদানন্দ আই (১) দেখিবারে।
প্রভুর আজ্ঞা লইয়া আইল নদীয়া নগরে॥
আইর চরণ যাই করিল বন্দন।
জগন্নাথের প্রসাদ-বস্ত্র কৈল নিবেদন॥
প্রভুর নাম করি মাতাকে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রভুর বিনতি স্তুতি মাতারে কহিলা॥
জগদানন্দে পাঞা মাতা আনন্দিত মনে।
তিঁহো প্রভুর কথা কহে শুনি রাত্রিদিনে॥
জগদানন্দ কহে মাতা! কোন কোন দিনে।
তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে॥
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা।
মাতা আজি খাওয়াইলেক আকণ্ঠ ভরিয়া॥
আমি যাই ভোজন করি মাতা নাহি জানে।
সাক্ষাতে আমি খাই তিঁহো স্বপ্ন হেন মানে॥
মাতা কহে কভু রান্ধো উত্তম ব্যঞ্জন।
নিমাই ইহা খায় ইচ্ছা হয় মোর মন॥
পাছে জ্ঞান হয় মুঞি দেখিনু স্বপন।
পুন না দেখিয়া মোর ঝুরয়ে নয়ন॥
এই মত জগদানন্দ শচীমাতা সনে।
চৈতন্যের সুখ কথা কহে রাত্রি দিনে॥
নদীয়ার ভক্তগণ সবারে মিলিলা।
জগদানন্দে পাঞা সবে আনন্দ হৈলা॥
আচার্য্য মিলিতে তবে গেল জগদানন্দ।
জগদানন্দ পাঞা আচার্য্য হৈল আনন্দ॥
বাসুদেব, মুরারি গুপ্ত, জগদানন্দ পাঞা।
আনন্দে রাখিলেন ঘরে না দেন ছাড়িয়া॥
চৈতন্যের কর্ম্মকথা শুনে তাঁর মুখে।
আপনা পাসরে সবে চৈতন্য কথা সুখে॥
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্তঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে সেই মানে পাইল চৈতন্য॥

শিবানন্দ সেন-গৃহে যাইয়া রহিলা।
চন্দনাদি তৈল তাঁহা এক মাত্রা কৈলা॥
সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরি ভরিয়া।
নীলাচলে লঞা আইলা যতন করিয়া॥
গোবিন্দের ঠাঁঞি তৈল ধরিয়া রাখিল।
'প্রভুর অঙ্গে দিও তৈল' গোবিন্দে কহিল॥
তবে প্রভু ঠাঞি গোবিন্দ নিবেদন কৈল।
জগদানন্দ আনিয়াছেন চন্দনাদি তৈল॥
তাঁর ইচ্ছা প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্ত বায়ু ব্যাধি প্রকোপ শান্তি হঞা যায়॥
এক কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়েতে করিয়া।
ইঁহা আনিয়াছেন বহু যতন করিয়া॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার॥
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপ যেন জ্বলে।
তাঁর পরিশ্রম হৈব পরম সফলে॥
এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল।
মৌন করি রহিল পণ্ডিত কিছু না কহিল॥
দিনদশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আর বার।
পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল প্রভু করেন অঙ্গীকার॥
শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচনে।
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দনে॥
এই সুখ লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
আমার সর্ব্বনাশ তোমা সবার পরিহাস॥
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যে পাইবে।
দারী (২) সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে॥
শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা।
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভু ঠাঞি আইলা॥
প্রভু কহে পণ্ডিত তৈল আনিল গৌড় হৈতে।
আমি ত সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে॥
জগন্নাথে দেহ লইয়া দ্বীপ যেন জ্বলে।
তোমার সকল শ্রম হইব সফলে॥

(১) 'আই'—মাতা, শচীমাতা।

(২) 'দারী'—স্ত্রীসঙ্গী, লম্পট।

পণ্ডিত কহে কে তোমাকে কহে মিথ্যাবাণী।
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি॥
এত বলি ঘর হৈতে তৈল কলস লঞা।
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজঘরে গিয়া।
শুতিয়া রহিল ঘরে কপাট মারিয়া॥
তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাঞা।
উঠহ পণ্ডিত! করি কহেন ডাকিয়া॥
আজি ভিক্ষা দিবে মোরে করিয়া রন্ধনে।
মধ্যাহ্নে আসিব এবে যাই দরশনে॥
এত বলি প্রভু গেলা পণ্ডিত উঠিলা।
স্নান করি নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে।
পাদ-প্রক্ষালন করি দিলেন আসনে॥
সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈল।
কলার ডোঙ্গা ভরি ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিল॥
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী মঞ্জরী।
জগন্নাথের প্রসাদ পিঠাপানা আনি আগে ধরি॥
প্রভু কহে দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্ন-ব্যঞ্জন।
তোমায় আমায় আজি একত্র করিব ভোজন॥
হস্ত তুলি রহিলা প্রভু, না করে ভোজন।
তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম বচন॥
আপনি প্রসাদ লয়েন পাছে মুঞি লইমু।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিমু॥
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা।
ব্যঞ্জনের স্বাদু পাঞা কহিতে লাগিলা॥
ক্রোধাবেশে পাকের ঐছে এত স্বাদ।
এই ত জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ॥
আপনে খাইব কৃষ্ণ তাহার লাগিয়া।
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া॥
ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন॥

পণ্ডিত কহে যে খাইবে সেই পাককর্ত্তা।
আমি সব কেবল মাত্র সামগ্রী-আহর্ত্তা॥
পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে।
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু খায়েন হরিষে॥
আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইল ভোজন।
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ॥
বার বার প্রভুর হয় উঠিবারে মন।
পুনঃ সেইকালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন॥
কিছু বলিতে নারেন প্রভু খায়েন সব ত্রাসে।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে॥
তবে প্রভু কহে করি বিনয় সম্মান।
দশগুণ খাওয়াইলে এবে কর সমাধান॥
তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল আচমন।
পণ্ডিত আনি দিল মুখবাস মাল্যচন্দন॥
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে।
আমার আগে আজ তুমি করহ ভোজনে॥
পণ্ডিত কহে প্রভু যাই করুন বিশ্রাম।
মুঞি এবে লইব প্রসাদ করি সমাধান॥
রসুয়ের (১) কার্য্য করিয়াছে রামাই রঘুনাথ।
ইহা সবায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত॥
প্রভু কহে গোবিন্দ! তুমি ইঁহাই রহিবে।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে॥
এত কহি মহাপ্রভু করিলা গমন।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন॥
তুমি শীঘ্র যাই কর পাদসম্বাহনে।
কহিও পণ্ডিত এবে বসিলা ভোজনে॥
তোমারে প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া।
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইহ আসিয়া॥
রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ রঘুনাথ।
সবারে বাঁটিয়া পণ্ডিত দিল ব্যঞ্জন ভাত॥
আপনি প্রভুর প্রসাদ করিল ভোজন।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইল পুনঃ॥

জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়।
শীঘ্র সমাচার তুমি কহিবে আমায় ॥
গোবিন্দ আসি দেখি কহিলা পণ্ডিতের
ভোজন।
তবে মহাপ্রভু স্বাস্থ্যে করিলা শয়ন ॥
জগদানন্দে প্রভুর প্রেমা চলে এই মতে।
সত্যভামা কৃষ্ণে যেন শুনি ভাগবতে ॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে করিবে সীমা।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তিঁহই উপমা ॥
জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত (১) শুনে যেই জন।
প্রেমের স্বরূপ জানে পায় প্রেমধন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-তৈলভঞ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) 'প্রেমবিবর্ত্ত'—প্রেমের পরিণাম।
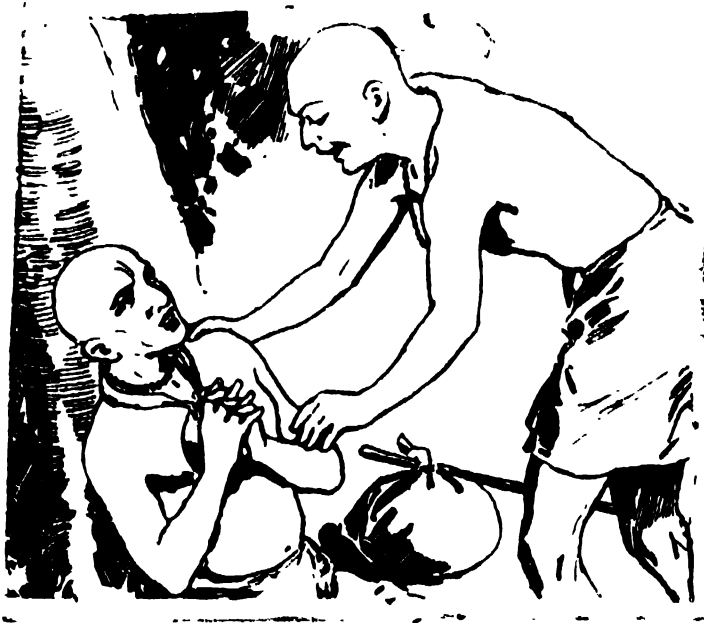
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা
ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈ-
র্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যস্য মনস্তনূ (যাঁর মন এবং দেহ) কৃষ্ণবিচ্ছেদ-জাতার্ত্ত্যা (শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত দুঃখে) ক্ষীণে চ অপি (ক্ষীণ হইয়াও) ভাবৈঃ ফুল্লতাং দধাতে, তং গৌরম্ আশ্রয়ে (শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় ভাবসমূহ দ্বারা প্রফুল্লতা ধারণ করে সেই গৌরাঙ্গের শরণ গ্রহণ করি)।

অনুবাদ।—আমি শ্রীগৌরাঙ্গের শরণ নিলাম। তাঁর দেহ মন কৃষ্ণবিরহের দুঃখে ক্ষীণ হলেও কৃষ্ণ-প্রেমভাবে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
হেন মতে মহাপ্রভু জগদানন্দ সঙ্গে।
নানামতে আস্বাদয় প্রেমের তরঙ্গে ॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দুঃখে ক্ষীণ মন-কায়।
ভাবাবেশে তবু কভু প্রফুল্লিত হয় ॥
কলার শরলাতে (১) শয়ন ক্ষীণ অতি কায়।
শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা লাগে গায় ॥
দেখি সব ভক্তগণের মহাদুঃখ হইল।
সহিতে নারে জগদানন্দ উপায় সৃজিল ॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি গৈরিক দিয়া রাঙ্গাইল।
শিমুলের তুলা দিয়া তাহা ভরাইল ॥
এক তুলী (২) গাণ্ডু গোবিন্দের হাতে দিল।
'প্রভুকে শোয়াইহ ইহায়' তাহাকে কহিল ॥
স্বরূপকে কহে জগদানন্দ বিনয় বচন।
আজি আপনি যাঞা প্রভুকে করাইহ শয়ন ॥
শয়নের কালে স্বরূপ তাঁহাই রহিলা।
তুলী-গাণ্ডু দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হৈলা ॥
গোবিন্দেরে পুছে 'ইহা করাইল কোন্ জন'।
জগদানন্দের নাম শুনি সঙ্কোচ হৈল মন ॥
গোবিন্দেরে কহি সেই তুলী দূর কৈল।
কলার শরলার উপর শয়ন করিল ॥
স্বরূপ কহে তোমার ইচ্ছা কি কহিতে পারি।
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি ॥
প্রভু কহে খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে ॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমাকে খাট তুলী গাণ্ডুমস্তক মুণ্ডন ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি আসি পণ্ডিতে কহিল।
শুনি জগদানন্দ মনে মহাদুঃখ পাইল ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে সৃজিল প্রকার।
কদলীর শুষ্ক পত্র আনিল অপার ॥
নখে চিরি চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈল।
প্রভুর বহির্ব্বাস দুইতে সে সব ভরিল ॥
এই মত দুই কৈল ওড়ন পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে ॥
তাতে শয়ন করে প্রভু দেখি সবে সুখী।
জগদানন্দের ভিতরে ক্রোধ বাহিরে মহাদুঃখী ॥
পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে।
প্রভু আজ্ঞা না দেন তাতে না পারে চলিতে ॥
ভিতরের ক্রোধ দুঃখ, প্রকাশ না কৈল।
মথুরা যাইতে প্রভুস্থানে আজ্ঞা মাগিল ॥
প্রভু কহে মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি।
আমায় দোষ লাগাইঞা তুমি হইবে ভিখারী ॥
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ।
পূর্ব্ব হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন ॥
প্রভুর আজ্ঞা নাহি তাতে না পারোঁ যাইতে।
এবে আজ্ঞা দেহ অবশ্য যাইব নিশ্চিতে ॥

(১) 'শরলা'—বাসনা। (২) 'তুলী'—তোষক।

প্রভুপ্রীতে তার গমন না করে অঙ্গীকার।
তিঁহো প্রভু ঠাঁঞি আজ্ঞা মাগে বার বার॥
স্বরূপ গোঁসাঞির ঠাঁই পণ্ডিত কৈল
নিবেদন।
পূর্ব্ব হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন॥
প্রভু আজ্ঞা বিনা তাঁহা যাইতে না পারি।
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে ক্রোঁধে
"যাহ" বলি॥
সহজেই মোর তাঁহা যাইতে মন হয়।
প্রভু আজ্ঞা লঞা দেহ করিঞা বিনয়॥
তবে স্বরূপ গোঁসাঞি কহে প্রভুর চরণে।
জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে॥
তোমার ঠাঁঞি আজ্ঞা এঁহো মাগে বারবার।
আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসে একবার॥
আই (১) দেখিতে যৈছে গৌড়দেশে যায়।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয়॥
স্বরূপ গোঁসাঞির বোলে প্রভু আজ্ঞা দিল।
জগদানন্দে বোলাইঞা তারে শিক্ষাইল॥
'বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দ যাবে পথে।
আগে সাবধান, যাবে ক্ষত্রিয়াদি সাথে॥
কেবল গৌড়িয়া পাইলে বাটপাড় করি বান্ধে।
সব লুটি বান্ধি রাখে যাইবারে নাদে॥
মথুরা গেলে সনাতন সঙ্গে রহিবা।
মথুরার স্বামী সবার চরণ বন্দিবা॥
দূরে রহি ভক্তি করিহ সঙ্গে না রহিবা।
তাঁ সবার আচার-চেষ্টা লইতে না পারিবা॥
সনাতন সঙ্গে করিহ বন দরশন।
সনাতনের সঙ্গে না ছাড়িবে একক্ষণ॥
শীঘ্র আসিহ তাঁহা না রহিও চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল॥
আমিহ আসিতেছি কহিও সনাতনে।
আমার তরে এক স্থান যেন করে বৃন্দাবনে'॥

(১) 'আই'—মাতা অর্থাৎ শ্রীশচীদেবীকে।

এত বলি জগদানন্দে কৈল আলিঙ্গন।
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ॥
সব ভক্তগণ ঠাঁঞি আজ্ঞা মাগিলা।
বনপথে চলি চলি বারাণসী আইলা॥
তপন মিশ্র চন্দ্রশেখর দুঁহারে মিলিলা।
তাঁর ঠাঁঞি প্রভুর কথা সকলি শুনিলা॥
মথুরা আসিয়া শীঘ্র মিলিলা সনাতনে।
দুই জনের সঙ্গে দুঁহে আনন্দিত মনে॥
সনাতন দর্শন করাইল তারে দ্বাদশ বন।
গোকুলে রহিলা দুঁহে দেখি মহাবন॥
সনাতন গোফাতে দুঁহে রহে এক ঠাঁঞি।
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই॥
সনাতন ভিক্ষা করেন যাই মহাবনে।
কভু দেবালয়ে, কভু ব্রাহ্মণ সদনে॥
সনাতন পণ্ডিতের করেন সমাধান।
মহাবনে দেন আনি মাগি অন্নপান॥
একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল।
নিত্যকৃত্য করি তিঁহো পাক চড়াইল॥
মুকুন্দ সরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে।
এক বহির্ব্বাস তিঁহ দিল সনাতনে॥
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া।
জগদানন্দের বাসাদ্বারে বসিলা আসিয়া॥
রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
মহাপ্রভুর প্রসাদ(২) জানি তাহারে পুছিলা॥
কাঁহা পাইলে এই তুমি রাতুল (৩) বসন।
মুকুন্দ সরস্বতী দিল, কহে সনাতন॥
শুনি পণ্ডিতের মনে দুঃখ উপজিল।
ভাতের হাঁণ্ডি লঞা তাঁরে মারিতে আইল॥
সনাতন তাঁরে জানি লজ্জিত হইয়া।
বলিতে লাগিল হাণ্ডি চুলাতে ধরিয়া॥
তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ প্রধান।
তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥

(২) 'প্রসাদ'—প্রসাদী বস্ত্র।
(৩) 'রাতুল'—রক্তবর্ণ।

অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন্ ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে॥
সনাতন কহে সাধু পণ্ডিত মহাশয়।
চৈতন্যের তোমা সম প্রিয় কেহ নয়॥
ঐছে চৈতন্য-নিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে॥
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম প্রত্যক্ষ দেখিল॥
রক্ত বস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না জুয়ায় (১)।
কোন পরদেশিকে (২) দিব কি কাজ ইহায়॥
পাক করি জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিল।
দুইজনে বসি তবে প্রসাদ পাইল॥
প্রসাদ পাঞা অন্যোন্যে কৈল আলিঙ্গন।
চৈতন্য বিরহে দুঁহে করেন ক্রন্দন॥
এই মত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে।
চৈতন্য বিরহ-দুঃখ না যায় সহনে॥
মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল সনাতনে।
আমিহ আসিতেছি রহিতে করিহ একস্থানে॥
জগদানন্দ পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিলা।
সনাতন প্রভুকে কিছু ভেট বস্তু দিলা॥
রাসস্থলীর বালু আর গোবর্দ্ধনের শিলা।
শুষ্ক পক্ক পিলুফল আর গুঞ্জামালা॥
জগদানন্দ পণ্ডিত চলিলা সব লঞা।
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তারে বিদায় দিয়া॥
প্রভুর নিমিত্ত এক স্থান বিচারিল।
দ্বাদশ আদিত্যটিলায় (৩) মঠ এক পাইল॥
সেইস্থান রাখিল গোঁসাঞি সংস্কার করিয়া।
মঠের আগে রহিল এক ছাউনি বান্ধিয়া॥
শীঘ্র চলি নীলাচলে গেল জগদানন্দ।
সব ভক্তসহ গোঁসাঞি পরম আনন্দ॥

প্রভুর চরণ বন্দি সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা॥
সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈল।
রাসস্থলীর বালু আদি সব ভেট দিল॥
সব দ্রব্য রাখিল পিলু দিলেন বাঁটিয়া।
বৃন্দাবনের ফল বলি খাইল হৃষ্ট হঞা॥
যে কেহ জানে সেই আঁঠি সহিত গিলিল।
যে না জানে গৌড়িয়া পিলু চিবাঞা খাইল॥
মুখে তার ছাল গেল জিহ্বায় পড়ে লালা।
বৃন্দাবনের পিলু খাইতে সেই এক খেলা॥
জগদানন্দের আগমনে সবার উল্লাস।
এই মতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস॥
একদিন প্রভু যমেশ্বর-টোটা যাইতে।
সেই কালে দেবদাসী (৪) লাগিলা গাইতে॥
গুর্জ্জরী রাগ লঞা সুমধুর স্বরে।
গীতগোবিন্দ পদ গায় জগ-মন হরে॥
দূরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ।
স্ত্রী পুরুষ কেবা গায় না জানে বিশেষ॥
তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা।
পথে শিজের (৫) বাড়ি হয় ফুটিয়া চলিলা॥
অঙ্গে কাঁটা লাগিল ইহা কিছু না জানিলা।
আস্তেব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছেতে ধাইলা॥
ধাঞা যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
স্ত্রী গায় বলি, গোবিন্দ প্রভু কৈল কোলে॥
স্ত্রীনাম শুনি প্রভুর বাহ্য হৈলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি (৬) চলিলা॥
প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রী স্পর্শ হৈলে আমার হইত মরণ॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।
গোবিন্দ কহে জগন্নাথ রাখে মুঞি কোন্ ছার॥

(১) 'জুয়ায়'—উচিত হয়।
(২) 'পরদেশিকে'—বিদেশী ব্যক্তিকে।
(৩) 'দ্বাদশআদিত্যটিলায়'—তন্নামক স্থানে।

(৪) 'দেবদাসী'—শ্রীজগন্নাথের অগ্রে নৃত্যগীতাদি-কারিণী নারীবিশেষ।
(৫) 'শিজের'—মনসা নামক কণ্টকবৃক্ষ বিশেষের।
(৬) 'বাহুড়ি'—ফিরিয়া।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত— (অন্ত্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, ৫৯০ পৃষ্ঠা)।

স মে মদনমোহনঃ সখি!
তনোতি নেত্রস্পৃহাম্ ।

প্রভু কহে তুমি মোর সঙ্গেই রহিবা।
যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হৈবা॥
এত বলি নেউটি প্রভু গেলা নিজ স্থানে।
শুনি মহাভয় হৈল স্বরূপাদি মনে॥
হেথা তখন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য।
প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য॥
কাশী হৈতে চলিলা তিঁহ গৌড়পথ দিয়া।
সঙ্গে সেবক চলে তার ঝালি বহিঞা॥
পথে তারে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তিঁহো রাজার বিশ্বাস (১)॥
সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ কাব্যপ্রকাশ অধ্যাপক।
পরম বৈষ্ণব, রঘুনাথ উপাসক॥
অষ্ট প্রহর রামচন্দ্র জপে রাত্রিদিনে।
সর্ব্বত্যাগী চলিলা জগন্নাথ দরশনে॥
রঘুনাথ ভট্টের সনে পথেতে মিলিলা।
ভট্টের ঝালি মাথায় করি বহিয়া চলিলা॥
নানা সেবা করি করে পাদ-সম্বাহন।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কুচিত মন॥
তুমি বড় লোক পণ্ডিত মহাভাগবতে।
সেবা না করিহ সুখে চল মোর সাথে॥
রামদাস কহে আমি শূদ্র অধম।
ব্রাহ্মণের সেবা এই মোর নিজ ধর্ম্ম॥
সঙ্কোচ না কর তুমি আমি তোমার দাস।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস॥
এত বলি ঝালি বহে করেন সেবনে।
রঘুনাথের তারক-মন্ত্র জপে রাত্রিদিনে॥
এই মতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
মহাপ্রভুর চরণে যাই মিলিলা কুতূহলে॥
দণ্ড প্রণাম করি ভট্ট পড়িলা চরণে।
প্রভু রঘুনাথ জানি কৈলা আলিঙ্গনে॥

(১) 'বিশ্বাসখানার'—তন্নামক স্থানের। 'রাজ-বিশ্বাস'—রাজার প্রিয়পাত্র। কিংবা রাজপ্রদত্ত বিশ্বাস এই উপাধিপ্রাপ্ত।

মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা।
মহাপ্রভু তাঁ সবার বার্ত্তা পুছিলা॥
ভাল হৈল আইলে, দেখ কমললোচন।
আজি আমার হেথা করিবে প্রসাদ ভোজন॥
গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইলা।
স্বরূপাদি ভক্তগণ সনে মিলাইলা॥
এই মত প্রভুর সঙ্গে রহিলা অষ্ট মাস।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বাড়য়ে উল্লাস॥
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করে নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন॥
রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশেষ পাত্র ভট্টের ভক্ষণ॥
রামদাস প্রথম যবে প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তারে কৃপা না করিলা॥
অন্তরে মুমুক্ষু (২) তিঁহো বিদ্যাগর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥
রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস।
পট্টনায়কের গোষ্ঠীকে (৩) পড়ায় কাব্য-প্রকাশ॥
অষ্ট মাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
'বিবাহ না করিহ' বলি নিষেধ করিলা॥
বৃদ্ধ মাতা পিতা যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত করহ অধ্যয়ন॥
পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তার গলে॥
আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তারে দিলা।
প্রেমে গর গর ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা॥
স্বরূপাদি ভক্ত ঠাঁঞি আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা পাঞা॥

(২) 'মুমুক্ষু'—মুক্তি পাইবার অভিলাষী।
(৩) 'গোষ্ঠীকে'—অর্থাৎ পুত্রাদিকে।

চারি বৎসর ঘরে পিতা মাতা সেবা কৈলা।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ঠাঁঞি ভাগবত পড়িলা ॥
পিতা মাতা কাশী পাইলে উদাসান হঞা।
পুনঃ প্রভুর ঠাঁঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া ॥
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু-পাশ ছিলা।
অষ্টমাস রহি পুনঃ প্রভু আজ্ঞা দিলা ॥
আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তাঁহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন স্থানে ॥
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা ॥
চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটাপান বিঁড়া (১) মহোৎসবে পাঞাছিলা ॥
সেই মালা ছুটাপান প্রভু তারে দিলা।
ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা ॥
প্রভু-ঠাঁঞি আজ্ঞা লঞা আইলা বৃন্দাবন।
আশ্রয় করিলা আসি রূপসনাতন ॥
রূপগোঁসাঞির সভাতে করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন ॥
অশ্রু কম্প গদ্গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র কণ্ঠ রোধে বাষ্প না পারে পড়িতে (২) ॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে ॥
গোবিন্দ-চরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ যাহার প্রাণ-ধন ॥
নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল (৩)।
বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল ॥
গ্রাম্যবার্ত্তা (৪) নাহি শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায় ॥
বৈষ্ণবের নিন্দকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে এই মাত্র জানে ॥
মহাপ্রভুর দত্তমালা মননের কালে।
প্রসাদ কড়ার সহ বান্ধিলেন গলে ॥
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল।
এই ত কহিল তাতে চৈতন্য কৃপাফল ॥
জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবন আগমন।
তার মধ্যে দেবদাসীর গান শ্রবণ ॥
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা-প্রেমফল।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল ॥
যে এই সব কথা শুনে শ্রদ্ধা করি।
তারে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-বৃন্দাবনগমনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

---

(১) 'ছুটাপান বিঁড়া'—ছুটা নামক পানের খিলি।

(২) বাষ্প (নেত্রজল) নেত্র ও কণ্ঠকে রোধ করাতে পড়িতে পারেন না।

(৩) শ্রীবৃন্দাবনে বর্ত্তমান শ্রীগোবিন্দের পুরাতন মন্দির শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য জয়পুররাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

(৪) 'গ্রাম্যবার্ত্তা'—বৈষয়িক আলাপ ইত্যাদি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদ্‌যদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা॥ ১

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা (শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিতবিভ্রমবশে) মনসা বপুষা (মন এবং দেহ দ্বারা) ধিয়া (বুদ্ধির দ্বারা) গৌরাঙ্গঃ যৎ যৎ ব্যধত্ত (গৌরাঙ্গ যাহা যাহা বিধান করিয়াছিলেন) অধুনা তল্লেশঃ কথ্যতে (অধুনা তাহার কিঞ্চিন্মাত্র বলিতেছি)।

অনুবাদ।—কৃষ্ণ বিরহে বিভ্রান্ত হয়ে মন-দেহ-বুদ্ধি দিয়ে গৌরাঙ্গ যা যা করেছিলেন তার কিছু কিছু এখন বলছি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌরপ্রিয়তম॥
জয় স্বরূপ শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্য বর্ণন॥
প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর॥
বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে।
সেই বুঝে বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যারে॥
স্বরূপ গোঁসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা-প্রকাশ॥
সেই কালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চাকর্ত্তা রহে দূরদেশে॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চা গ্রন্থন॥
স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি-টীকা-ব্যবহার॥
তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাবের বর্ণন।
হইবে ভাবেতে জ্ঞান পাইবে প্রেমধন॥
কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥
উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ॥
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধাজ্ঞান॥
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় কি ইহা বিস্ময়।
অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবপ্রকরণে ১৩৭ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্

এতস্য মোহনাখ্যস্য
গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী
দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥
উদ্‌ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যা-
স্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—কাম্ অপি (অনির্ব্বচনীয়) গতিম্ উপেয়ুষঃ (বৈচিত্রী প্রাপ্ত) এতস্য মোহনাখ্যস্য (এই মোহন নামক ভাবের) ভ্রমাভা (ভ্রমসদৃশী) কাপি বৈচিত্রী (কোন এক অদ্ভুত বৈচিত্রী) দিব্যোন্মাদঃ ইতি ঈর্য্যতে (ইহা দিব্যোন্মাদ কথিত হয়) উদ্‌ঘূর্ণা-চিত্র-জল্পাদ্যাঃ (উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্প প্রভৃতি) বহবঃ তদ্ভেদাঃ মতাঃ (তাহার অনেক ভেদ কথিত হয়)।

অনুবাদ।—এই মোহনেরই এক বিশেষ পরিণতি—এক ভ্রান্তিময় বৈচিত্র্যকে দিব্যোন্মাদ বলে। উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্প ইত্যাদি তার অনেক ভেদ॥ ২॥

একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে, দেখেন স্বপন॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দর-দেহ মুরলীবদন।
পীতাম্বর বনমাল মদনমোহন॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু এই জ্ঞান হৈলা॥

প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা।
জাগিলে স্বপ্ন হইল জ্ঞান প্রভু দুঃখী হৈলা॥
দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন।
কালে যাই কৈল জগন্নাথ দরশন॥
যাবৎকাল দর্শন করে গরুড়ের পাছে।
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে॥
উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া॥
দেখি গোবিন্দ আস্তেব্যস্তে স্ত্রীকে বর্জ্জিলা।
তাঁরে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা॥
আদিবশ্যা (১) এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥
আস্তেব্যস্তে সেই স্ত্রী ভূমিতে নামিলা।
মহাপ্রভুকে দেখি চরণ বন্দন করিলা॥
তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা।
এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা॥
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে।
মোর কান্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে॥
অহো ভাগ্যবতী এই বন্দ ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয়॥
পূর্ব্বে যবে আসি কৈল জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাঁহা তাঁহা দেখে সর্ব্বত্র মুরলীবদন॥
এবে যদি স্ত্রী দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল॥
কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ ঐছে হৈল মন।
কাঁহা কুরুক্ষেত্র আইলাম কাঁহা বৃন্দাবন॥
প্রাপ্তরত্ন হারাইলা ঐছে ব্যগ্র হইলা।
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা॥
ভূমির উপরে বসি নিজ নখে ভূমি লেখে।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে॥

(১) 'আদি-বশ্যা'—আদি (প্রথম) বশ্যা অর্থাৎ বিচারানভিজ্ঞ মহামূর্খ।

পাইলুঁ বৃন্দাবননাথ পুনঃ হারাইনু।
কে মোরে নিলেক কৃষ্ণ কোথা মুঞি আইনু॥
স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গরগর (২) মন।
বাহ্য হৈলে হয় যেন হারাইল ধন॥
উন্মত্তের প্রায় কভু করে গান নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নান-ভোজনকৃত্য॥
রাত্রি হইলে স্বরূপ রামানন্দে লঞা।
আপন মনের বার্ত্তা কহে উঘাড়িয়া (৩)॥

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ

প্রাপ্তপ্রনষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা
যযৌ বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে
বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—প্রাপ্তপ্রনষ্টাচ্যুতবিত্তঃ (শ্রীকৃষ্ণরূপ ধনকে প্রথম প্রাপ্ত হইয়া পরে হারাইয়া) মে (আমার) আত্মা (মন) বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ (বিরহদুঃখে উজ্ঝিত অর্থাৎ পরিত্যক্ত দেহরূপ গেহ) গৃহীত-কাপালিকধর্ম্মকঃ (অবলম্বিতযোগিধর্ম্ম) সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ (ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যবৃন্দ সহ) বৃন্দাবনং যযৌ (শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছে)।

অনুবাদ।—কৃষ্ণ-ধনকে আমার আত্মা পেয়েও হারিয়েছে। তাই বিষণ্ণ হ'য়ে সে দেহের গৃহ পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছে। যোগীর ধর্ম্মকে গ্রহণ ক'রে সে ইন্দ্রিয়ের শিষ্যগুলিকে নিয়ে বৃন্দাবনে চলে গেছে॥ ৩॥

যথা রাগঃ—

প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইয়া, তার গুণ সোঙরিয়া (৪)
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হাহা হরিহরি
ধৈর্য্য গেল হইল চাপল॥

(২) 'গরগর'—উদ্দীপ্ত।
(৩) 'উঘাড়িয়া'—প্রকাশ করিয়া।
(৪) 'সোঙরিয়া'—স্মরণ করিয়া।

শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক বেদধর্ম্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারী ॥
কৃষ্ণলীলা মণ্ডল (১), শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর (২)।
সেই কুণ্ডল কানে পরি, তৃষ্ণা-লাউ-থালি ধরি
আশা-ঝুলি কান্ধের উপর (৩) ॥
চিন্তা-কাঁন্থা উড়ি গায়, ধূলিবিভূতিমলিনকায়
হাহা কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর।
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে, লোভের ঝুলনি মাথে
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥
ব্যাসশুকাদি যোগিজন, কৃষ্ণআত্মানিরঞ্জন(৪)
ব্রজে তার যত লীলাগণ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ ॥
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহা বাউল নাম ধরি,
শিষ্য লঞা করিল গমন।
মোর দেহ স্বসদন (৫), বিষয় ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥

বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর জঙ্গম,
বৃক্ষলতা গৃহস্থ আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল মূল পত্রাশন
এই বৃত্তি (৬) করে শিষ্যগণে ॥
কৃষ্ণগুণ রূপরস, গন্ধ শব্দ পরশ,
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা সবার গ্রাস শেষে, আনে পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥
শূন্য কুঞ্জমণ্ডপ কোণে, যোগাভ্যাসকৃষ্ণধ্যানে
তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥
মন কৃষ্ণ বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশদশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেল পলাইঞা
শূন্য মোর শরীর আলয় ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয় ॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদপ্রকরণে
৬৪ শ্লোকঃ

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ
তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো
মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—অত্র (বিরহে) চিন্তা, জাগরঃ নিদ্রা-হীনতা), উদ্বেগঃ, তানবং, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপঃ, ব্যাধিঃ, উন্মাদঃ, মোহঃ, মৃত্যুঃ 'ইতি' দশ দশাঃ, 'উক্তাঃ'।

অনুবাদ।—মাথুর বিরহজনিত শ্রীকৃষ্ণের বিরহে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তানব (দেহের কৃশতা), শরীরের মলিনতা, প্রলাপ, ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু—এই দশ দশা ॥ ৪ ॥

(১) কাপালিকযোগিগণের নরকপালাস্থির দ্বারা নির্ম্মিত কুণ্ডল কর্ণে, হস্তে অলাবুপাত্র, কন্থাধারণ, ভস্মে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত, এবং গুরুদত্ত দ্বাদশ গুণসূত্র হাতে বাঁধা ও মাথায় বস্ত্রখণ্ডের ঝুলনা থাকে; এবং তাঁহারা একান্তে নিরঞ্জন আত্মার চিন্তা করিয়া থাকেন ও তাহাদের শিষ্যগণ গৃহস্থাশ্রম হইতে যাহা ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করে, তাহা দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন। এই কাপালিক ধর্ম্ম মন গ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ মন আমার কাপালিকযোগী হইয়াছে, ইহাই রূপকের দ্বারা দেখাইতেছেন।

(২) 'শুক কারিকর'—শুকদেব গোস্বামিরূপ শিল্পকার।

(৩) 'থালি'—ভিক্ষাপাত্র। প্রাপ্তীচ্ছার নাম তৃষ্ণা। এখানে তৃষ্ণাকে লাউ-থালি (অলাবু-পাত্র) বলা হইয়াছে।

(৪) 'কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন'—পরমাত্মা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। (৫) 'স্বসদন'—নিজগৃহ।

(৬) 'বৃত্তি'—জীবিকানির্ব্বাহ।

এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে।
কভু কোন দশা উঠে স্থির নহে মনে ॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি করে কৃষ্ণলীলা-গান।
দুই জনে কৈল কিছু প্রভুর বাহ্য জ্ঞান ॥
এই মত অর্দ্ধ রাত্রি কৈল নির্ব্বাহণ।
ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভুকে করাইল শয়ন ॥
রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজ ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ দুই শুইল দুয়ারে ॥
সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।
উচ্চ করি করে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন ॥
প্রভুর শব্দ না পাইয়া স্বরূপ কবাট কৈল দূরে।
তিন দ্বার দেওয়া আছে প্রভু নাহি ঘরে ॥
চিন্তিত হইল সবে প্রভু না দেখিয়া।
প্রভু চাহি বুলে সবে দেউটি (১) জ্বালিয়া ॥
সিংহদ্বারের উত্তর দিশায় আছে এক ঠাঞি।
তার মধ্যে পড়িয়াছেন চৈতন্য গোঁসাঞি ॥
দেখি স্বরূপ গোঁসাঞিআদি আনন্দিত হইলা।
প্রভুর দশা দেখি পুনঃ চিন্তিত হইলা ॥
প্রভু পড়িয়াছে দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥
এক এক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন তিন হাত।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম মাত্র আছে তাত ॥
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
এক এক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥
চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়া ॥
মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান নয়ান।
দেখিতেই সব ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।
প্রভুর কানে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা ॥

(১) 'দেউটি'—মশাল।

বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
হরিবোল বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা ॥
চেতন হইতে অস্থিসন্ধি সকল লাগিল।
পূর্ব্ব প্রায় যথাযোগ্য শরীর হইল ॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
গৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥

তথাহি—স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ
চতুর্থঃ শ্লোকঃ

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে
ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বা-
দ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা
বিকলাবকলং গদ্গদবাচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো
হৃদয়ে উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—ক্বচিৎ মিশ্রাবাসে (কোন সময়ে কাশীমিশ্র ভবনে) ব্রজপতিসুতস্য (শ্রীকৃষ্ণের) উরুবিরহাৎ (দারুণবিরহদুঃখে) শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাৎ (শিথিলিতদেহসন্ধি) ভুজপদোঃ অধিকদৈর্ঘ্যং দধৎ (ভুজপদের অধিকতর দৈর্ঘ্য ধারণকারী) ভূমৌ লুঠন্ (ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া) বিকলবিকলং কাক্বা গদ্গদবাচা (অতি কাতর ভাবে গদগদ কাকু বাক্যে) রুদন্ (রোদনকারী) শ্রীগৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিয়াছেন)।

অনুবাদ।—কাশীমিশ্রের ঘরে একদিন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত কাতর হওয়ায় তাঁর সন্ধিস্থানগুলি শিথিল হওয়াতে হাত পাগুলি খুব দীর্ঘ হ'য়ে পড়েছিল। তিনি মাটিতে গড়াতে গড়াতে গদ্গদ বাক্যে, কাতর হ'য়ে—বিকল হ'য়ে রোদন করেছিলেন। তাঁর সেই রোদনের অবস্থা স্মরণ ক'রে হৃদয় আমার পাগল হ'য়ে উঠেছে ॥ ৫ ॥

সিংহদ্বার দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল।
কাঁহা কর কিবা এই (২) স্বরূপে পুছিল ॥

(২) 'কাঁহা কর'—কি কার্য্য কর। 'কিবা এই'—অর্থাৎ কেন।

স্বরূপ কহে উঠ প্রভু চল নিজঘর।
তথাই তোমারে সব করিব গোচর॥
এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেলা।
তাঁহার অবস্থা সব তাঁহারে কহিলা॥
শুনি মহাপ্রভুর বড় হইল চমৎকার।
প্রভু কহে কিছু স্মৃতি নাহিক আমার॥
সবে দেখি হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া করে অন্তর্দ্ধান॥
হেনকালে জগন্নাথের পানিশঙ্খ বাজিলা।
স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেলা॥
এই ত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥
লোকে নাহি দেখে ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসিশিরোমণি॥
শাস্ত্রলোকাতীত যেই যেই ভাব হয়।
ইতরলোকের তাতে না হয় নিশ্চয়॥
রঘুনাথ দাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
চটক পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে॥
গোবর্দ্ধন-শৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২১ অং ১৮ শ্লোকঃ

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোপগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সূযবসকন্দর-কন্দমূলৈঃ॥ ৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৮ পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৬॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে নাহি পায় লাগে॥
ফুকার (১) পড়িল মহাকোলাহল হৈল।
যেই যাঁহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল॥

(১) 'ফুকার'—চীৎকার।

স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর।
রামাই নন্দাই নীলাই পণ্ডিত শঙ্কর॥
পুরী ভারতী গোঁসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে।
ভগবান্ আচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে॥
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভ-ভাব পথে হৈল চলিতে নাহি শক্তি॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপর রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার॥
প্রতিরোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার (২)॥
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিল যেন গঙ্গাযমুনাধার॥
বৈবর্ণ্যে শঙ্খপ্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রতরঙ্গ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা॥
করোয়ার (৩) জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন।
বহির্ব্বাস লঞা করে অঙ্গসংব্যজন॥
স্বরূপাদিগণ তাঁহা আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা॥
প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার (৪)।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
শীতল জলে করে প্রভুর অঙ্গসম্মার্জ্জনে॥
এইমত বহুবার করিতে করিতে।
হরিবোল বলি প্রভু উঠিলা আচম্বিতে॥
আনন্দে বৈষ্ণব সবে বলে "হরি হরি"।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ভরি॥
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি উতি চায়।
যে দেখিতে চাহে তাহা দেখিতে না পায়॥

(২) 'উচ্চার'—উচ্চারণ।
(৩) 'করোয়ার'—কমণ্ডলুর।
(৪) 'অষ্ট সাত্ত্বিক'—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বর-ভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।

বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হৈল।
স্বরূপ গোঁসাঞিকে কিছু পুছিতে লাগিল॥
গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইঁহা আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল॥
ইঁহা হৈতে আজি মুঞি গেনু গোবর্দ্ধন।
দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধন-চারণ॥
গোবর্দ্ধন চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু॥
বেণুনাদ শুনি আইলা রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁর রূপ ভাব সখি বর্ণিতে না জানি॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখিগণ কহে মোকে ফুল উঠাইতে॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাঁহা হৈতে ধরি মোরে ইঁহা লঞা আইলা॥
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে॥
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন॥
হেনকালে আইলা পুরী ভারতী দুইজন।
দুঁহে দেখি মহাপ্রভুর হৈল সংভ্রম॥
নিপট্ট বাহ্য হৈল, প্রভু দুঁহাকে বন্দিলা।
মহাপ্রভুকে দুইজন প্রেম আলিঙ্গন কৈলা॥
প্রভু কহে দুঁহে কেনে আইলা এতদূরে।
পুরী গোঁসাঞি কহে তোমার নৃত্য দেখিবারে॥
লজ্জিত হইল প্রভু পুরীর বচনে।
সমুদ্রের আড়ে আইলা সব বৈষ্ণব সনে॥
স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা।
সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা॥
এই ত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাব।
ব্রহ্মাদি কহিতে নারে যাহার প্রভাব॥
চটকগিরি গমন-লীলা রঘুনাথ দাস।
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥

তথাহি—স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ অষ্টমাঙ্কে

সমীপে নীলাদ্রেঃ-
শ্চটকগিরিরাজস্য কলনাদয়ে
গোষ্ঠে গোবর্দ্ধন-
গিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা
প্রমদ ইব ধাবন্নধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো
হৃদয় উদয়ন্মাং উদয়তি॥ ৭

অন্বয়ঃ।—নীলাদ্রেঃ সমীপে (নীলাচলের নিকটে) চটকগিরি-রাজস্য কলনাৎ (চটকগিরিরাজের দর্শনে) অয়ে গোষ্ঠে (বান্ধবগণ ব্রজে) গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুং (গোবর্দ্ধনগিরিরাজকে দেখিতে) ইতঃ ব্রজন্ অস্মি (এ স্থান হইতে যাইতেছি) ইত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব (এই বলিয়া প্রমত্তের ন্যায়) ধাবন্ স্বৈঃ গণৈঃ (ধাবমান হইয়া নিজগণ কর্ত্তৃক) অবধৃতঃ গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (ধৃত গৌরাঙ্গদেব হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন)।

অনুবাদ।—নীলাদ্রির কাছে চটক পর্ব্বত দেখে —"গোষ্ঠে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতরাজকে দেখতে যাচ্ছি" —এই কথা ব'লে পাগলের মত ছুটে গিয়েছিলেন গৌরাঙ্গ। তাঁর ভক্তগণ তাঁকে ধরে রেখেছিলেন। গৌরাঙ্গের সেই মূর্ত্তি আমার মনে প'ড়ে আমাকে পাগল ক'রে তুলেছে।

এবে যত কৈল প্রভু অলৌকিক লীলা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা॥
সংক্ষেপ কহিয়া করি দিগ্‌দরশন।
ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণপ্রেমধন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটকগিরি-
গমনরূপ-দিব্যোন্মাদ-বর্ণনং নাম
চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভুবি দর্শিতা॥ ১

অন্বয়ঃ।—দুর্গমে (দুর্ব্বোধ) কৃষ্ণভাবাব্ধৌ (কৃষ্ণপ্রেমার্ণবে) নিমগ্নোন্মগ্ন-চেতসা (নিমগ্ন ও উন্মগ্ন-চিত্ত) গৌরেণ হরিণা (শ্রীগৌরহরি দ্বারা) ভুবি প্রেমমর্য্যাদা দর্শিতা (পৃথিবীতে প্রেমের সীমা প্রদর্শিত হইয়াছে)।

অনুবাদ।—কৃষ্ণপ্রেমের দুর্গম সাগরে ডুবেছে ও ভেসেছে যাঁর মন সেই গৌরহরি জগতে কৃষ্ণপ্রেমের চরম সীমা দেখিয়ে গেছেন॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ কলেবর॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্য প্রিয়তম।
জয় জয় শ্রীনিবাস আদি ভক্তগণ॥
এইমতে মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে॥
কভু ভাবে মগ্ন কভু অর্দ্ধ বাহ্যস্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি তিন রীতে প্রভুর স্থিতি॥
স্নান দর্শন ভোজন দেহস্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়॥
একদিন করে প্রভু জগন্নাথ-দরশন।
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
একিবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ (১)।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ॥
এক মন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণে টানে।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল আগেয়ানে॥
হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিলা।
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইলা॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জন লঞা।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠ ধরিয়া॥

কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখাকে কহেন আপন উৎকণ্ঠা কারণ॥
সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকার্থ শুনায় দুঁহাকে করিয়া বিলাপ॥

তথাহি।—গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৩ শ্লোকঃ

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনা-
চিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ
কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ
পীযূষরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ
পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে॥ ২

অন্বয়ঃ।—হে আলি (হে সখি) সৌন্দর্য্যামৃত-সিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ (রমণীদের মন রূপ পর্ব্বতকে যাঁহার সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত-সাগরের তরঙ্গ প্লাবিত করে) কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ (যাঁহার মধুর পরিহাস-বাক্য কর্ণের আনন্দ দান করে) কোটীন্দু-শীতাঙ্গকঃ (যাঁহার অঙ্গ কোটী চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল) সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ (যাঁহার দেহের সৌরভে জগৎ যেন অমৃত-বন্যায় প্লাবিত হয়) পীযূষরম্যাধরঃ (যাঁহার অধর অমৃত হইতে মধুর) সঃ শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ (সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ) বলাৎ (বলপূর্ব্বক) মে পঞ্চেন্দ্রিয়াণি (আমাব পঞ্চ ইন্দ্রিয়) কর্ষতি (আকর্ষণ করিতেছেন)।

অনুবাদ।—হে সখি! নন্দসুত কৃষ্ণ আমার পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে সজোরে আকর্ষণ করছেন। তাঁর সৌন্দর্য্য সুধার সাগর—যার ঢেউ রমণীর হৃদয়-গিরিকে ভাসিয়ে দিয়ে যায়। লীলাময় তাঁর সুন্দর বচন—শুনতেও আনন্দ। কোটি চাঁদের চেয়েও শীতল তাঁর অঙ্গ। তাঁর দেহ-সৌরভের অমৃত-বন্যায় জগৎ প্লাবিত হয়ে গেছে। সুধাময় তাঁর অধর॥ ২॥

(১) 'পঞ্চ গুণ'—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ, সৌরভ্য অধর-রস,
যার মাধুর্য্য কথন না যায়।
দেখি লোভী পঞ্চজন (১), এক অশ্ব মোর মন,
চড়ি পাঁচে পাঁচ দিকে (২) ধায় ॥
সখি হে শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহালম্পট দস্যুপণ (৩)
সবে করে হরে পরধন ॥ ধ্রু
একঅশ্ব এককক্ষণে, পাঁচে (৪) পাঁচদিকে টানে,
এক মন কোন্ দিকে যায়।
এককালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে
এই দুঃখ সহনে না যায় ॥
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহা সবার কাঁহা দোষ
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচপাঁচে টানে, গেল পাঁচের পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন ॥
কৃষ্ণরূপামৃত সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ বিন্দু,
এক বিন্দু জগৎ ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চগিরি,
তাহে ডুবায় আগে উঠি ধায় ॥
কৃষ্ণবচন-মাধুরী, নানা রস নর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কহন না যায়।
জগতের নারী কানে, মাধুরীগুণে বাঁন্ধি টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিনে (৫) কোটীন্দু চন্দন।
সশৈল (৬) নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ-মন ॥
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্য ভর, মৃগমদ (৭) মদহর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্বধন।
জগৎ নারীর নাসা, তার ভিতর করে বাসা,
নারীগণের করে আকর্ষণ ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাহেত কর্পূর-মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীর মন।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনঃক্ষোভ
ব্রজনারীগণের মূলধন ॥
এত কহি গৌরহরি, দুই জনের কণ্ঠ ধরি,
কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
দুঁহে মোরে কহ সে উপায় ॥
এই মত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ সনে ॥
সেই দুই জন প্রভুর করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন ॥
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ ॥
এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্র-তীরে যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তাঁহা দেখে আচম্বিতে ॥
বৃন্দাবন ভ্রমে তাঁহা পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে (৮) তাঁহা কৃষ্ণে অন্বেষিয়া ॥
রাসে কৃষ্ণ রাধা লঞা অন্তর্দ্ধান কৈলা।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইলা ॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা।
শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথা তথা ॥

---

(১) 'পঞ্চজন'—চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ লোক।
(২) 'পাঁচ দিকে'—রূপাদি পঞ্চবিষয়ে।
(৩) 'দস্যুপণ'—দস্যুর প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ দস্যুত্ব।
(৪) 'পাঁচে'—পঞ্চেন্দ্রিয়।
(৫) 'ছটায় জিনে'—অর্থাৎ শীতলতার লেশমাত্রে জয় করে।
(৬) 'সশৈল'—পর্ব্বত সহিত অর্থাৎ স্তন সহিত বক্ষ।
(৭) 'মৃগমদ'—মৃগনাভি, কস্তুরী।
(৮) 'বুলে'—বেড়ায়।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩০ অং ৯ শ্লোকঃ

চূতপিয়ালপনসাসনকোবিদার-
জম্ব্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—চূতপিয়ালপনসাসন-কোবিদার জম্ব্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্রকদম্বনীপাঃ (হে চূত, পিয়াল, পনস, অসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ) পরার্থ-ভবকাঃ (পরোপকারের জন্য যাহাদের জন্ম) যে অন্যে (অন্য যে সমস্ত) যমুনোপকূলাঃ (যমুনাসমীপবর্ত্তী) রহিতাত্মনাং নঃ (শূন্যহৃদয় আমাদের) কৃষ্ণপদবীং (শ্রীকৃষ্ণের গমনপথ) শংসন্তু (বলিয়া দাও)।

অনুবাদ।—রসাল! পিয়াল! কাঁঠাল! অসন! রক্তকাঞ্চন! জাম! আকন্দ! বেল! বকুল! আম! কদম! নীপ! আরো যারা তরু আছ যমুনার কূলে—পরের জন্যই তোমরা জীবন রেখেছ। কৃষ্ণকে হারিয়ে আমরা আত্মহারা হয়েছি—ব'লে দাও কোন্ পথে কৃষ্ণ গেছেন।

তথাহি তত্রৈব ৭ শ্লোকঃ

কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি
গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্র-
দ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—'হে' কল্যাণি, 'হে' গোবিন্দচরণপ্রিয়ে, 'হে' তুলসি, কচ্চিৎ (কি) অলিকুলৈঃ 'সহ' (অলিকুলের সহিত) ত্বা (তোমাকে) বিভ্রৎ (বহন করিয়া) তে (তোমার দ্বারা) অতিপ্রিয়ঃ অচ্যুতঃ দৃষ্টঃ (অতিপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্ট হইয়াছেন)।

অনুবাদ।—হে কল্যাণী! তুলসী! গোবিন্দচরণের প্রিয় তুমি! ভ্রমর সমেত তোমার মঞ্জরী তুলে নিয়ে তোমার অতিপ্রিয় কৃষ্ণ কোথায় গেছেন—তুমি দেখেছ? ॥ ৪ ॥

তথাহি তত্রৈব ৮ শ্লোকঃ

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চি-
ন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ
করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—'হে' মালতি, মল্লিকে, জাতি, যূথিকে! কচ্চিৎ (কি) করস্পর্শেন বঃ প্রীতিং জনয়ন্ (করস্পর্শে তোমাদের প্রীতি জন্মাইয়া) যাতঃ মাধবঃ বঃ অদর্শি (মাধব চলিয়া গিয়াছেন,—তোমরা দেখিয়াছ কি)।

অনুবাদ।—মালতী! মল্লিকা! জাতি! যূথিকা! তোমরা কি কৃষ্ণকে দেখেছ? তোমাদের স্পর্শ ক'রে আনন্দ দিয়ে এ পথ দিয়ে চলে গেছেন কৃষ্ণ ॥ ৫ ॥

আম্র, পনস, পিয়াল, জম্বু, কোবিদার।
তীর্থবাসী সবে কর পর উপকার ॥
কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আইলা, পাইলে দর্শন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন ॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান।
এ সব পুরুষ জাতি কৃষ্ণের সখার সমান ॥
এ কেন কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়।
এই স্ত্রীজাতি লতা আমার সখীর প্রায় ॥
অবশ্য কহিবে কৃষ্ণের পাইয়াছে দর্শনে।
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদিগণে ॥
তুলসি, মালতি, যূথি, মাধবি, মল্লিকে।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে ॥
তুমি সব হও আমার সখীর সমান।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সবে রাখহ পরাণ ॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে।
এত কৃষ্ণদাসী ভয়ে না কহে আমারে ॥
আগে মৃগীগণ দেখি কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ পাঞা।
তার মুখ দেখি পুছে নির্ণয় করিয়া ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩০ অং ১১ শ্লোকঃ

অপ্যেণ-পত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্তন্বন্
দৃশাং সখি! সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—'হে' সখি এণপত্নি (মৃগবধূ), প্রিয়য়া

'সহ' (শ্রীরাধার সহিত) গাত্রৈঃ বঃ (গাত্রদ্বারা তোমাদের) দৃশাং (নয়নসমূহের) সুনির্বৃতিং (পরমসুখ) তন্বন্ (বিস্তার করিয়া) অচ্যুতঃ ইহ অপি উপগতঃ (শ্রীকৃষ্ণ এই উপবনে উপগত হইয়াছিলেন কি) কুলপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ গন্ধঃ ইহ বাতি (কান্তার অঙ্গসঙ্গ নিমিত্ত কুমকুমরঞ্জিত কুন্দমালিকার গন্ধ এখানে বহিতেছে)।

অনুবাদ।—হে সখী! মৃগপত্নী! তাঁর রূপে তোমাদের পরম সুখ দিয়ে এ পথ দিয়ে কৃষ্ণ কি তাঁর প্রিয়াকে নিয়ে চলে গেছেন? এখানকার বাতাসে তাঁর কুন্দমালার গন্ধ, আর সে গন্ধে মিশেছে কুঙ্কুমের গন্ধ। কান্তাকে আলিঙ্গন করায় কান্তার বক্ষস্থলের কুঙ্কুমের রঙে রঞ্জিত হয়েছিল কৃষ্ণের কুন্দ ফুলের মালা ॥ ৬ ॥

কহ মৃগী, রাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইল নাহিক অন্যথা ॥
রাধা-প্রিয়সখী আমরা নহি বহিরঙ্গ।
দূর হৈতে জানি তার যৈছে অঙ্গ-সঙ্গ ॥
রাধাঙ্গ-সঙ্গমে কুচকুঙ্কুমে ভূষিত।
কৃষ্ণ কুন্দমালা গন্ধে বায়ু সুবাসিত ॥
কৃষ্ণ ইহা ছাড়ি গেলা ইঁহো বিরহিণী।
কিবা উত্তর দিবে এই না শুনে কাহিনী ॥
আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্পফল ভরে।
শাখা সব পড়িয়াছে পৃথিবী উপরে ॥
কৃষ্ণ দেখি এই সব করে নমস্কার।
কৃষ্ণ-গমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার ॥

তথাহি।—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩০ অং ১১ শ্লোকঃ

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্ম্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—তরবঃ (হে তরুগণ) মদান্ধৈঃ (মদান্ধ) তুলসিকালিকুলৈঃ (তুলসীবনস্থিত ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক) অন্বীয়মানঃ (অনুসৃত হইয়া) রামানুজঃ (রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ) প্রিয়াংসে (প্রেয়সীর স্কন্ধে) বাহুং (বাহু) উপধায় (স্থাপন পূর্ব্বক) গৃহীতপদ্মঃ (দক্ষিণ হস্তে পদ্ম ধারণ পূর্ব্বক) ইহ (এই বনে) চরন্ (বিচরণ করিতে করিতে) বঃ (তোমাদের) প্রণামং (প্রণামকে) প্রণয়াবলোকৈঃ (প্রণয়দৃষ্টি দ্বারা) কিংবা (কি) অভিনন্দতি (অঙ্গীকার করিয়াছেন)।

অনুবাদ।—প্রিয়ার কাঁধে বাম বাহু দিয়ে ডান হাতে পদ্ম নিয়ে কৃষ্ণ চলেছিলেন। তুলসী বনের মধুপানে বিকল ভ্রমরগুলি কৃষ্ণের অনুসরণ করেছিল। হে তরুগণ! তোমরা যখন তাঁকে প্রণাম করেছিলে তিনিও কি তখন প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তোমাদের প্রণামকে গ্রহণ করেছিলেন? ॥ ৭ ॥

প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈলা অন্য চিত্তে ॥
তোমার প্রণামে কি করিয়াছে অবধান।
কিবা নাহি করে কহ বচন প্রমাণ ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।
কিবা উত্তর দিবে ইহার নাহিক সম্বিত (১) ॥
এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে তাহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥
কোটি মন্মথমোহন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগন্নেত্রমন ॥
সৌন্দর্য্য দেখি ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা হঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে প্রভুর সাত্ত্বিক সকল।
অন্তরে আনন্দ আস্বাদ বাহিরে বিহ্বল ॥
পূর্ব্ববৎ সবে মেলি করাইল চেতন।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন ॥
কাঁহা গেলা কৃষ্ণ এখনি পাইলু দর্শন।
যাঁহার সৌন্দর্য্যে মোর হরে নেত্র-মন ॥
পুনঃ কেন না দেখিয়ে মুরলীবদন।
তাঁর দরশন লোভে ভ্রময়ে নয়ন ॥
বিশাখাকে রাধা যেই শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা ॥

(১) 'সম্বিত'—জ্ঞান।

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে
৮ সর্গে ৪ শ্লোকঃ

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতি-
র্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্রমুরলীস্ফুর-
চ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ
সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ
সখি! তনোতি নেত্রস্পৃহাম্॥ ৮

অন্বয়ঃ।—'হে' সখি! নবাম্বুদলসদ্দ্যুতিঃ (নবজলধর অপেক্ষাও সুন্দর যাঁহার দেহকান্তি) নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ (নূতন বিদ্যুতের চেয়েও মনোহর যাঁহার বসন) সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ (যাঁহার সুন্দর মুরলীশোভিত শ্রীবদন অকলঙ্ক শারদ শশীর ন্যায় শোভাসম্পন্ন) ময়ূরদলভূষিতঃ (যাঁহার কেশদাম ময়ূরপুচ্ছ ভূষিত) সুভগতারহারপ্রভঃ (তারকার ন্যায় সমুজ্জ্বল যাঁহার মুক্তাহারের কান্তি) সঃ মদনমোহনঃ মে নেত্রস্পৃহাং তনোতি (সেই মদনমোহন আমার নয়নের স্পৃহা আপন সৌন্দর্য্যের দ্বারা বর্দ্ধিত করিতেছেন)।

অনুবাদ।—নবীন মেঘের মতন তাঁর কান্তি। নবীন বিদ্যুতের মতন সুন্দর তাঁর বসন। শরতের নির্ম্মল চাঁদের মতন তাঁর মুখ। সে মুখে তাঁর চমৎকার মুরলী। ময়ূরপুচ্ছে অলংকৃত, সুন্দর তারার মতন মুক্তার মালা-পরা সেই মদনমোহন—হে সখি! আমার আঁখির পিপাসাকে বর্দ্ধিত করছেন॥ ৮॥

যথা—রাগঃ।

নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন চিক্কণ,
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল (১)।
জিনি উপমার গণ, হরে সবার নেত্রমন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল।
কহ সখি! কি করি উপায়।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক
না দেখি পিয়াসে মরি যায় (২)॥
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি (৩) ভাল।
ইন্দ্রধনু শিখিপাখা উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল (৪)॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি,
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়।
অকলঙ্কপূর্ণকল (৫), লাবণ্য জ্যোৎস্না ঝলমল
চিত্রচন্দ্রের যাহাতে উদয়॥
লীলামৃত বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দ্দৈব-ঝঞ্ঝা-পবনে, মেঘ নিল অন্য স্থানে
মরে চাতক পিতে না পাইল॥
পুনঃ কহে হায় হায়, পড় পড় রামরায়
কহে প্রভু গদ্গদ আখ্যানে।
রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ শোক
আপনি প্রভু করেন ব্যাখানে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২৯ অং ৩৯ শ্লোকঃ

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥ ৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলার ২৪ পরিচ্ছেদে ১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৯॥

যথা—রাগঃ

কৃষ্ণ জিতি পদ্মচান্দ, পাতিয়াছে মুখফান্দ,
তাহে অধর-মধুরস্মিত-চার।

(১) 'নবঘন'—নূতন মেঘ। 'দলিত'—ভগ্ন। 'ইন্দীবর'—নীলপদ্ম।

(২) 'বলাহক'—মেঘ। 'পিয়াসে'—পিপাসায়।

(৩) 'বকপাঁতি'—বকশ্রেণী।

(৪) 'বৈজয়ন্তী মাল'—পঞ্চবর্ণ পুষ্পদ্বারা গ্রথিত মালা।

(৫) 'পূর্ণকল'—ষোলকলাপূর্ণ।

ব্রজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী
ছাড়ি নিজ পতি-ঘর-দ্বার ॥
বান্ধব ! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি গণে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী-মৃগীমর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার ॥
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকরকুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়।
সস্মিত কটাক্ষবাণে, তা সবার হৃদয়ে হানে
নারীবধে নাহি কিছু ভয় ॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা সবার মনোবক্ষ,
হরি (১) দাসী করিবারে দক্ষ ॥
সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণভুজ যুগল,
ভুজ নহে কৃষ্ণসর্পকায়।
দুই শৈল ছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয় দংশে
মরে নারী সে বিষজ্বালায় ॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
জিতি কর্পূর বেণামূল চন্দন।
একবার যারে স্পর্শে, স্মর জ্বালা বিষ নাশে
যার স্পর্শে, লুব্ধ নারীর মন ॥
এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি
এই অর্থে পড়ি এক শ্লোক।
যেই শ্লোক পড়ি রাধা, বিশাখাকে কহে বাধা
উঘারিয়া হৃদয়ের শোক ॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৭ শ্লোকঃ

হরিন্মণিকবাটিকা-
প্রততহারি-বক্ষস্থলঃ
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃ-
কলুষহন্তৃ-দোরর্গলঃ।
সুধাংশু-হরিচন্দনোৎ-
পলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ
সখি তনোতি বক্ষস্পৃহাম্ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—হরিন্মণিকবাটিকাপ্রততহারি-বক্ষস্থলঃ (যাঁহার বক্ষঃস্থল ইন্দ্রনীলমণির কবাটের মত বিস্তৃত ও মনোহর) স্মরার্ত্ত-তরুণীমনঃ কলুষহন্তৃ-দোরর্গলঃ (যাঁহার অর্গল সদৃশ ভুজদ্বয় কন্দর্পপীড়িত যুবতীগণের মনস্তাপনাশক) সুধাংশু-হরিচন্দনোৎপলসিতাভ্র-শীতাঙ্গকঃ (যাঁহার অঙ্গ শ্বেতচন্দন, পদ্ম ও কর্পূরের মত শীতল) সখি স মদনমোহনঃ মে বক্ষস্পৃহাং তনোতি (সখি সেই মদনমোহন আমার আলিঙ্গন-স্পৃহা বর্দ্ধিত করিতেছেন)।

অনুবাদ।—বিশাল ও সুন্দর যাঁর বক্ষস্থল নীলমণির কপাটের মতন, হে সখি! সুদীর্ঘ বাহু যাঁর প্রণয়পিপাসায় ব্যথিত তরুণীর মনের কলুষ হনন করে, অঙ্গ যাঁর চাঁদ, শ্বেতচন্দন, পদ্ম ও কর্পূরের মতন শীতল—সেই মদনমোহন আমার আলিঙ্গনের স্পৃহাকে বর্দ্ধিত করছেন ॥ ১০ ॥

প্রভু কহে, কৃষ্ণ মুঞি এখন পাইনু।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুনঃ হারাইনু ॥
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের, না রহে এক স্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্দ্ধানে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২৯ অং ৪৮ শ্লোকঃ

তাসাং তৎসৌভগমদং
বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায়
তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—কেশবঃ (শ্রীকৃষ্ণ) তাসাং (গোপীগণের) তৎ সৌভগমদং (সেই সৌভাগ্যগর্ব্ব) মানং চ বীক্ষ্য (এবং মান দেখিয়া) প্রশমায় প্রসাদায় (গর্ব্বের এবং মানের প্রশমন বিধানের নিমিত্ত অনুগ্রহপ্রদর্শন-পূর্ব্বক) তত্র এব অন্তরধীয়ত (সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন)।

অনুবাদ।—তাদের সৌভাগ্যজনিত সেই মত্ততা ও অভিমান দেখে সেগুলিকে দমন করবার জন্য অনুগ্রহ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলেন ॥ ১১ ॥

(১) 'হরি'—হরণ করিয়া।

স্বরূপগোঁসাঞিকে কহে গাও এক গীত।
যাহাতে আমার হৃদয়ের হয়েত সম্বিত ॥
শুনি স্বরূপগোঁসাঞি তবে মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাইয়া ॥

তথাহি—শ্রীগীতগোবিন্দে ২য় সর্গে ৩য় শ্লোকঃ

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—মম মনঃ (আমার মন) ইহ রাসে বিহিতবিলাসং (এই রাসমণ্ডলে বিহারকারী) কৃত-পরিহাসং (পরিহাসকারী) হরিং স্মরতি (শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতেছে)।

অনুবাদ।—রাসলীলার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যে সব বিলাস করেছিলেন ও যেমন পরিহাস করেছিলেন—সে সবই আমার মনে পড়ছে ॥ ১২ ॥

স্বরূপ গোঁসাঞি যবে এই পদ গাইলা।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥
অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষ-আদি ব্যভিচারী সব উথলিল ॥
ভবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সবার প্রাবল্য ॥
একেক পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে বাড়য়ে নর্ত্তন ॥
এইমত নৃত্য যদি কৈল বহুক্ষণ।
স্বরূপ গোঁসাঞি পদ কৈল সমাপন ॥
বোল বোল বলি প্রভু কহে বার বার।
না গায় স্বরূপ গোঁসাঞি শ্রম দেখি তাঁর ॥
বোল বোল প্রভু কহে, ভক্তগণ শুনি।
চৌদিকে সবে মিলি করে হরিধ্বনি ॥
রামানন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইল।
ব্যজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল ॥
প্রভু লঞা গেলা তবে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাইয়া পুনঃ লঞা আইল ঘরে ॥
ভোজন করাইয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
রামানন্দ আদি সবে গেলা নিজস্থান ॥
এই ত কহিল প্রভুর উদ্যান-বিহার।
বৃন্দাবন-ভ্রমে যাঁহা প্রবেশ তাঁহার ॥
প্রলাপ সহিত এই উন্মাদ-বর্ণন।
শ্রীরূপ গোঁসাঞি ইহা করিয়াছে বর্ণন ॥

তথাহি—স্তবমালায়াং চৈতন্যদেবস্তবে ৬ শ্লোকঃ

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালিকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—ক্বচিৎ পয়োরাশেঃ তীরে (কোন সময় সমুদ্রের তীরে) স্ফুরদুপবনালিকলনয়া (সুন্দর উপবনসমূহ দর্শন করিয়া) মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ (বারবার বৃন্দাবন স্মরণে বিবশ) কৃষ্ণা-বৃত্তিপ্রচলরসনঃ (পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণনামোচ্চারণে যাহার রসনা চঞ্চল হইয়াছিল) ভক্তিরসিকঃ স চৈতন্যঃ (ভক্তিরসিক সেই শ্রীচৈতন্য) পুনঃ অপি কিং মে দৃশোঃ পদং যাস্যতি (আবার কি আমার নয়নপথ-গোচর হইবেন)।

অনুবাদ।—সেই চৈতন্য কি আবার আমাকে দেখা দেবেন? সমুদ্রের তীরে সুন্দর উপবনগুলি দেখে বার বার বৃন্দাবনকে স্মরণ ক'রে তিনি বিবশ হ'য়ে পড়েছিলেন। ভক্তিরসিক তাঁর রসনা বার বার কৃষ্ণ নামের উচ্চারণে ব্যাকুল হয়েছিল ॥ ১৩ ॥

অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় লিখন।
দিঙ্মাত্র দেখাইয়া করিয়ে সূচন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যান-বিহারো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং
কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্
প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যঃ কৃষ্ণভাবামৃতম্ আস্বাদ্য (যিনি কৃষ্ণ-ভাবামৃত আস্বাদন করিয়া) ভক্তান্ আস্বাদয়ন্ (ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া) প্রেমদীক্ষাম্ অশিক্ষয়ৎ (প্রেমদীক্ষা শিক্ষা দিয়াছিলেন) 'তং' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে (কৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি। তিনি নিজে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদ করে ভক্তদের আস্বাদ দিয়েছিলেন এবং তাঁদের প্রেমের দীক্ষায় শিক্ষা দিয়েছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এই মতে মহাপ্রভু রহে নীলাচলে।
ভক্তগণ সঙ্গে সদা প্রণয় বিহ্বলে ॥
বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ আসি কৈল প্রভুর মিলন ॥
তা সবার সঙ্গে প্রভুর চিত্তে বাহ্য হৈল।
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রায় নৃত্যাদি করিল ॥
তা'সবার সঙ্গে আইলা কালিদাস নাম।
কৃষ্ণনাম বিনা তিঁহো নাহি কহে আন ॥
মহাভাগবত তিঁহো সরল উদার।
কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার ॥
কৌতুকেতে তিঁহ যদি পাশক খেলায়।
হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি পাশক চালায় ॥
রঘুনাথ দাসের তিঁহ হয় জ্ঞাতি খুড়া।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইতে তিঁহ হৈল বুড়া ॥
গৌড়দেশে যত হয় বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তিঁহো করিয়াছেন ভক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয়।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তার ঠাঁঞি যায় ॥
তাঁর ঠাঁঞি শেষপাত্র লয়েন মাগিয়া।
কাঁহাও না পায় যবে রহে লুকাইয়া ॥
ভোজন করিয়া পাত্র ফেলাইয়া যায়।
লুকাইয়া সেই পাত্র আনি চাটি খায় ॥
শূদ্র বৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লঞা।
এই মত তার উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া ॥
ভূমিমালী জাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তার নাম।
আম্রফল লঞা তিঁহো গেলা তার স্থান ॥
আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল।
তাহার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল ॥
পত্নী সহিত তিঁহো আছেন বসিয়া।
বহুত সম্মান কৈল কালিদাসেরে দেখিয়া ॥
ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ করি তাহা সনে।
ঝড়ু ঠাকুর কহে তারে মধুর বচনে ॥
আমি নীচজাতি, তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম।
কোন্ প্রকারে করিব আমি তোমার সেবন ॥
আজ্ঞা দেহ ব্রাহ্মণ-ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে।
তাঁহা তুমি প্রসাদ পাও তবে আমি জীয়ে ॥
কালিদাস কহে ঠাকুর, কৃপা কর মোরে।
তোমার দর্শনে আইনু মুঞি পতিত পামরে ॥
পবিত্র হইনু মুঞি পাইনু দর্শন।
কৃতার্থ হইনু, মোর সফল জীবন ॥
এক বাঞ্ছা হয় যদি কৃপা করি কর।
পদরজ দেহ, পদ মোর মাথে ধর ॥
ঠাকুর কহে, ঐছে বাত কহিতে না জুয়ায়।
আমি নীচজাতি তুমি সুসজ্জন রায় ॥
তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল।
শুনি ঝড় ঠাকুরের সুখ বড় হইল ॥

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্ব্বক্ষঃ শিলাটঙ্কনখালয়ে॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্থ ১০।৯১

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী
মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং
স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৯ পরিচ্ছেদে ২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কং ৯ অং ১০ শ্লোকঃ

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থং
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২০ পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩॥

তথাহি—তত্রৈব ২ স্কং ৩৩ অং ৭ শ্লোকঃ

অহো বত! শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১১ পরিচ্ছেদে ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪॥

শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্রে এই সত্য হয়।
সেই শ্রেষ্ঠ ঐছে যাতে কৃষ্ণভক্তি হয়॥
আমি নীচজাতি আমার নাহি কৃষ্ণভক্তি।
অন্যে ঐছে হয় আমার নাহি ঐছে শক্তি॥
তাঁরে নমস্কারি কালিদাস বিদায় মাগিলা।
ঝড়ু ঠাকুর তবে তাঁরে অনুব্রজি (১) আইলা॥
তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘর আইলা।
তাঁহার চরণ-চিহ্ন যে ঠাঞি পড়িলা॥
সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা।
তাঁর নিকট একস্থানে লুকাঞা রহিলা॥
ঝড়ু ঠাকুর ঘর যাঞা দেখি আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল॥

(১) 'অনুব্রজি'—অনুসরণ করিয়া।

কলা-পাটুয়াখোলা হৈতে আম্র নিকালিয়া।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন খায়েন চুষিয়া॥
চুষি চুষি চোকা আঁটি ফেলেন পাটুয়াতে।
তাঁরে খাওয়াইয়া পত্নী খাইল পশ্চাতে॥
আঁটি চোকা সেই পাটুয়াখোলাতে ভরিয়া।
বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ফেলাইল লঞা॥
সেই খোলার আঁটি চোকা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস॥
এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তার উপর মহা কৃপা কৈলা॥
প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে।
জলকরঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভুসনে॥
সিংহদ্বারে উত্তরদিকে কপাটের আড়ে।
বাইশ-পশার তলে আছে এক নিম্নগাড়ে॥ (২)
সেই গাড়ে করেন প্রভু পাদপ্রক্ষালন।
তবে করিবারে যান ঈশ্বর দর্শন॥
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম।
মোর পাদজল যেন না লয় কোন জন॥
প্রাণিমাত্র লৈতে না পায় সেই পাদজল।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি কোন ছল॥
একদিন প্রভু তাঁহা পাদ প্রক্ষালিতে।
কালিদাস আসি তাঁহা পাতিলেন হাতে॥
এক অঞ্জলি দুই অঞ্জলি তিন অঞ্জলি পিল।
তবে মহাপ্রভু তারে নিষেধ করিল॥
অতঃপর আর না করিহ বার বার।
এতাবতা বাঞ্ছাপূর্ণ করিল তোমার॥
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর॥

(২) 'পশার'—সোপান, সিঁড়ি। 'গাড়ে'—খালে।

সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈলা।
অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা॥
বাইশ-পশার উপর দক্ষিণদিকে।
এক নৃসিংহমূর্ত্তি আছে উঠিতে বামভাগে॥
প্রতিদিন প্রভু তাঁরে করে নমস্কার।
নমস্করি এই শ্লোক পড়ে বার বার॥

তথাহি—নৃসিংহপুরাণম্

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্ব্বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে॥ ৫

অন্বয়ঃ।—প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে (প্রহ্লাদের আহ্লাদদাতা) হিরণ্যকশিপোঃ বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে (হিরণ্যকশিপুর বক্ষোরূপ শিলা বিদারণের অস্ত্রতুল্য যাঁহার নখশ্রেণী) নরসিংহায় তে নমঃ (সেই নরসিংহকে প্রণাম করি)।

অনুবাদ।—নৃসিংহদেবকে নমস্কার! তিনি প্রহ্লাদকে আনন্দ দিয়েছিলেন। তাঁর নখগুলি ছিল হিরণ্যকশিপুর বুকের পাথর ভাঙ্গবার টঙ্ক বা ছেনী॥ ৫॥

তথাহি—নৃসিংহপুরাণম্

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥ ৬

অনুবাদ।—এখানে নৃসিংহ, সেখানে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে যাই সেখানেই নৃসিংহ, বাইরে নৃসিংহ, ভেতরে নৃসিংহ—নৃসিংহই আদিপুরুষ, আমি তাঁর শরণ গ্রহণ করি॥ ৬॥

তবে প্রভু কৈল জগন্নাথ দরশন।
ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করি করিলা ভোজন॥
বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া॥
মহাপ্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে॥
বৈষ্ণবের শেষভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা॥
তাতে বৈষ্ণব-ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হৈতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহা মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্ত-ভুক্তশেষ এই তিন মহাবল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেম হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥
এই তিন হৈতে কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস॥
নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এই মতে।
কালিদাসে মহাকৃপা কৈল অলক্ষিতে॥
সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইলা।
পুরীদাস ছোট পুত্রে সঙ্গেতে আনিলা॥
পুত্র সঙ্গে লঞা তিঁহো আইলা প্রভুস্থানে।
পুত্রে করাইল প্রভুর চরণ বন্দনে॥
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু বলে বার বার।
তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার॥
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈলা।
তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিলা॥
প্রভু কহে আমি নাম জগতে লওয়াইল।
স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইল॥
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে।
শুনিয়া স্বরূপ গোঁসাঞি কহেন হাসিতে॥
তুমি কৃষ্ণনাম মন্ত্র কৈলে উপদেশে।
মন্ত্র পাইয়া কার আগে না করে প্রকাশে॥
মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান॥
আর দিন প্রভু কহে পড় পুরীদাস।
এই শ্লোক করি তিঁহো করিল প্রকাশ॥

তথাহি—কবিকর্ণপূরকৃতঃ আর্য্যাশতকে ১ শ্লোকঃ

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো-
রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডন-
মখিলং হরির্জয়তি ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—বৃন্দাবনরমণীনাং (ব্রজরমণীদের) অখিলং মণ্ডনং (সকল ভূষণ), শ্রবসোঃ কুবলয়ম্ (কানের নীলপদ্ম) অক্ষ্ণোঃ রঞ্জনম্ (চোখের কাজল) উরসঃ মহেন্দ্রমণিদামঃ (বক্ষের ইন্দ্রনীল মণিহার) হরিঃ জয়তি (হরি জয়লাভ করুন)।

অনুবাদ।—কানের কমল, চোখের কাজল, বুকের নীলমণির মালা—কৃষ্ণ বৃন্দাবনের রমণীদের কোন্ অলংকার নন। তিনি জয়লাভ করুন ॥ ৭ ॥

সাত বৎসরের বালক নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকের চমৎকার মন ॥
চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁর নাহি পায় সীমা ॥
ভক্তগণ প্রভুসঙ্গে রহে চারি মাসে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা সবে গেলা গৌড়দেশে ॥
তা' সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান।
তারা গেলে পুনঃ হৈল উন্মাদ প্রধান ॥
রাত্রি দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ-গন্ধ-রস।
সাক্ষাৎ অনুভবে যেন কৃষ্ণ উপস্পর্শ ॥
এক দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দর্শনে।
সিংহদ্বারের দলুই আসি করিল বন্দনে ॥
তারে কহে কাঁহা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
মোরে কৃষ্ণ দেখাও বলি ধরে তার হাত ॥
সেই কহে ইঁহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
আইস তুমি মোর সঙ্গে করাঙ দর্শন ॥
তুমি মোর সখা, দেখাও কাঁহা প্রাণনাথ।
এত বলি জগমোহন গেলা ধরি তার হাত ॥
সেই বলে, এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।
নেত্র ভরিঞা তুমি করহ দর্শন ॥
গরুড়ের পাছে রহি করেন দর্শন।
দেখেন জগন্নাথ হয় মুরলীবদন ॥

এই লীলা নিজগ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
গৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥

তথাহি—স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ ৭ শ্লোকঃ

ক মে কান্তঃ কৃষ্ণ-
স্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে!
ত্বমেবেতি দ্বারা-
ধিপমভিদধন্নুন্মদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং
প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃততদ্-
ভুজান্তো গৌরাঙ্গো
হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—মে (মম) কান্তঃ কৃষ্ণঃ কঃ (কান্ত কৃষ্ণ কোথায়) 'হে' সখে! ত্বম্ এব তং (তুমি তাহাকে) ইহ ত্বরিতং লোকয় (এই স্থানে শীঘ্র দর্শন করাও) ইতি উন্মদ ইব দ্বারাধিপং অভিদধন্ (এই কথা উন্মাদবৎ দ্বারপালকে যিনি বলিয়াছিলেন) প্রিয়ং দ্রষ্টুং দ্রুতং গচ্ছ (প্রিয় কৃষ্ণকে দেখিতে শীঘ্র চল) ইতি তদুক্তেন (এই দ্বারাধিপ-বাক্যে) ধৃততদ্ভুজান্তঃ (দ্বারপালের হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন) গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দ দান করিতেছেন)।

অনুবাদ।—"হে সখা আমার দয়িত কৃষ্ণ কোথায়? তুমিই অবিলম্বে তাঁর দেখা পাইয়ে দাও।" —এই কথা দ্বারপালকে উন্মাদের মতন বলার পরে, —"শীঘ্র তোমার দয়িত কৃষ্ণকে দেখতে যাও"—দ্বারপালের এই কথা শুনে তিনি তার হাত ধরে জগন্নাথ দর্শনে গিয়েছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সেই মূর্ত্তি আমার মনে প'ড়ে আমাকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে ॥ ৮ ॥

হেনকালে গোপালবল্লভ-ভোগ লাগাইল।
শঙ্খ ঘণ্টা আদি সহ আরতি বাজিল ॥
ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ।
প্রসাদ লঞা প্রভু ঠাঁঞি কৈল আগমন ॥
মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে।
আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মন মাতে ॥

বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম।
তার অল্প খাওয়াইতে সেবক করিল যতন॥
তার অল্প মহাপ্রভু জিহ্বাতে যদি দিল।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিল॥
কোটি অমৃত স্বাদু পাঞা প্রভুর চমৎকার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
এই দ্রব্যে এত স্বাদু কোথা হৈতে হৈল।
কৃষ্ণের অধরামৃত ইহাঁ সঞ্চারিল॥
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
জগন্নাথের সেবক দেখি সম্বরণ কৈল॥
সুকৃতি লভ্য ফেলালব বোলে বার বার।
ঈশ্বর সেবক পুছে প্রভু কি অর্থ ইহার॥
প্রভু কহে, এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত॥
কৃষ্ণের যে ভুক্ত শেষ তার ফেলা নাম।
তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান্॥
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায়॥
সুকৃতি শব্দে কহে কৃষ্ণকৃপা হেতু পুণ্য।
সেই যার হয় ফেলা পায় সেই ধন্য॥
এত বলি প্রভু তা' সবারে বিদায় দিলা।
উপল-ভোগ দেখিয়া প্রভু নিজবাসা আইলা॥
মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ॥
বাহ্যকৃত্য করে প্রেমে গরগর মন
কষ্টে সম্বরণ করে আবেশ সঘন॥
সন্ধ্যাকৃত্য করি প্রভু নিজগণ সঙ্গে।
নিভৃতে বসিলা নানা কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিলা।
পুরী ভারতীরে প্রভু কিছু পাঠাইলা॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম স্বরূপাদি গণ।
সবারে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন॥
প্রসাদের সৌরভ্য মাধুর্য্য করি আস্বাদন।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্মিত হৈল মন॥

প্রভু কহে এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাচি লবঙ্গ গব্য (১)॥
রসবাস (২) গুড়ত্বক্ (৩) আদি যত সব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদু সবার অনুভব॥
সে সে দ্রব্যে এত স্বাদ গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত॥
আস্বাদ দূরে রহু, গন্ধে মাত মন।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মারণ॥
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাঁ সঞ্চারিল॥
অলৌকিক গন্ধ স্বাদু অন্যবিস্মারণ।
মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ॥
অনেক সুকৃতে ইহা হঞাছে সংপ্রাপ্তি।
সবে ইহা আস্বাদ কর, করি মহাভক্তি॥
হরিধ্বনি করি সবে কৈল আস্বাদন।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সবার মন॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩১ অং ১৪ শ্লোকঃ

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর! নস্তেঽধরামৃতম্॥ ৯

অন্বয়ঃ।—'হে' বীর, সুরতবর্দ্ধনং (প্রেম বিশেষময় সম্ভোগেচ্ছার বর্দ্ধনকারী) শোকনাশনং (শোকনাশক) স্বরিতবেণুনা (বাদিত বেণুদ্বারা) সুষ্ঠুচুম্বিতং (সুন্দররূপে চুম্বিত) নৃণাম্ ইতররাগ-বিস্মারণং (লোক সকলের অন্য বস্তুতে আসক্তি বিস্মরণজনক) তে অধরামৃতং নঃ বিতর (তোমার সেই অধরামৃত আমাদিগকে দান কর)।

(১) 'ঐক্ষব'—ইক্ষুবিকার, গুড়, চিনি প্রভৃতি। 'গব্য'—ঘৃত ও দুগ্ধ।
(২) 'রসবাস'—কাবাবচিনি।
(৩) 'গুড়ত্বক্'—দারুচিনি।

অনুবাদ।—হে বীর! তোমার অধরের সুধা আমাদের দান কর। তোমার সে অধরসুধা মিলন-বাসনাকে বর্দ্ধিত করে, শোককে নাশ করে, পঞ্চম-স্বরের বাঁশী তাকে চুঁয়ে থাকে সুন্দরভাবে এবং মানুষের যত কিছু আসক্তি—সব ভুলিয়ে দেয়॥ ৯॥

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহা তুষ্ট হৈলা।
রাধার উৎকণ্ঠা শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৮ শ্লোকঃ

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনে-
তররসালিতৃষ্ণাহরঃ
প্রদীব্যদধরামৃতঃ
সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ।
সুধাজিদহিবল্লিকা-
সুদলবীটিকা-চর্ব্বিতঃ
স মে মদনমোহনঃ
সখি! তনোতি জিহ্বাস্পৃহাম্॥ ১০

অন্বয়ঃ।—ব্রজাতুলকুলাঙ্গনে তররসালিতৃষ্ণাহরঃ (যিনি অতুলনীয় ব্রজ কুলাঙ্গনাদিগের অন্য রসের তৃষ্ণা হরণ করেন) প্রদীব্যদধরামৃতঃ (যাঁহার অধরামৃত প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তি পাইতেছে) সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ (যাহার উচ্ছিষ্ট কণা সুকৃতিলভ্য) সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ (যাহার চর্ব্বিত তাম্বূল সুধা অপেক্ষাও সুস্বাদু) সখি, সঃ (সেই) মদনমোহনঃ মে (মদনমোহন আমার) জিহ্বাস্পৃহাং (জিহ্বার স্পৃহাকে) তনোতি (বাড়াইতেছেন)।

অনুবাদ।—হে সখি! অতুলনীয় ব্রজগোপীদের অন্য সমস্ত রসের তৃষ্ণাকে যিনি হরণ করেন, যাঁর অধরের সুধা নিবিড় আনন্দ দান করে, যাঁর প্রসাদ-কণা পেতে হ'লে অনেক পুণ্য চাই, যাঁর চর্ব্বিত পানের সুস্বাদু খিলির স্বাদ সুধাকেও হার মানায়—সেই মদনমোহন আমার রসনার বাসনাকে বর্দ্ধিত করছেন॥ ১০॥

এত কহি মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
দুই শ্লোকের অর্থ করেন প্রলাপ করিয়া॥

যথা—রাগঃ।

তনুমন করে ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত লোভ,
হর্ষ শোক আদি ভাব বিনাশয়।
পাশরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয়॥
নাগর! শুন তোমার অধর চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত॥ ধ্রু
আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায় (১)।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন,
অন্য রস সব পাশরায়॥
সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজিকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন(২), তার জন্মায় ইন্দ্রিয়মন
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর॥
বেণুধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিয়া পিয়া,
গোপীগণে জানায় নিজ পান।
অয়ে শুন গোপীগণ, বলে পিঞো তোমার ধন
তোমার যদি থাকে অভিমান॥
তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জাধর্ম্ম ভয় ছাড়ি
ছাড়ি দিমু করসিঞা পান।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমারে মোর নাহি ডর
অন্যে দেখো তৃণের সমান॥
অধরামৃত নিজস্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয়ে ত্রিজগতের জনে।
আমরা ধর্ম্ম ভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্য ধরি,
তবে আমার করে বিড়ম্বন॥
নীবী খসায় গুরু আগে, লজ্জা-ধর্ম্ম করায় ত্যাগে
কেশে ধরি যেন লঞা যায়।

---

(১) 'ধৃষ্টরায়'—নির্লজ্জপ্রধান।
(২) 'শুষ্কেন্ধন'—শুষ্ক বাঁশ।

আনি করে তোমারদাসী, শুনি লোক করে হাসি
এইমত নারীরে নাচায় ॥
শুষ্ক বাঁশের কাঠিখান, এত করে অপমান,
এই দশা করিলে গোঁসাঞি।
না সহি কি করিতে পারি, তাহে রহি মৌন ধরি
চোরার মাকে ডাকি যৈছে কান্দিতে নাঞি (১)
অধরের এই রীতি, আর শুনহ কুনীতি,
সে অধর সনে যার মেলা।
সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃত সমান,
নাম তার হয় কৃষ্ণফেলা ॥
সেই ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
এই দম্ভে কেবা পাতিয়ায় (২)।
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে স্থকৃতি নাম ধরে
সে স্থকৃতি তার লব পায় ॥
কৃষ্ণ যে খায় তাম্বূল, কহে তার নাহি মূল,
তাহে আর দম্ভ পরিপাটী।
তার যেবা উদ্গার, তারে কয় অমৃত সার,
গোপীর মুখ করে আলবাটী ॥ (৩)
এসব তোমার কুটিনাটি (৪), ছাড় এই পরিপাটী
বেণুদ্বারে কাঁহে হর প্রাণ।
আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধভাগী,
দেহ নিজাধরামৃত দান ॥
কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি গেল।
ক্রোধ অংশ শান্ত হঞা উৎকণ্ঠা বাড়িল ॥

(১) পুত্রের নামে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিলে তাহাকে রাজপুরুষ ধৃত করিবে এই ভয়ে চোরের মা যেমন চুপ করিয়া থাকে, তেমনি লোকলজ্জাভয়ে আমিও চুপ করিয়া থাকি।

(২) 'ফেলা'—ভুক্তাবশেষ। 'পাতিয়ায়'—প্রত্যয় করে, বিশ্বাস করে।

(৩) 'আলবাটী'—পিকদানী, ডাবর প্রভৃতি পাত্রবিশেষ।

(৪) 'কুটিনাটি'—কৌটিল্য।

পরম দুর্ল্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
তাহা যেই পায় তার সফল জীবিত ॥
যোগ্য হঞা তাহা কেহ করিতে না পায়
পান।
তথাপি নির্লজ্জ সে বৃথা ধরে প্রাণ ॥
অযোগ্য হঞা কেহ তাহা সদা পান করে।
যোগ্য জন নাহি পায় লোভে মাত্র মরে ॥
তাহে জানি কোন তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত ফল ॥
কহ রামরায় কিছু শুনিতে হয় মন।
ভাব জানি পড়ে রায় গোপিকাবচন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২১ অং ৯ শ্লোকঃ

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরস্থধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—'হে' গোপ্যঃ (হে গোপীগণ) অয়ং বেণুঃ (এই বেণু) কিং স্ম (কি অপূর্ব্ব) কুশলং (পুণ্য) আচরৎ (আচরণ করিয়াছে) যৎ (যেহেতু) গোপিকানামপি (গোপীকাদিগেরই ভোগযোগ্য) দামোদরাধরস্থধাম্ (শ্রীকৃষ্ণের অধরস্থধা) স্বয়ং (আপনি) অবশিষ্টরসং (নিঃশেষরূপে) ভুঙ্ক্তে (ভোগ করিতেছে) হ্রদিন্যঃ (হ্রদিনী সকল) হৃষ্যত্ত্বচঃ (রোমাঞ্চিত হইতেছে) আর্য্যাঃ যথা (কুলবৃদ্ধগণের ন্যায়) তরবঃ (বৃক্ষগণ) অশ্রু (চক্ষুজল) মুমুচুঃ (পরিত্যাগ করিতেছে)।

অনুবাদ।—হে গোপীগণ! কৃষ্ণের বাঁশী কোন্ পুণ্যকর্ম্ম করেছে যে গোপী-ভোগ্য কৃষ্ণের অধর-স্থধাকেও সে স্বয়ং নিঃশেষে পান করে। আর্য্যগণ যেমন স্ববংশীয় পুত্রের গৌরবে রোমাঞ্চিত হন ও আনন্দাশ্রু মোচন করেন—সরোবরগুলিও তেমনি আনন্দে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে, তরুগুলিও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করছে ॥ ১১ ॥

এই শ্লোক শুনি প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥

যথা—রাগঃ।

এহ ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিব পরিণয়।
সে সম্বন্ধে গোপীগণ, যারে মানে নিজধন,
সেই সুধা অন্যের লভ্য নয়॥
গোপীগণ! কহ সবে করিয়া বিচারে।
কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন্ সিদ্ধমন্ত্রজপ
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে॥ ধ্রু
হেন কৃষ্ণাধর সুধা, যে কৈল অমৃত মুধা (১)
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।
এইবেণু অযোগ্য অতি, একে স্থাবর পুরুষজাতি
সেই সুধা সদা করে পান॥
যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে
পিতে তারে ডাকিয়া জানায়।
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায়॥
মানস-গঙ্গা কালিন্দী, ভুবনপাবন নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।
বেণুর ঝুটা অধর রস, হৈয়া লোভে পরবশ
সেই কালে হর্ষে করে পান॥
এত নারী রহু দূরে, বৃক্ষ সব তার তীরে,
তপ করে পর উপকারী।
নদীর শেষ রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া,
কেন পিয়ে! বুঝিতে না পারি॥
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকসিত,
মধু-মিষে (২) বহে অশ্রুধার।
বেণুকে মানি নিজ জাতি আর্য্যের যেন পুত্র নাতি
বৈষ্ণব হৈল আনন্দবিকার॥
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
ও ত অযোগ্য, আমরা যোগ্য নারী।
যা না পাঞা দুঃখে মরি অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি॥
এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি
সঙ্গে লঞা স্বরূপ রামরায়।
কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়
এইরূপে রাত্রি দিন যায়॥
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীনহীন কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাস প্রসাদ বিরহোন্মাদপ্রলাপো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) 'মুধা'—বৃথা।

(২) 'মিষে'—ছলে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

লিখ্যতে শ্রীলগৌরেন্দো-
রত্যদ্ভুতমলৌকিকম্।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা
দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতম্॥ ১

অন্বয়ঃ।—শ্রীলগৌরেন্দোঃ (শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের) অত্যদ্ভুতম্ (অতি অদ্ভুত) অলৌকিকম্ (অলৌকিক) দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতং (দিব্যোন্মাদ চেষ্টা) যৈঃ (যাহাদিগ কর্ত্তৃক) দৃষ্টং (দৃষ্ট হইয়াছে) তন্মুখাৎ (তাঁহাদের মুখে) শ্রুত্বা (শুনিয়া) লিখ্যতে (লিখিত হইতেছে)।

অনুবাদ।—গৌরচাঁদের অত্যন্ত বিস্ময়কর ও অলৌকিক যে সব চেষ্টা যাঁরা দেখেছেন তাদের মুখ থেকে সেই দিব্যোন্মাদ চেষ্টার কথা শুনে লিখছি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে॥
এক দিন প্রভু, স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে।
অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥
মধ্যে মধ্যে প্রভু আপনে শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করেন প্রভু বিলাপ করিয়া॥
এই মতে নানা ভাবে অর্দ্ধ রাত্রি হইল।
গোঁসাঞিরে শয়ন করাই দুঁহে ঘর গেল॥
গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিল শয়ন।
সব রাত্রি প্রভু করে উচ্চ সংকীর্ত্তন॥
আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণবেণু-গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা পয়াণ॥
তিন দ্বারে কপাট ঐছে আছে ত লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া॥

সিংহদ্বার দক্ষিণে রহে তেলেঙ্গা গাভীগণ।
তাঁহা যাই পড়িলা প্রভু হৈয়া অচেতন॥
হেথা গোবিন্দ মহাপ্রভুর শব্দ না পাইয়া।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া॥
তবে স্বরূপ গোঁসাঞি সঙ্গে লঞা ভক্তগণ।
দেউটি (১) জ্বালিয়া করে প্রভুর অন্বেষণ॥
ইতি উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাভীগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা॥
পেটের ভিতর হস্ত-পদ কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার॥
অচেতন পড়িয়াছে যেন কুষ্মাণ্ড ফল।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দে বিহ্বল॥
গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ॥
অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ॥
উচ্চ করি শ্রবণে করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন॥
চেতন পাইলে হস্ত-পদ বাহিরাইল।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল॥
উঠিয়া বসিয়া প্রভু চাহে ইতি উতি।
স্বরূপে কহে তুমি আমা আনিলে কতি॥
বেণু শব্দ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তাঁর ভূষাধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ॥
গোপীগণ সহ বিহার হাস পরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস॥

(১) 'দেউটি'—বাতি, প্রদীপ।

হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইঁহা লঞা আইলা বলাৎকারে ধরি॥
শুনিতে না পাইনু সেই অমৃতসম বাণী।
শুনিতে না পাইনু ভূষণ মুরলীর ধ্বনি॥
ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদ্‌গদ বাণী।
কর্ণ তৃষ্ণায় মরে, পড় রসায়ন শুনি॥
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২৯ অং ৪০ শ্লোকঃ

কা স্ত্র্যঙ্গ! তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২৪ পরিচ্ছেদে ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২॥

শুনি প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা।
ভাগবতের শ্লোকের অর্থ করিতে লাগিলা॥

যথা—রাগঃ।

হৈল গোপী ভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা বচন।
কৃষ্ণের মধুর হাস্যবাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন (১)॥
নাগর! কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগৎ ভরি, আছে যত যোগ্যা নারী,
তোমার বেণু কাহাঁ না আকর্ষয়॥
কৈলা যত বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী
দূতী হঞা মোহে নারীর মন।
মহোৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, আর্য্যপথ(২) ছাড়াইয়া
আনি তোমায় করে সমর্পণ॥
ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ-কামশরে
লজ্জা ভয় সকল ছাড়ায়।

(১) 'ওলাহন'—ভৎর্সনাসূচক বাক্য।
(২) 'আর্য্যপথ'—সতীত্ব ধর্ম্ম।

এবে আমায় করি রোষ, কহি পতিত্যাগ দোষ,
ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখায়॥
অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এইসব শঠ পরিপাটী।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড়হ এইসব কুটিনাটি (৩)॥
বেণুনাদঅমৃত-ঘোলে(৪) অমৃতসমানমিঠা বোলে
অমৃতসমান ভূষণশিঞ্জিত (৫)।
তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত॥
এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে
উৎকণ্ঠা সাগরে ডুবে মন।
রাধার উৎকণ্ঠা বাণী, পড়ি আপনি বাখানি
কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আস্বাদন॥

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৫ শ্লোকঃ

নদজ্জলদনিঃস্বনঃ শ্রবণাকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ।
রমাদিকবরাঙ্গনাহৃদয়হারিবংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাম্॥৩

অন্বয়ঃ।—নদজ্জলদনিঃস্বনঃ (যাঁহার কণ্ঠস্বর মেঘের ন্যায়) শ্রবণাকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ (যাঁহার ভূষণের ধ্বনি কর্ণকে মুগ্ধ করে) সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থ-ভঙ্গ্যুক্তিকঃ (যাঁহার বচনবিন্যাস পরিহাসময়, মধুর অক্ষরযুক্ত ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ) রমাদিকবরাঙ্গনাহৃদয়-হারিবংশীকলঃ (যাঁহার বংশীধ্বনি লক্ষ্মী প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনাদেরও হৃদয়কে মুগ্ধ করে) সখি (হে সখি) সঃ মদনমোহনঃ মে কর্ণস্পৃহাং তনোতি (সেই মদনমোহন আমার কর্ণস্পৃহা বর্দ্ধিত করিতেছেন)।

অনুবাদ। যাঁর কণ্ঠস্বর মেঘের মত গম্ভীর, যাঁর অলঙ্কারের শিঞ্জন শ্রুতিমধুর, যাঁর বচন-

(৩) 'কুটিনাটি'—কৌটিল্য অর্থাৎ অন্তর্বাহ্য ভাব।
(৪) 'ঘোলে'—গাঢ় তক্রে কিংবা কর্ণপূরক ধ্বনিতে; অথবা অমৃতকে উদ্গার করে এরূপ বেণুশব্দে। (৫) 'ভূষণশিঞ্জিত'—অলঙ্কারের ধ্বনি।

বিন্যাস, লীলাময়—রসময়—ব্যঞ্জনাময় যাঁর বাঁশীর সুর লক্ষ্মী প্রভৃতি দিব্য রমণীদেরও মনকে হরণ করে—হে সখি! সেই মদনমোহন আমার শ্রবণ-লালসাকে বর্দ্ধিত করছেন ॥ ৩ ॥

পুনর্যথা—রাগঃ।

কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘনধ্বনি জিনি,
যার গুণে কোকিল লাজায় (১)।
তার এক শ্রুতি কণে, ডুবে জগতের কাণে,
পুনঃ কাণ বাহুড়ি (২) না যায় ॥
কহ সখি! কি করি উপায়।
কৃষ্ণের সে-শব্দ গুণে, হরিলে আমার কানে,
এবে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায় ॥ ধ্রু
নূপুর কিঙ্কিণি ধ্বনি, হংস সারস জিনি,
কঙ্কণধ্বনি, চটক লাজায় (৩)।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে
অন্য শব্দ সে কাণে না যায় ॥
সেই শ্রীমুখভাষিত(৪), অমৃত হৈতে পরামৃত
স্মিত কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত (৫) ॥
সে অমৃতের এক কণ, কর্ণচকোর-জীবন,
কর্ণচকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে ॥

(১) 'নবঘন'—নূতন মেঘ। 'লাজায়'—লজ্জা দেয়।

(২) 'বাহুড়ি'—ফিরিয়া।

(৩) 'কিঙ্কিণি'—কটিভূষণবিশেষ, ঘুঙ্গুর। 'কঙ্কণ'—হস্তের অলঙ্কার। 'চটক'—চড়ুইপাখী।

(৪) 'ভাষিত'—বাক্য।

(৫) 'দুই শক্তি'—শব্দশক্তি ও অর্থশক্তি। 'ব্যক্তি'—প্রকাশ। 'প্রত্যক্ষরে'—প্রতি অক্ষরে, অক্ষরে অক্ষরে। 'নর্ম্ম'—পরিহাস।

যেবা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,
জগন্নারী চিত্ত আউলায় (৬)।
নীবীবন্ধ (৭) পড়ে খসি, বিনামূল্যে হয় দাসী
বাউলি (৮) হঞা কৃষ্ণপাশে ধায় ॥
যেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তিঁহ সে কাকলি শুনি
কৃষ্ণপাশে আইসে প্রত্যাশায়।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণার তরঙ্গ,
তপ করে তবু নাহি পায় ॥
এই শব্দামৃতচারী (৯), যার হয় ভাগ্য ভারি
সেই কর্ণ ইহা করে পান।
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে
কাণাকড়ি সম সেই কাণ ॥
করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগভাব,
মনে কাহোঁ নাহি আলম্বন (১০)।
উদ্বেগ বিষাদমতি, ঔৎসুক্য ত্রাস ধৃতি স্মৃতি
নানা ভাবের হইল মিলন (১১) ॥

(৬) 'আউলায়'—শিথিল হয়।

(৭) 'নীবীবন্ধ'—কটিবস্ত্রগ্রন্থি।

(৮) 'বাউলি'—পাগলিনী।

(৯) 'চারী'—বিচরণশীল। কিংবা 'চারি' শব্দে কণ্ঠের গম্ভীরধ্বনি, নূপুরকিঙ্কিণিধ্বনি, সে শ্রীমুখ ভাষিত ও যেবা বেণু কলধ্বনি, এই চারি শব্দামৃত।

(১০) 'আলম্বন'—আশ্রয়।

(১১) 'উদ্বেগ'—মনের কম্প। মনের উদ্বেগে দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ, স্তব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি হইয়া থাকে।

'বিষাদ'—অনুতাপ। ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ জন্মে, তাহার নাম বিষাদ। এই বিষাদে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি হইয়া থাকে।

'মতি'—শাস্ত্রাদির অর্থনির্দ্ধারণ। ইহাতে সংশয় ও ভ্রমের ছেদনহেতু কর্ত্তব্যকরণ, শিষ্যদিগকে উপদেশ দান এবং তর্কবিতর্ক প্রভৃতি হইয়া থাকে।

ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি, লীলাশুকে হৈল স্ফূর্ত্তি
সেই ভাবে পড়ে সেই শ্লোক (১)।
উন্মাদের(২)সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে
যেই অর্থ না জানে সব লোক ॥

তথাহি—কৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪২

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া,
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে,
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে॥ ৪

অন্বয়ঃ।—ইহ কিং কৃণুমঃ, (এই বিষয়ে কি করিব) কস্য ব্রূমঃ (কাহাকেই বলিব) আশয়া কৃতং কৃতম্ (আশায় যাহা করা হইয়াছে, তাহা করাই হইয়াছে) অন্যাং ধন্যাং কথাং কথয়ত (কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য ভাল কথা বল) অহো হৃদয়েশয়ঃ (হায় হায় আমার হৃদয়ে শয়ান রহিয়াছেন) মধুরমধুরস্মেরাকারে (মধুর মধুর ঈষৎ হাস্যযুক্ত যাহার আকার) মনোনয়নোৎসবে (মন নয়নের আনন্দদায়ক) কৃষ্ণে কৃপণ-কৃপণা (সেই কৃষ্ণে উৎকণ্ঠা নিমিত্ত অতি দীনা) তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে (তৃষ্ণা চিরকাল বর্দ্ধিত হইতেছে)।

অনুবাদ।—এখন কি করি! কাকেই বা বলি! আশায় যা করার তা করা হোলো! অন্য কোনো ভালো কথা বল। আহা! তিনি আমার হৃদয়েই শয়ন ক'রে আছেন। মধুর তাঁর হাসি, মধুর তাঁর আকার! মনের উৎসব তিনি, নয়নের উৎসব! কৃষ্ণে আমার অতি ব্যাকুল তৃষ্ণা চিরদিন বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে ॥ ৪ ॥

যথা—রাগঃ।

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ কে কহে উপায় ॥
হা হা সখি! কি করি উপায়।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাও, কাঁহা গেলে কৃষ্ণপাও,
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায় ॥ ধ্রু
ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হৈল মতি ভাবোদ্গম।
পিঙ্গলার বচন স্মৃতি, করাইল ভাবমতি,
তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ ॥
দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণের আশা ছাড়ি দিয়ে
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড়ি কৃষ্ণ কথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য,
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ ॥
কহিতে হইল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি,
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে।
যারে চাহি ছাড়িতে, সেই শুঞা আছে চিতে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥
রাধা ভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায়কামজ্ঞান
কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।
কহে যে জগৎ মারে, সেই পশিল অন্তরে
এই বৈরী না দেয় পাশরিতে ॥

'ঔৎসুক্য'—অভীষ্ট বস্তুর দর্শনস্পৃহা ও প্রাপ্তিস্পৃহা নিমিত্ত যে কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতা তাহাকে ঔৎসুক্য বলে। ইহাতে মুখশোষ, ত্বরা চিন্তা, দীর্ঘনিশ্বাস এবং স্থিরতাদি হইয়া থাকে।

'ত্রাস'—হৃদয়ে ক্ষোভ। এই ত্রাসে পার্শ্বস্থ বস্তুর আলম্বন, রোমাঞ্চ, কম্প, স্তম্ভ এবং ভ্রমাদি হইয়া থাকে।

'ধৃতি'—জ্ঞান, দুঃখাভাব ও উত্তম বস্তু প্রাপ্তি (অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় প্রেমলাভ) দ্বারা মনে যে পূর্ণতা (অচাঞ্চল্য), তাহার নাম ধৃতি। ইহাতে অপ্রাপ্ত ও অতীত নষ্ট বিষয়ের নিমিত্ত দুঃখ হয় না।

'স্মৃতি'—পূর্ব্বানুভূত অর্থের প্রতীতি। এই স্মৃতিতে শিরঃকম্প এবং ভ্রূবিক্ষেপাদি হইয়া থাকে।

(১) 'ভাবশাবল্য'—ভাবসকলের পরস্পর সংমর্দ্দের নাম শাবল্য।

(২) 'উন্মাদ'—অতিশয় আনন্দ, আপদ্ এবং বিরহাদিজনিত হৃদ্ভ্রমকে উন্মাদ বলে। এই উন্মাদে অট্টহাস্য, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার এবং বিপরীত ক্রিয়াদি হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদিগণ ॥
জীব হইয়া করে যেই তাহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তার ছোঁয় এক কণ ॥
এই মত রাসের শ্লোক সকলি পড়িলা।
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩৩ অং ১২ শ্লোকঃ

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—গজীভিঃ (করিণীগণের সহিত) ইভরাট্ ইব (করিরাজের ন্যায়) অঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ (গোপাঙ্গনাগণের অঙ্গসঙ্গ দ্বারা যাঁহার পুষ্পমালা সংমর্দ্দিত) কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ (এবং তাহাদের কুচকুঙ্কুমদ্বারা রঞ্জিত পুষ্পমালার সম্বন্ধী) গন্ধর্ব্ব-পালিভিঃ (গন্ধর্ব্বপতিগণের ন্যায় গানপরায়ণ ভ্রমর-কুল কর্ত্তৃক) অনুদ্রুতঃ (অনুসৃত হইয়া) শ্রান্তঃ (পরিশ্রান্ত) ভিন্নসেতুঃ (এবং অতীতলোক-বেদমর্য্যাদ) সঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণ) তাভিঃ (সেই গোপাঙ্গনাগণের সহিত) যুতঃ (যুক্ত হইয়া) শ্রমং (শ্রান্তি) অপোহিতুং (দূর করিবার উদ্দেশ্যে), বাঃ (জলে) আবিশৎ (প্রবেশ করিলেন)।

অনুবাদ।—লোকাচার ও বেদধর্ম্মকে শ্রীকৃষ্ণ মানেননি। এখন তিনি শ্রান্ত হয়ে গোপীদের সঙ্গে শ্রমনাশ করবার জন্যে জলে নামলেন। তাঁর গলার মালা গোপীদের দেহের চাপে মর্দ্দিত হ'য়েছিল আর সে মালা রাঙিয়ে উঠেছিল তাদেরই বক্ষের কুঙ্কুমের রঙে। সে মালার গন্ধে কৃষ্ণের পিছু পিছু ছুটেছিল গুঞ্জনরত ভ্রমরের পাঁতি। মনে হোলো ভ্রমর-বেষ্টিত মদকল করী কারণীদের সঙ্গে তট ভেঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ॥ ২ ॥

এই মত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে ॥
চন্দ্রকান্তি উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা ॥
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে ॥
তরঙ্গে বহিয়া বুলে যেন শুষ্ক কাষ্ঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট ॥
কোণার্কের (১) দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাইয়া রাখে কভু ভাসাইয়া লইয়া যায় ॥
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥
ইঁহা স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিয়া।
কাঁহা গেলা প্রভু কহে চমকিত হঞা ॥
মনোবেগে গেলা প্রভু লখিতে (২) নারিলা।
প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা ॥
জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা।
অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা ॥
গুণ্ডিচামন্দিরে কিবা গেলা নরেন্দ্রেরে।
চটক পর্ব্বতে কিবা গেলা কোণার্কেরে ॥
এত বলি সবে বুলে প্রভুরে চাহিয়া।
সমুদ্রের তীরে আইলা কত জন লঞা ॥
চাহিয়া বেড়াইতে ঐছে শেষরাত্রি হৈল।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিশ্চয় করিল ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন ॥

তথাহি—অভিজ্ঞানশকুন্তল-নাটকে চতুর্থে অঙ্কে

অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি ॥ ৩

অনুবাদ।—বন্ধুদিগের হৃদয়ে অনিষ্টাশঙ্কাই উদিত হ'য়ে থাকে (অর্থাৎ বন্ধুগণের হৃদয় অমঙ্গলই আশঙ্কা করে।॥ ৩ ॥

---

(১) 'কোণার্ক'—কোণারক; পুরীর সমীপস্থ সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানবিশেষ।

(২) 'লখিতে'—লক্ষ্য করিতে।

সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা।
চিরাইয়া পর্ব্বত দিকে কতজন গেলা॥
পূর্ব্বদিশায় চলে স্বরূপ লঞা কতজন।
সিন্ধুতীরে নীরে করে প্রভু-অন্বেষণ॥
বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন।
প্রভু প্রেমে করি বুলে প্রভুর অন্বেষণ॥
দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি।
হাসে কান্দে নাচে গায় বলে "হরি হরি"॥
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সবে চমৎকার।
স্বরূপ গোঁসাঞি তারে পুছে সমাচার॥
কহ জালিক এইদিকে দেখিলে একজন।
তোমার এ দশা কেনে, কহ ত কারণ॥
জালিয়া কহে ইহাঁ এক মনুষ্য না দেখিল।
জল বাহিতে এক মৃতক মোর জালে আইল॥
বড় মৎস্য বলি আমি উঠাইল যতনে।
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গস্পর্শ হৈল।
স্পর্শমাত্রে সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
গদ্‌গদ বাণী রোম উঠিল সকল॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায়॥
শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক এক হাতপাদ তার তিন তিন হাত॥
অস্থিসন্ধি চাম ছুটিল করে নড়বড়ে।
তাহারে দেখিতে প্রাণ নাহি রহে ধড়ে (১)॥
মড়ারূপ ধরি রহে উত্তান-নয়ন (২)।
কভু গোঁ গোঁ করে কভু রহে অচেতন॥
সাক্ষাৎ দেখিছোঁ মোরে পাইল সেই ভূত।
মুঞি মরিলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রীপুত॥

সেইত ভূতের কথা কহনে না যায়।
ওঝা-ঠাঁঞি যাইছোঁ যদি সে ভূত ছাড়ায়॥
একা রাত্রে বুলি মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূত প্রেত না লাগে আমায় নৃসিংহ স্মরণে॥
এই ভূত নৃসিংহ নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখি ভয় লাগে মনে॥
হোথা না যাইও নিষেধি তোমারে।
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে॥
এত শুনি স্বরূপ গোঁসাঞি সব তত্ত্ব জানি।
জালিয়াকে কহে কিছু সুমধুর বাণী॥
আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে।
মন্ত্র পড়ি শ্রীহস্ত দিল তাহার মাথে॥
তিন চাপড় মারি কহে ভূত পলাইল।
ভয় না পাইহ বলি সুস্থির করিল॥
একে প্রেম আরে ভয় দ্বিগুণ অস্থির।
ভয় অংশ গেল সেই কিছু হৈল ধীর॥
স্বরূপ কহে যারে তুমি কর ভূতজ্ঞান।
ভূত নহে তিঁহো শ্রীচৈতন্য ভগবান্॥
প্রেমাবেশে পড়িলা তিঁহো সমুদ্রের জলে।
তাঁরেই তুমি উঠাঞাছ আপনার জালে॥
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
ভূতপ্রেত জ্ঞানে তোমার মনে হৈল মহাভয়॥
এবে ভয় গেল তোমার মন হৈল স্থিরে।
কাঁহা তাঁরে উঠাঞাছ দেখাহ আমারে॥
জালিয়া কহে প্রভুকে মুঞি দেখিয়াছো বারবার।
তিঁহো নহে এই অতি বিকৃত-আকার॥
স্বরূপ কহে তাঁর হয় প্রেমের বিকার।
অস্থিসন্ধি ছাড় হয় অতি দীর্ঘাকার॥
শুনি সেই জালিয়া আনন্দিত হৈল।
সবা লঞা গেলা মহাপ্রভু দেখাইল॥
ভূমে পড়ি আছে প্রভু দীর্ঘ সব কায়।
জলে শ্বেততনু, বালু লাগিয়াছে গায়॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়।
দূর পথ উঠাইয়া ঘরে আনন না যায়॥

(১) 'ধড়ে'—শরীরে।
(২) 'উত্তান-নয়ন'—ঊর্দ্ধ চক্ষু।

আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া।
বহির্ব্বাসে শোয়াইল বালুকা ঝাড়িয়া॥
সবে মিলি উচ্চ করি করে সংকীর্ত্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কাণে॥
কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ প্রবেশিলা।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহিঁ উঠিলা॥
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজ স্থানে।
অর্দ্ধবাহ্য ইতি উতি করে দরশনে॥
তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল।
অন্তর্দ্দশা বাহ্যদশা অর্দ্ধবাহ্য আর॥
অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম॥
অর্দ্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ বচনে।
আকাশে (১) কহেন প্রভু শুনে ভক্তগণে॥
কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মেলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সেই রঙ্গে॥

যথা—রাগঃ।

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী করে,
সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন,
জলকেলি রচিল সুঠাম॥
সখি হে! দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে।
কৃষ্ণ-মত্ত করিবর, চঞ্চল করপুষ্কর (২)
গোপীগণ করিণীর সঙ্গে॥ ধ্রু

আরম্ভিল জলকেলি, অন্যোন্যে জল ফেলাফেলি
হুড়াহুড়ি বর্ষে জলাসার।
সবে জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার॥
বর্ষে স্থির তড়িদ্গণ, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
ঘন বর্ষে তড়িৎ উপরে।
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকগণ
সে অমৃত সুখে পান করে॥
প্রথমে যুদ্ধ জলাজলি, তবে যুদ্ধ করাকরি
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি।
তবে যুদ্ধ রদারদি (৩), তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি,
তবে যুদ্ধ হৈল নখানখি॥
সহস্রকরজলসেকে, সহস্র নেত্রে গোপী দেখে
সহস্রপাদ (৪) নিকট গমনে।
সহস্র মুখ চুম্বনে, সহস্র বপু সঙ্গমে,
গোপী নর্ম্ম (৫) শুনে সহস্র কাণে॥
কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে, গেলা কণ্ঠদঘ্ন (৬) জলে,
ছাড়িল তাঁহা যাঁহা অগাধ পানি।
তিঁহ কৃষ্ণকণ্ঠ ধরি, ভাসে জলের উপরি,
গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী (৭)॥
যত গোপসুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি,
সবার বস্ত্র করিল হরণে।
যমুনাজল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
সুখে কৃষ্ণ করে দরশনে॥

---

(১) 'আকাশে'—অর্থাৎ কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া।

(২) 'করিবর'—হস্তিপ্রধান। 'করপুষ্কর'—হস্তরূপ শুণ্ড।

(৩) 'রদারদি'—দন্তাদন্তি। 'বদাবদি' এই পাঠে—বাক্যে বাক্যে।

(৪) 'সহস্রপাদ'—সূর্য্য।

(৫) 'নর্ম্ম'—পরিহাস, অর্থাৎ গোপীরা সহস্রকর্ণে সেই পরিহাস শ্রবণ করেন।

(৬) 'কণ্ঠদঘ্ন'—কণ্ঠপরিমিত, অর্থাৎ আকণ্ঠ।

(৭) হস্তীর দন্তে উন্মূলিত হইয়া কমলিনী বা পদ্ম যেমন থাকে।

যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা॥

পদ্মিনীলতা সখীচয়ে, কৈল কারো সহায়ে,
তার হস্তে পত্র সমর্পিল।
কেহ মুক্ত কেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস
স্বহস্তে কঞ্চোলি করিল॥
কৃষ্ণের কলহ রাধাসনে, গোপীগণ সেইক্ষণে
হেমাব্জ বনে গেলা লুকাইতে।
আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে, মুখমাত্র জলে ভাসে
পদ্মে মুখে না পারি চিনিতে॥
হেথা কৃষ্ণ রাধাসনে, কৈল যে আছিল মনে
গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা।
তবে রাধা সূক্ষ্মমতি, জানিয়া সখীর স্থিতি
সখীমধ্যে আসিয়া মিলিলা॥
যত হেমাব্জজলেভাসে, ততনীলাব্জ তার পাশে
আসি আসি করয়ে মিলন।
নীলাব্জে হেমাব্জে ঠেকে, যুদ্ধ হয় পরতেকে
কৌতুক দেখে তীরে গোপীগণ (১)॥
চক্রবাক মণ্ডল (২), পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
জল হৈতে করিল উদ্গম।
উঠিল পদ্ম-মণ্ডল (৩), পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন॥
উঠিল বহু রক্তোৎপল (৪), পৃথক্ পৃথক্ যুগল
পদ্মগণের করে নিবারণ।
পদ্ম চাহে লুঠিয়া নিতে, উৎপল (৫) চাহে রাখিতে
চক্রবাক্ লাগি দুঁহার রণ॥

পদ্মোৎপল অচেতন, চক্রবাক্ সচেতন,
চক্রবাকে পদ্ম আচ্ছাদয় (৬)।
ইঁহা দোঁহার উল্টা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ন্যায় হয়॥
মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রকে লুঠে আসি
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিত শত্রুমিত্র, রাখে উৎপল বড় চিত্র
এ বড় বিরোধ অলঙ্কার (৭)॥
অতিশয়োক্তি বিরোধাভাস(৮) দুই অলঙ্কার প্রকাশ
করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল।
যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র কর্ণযুগ জুড়াইল॥

(১) 'হেমাব্জ'—স্বর্ণপদ্ম, অর্থাৎ শ্রীগোপীবদন। 'নীলাব্জ'—নীলপদ্ম, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বদন। 'পরতেকে'—প্রত্যেকে।

(২) 'চক্রবাকমণ্ডল'—গোপীস্তনমণ্ডল।

(৩) 'পদ্মমণ্ডল'—কৃষ্ণকর।

(৪) 'রক্তোৎপল'—গোপীহস্ত।

(৫) 'উৎপল'—রক্তোৎপলরূপ গোপীহস্ত চক্রবাককে রক্ষা করিতে চাহে।

(৬) অচেতন পদ্ম সচেতন চক্রবাককে আচ্ছাদন করে ইহাই বিপরীত।

(৭) চক্রবাক সূর্য্যোদয়ে প্রিয়বিরহমুক্ত হয় অর্থাৎ প্রিয়সঙ্গ লাভ করে বলিয়া সূর্য্যের মিত্র সুতরাং পদ্মেরও মিত্র, কারণ সূর্য্যোদয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। যে জলে পদ্ম বাস করে, সেই জলে চক্রবাক বাস করে বলিয়া চক্রবাক পদ্মের সহবাসী, তাহাকে লুঠ করিতেছে ইহা অন্যায় ব্যবহার।

রাত্রিতে উৎপল বিকসিত হয় এই নিমিত্ত উৎপলের শত্রু সূর্য্য, তাহার মিত্র চক্রবাক, তাহাকে রক্ষা করিতেছে ইহাই আশ্চর্য্য। যেহেতু শত্রুর মিত্রকে রক্ষা করা উচিত হয় না।

'উৎপল'—শ্রীকৃষ্ণকরতল।

(৮) 'অতিশয়োক্তি'—উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া শুধু উপমানের উল্লেখে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়।

'বিরোধাভাস'—প্রকৃত পক্ষে বিরোধ না থাকা সত্ত্বেও বিরোধ বলিয়া মনে হইলে তাহাকে বিরোধাভাস অলঙ্কার বলে। জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা দ্রব্য দ্বারা যদি জাতিবিরুদ্ধ তুল্য বুঝায়, তবে বিরোধাভাস হয় এবং গুণ, ক্রিয়া বা দ্রব্য দ্বারা যদি গুণবিরুদ্ধ

ঐছে চিত্র ক্রীড়া করি, তীরে আইলা শ্রীহরি
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ।
গন্ধ তৈল মর্দ্দন, আমলকী উদ্বর্ত্তন,
সেবা করে তীরে সখীজন॥
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্ক বস্ত্র পরিধান,
রত্ন মন্দিরে কৈল আগমন।
বৃন্দাকৃত সম্ভার, গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার,
বন্যবেশ করিল রচন॥
বৃন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বারমাস ধরে ফুল-ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন,
ফল পাড়ি আনিয়া সকল॥
উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় থালি ভরি,
রত্ন মন্দির পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি, ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে॥
এক নারিকেল নানাজাতি, এক আম্র নানা ভাতি
কলা কোলি বিবিধ প্রকার।
পনস খর্জ্জুর কমলা, নারঙ্গ জাম সমতরা (১),
দ্রাক্ষা বাদাম মেওয়া যত আর॥
খরমুজ ক্ষীরিণীতাল, কেশর পানিফল মৃণাল
বিল্ব পীলু দাড়িম্বাদি যত (২)।
কোনদেশে কারো খ্যাতি, বৃন্দাবনে সব প্রাপ্তি
সহস্র জাতি লেখা যায় কত॥

গঙ্গাজল অমৃতকেলি, পীযূষগ্রন্থিকর্পূরকেলি
সরপুপী অমৃত পদ্মচিনি।
খণ্ডক্ষীরসার বৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি॥
ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি, কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী
বসি কৈল বন্যভোজন।
সঙ্গে লৈয়া সখীগণ, রাধা কৈল ভোজন,
দোঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন॥
কেহ করে ব্যজন, কেহ পাদসম্বাহন,
কেহ করায় তাম্বূল ভক্ষণ।
রাধা-কৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি আমার সুখী হৈল মন॥
হেনকালে মোরে ধরি, মহাকোলাহল করি,
তুমি সব ইঁহা লঞা আইলা।
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ,
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা॥
এতেক কহিতে প্রভুর কেবল বাহ্য হৈলা।
স্বরূপ গোঁসাঞিকে দেখি তাহারে পুছিলা॥
ইহাঁ কেনে তোমরা সব আমা লঞা আইলা।
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে কহিতে লাগিলা॥
যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা।
সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসি এত দূর আইলা॥
এই জালিয়া জালে করি তোমা উঠাইলা।
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হৈলা॥
সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমা অন্বেষিয়া।
জালিয়ার মুখে শুনি পাইলাম আসিয়া॥
তুমি মূর্চ্ছাছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া।
তোমার মূর্চ্ছা দেখি সবে মনে পাই পীড়া॥
"কৃষ্ণনাম" লইতে তোমার অর্দ্ধবাহ্য হৈল।
তাতে যে প্রলাপ কৈলে তাহাও শুনিল॥

তুল্য হয়, তাহাকেও বিরোধাভাস বলা যায়, এবং ক্রিয়া বা দ্রব্যদ্বারা যদি বিরুদ্ধ তুল্য বুঝায়, তাহাও বিরোধাভাস এবং দ্রব্যদ্বারা যদি বিরুদ্ধতুল্য হয়, তাহাও বিরোধাভাস হইয়া থাকে। এইরূপে বিরোধাবাস দশবিধ হইয়া থাকে।

(১) 'সমতরা'—অম্লযুক্ত ফলবিশেষ।

(২) 'ক্ষীরিণী'—শশা। 'কেশর'—কেশুর।

প্রভু কহে স্বপ্ন দেখিলাম বৃন্দাবনে।
দেখি কৃষ্ণ রাস করে গোপীগণ সনে॥
জলক্রীড়া করি কৈল বন্যভোজনে।
দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মনে॥
তবে স্বরূপ গোঁসাঞি তারে স্নান করাইয়া।
প্রভু লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা॥

এইত কহিল প্রভুর সমুদ্রপতন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্রপতনং নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং
মাতৃভক্তশিরোমণিম্।
প্রলপ্য মুখসঙ্ঘর্ষী
মধূদ্যানে ললাস যঃ॥ ১

অন্বয়ঃ।—মাতৃভক্তশিরোমণিং (মাতৃভক্তগণের শিরোমণি) তং কৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি) মুখসঙ্ঘর্ষী (ভিত্তিতে মুখ সংঘর্ষণকারী) যঃ প্রলপ্য (যিনি প্রলাপ করিয়া) মধূদ্যানে ললাস (মধু বনে বিহার করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি। শ্রেষ্ঠ মাতৃভক্ত তিনি। ভিত্তিতে মুখ ঘসে ও প্রলাপ করে তিনি মধু-উদ্যানে বিহার করেছিলেন॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এই মতে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে।
উন্মাদে বিলাপ করেন রাত্রিদিবসে॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ॥
প্রতি বৎসর প্রভু তারে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদদুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে॥
নদীয়া চলহ মাতাকে কহিও নমস্কার।
মোর নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার॥
কহিও মাতারে তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমা বন্দিয়ে চরণ॥
যে দিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সে দিন অবশ্য আসি করিয়ে ভক্ষণ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্ম নাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি তনয় তোমার॥
নীলাচলে আমি আছি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে॥
গোপলীলায় পায়ে যেই প্রসাদ-বসনে।
মাতাকে পাঠায়ে তাহা পুরীর বচনে॥
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনাইয়া যতনে।
মাতাকে পৃথক্ পাঠায় আর ভক্তগণে॥
মাতৃভক্তগণের প্রভু হয় শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী॥
জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতারে মিলিলা।
প্রভুর যত নিবেদন সকল কহিলা॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।
মাতার ঠাঁই আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিয়া॥
আচার্য্যের ঠাঁই গিয়া আজ্ঞা মাগিল।
আচার্য্য গোঁসাঞি প্রভুকে সন্দেশ(১) কহিল॥
তরজা প্রহেলি (২) আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভুমাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে॥
প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে (৩) কহিও লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল (৪)।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি তবে প্রভুকে কহিলা॥

---

(১) 'সন্দেশ'—সংবাদ, বার্ত্তা।
(২) 'প্রহেলি'—হেঁয়ালি।
(৩) 'বাউলকে'—উন্মত্তকে।
(৪) 'আউল'—সুবিধা।

তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
তাঁর যেই আজ্ঞা বলি মৌন করিলা॥
জানিয়াহ স্বরূপগোঁসাঞি প্রভুকে পুছিল।
এইত তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল॥
প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কত কাল করে নিরোধন॥
পূজা নির্ব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তার মন॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপগোঁসাঞি কিছু হইলা বিমন॥
সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দশা দ্বিগুণ বাড়িল॥
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে।
রাধা ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে॥
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরাগমন।
উদ্‌ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ॥
রামানন্দের গলা ধরি করে প্রলাপন।
স্বরূপে পুছয়ে জানি নিজ সখীগণ॥
পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে শ্রীরাধা পুছিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা॥

তথাহি—ললিতমাধবে ৩ অং ২৫ শ্লোকঃ

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দ্রমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
র্নিধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্বিধিম্॥ ২

অনুবাদ।—কোথায় নন্দকুলের চন্দ্রমা? কোথায় তিনি যাঁর অলঙ্কার হয়েছে শিখিপুচ্ছ? মুরলী যাঁর মেঘমন্দ্রের মত গম্ভীর ধ্বনি করে—তিনি কোথায়? ইন্দ্রনীলকান্তি তিনি কই? রাসলীলার নটেশ্বর কোথায়? কোথায় সখি আমার জীবন রক্ষার ওষধি? আমার রত্ন—আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু কোথায়? হায়! হায়! হা ধিক্! বিধাতাকে ধিক্!॥ ২॥

যথা—রাগঃ

ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি কৈল জগৎ উজোর (১)।
কান্ত্যমৃত যেবা পীয়ে, নিরন্তর পীয়া জীয়ে
ব্রজজনের নয়ন-চকোর (২)॥
সখি হে! কোথা কৃষ্ণ? করাহ দর্শন।
ক্ষণেক যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন॥ ধ্রু
এই ব্রজের রমণী, কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী,
নিজ করামৃত দিয়া দান (৩)।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই
দেখাও সখি! রাখ মোর প্রাণ॥
কাঁহা সে চূড়ার ঠান, কাঁহা শিখিপুচ্ছের উড়ান
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বকপাঁতি
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু॥
একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে
কৃষ্ণতনু যেন আম্র-আঠা।
নারীর মন পৈশে হায় যত্নে নাহি বাহিরায়
তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা॥
জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি,
যেই কান্তি জগৎ মাতায়।
শৃঙ্গাররসসারছানি, তাতে চন্দ্র জ্যোৎস্না সানি
জানি বিধি নিরমিল তায় (৪)॥

---

(১) 'উজোর'—উজ্জ্বল।
(২) 'কান্ত্যমৃত'—কান্তিরূপ অমৃত। 'পীয়ে'—পান করিয়া। 'জীয়ে'—জীবনধারণ করে।
(৩) 'কামার্ক'—কাম (কন্দর্প)+অর্ক (সূর্য্য)। 'কর'—হস্ত, (পক্ষে) কিরণ।
(৪) 'সানি'—ছানি, ফেনাইয়া, অর্থাৎ চটকাইয়া।

কাঁহা সে মুরলীধ্বনি, নবাম্বুদ গর্জ্জিত জিনি
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার (১)।
উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি পীয়ে কান্ত্যমৃতধার॥
মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষার মহৌষধি,
সখি! মোর তিঁহো সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন॥
যেজন জীতে নাহি চায়, তাহে কেনে জীয়ায়
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ শোক (২)।
বিধিকে করে ভর্ৎসন, কৃষ্ণে দেয় ওলাহন,
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩৯ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকঃ

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা॥ ৩

অন্বয়ঃ।—অহো (কি আশ্চর্য্য) বিধাতঃ (হে বিধাতঃ) তব ক্বচিৎ দয়া ন (তোমার কোথাও দয়া নাই)। 'যতঃ' মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ (যেহেতু মৈত্রীর দ্বারা প্রণয়ের দ্বারা দেহিগণকে) সংযোজ্য অকৃতার্থান্ তান্ (সংযোগ করিয়া তাহার কৃতার্থ না হইতে) বিযুনঙ্ক্ষি (বিযুক্ত কর) তে (তোমার) বিচেষ্টিতং (কার্য্য) অর্ভকচেষ্টিতং (বালককার্য্যের মত) ইব (মত) অপার্থকং (নিষ্প্রয়োজন)।

অনুবাদ।—হায় বিধাতা! তোমার এতটুকুও দয়া নেই! লোকেদের বন্ধুতা দিয়ে প্রণয় দিয়ে মিলিত ক'রে—তাদের সাধ পূর্ণ হবার আগেই তাদের মধ্যে বিভেদ ঘটিয়ে বিরহ ঘটাও! তোমার কাজ বালকের কাজের মতনই বৃথা! ॥ ৩ ॥

যথা—রাগঃ।

না জানিস্ প্রেমধর্ম্ম, ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা বালক সমান।
তোর যদি লাগি পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে
এমন যেন না করিস্ বিধান॥
অরে বিধি তোঁ বড় নিঠুর।
অন্যোন্য দুর্ল্লভজন, প্রেমে করাইয়া সম্মিলন,
অকৃতার্থান্ কেনে করিস্ দূর॥ ধ্রু
অরে বিধি অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন,
নেত্র মন লোভাইলি আমার।
ক্ষণেক করিতে পান, কাড়ি নিলি অন্য স্থান,
পাপ কৈলি দত্ত অপহার (৩)॥
অক্রূর করে তোমার দোষ, আমায় কেন কর রোষ,
ইঁহো যদি কহ দুরাচার।
তুই অক্রূর মূর্ত্তি ধরি, কৃষ্ণ নিলি চুরি করি,
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার॥
আপনার কর্ম্মদোষ, তোরে কিবা করি রোষ
তোয় মোয় সম্বন্ধ বিদূর (৪)।
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যাঁর সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইলা নিঠুর॥
সব ত্যজি ভজি যারে, সেই আপন হাতে মারে
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তাঁর লাগি আমি মরি, উলটি না চাহে হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়॥

(১) 'নবাম্বুদ'—নূতন মেঘ।

(২) 'ক্রোধ'—প্রতিকূল ভাব দ্বারা চিত্তের যে জ্বলন, তাহাকে ক্রোধ কহে। ইহাতে কঠোরতা, ভ্রূকুটী এবং নেত্র-লৌহিত্যাদি বিকার হইয়া থাকে।
'শোক'—ইষ্টবিয়োগ নিমিত্ত চিত্তের যে ক্লেশাতিশয়, তাহাকে শোক বলে। ইহাতে বিলাপ, পতন, নিশ্বাস, মুখশোষ ও ভ্রমাদি উৎপন্ন হয়।

(৩) 'দত্ত অপহার'—দান করিয়া অপহরণ।

(৪) অর্থাৎ তোর ও আমার কোনই সম্বন্ধ না থাকায় কেনই বা তুই আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা করিবি?

কৃষ্ণ কেনে করি রোষ, আপন দুর্দ্দৈব দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তাঁরে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥
এইমত গৌররায়, বিষাদে করে হায় হায়!
হা হা কৃষ্ণ! তুমি গেলা কতি।
গোপীভাব হৃদয়ে, তাঁর বাক্য বিলাপয়ে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥
তবে স্বরূপ রামরায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন।
গায়েন সঙ্গম গীত, প্রভুর ফিরাইল চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥
এইমত বিলপিতে অর্দ্ধ রাত্রি গেল।
গম্ভীরাতেস্বরূপগোঁসাঞি প্রভুকে শোয়াইল॥
প্রভুকে শোয়াইয়া রামানন্দ গেলা ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গর গর মন।
নামসংকীর্ত্তন করে বসি করে জাগরণ ॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভুর উদ্বেগ উঠিলা।
গম্ভীরার ভিত্তে মুখ ঘসিতে লাগিলা ॥
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার ॥
সর্ব্ব রাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ।
গোঁ গোঁ শব্দ করে, স্বরূপ শুনিল তখন ॥
দীপ জ্বালি ঘরে গেলা দেখি প্রভুর মুখ।
স্বরূপ গোবিন্দ দুহাঁর হৈল মহাদুঃখ ॥
প্রভুকে শয্যাতে আনি সুস্থির করিল।
কাঁহা কৈলে তুমি এই স্বরূপ পুছিল ॥
প্রভু কহে উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি বুলি শীঘ্র বাহির হইতে ॥
দ্বার নাহি পাই, মুখ লাগে চারি ভিতে।
ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পারি যাইতে ॥
উন্মাদ দশায় প্রভুর স্থির নহে মন।
যে বলে যে করে সব উন্মাদ লক্ষণ ॥

স্বরূপ গোঁসাঞি তবে চিন্তা পাইল মনে।
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈল আর দিনে ॥
সব ভক্তগণ মিলি প্রভুরে সাধিল।
শঙ্কর পণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল ॥
প্রভুর পদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তার উপরে করে পাদপ্রসারণ ॥
প্রভু পাদোপধান বলি তার নাম হৈল।
পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ১৩ অং ৫ শ্লোকঃ

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং
সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানম্।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং
প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—ভগবৎকথায়াং প্রণীয়মানঃ প্রহৃষ্টরোমা (ভগবৎ কথায় প্রবর্ত্তমান পুলকিতগাত্র) মুনিঃ (মৈত্রেয়) ইতি ব্রুবাণম্ (এই কথা যিনি বলিয়াছিলেন) বিনীতং (বিনীত) সহস্রশীর্ষ্ণঃ (নারায়ণের) চরণোপধানং (চরণের উপাধান স্বরূপ) বিদুরম্ (বিদুরকে) অভ্যাচষ্ট (বলিলেন)।

অনুবাদ।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁর কোলে ভালবেসে পা মেলে দিতেন—সেই বিদুর বিনীত হ'য়ে একথা বললে কৃষ্ণকথায় রোমাঞ্চিত মুনি সানন্দে বিদুরকে বলতে লাগলেন ॥ ৪ ॥

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদসম্বাহন।
ঘুমাইয়া পড়েন তৈছে করেন শয়ন ॥
উঘার অঙ্গে (১) পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে উড়ায় ॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র চেতন।
বসি পদ চাপি করে রাত্রি জাগরণ ॥
তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে।
তার ভয়ে নারে প্রভু মুখাব্জ (২) ঘষিতে ॥

(১) 'উঘার অঙ্গে'—অনাবৃত গাত্রে।
(২) 'মুখাব্জ'—মুখপদ্ম।

এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
গৌরাঙ্গস্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥

তথাহি—স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ ৬ষ্ঠ শ্লোকঃ

স্বকীয়স্য প্রাণা-
র্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ
সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ
দধদ্ ভিত্তৌ শশ্ব-
দ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো
হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—স্বকীয়স্য (স্বীয়) প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য (প্রাণার্ব্বুদ সদৃশ বৃন্দাবনের) বিরহাৎ উন্মাদাৎ (বিরহে উন্মত্ত হইয়া) সততং প্রলাপান্ অতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ (যিনি সতত অতিশয় প্রলাপ করিতেন এবং বিকলবুদ্ধি বশতঃ) ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ (ভিত্তিতে নিরন্তর মুখচন্দ্র ঘর্ষণ হেতু) ক্ষতোত্থং রুধিরং দধৎ (ক্ষত হইতে নির্গত রুধির ধারণকারী) গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে ব্যাকুল করিতেছেন)।

অনুবাদ।—গৌরাঙ্গের কাছে নিজের লক্ষ লক্ষ প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিল বৃন্দাবন। তার বিরহে বিকলহৃদয় হ'য়ে তিনি সর্ব্বদা উন্মাদের মতন বহু প্রলাপ করেছিলেন। গৃহের ভিতে সর্ব্বদা মুখ ঘষে ঘষে তাঁর মুখের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে পড়ত। গৌরাঙ্গের সেই মূর্ত্তি মনে প'ড়ে আমাকে ব্যাকুল ক'রে তুলছে॥ ৫॥

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
প্রেমসিন্ধুমগ্ন রহে কভু ডুবে ভাসে॥
এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী দিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে॥
জগন্নাথবল্লভ নাম উদ্যানপ্রধানে।
প্রবেশ করিল প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী যেন বৃন্দাবন।
শুক-শারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন॥
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয় পবন।
গুরু হঞা তরুলতায় শিখায় নর্ত্তন॥
পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতা জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥
ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্ত প্রধান।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান্॥
"ললিতলবঙ্গলতা" পদ গাওয়াইয়া।
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লঞা॥
প্রতি বৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে॥
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা॥
আগে পাইলা কৃষ্ণ তাঁরে পুনঃ হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া॥
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধে ভরিল উদ্যান।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতন॥
নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ-পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল॥
কৃষ্ণগন্ধলুব্ধ রাধা সখীকে যে কহিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিলা॥

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৬ষ্ঠঃ শ্লোকঃ

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃ-
পরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে
শশিযুতাজগন্ধপ্রথঃ।
মদেন্দুবরচন্দনা-
গুরুসুগন্ধিচর্চ্চার্চ্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ
সখি! তনোতি নাসাস্পৃহাম্॥ ৬

অন্বয়ঃ।—কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ (যাঁহার দেহসৌরভ কস্তুরীকেও জয় করিয়াছে এবং

ব্রজাঙ্গনাগণকে আকৃষ্ট করিয়াছে) স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে (নিজদেহের আটটি পথে) শশিযুতাজ্জগন্ধপ্রথঃ (কর্পূরযুক্ত পদ্মগন্ধের বিস্তারকারী) মদেন্দুবরচন্দনাগুরু-সুগন্ধিচর্চ্চাচ্চিতঃ (মৃগনাভি, কর্পূর, শ্বেতচন্দন ও অগুরুর সুগন্ধি লেপনে যাঁহার দেহ চর্চ্চিত) সখি স মদনমোহনঃ মে নাসাস্পৃহাং তনোতি (সখি, সেই মদনমোহন আমার নাসিকার স্পৃহা বৃদ্ধি করিতেছেন)।

অনুবাদ।—হে সখি! যাঁর দেহসৌরভ কস্তুরী-মৃগকেও হার মানিয়েছে, সৌরভের তরঙ্গে যিনি ব্রজ-গোপীদের আকৃষ্ট করেছেন, আপন দেহের আটটি পথে যাঁর কর্পূর মেশানো পদ্মের গন্ধ এবং মৃগনাভি, চন্দ্র, শ্বেতচন্দন ও অগুরু সুগন্ধের লেপন যাঁর দেহে—সেই মদনমোহনের জন্য আমার নাসা এমনই ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে॥ ৬॥

যথা—রাগঃ।

কস্তূরীলিপ্ত নীলোৎপল, তাই যেই পরিমল
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ (১)।
ব্যাপে চৌদ্দভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ॥
সখি হে! কৃষ্ণগন্ধ জগৎ মাতায়।
নারীর নাসায় পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈসে
কৃষ্ণপাশ ধরি লঞা যায়॥
নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ,
এই অষ্টপদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে।
কর্পূর লিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্ট পদ্মসঙ্গে॥
হিমকিলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী।
কর্পূর সনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধসঙ্গে
মিলি ডাকা যেন কৈল চুরী (২)॥

হরে নারীর তনু মন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবী (৩) ছুটায় কেশবন্ধ।
করিয়া আগে বাউরি(৪), নাচায় জগৎনারী,
হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ॥
সেই গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা
কভু পায় কভু নাহি পায়।
পাইলে পিয়া পেট ভরে, পিঙ পিঙ তবু করে
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায়॥
মদনমোহনের নাট, পসারি (৫) গন্ধের হাট,
জগন্নারী গ্রাহক লোভায় (৬)।
বিনামূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায়॥
এইমত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি উতি ধায়।
যায় বৃক্ষলতাপাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে
কৃষ্ণ না পায় গন্ধমাত্র পায়॥
স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে সুখ পায়
এইমতে প্রাতঃকাল হৈল।
স্বরূপ রামানন্দ রায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল॥
মাতৃভক্তি প্রলপন, ভিত্তে মুখ সংঘর্ষণ,
কৃষ্ণগন্ধে স্ফূর্ত্ত্যে দিব্য নৃত্য।
এই চারি লীলাভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে
কৃষ্ণদাস রূপগোঁসাঞির ভৃত্য॥
এইমত মহাপ্রভু পাইয়া চেতন।
স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন॥
অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্য-শক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাঁহার॥

(১) 'কস্তুরী'—মৃগনাভি। 'নীলোৎপল'—নীল পদ্ম। 'পরিমল'—সদ্গন্ধ।

(২) 'হিমকিলিত'—কর্পূরমিশ্রিত, কিংবা স্বর্ণ-প্রোথিত। 'চর্চ্চা'—লিপ্ত।

(৩) 'নীবী'—কটিবস্ত্রগ্রন্থি।

(৪) 'বাউরি'—পাগলিনী।

(৫) 'পসারি'—দোকানদার।

(৬) পৃথিবীর নারীগণকে সেই দোকানের গ্রাহিকা হইতে লুব্ধ করেন।

এই প্রেমা সদা জাগে যাহার অন্তরে।
পণ্ডিতেহো তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১।৪।১২

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা
যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য
মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥ ৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলার ২৩ পরিচ্ছেদে ১৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৭॥

অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া।
তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিয়া॥
ইহার সত্যত্বের প্রমাণ শ্রীভাগবতে।
শ্রীরাধার প্রেম-প্রলাপ ভ্রমরগীতাতে॥
মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে।
পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থ সবিশেষে॥
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দোঁহার দাসের দাস।
যারে কৃপা করে তার ইহাতে বিশ্বাস॥
শ্রদ্ধা করি শুন শুনিতে পাইবে মহা সুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি দুঃখ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয় শ্রবণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বিরহ-প্রলাপমুখসংঘর্ষণাদিবর্ণনং নাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষো-
দ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতম্।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য
ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে ॥ ১

অন্বয়ঃ।—প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতং (প্রেমজনিত হর্ষ ঈর্ষা উদ্বেগ দৈন্য ও আর্ত্তিমিশ্রিত) গৌরচন্দ্রস্য (শ্রীগৌরাঙ্গের) লপিতম্ (উক্তি, প্রলাপ) ভাগ্যবদ্ভিঃ নিষেব্যতে (ভাগ্যবান্ জন কর্ত্তৃক শ্রুত হইয়া থাকে)।

অনুবাদ।—গৌরচন্দ্রের প্রলাপ-কথা ভাগ্যবান্ জনেরাই শ্রবণ করেন। প্রেম-জনিত সেই প্রলাপে মিশ্রিত ছিল—হর্ষ, ঈর্ষা, উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্ত্তি॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী দিবস কৃষ্ণবিরহে বিহ্বলে ॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দু'জনার সনে।
রাত্রিদিনে রসগীত শ্লোক-আস্বাদনে ॥
নানাভাবে উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্য উদ্বেগ আর্ত্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ ॥
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা ॥
কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক পঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ ॥
হর্ষে প্রভু কহে, শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

তথাপি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ৫ অং ৩২ শ্লোকঃ

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং
সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈ-
র্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৩য় পরিচ্ছেদে ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২ ॥

নাম সংকীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস ॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ২২ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
দেবস্য শ্লোকঃ

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহা-
দাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—চেতোদর্পণমার্জ্জনং (যাহা মনরূপ দর্পণকে মার্জ্জিত করে) ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং (সংসাররূপ দাবানলকে যাহা নির্ব্বাপিত করে) শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং (যাহা জ্যোৎস্নাধারার মত মঙ্গল বিতরণ করে) বিদ্যাবধূজীবনং (বিদ্যারূপ বধূর যাহা জীবনস্বরূপ) আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং (যাহা আনন্দ-সমুদ্রকে স্ফীত করে) প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং (প্রতিপদে যাহার অমৃতের পূর্ণ আস্বাদ) সর্ব্বাত্মস্নপনং (যাহা মনঃপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণকে তৃপ্তিধারায় অভিষিক্ত করে) শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং (সেই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন) পরং বিজয়তে (সর্ব্বোৎকর্ষের সঙ্গে জয়লাভ করে)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তন জয়লাভ করেছে। কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে মনরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হয়, সংসারের মহাদুঃখের আগুন নিভে যায়, কল্যাণের জ্যোৎস্না নেমে আসে, বিদ্যারূপ বধূ জীবন লাভ করে, আনন্দের সমুদ্রে জোয়ার আসে, প্রতিপদেই সমস্ত

রস-সুধার আস্বাদ জন্মায় এবং সমস্ত অস্তিত্বকে যেন শীতল ক'রে দেয়॥ ৩॥

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপসংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে আপন শ্লোক।
যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং নামমাহাত্ম্যে
শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃতশ্লোকঃ ৩১

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—নাম্নাং বহুধা অকারি (শ্রীভগবানের নামসমুদয়ের বহু প্রকারে প্রচার করিয়াছেন) তত্র (তাহাতে, সেই নামে) নিজসর্ব্বশক্তিঃ অর্পিতা (নিজ সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছেন) স্মরণে কালঃ ন নিয়মিতঃ (স্মরণেও কালের কোন নিয়ম নাই) 'হে' ভগবন্! তব এতাদৃশী কৃপা (তোমার এইরূপই কৃপা) মম অপি ঈদৃশং দুর্দ্দৈবম্ (আমারও এমন দুর্দ্দৈব যে) ইহ অনুরাগঃ ন অজনি (এ হেন নামে অনুরাগ জন্মিল না)।

অনুবাদ।—ভগবানের অনেক নাম আছে। প্রত্যেক নামে তাঁর সমস্ত শক্তি আছে। সে নাম স্মরণের কোনো সময়ের নিয়ম নেই। হে ভগবান্! এমনই তোমার কৃপা! কিন্তু তবু আমার এমন দুর্ভাগ্য যে তাহাতে অনুরাগ আমার হোলো না॥ ৪॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং নামসংকীর্ত্তনপ্রকরণে
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্তঃ ৩২ শ্লোকঃ

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১৭ পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৫॥

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম (১) বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয়॥
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ ঠাঁঞি মাগিতে লাগিলা॥
প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেম গন্ধ॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ভক্ত্যৌৎসুক্যপ্রার্থনা-
প্রকরণে ৯৫

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ ৬

অন্বয়ঃ।—'হে' জগদীশ্বর 'অহং' ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা ন কাময় (আমি ধন জন সুন্দরী পত্নী এবং সালঙ্কারা কবিতা কামনা করি না) ত্বয়ি ঈশ্বরে মম জন্মনি জন্মনি অহৈতুকী ভক্তিঃ ভবতাং (ঈশ্বর তোমাতে আমার জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি থাকুক)।

(১) 'ঘর্ম্ম'—উত্তাপ, রৌদ্র।

অনুবাদ।—ধন চাই না, জন চাই না, সুন্দরীও চাই না—চাই না কাব্যপ্রতিভা। হে জগদীশ! জন্মে জন্মে ঈশ্বরস্বরূপ তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে ॥ ৬ ॥

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি দান।
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্তঃ
শ্লোকঃ ১৭

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং
মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-
ধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—অয়ি (হে) নন্দতনুজ! (নন্দনন্দন) বিষমে ভবাম্বুধৌ (বিষম সংসারসাগরে) পতিতং কিঙ্করং মাং (পতিত কিঙ্কর আমাকে) কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় (কৃপা করিয়া তোমার পাদপঙ্কজস্থিত ধূলি সদৃশ মনে কর)।

অনুবাদ।—হে নন্দসুত কৃষ্ণ! বিষম এই সংসার সমুদ্র। আমি তোমার দাস—এই সমুদ্রে ডুবেছি। দয়া ক'রে আমাকে তোমার পদকমলের ধূলিকণা ব'লে মনে কর॥ ৭ ॥

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাশরিয়া।
পড়িয়াছো ভবার্ণবে মায়া-বদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলী সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥
পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হৈল উদ্গম।
কৃষ্ণ ঠাঁঞি মাগে সপ্রেম-নাম-সংকীর্ত্তন (১)॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্তঃ
শ্লোকঃ ৯৪

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—তব নামগ্রহণে কদা (তোমার নাম গ্রহণে কখন) নয়নং গলদশ্রুধারয়া (নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইবে) বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা (বদন বাষ্পরুদ্ধ বাক্যে), বপুঃ পুলকৈঃ নিচিতং ভবিষ্যতি (দেহ পুলকে পরিব্যাপ্ত হইবে)।

অনুবাদ।—তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়ন দিয়ে অশ্রু ঝরবে? কবে আমার মুখের কথা গদ্গদ হয়ে উঠবে? কবে আমার দেহ হবে রোমাঞ্চিত?॥ ৮ ॥

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥
রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ স্ফুরণ।
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্যে করে প্রলপন॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্তশ্লোকঃ ৩২৮

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতংজগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥ ৯

অন্বয়ঃ।—গোবিন্দবিরহেণ (শ্রীগোবিন্দের বিরহে) মে (আমার) নিমেষেণ যুগায়িতম্ (নিমেষ কাল এক যুগের মত দীর্ঘ হইয়াছে) চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ (চক্ষুতে বর্ষার মত ধারা ঝরিতেছে), সর্ব্বং জগৎ শূন্যায়িতম্ (সমস্ত জগৎ শূন্য বোধ হইতেছে)।

অনুবাদ।—কৃষ্ণবিরহে আমার নিমেষ হয়েছে যুগ, নয়ন হয়েছে বর্ষা এবং জগৎ হয়েছে শূন্য॥ ৯॥

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগ সম।
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন, না যায় জীবন॥
কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে পরীক্ষণ।
সখী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ॥
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয় (২)॥

(১) 'সপ্রেম-নাম-সংকীর্ত্তন'—প্রেমের সহিত নামসংকীর্ত্তন।

(২) শ্রীরাধার নির্ম্মল হৃদয়ে স্বাভাবিক ব্যভিচারী ভাব উদয় হইল।

ঈর্ষা উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি (১) বিনয়।
এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদয়॥
এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল।
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি (২) শ্লোক যে পড়িল॥
সে ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনি হইল॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্তঃ
শ্লোকঃ ৩৪১

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—সঃ (কৃষ্ণ) পাদরতাং (চরণসেবানিরতা) মাম্ আশ্লিষ্য (আমাকে আলিঙ্গন করিয়া) পিনষ্টু বা (বক্ষঃস্থলে নিষ্পেষিত করুন), অদর্শনাৎ 'মাং' মর্ম্মাহতাং করোতু বা (দর্শন না দিয়া আমাকে মর্ম্মাহতই বা করুন) সঃ লম্পটঃ যথাতথা বিদধাতু বা (অথবা সেই লম্পট যেখানে সেখানেই বা বিহার করুন) তু স এব মৎপ্রাণনাথঃ ন অপরঃ (তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেহ নহেন)।

অনুবাদ।—আমাকে আলিঙ্গন করে পায়েই পিষে দিন, দেখা না দিয়ে মর্ম্মাহতই বা করুন কিংবা সেই লম্পট যেমন খুসি তেমনই বিহার করুন, তবু তিনিই আমার প্রাণনাথ, আর কেউ নয়॥ ১০॥

এই শ্লোকে হয় অতি অর্থের বিস্তার।
সংক্ষেপে করিয়ে তার নাহি পায় পার॥

যথা—রাগঃ।

আমি কৃষ্ণপদদাসী, তিঁহো রস-সুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা না দেন দর্শন, জারেন(৩) আমার তনুমন
তব তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥

সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয়॥ ধ্রু
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবারে দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া
সেই নারীগণে দেখাইয়া॥
কিবা তিঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট,
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া
তবু তিহ মোর প্রাণনাথ॥
না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য (৪)॥
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তাঁর রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাইয়া কাহে হয় দুঃখী।
মুঞি তার পায় পড়ি, লঞা যাঙ হাতে ধরি,
ক্রীড়া করাঞা করোঁ তারে সুখী॥
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ
সুখ পায় তাড়ন ভর্ৎসনে।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান
ছাড়ে মান অল্প সাধনে॥
সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণের মর্ম্মব্যথা জানে
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজ সুখে মানে কাজ, পড়ু তারে শিরে বাজ
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ॥
যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুঞি তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস॥

(১) 'প্রৌঢ়ি'—ঔৎসুক্য।
(২) 'প্রৌঢ়ি'—প্রতিভা।
(৩) 'জারেন'—দগ্ধ করেন, যন্ত্রণা দেন।

(৪) 'সুখবর্য্য'—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ।

কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা শিরোমণি,
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা (১)।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা (২)॥
কৃষ্ণ আমার জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করোঁ
এই মোর সদা রহে ধ্যান॥
মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেও দান।
কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে তুমি প্রাণেশ্বরী
মোর হয় দাসী অভিমান॥
কান্তা সেবা সুখপুর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি
সেবা করে দাসী অভিমানী॥
এই রাধার বচন, বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
ভাবে মন অস্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর
মন দেহ ধরণ না যায়॥
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
আত্মসুখের যাহে নাহি গন্ধ।
সে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে
পদে কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ॥
এই মত প্রভু তত্তৎ ভাবাবিষ্ট হঞা।
প্রলাপ করিল তত্তৎ শ্লোক পড়িয়া॥
পূর্ব্বে অষ্টশ্লোক করি লোক শিখাইল।
সেই অষ্টশ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল॥
প্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥
যদ্যপিহ প্রভু কোটি সমুদ্রগম্ভীর।
নানাভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির॥
যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে॥
সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রিদিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে॥
সেই সব রস-লীলা আপনে অনন্ত।
সহস্র বদনে বর্ণি, নাহি পায় অন্ত॥
জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে।
তার এক কণা স্পর্শি আপনা শোধিতে॥
যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি তার পার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার॥
বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল॥
তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল

(১) কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত কোন ব্রাহ্মণ লক্ষহীরা নাম্নী বেশ্যাকে ইচ্ছা করিলে তাহার পতিব্রতা পত্নী ধন না থাকায় সেই বেশ্যাকে সেবায় সন্তুষ্ট করেন। বেশ্যা ঐ বিপ্রপত্নীর অভিপ্রায় শুনিয়া ঐ বিপ্রসঙ্গমে সম্মতা হইলে গতিশক্তিহীন ঐ বিপ্রকে তাহার পত্নী বহন করিয়া রজনীতে সেই বেশ্যালয়ে লইয়া যান। পাথ-মধ্যে শূলোপরি সমাধিস্থ মাণ্ডব্য মুনি ঐ বিপ্রস্পর্শে সমাধি ভঙ্গ হওয়াতে উহাকে এই শাপ দেন যে, রাত্রি প্রভাত হইলে উহার মৃত্যু হইবে। তাহা শ্রবণে ঐ বিপ্রপত্নী বলিলেন, 'তবে কি আমি বিধবা হইব? অতএব এ রাত্রিও আর প্রভাত হইবে না।' মুনি ও সতীর বিবাদে রাত্রি প্রভাত না হওয়াতে মহা অনর্থ উপস্থিত হইল। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব তথায় আসিয়া সতীকে বলিলেন, 'রাত্রি প্রভাত হউক, তোমার পতিকে জীবিত করিব।' ইহাতে ঐ সতী সম্মতা হইলে রাত্রি প্রভাত হইল। ব্রহ্মাদি তিন দেবতা মৃত বিপ্রকে জীবিত করিলেন, ব্যাধি আরোগ্য করিয়া সুন্দরাঙ্গ করিলেন এবং ব্রহ্মাদির দর্শনপ্রভাবে সেই বিপ্রের বেশ্যাপ্রবৃত্তিও দূরীভূত হইল।

(২) 'তিন দেবা'—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।

অতএব সেসব লীলা নারি বর্ণিবারে।
সমাপ্তি করিল লীলাকে করি নমস্কারে ॥
যে কিছু কহিল এই দিগ্‌দরশন।
এই অনুসারে হবে আর আস্বাদন ॥
প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধিপ্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে ॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যচরিত-বর্ণন কৈল সমাপন ॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর-পারে।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবারে ॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল ॥
নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্যলীলার তিঁহো হয় আদি ব্যাস ॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥
যে কিছু বর্ণিল সেঁহো সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারি গ্রন্থ রাখিয়াছে উট্টঙ্কিয়া ॥
চৈতন্যমঙ্গলে তিঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সেই বচন শুন, সেই পরম প্রমাণে ॥
সংক্ষেপে কহিল বিস্তর না যায় কথনে।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিব বর্ণনে ॥
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সত্য কহে ব্যাস আগে করিব বর্ণনে ॥
চৈতন্যলীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারি(১) ভরি তিঁহো কৈল পান ॥
তাঁর ঝারি শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা ॥

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি (২)।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি ॥
তৈছে আমি এককণ ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥
আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান ॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগে(৩)পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রি দিনে মরি॥
পূর্ব্বগ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন।
তথাপি লিখিয়ে শুন ইহার কারণ ॥
শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত আর শ্রীশ্রোতৃবৃন্দ ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ ॥
ইঁহা সবার চরণকৃপায় লিখায় আমারে।
আর এক হয় তিঁহো অতি কৃপা করে ॥
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না জুয়ায়(৪)তবু রহিতে না পারি ॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ।
দম্ভ করি বলি, শ্রোতা না করিহ রোষ ॥
তোমা সবার চরণধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে কিছু লিখন ॥
এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ (৫)।
অনুবাদ কৈলে পাই লীলার আস্বাদ ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন।
তার মধ্যে দুই নাটকের (৬) বিধানশ্রবণ ॥

(১) 'ঝারি'—ভৃঙ্গার।

(২) 'রাঙ্গাটুনি'—ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ।
(৩) 'পঞ্চরোগ'—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ।
(৪) 'না জুয়ায়'—যুক্তিসঙ্গত হয় না।
(৫) 'অনুবাদ'—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের উল্লেখ।
(৬) বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটক।

তার মধ্যে শিবানন্দ-সঙ্গে কুক্কুর যে আইলা।
প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাইয়া মুক্ত কৈলা ॥
দ্বিতীয়ে ছোট হরিদাসে করাইল শিক্ষণ।
তাহি মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য্য দর্শন ॥
তৃতীয়ে শ্রীহরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত প্রভুরে কৈল বাক্যদণ্ড ॥
প্রভু নাম দিয়া কৈল ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
হরিদাস কৈল নামের মহিমা স্থাপন ॥
চতুর্থে শ্রীসনাতনের দ্বিতীয় মিলন।
দেহত্যাগ হৈতে তারে কৈল রক্ষণ ॥
জ্যৈষ্ঠমাসের ঘামে (১) কৈল তার পরীক্ষণ।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে পাঠাইল বৃন্দাবন ॥
পঞ্চমে প্রদ্যুম্নমিশ্রে প্রভু কৃপা কৈল।
রায়-দ্বারে তারে কৃষ্ণকথা শুনাইল ॥
তার মধ্যে বাঙ্গাল কবির নাটক উপেক্ষণ।
স্বরূপগোঁসাঞি বিগ্রহমহিমা স্থাপন ॥
ষষ্ঠে রঘুনাথদাস প্রভুরে মিলিলা।
নিত্যানন্দ আজ্ঞায় চিড়ামহোৎসব কৈলা ॥
দামোদর স্বরূপ ঠাঁঞি তাঁরে সমর্পিলা।
গোবর্দ্ধনশিলা গুঞ্জামালা তারে দিলা ॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের মিলন।
নানামতে কৈল তার গর্ব্ব খণ্ডন ॥
অষ্টমে শ্রীরামচন্দ্র পুরীর আগমন।
তার ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা সঙ্কোচন ॥
নবমে গোপীনাথ পট্টনায়ক বিমোচন।
ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দর্শন ॥
দশমে করিল ভক্তদত্ত-আস্বাদন।
রাঘব পণ্ডিতের তাঁহা ঝালির সাজন ॥
তার মধ্যে গোবিন্দের কৈল পরীক্ষণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের বর্ণন ॥
একাদশে হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ।
ভক্তবাৎসল্য যাঁহা দেখাইলা গৌর ভগবান্ ॥

দ্বাদশে জগদানন্দের তৈল ভঞ্জন।
নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দেরে তাড়ন ॥
ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাঞা আইলা।
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা ॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের তাঁহাই মিলন।
প্রভু তাঁরে কৃপা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন ॥
চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ আরম্ভ বর্ণন।
শরীর এথা, প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন ॥
তার মধ্যে সিংহদ্বারে প্রভুর পতন।
অস্থিসন্ধি ত্যাগ অনুভাবের উদ্গম ॥
চটকগিরি দেখি তাঁহা প্রভুর ধাবন।
তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ বর্ণন ॥
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যান বিলাস।
বৃন্দাবন ভ্রমে যাঁহা করিল প্রবেশ ॥
তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ।
তার মধ্যে কৈল রাসে কৃষ্ণ অন্বেষণ ॥
ষোড়শে কালিদাসে প্রভু কৃপা কৈল।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইল ॥
শিবানন্দ বালকেরে শ্লোক করাইল।
সিংহ-দ্বারের দ্বারী প্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল ॥
মহাপ্রসাদের তাঁহা মহিমা বর্ণিল।
কৃষ্ণাধরামৃত শ্লোক সব আস্বাদিল ॥
সপ্তদশে গাভীমধ্যে প্রভুর পতন।
কূর্ম্মাকার অনুভাবের তাঁহাই উদ্গম ॥
কৃষ্ণের শব্দগুণে প্রভুর মন আকর্ষিল।
'কাস্ত্র্যঙ্গ তে' শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল ॥
ভাবশাবল্যে (২) পুনঃ কৈল প্রলাপন।
কর্ণামৃতের শ্লোকার্থ কৈল বিবরণ ॥
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন।
কৃষ্ণ-গোপীর জলকেলি তাঁহাই দর্শন ॥
তাহাই দেখিল কৃষ্ণের বন্য ভোজন।
জালিয়া উঠাইল প্রভু আইলা স্বভবন ॥

(১) 'ঘামে'—ঘর্ম্মে অর্থাৎ রৌদ্রে, গ্রীষ্মে।

(২) 'ভাবশাবল্যে'—ভাবের প্রভাবে।

ঊনবিংশে ভিত্তে প্রভুর মুখসংঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি প্রলাপ বর্ণন ॥
বসন্ত-রজনী পুষ্পোদ্যানে বিহরণ।
কৃষ্ণের সৌরভ শ্লোকের অর্থ বিবরণ ॥
বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পড়িয়া।
তার অর্থ আস্বাদিলা প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
ভক্ত শিক্ষাইতে যেই অষ্টক করিল।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিল ॥
মুখ্য মুখ্য লীলা তাঁহা তার করিল কথন।
অনুবাদ হৈতে স্মরে গ্রন্থ বিবরণ ॥
একেক পরিচ্ছেদের কথা অনেকপ্রকার।
মুখ্য মুখ্য গণিল শুনিলে জানিবে অপার ॥
শ্রীরাধা সহ শ্রীল মদনমোহন।
শ্রীরাধা সহ শ্রীল গোবিন্দ চরণ ॥
শ্রীরাধা সহ শ্রীল গোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর সব গৌড়িয়ার প্রাণনাথ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীযুত নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীরূপ শ্রীস্বরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবচরণ ॥
নিজ শিরে ধরি ইহা সবার চরণ।
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত পূরণ ॥
সবার চরণ কৃপা গুরু-উপাধ্যায়ী।
মোর বাণী শিষ্যা তারে বহুত নাচাই ॥
শিষ্যার শ্রম দেখি গুরু নাচন রাখিল।
কৃপা না নাচায় বাণী বসিয়া রহিল ॥
অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রামে ॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যা সবার চরণ-কৃপা শুভের কারণ ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুইয়া করোঁ মুঞি পানে ॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হয় শ্রম ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

চরিতমমৃতেতচ্ছ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ
শুভদমশুভনাশি শ্রদ্ধয়াস্বাদয়েদ্ যঃ।
তদমলপাদপদ্মে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ং
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেমমাধ্বীকপূরম্ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—যঃ (যে) শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের) শুভদম্ অশুভনাশি (মঙ্গলপ্রদ ও অমঙ্গলনাশক) এতৎ চরিতম্ (এই চরিত কথা) শ্রদ্ধয়া আস্বাদয়েৎ (শ্রদ্ধার সহিত আস্বাদন করে) সঃ অয়ং তদমলপাদপদ্মে ভৃঙ্গতাম্ এত্য (সেজন তাঁহার অমল চরণকমলে ভ্রমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া) উচ্চৈঃ (প্রভূত পরিমাণে) প্রেমমাধ্বীকপূরং রসং (প্রেমমধুপূর্ণ রস) রসয়তি (আস্বাদন করে)।

অনুবাদ।—বিভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মঙ্গলপ্রদ ও অমঙ্গলনাশক এই চরিতামৃত যিনি শ্রদ্ধার সহিত আস্বাদন করেন, তিনি তাঁর অমল পাদপদ্মে ভৃঙ্গ হয়ে প্রভূত পরিমাণে প্রেমমধুপূর্ণ রস আস্বাদন করেন ॥ ১১ ॥

শ্রীমন্মদনগোপালগোবিন্দদেবতুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—চৈতন্যার্পিতম্ (শ্রীচৈতন্যদেবে অর্পিত) এতৎ (এই) চৈতন্যচরিতং (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ) শ্রীমন্মদনগোপালগোবিন্দদেবতুষ্টয়ে (শ্রীমন্মদনগোপালের এবং শ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টির নিমিত্ত) অস্তু (হউক)।

অনুবাদ।—আমার এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ চৈতন্যে অর্পিত হোক এবং শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টি বিধান করুক ॥ ১২ ॥

পরিমলবাসিতভুবনং
স্বরসোন্মাদিতরসজ্ঞরোলম্বম্।
গিরিধরচরণাম্ভোজং কঃ খলু
রসিকঃ সমীহতে হাতুম্ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—পরিমলবাসিতভুবনং (যাহা স্বীয় পরিমলে সমস্ত জগৎ সুবাসিত করে) স্বরসোন্মাদিত-রসজ্ঞরোলম্বং (যাহা স্বীয় মাধুর্য্যে রসজ্ঞ ভ্রমরবৃন্দকে উন্মাদিত করে) গিরিধরচরণাম্ভোজং (গিরিধরের সেই চরণপদ্ম) হাতুং (ত্যাগ করিতে) কঃ (কোন্) রসিকঃ (রসিক ভক্ত) সমীহতে খলু (ইচ্ছা করেন)।

অনুবাদ।—গিরিধরের চরণ-কমল কোন্ রসিক পরিত্যাগ করতে পারে? সে চরণকমলের সৌরভে সমস্ত ভুবন সুরভিত। সে চরণকমলের মধুতে রসিকজনেরা উন্মাদ হয়ে ওঠেন ॥ ১৩ ॥

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ
জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যেহহ্নিঽসিতপঞ্চম্যাং
গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—সিন্ধু (৭)-অগ্নি (৩)-বাণে (৫)-ন্দৌ (১) শাকে (সংখ্যানাং বামতঃ গতিঃ—সুতরাং ১৫৩৭ শাকে) জ্যৈষ্ঠে সূর্য্যোঽহ্নি (রবিবারে) অসিতপঞ্চম্যাং (কৃষ্ণপক্ষান্তর্গত পঞ্চমীতে) বৃন্দাবনান্তরে অয়ং গ্রন্থঃ পূর্ণতাং গতঃ (বৃন্দাবনে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল)।

অনুবাদ।—১৫৩৭ শাকে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে রবিবারে বৃন্দাবনে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হলো ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
শিক্ষাষ্টকশ্লোকার্থাস্বাদনং নাম
বিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ।

সমাপ্তং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

এবং

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

কর্তৃক সম্পাদিত

পরিশিষ্ট

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জীবনচরিত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিত্যপাঠ্য শ্রীগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতরচয়িতা পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ কোন্ শকাব্দে মর্ত্তভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন জানিবার উপায় নাই। গ্রন্থ মধ্যে তিনি নিজের কথা সামান্য যেটুকু উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই—

অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তাঁর নাম॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র সংকীর্ত্তন।
তাহাতে আইসে তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ॥
মহাপ্রেমময় তিঁহো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে॥
নমস্কার করিতে কারো উপরেত চড়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে কাহাকে চাপড়ে॥
যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তাঁর অন্য অঙ্গে কম্প॥
নিত্যানন্দ বলি যবে করেন হুঙ্কার।
তা দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার॥

সকল বৈষ্ণব রামদাসের চরণ বন্দনা করিলেও কবিরাজ গোস্বামীর গৃহ-দেবতার পূজারী গুণার্ণব মিশ্র তাঁহাকে নমস্কার করিলেন না।

গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তেঁহো করে সেবা কার্য্য॥
অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বোলে রামদাস॥
এইত দ্বিতীয় সূত রোমহর্ষণ।
বলরামে দেখি যে না করিল প্রত্যুদ্গম॥
এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণ কার্য্য করে বিপ্র না করিল রোষ॥
উৎসবান্তে গেল তেঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা সনে তাঁর কিছু হৈল বাদ॥

কবিরাজ গোস্বামীর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, কেহ কেহ তাঁহার নাম শ্যামদাস বলিয়াছেন। মীনকেতন রামদাসের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে লইয়া ইঁহার বাদানুবাদ হয়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রতি ইঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি বিশ্বাসের সে দৃঢ়তা ছিল না। ইহা শুনিয়া রামদাস ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের হাতের বাঁশীটি ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রস্থান করেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

ক্রুদ্ধ হঞা বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ॥

ভ্রাতার কিরূপ অমঙ্গল হইয়াছিল, কোন গ্রন্থে অথবা জনশ্রুতিতে তাহার কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভ্রাতার কথা শুনিয়া কবিরাজ গোস্বামী তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"দুই ভাই একতনু, সমান প্রকাশ"—তুমি নিত্যানন্দকে মান না, তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। একজনকে বিশ্বাস কর, অন্যজনকে বিশ্বাস কর না,—তোমার প্রমাণ যেন "অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়"। তুমি দুই-জনকেই না মানিয়া পাষণ্ডের মত ব্যবহার কর তাহা বুঝিতে পারি। একই বস্তুর একাংশ মানি, অপরাংশ মানি না, ইহা ভণ্ডের ব্যবহার।

কবিরাজ গোস্বামীর এই সমস্ত উক্তি হইতে মনে হয়, তিনি তখন কৃতবিদ্য যুবক। তাঁহার অবস্থা সচ্ছল ছিল। এই বয়সেই তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দের চরণে প্রগাঢ় নিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে স্বগৃহে নামসংকীর্ত্তনের অনুষ্ঠান ও তদুপলক্ষে বৈষ্ণবগণকে আমন্ত্রণ করিতেন। এই সময় তাঁহার মাতৃদেবী বর্ত্তমান ছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে—"আমার আলয়ে অহোরাত্র সংকীর্ত্তন"—এই উক্তি হইতে মনে হয়, তখন তাঁহার পিতৃদেব বর্ত্তমান ছিলেন না। আমাদের মতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে কবিরাজ গোস্বামী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অনুমান ১৪৫০ শকাব্দে তাঁহার আবির্ভাব, ১৪৭২ শকাব্দে তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনে গমন এবং ১৫৪০ শকাব্দে তাঁহার তিরোধান ঘটে। ১৫৩৭ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে রবিবারে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হয়। গ্রন্থ রচনায় অন্ততঃ দশ বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। সুতরাং অনুমিত হয় ১৫২৭ শকাব্দের কাছাকাছি সময়ে শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলী কর্তৃক তিনি শ্রীগ্রন্থ রচনার জন্য অনুরুদ্ধ হন। তৎপূর্ব্বেই তিনি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নিত্যস্মরণীয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলাত্মক "শ্রীগোবিন্দলীলামৃত" এবং রসিকগণের সতত আস্বাদনীয় শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের 'সারঙ্গরঙ্গদা' টীকা প্রণয়ন করিয়া পাণ্ডিত্যে ও রসজ্ঞতার পরম প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন কবিরাজ গোস্বামীর পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা। নিবাস—নৈহাটীর নিকটে ঝামটপুর গ্রাম।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর জন্মভূমি ঝামটপুর গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত এবং বিখ্যাত বৈষ্ণবতীর্থ কাটোয়ার প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর অন্যতর জীবন-চরিত-প্রণেতা বহরাণ গ্রাম নিবাসী সুলেখক শ্রীসত্যকিঙ্কর রায় লিখিয়াছেন—"ঝামটপুরের যে অংশে কবিরাজ গোস্বামীর ভিটা বর্ত্তমান, সেই অংশটি কিছুকাল পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং ঐ অংশের নাম ছিল চক্রপাণবাটী। গত সন ১৩৩৫ সালে ইং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে জরীপের সময় চক্রপাণবাটী মৌজা ঝামটপুরের সহিত একত্রিত হইয়া গিয়াছে।" ঝামটপুরের পরিচয় দিতে গিয়া কবিরাজ গোস্বামী নৈহাটীর নাম করিয়াছেন। নৈহাটী হইতে ঝামটপুরের দূরত্ব দেড় ক্রোশ। অনুমিত হয়, নৈহাটীর সেকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। বৈষ্ণব জগতে সুপ্রসিদ্ধ পূজ্যপাদ শ্রীল

সনাতন ও শ্রীরূপের প্রপিতামহ নৈহাটীতে বাস করিতেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি বাঙ্গালার রাজধানী গৌড় নগরের নিকটবর্ত্তী মাধাইপুরে (রামকেলিতে) গিয়া বাস করিয়াছিলেন। নৈহাটীর পশ্চিমে প্রাচীন পরিখার ধ্বংসাবশেষ আছে। নৈহাটীর উত্তরে সীতাহাটীর দক্ষিণে সম্রাট্ বল্লালসেনের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। সম্রাট্ মাতৃদেবীকে মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইবার জন্য দক্ষিণাস্বরূপ পুরাণপাঠক পুরোহিতকে নিকটবর্ত্তী বালহিট্ঠ গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনখানি সেই দানপত্র।

ঝামটপুর এবং চক্রপাণবাটী নামের অর্থ জানা যায় না। শ্রীসত্যকিঙ্কর রায় লিখিয়াছেন —"বর্ত্তমানে ঝামটপুর অথবা নিকটবর্ত্তী বহরাণে বৈদ্যের বাস নাই। পূর্ব্বে ঝামটপুরে প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন ঘর বৈদ্যের বাস ছিল। ঝামটপুরে এখন গুণার্ণব মিশ্রের বংশধর অথবা মিশ্র উপাধিধারী কোন ব্রাহ্মণের বাস নাই। ঝামটপুরের উত্তর মাঠে মিছরী বা মিশ্রপুকুর নামে একটি পুষ্করিণী আছে।

ঝামটপুরের সংলগ্ন অনন্তপুর নামে একটি মৌজা আছে। কিন্তু দৃশ্যত উভয় মৌজা একটি গ্রাম বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমানে অনন্তপুর ও ঝামটপুরের গৃহসংখ্যা—২০৫।

লোক-সংখ্যা—১০২২।

ব্রাহ্মণ—২১ ঘর, সদ্‌গোপ—১৩০ ঘর, বৈষ্ণব—৬ ঘর, কুম্ভকার—৩ ঘর, সূত্রধর—১০ ঘর, যোগী—২ ঘর, বাগ্দী—২ ঘর, মুচি—২৫ ঘর, ডোম—৬ ঘর।"

অর্থাৎ বর্ত্তমানে ঝামটপুর ও অনন্তপুর গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে অধিকাংশই সদ্‌গোপ।"

কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাটে কয়েকটি শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। গুণার্ণব মিশ্র যে বিগ্রহের পূজারী ছিলেন সে বিগ্রহের কি নাম ছিল, তিনি এখন কোথায় আছেন কেহ বলিতে পারেন না। শ্রীসত্যকিঙ্কর রায় লিখিয়াছেন—"কবিরাজ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন যাত্রাকালে শিষ্য মুকুন্দদাসের উপর শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজাদির ভার দিয়া যান। মুকুন্দদাস সেবা-পূজাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া কিছুদিন পরে শ্রীবৃন্দাবনে কবিরাজ গোস্বামীর আশ্রয়ে গিয়া উপস্থিত হন। কবিরাজ গোস্বামীর অপ্রকটের পর মুকুন্দদাস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রতিলিপি, কবিরাজ গোস্বামীর পূজিত শ্রীগোপাল জীউ (বাল গোপালমূর্ত্তি, দেশপ্রচলিত কথায় নাড়ু গোপাল) ও শ্রীগিরিধারী জীউ শালগ্রাম এবং কবিরাজ গোস্বামীর ব্যবহৃত খড়ম জোড়া সহ ঝামটপুরে ফিরিয়া আসেন। অদ্যাবধি সেগুলি তথায় পূজিত হইতেছেন। কবিরাজ গোস্বামীর সম্মানার্থ ঝামটপুরের কোন ব্যক্তি আজিও খড়ম ব্যবহার করেন না।

ঝামটপুরে যে শ্রীগ্রন্থ পূজিত হইতেছেন, যাহা মুকুন্দদাসের হস্তলিখিত বলিয়া প্রবাদ, তাহার শেষ পাতা না থাকায় লিপিকারের নাম, লিপিকাল ইত্যাদি কিছুই জানা যায় না। শ্রীগ্রন্থের মোট পত্রসংখ্যা ৩৫০, পৃষ্ঠা ৭০০। এই সঙ্গে আরো একখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের হস্তলিখিত পুঁথি আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের প্রতিলিপি বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বে বিরক্ত বৈষ্ণবগণ শিষ্য পরম্পরায় শ্রীপাটের মহান্ত নিযুক্ত হইতেন, এবং শ্রীবিগ্রহের সেবাকার্য্য করিতেন। কিছুদিন যাবৎ গৃহী বৈষ্ণবই শ্রীপাটের মহান্তরূপে শ্রীবিগ্রহের সেবা কার্য্যাদি করিতেছেন। কিছু কম প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে নিত্যধামগত বিপিনদাস মহান্তের সময় শ্রীপাটে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হন। গত সন ১৩১৮ সালে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সে সময় রাধাবল্লভ মহান্ত বর্ত্তমান ছিলেন। অল্পদিন পূর্ব্বে ৺শ্যামদাস মহান্তের সময় খাজুরডিহি গ্রাম হইতে আনীত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ আখড়ায় পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন।

ঝামটপুর গ্রামের সংলগ্ন অনন্তপুরে রঘুনাথের আখড়া নামে একটি আখড়া আছে। ঐ আখড়ায় শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীসীতা দেবী, শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীহনূমান জীউর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন আখড়ার মহান্ত অঙ্গরাগ অভাবে দৈহিক বিকৃতি দেখিয়া শ্রীমূর্ত্তিগুলিকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন। বর্ত্তমানে আখড়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তি আছেন। দ্বিভুজ মুরলীধর একটি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সম্প্রতি শ্রীরঘুনাথ নামে পূজিত হইতেছেন। ইহার বর্ণও শ্রীরামচন্দ্রের মত। এই শ্রীবিগ্রহগুলি কতদিন পূর্ব্বে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন জানা যায় না। আখড়াটি প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আখড়ায় যে শ্রীগোপীনাথ জীউর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তিনি বহরাণের কোপাদাস বাবাজীর আখড়ায় পূজিত হইতেন। কোন অজ্ঞাত কারণে আখড়াটি লুপ্ত হইলে শ্রীবিগ্রহ অনন্তপুরের আখড়ায় আনীত হইয়াছেন। এই আখড়ায় আরো দুইটি শ্রীগোপাল বিগ্রহ ও কয়েকটি শালগ্রাম মূর্ত্তি আছেন।

মুকুন্দ দাস নামে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর এক শিষ্য ছিলেন। অনেকের মতে মুকুন্দদাস পশ্চিমদেশীয় কোন রাজার পুত্র। অনেকেই বলেন মুকুন্দদাস তথাকথিত বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামী একস্থানে লিখিয়াছেন "সহজ বস্তু করি বিবেচন"। সেইজন্য কেহ কেহ বলেন—কবিরাজ গোস্বামীই বৈষ্ণব সহজিয়াগণের আদি গুরু। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার "সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয়" শ্লোকের এই সহজ শব্দটিও তাঁহারা নিজ মতের সমর্থনে কাজে লাগাইয়াছেন। শিষ্য মুকুন্দ দাস যে ঝামটপুরের অধিবাসী এবং তিনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুনরায় ঝামটপুরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য সমর্থন নাই। ঝামটপুরে রক্ষিত শ্রীগ্রন্থ যে মুকুন্দদাসের অনুলিখিত এ প্রবাদও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। গ্রামের লোক খড়ম পায়ে দেন না, এই প্রথা কবিরাজ গোস্বামীর প্রতি গ্রামবাসীর শ্রদ্ধার পরিচায়ক, তবে পূজিত খড়ম জোড়াটি শ্রীবৃন্দাবন হইতে আনীত, অথবা কবিরাজ গোস্বামীর খ্যাতি লাভের পর তাঁহার বাস্তুভিটা হইতে সংগৃহীত নিশ্চিন্তরূপে কিছু বলিবার উপায় নাই। ঝামটপুরের আখড়ার অবস্থা সচ্ছল নহে। শারদীয়া শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে—অর্থাৎ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার ৺বিজয়া দশমীর পরে দ্বাদশীতে কবিরাজ গোস্বামী মর্ত্তলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। এই তিথিতে কবিরাজ গোস্বামীর স্মরণে ঝামটপুরে নানাস্থান হইতে ভক্ত-সমাগম হইয়া থাকে। শ্রীরাধাশ্যাম দাস, শ্রীনন্দকিশোর দাস প্রমুখ বাঙালার কীর্ত্তনীয়াগণ সদলে আসিয়া আখড়ায় লীলাকীর্ত্তন গান করেন। গৃহের অভাবে আখড়ায় সমাগত নরনারীগণের বিশেষ অসুবিধা হয়। অর্থের অভাবে উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না। কলিকাতায় যাঁহারা কবিরাজ গোস্বামীর জয়ন্তী অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া লাভবান্ হইতেছেন, ঝামটপুরের এই সমস্ত অসুবিধার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থ চুরির কিংবদন্তী আছে। অপহৃত গ্রন্থগুলির সঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রতিলিপি ছিল কিনা, এই বিষয়েও বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। আমার মনে হয় বাঙ্গালায় প্রেরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠানো হয় নাই, কারণ তখনো শ্রীগ্রন্থ রচিত হয় নাই। গ্রন্থ চুরির সঙ্গে রাজা বীরহাম্বিরের কোন সংস্রব হয় তো ছিল না। হয় তো কোন দস্যুদল কর্ত্তৃক গ্রন্থ-পেটিকা লুণ্ঠিত হইয়াছিল। রাজকর্ম্মচারিগণ জানিতে পারিয়া পেটিকা কয়টি কাড়িয়া আনিয়া রাজ-ভাণ্ডারে জমা দিয়াছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিষ্ণুপুর আগমনের পূর্ব্বেই রাজা বীরহাম্বিরের সভায় নিত্য শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ হইত। যিনি প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণ করিতেন, তিনি যে দস্যুদলকে প্রশ্রয় দিয়া পথিকের অর্থ লুণ্ঠনের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছিলেন,

এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। প্রেমবিলাসের অনেক অংশ পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্ত, কর্ণানন্দ নামে পরিচিত গ্রন্থখানা সম্পূর্ণ জাল। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-তত্ত্বের গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারগণের ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনায় বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন।

শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলী দাস বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নিত্য শ্রবণ করিতেন। কিন্তু তাহার মধ্যে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের গম্ভীরা লীলার বিবরণ কিছু না থাকায় তাঁহারা তৃপ্ত হইতেন না। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র প্রকট লীলা সংবরণ করিয়াছেন। সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ স্বরূপদামোদরের প্রিয়তম শিষ্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক দাস রঘুনাথ শোকাকুলচিত্তে নীলাচল হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে পলাইয়া আসিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অন্ত্যলীলার অনেক কথাই তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর উৎকণ্ঠা বাড়িয়াছে। লোলুপতা যখন চরমে পৌঁছিয়াছে, এমনই একদিন শ্রীধাম বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণ (শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের প্রশিষ্য) অনন্ত আচার্য্যের শিষ্য পণ্ডিত হরিদাসকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শ্রীল দাস রঘুনাথের প্রিয় সেবক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজকে ধরিয়া বসিলেন—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অন্ত্যলীলা রচনা করিতে হইবে। এই কার্য্যে অপর যাঁহারা উদ্যোক্তা ছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য শ্রীশিবানন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্রীকাশীশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর সঙ্গী শ্রীযাদবাচার্য্য গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী এবং তাঁহার শিষ্য গোবিন্দ পূজক (শ্রীগীতগোবিন্দের টীকাকার পূজারী গোস্বামী নামে পরিচিত) শ্রীচৈতন্য দাস, শ্রীমুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী ও প্রেমীকৃষ্ণদাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

বৈষ্ণবমণ্ডলীর আদেশ গ্রহণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালের প্রত্যাদেশ প্রার্থনায় শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় শ্রীগোসাঞি দাস পূজারী শ্রীশ্রীমদন-গোপালের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীমদনগোপালের চরণে প্রণত হইয়া একান্ত চিত্তে প্রত্যাদেশ প্রার্থনা করিলেন। অমনি—"প্রভুকণ্ঠ হইতে মালা খসিয়া পড়িল"। গোসাঞি দাস পূজারী সেই মালা আনিয়া কবিরাজ গোস্বামীর গলায় পরাইয়া দিলেন। বৈষ্ণবমণ্ডলী আনন্দে উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

আজ্ঞা-মালা পাঞা মোর হইল আনন্দ।
তাঁহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ।

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"চৈতন্য লীলা রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তিঁহ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাঁহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহাঁ বিচারিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥"

শ্রীদাস গোস্বামীই তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইলেও শ্রীবৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীমুরারি গুপ্তের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কাব্য, স্বরূপ দামোদরের কড়চা, কবি কর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ এবং শ্রীপাদ রূপ সনাতন প্রভৃতি শ্রীগৌরপরিকরগণের উপদেশাবলীও কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার অবলম্বন ছিল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রসমূহের নির্য্যাস। ইহাকে তত্ত্ব মঞ্জুষা এবং সিদ্ধান্তসম্পুটও বলিতে পারি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কবিত্বের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের, ভক্তির সঙ্গে যুক্তিপ্রবণতার, তত্ত্বের সঙ্গে তথ্যের এক বিস্ময়জনক সমন্বয়। এই গ্রন্থ ধর্ম্মশাস্ত্র হইয়াও

সাহিত্যের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা-সাহিত্য-ভাণ্ডারে ইহা এক মহামূল্য রত্ন। এ হেন গ্রন্থের রচয়িতা হইয়াও তিনি বলিয়াছেন—

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥

পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীচৈতন্যমঙ্গলগ্রন্থরচয়িতা শ্রীবৃন্দাবনদাসকে বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন—

মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য!
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥

বলিয়াছেন—

বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লইয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥

আবার বলিয়াছেন—

চৈতন্যলীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ॥

এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়াও বলিয়াছেন—

আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠ পুত্তলি সমান॥

তিনি বলিয়াছেন যে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব এবং শ্রীগুরুর চরণকৃপা এবং ভক্ত ও শ্রোতৃগণের চরণকৃপাই তাঁহাকে লেখনী ধারণ করাইয়াছে। শ্রীমদনগোপাল যে তাঁহাকে প্রত্যাদেশ দিয়া লিখাইয়াছেন, এ কথা তো পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। যথার্থ শক্তিমানের এই অকপট দৈন্য এবং স্বভাবজ বিনয় অন্যত্র দুর্লভ।

পাত্র-পরিচয়

অচ্যুতানন্দ—শ্রীমদদ্বৈতাচার্য-প্রভুর জ্যেষ্ঠপুত্র। শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনার এবং গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামীর শিষ্য। ইনি ব্রজলীলায় অচ্যুতানাম্নী গোপী ছিলেন।

অদ্বৈতাচার্য্য—ভক্তিকল্পতরুর একটি প্রধান স্কন্ধ। পঞ্চতত্ত্বের একতম। শ্রীহট্ট জেলার লাউড়গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। পিতার নাম কুবের পণ্ডিত; মাতার নাম নাভা দেবী; ইঁহার পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। দুই পত্নী—শ্রীসীতাদেবী ও শ্রীশ্রীদেবী। তাঁহার এই কয় পুত্রের নাম শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়—অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল এবং বলরাম; পুত্রস্বরূপ শাখা—জগদীশ। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্রীস্বরূপদামোদরের মতে—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য হইলেন মহাবিষ্ণুর (কারণার্ণবশায়ীর) অবতার, ভক্ত অবতার; গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে সদাশিব—যিনি ব্রজে আবেশরূপত্ব হেতু ব্যূহ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শিষ্য। তিনি স্বীয় আবির্ভাবস্থান লাউড় হইতে নবহট্টে, তারপর শান্তিপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন; নবদ্বীপেও তাঁহার এক বাড়ী ছিল। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব। তাঁহার প্রেম-হুঙ্কারেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব।

অনুপম বল্লভ—শ্রীরূপগোস্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর। পিতার নাম কুমারদেব। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী ইঁহারই পুত্র।

অমোঘ—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা। সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভুর ভোজনকালে প্রভুর সম্মুখে প্রচুর পরিমাণ অন্ন দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"এই অন্নে দশ-বার জন তৃপ্ত হইতে পারে; এক সন্ন্যাসী এত অন্ন ভোজন করিতেছেন ?" তাহাতে রুষ্ট হইয়া সার্ব্বভৌম লাঠি লইয়া তাড়া করিলে অমোঘ পলাইয়া যান। রাত্রিতে তাঁহার বিসূচিকা হয়; প্রভুর কৃপায় প্রাণে বাঁচেন এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া প্রভুর ভক্তমধ্যে গণ্য হয়েন।

অভিরাম ঠাকুর—"রামদাস অভিরাম" দ্রষ্টব্য।

আচার্য্যনিধি—মহাপ্রভুর পূর্ব্বে আবির্ভাব। প্রতিবৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত নীলাচলে যাইতেন এবং গুণ্ডিচামার্জ্জনাদিতে যোগ দিতেন।

আচার্য্যরত্ন—চন্দ্রশেখর আচার্য। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে পদ্ম-শঙ্খ-আদি নবনিধির একতম। শচীদেবীর ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ঈশান—শচীমাতার গৃহ-ভৃত্য। শচীদেবীর সেবায় নিরত ছিলেন। ইনি অত্যন্ত দীর্ঘায়ুঃ ছিলেন।

ঈশ্বরপুরী—কুমারহট্টে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভাব। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর শিষ্য। প্রভু যখন গয়ায় গিয়াছিলেন, তখন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ-লীলার অভিনয় করেন।

উদ্ধারণ দত্ত—সপ্তগ্রামে সুবর্ণবণিক্ কুলে আবির্ভূত; পিতার নাম শ্রীকর, মাতা ভদ্রাদেবী; তাঁহার এক পুত্রের নাম পাওয়া যায়—শ্রীনিবাস। নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদ। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে ব্রজের সুবাহু গোপাল; ইনি দ্বাদশ গোপালের একতম।

কমলাকর পিপ্পলাই—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের পিপ্পলাই শাখাভুক্ত ব্রাহ্মণ। হুগলীজেলার অন্তর্গত মাহেশ ইঁহার শ্রীপাট। দ্বাদশ গোপালের একতম ব্রজের মহাবল-গোপাল। সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী খালিজুলি-গ্রামে ইঁহার আবির্ভাব। কমলাকরের পুত্রের নাম চতুর্ভুজ; চতুর্ভুজের দুই পুত্র —নারায়ণ ও জগন্নাথ; নারায়ণের পুত্র জগদানন্দ; জগদানন্দের পুত্র রাজীবলোচন।

কমলাকান্ত বিশ্বাস—অদ্বৈতশাখা। অদ্বৈতাচার্য্যের কিঙ্কর।

কর্ণপূর—কবি কর্ণপূর। প্রকৃত নাম পরমানন্দদাস সেন। প্রভু পরিহাস করিয়া পুরীদাস বলিতেন। শিবানন্দসেনের কনিষ্ঠ পুত্র। কাঞ্চনপল্লীতে (কাঁচড়াপাড়ায়) আবির্ভাব। গুরুর নাম শ্রীনাথ।

কানাঞি খুঁটিয়া—নীলাচলবাসী উৎকলদেশীয় ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণজন্মযাত্রা-লীলাভিনয়ে ইনি নন্দবেশ ধারণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীনন্দমহারাজের ভাবে আবিষ্ট হইয়া গোপবেশধারী প্রভুর নমস্কারও গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং "আবেশে বিলাইল ঘরে যত ছিল ধন।"

কানুঠাকুর—নিত্যানন্দশাখা। পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরের পুত্র। মাতার নাম জাহ্নবীদেবী। যশোহর জেলায় বোধখানায় বাস করেন। ভাজনঘাটের (নদীয়া) গোস্বামিগণ ইঁহারই বংশধর। কানুঠাকুরের পিতা পুরুষোত্তমদাস ঠাকুর, পুরুষোত্তমদাসের পিতা সদাশিব কবিরাজ, সদাশিব কবিরাজের পিতা কংসারি সেন—এই তিন পুরুষ এবং কানুঠাকুর, এই চারি পুরুষই গৌরপরিকরভুক্ত ছিলেন।

কালাকৃষ্ণদাস—শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দশাখা। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী আকাইহাটে শ্রীপাট। ইনি মহাপ্রভুর দক্ষিণ-যাত্রার সঙ্গী।

কালিদাস—কায়স্থ, সপ্তগ্রামে শ্রীপাট। রঘুনাথ দাসগোস্বামীর জ্ঞাতি খুড়া। বৈষ্ণবের পদরজে এবং বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে ইঁহার অচলা নিষ্ঠা ছিল।

কাশীমিশ্র—উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ। রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু ও জগন্নাথের সেবার অধ্যক্ষ। ইঁহারই গৃহস্থিত গম্ভীরায় মহাপ্রভু অবস্থান করিতেন। মহাপ্রভুর প্রিয়সেবক।

কাশীশ্বর গোসাঞি—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য; ইনি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। নির্য্যাণ-সময়ে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুর সেবা করিবার নিমিত্ত ইঁহাকে আদেশ করেন; তদনুসারে কিছু তীর্থভ্রমণ করিয়া, প্রভুর দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে, নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলিত হয়েন এবং প্রভুর সেবা করিতে থাকেন।

কৃষ্ণদাস রাজপুত—মথুরাবাসী, রাজপুত। প্রভু যখন ব্রজমণ্ডলে গিয়াছিলেন, তখন একদিন প্রভু বৃন্দাবনে আমলীতলাতে বসিয়া নামকীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণদাস রাজপুত প্রভুর দর্শন পায়েন।

কেশবছত্রী—গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের কর্ম্মচারী।

কেশব-ভারতী—প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু। প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে তিনি একবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন; তখন প্রভু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে ভিক্ষা করাইয়া তাঁহার নিকটে সন্ন্যাস প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভারতী বলিয়াছিলেন—"তুমি অন্তর্য্যামী ঈশ্বর; যাহা করাও তাহাই করিব; আমি ত স্বতন্ত্র নই।" তার পরে প্রভু গৃহত্যাগপূর্ব্বক কাটোয়াতে যাইয়া ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস-গ্রহণ লীলার অভিনয় করেন।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত—ইনি মহাপ্রভুর ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের

পরে প্রভু যখন তাঁহার ছাত্রদিগকে পড়াইতেন না, তখন ছাত্রগণ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া তাঁহাদের অবস্থা জানাইলে তাঁহাদের পড়াইবার জন্য ইনি প্রভুকে আদেশ করিয়াছিলেন। ইনি পরে প্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়াছিলেন।

গঙ্গাদাসবিপ্র—শ্রীনিত্যানন্দশাখা। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সংবাদ পাইয়া ইনি অঝোর নয়নে কাঁদিয়াছিলেন।

গদাধরদাস—শ্রীচৈতন্যশাখা। শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রতি প্রভু যখন গৌড়ে প্রেমভক্তিপ্রচারের আদেশ দিয়াছিলেন, তখন বাসুদেব, মাধব, রামদাসাদি ভক্তের সঙ্গে গদাধরদাসকেও নিত্যানন্দ-প্রভুর সঙ্গে দিয়াছিলেন; তদবধি তিনি নিত্যানন্দ-সঙ্গী। নবদ্বীপেই থাকিতেন।

গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী—পঞ্চতত্ত্বের শক্তি-তত্ত্ব। চট্টগ্রামের বেলেটি গ্রামে আবির্ভাব। পিতার নাম শ্রীমাধবমিশ্র; মাতা শ্রীমতী রত্নাবতী। অধ্যয়নের জন্য অল্প বয়সেই নবদ্বীপে আসেন। গদাধর পণ্ডিত শ্রীল পুণ্ডরীকবিদ্যানিধির শিষ্য। ব্রজলীলায় গদাধর পণ্ডিত ছিলেন শ্যামসুন্দরবল্লভা বৃন্দাবনলক্ষ্মী (শ্রীরাধা); ললিতাও তাঁহাতে প্রবিষ্ট। গদাধরে আবার রুক্মিণীদেবীর ভাবও আছে।

গরুড় পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্যশাখা। ব্রাহ্মণ। শ্রীপাট—নবদ্বীপ, আকনা। নামের বলে সর্পবিষও ইঁহার উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে ইনি ছিলেন—গরুড়।

গুণরাজ খান—কুলীনগ্রামবাসী। নাম মালাধর বসু; গৌড়েশ্বরের প্রদত্ত উপাধি গুণরাজ খান। ইঁহারই পুত্র লক্ষ্মীনাথ বসু—উপাধি সত্যরাজ খান; লক্ষ্মীনাথের পুত্র রামানন্দ বসু। গুণরাজ খান প্রভুর আবির্ভাবের পুর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বাংলা পয়ারাদি ছন্দে "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

গোপাল—অদ্বৈতাচার্য্য-পুত্র। ইনি একবার নীলাচলে প্রভুর গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলায় প্রভুর আদেশে নৃত্য করিতে করিতে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেখিয়া অদ্বৈতাচার্য্য বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া জলের ঝাপ্টা মারিতে লাগিলেন; তাহাতেও গোপালের চেতনা ফিরিয়া না আসায় আচার্য্য ও ভক্তবৃন্দ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু তাঁহার বুকে হাত দিয়া "উঠহ গোপাল বলি উচ্চস্বরে কৈল।" তখন গোপাল উঠিয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

গোপালভট্ট গোস্বামী—শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী বেঙ্কটভট্টের পুত্র। দক্ষিণ-ভ্রমণ-কালে প্রভু যখন বেঙ্কট ভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্য-কাল অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন গোপালভট্ট প্রাণ ভরিয়া প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় পিতৃব্য প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকটে দীক্ষিত।

গোপীনাথ আচার্য্য—শ্রীচৈতন্যশাখা। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগিনীপতি। নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ। পরে নীলাচলে সার্ব্বভৌম-গৃহে থাকিতেন। নবদ্বীপে থাকিতেই প্রভুর সঙ্গে পরিচয় ছিল। ইনি প্রথম হইতেই প্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানিতেন।

গোপীনাথ পট্টনায়ক—রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা এবং ভবানন্দ রায়ের পুত্র।

গোবিন্দ—নীলাচলে প্রভুর অঙ্গসেবক। জাতিতে শূদ্র। ইনি পুর্ব্বে ছিলেন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবক। অন্তর্দ্ধান-সময়ে পুরীগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা করিবার জন্য গোবিন্দকে আদেশ করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ কবিরাজ—নিত্যানন্দশাখা। শ্রীনিবাস আচার্য্য-শিষ্য প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ এবং এই নিত্যানন্দশাখাভুক্ত গোবিন্দ কবিরাজ পৃথক্ ব্যক্তি।

গোবিন্দ ঘোষ—উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। বাসুদেব ঘোষ ও মাধব ঘোষ ইঁহার সহোদর। ইঁহাদের কীর্ত্তনে গৌর-নিত্যানন্দ নৃত্য করিতেন। কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী কুলাই গ্রামে আবির্ভাব। গোবিন্দ ঘোষ পদকর্ত্তাও ছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন কলাবতী, বিশাখারচিত গীত গান করিতেন।

গোবিন্দ দত্ত—খড়দহের নিকটে সুখচর গ্রামে শ্রীপাট। নবদ্বীপে প্রভুর কীর্ত্তনের সঙ্গী, মূল গায়ক। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বৃহদ্বৈষ্ণব-তোষণীর সূচনায় বাসুদেব দত্ত, গোবিন্দ ও মুকুন্দের বন্দনা করিয়াছেন। "শ্রীবাসুদেবদত্তঞ্চ শ্রীগোবিন্দং মুকুন্দকম্।" ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন, গোবিন্দ দত্ত ছিলেন বাসুদেব দত্ত ও মুকুন্দ দত্তের সহোদর। ইনি পূর্ব্বলীলায় ছিলেন বৈকুণ্ঠমণ্ডলে—পুণ্ডরীকাক্ষ।

গৌরীদাস পণ্ডিত—দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল। ব্রজের সুবলসখা। নবদ্বীপ হইতে পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী শালিগ্রামে আবির্ভাব। পিতা শ্রীকংসারি মিশ্র (ঘোষাল), মাতা শ্রীমতী কমলাদেবী। কংসারি মিশ্রের ছয় পুত্র—দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহ-চৈতন্য। গৌরীদাস হইলেন চতুর্থ পুত্র। ছয় ভ্রাতাই পরম বৈষ্ণব। গৌরীদাস শৈশব হইতেই বিষয়ে অনাসক্ত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ লইয়া শালিগ্রাম হইতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী অম্বিকায় আসিয়া নির্জ্জনে সাধন-ভজনে রত থাকেন। পরে প্রভুর ইচ্ছায় বিবাহ করেন; পত্নীর নাম শ্রীমতী বিমলা দেবী। তাঁহার দুই পুত্র—বলরামদাস ও রঘুনাথদাস। গৌরীদাস সখ্যভাবের উপাসক; শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য।

চন্দ্রশেখর আচার্য্য—"আচার্য্যরত্ন" দ্রষ্টব্য।

ছোট হরিদাস—নীলাচলে মহাপ্রভুকে নিত্য কীর্ত্তন শুনাইতেন। ইনি ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে প্রভুর ভিক্ষার জন্য বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবীদাসীর নিকট হইতে ভাল চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া প্রভু তাঁহাকে বর্জ্জন করেন।

জগদানন্দ পণ্ডিত—ব্রাহ্মণ। কাঞ্চনপল্লীতে আবির্ভাব। প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত। পূর্ব্বলীলায় সত্যভামা। সন্ন্যাসের পর প্রভু যখন শান্তিপুর হইতে নীলাচলে আসেন, তখনই ইনি প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে আসিয়াছিলেন। নীলাচলেই সাধারণতঃ থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে প্রভুর আদেশে নবদ্বীপে আসিতেন। ইনি প্রভুকে সর্ব্বদা সুখে রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

জগদীশ পণ্ডিত—ব্রাহ্মণ। শ্রীচৈতন্যশাখা। ইঁহার সহোদরের নাম হিরণ্য। জগদীশ পণ্ডিতের আবির্ভাব প্রভুর পূর্ব্বে। জগতের বহির্ম্মুখতা দেখিয়া যাঁহারা মনে দুঃখ পাইতেন এবং তৎকালে যাঁহারা অদ্বৈতের সভায় কৃষ্ণকথা শুনিতে যাইতেন, জগদীশ পণ্ডিত তাঁহাদের মধ্যে একজন। একবার একাদশীর দিনে জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য পণ্ডিত নানাবিধ উপচারে বিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রভু তখন শিশু। শৈশবে কেহ হরিনাম করিলেই প্রভুর কান্না থামিত; কিন্তু সে দিন কিছুতেই থামে না। অনেক সাধ্য-সাধনার পরে বলিলেন—"জগদীশ-হিরণ্য বিষ্ণু-নৈবেদ্য করিয়াছে; যদি আমাকে প্রাণে বাঁচাইতে চাও, তবে সেই নৈবেদ্য আনিয়া দাও।" সকলে ভাবিলেন—ইহা কি সম্ভব? যাহা হউক, জগদীশ হিরণ্য একথা শুনিয়া ভাবিলেন—"আমাদের ঘরে যে বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রস্তুত হইয়াছে, এই শিশু তাহা কিরূপে জানিল? এই পরম সুন্দর শিশুটির দেহে নিশ্চয় গোপাল অধিষ্ঠিত আছেন; সেই গোপালই নৈবেদ্য খাইতে চাহিতেছেন।" পরমানন্দে তাঁহারা নৈবেদ্য লইয়া জগন্নাথ

মিশ্রের গৃহে আসিলেন এবং শিশুকে খাওয়াইলেন এবং বলিলেন—"বাপ খাও উপহার। সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হইল আমার॥" পূর্ব্বলীলায় জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য পণ্ডিত ছিলেন যজ্ঞপত্নী।

জগাই-মাধাই—গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে জগন্নাথ ও মাধব। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় এবং বিজয়ই স্বেচ্ছায় জগন্নাথ ও মাধবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সদ্‌ব্রাহ্মণবংশে নবদ্বীপে আবির্ভাব। ইঁহাদের বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই সদাচারসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু দুর্দ্দৈবশতঃ এই দুইজন শৈশব হইতেই দুষ্কর্ম্মে রত ছিলেন। তাঁহারা স্বজনকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুর্জ্জনের সঙ্গেই থাকিতেন। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও মদ্যপান, গোমাংস-ভক্ষণ, চুরি-ডাকাতি, পরগৃহদাহ-আদি দুষ্কর্মে এই দুই ভাই সর্ব্বদা রত থাকিতেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসের কৃপায় উদ্ধার প্রাপ্ত হন। শ্রীমহাপ্রভু ইঁহাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক নিজজন মধ্যে গ্রহণ করেন।

তপন মিশ্র—ব্রাহ্মণ। আদি নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে, পদ্মাতীরবর্ত্তী কোনও এক গ্রামে। তপন মিশ্র সপরিবারে কাশীতে যায়েন। ঝারিখণ্ড-পথে প্রভুর বৃন্দাবন-গমন-কালে কাশীতে তপন মিশ্রের সহিত প্রভুর মিলন হয়; বৃন্দাবন-গমনের সময় প্রভু কাশীতে অল্প কয় দিন মাত্র ছিলেন; প্রত্যাবর্ত্তনের সময় দুইমাসের কিছু অধিককাল ছিলেন। প্রত্যেক বারেই প্রভু তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা করিতেন; চন্দ্রশেখর-বৈদ্যের গৃহে বাস করিতেন। তপন মিশ্রাদির আগ্রহে কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উদ্ধারের জন্য প্রভুর কৃপা উদ্বুদ্ধ হয়। বিন্দুমাধব-মন্দিরে যে দিন প্রকাশানন্দ-সরস্বতীপ্রমুখ সন্ন্যাসীদিগকে প্রভু কৃতার্থ করেন, সেই দিন তপন মিশ্র সেস্থানে ছিলেন। তপন মিশ্রেরই পুত্র শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী।

দময়ন্তী—রাঘবপণ্ডিতের ভগিনী। পানিহাটীতে শ্রীপাট। শ্রীচৈতন্যশাখা। ব্রজলীলায় গুণমালা। ইনি প্রভুর প্রতি অত্যন্ত স্নেহবতী ছিলেন। প্রভুর জন্য বারমাসের উপযোগী নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তত করিয়া ঝালি ভরিয়া রাঘবের সঙ্গে প্রতিবৎসর নীলাচলে পাঠাইতেন। প্রভুও ভক্তের প্রীতিরস-সিঞ্চিত দ্রব্য বারমাস উপভোগ করিতেন।

দামোদর পণ্ডিত—ব্রাহ্মণ। ব্রজলীলার প্রখরা শৈব্যা; কোনও কার্য্যবশতঃ সরস্বতীও তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। ইনি প্রভুতে অত্যন্ত প্রীতিমান্ ছিলেন। ইঁহার লোকাপেক্ষাহীনতায় এবং অন্যনিরপেক্ষতায় প্রভু অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিতেন। প্রভু নিজমুখেই বলিয়াছেন—"তাঁহার গণের মধ্যে দামোদরের মত নিরপেক্ষ কেহ নাই; নিরক্ষেপ হইতে না পারিলে কৃষ্ণ ভজন হয় না।" ইনি প্রভুর উপরে পর্য্যন্ত বাক্যদণ্ড করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

দেবানন্দ—(ভাগবতী)—কুলিয়া গ্রামবাসী। ইনি দ্বাপর-লীলায় নন্দমহারাজের সভাপণ্ডিত ভাগুরিমুনি ছিলেন।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত—দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজের বসুধাম সখা। নিত্যানন্দশাখা। চট্টগ্রামের জাড়গ্রামে আবির্ভাব। পিতার নাম শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা কালিন্দীদেবী।

নকুল ব্রহ্মচারী—শ্রীপাট কালনার নিকটবর্ত্তী পিয়ারীগঞ্জ। নৃসিংহের উপাসক। পূর্ব্ব নাম ছিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী; স্বীয় উপাস্য নৃসিংহদেবে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি দেখিয়া প্রভু তাঁহার নাম রাখেন নৃসিংহানন্দ। প্রভুর প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল।

নন্দন আচার্য্য—ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপের চতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র। প্রভুর কীর্ত্তনের সঙ্গী। নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে ইঁহার গৃহেই অবস্থান করেন এবং ইঁহার গৃহেই নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর ও ভক্তবৃন্দের মিলন হয়।

নন্দাই—শ্রীচৈতন্যশাখা। ইনি নীলাচলে গোবিন্দের আনুগত্যে প্রভুর সেবা করিতেন। প্রভুর সঙ্গে গৌড়েও আসিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন জলসংস্কারকারী বারিদ।

নরহরিদাস—নরহরি সরকার ঠাকুর। ব্রজের মধুমতী সখী। শ্রীখণ্ডে বৈদ্যবংশে আবির্ভাব। প্রভুর অতি প্রিয় ভক্ত।

নারায়ণী—শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা। প্রভু যখন শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তনাদি ও নানা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তখন নারায়ণীর বয়স ছিল মাত্র চারি বৎসর। প্রভু একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"নারায়ণী, কৃষ্ণ বলে কাঁদ।" অমনি প্রভুর কৃপায় নারায়ণী—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভু কৃপা করিয়া এই ভাগ্যবতী বালিকাকে নিজের চর্ব্বিত তাম্বূলরূপ অবশেষও দিয়াছিলেন। "চৈতন্যের অবশেষ পাত্র" বলিয়া তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল। প্রেমবিলাস গ্রন্থের মতে নারায়ণীর স্বামী ছিলেন—কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস। নারায়ণীর একমাত্র সন্তান ছিলেন—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, যিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করিয়াছেন। প্রেমবিলাস গ্রন্থ বলেন—বৃন্দাবন দাস যখন গর্ভে, তখনই নারায়ণী পতি-হারা হইয়াছিলেন। এবং তখন পিতৃহীনা গর্ভবতী ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণীকে শ্রীবাস পণ্ডিত নিজ গৃহে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীমান্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ ত্যাগ করিলে শ্রীবাসও নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কুমারহট্টে বাস করিতেছিলেন এবং তিনি নারায়ণীকে স্বগ্রামেই পাত্রস্থা করিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় নারায়ণী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট-ভোজনকারিণী কিলিম্বিকা—অম্বিকার ভগিনী।

নিত্যানন্দ প্রভু—নামান্তর নিতাই, নিত্যানন্দ, অবধূত। ব্রজের বলরাম। রাঢ়দেশে বীরভূম জেলার অন্তর্গত একচক্রাগ্রামে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অনুমান দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে নিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাব। পিতা—হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়াই ওঝা; মাতা পদ্মাবতী দেবী। মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ সহোদর সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা জাহ্নবাদেবী ও বসুধাদেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীচৈতন্য-ভক্তিমণ্ডপের মূলস্তম্ভ শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দের পুত্র; তাঁহার এক কন্যাও ছিলেন—শ্রীমতী গাঙ্গামাতা। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের অল্প কয়েক বৎসর পরে শ্রীনিত্যানন্দও অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন। ভক্তিরত্নাকরের মতে, তীর্থভ্রমণ-কালে পশ্চিমাঞ্চলে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর গুরুদেব শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতির সহিত শ্রীমন্নিত্যানন্দের মিলন হয় এবং তখন শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতির নিকটে শ্রীনিত্যানন্দ দীক্ষা গ্রহণ করেন। আবার, শ্রীজীব-গোস্বামীর বৈষ্ণব-বন্দনা গ্রন্থে দেখা যায়—মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সঙ্কর্ষণপুরী, সঙ্কর্ষণপুরীর শিষ্য নিত্যানন্দ। কেহ আবার শ্রীনিত্যানন্দকে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যও বলেন।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—শচীমাতার পিতা; মহাপ্রভুর মাতামহ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের সমাধ্যায়ী। আদি নিবাস শ্রীহট্টে; পরে নবদ্বীপে বেলপুকুরিয়াতে বাস করিতেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল; তিনি মহাপ্রভুর কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দ্বাপর লীলায় ইনি ছিলেন গর্গাচার্য্য।

নৃসিংহানন্দ—"নকুল ব্রহ্মচারী" দ্রষ্টব্য।

পরমানন্দ দাস—"কর্ণপূর" দ্রষ্টব্য।

পরমানন্দ পুরী—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। ত্রিহুতে আবির্ভাব। ভক্তি-কল্পতরুর মধ্যমূল।

প্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণ-সময়ে ঋষভ-পর্ব্বতে ইঁহার সঙ্গে প্রভুর মিলন হয়; প্রভু ইঁহাকে নীলাচলে বাস করার জন্য বলেন।

পরমানন্দ মহাপাত্র—নীলাচল বাসী। জগন্নাথের সেবক। প্রভুর পরম ভক্ত।

পরমেশ্বর দাস—শ্রীনিত্যানন্দ শাখা। দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজের অর্জ্জুন-সখা। কাউগ্রামে আবির্ভাব। পরে খড়দহে আসিয়া বাস করেন। জাহ্নবামাতা গোস্বামিনীর আদেশে হুগলী জেলার তড়া আটপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীরাধা গোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন।

পরমেশ্বর মোদক—নবদ্বীপবাসী মিষ্টান্ন-বিক্রেতা। প্রভুর বাল্যকাল হইতেই প্রভুর প্রতি তাঁহার স্নেহ ছিল।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—"বিদ্যানিধি" এবং "প্রেমনিধি" বলিয়াও খ্যাত। ব্রজলীলায় শ্রীরাধিকার পিতা বৃষভানু মহারাজ। ইঁহার পত্নী রত্নাবতী ছিলেন ব্রজলীলায় শ্রীরাধিকার জননী কীর্ত্তিদা। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হাট-হাজারী থানার নিকটবর্ত্তী মেখলা গ্রামে বিদ্যানিধির আবির্ভাব। পিতার নাম—বাণেশ্বর; মাতার নাম—গঙ্গা-দেবী। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বিদ্যানিধি চট্টগ্রামের চক্রশালার জমিদার ছিলেন। নবদ্বীপেও তাঁহার এক বাড়ী ছিল। মাঝে মাঝে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেন।

পুরন্দর আচার্য্য—শ্রীচৈতন্য শাখা। মহাপ্রভু ইঁহাকে "পিতা" বলিতেন। প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলেও যাইতেন।

পুরন্দর পণ্ডিত—নিত্যানন্দ শাখা। প্রভু যখন পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে গিয়াছিলেন তখন ইনি প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

পুরীগোসাঞি—"পরমানন্দ পুরী" দ্রষ্টব্য।

পুরীদাস—"কর্ণপুর" দ্রষ্টব্য।

পুরুষোত্তম আচার্য্য—"স্বরূপ দামোদর" দ্রষ্টব্য।

পুরুষোত্তম দাস—নিত্যানন্দ শাখা। দ্বাদশগোপালের অন্যতম। ব্রজের দাম-সখা। নাগর পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত। নদীয়া জেলার বালীডাঙ্গা গ্রামে আবিৰ্ভাব। পিতা সদাশিব কবিরাজ। বৈদ্য। বালীডাঙ্গা বা বেলডাঙ্গা গ্রাম নষ্ট হইয়া গেলে সুখসাগরে শ্রীপাট স্থানান্তরিত হয়। সুখসাগরে জাহ্নবামাতারও শ্রীবিগ্রহ ছিলেন। সুখসাগরও গঙ্গাগর্ভে গেলে জহ্নবামাতার শ্রীবিগ্রহাদির সহিত পুরুষোত্তমদাসের শ্রীবিগ্রহ সাহেবডাঙ্গা বেড়িগ্রামে আনীত হয়েন। বেড়িগ্রামও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ চাকদহের নিকটবর্ত্তী চান্দুড়গ্রামে আসেন।

পুরুষোত্তম পণ্ডিত—ব্রজের স্তোককৃষ্ণ। দ্বাদশ গোপালের একতম। নবদ্বীপে ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। পিতা রত্নাকর। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর "মহাভৃত্য মর্ম্ম" ছিলেন।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী—অতিশয় প্রভাব প্রতিপত্তিশালী কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসী। ইঁহার বহু সহস্র সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় শিষ্যগণ সহ পরম বৈষ্ণব হন।

প্রতাপরুদ্র—গজপতি। গঙ্গাবংশীয়। উড়িষ্যাদেশের স্বাধীন রাজা। পিতা পুরুষোত্তম দেব। কটকে রাজধানী ছিল। মধ্যে মধ্যে পুরীতেও বাস করিতেন। পরমভক্ত; জগন্নাথের সেবক। পূর্ব্বলীলায় ইন্দ্রদ্যুম্ন।

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—"নকুল ব্রহ্মচারী" দ্রষ্টব্য।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র—নীলাচলবাসী ব্রাহ্মণ। মহাপ্রভুর পরম ভক্ত।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্যশাখা। ব্রাহ্মণ। গৌরগণোদ্দেশের মতে ইনি দ্বারকাচতুর্ব্ব্যূহান্তর্গত চতুর্থব্যূহ অনিরুদ্ধ; প্রকাশ-বিশেষে শশিরেখাও ইঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর মতে—বক্রেশ্বর পণ্ডিতে ব্রজের তুঙ্গবিদ্যা নিত্য অবস্থান করেন। মহাপ্রভুর কীর্ত্তনসঙ্গী। প্রভুর বড় প্রিয় ভক্ত। নৃত্যে ইঁহার পরম আনন্দ। এক সময়ে একাদিক্রমে চব্বিশ প্রহর নৃত্য করিয়াছিলেন।

বড়বিপ্র-ছোটবিপ্র—বিদ্যানগরের দুই ব্রাহ্মণ তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। একজন বয়স্ক কুলীন, পণ্ডিত এবং ধনী; তিনি বড় বিপ্র। আর একজন যুবক, অকুলীন, মূর্খ এবং দরিদ্র তিনি ছোটবিপ্র। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সাক্ষিগোপাল প্রসঙ্গে ইঁহাদের পরিচয় আছে।

বড় হরিদাস—কীর্ত্তনীয়া। নীলাচলে প্রভুর নিকট থাকিতেন। গোবিন্দের সঙ্গে প্রভুর সেবা করিতেন।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য—শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনের সঙ্গী।

বল্লভ ভট্ট—ত্রৈলঙ্গদেশে আবির্ভাব। ব্রাহ্মণ। পিতা—লক্ষ্মণ দীক্ষিত। মহাপণ্ডিত। তিনি নাকি তিনবার দিগ্‌বিজয়েও বাহির হইয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে বিবাহ করেন। পত্নীর নাম—মহালক্ষ্মী-দেবী। ইঁহার দুই পুত্র—গোপীনাথ ও বিঠ্‌ঠলেশ্বর। পূর্ব্বলীলায় ইনি ছিলেন শুকদেব।

বাণীনাথ পট্টনায়ক—শ্রীচৈতন্যশাখা। নীলাচলবাসী। ভবানন্দরায়ের পুত্র এবং রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা।

বাসুদেব (কুষ্ঠী)—দাক্ষিণাত্যের কূর্ম্মক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণ। ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হইয়াছিল; মহাপ্রভুর আলিঙ্গনে ব্যাধিমুক্ত হন।

বাসুদেব ঘোষ—ব্রজলীলার গুণতুঙ্গা; বিশাখা-রচিত গীত কীর্ত্তন করিতেন। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে আবির্ভূত। গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ ইঁহার সহোদর।

বাসুদেব দত্ত—প্রভুর গায়ক। ব্রজলীলায় মধুব্রত নামক গায়ক। চট্টগ্রামের পটীয়া থানার অন্তর্গত চক্রশালায় বৈদ্যকুলে আবির্ভূত। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি পরে কুমারহট্টে (কাঞ্চনপল্লীতে) বাস করিতেন। শ্রীবাসপণ্ডিতের ও শিবানন্দসেনের পরম সুহৃৎ ছিলেন। প্রভুরও অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত ছিলেন। দাসগোস্বামীর গুরুদেব যদুনন্দন আচার্য্য ছিলেন ইঁহার বিশেষ অনুগৃহীত। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট মামগাছিতে ইনি শ্রীমদনগোপালের সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; পরে "প্রভুর অবশেষপাত্র" নারায়ণী দেবীর হস্তে এই সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাবাচস্পতি—মহেশ্বর বিশারদের পুত্র এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা। কুলিয়ার নিকটবর্ত্তী বিদ্যানগরে বাস করিতেন। নীলাচল হইতে প্রভু যখন গৌড়ে আসিয়াছিলেন, তখন প্রভু কয়েকদিন ইঁহার গৃহে বাস করিয়াছিলেন এবং দর্শন দান করিয়া অসংখ্য লোককে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। প্রভু বিদ্যাবাচস্পতিকে "জলব্রহ্মের (গঙ্গার)" উপসনা করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর বন্দনা হইতে জানা যায়, বিদ্যাবাচস্পতি সনাতন-গোস্বামীর গুরু ছিলেন। বিদ্যাবাচস্পতি ব্রজলীলায় ছিলেন তুঙ্গবিদ্যার প্রিয়া সুমধুরানাম্নী গোপী।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা। প্রভুর প্রথমা পত্নী শ্রীলক্ষ্মী-

দেবীর অন্তর্দ্ধানের পরে প্রভু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করেন। শিশুকাল হইতে ইনি পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণা ছিলেন; তিনবার গঙ্গাস্নান করিতেন। পতিব্রতা কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে ত্যাগ করিয়াই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শচীমাতার সেবা করিতেন।

বীরভদ্র গোস্বামী—(বীরচন্দ্রগোস্বামী)। স্বরূপে সঙ্কর্ষণের ব্যূহ পয়োব্ধিশায়ী নারায়ণ। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্ররূপে বসুধা-মাতার গর্ভে আবির্ভূত; জাহ্নবামাতার শিষ্য। ভক্তি-কল্পতরুর বর্ণন-প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি স্কন্ধমহাশাখা। তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা॥ ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত। বেদধর্ম্মাতীত হৈয়া বেদধর্ম্মে রত॥ অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দ্দম্ভ। চৈতন্যভক্তিমণ্ডপের তেঁহো মূলস্তম্ভ॥" ভক্তিরত্নাকর বলেন—শ্রীশ্রীজাহ্নবামাতা গোস্বামিনীর ইচ্ছাতে রাজবলহাটের নিকটবর্ত্তী ঝামটপুর গ্রামনিবাসী যদুনন্দন আচার্য্যের দুই কন্যাকে বীরভদ্র গোস্বামী বিবাহ করেন; তাঁহাদের নাম—শ্রীমতী ও শ্রীনারায়ণী। জাহ্নবাদেবী দুই পুত্রবধূকে দীক্ষা দিলেন এবং বীরভদ্র গোস্বামী যদুনন্দন আচার্য্যকে দীক্ষা দিলেন। বীরভদ্রপ্রভুর তিন পুত্র—গোপীজন-বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র।

বুদ্ধিমন্তখান—নবদ্বীপবাসী মহাধনী। প্রভুর প্রতি অত্যন্ত প্রীতিসম্পন্ন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহের সমস্ত ব্যয় নিজের ইচ্ছাতেই আনন্দসহকারে ইনি বহন করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর—দ্বাপরের বেদব্যাস। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃসুতা "শ্রীচৈতন্যের অবশেষ পাত্র" বলিয়া বিখ্যাতা নারায়ণীদেবীর গর্ভে আবির্ভূত। পিতা—বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস। বৃন্দাবন দাস যখন মাতৃগর্ভে, তখনই তিনি পিতৃহারা হন ("নারায়ণী" দ্রষ্টব্য)। পতি-বিয়োগের পরে নারায়ণী দেবী মামগাছি গ্রামে বাসুদেব দত্তের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ সেবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শৈশব-কালও মামগাছিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি বহুশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতেই তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সর্ব্বশেষ শিষ্য ছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দের আদেশেই তিনি শ্রীগৌরলীলা-বর্ণনাত্মক শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করেন। তাঁহার রচিত গীতিপদও পদকল্পতরু-আদি পদসংগ্রহ-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

বেঙ্কট ভট্ট—শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক। দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-সময়ে ইঁহারই আগ্রহে প্রভু ইঁহার গৃহে চাতুর্ম্মাস্যকাল অবস্থান করেন। ইঁহার সঙ্গে প্রভুর সখ্যভাব জন্মিয়াছিল।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী—ভক্তিকল্পতরুর নবমূলের একমূল। দক্ষিণদেশ হইতে প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে ব্রহ্মানন্দ ভারতী নীলাচলে উপনীত হন। ব্রহ্মানন্দপুরীও একজন আছেন; তিনিও ভক্তিকল্পতরুর নবমূলের একমূল। কিন্তু ব্রহ্মানন্দপুরী এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতী যে দুই পৃথক্ ব্যক্তি, তাহা শ্রীগ্রন্থ হইতেই জানা যায়। "পরমানন্দপুরী আর কেশবভারতী। ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দভারতী॥"

ভগবান্ আচার্য্য—শ্রীশ্রীগৌরের কলা বলিয়া খ্যাত। হালিসহরে আবির্ভাব। পিতা শতানন্দ খান। শতানন্দ খান ছিলেন "বড় বিষয়ী"; কিন্তু ভগবান্ আচার্য্য ছিলেন বিষয়-বিমুখ, বৈরাগ্য-প্রধান; ইনি নীলাচলে গিয়া বাস করেন এবং একান্তভাবে প্রভুর চরণ আশ্রয় করেন।

ভবানন্দ রায়—নীলাচলবাসী। রায় রামানন্দের পিতা। ইঁহার পাঁচ পুত্র—রামানন্দ রায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি এবং বাণীনাথ পট্টনায়ক। প্রভু ভবানন্দ রায়কে বলিতেন—"তুমি পাণ্ডু, তোমার পত্নী কুন্তী এবং তোমার পঞ্চপুত্র পঞ্চপাণ্ডব।"

ভাগবতাচার্য্য—নাম শ্রীরঘুনাথ, উপাধি ভাগবতাচার্য্য। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহনগরে শ্রীপাট।

মকরধ্বজকর—পূর্ব্বলীলায় চন্দ্রমুখ নট। পানিহাটীতে কায়স্থ-কুলে আবির্ভূত। অধ্যক্ষ হইয়া ইনি রাঘবের ঝালি নীলাচলে লইয়া যাইতেন। ইনি পানিহাটীর রাঘবপণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। প্রভু ইঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন (পানিহাটীতে)—"সেবিহ তুমি শ্রীরাঘবানন্দ। রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার। সে কেবল সুনিশ্চিত জানিহ আমার॥"

মহেশ পণ্ডিত—ব্রজের মহাবাহু সখা। দ্বাদশগোপালের একতম। মসিপুরে ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভাব। মসিপুর গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইলে বেলেডাঙ্গাতে শ্রীপাট স্থানান্তরিত হয়; তাহাও গঙ্গাগর্ভে লীন হইলে পালপাড়ায় তাহা স্থানান্তরিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইনি চাকদহের নিকটবর্ত্তী যশড়া-শ্রীপাটের জগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ সহোদর। বন্দ্যঘাটীয় ভট্টনারায়ণের সন্তান। মহেশ পণ্ডিত নবদ্বীপে এবং নীলাচলে—উভয় স্থানেই প্রভুর সেবা করিয়াছেন।

মাথুর ব্রাহ্মণ—মথুরাবাসী সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ। সনোড়িয়ার গৃহে সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা করেন না। কিন্তু ইঁহার ভক্তি দেখিয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামী ইঁহাকে শিষ্য করিয়া ইঁহার হাতেও ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

মাধবঘোষ—ব্রজের "রসোল্লাসা"; বিশাখাকৃত গীত গান করিতেন। উত্তর-রাঢীয় কায়স্থবংশে আবির্ভূত। ইঁহারা তিন সহোদর—গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ।

মাধবীদেবী—নীলাচলবাসী শিখিমাহিতীর ভগিনী। ইনি ছিলেন বৃদ্ধা, তপস্বিনী। প্রভু ইঁহাকে শ্রীরাধিকার গণের মধ্যে গণনা করিতেন। ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে প্রভুর সেবার জন্য ইঁহার নিকট হইতে ভাল চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া প্রভু লোক শিক্ষার্থ ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন—কলাকেলী।

মাধবেন্দ্রপুরী (মাধবপুরী)—মহাবিরক্ত সন্ন্যাসী। শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীপাদ রঙ্গপুরী প্রভৃতি বহু বিরক্ত সন্ন্যাসী এবং শ্রীপাদ অদ্বৈত আচার্য্য, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি ইঁহার শিষ্য। লৌকিক-লীলায় ইনি হইলেন মহাপ্রভুর পরম গুরু।

মাধাই—নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণ। "জগাই-মাধাই" দ্রষ্টব্য।

মালিনী—শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহিণী; শ্রীনিত্যানন্দ ইঁহাকে মা ডাকিতেন এবং বাল্যভাবের আবেশে ইঁহার কোলে বসিয়া স্তন্য পান করিতেন; ছোট শিশুকে মা যেমন খাওয়াইয়া দেন, মালিনীও বাল্যভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দকে সেই ভাবে অন্নাদি খাওয়াইতেন।

মীনকেতন রামদাস—শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্য। ব্রজরাখালভাবে আবিষ্ট থাকিতেন, হাতে ব্রজ-রাখালদের মত বাঁশীও থাকিত। কবিরাজ গোস্বামীর ঝামটপুরের বাড়ীতে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তনে নিমন্ত্রিত হইয়া ইনিও গিয়াছিলেন। সমবেত বৈষ্ণবগণ তাঁহার চরণ বন্দনা করিবার সময় প্রেমাবেশে তিনি "কারো উপরেতে চড়ে। প্রেমে কারে বংশী মারে, কাহারে চাপড়ে॥" নয়নে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারা, অঙ্গে পুলক, মুখে "নিত্যানন্দ" বলিয়া হুঙ্কার। গুণার্ণবমিশ্র নামক এক সরলচিত্ত বিপ্র শ্রীমন্দিরে বিগ্রহ সেবায় ব্যস্ত ছিলেন; তিনি অঙ্গনে আসিয়া মীনকেতনের

সম্ভাষণ না করায় তিনি বলিয়া উঠিলেন—"এই ত দ্বিতীয় সূত শ্রীরোমহর্ষণ। বলরামে দেখি যে না করিল প্রত্যুদ্গম॥" কিন্তু সেই বিপ্র কৃষ্ণসেবার কাজ করিতেছিলেন বলিয়া মীনকেতন তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইলেন না; তিনি নৃত্য-কীর্ত্তনই করিতে লাগিলেন। কবিরাজগোস্বামীর এক ভ্রাতা ছিলেন; তিনি মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মানিতেন; কিন্তু নিত্যানন্দে তাঁহার ততটা বিশ্বাস ছিল না। ইহা লইয়া মীনকেতনের সঙ্গে তাঁহার কিছু বাদানুবাদ হইল। মীনকেতন রামদাস ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাঁশী ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলেন।

মুকুন্দ দত্ত—ব্রজের মধুকণ্ঠ-নামক গায়ক। চট্টগ্রামের চক্রশালায় বৈদ্যকুলে আবির্ভূত; ইনি বাসুদেব দত্তের ছোট ভাই। চট্টগ্রাম হইতে নবদ্বীপে, পরে কাঁচরাপাড়ায় বাস করেন। প্রভুর সমাধ্যায়ী।

মুকুন্দদাস—ব্রজের বৃন্দাদেবী। শ্রীখণ্ডে বৈদ্যকুলে আবির্ভূত। পিতা নারায়ণদাস। ইনি নরহরি ঠাকুরের বড় ভাই। ইঁহার পুত্র রঘুনন্দন।

মুরারিগুপ্ত—পূর্ব্বের হনূমান্। শ্রীহট্টে বৈদ্যবংশে, প্রভুরও পূর্ব্বে আবির্ভূত। পরে নবদ্বীপবাসী হন। শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। ইনি প্রভুর সমস্ত নবদ্বীপলীলার সঙ্গী ও প্রত্যক্ষদর্শী। "শ্রীচৈতন্যচরিত"-নামক কড়চায় মুরারিগুপ্ত প্রভুর নবদ্বীপ লীলা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইনিই প্রভুর আদি চরিত-লেখক।

মুরারিচৈতন্যদাস—নিত্যানন্দ শাখা। প্রেমাবেশে ইনি প্রায় সর্ব্বদাই বাহ্যস্মৃতিহারা হইয়া থাকিতেন।

যদুনন্দন আচার্য্য—সপ্তগ্রামবাসী। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য। বাসুদেবদত্তের অনুগৃহীত দাসগোস্বামীর দীক্ষাগুরু।

রঘুনন্দন—দ্বারকাচতুর্ব্যূহের তৃতীয়ব্যূহ প্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখারূপে শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনিই শ্রীচৈতন্যের অভিন্নতনু রঘুনন্দন। শ্রীখণ্ডে বৈদ্যকুলে আবির্ভূত। পিতা—মুকুন্দদাস; খুল্লতাত—নরহরি সরকার ঠাকুর।

রঘুনাথ গোস্বামী—ব্রজের রসমঞ্জরী; কেহ কেহ ইঁহাকে ব্রজের রতিমঞ্জরী, আবার কেহ কেহ বা ভানুমতীও বলিয়া থাকেন। এই তিন জনের ভাবই ইঁহাতে বিদ্যমান। সপ্তগ্রামে কায়স্থ-কুলে আবির্ভূত। পিতা—গোবর্দ্ধন দাস, জ্যেঠা—হিরণ্যদাস।

রঘুনাথভট্ট গোস্বামী—ব্রজের রাগমঞ্জরী। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। পিতা—তপনমিশ্র, প্রভুর আদেশে যিনি কাশীতে বাস করিতেন; প্রভু যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা করিতেন। তখন রঘুনাথভট্টের পক্ষে প্রভুর সেবার সৌভাগ্য মিলিয়াছিল। তিনি প্রভুর দর্শনের উদ্দেশ্যে দুইবার নীলাচলে গিয়াছিলেন; নিজে রন্ধন করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রভুকে ভিক্ষা করাইতেন। তিনি রন্ধনে নিপুণ ছিলেন। প্রথমবারে প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"পিতামাতার সেবা করিবে; বৈষ্ণবের নিকটে ভাগবত পড়িবে। বিবাহ করিবে না।" তিনি তখন কাশীতে ফিরিয়া আসেন, পিতামাতার অন্তর্দ্ধানের পরে আবার তিনি নীলাচলে যান। তখন প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠান।

রাঘব পণ্ডিত—ব্রজের ধনিষ্ঠা। পানিহাটীতে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। রাঘব পণ্ডিতের কৃষ্ণসেবার পরিপাটীর ভূয়সী প্রশংসা মহাপ্রভুও করিয়াছেন।

রামচন্দ্র কবিরাজ—নিত্যানন্দশাখা।

রামচন্দ্র খান—বেনাপোলের জমিদার। বৈষ্ণবদ্বেষী। হরিদাসের পরীক্ষার জন্য তাঁহার নিকট বেশ্যা পাঠাইয়াছিলেন।

রামদাস অভিরাম—দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজের শ্রীদাম-সখা। খানাকুল কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। তিনি সর্ব্বদা সখ্যপ্রেমের আবেশে উন্মত্ত থাকিতেন। শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে ইনি আচার্য্য হইয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। "জয়মঙ্গল"-নামে তাঁহার একটি চাবুক ছিল; এই চাবুক দিয়া তিনি যাঁহাকে স্পর্শ করিতেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইতেন। অভিরামঠাকুর শ্রীচৈতন্যশাখাভুক্ত, মহাপ্রভু ইঁহাকে নাম-প্রেম-প্রচারের কার্য্যে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গী করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া নিত্যানন্দশাখাতেও ইঁহার নাম আছে।

রামাই—শ্রীচৈতন্যশাখা। নীলাচলে গোবিন্দের আনুগত্যে গোবিন্দেরই সঙ্গে প্রভুর সেবা করিতেন। রামাই প্রতিদিন বাইশ ঘড়া জল তুলিতেন। ইনি ছিলেন ব্রজলীলায় জলসংস্কারকারী পয়োদ।

রামানন্দ বসু—শ্রীচৈতন্যশাখা। ব্রজের কলকণ্ঠীনাম্নী গন্ধর্ব্ব-নাটিকা। কুলীনগ্রামে কায়স্থকুলে আবির্ভূত। পিতা—লক্ষ্মীনাথ বসু (সত্যরাজ খান); পিতামহ—মালাধর বসু (গুণরাজ খান)।

রামানন্দ রায়—দ্বাপর লীলার পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন, ব্রজের অর্জ্জুনীয়া গোপী ও ললিতা—এই তিন জনই রামানন্দ রায়ে অবস্থিত। রামানন্দ রায় যে ললিতা ছিলেন, একথা অনেকে স্বীকার করেন না। ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর মতে রামানন্দ রায় হইলেন ব্রজলীলার বিশাখা। রামানন্দ রায়ে সুবলের ভাবও আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আছে "সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়। গৌরসুখদানহেতু তৈছে রামরায়॥" রামানন্দ রায় উৎকলে ভবানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে আবির্ভূত। ইনি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহেন্দ্রীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

লক্ষ্মীদেবী—(লক্ষ্মীপ্রিয়া)—মহাপ্রভুর প্রথমা সহধর্ম্মিণী। পিতা—বল্লভাচার্য্য, যিনি পূর্ব্বে ছিলেন মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক; কেহ কেহ বলেন—ইনি ছিলেন রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক। জানকী ও রুক্মিণী উভয়ে মিলিয়া লক্ষ্মীদেবী হইয়াছেন। প্রভু যখন পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন নবদ্বীপে লক্ষ্মীদেবী প্রভুর বিরহ-সর্পের দংশনচ্ছলে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন।

লোকনাথ গোস্বামী—যশোর জেলার অন্তর্গত তালখড়িগ্রামে আবির্ভূত। পিতা—পদ্মনাভ; একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর—প্রগল্ভ। মহাপ্রভুর আদেশে লোকনাথ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া বাস করেন। ইঁহার একমাত্র শিষ্য শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর। ব্রজলীলায় লোকনাথ গোস্বামী ছিলেন লীলামঞ্জরী। লীলামঞ্জরীরই আর একটি নাম মঞ্জুনালি।

শঙ্কর পণ্ডিত—ব্রজলীলায় ভদ্রাসখী, যাঁহার বক্ষস্থলে শ্রীকৃষ্ণ ঘুমাইতেছেন। দামোদর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ-ভ্রাতারূপে আবির্ভূত। শঙ্কর প্রভুর পদতলে শয়ন করিতেন, প্রভু তাঁহার দেহের উপরে পাদপ্রসারণ করিতেন। এজন্য শঙ্করের একটি নাম হইয়াছিল—"পাদোপধান"।

শচীদেবী—পূর্ব্বের অদিতি, কৌশল্যা, দেবকী এবং যশোদা—এই চারিজনের মিলিতস্বরূপ। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যারূপে আবির্ভূতা। মহাপ্রভুর জননী। "আই" নামেও খ্যাতা। ক্রমে ক্রমে ইঁহার আটটি কন্যা আবির্ভূত হইয়া তিরোধান প্রাপ্ত হন। পরে বিশ্বরূপের আবির্ভাব। বিশ্বরূপের পরে মহাপ্রভুর আবির্ভাব।

শিখি মাহিতী—নীলাচলবাসী। জগন্নাথের লিখন-অধিকারী। ইঁহারই ভগিনী মাধবীদাসী।

শিবানন্দ সেন—ব্রজলীলার বীরা দূতী। বৈদ্যকুলে আবির্ভূত। শ্রীপাট—কুমারহট্টে (হালিসহরে)।

ইঁহার তিন পুত্র—চৈতন্যদাস, রামদাস এবং পরমানন্দদাস (কবিকর্ণপুর)। শিবানন্দ সেন ছিলেন প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। প্রভুর আদেশে প্রতিবর্ষে ইনি গৌড়ীয়-ভক্তদের সঙ্গে করিয়া নীলাচলে লইয়া যাইতেন এবং পথে সকলের আহার-বাসস্থান-ঘটীদানাদি সমাধান করিতেন।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—দ্বাপরের যজ্ঞপত্নী; কোনও কোনও মতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপে আবির্ভূত। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।

শ্রীকান্তসেন—ব্রজের কাত্যায়নী। বৈদ্যকুলে আবির্ভূত। শিবানন্দসেনের ভাগিনেয়।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী—ব্রজের বিলাস-মঞ্জরী। ভরদ্বাজগোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। পিতা—শ্রীশ্রীরূপসনাতনের অনুজ অনুপম মল্লিক—শ্রীবল্লভ। শ্রীজীব গোস্বামী অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কয়েকখানি গ্রন্থের নাম এস্থলে লিখিত হইতেছে;—হরিনামামৃত ব্যাকরণ, সূত্রমালিকা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, গোপালবিরুদাবলী রসামৃতশেষ, শ্রীমাধবমহোৎসব, শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম, গোপালচম্পূ (পূর্ব্বচম্পূ ও উত্তরচম্পূ), গোপালতাপনী-টীকা, ব্রহ্মসংহিতা-টীকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-টীকা, উজ্জ্বলনীলমণি-টীকা, যোগসারস্তব-টীকা, অগ্নি-পুরাণস্থগায়ত্রী-বিবৃতি, পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন শ্রীরাধিকার-চরণ চিহ্ন, শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ-টীকা, ভাগবত-সন্দর্ভ (বা ষট্সন্দর্ভ—তত্ত্বসন্দর্ভ, পরমাত্ম-সন্দর্ভ,ভগবৎ-সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ), সর্ব্বসংবাদিনী (ষট্সন্দর্ভের পরিপূরক পরিশিষ্ট), ইত্যাদি।

শ্রীধর—(শ্রীধর পণ্ডিত, খোলাবেচা শ্রীধর)। ব্রজের কুসুমাসব সখা বা মধুমঙ্গল। দ্বাদশগোপালের একতম। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। নবদ্বীপবাসী। থোড়, মোচা, কলা, কলার পাতা এবং কলার খোলা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি "খোলাবেচা শ্রীধর" নামেই পরিচিত ছিলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত—পূর্ব্বের নারদ। শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। পরে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর কুমারহট্টে আসিয়া বাস করেন। ইঁহারা ছিলেন চারি সহোদর—শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, ও শ্রীনিধি। "চৈতন্যের অবশেষপাত্র"-নারায়ণীদেবী ছিলেন শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী। শ্রীবাসের গৃহিণী ছিলেন মালিনী দেবী—ব্রজের স্তন্যদাত্রী ধাত্রী অম্বিকা।

শ্রীরূপগোস্বামী—ব্রজলীলায় শ্রীরূপমঞ্জরী। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। পিতা—কুমারদেব। গৌড়েশ্বর হুসেনসাহের অধীনে চাকুরী করিতেন। গৌড়েশ্বর-দত্ত নাম ছিল দবীরখাস। রামকেলিতে প্রভুর সহিত প্রথম মিলন। তাহার পরে শ্রীচৈতন্য-চরণ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করেন; পরে অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া নৌকাযোগে কনিষ্ঠ সহোদর অনুপমের সঙ্গে পৈতৃক বাড়ী বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে গমন করেন। নীলাচল হইতে প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের সংবাদ পাইয়া প্রভুর সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে অনুপমের সহিত গৃহত্যাগ করেন। প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে প্রয়াগে প্রভুর সহিত মিলিত হন এবং প্রভুর সঙ্গে আড়েল গ্রামে বল্লভভট্টের গৃহেও গিয়াছিলেন। প্রয়াগে প্রভু তাঁহাকে দশ দিন পর্য্যন্ত নানা বিষয়ক তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে শক্তি-সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইয়া লুপ্ততীর্থাদির উদ্ধার করিতে আদেশ করেন। তাঁহার রচিত সকল গ্রন্থ এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা বলা যায় না। যে কয়খানা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি, লঘুভাগবতামৃত, বিদগ্ধমাধব, ললিত-মাধব, দানকেলিকৌমুদী, স্তবমালা, শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-

দীপিকা, মথুরামাহাত্ম্য, উদ্ধবসন্দেশ, হংসদূত, শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথিবিধি, পদ্যাবলী, আখ্যাতচন্দ্রিকা, নাটকচন্দ্রিকাদি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীর একতম শিক্ষাগুরু ছিলেন।

শ্রীসনাতনগোস্বামী—ব্রজলীলার রতিমঞ্জরী, নামভেদে লবঙ্গমঞ্জরী। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। পিতা—কুমার দেব। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গৌড়েশ্বরদত্ত নাম সাকর মল্লিক। রামকেলিতে প্রভুর সহিত প্রথম মিলন হয়। তাহার পরে সহোদর শ্রীরূপের সহিত বিষয়ত্যাগের উপায় চিন্তা করেন এবং শ্রীচৈতন্যচরণপ্রাপ্তির আশায় কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করেন। শ্রীরূপ দেশে চলিয়া গেলেন; শ্রীসনাতন রাজকার্য্যে না গিয়া অসুস্থতার ভাণ করিয়া গৃহে থাকিয়া পণ্ডিতবর্গের সহিত শ্রীমদ্‌ভাগবত আলোচনা করিতে থাকেন। রাজা বৈদ্য পাঠাইলেন; রাজবৈদ্য সনাতনকে দেখিয়া রাজার নিকটে জানাইলেন,—সনাতনের কোনও অসুখ নাই। তখন গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ নিজেই একদিন সনাতনের গৃহে আসিয়া তাঁহাকে কার্য্যে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। সনাতন অস্বীকার করায় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে বন্দী করিলেন। তখন উড়িষ্যার সঙ্গে হুসেন সাহের যুদ্ধ চলিতেছিল। যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বেও হুসেন সাহ আর একবার সনাতনের নিকটে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে সনাতনকে বলিলেন। সনাতন সম্মত না হওয়ায় রাজা তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া যুদ্ধে গেলেন। শ্রীরূপ বৃন্দাবন-গমনের সময় সনাতনের নিকটে এক পত্রে জানাইয়া গিয়াছিলেন—গৌড়ে মুদীর ঘরে দশ হাজার টাকা গচ্ছিত আছে; সেই টাকার সাহায্যে কারাগার হইতে বাহির হইয়া সনাতন যেন বৃন্দাবন যাত্রা করেন। সনাতন কারারক্ষাকে উৎকোচ দিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে—বৃহদ্‌ভাগবতামৃত, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকা, শ্রীমদ্‌ভাগবতের বৃহদ্‌-বৈষ্ণবতোষণী টীকা, দশমচরিতাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

সঞ্জয়—মুকুন্দ সঞ্জয়। নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ। প্রভুর ছাত্র। ইহার গৃহেই প্রভুর চতুষ্পাঠী ছিল। ইঁহার পুত্রের নাম পুরুষোত্তম; তিনিও প্রভুর ছাত্র। মুকুন্দসঞ্জয় নবদ্বীপের প্রভুর কীর্ত্তনসঙ্গী ছিলেন; প্রভুর দর্শনের জন্য তিনি নীলাচলেও যাইতেন।

সত্যরাজ খান—কুলীনগ্রামবাসী গুণরাজখানের পুত্র। নাম—লক্ষ্মীনাথ বসু, উপাধি হইল সত্যরাজ খান। মহাপ্রভুর অতি প্রিয়ভক্ত। রামানন্দ বসু ইঁহারই পুত্র।

সদাশিব কবিরাজ—নিত্যানন্দশাখাভুক্ত। ব্রজলীলার চন্দ্রাবলী। বৈদ্যবংশে আবির্ভূত। পিতা—কংসারি সেন। পুত্র—পুরুষোত্তম দাস এবং পৌত্রের নাম—কানুঠাকুর। ইঁহারা চারিপুরুষ ধরিয়া গৌরপার্ষদ।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—পূর্ব্বে দেবলোকের বৃহস্পতি। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। পিতা নবদ্বীপবাসী মহেশ্বর বিশারদ। বিদ্যাবাচস্পতি ছিলেন সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা। লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল এবং ভক্তিরত্নাকরের মতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নাম ছিল—বাসুদেব; সার্ব্বভৌম তাঁহার উপাধি। সর্ব্বশাস্ত্রে—বিশেষতঃ ন্যায় ও বেদান্তে—ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য "সমাসবাদ"-নামে একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ, ন্যায়শাস্ত্র "তত্ত্বচিন্তামণি"-গ্রন্থের "সারাবলী"-নামক একখানা টীকা এবং লক্ষ্মীধরকৃত "অদ্বৈতমকরন্দ"-নামক গ্রন্থের একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন।

সুন্দরানন্দ ঠাকুর—দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজের সুদাম সখা। যশোহর জেলার মহেশপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। ইনি ছিলেন "শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদ প্রধান"; ইনি মহা-প্রেমিক ছিলেন।

সুবুদ্ধি রায়—গৌড়ে "অধিকারী" ছিলেন। তখন হুসেন-খাঁ সৈয়দ তাঁহার অধীনে চাকুরী করিতেন। কাজের ত্রুটী পাইয়া ইনি হুসেন-খাঁকে চাবুক মারিয়াছিলেন। পরে হুসেন-খাঁ হুসেনশাহ নামে বঙ্গাধিপতি হইলে তাঁহার গায়ে চাবুকের দাগ দেখিয়া ও তাহার কারণ জানিয়া বেগম সাহেবা রায় মহাশয়কে প্রাণে মারিতে বলেন। প্রাণে না মারিয়া হুসেন সাহ সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নষ্ট করেন। তখন সুবুদ্ধি রায় প্রথমে নবদ্বীপে পরে কাশীতে আসিয়া পণ্ডিতদের নিকটে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলেন। পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ তপ্তঘৃত খাইয়া প্রাণত্যাগের ব্যবস্থা দিলেন। এমন সময় মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাওয়ার পথে কাশীতে আসিলেন। সুবুদ্ধি রায় প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিবরণ খুলিয়া বলিলেন এবং তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন, প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি বৃন্দাবনে যাও, নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর। এক নামাভাসেই তোমার পাপ দূরীভূত হইবে; আর নাম হইতে কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি হইবে।"

সূর্য্যদাস সরখেল—পূর্ব্বে বলরামকান্তা রেবতীর পিতা ককুদ্মী। ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। শ্রীপাট—নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী শালিগ্রামে। "সরখেল" তাঁহার গৌড়েশ্বরদত্ত উপাধি। গৌরীদাস পণ্ডিত ও কৃষ্ণদাস সরখেল ইঁহার সহোদর।

স্বরূপদামোদর—ব্রজলীলার বিশাখা; ধ্যানচন্দ্রগোস্বামীর মতে ললিতা। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। নবদ্বীপবাসী। পূর্ব্বনাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। বাল্যকাল হইতেই মহাপ্রভুর প্রতি অনুরাগী মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ইনি উন্মত্তের মত হইয়া কাশীতে গিয়া নিশ্চিন্তে কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে চৈতন্যানন্দের নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, কিন্তু যোগপট্ট গ্রহণ করিলেন না; তখন তাঁহার নাম হইল "স্বরূপ"।

হরিদাস ঠাকুর—যশোহর জেলার বূঢ়ন গ্রামে যবনকুলে আবির্ভূত মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত।

স্থান-নদী-পর্ব্বতাদির পরিচয়

অক্রূরতীর্থ—মথুরায়। বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যস্থলে যমুনার একটি ঘাট। এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন এবং ব্রজবাসী লোকগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন দর্শনাদি করিয়া অক্রূরতীর্থে আসিয়া ভিক্ষা করিতেন। এই ঘাটে প্রভু একদিন যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তীর্থশ্রেষ্ঠ। হরির অত্যন্ত প্রিয় স্থান।

অনন্ত-পদ্মনাভ-স্থান—(অনন্তপুর)—দাক্ষিণাত্যে অনন্তপুর জেলায়। বেল্লারী হইতে ৫৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম ত্রিবান্দ্রম্। এইস্থানে শ্রীঅনন্ত-পদ্মনাভ শ্রীবিগ্রহ আছেন।

অন্নকূটগ্রাম—মথুরায় গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপরে স্থিত একটি গ্রাম। অপর নাম "আনিয়োর"। এই স্থানেই গোবর্দ্ধন-পূজার সময় অন্নকূট হইয়াছিল। এস্থানে গোবর্দ্ধন-পতি শ্রীগোপালদেবের স্থিতি।

অম্বুয়া মুলুক—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার সংলগ্ন একটি গ্রাম—অম্বিকা। বর্ত্তমান প্যারীগঞ্জ; এস্থানে নকুল ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট ছিল।

অযোধ্যা—বর্ত্তমান "আউধ্"।

অহোবল-নৃসিংহক্ষেত্র—অহোবল বা অহোবিলম্। দাক্ষিণাত্যে কর্ণল জেলায় অবস্থিত। এস্থানে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহ বিদ্যমান।

আইটোটা—নীলাচলে গুণ্ডিচামন্দিরের নিকটে একটি উদ্যান-বিশেষ।

আঠারনালা—শ্রীক্ষেত্রের একটি ক্ষুদ্র নদী। ইহার উপরে একটি সেতু আছে; সেই সেতুতে আঠারটি গিলান আছে; এজন্য ইহার নাম আঠারনালা। ইহা পুরীর নিকটে। এই সেতুটি পার হইয়াই পুরীতে প্রবেশ করিতে হয়।

আড়েল গ্রাম—প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমের নিকটে যমুনার অপর তীরের একটি গ্রাম। এই গ্রামে বল্লভ-ভট্ট বাস করিতেন। তিনি প্রয়াগ হইতে প্রভুকে এই গ্রামে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন।

আরিট গ্রাম—অরিষ্ট গ্রাম; মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত গোবর্দ্ধনে; এই গ্রামেই শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়াছিলেন।

আলালনাথ—পুরী হইতে ১৪।১৫ মাইল দূরে। শ্রীজগন্নাথের অনবসরে প্রভু আলালনাথে গিয়া থাকিতেন।

উৎকল—উড়িষ্যা প্রদেশ।

ঋষভ পর্ব্বত—দাক্ষিণাত্যে; দক্ষিণ কর্ণাটে মাদুরা জেলার এক প্রান্তে অবস্থিত। বর্ত্তমানে "পালনি হিল"।

ঋষ্যমূক পর্ব্বত—অবস্থান-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। কেহ বলেন, দাক্ষিণাত্যের বেলারি জেলার হাম্পি-গ্রামের নিকট তুঙ্গভদ্রা-নদীর তীরে অপ্রশস্ত গিরিবর্ত্মটির পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতটিই, ঋষ্যমূক পর্ব্বত; ইহা নিজামের রাজ্যে গিয়া পড়িয়াছে। কেহ বলেন, ঋষ্যমূক পর্ব্বত মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত, বর্ত্তমান নাম "রাম্প"। আবার কেহ বলেন, পম্পানদীর উৎপত্তিস্থল যে পর্ব্বত, তাহাই ঋষ্যমূক।

কটক—উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজাদের রাজধানী ; কাটজুড়ি ও মহানদীর মধ্যবর্ত্তী।

কমলপুর—পুরী হইতে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই গ্রাম হইতে পুরীর শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজা দেখা যায়।

কাটোয়া—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত স্থান। এইস্থানে প্রভু কেশব-ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কানাইর নাটশালা—গৌড়ের নিকটে, রাজমহল হইতে তিন ক্রোশ দূরে।

কাবেরী—দাক্ষিণাত্যের নদী। কাবেরী-নদীর জলপানে ভগবদ্‌ভক্তি জন্মে বলিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতে উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান নাম "অর্দ্ধগঙ্গা" নদী।

কামকোষ্ঠীপুরী—দাক্ষিণাত্যে শ্রীশৈল মাদুরার মধ্যবর্ত্তী একটি স্থান। তাঞ্জোর জেলার কুম্ভকোণম্।

কাম্যবন—ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি বন। কাম্যবনে অনেক তীর্থ আছে।

কালিন্দী—যমুনা নদী।

কাশী—প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

কুমারহট্ট—বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার হালিসহর। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর আবির্ভাব-স্থান। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরে শ্রীবাসপণ্ডিতও এইস্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

কুমুদবন—ব্রজমণ্ডলস্থিত দ্বাদশ বনের একটি বন।

কুরুক্ষেত্র—কলিকাতা হইতে ১০৫১ মাইল দূরে থানেশ্বর ষ্টেশন। কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কুলিয়া—নবদ্বীপ গঙ্গার যে তীরে, তাহার অপর তীরের একটি গ্রাম। প্রাচীন নবদ্বীপের অধিকাংশই গঙ্গাগর্ভে। এখন একদিকের গঙ্গাপ্রবাহ শুকাইয়া খাদ হইয়াছে ; অতএব সাতকুলিয়াই বর্ত্তমান কুলিয়া। সাত-কুলিয়ারও অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

কুলীনগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলায়, গুণরাজ খান ও রামানন্দ বসুর বাসস্থান। মহাপ্রভু কুলীনগ্রামের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল হরিদাসঠাকুরও কিছুকাল কুলীনগ্রামে ছিলেন।

কুশাবর্ত্ত—নাসিকের নিকটবর্ত্তী। পশ্চিম ঘাট বা সহ্যাদ্রির কুশট্র-নামক প্রদেশ হইতেই গোদাবরীর উদ্ভব।

কুম্ভকর্ণ-কপাল-স্থান—দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান "কুম্ভকোণম্"-নগর।

কূর্ম্মক্ষেত্র (কূর্ম্মস্থান)—বর্ত্তমানে "শ্রীকূর্ম্মম্" নামে খ্যাত। দাক্ষিণাত্যের গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত। কূর্ম্ম-অবতার শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

কৃতমালা—দাক্ষিণাত্যের মলয় পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত নদী। বর্ত্তমান নাম ভাইগা। মাদুরা সহর এই নদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত।

কৃষ্ণবেণ্বা—সহ্যাদ্রি-পর্ব্বতের মহাবলেশ্বর হইতে উদ্ভূত নদী। কৃষ্ণবেণ্বাতীরেই বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের বাসস্থান ছিল।

কেশীতীর্থ—শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার কেশীঘাট।

কোণার্ক—বর্ত্তমান নাম "কোণারক"। পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে, সমুদ্রতীরে। এইস্থানে স্থাপত্য-নৈপুণ্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন-স্বরূপ একটি সূর্য্য-মন্দির আছে।

কোলাপুর—বোম্বাই প্রদেশের একটি দেশীয় রাজ্য। উত্তরে সাঁতারা, দক্ষিণে ও পূর্ব্বে বেলগ্রাম এবং পশ্চিমে রত্নগিরি। কোলাপুরে অনেক মন্দির ছিল।

খণ্ড—শ্রীখণ্ড। বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট।

খদির বন—ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশ বনের একটি বন।

খেলাতীর্থ—ব্রজমণ্ডলস্থ একটি তীর্থ।

গম্ভীরা—পুরীতে মহাপ্রভুর আবাসগৃহ।

গয়া—প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ফল্গুনদীর তীরে অবস্থিত।

গাঁঠুলি গ্রাম—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী, পশ্চিমদিকে একটি গ্রাম।

গুণ্ডিচা মন্দির—পুরীর একটি মন্দির। "সুন্দরাচলে" অবস্থিত। রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথদেব "নীলাচল"-স্থিত স্বীয় মন্দির হইতে আসিয়া গুণ্ডিচামন্দিরে নবরাত্রি অবস্থান করেন।

গোকর্ণ—বোম্বাই প্রদেশে উত্তর-কানারায়, বর্ত্তমান গোয়ানগরের ৩০।৩২ মাইল দূরে অবস্থিত। শিবমন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান নাম "জেগুিয়া"।

গোকুল—মথুরার দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে, যমুনার অপর পারে, মথুরা হইতে ২।৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

গোদাবরী—নাসিক হইতে ২৯ মাইল দূরবর্ত্তী ব্রহ্মগিরি পর্ব্বত (মতান্তরে জটাফট্কা পর্ব্বত) হইতে উৎপন্ন দাক্ষিণাত্যের একটি প্রধান নদী।

গোবর্দ্ধন—মথুরা হইতে আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ পর্ব্বত।

গোবর্দ্ধন গ্রাম—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে অবস্থিত একটি গ্রাম।

গোবিন্দকুণ্ড—গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত তটে একটি প্রসিদ্ধ কুণ্ড বা সরোবর।

গৌড়—পূর্ব্বকালে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশই "গৌড়"-নামে পরিচিত হইত। প্রাচীন গৌড়-নগর মালদহের নিকটে, পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

গৌতমী গঙ্গা—গোদাবরী নদীর একটি শাখা। ইহার তীরে গৌতম-ঋষির আশ্রম ছিল বলিয়া নাম হইয়াছে গৌতমী গঙ্গা।

চটকপর্ব্বত—পুরীতে সমুদ্রের তীরে যে সকল বালুর পাহাড় আছে, তাহাদিগকে "চটক-পর্ব্বত" বলে।

চতুর্দ্বার—মহানদীর যে তীরে কটক, তাহার অপর তীরের একটি স্থান। কটক হইতে মহানদী পার হইয়া চতুর্দ্বারে যাইতে হয়। সাধারণ নাম "চৌদার"।

চান্দপুর—হুগলী জেলার ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম; সপ্তগ্রামের পূর্ব্বদিকে। হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধন দাসের পুরোহিত বলরাম আচার্য্য এবং দাসগোস্বামীর গুরু যদুনন্দন আচার্য্য এই চান্দপুরে বাস করিতেন।

চিত্রোৎপলা নদী—মহানদীর যে অংশ কটকের নিকটে, তাহাকে "চিত্রোৎপলা নদী" বলে।

চীরঘাট—যমুনার একটি ঘাট। এই স্থানে বস্ত্রহরণ-লীলা হইয়াছিল।

ছত্রভোগ—চব্বিশ পরগণা জেলার জয়নগর-মজিলপুর হইতে দুই তিন ক্রোশ দক্ষিণে। এই গ্রামটিকে কেহ কেহ "খাড়ি" বলেন। এস্থানে "বৈজুরকা নাথ" শিবলিঙ্গ এবং তাহার কিছুদূরে "দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী" আছেন। প্রতিবৎসর চৈত্রমাসের শুক্লা প্রতিপদে নন্দ-স্নান উপলক্ষে মেলা হয়।

জগন্নাথ (ক্ষেত্র)—পুরী; শ্রীজগন্নাথদেবের স্থান।

জগন্নাথ-বল্লভ-উদ্যান—পুরীতে গুণ্ডিচাবাড়ী ও শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের মধ্যস্থলে একটি উদ্যান।

জীয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্র—মাদ্রাজের বিশাখাপত্তন জেলার একটি তীর্থস্থান। পর্ব্বতের উচ্চপ্রদেশে শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির আছে।

ঝামটপুর—এই স্থানে কবিরাজগোস্বামীর শ্রীপাট। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার দুইক্রোশ উত্তরে নৈহাটী গ্রামের নিকটে এই গ্রাম অবস্থিত।

ঝারিখণ্ড—প্রাচীনকালের বাংলাদেশের পশ্চিমে অবস্থিত বনাকীর্ণ অঞ্চল। বর্ত্তমান আটগড়, ঢেঙ্কানল, আঙ্গুল, লাহারা, কিয়োঞ্জর, বামড়া, বোনাই, গাঙ্গপুর, ছোটনাগপুর, যশপুর, সরগুজা প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চল।

তাপীনদী—বর্ত্তমান "তাপ্তী" নদী। "সুরাট" নগর এই নদীর তীরে। বিন্ধ্যপাদ (বর্ত্তমান সাতপুরা রেঞ্জ) পর্ব্বতের দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিম সাগরে পতিত হইয়াছে।

তাম্রপর্ণী নদী—বর্ত্তমান নাম "টিনিভেলি"। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণসীমায় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে কন্যা-কুমারীর নিকটে প্রবাহিতা।

তালবন—ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি বন।

তিরোহিত—প্রাচীন নাম মিথিলা ; বর্ত্তমান ত্রিহুত জেলা।

তিলকাঞ্চী—সম্ভবতঃ বর্ত্তমান "তেলকাঞ্চী"। দাক্ষিণাত্যে "তিনেভেলী"র উত্তর-পূর্ব্ব দিকে।

তুঙ্গভদ্রা নদী—"তুঙ্গ" ও "ভদ্রা" এই দুইটি নদীর সম্মিলনে উৎপন্ন নদী। স্থানীয় নাম "তুম্বুদ্র"। উভয়ে আসিয়া 'শিমোগা' জেলায় মিলিত হইয়াছে। সম্মিলিত "তুঙ্গভদ্রা" নদীটি মাদ্রাজ ও নিজামরাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সীমা।

ত্রিকাল হস্তী স্থান—দাক্ষিণাত্যে উত্তর আর্কটে তিরুপতি হইতে বাইশ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে সুবর্ণমুখী নদীর তীরে অবস্থিত।

ত্রিকূপ—কোচিন রাজ্যেরও পশ্চিম উপকূলে ত্রিচুর বা তিরুশিবপুর নগর ; মতান্তরে, সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী কূপ-বিশেষ।

ত্রিপদী—উত্তর আর্কট বেঙ্কটাচলের উপত্যকায় অবস্থিত তিরুপতি বা তিরুপাট্টুর। শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির আছে।

ত্রিমল্ল—তিরুমলয়। তাঞ্জোর জেলায় অবস্থিত।

দণ্ডকারণ্য—প্রাচীনকালে গোদাবরীনদীর তীরস্থিত বিস্তৃত ভূখণ্ডে "দণ্ডকারণ্য" নামক বিস্তৃত বন ছিল।

দক্ষিণ মথুরা—বর্ত্তমান "মাদুরা"। মাদ্রাজ প্রদেশে অবস্থিত।

দুর্ব্বেশন—দাক্ষিণাত্যে, রামনাদ হইতে সাত মাইল পূর্ব্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

দ্বারকা—কাঠিয়াবার প্রদেশে কচ্ছ উপসাগরের উপরে স্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

দ্বৈপায়নী—দাক্ষিণাত্যে, সম্ভবতঃ গোকর্ণ-তীর্থের নিকটে।

ধনুতীর্থ—ভারতবর্ষ ও সিলোনের (প্রাচীন লঙ্কার) মধ্যবর্ত্তী সেতুবন্ধে অবস্থিত বর্ত্তমান "পম্বম্ প্যাসেজ্"। লক্ষ্মণের ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা সমুদ্রের সেতু বিচ্ছিন্ন হওয়ায় "ধনুতীর্থ" নাম হইয়াছে।

ধ্রুবঘাট—মথুরায় যমুনার একটি ঘাট।

নন্দীশ্বর—মথুরা জেলায়। এস্থানে নন্দমহারাজের বাড়ী ছিল।

নবদ্বীপ—নদীয়া জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান।

নরেন্দ্র-সরোবর—পুরীর একটি পুষ্করিণী। এই সরোবরে চন্দনযাত্রাদি উৎসব হইয়া থাকে।

নর্ম্মদা—দাক্ষিণাত্যের একটি প্রসিদ্ধ নদী।

নাসিক—বোম্বাই প্রদেশে নাসিক জেলা; তাহার সদর—নাসিকনগর। গোদাবরীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত; অপর তীরে পঞ্চবটী। নাসিক একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর। মহাপ্রভু এইস্থানে ত্র্যম্বক-মহাদেব দর্শন করিয়াছিলেন।

নির্ব্বিন্ধ্যা—উজ্জয়িনীর নিকটে নদী। বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত, চম্বলে আসিয়া পড়িয়াছে।

নৈমিষারণ্য—লক্ষ্ণৌ প্রদেশের নিকটে। বর্ত্তমানে "নিমখার বন" বা "নিমসার" নামে পরিচিত।

নৈহাটী—বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটে একটি গ্রাম। প্রাচীন নাম নবহট্ট। কবিরাজ গোস্বামীর আবির্ভাব স্থান ঝামটপুর নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী।

পঞ্চবটী—বর্ত্তমান "নাসিক" সহরের নিকটে গোদাবরীর তীরে অবস্থিত দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত একটি বন। এস্থানে লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন।

পঞ্চাপ্সরাতীর্থ—শাতকর্ণির (কোনও মতে মাণ্ডকর্ণির অথবা অচ্যুতঋষির) তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য ইন্দ্র-কর্ত্তৃক প্রেরিত পাঁচটি অপ্সরা অভিশপ্তা হইলে কুম্ভীররূপে একটি সরোবরে বাস করে। অর্জ্জুন তীর্থযাত্রায় আসিলে কুম্ভীর-যোনি হইতে অপ্সরা পাঁচটিকে উদ্ধার করেন। তদবধি এই সরোবর তীর্থরূপে পরিণত হয়।

পম্পাসরোবর—হায়দরাবাদের তুঙ্গভদ্রার তীরবর্ত্তী একটি সরোবর। কাহারও মতে ত্রিবাঙ্কুরে "পম্ব"-নদীই পম্পাসরোবর। আবার কেহ বলেন, বিজয়নগরের প্রাচীন রাজধানীর নামই পম্পা. বর্ত্তমান নাম "হাম্পী"।

পয়স্বিনী নদী—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে "তিরুবত্তর" নদী।

পয়োষ্ণী—বিন্ধ্যপাদ পর্ব্বতের (বর্ত্তমান নাম:—সাতপুরারেঞ্জ) দক্ষিণে প্রবাহিতা একটি নদী। তাপ্তী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান নাম "পুর্ত্তি।" মতান্তরে, বর্ত্তনাম নাম "পারপুণী" নদী।

পাণ্ডপুর—বোম্বাই-প্রদেশে শোলাপুর জেলায় শোলাপুর হইতে ৩৮ মাইল পশ্চিমে ভীমরথী নদীর তীরে অবস্থিত, বর্ত্তমান পণ্ঢরপুর।

পাণ্ড্যদেশ—দাক্ষিণাত্যে "কেরল" ও "চোল" রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ।

পানাগড়িতীর্থ—"ত্রিবান্দ্রামের"-পথে "তিনেভেলি" হইতে ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে অবস্থিত।

পানা-নরসিংহস্থান—"বেজওয়াদা" সহরের সাত মাইল দূরে "মঙ্গলগিরি"র মধ্যে অবস্থিত। পর্ব্বতের উপরে এস্থানে শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহ আছেন। কথিত আছে, এই নৃসিংহদেবকে সরবত ভোগ দিলে তিনি অর্দ্ধেক মাত্র গ্রহণ করেন, বাকী অর্দ্ধেক অবশেষ থাকে।

পানিহাটী—কলিকাতার উত্তরে সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে, গঙ্গাতীরে। শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট। এই স্থানে দাস গোস্বামীর দণ্ডমহোৎব হইয়াছিল।

পাপনাশন—দুইটি স্থানের নাম। একটি "কুম্ভকোণম্" হইতে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। অপরটি "তিনেভেলি" জেলার অন্তর্গত "পালম্-কোটা" হইতে উনত্রিশ মাইল পশ্চিমে।

পাবনকুণ্ড—পাবন-সরোবর। নন্দীশ্বরের নিকটে, মথুরা জেলায়।

পিছলদা—তমলুকের নিকবর্ত্তী রূপনারায়ণ-নদের তীরে একটি গ্রাম।

পুরুষোত্তম—পুরী বা নীলাচল।

প্রয়াগ—বর্ত্তমান এলাহাবাদ। এস্থানে ত্রিবেণীসঙ্গম।

বাতাপানি—ভূতপণ্ডি। ত্রিবাঙ্কুরে, নগরকৈলের উত্তরে, তোবল-তালুকের মধ্যে।

বারাণসী—কাশী; প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

বিদ্যানগর—গোদাবরী-তীরে অবস্থিত; রায়রামানন্দের রাজকার্য্যস্থল। এখানে মহাপ্রভুর সহিত রায়রামানন্দের প্রথম মিলন হয়। এই স্থানেই শ্রীবৃন্দাবন হইতে সাক্ষিগোপালের আগমন হয়।

বিষ্ণুকাঞ্চী—কাঞ্জিভেরাম হইতে পাঁচ মাইল দূরে।

বৃদ্ধকাশী—বর্ত্তমান নাম "বৃদ্ধাচলম্"। দক্ষিণ আর্কট জেলায় "ভেলার" নামক নদীর একটি উপনদী "মণিমুখের" তীরে অবস্থিত।

বৃদ্ধকোলতীর্থ—তীর্থবিশেষ। "মহাবলীপুরম্" বা "সপ্তমন্দিরের" অন্তর্গত "বলিপীঠম্" হইতে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে।

বৃন্দাবন—অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। মথুরা জেলায়।

বেণাপোল—যশোহর জেলার গ্রামবিশেষ। হরিদাস ঠাকুর কিছুকাল বেণাপোলের জঙ্গলে ছিলেন।

বেদাবন—"তাঞ্জোর" জেলায়, "তিরুত্তাইপণ্ডি" তালুকের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে। তাঞ্জোর হইতে বিশ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে।

ভদ্রক—উড়িষ্যার অন্তর্গত।

ভদ্রবন—মথুরা জেলায়; দ্বাদশ বনের একটি বন।

ভবানীপুর—পুরীর নিকটবর্ত্তী একটি স্থান।

ভাণ্ডীরবন—ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশ বনের একটি বন।

ভাগীনদী—পুরীর তিন ক্রোশ উত্তরে। বর্ত্তমানে "দণ্ডভাঙ্গা নদী" নামে খ্যাত।

ভীমরথী নদী—শোলাপুর জেলায়; পাণ্ডপুর (পণ্ঢরপুর) এই নদীর তীরে অবস্থিত।

ভুবনেশ্বর—পুরী জেলায় প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

মণিকর্ণিকা—কাশীতে গঙ্গার একটি ঘাট।

মৎস্যতীর্থ—কাহারও মতে, "বিশাখাপত্তনমের" "মাচেরু"-নদীর একটি অদ্ভুত আবর্ত্তই মৎস্যতীর্থ। আবার কেহ কেহ বলেন—"মালাবর" জেলার সমুদ্রতীরে অবস্থিত বর্ত্তমান "মাহে" নগরী মৎস্যতীর্থ। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহা বর্ত্তমান "মস্‌লিবন্দর"।

মথুরা—মধুপুরী। বর্ত্তমান উত্তর প্রদেশের অংশবিশেষ।

মধুবন—ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশ বনের একটি বন।

মন্ত্রেশ্বর—নদ। কলিকাতার অদূরে ডায়মণ্ড হারবারের নিকটবর্ত্তী বৃহৎ নদের নামই মন্ত্রেশ্বর।

মন্দার পর্ব্বত—ভাগলপুর জেলার প্রসিদ্ধ পর্ব্বত। সমুদ্রমন্থনের সময় অনন্ত নাগ এই মন্দার-পর্ব্বতকেই বেষ্টন করিয়াছিলেন। পর্ব্বতের অঙ্গে এখনও বেষ্টন-চিহ্ন বর্ত্তমান।

মলয় পর্ব্বত—মালাবার উপকূলের পর্ব্বতমালার সর্ব্বদক্ষিণ অংশ। বর্ত্তমান নাম "ওয়েষ্টার্ণ ঘাট" বা "পশ্চিমঘাট"। কেহ কেহ বলেন, কর্ণাট ও দ্রাবিড় দেশে সমস্ত পর্ব্বতকেই "মলয়" বলা হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, "নীলগিরি" পর্ব্বতই মলয় পর্ব্বত।

মল্লার দেশ—মালাবার। উত্তরে দক্ষিণ কানাবা, পূর্ব্বে কুর্গ ও মহীশূর, দক্ষিণে কোচিন এবং পশ্চিমে আরব সাগর।

মল্লিকার্জ্জুনতীর্থ—দক্ষিণ ভারতের "কর্ণুলের" সত্তর মাইল নিম্ন প্রদেশে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এখানে মল্লিকার্জ্জুন শিবের মন্দির বিদ্যমান।

মহাবন—ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি বন।

মহেন্দ্র শৈল—গঞ্জামে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ পর্ব্বত। বর্ত্তমানে "ইষ্টার্ণঘাট" বা "পূর্ব্বঘাট"।

মানস গঙ্গা—গোবর্দ্ধনে, একটি সরোবর।

মায়াপুর—"হরিদ্বার" ব্রাঞ্চ লাইনের "জোয়ালপুর" ষ্টেশন হইতে "গাড়বাল" রাজ্যের অন্তর্গত "তপোবন" নামক স্থান পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড "মায়াক্ষেত্র" নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে কনখল, হরিদ্বার, হৃষীকেশ এবং তপোবন এই চারিটি তীর্থ আছে। কখনও কখনও জ্বালাপুর, কনখল এবং হরিদ্বার এই তিনটি মাত্র স্থানকে বুঝায়।

মালজাঠ্যা দণ্ডপাট উড়িষ্যায়, রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যমধ্যস্থ স্থান।

মাহিষ্মতীপুর—ইন্দোরের দক্ষিণে অবস্থিত নর্ম্মদানদীর তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান "মহেশ্বরপুর"। নামান্তর "চুলি মহেশ্বর"।

যমেশ্বর টোটা—নীলাচলে; টোটা গোপীনাথের মন্দির এই স্থানে।

যাজপুর—উড়িষ্যার বৈতরণী নদীর তীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থান। অন্য নাম—"যজ্ঞ-পুর", "যজাতিপুর"।

রাজমহিন্দা বর্ত্তমান "রাজমহেন্দ্রী" নগর। রাজা প্রতাপরুদ্রের শাসনাধীনে ছিল।

রাঢ়দেশ—গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত বাংলাদেশের অংশকে রাঢ়দেশ বলে।

রামকেলি—মালদহ ষ্টেশন হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত।

রামেশ্বর—"সেতুবন্ধ-রামেশ্বর" নামে প্রসিদ্ধ স্থান। 'মাদুরা" হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। "পম্বন্"-বন্দর হইতে চারি মাইল উত্তরে রামেশ্বর শিবের মন্দির।

রেমুণা বালেশ্বরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে। এইস্থানে "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ"-বিগ্রহ বিদ্যমান।

লঙ্কা—বর্ত্তমান "সিলোন"। ভারতবর্ষের দক্ষিণে।

লৌহবন—ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ-বনের একটি বন।

শান্তিপুর—নদীয়া জেলায়; গঙ্গাতীরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ স্থান। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর শ্রীপাট।

শিবকাঞ্চী—দাক্ষিণাত্যে "চেঙ্গলপুত" জেলায়, "পেলার" নদীর তীরে, মাদ্রাজ হইতে চেচল্লিশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। বর্ত্তমানে "কাঞ্জিভেরাম" নামে প্রসিদ্ধ।

শিবক্ষেত্র—দক্ষিণ ভারতে "তাঞ্জোর" নগরে অবস্থিত শিবমন্দির।

শিয়ালী-ভৈরবী-স্থান—দাক্ষিণাত্যের তাঞ্জোর জেলায় শিয়ালী-নামক স্থানে যে "ভৈরবীদেবী" আছেন, তাঁহার স্থান।

শেষশায়ী—ব্রজমণ্ডলে অবস্থিত।

শ্রীখণ্ড—"খণ্ড" দ্রষ্টব্য।

শ্রীবন—ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি বন।

শ্রীবৈকুণ্ঠ—শ্রীবৈকুণ্ঠম্। "আলোয়ার তিরুনগরী" হইতে চারি মাইল উত্তরে এবং "তিনেভেলি" হইতে ষোল মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে তাম্রপর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র—শ্রীরঙ্গম্। "ত্রিচিনপল্লীর" উত্তরে কাবেরী নদীর উপরে অবস্থিত। "তাঞ্জোর" জেলার "কুম্ভকোণম্" হইতে পশ্চিম দিকে।

শ্রীশৈল—মলয় পর্ব্বতের উত্তরাংশ। বর্ত্তমানে "পাল্‌নি হিল্‌স্" নামে খ্যাত।

শ্রীহট্ট—বর্ত্তমান "শিলেট"। পূর্ব্বে আসামের মধ্যে ছিল, এখন কতকাংশ পাকিস্তানে।

সত্যভামাপুর—পুরীর অদূরে একটি গ্রাম।

সপ্তগোদাবরী—রাজমহেন্দ্রী জেলায় অবস্থিত গোদাবরীর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। অপর নাম—"গৌতমীসঙ্গম্"। কেহ কেহ বলেন, গোদাবরীর সাতটি শাখানদী—বাণগঙ্গা, উন্ধা, পাণিগঙ্গা, মঞ্জিরা, পূর্ণা, ইন্দ্রবতী ও গোদাবরী।

সপ্তগ্রাম—হুগলী জিলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের অল্পদূরে সপ্তগ্রাম। পূর্ব্বে "সপ্তগ্রাম" বলিলে—বাসুদেবপুর, বাঁশবাড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সপ্তগ্রাম ও শঙ্খনগর—এই সাতটি গ্রামের সমষ্টিকে বুঝাইত। সপ্তগ্রাম সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব-স্থান। পূর্ব্বে ইহা অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ও বন্দর ছিল।

সিংহারি-মঠ—শৃঙ্গেরীমঠ। মহীশূরে "তুঙ্গভদ্রা" নদীর তীরে অবস্থিত। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার চারিজন শিষ্যের দ্বারা ভারতবর্ষে চারিটি মঠ স্থাপন করাইয়াছিলেন—বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্ম্মঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্দ্ধনমঠ, দ্বারকায় সারদামঠ এবং দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গেরীমঠ।

সিদ্ধিবট—সিদ্ধবট। দক্ষিণভারতে "কুডাপা" নগরের পূর্ব্বদিকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

সুমনঃ-সরোবর—গোবর্দ্ধনের কুসুম সরোবর। "সুমনঃ"-শব্দের অর্থ কুসুম—পুষ্প।

সূপারকতীর্থ—বোম্বাই হইতে ছাব্বিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা কোঙ্কনের রাজধানী ছিল।

সেতুবন্ধ—"রামেশ্বর" দ্রষ্টব্য।

সোরোক্ষেত্র—মথুরার নিকটবর্ত্তী গঙ্গার তীরে অবস্থিত স্থান।

স্কন্দক্ষেত্র—হায়দরাবাদের অন্তর্গত এক তীর্থস্থান। স্কন্দ—কার্ত্তিকেয়।

হাজিপুর—গঙ্গানদীর এবং গণ্ডকনদের সঙ্গমস্থলে পাটনার অপর পারে হাজিপুর।

হিমালয়—ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় অবস্থিত প্রসিদ্ধ পর্ব্বত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর

বর্ণানুক্রমিক সূচী

র

ল

শ

শ্রীগৌরগণ-পরিচয়

পঞ্চতত্ত্ব

১। ভক্তরূপ—স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ।

২। ভক্তস্বরূপ—শ্রীনিত্যানন্দ।

৩। ভক্তাবতার—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য।

৪। ভক্তশক্তি—শ্রীগদাধর-দামোদর রামানন্দাদি।

৫। ভক্তাখ্য বা শুদ্ধভক্ত—শ্রীবাসাদি।

ছয় চক্রবর্ত্তী

১। শ্রীবাস। ২। গোকুলানন্দ। ৩। শ্যামদাস। ৪। শ্রীদাস। ৫। গোবিন্দ। ৬। রামচরণ।

অষ্ট কবিরাজ

১। রামচন্দ্র। ২। গোবিন্দ। ৩। কর্ণপুর। ৪। নৃসিংহ। ৫। ভগবান্। ৬। বল্লভদাস। ৭। গোকুল। ৮। গোপীরমণ।

ছয় গোস্বামী

১। রূপ (রূপমঞ্জরী)। ২। সনাতন (লবঙ্গমঞ্জরী)। ৩। রঘুনাথ ভট্ট (রাগমঞ্জরী)। ৪। শ্রীজীব (বিলাসমঞ্জরী)। ৫। গোপাল ভট্ট (গুণমঞ্জরী)। ৬। রঘুনাথ দাস (রতিমঞ্জরী)।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব-কান্তিসহ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ব্রজের প্রিয় গোপ-গোপী এবং দেবগণ পার্ষদরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের পরিচয়...

শ্রীগৌরাঙ্গ	শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা মিলিত	রামানন্দ রায়	বিশাখা †
নিত্যানন্দ	বলরাম	শিবানন্দ সেন *	চিত্রা বা বীরাদূতী
অদ্বৈত	মহাবিষ্ণু বা সদাশিব	বসু রামানন্দ	চম্পকলতা বা কলকণ্ঠী
জগন্নাথ মিশ্র	নন্দ	মাধব ঘোষ	তুঙ্গবিদ্যা বা রসোল্লাসা
শচীদেবী	যশোদা	গোবিন্দানন্দ ঠাকুর	ইন্দুরেখা
গদাধর	শ্রীরাধার ভাবময় বিগ্রহ	গোবিন্দ ঘোষ	রঙ্গদেবী বা কলাবতী
শ্রীবাস	নারদ	বাসুদেব ঘোষ	সুদেবী বা গুণতুঙ্গা
মুরারি গুপ্ত	হনুমান্	অভিরাম	শ্রীদাম
কেশব ভারতী	অক্রূর	সুন্দরানন্দ	সুদাম
বাসুদেব সার্ব্বভৌম	বৃহস্পতি	ধনঞ্জয় পণ্ডিত	বসুদাম
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	শুকদেব	গৌরীদাস	সুবল
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি	বৃষভানু	শ্রীধর পণ্ডিত	মধুমঙ্গল
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী	গর্গাচার্য্য	উদ্ধারণ দত্ত	সুবাহু
বৃন্দাবন দাস	বেদব্যাস	সদাশিব কবিরাজ	চন্দ্রাবলী
গঙ্গাদাস	তর্ব্বাসা	হরিদাস	ঋচীক-মুনিপুত্র ব্রহ্মা
হাড়াই পণ্ডিত	বসুদেব	মুকুন্দ দাস	বৃন্দা দেবী
গোপীনাথাচার্য্য	ব্রহ্মা	লক্ষ্মী দেবী	রুক্মিণী
পরমানন্দ পুরী	উদ্ধব	জগদানন্দ	সত্যভামা
জগদীশ, হিরণ্য	যজ্ঞপত্নী	সীতাদেবী	যোগমায়া
স্বরূপদামোদর	ললিতা †	প্রতাপরুদ্র	ইন্দ্রদ্যুম্ন

---

† মতান্তরে স্বরূপদামোদর বিশাখা এবং রামানন্দ রায় ললিতা।

* মতান্তরে বনমালী কবিরাজ—চিত্রা। রাঘব গোস্বামী—চম্পকলতা। গদাধর ভট্ট—রঙ্গদেবী। অনন্ত আচার্য্য—সুদেবী। প্রকাশানন্দ—তুঙ্গিন্দসরস্বতী বিদ্যা। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী—ইন্দুরেখা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার ইতিবৃত্ত

শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অমর-সৃষ্টি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শুধু বাংলার ধর্ম্ম-জীবনের নয়, বাংলার সাহিত্যে এক চির-স্মরণীয় কীর্ত্তি। মহাপ্রভুর জীবন-লীলাকে কেন্দ্র করিয়া সেদিন বাংলা সাহিত্যে কাব্যের এবং জীবনী সাহিত্যের যে নূতন জোয়ার আসিয়াছিল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইল তাহার সুন্দরতম, সার্থকতম প্রকাশ। ভক্তি, জ্ঞান, কাব্য ও তথ্য—এই চারিটি বিভিন্ন ধারা এই অমর গ্রন্থে পরিপূর্ণভাবে প্রবাহিত হইতেছে। মহাপ্রভুর জীবন ও আদর্শকে বুঝিতে হইলে এমন গ্রন্থ আর নাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তখন লীলাসংবরণ করিয়াছেন। পুরীধামের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণও তিরোহিত হইয়াছেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীমহাপ্রভুর বিরহে উন্মাদের মত শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ভৃগুপাতে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তাঁহাকে নানারূপে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের উপর তাঁহার সেবার ভার অর্পিত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলী শ্রীদাসগোস্বামীর নিত্যসঙ্গী এই শ্রীকৃষ্ণদাসের উপর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার ভার অর্পণ করিলেন।

কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীগৌর-শ্রীনিত্যানন্দে অকপট নিষ্ঠা ছিল বলিয়া একদিন রাত্রে শ্রীনিত্যানন্দ কৃপাপূর্ব্বক স্বপ্নযোগে তাঁহাকে দর্শন দেন। কৃষ্ণদাস শ্রীনিত্যানন্দ-পদপ্রান্তে প্রণত হইলে তিনি কৃষ্ণদাসের মস্তকে চরণার্পণ পূর্ব্বক আদেশ করিলেন—

অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্বলভ্য হয়॥

আদেশপ্রাপ্ত কৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন "শ্রীনিত্যানন্দ কৃপাবলেই আমি শ্রীরূপ শ্রীসনাতনের এবং পরে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর চরণাশ্রয় পাইয়াছি।" কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"আমি শ্রীনিত্যানন্দ-করুণাতেই মানসসেবায় দাস গোস্বামীর শিক্ষা-গুরু-শ্রীস্বরূপ দামোদরের পদপ্রান্তেও আশ্রয় পাইয়াছিলাম। আমি শ্রীসনাতন-কৃপায় ভক্তিরস-সিদ্ধান্ত জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি এবং শ্রীরূপ-কৃপায় ভক্তিরসপ্রান্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীনিত্যানন্দচরণারবিন্দের জয় হউক, আমি যাঁহার কৃপায় শ্রীরাধাগোবিন্দের দর্শন লাভ করিয়াছি। আমি জগাই মাধাই হইতেও পাপিষ্ঠ, পুরীষের কীট হইতেও ঘৃণ্য। যে আমার নাম শুনে তার পুণ্য ক্ষয় হয়, যে আমার নাম উচ্চারণ করে তাহার পাপ হয়। এ হেন অধম আমাকে শ্রীনিত্যানন্দ ভিন্ন আর কে কৃপা করিবে? শ্রীনিত্যানন্দই উত্তম অধম বিচার করেন না, যাহাকে দেখেন তাহাকেই নিস্তার করেন। এই জন্যই প্রেমপ্রমত্ত কৃপাবতার শ্রীনিত্যানন্দ আমার মত দুরাচারকেও পরিত্রাণ করিয়াছেন।" চৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতার এই পরম বৈষ্ণবীয় দীনতার মধ্যে ফুটিয়া আছে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দে তাঁহার অগাধ অসীম প্রেম। সেই প্রেম-ভক্তি হইতেই জন্ম হয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের।

শ্রীচৈতন্যলীলা আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা এই তিন অংশে বিভক্ত। শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি আদিলীলা ও মধ্যলীলা যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, অন্ত্যলীলা সেরূপ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করেন নাই। শ্রীনিত্যানন্দলীলা বর্ণনার আবেগে তিনি এদিকে লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। শ্রীধাম বৃন্দাবনে বিশ্ববৈষ্ণব মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মণ্ডলেশ্বর শ্রীজীবের নেতৃত্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর বহু জ্ঞানী গুণী প্রেমিক ভক্ত কবি শ্রীধামে সমবেত হইয়াছেন। শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহনের সেবা ও পূজা এবং অপরাপর সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান ভিন্ন তাঁহাদের অন্যতম নিত্যকর্ম ছিল প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (পরে নাম হয় শ্রীচৈতন্যভাগবত) পাঠ। শ্রীচৈতন্যের বিয়োগ-বেদনা বিস্মরণের জন্য তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনদাস বিরচিত শ্রীচৈতন্যের অমৃত-মধুর লীলা নিত্য-শ্রবণে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতেছেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা—অনুপম গম্ভীরা লীলা, যাহা তাঁহারা বহু ভক্তের মুখে মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে শুনিয়াছেন এবং শুনিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন—সে লীলা তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কে শুনাইবে?—শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে সে লীলা তো বর্ণিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণদাস সে সময় মহাকবি এবং সুরসিক সাধক ভক্তরূপে শ্রীধামে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকায় এবং শ্রীগোবিন্দলীলামৃত কাব্যে তাঁহার শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলার অনুভবমাধুর্য্য ভক্ত-সমাজকে চমৎকৃত করিয়াছে। বিশেষতঃ ইদানীং শ্রীদাস গোস্বামীর নিত্যসঙ্গীরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের গম্ভীরা-লীলামধুরী প্রতিনিয়তই তিনি আস্বাদন করিতেছেন। সুতরাং এই লীলা-বর্ণনের তিনিই একমাত্র যোগ্য পাত্র, এইরূপ আলোচনা-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর সেবাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীহরিদাসকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলী একদিন কৃষ্ণদাসকে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা বর্ণনের জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য অনন্ত আচার্য্য। এই অনন্ত আচার্য্যের শিষ্য পণ্ডিত হরিদাস, কাশীশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য গোবিন্দ-সেবক গোবিন্দ গোস্বামী, শ্রীরূপের সঙ্গী যাদবাচার্য্য গোস্বামী, গদাধর পণ্ডিতের অন্যতম শিষ্য ভূগর্ভের প্রিয় শিষ্য গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস (পূজারী গোস্বামী), মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে আরো অনেকেই এই অনুরোধে অংশ গ্রহণ করিলেন। বৈষ্ণবমণ্ডলীর আদেশ অমান্য করিতে না পারিয়া সকলের সঙ্গে তিনি শ্রীমদনগোপাল মন্দিরে আজ্ঞা মাগিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। গোসাঞিদাস পূজারী শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতেছিলেন, কবিরাজ গোস্বামী যেমন আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন—অমনি শ্রীমদনগোপালের কণ্ঠদেশ হইতে একগাছি ফুলের মালা খসিয়া পড়িল; বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। গোসাঞি দাস সেই মালা আনিয়া কৃষ্ণদাসের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া কবিরাজ গোস্বামী সেই শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা আরম্ভ করিলেন। তিনি তখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"এই গ্রন্থ আমি লিখি নাই। আমার লিখন ঠিক শুকের পঠন। শ্রীমদনগোপাল কৃপা করিয়াই এই গ্রন্থ লিখিইয়াছেন। ইহা শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীরঘুনাথ দাসের কৃপার ফল। আমি শ্রীবৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া; তাঁহার আজ্ঞা লইয়া ইহা লিখিতেছি, ইহাতে কল্যাণ হইবে। শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যলীলার বেদব্যাস, তাঁহার কৃপা ভিন্ন অন্যের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যলীলার স্ফূর্ত্তি হয় না। আমি মূর্খ ক্ষুদ্র বিষয়-লালসাযুক্ত জীব হইয়াও বৈষ্ণবাজ্ঞা-বলেই এইরূপ সাহস করিয়াছি।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

(সারাংশ)

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ব্রজগোপীদের নিয়ে যে লীলা করেছেন, সেই মধুর লীলারস আস্বাদন করা সাধারণের পক্ষে বড় কঠিন। সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে না গেলে তা বোঝা যায় না। সাধারণের দৃষ্টি সেখানে যেতে পারে না। সাধারণ লোকে শ্রীভগবানের সেই অপ্রাকৃতলীলা প্রাকৃত জগতের নিয়ম অনুসারে বুঝতে চেষ্টা করে এবং সেইজন্য বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

কিন্তু সেই বিভ্রান্তির অন্ধকার দূর করলেন নদীয়ার আকাশে শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হয়ে। গৌরচন্দ্রের চন্দ্রিকাপাতে রাধাকৃষ্ণলীলা জগজ্জনের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। লোকে শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রেমোন্মাদনার ভিতর দিয়ে কতকটা উপলব্ধি করতে পারলো, শ্রীরাধার প্রেম কি, শ্রীকৃষ্ণের ভুবনভোলানো মাধুরীর মোহিনী শক্তি কেমন। কখনও তাঁর ভিতর দিয়ে ফুটে উঠলো শ্রীরাধার ভাব, কখনও শ্রীকৃষ্ণের ভাব, আবার কখনও বা ভক্তের ভাব। তিনি আপনি নেচে জগৎকে নাচালেন, আপনি কেঁদে জগৎকে কাঁদালেন, আর ভাসিয়ে দিলেন জগৎকে প্রেমের বন্যায়। কিন্তু এই গৌরাঙ্গদেব কে? তিনি কি স্বয়ং ভগবান্, না ভগবানের অবতার, অথবা ভগবানের ভক্ত? শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীই জগদ্বাসীকে জানিয়ে দিয়ে গেছেন—তিনি আর কেউ নন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের সাধনার ধন, সকলের দয়িত শ্রীভগবান্—এসেছেন গোলোক থেকে ব্রহ্মা-আদির দুর্লভ নাম-প্রেম অকাতরে বিলিয়ে দিতে।

আদি লীলা

(১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ। রাধা হলেন কৃষ্ণপ্রেমের বিকার, যেমন বরফ হলো জলের বিকার, দই দুধের বিকার। তিনিই ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি, ভগবানকে তিনি দিয়ে থাকেন পরম আনন্দ! এক হয়েও আনন্দ আস্বাদনের জন্য তাঁদের পৃথক্ দেহ। আবার সেই দুই দেহ মিলে হয়েছেন শ্রীচৈতন্য। কেন শ্রীচৈতন্য রূপে রাধার বরণ আর শ্যামের গড়ন নিয়ে তিনি এলেন! কারণ তার তিনটি—ব্রজে তাঁর তিনটি জিনিস জানা হলো না—রাধার প্রেম কেমন, কত গভীর সেই প্রেম, কেমন তার মহিমা, এই হলো এক; আমার যে রূপ দেখে শ্রীরাধা উন্মাদিনী, সেই ভুবনমোহন রূপ কত মধুর, এই হলো দুই; আমার রূপমাধুরী আস্বাদন করে শ্রীরাধার যে সুখ তাই বা কেমন, এই হলো তিন। এই তিন বাঞ্ছা পূরণের জন্য শ্রীচৈতন্য জন্ম নিলেন শচীমাতার গর্ভে। কলির জীবকে নাম-প্রেম বিলিয়ে দেওয়া আর সংকীর্তনরূপ যুগধর্মের প্রবর্তন করা হলো শ্রীচৈতন্যের অবতীর্ণ হওয়ার বাইরের কারণ, আসল কারণটি হলো গোপী-প্রেমের ঋণ-শোধ।

যিনি শ্রীমদ্ভাগবতে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলে কীর্তিত হয়েছেন, শ্রীচৈতন্যদেব সেই তিনিই। তিনিই জ্ঞানীদের ব্রহ্ম, যোগীদের পরমাত্মা, আর ভক্তের ভগবান্। না তাতেও ঠিক বলা হলো না—শ্রীচৈতন্য দেব হলেন সাক্ষাৎ গোবিন্দ, ব্রহ্ম যাঁর অঙ্গের জ্যোতি, অন্তর্যামী পরমাত্মা যাঁর অংশ-বিভূতি মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এসেছেন গোলোকের প্রেম-সম্পদ্ বিলিয়ে দিতে, যা আগে কাউকে দেওয়া হয়নি।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দাস, সখা, মাতাপিতা আর কান্তাদের নিয়ে যে লীলা করেছেন, সে প্রীতির লীলা, সে ভালোবাসার লীলা। সে লীলার শেষে তিনি ভাবলেন, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মেনে আচার-নিষ্ঠার ভিতর দিয়ে লোকে যে আমায় ভক্তি করে, তাতে তারা ব্রজের প্রেম লাভ করতে পারে না। তারা ভক্তি করে আমায় ঈশ্বর জেনে, আমায় জগতের প্রভু জেনে, ঠিক নিজের প্রিয়জন, নিজের প্রেমাস্পদ মনে করে নয়। অবশ্য তারাও বৈকুণ্ঠে যায়, কিন্তু ব্রজের সেই বিশুদ্ধ প্রেম তারা পায় না। বিধির ভিতর দিয়ে সে প্রেম হয় না। সে প্রেম হতে হলে চাই উদ্ধব ইত্যাদির ভাব নিয়ে তাঁর সেবা করা, শ্রীদাম, সুবল ইত্যাদির ভাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রীতি-ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা, নন্দ ও যশোদার ভাবে তাঁকে বাৎসল্যের ডোরে বাঁধা, ব্রজগোপীদের ভাবে তাঁতে প্রেমাবিষ্ট হওয়া, নিজের বলতে যা কিছু সব সঁপে দিয়ে, নিজেকে ভুলে গিয়ে তাঁকে নিজের প্রিয়তম করে ভালবাসা।

শ্রীচৈতন্যদেব এলেন কলির যুগধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করতে, আর নিজে আচরণ করে, লোককে ব্রজের ভাব বা রাগানুরাগ ভক্তি শিখাতে। তপ্তকাঞ্চনের মত তাঁর বর্ণ মেঘের মত গম্ভীর তাঁর কণ্ঠধ্বনি, আজানুলম্বিত তাঁর বাহু, চোখ তাঁর পদ্মের মত, মুখখানি শরতের চাঁদকে জয় করেছে! তিনি কৃষ্ণের বর্ণনা করেন, অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-শ্রীবাসাদি তাঁর পার্ষদ। কলিকালে লোকে সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁর অর্চ্চনা করে থাকে। পার্ষদ বা সাঙ্গোপাঙ্গই তাঁর পাষণ্ডদলনের অস্ত্র। নিজেকে গোপন করার চেষ্টা করেও ভক্তের কাছে তিনি ধরা পড়ে গেলেন।

অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর ভক্তাবতার, তিনি প্রভুর আগেই তাঁর মাতাপিতা ও গুরুবর্গের সাথে এসে ধরায় অবতীর্ণ হলেন। তিনি দেখলেন জগতের লোক বিষয়-ভোগে মত্ত, তাদের মধ্যে ভক্তির লেশও নেই। তাই দেখে তিনি সব সময় হুঙ্কার শব্দে প্রভুকে ডাকতে লাগলেন, কৃষ্ণ-পাদপদ্ম মনে করে গঙ্গাজল আর তুলসী অর্পণ করতে লাগলেন। ভক্তের ইচ্ছায়, ভক্তের আকুল আহ্বানে, ভবের ভার হরণ করতে প্রভু এলেন ধরায় শ্রীচৈতন্যরূপে।

শ্রীকৃষ্ণ যে রাধা-প্রেমের ঋণ শোধ করতে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হলেন, সেই রাধা-প্রেম কি! ভগবানকে জগদীশ্বর না ভেবে নিজের প্রিয়জন মনে করে যে ভালবাসা সেই ভালবাসার লীলাই হলো ব্রজলীলা। শ্রীকৃষ্ণ আমার সখা, আমার পুত্র, আমার প্রিয়তম এই মনে করেই ব্রজবাসীরা তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন। সখারা শুদ্ধ সখ্য নিয়ে তার কাঁধে চড়েছেন, মা যশোদা শুদ্ধ বাৎসল্যে তাঁকে লালন করেছেন এবং কোন সময় শাসন তাড়নও করেছেন, শ্রীমতী রাধা মানভরে তাঁকে তিরস্কার করেছেন।

শ্রীমতী রাধা আর গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয়া, তবুও যোগমায়ার প্রভাবে তাঁকে ভেবেছেন উপপতি। তাঁদের মিলনে নেই বিবাহের বিধিমার্গ, সেই প্রেমে নেই ধর্ম্ম, স্বর্গ, লোকাচার ইত্যাদি কোন কিছুর অপেক্ষা। এই হলো ব্রজের পরকীয়া রস। সর্ব্বদাই তাতে বিচ্ছেদ রয়েছে, তাই পরস্পরকে পাবার আকুলতা প্রবল, মিলনের আনন্দ তাই পরম রসঘন। শ্রীরাধার ভিতরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেই পরকীয়া প্রেম চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। ভগবানের হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী শক্তির সার প্রেম, প্রেমের সার ভাব, আর ভাবের সার মহাভাব। শ্রীরাধা ঠাকুরাণী সেই মহাভাব-স্বরূপিণী। দাস্যের সেবা, সখ্যের প্রীতি, বাৎসল্যের স্নেহ—সব রাধারাণীর প্রেমে মিলিত হয়ে একে প্রেমের চরম উৎকর্ষে নিয়ে গেছে। শ্রীরাধিকার প্রেমের ভিতর কামের লেশ অর্থাৎ নিজের ইন্দ্রিয়প্রীতি বা নিজের সুখের ইচ্ছা একটুও নেই—আছে শুধু শ্রীকৃষ্ণ কিসে সুখী হন সেই ইচ্ছা। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির ইচ্ছাই হলো কাম, আর কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির ইচ্ছা হলো বিশুদ্ধ প্রেম। কিন্তু কাম আর প্রেম বাহ্যতঃ একই রকম বলে

গোপীদের প্রেমকেও কামই বলা হয়েছে। শ্রীরাধার ভিতরে সেই কৃষ্ণপ্রেম মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। শ্রীরাধা থেকেই লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ, আর ব্রজদেবীগণের উৎপত্তি। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্বাদনের বাঞ্ছা পূর্ণ করাই হলো সেই কৃষ্ণময়ী, প্রেমরসময়ী শ্রীরাধার কার্য্য। তিনি জগদ্বিমোহন শ্রীকৃষ্ণের মনোমোহিনী, পূর্ণ শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিস্বরূপিণী, কাজেই তিনি আর শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন, যেমন কস্তুরী আর তার গন্ধ অভিন্ন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়ী রাধার প্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল ; সে প্রেম নৃত্যগুরু, আর শ্রীকৃষ্ণ তার শিষ্য নট। সেই প্রেমের জগতে তুলনা নেই, সেই প্রেমে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী আস্বাদন করেছেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের মনে ইচ্ছা হলো শ্রীরাধার ভাব আশ্রয় করে নিজের মাধুর্য্য নিজে আস্বাদন করা। সেই ইচ্ছা পূরণের জন্যই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব-কান্তি নিয়ে নবদ্বীপে এসে অবতীর্ণ হলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে যুগধর্ম্ম নাম প্রেম প্রচার করলেন।

(২)

বাংলা দেশের উত্তর পূর্ব্বাংশে শ্রীহট্ট জেলা। শ্রীহট্ট নিবাসী উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র জগন্নাথ মিশ্র এসে নবদ্বীপে বাস করতে লাগলেন। সেখানে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হলো। তাদের পর পর আটটি মেয়ে হয়ে সবাই মারা গেল। জগন্নাথ মিশ্র তখন সন্তান কামনায় শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করতে লাগলেন। এদিকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কলির জীবের দশা দেখে কাতর ভাবে শ্রীভগবান্‌কে ডাকতে লাগলেন আর তুলসী গঙ্গাজলে তাঁর আরাধনা করতে লাগলেন।

জগন্নাথ মিশ্রের নবম সন্তানের জন্ম হলো। সেই তাঁর প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ, শ্রীচৈতন্যদেবের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ক্রমে এলো ১৪০৬ শকাব্দের মাঘ মাস। চারদিকে সব শুভ চিহ্নের প্রকাশ দেখতে লাগলেন জগন্নাথ মিশ্র ও শচী দেবী, তাঁদের দেহে ফুটে উঠলো অলৌকিক জ্যোতি। জগন্নাথ মিশ্র স্বপ্ন দেখলেন তাঁর হৃদয়ে এক স্বর্গীয় জ্যোতি প্রবেশ করে আবার তাঁর দেহ থেকে গেল শচীর দেহে। তারা বুঝলেন কোন মহাপুরুষ তাঁদের পুত্ররূপে আসছেন। তের মাস ধরে তাঁরা ভক্তিভরে শালগ্রামের সেবা করলেন। ১৪০৭ শকে শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যাকালে ভূমিষ্ঠ হলেন শ্রীগৌরচন্দ্র। তখন চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে, চারদিকে হরি হরি ধ্বনি। মনে হলো অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রকে দেখে আকাশের কলঙ্কী চাঁদ রাহুর কবলে লুকিয়েছে। জগন্নাথ মিশ্র মনের আনন্দে ব্রাহ্মণসজ্জন ও দরিদ্রদুঃখীকে যা পারলেন দান করলেন। অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী, শ্রীবাসপত্নী মালিনী সবাই এসে নবজাত শিশুকে দেখে আশীর্ব্বাদ করে নানা উপহার দিয়ে গেলেন।

ক্রমে দিন যেতে লাগলো। জগন্নাথ মিশ্র ও শচী দেখেন, ঘরের ভিতর ছোট ছোট পায়ের দাগ, আর তাতে রয়েছে ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন। পরে স্তন্য পান করাবার সময় শচীদেবী শিশুর পায়ে দেখলেন সেই চিহ্ন। যথাকালে তাঁর নাম-করণ উৎসব হলো, নাম রাখা হলো বিশ্বম্ভর। মায়ের দেওয়া ডাক-নাম তাঁর নিমাই, আর অঙ্গকান্তি গৌরবর্ণ বলে কেউ নাম দিলেন গৌরাঙ্গ। প্রভু যখন হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে চলতেন, তখন একদিন এমনি কাঁদতে লাগলেন যে কিছুতেই তাঁর কান্না আর থামে না। শেষে মেয়েরা এসে যেই 'হরি' নাম শুনালেন অমনি প্রভু হাসতে লাগলেন।

কিছুদিন পর প্রভু হাঁটতে শিখলেন। আধ আধ কথা বলেন আর শিশুদের সঙ্গে খেলা করেন। একদিন তিনি মায়ের দেওয়া খই সন্দেশ রেখে মাটি মুখে দিয়েছেন, অমনি শচীমাতা এসে মাটি কেড়ে নিলেন। শিশু প্রভু বললেন যে, সবই ত মাটির বিকার, মাটি খেতে কি দোষ? মা ত' একেবারে

অবাক্। তখন প্রভু তাঁর ঐশ্বর্য্য গোপন করে আবার শিশু ভাব ধরলেন আর মায়ের বুকের দুধ খেতে লাগলেন।

একদিন এক ব্রাহ্মণ অতিথি জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী এলেন। রান্না করে যখন তিনি ইষ্টদেবকে ভোগ নিবেদন করছেন, তখন প্রভু গিয়ে সেই ভোগ খেতে লাগলেন। ব্রাহ্মণকে আবার রান্না করতে হলো। সে বারেও তাই। শেষে ব্রাহ্মণ ধ্যানে জানলেন যে এই শিশুই তাঁর আরাধ্য দেব। একদিন অলঙ্কারের লোভে দুই চোর তাঁকে চুরি করে নিয়ে যেতে যেতে মহাপ্রভুর মায়ায় পথ ভুলে আবার তাঁদের বাড়ীতে ঘুরে এলো, আর ভয়ে শিশুকে কোল থেকে নামিয়ে পালিয়ে গেল। প্রভুর শৈশব-চাপল্য ক্রমে বাড়তে লাগলো। অন্য বালকদের সাথে তিনি ঝগড়া করেন, পাড়াপড়সীর ঘর থেকে খাবার জিনিস চুরি করে খান। শেষে মায়ের তিরস্কারে তিনি একটু শান্ত হলেন।

গঙ্গার ঘাটে কুমারী মেয়েরা ভোগ নৈবেদ্য দিয়ে দেবতার পূজা করে, আর প্রভু গিয়ে তাদের মাঝখানে বসে নিজে ফুলের মালা পরে, গায়ে চন্দন মেখে, ভোগ নৈবেদ্য সব খেতে আরম্ভ করেন। আর বলেন—তোমার সুন্দর বর হবে, সাত সাত পুত্র হবে। প্রভুর এই সকল চাপল্য তারা হাসিমুখেই সয়ে যায়। একদিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবী এলেন গঙ্গার ঘাটে। প্রভু তাঁকে বল্লেন—"আমায় পূজা কর, অভীষ্ট বর পাবে।" তিনিও প্রভুকে মালা চন্দন দিয়ে পূজা করলেন।

চৈতন্যদেব এইভাবে সবাইকে উত্যক্ত করেন দেখে একদিন শচীমাতা গেলেন তাঁকে মারতে। অমনি তিনি গিয়ে বসলেন আস্তাকুঁড়ের হাঁড়ির উপর, আর মাকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা শোনাতে লাগলেন। মা শেষে তাঁকে স্নান করিয়ে ঘরে আনলেন। মাঝে মাঝে মাতাপিতা শিশুর শূন্য পায়ে নূপুরের শব্দ শুনতে পান, মাঝে মাঝে দেখেন আঙিনায় দেবতাদের ভিড়। কিন্তু তবু শুদ্ধ বাৎসল্যে তাঁরা প্রভুকে লালন-শাসন করতে লাগলেন।

আর একটু বড় হলে প্রভুর হাতে-খড়ি দিয়ে তাঁকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পাঠান হলো। এদিকে তাঁর দাদা বিশ্বরূপের বিয়ের আয়োজন করা হলো। কিন্তু একদিন রাত্রিতে তিনি ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন সন্ন্যাসী হয়ে। শ্রীচৈতন্যদেব মাতাপিতাকে নানা কথায় সান্ত্বনা দিলেন। একদিন প্রভু নৈবেদ্যের পান খেয়ে মূর্চ্ছা গেলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলে বল্লেন—যে তাঁর দাদা বিশ্বরূপ এসে স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে সন্ন্যাসী হতে বলে গেছেন।

(৩)

কিছুকাল গেলে পর জগন্নাথ মিশ্র একদিন শচীদেবীকে ও শ্রীচৈতন্যকে কাঁদিয়ে নিত্যধামে চলে গেলেন। প্রভু বন্ধুবান্ধবদের সান্ত্বনায় শান্ত হয়ে পিতার পারলৌকিক কার্য্যাদি শেষ করলেন। ইহার পর তাঁর গৃহধর্ম্ম-পালনের ইচ্ছা হলো। বনমালী ঘটক এসে শচীমাতার কাছে বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বউ করে ঘরে আনবার কথা পাড়লেন। সেই সম্বন্ধই পাকা হলো। লক্ষ্মীদেবী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পত্নী হয়ে এলেন তাঁর ঘরে।

কিশোর চৈতন্যদেব বাড়ীতে একটি টোল খুলে ছাত্রদের পড়াতে লাগলেন। তাঁর সুনাম হলো খুব। কিছুদিন পর তিনি গেলেন পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণ করতে। সেখানকার লোক সব তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হলো, শিষ্যও হলো বহু। তপন মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ স্বপ্নে জানতে পারলেন যে গৌরাঙ্গদেব স্বয়ং ভগবান্। তিনি এসে প্রভুর পায়ে পড়ে স্বপ্নকাহিনী জানালেন। প্রভু তখন তাঁকে নাম সঙ্কীর্ত্তন করতে উপদেশ দিলেন, আর বল্লেন কাশীধামে চলে যেতে।

প্রভুর পূর্ব্ববঙ্গে থাকবার সময়ে নবদ্বীপে এক দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। একদিন লক্ষ্মীদেবীকে সাপে কামড়ালো—যেন প্রভুর বিরহের জ্বালাই সাপের রূপ ধরে তাঁর প্রাণ হরণ করলো। প্রভু বহু ধনরত্ন নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন, আর মাকে নানা কথায় সান্ত্বনা দিলেন। কিছুকাল পরে সনাতন-কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে মহাপ্রভুর আবার বিয়ে হলো। আবার সুখের সংসার গড়ে উঠলো।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর ছাত্রদের নিয়ে রোজ পড়াতে বসেন। একদিন তিনি ছাত্রদের নিয়ে বসেছেন গঙ্গাতীরে। চাঁদের আলোয় চারদিক্ যেন হাসছে। এমনি সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন কাশ্মীর দেশের মহা দাম্ভিক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব মিশ্র। তিনি শুনে এসেছেন যে প্রভু কলাপ ব্যাকরণ পড়ান। ব্যাকরণকে বড় বড় পণ্ডিতরা বালকশাস্ত্র বলেই মনে করেন অন্যান্য শাস্ত্রের তুলনায়। শ্রীচৈতন্যদেব কিন্তু তাঁকে সসম্মানে বসিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বললেন যে তিনি কিছু জানেন না। তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বল্‌লেন—"আপনি দয়া করে আমাদের একটু গঙ্গার মহিমা শোনান।"

পণ্ডিত অমনি দম্ভভরে গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করে শ্লোক বল্‌তে লাগলেন। একশত শ্লোক তিনি ঝড়ের মত বলে গেলেন। শুনে মহাপ্রভু বল্‌লেন—"আহা, আপনার শ্লোক কি অপূর্ব্ব! কিন্তু দয়া করে একটি শ্লোক আমাদের বুঝিয়ে বলুন।" কেশব মিশ্র বল্‌লেন—"কোন্ শ্লোকটির ব্যাখ্যা করব ?" ধারণা ছিল তাঁর, হয়ত প্রভু বল্‌বেন—প্রথম শ্লোকটি, বা শেষের শ্লোকটি, বা শেষেরটির আগের শ্লোকটি। কিন্তু তা নয়, প্রভু অমনি ঐ শত শ্লোকের একটি মুখস্থ বলে ফেল্‌লেন—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥

পণ্ডিত ত শুনে একেবারে অবাক্! তিনি বল্‌লেন—"আমি ঝড়ের মত দ্রুত শ্লোকগুলি বলে গেলাম, তুমি কি করে তার একটি শ্লোক মুখস্থ করে রাখলে ?" প্রভু সবিনয়ে জবাব দিলেন—"আপনি যেমন শ্রীভগবানের দয়ায় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয়েছেন, তেমনি তাঁরই দয়ায় কেউ কেউ শ্রুতিধরও হয়।"

যাক্, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্লোকটির ব্যাখ্যা করবার পর শ্রীচৈতন্যদেব বল্‌লেন—"আপনার শ্লোক অতি চমৎকার। তবু দোষগুণ বিচার করে একটু বুঝিয়ে দিন।" পণ্ডিত ত ভাবতেই পারেন না যে তাঁর শ্লোকে কোন দোষ থাকতে পারে। তা ছাড়া ব্যাকরণের পণ্ডিত হয়ে কি করে বুঝবে সে কাব্যের অলঙ্কার বা দোষগুণ। প্রভু তখন সবিনয়ে বললেন যে, অলঙ্কার না পড়লেও তিনি পণ্ডিতদের আলোচনা শুনে শুনে কিছু শিখেছেন। এই বলে তিনি দেখিয়ে দিলেন যে শ্লোকটিতে পাঁচটি দোষ ও পাঁচটি অলঙ্কার আছে। সেগুলি কি—

দু'জায়গায় আছে "অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ", এক জায়গায় "বিরুদ্ধমতিকারিতা", এক জায়গায় "ভগ্নক্রমতা", এক জায়গায় "সমাপ্তপুনরাত্তা"।

(১-২) বাক্যের নিয়ম হলো আগে উদ্দেশ্য (জানার বিষয়) বলে পরে তারই সম্বন্ধে বিধেয় অংশ (অজানা বিষয়) যোজনা করা, আর সেই মুল বিধেয়টিকে প্রধান রূপে স্থাপন করা। কিন্তু শ্লোকে দু', জায়গায় তা নষ্ট হয়েছে। ইদম্ (ইহা)—উদ্দেশ্য, মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ (গঙ্গার মহত্ত্ব) বিধেয়, কিন্তু ইদম্ কথাটিকে বসান হয়েছে পরে। আবার 'দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীঃ', এস্থলে 'দ্বিতীয়' কথাটি বিধেয়, তাকে সমাসের মধ্যে ফেলে অপ্রধান করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই দু'জায়গায় অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ।

(৩) "ভবানীভর্তুঃ (ভবানীর স্বামীর)। 'ভব' শব্দের অর্থ শিব, আর ভবের স্ত্রী হলেন ভবানী বা শিবানী; ভর্ত্তা শব্দের অর্থ স্বামী। সুতরাং কথাটির অর্থ দাঁড়ায় শিবপত্নীর স্বামী (ভব বা শিব বললেই হোত)। কাজেই মনে হতে পারে 'ভব' ছাড়াও ভবপত্নী বা ভবানীর অন্য স্বামী রয়েছেন, তাঁর কথাই বলা হয়েছে। এই দোষের নাম বিরুদ্ধমতিকারিতা।

(৪) কর্ত্তা বিশেষণ ইত্যাদির পর 'বিভবতি' ক্রিয়াটি দিয়ে বাক্য শেষ করার পর আবার একটি বিশেষণ জুড়ে দেওয়া হলো "অদ্ভুতগুণা"। এই দোষের নাম সমাপ্তপুনরাত্ততা (শেষ করে ফেলে আবার একটু কিছু বলা)।

(৫) শ্লোকটির প্রথম চরণে পাচটি 'ত', তৃতীয় চরণে পাঁচটি 'র' চতুর্থ চরণে চারটি 'ভ'। বেশ সুন্দর অনুপ্রাস হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় চরণে সেরকম অনুপ্রাস নেই। কাজেই ক্রম ভেঙে দোষ হলো ভগ্নক্রমতা।

যাক্, প্রভু শ্লোকের পাচটি গুণ বা অলঙ্কারও বিচার করে দেখালেন। আর বলতে লাগলেন—"আপনি মহাপণ্ডিত। কালিদাস, ভবভূতির কাব্যেও ত দোষ দেখা যায়, কাজেই আপনি দুঃখ করবেন না, আর আমি বালক হয়ে যে চপলতা করেছি তা মার্জ্জনা করবেন।"

সেই রাত্রে মা সরস্বতী এসে স্বপ্নে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জানিয়ে দিলেন যে, ঐ বালক পণ্ডিত স্বয়ং ভগবান্। পরদিন সকালে এসে তিনি প্রভুর চরণে আশ্রয় নিলেন।

(৪)

যৌবনকালে প্রভু নানা লীলা করলেন। ছাত্রদের পড়ান শেষ করে তিনি কয়েকজনকে নিয়ে গয়া ধামে গেলেন। সেখানে শ্রীঈশ্বরপুরীর কাছে তিনি মন্ত্র নিয়ে দেশে ফিরলেন। এই সময় থেকে তাঁর মধ্যে নানা ভাবের আবেশ দেখা যেতে লাগল। একদিন শ্রীবাসের বাড়ী গিয়ে তিনি বিষ্ণুর সিংহাসনে উঠে বসলেন। তাঁর ভিতর দিয়ে ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি প্রকাশ পেতে লাগলো। শ্রীবাস তাঁর অভিষেক করলেন। কিছুকাল মধ্যে ব্রজের বলরাম—শ্রীনিত্যানন্দ এসে মিলিত হলেন প্রভুর সঙ্গে। প্রভু তাঁকে ষড়্ভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ রূপ দেখালেন।

ক্রমে মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দও অনেক হলো, এই ভক্তগণ সবাই তাঁর নিত্য পারিষদ, ব্রজের গোপ-গোপী সব। স্বয়ং বলরাম শ্রীনিত্যানন্দের ভিতর আছে প্রভুর প্রতি বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য ভাব। মহাবিষ্ণুর অবতার বা ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতে আছে সখ্য ও দাস্য। তাঁরা সবাই মিলে শ্রীবাস-গৃহে ও নবদ্বীপের পথে পথে হরিনাম কীর্ত্তন করেন। একদিন জগাই আর মাধাই নামে দুই পাষণ্ড এই বৈষ্ণবদের আক্রমণ করলো, আর নিত্যানন্দের মাথায় কলসীর কানার আঘাত করলো। প্রথমে প্রভু খুব রেগে গেলেন। কিন্তু শেষে নিত্যানন্দের কাতর প্রার্থনায় তাদের দয়া করলেন। মন ফিরে গেলো তাদের। এই ভাবে জগাই মাধাই উদ্ধার হলো।

শ্রীচৈতন্যদেব কলিকালে হরিনাম ও কৃষ্ণপ্রেম যে সবচেয়ে বড় জিনিস তা' সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে এক বৎসর ধরে চললো নাম-সঙ্কীর্ত্তন। চাপাল গোপাল নামে এক দুষ্ট লোক শ্রীবাসের দরজায় একদিন রেখে এল মদ, আরও নানা অপবিত্র বস্তু। সেই পাপে তার হলো কুষ্ঠরোগ। অবশ্য মহাপ্রভুর দয়ায় শেষে তার ব্যাধি দূর হলো। আর একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে দেখেন—শ্রীবাসগৃহের দরজা বন্ধ, ভিতরে নাম-কীর্ত্তন চলছে। তিনি ভিতরে যেতে না পেরে রাগে প্রভুকে অভিশাপ দিলেন যে প্রভুর সংসারসুখ নষ্ট হবে। এই হলো তাঁর সন্ন্যাসের সূচনা।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের মনে বড় দুঃখ যে প্রভু তাঁকে গুরুর মত মান্য করেন। তাই একদিন তিনি প্রভুর বিরুদ্ধমত অর্থাৎ ভক্তির চেয়ে যে জ্ঞান বড় একথা ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। প্রভু তখন ক্রোধ-ভরে শান্তিপুরে চলে গেলেন একেবারে অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ীতে। তারপর আচার্য্যকে খুব প্রহার করলেন। আচার্য্য বুঝলেন এই ত প্রভুর দয়া। মুকুন্দ দত্ত মায়াবাদীদের সঙ্গে মিশে তাদের মতের প্রশংসা করায়, প্রভু বললেন যে তাঁকে তিনি দয়া করবেন না। শেষে যখন বল্‌লেন তার প্রতি আমি প্রসন্ন হলেও শীঘ্র হব না, তাতেই মুকুন্দ আনন্দে নাচতে লাগলেন—দয়া এক দিন হবে ত'।

প্রভু আরও কত অলৌকিক লীলা লোককে দেখালেন। কোন দিন তাঁর বলরামের ভাব, কোন দিন নৃসিংহের ভাব। এই ভাবে তিনি লোককে প্রেমভক্তি দান করতে লাগলেন, আর নবদ্বীপে চল্‌লো দিনরাত নাম-সংকীর্ত্তনের তুমুল মহোৎসব। তাতে কাজী রেগে গিয়ে একদিন দিলেন মৃদঙ্গ ভেঙে, আর নিষেধ করলেন সবাইকে কীর্ত্তন করতে। মহাপ্রভু এই কথা শুনে তাঁর ভক্তদের তিনটি কীর্ত্তনের দলে ভাগ করে কীর্ত্তন করতে করতে কাজীর বাড়ীর দিকে গেলেন।

প্রথমে কাজী লুকিয়ে রইলেন, পরে প্রভুর কাছে এসে তিনি গ্রাম-সম্পর্কে তাঁকে ভাগ্‌নে বলে সম্বোধন করলেন। প্রভুর সঙ্গে নানা কথায় তিনি তাঁর প্রেম-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা মেনে নিলেন। আর একথাও বল্‌লেন যে মৃদঙ্গ ভেঙেছেন বলে তাঁকে স্বপ্নে এক ভীষণ নৃসিংহমূর্ত্তি এসে আক্রমণ করে শাসিয়ে গেছেন, আর যেন এমন কাজ না করেন। তারপর বিরুদ্ধ দলের অনেক হিন্দু এসে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বিরুদ্ধে নালিশ করেও কোন ফল পেলো না, কাজী যে এখন প্রভুর নিজ জন। প্রভু কাজীকে উদ্ধার করে সদলবলে বাড়ী ফিরে এলেন।

কিন্তু এত সত্বেও বহু লোক শ্রীচৈতন্যদেবের বিরোধী। তিনি তখন ভাবলেন যে, সংসারে থেকে আর এদের উদ্ধার করা যাবে না। সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হলে সবাই এসে তাঁর পায়ে ধরে প্রণাম করবে, তাতেই তাদের উদ্ধার হবে। এই সব কথা প্রভু ভাবছেন—এমন সময় নবদ্বীপে এলেন সন্ন্যাসী কেশবভারতী। শ্রীচৈতন্যদেবের গৃহে তাঁর নিমন্ত্রণ হলো, প্রভুর সঙ্গে ভারতী গোঁসাঞির অনেক কথা হলো। ভারতীকে তিনি গুরু হবার জন্য ধরে বসলেন, অথচ ভারতী জানেন শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্। কাজেই শ্রীভগবানের ইচ্ছাকেই [illegible]কে স্বীকার করে নিতে হলো।

মহাপ্রভুর চব্বিশ বৎসর বয়স প্রায় পূর্ণ হয় হয়, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের রাত্রিতে জ্যোৎস্নায় চারিদিক প্লাবিত, নিশীথকালে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘুমে অচেতন রেখে শচীমায়ের নয়নমণি গৌরচন্দ্র বেরিয়ে পড়লেন বাড়ী থেকে। আপনার প্রেমে আপনি বিভোর হয়ে—কাটোয়ার পথে তিনি ধেয়ে চললেন, ভারতী গোসাঞির সঙ্গে মিলবার জন্যে।

তারপর যখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী জেগে দেখেন প্রভু শয্যায় নেই, অমনি তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, তিনি আলুথালু বেশে শচীমাতাকে গিয়ে ডাকলেন। শচীমাতা চম্‌কে উঠে লুণ্ঠিত অঞ্চলে নিমু নিমু বলে দ্বার খুলে বাইরে এলেন, এসে শুনলেন—কি সর্ব্বনাশ! নিমাই ঘরে নেই! অমনি শাশুড়ী আর বধূ প্রদীপ হাতে পথে বেরুলেন খুঁজতে। শচী সবাইকে ডেকে বল্‌তে লাগ্‌লেন—

ওগো তোমরা কি কেউ দেখেছ যেতে।
কাঁচা সোণার বরণ গৌর আমার জনেক সন্ন্যাসীর সাথে॥
তার চাঁচর কেশ আর নবীন বয়েস, হরিনামে বড়ই আবেশ, আর বৈষ্ণবেরি বেশ।
হরিনামের মালা দুলছে গলে, নামাবলী শ্রী-অঙ্গেতে।
ওগো তোমরা কি কেউ দেখেছ যেতে।

ক্রমে প্রভাত হলো, সারা নবদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ল নিমাই-সন্ন্যাসের সংবাদ। তাঁর ভক্তবৃন্দ ছুটে এসে শচীমায়ের কাছে উপস্থিত হলেন, আর এলো, অনুকূল প্রতিকূল সব লোক। তাদের হাহাকারে নদীয়ার আকাশ-বাতাসও যেন হাহাকার করতে লাগলো, তাদের অশ্রুধারায় পাষাণও গলল। নদীয়া আজ আঁধার—শোকের সাগরে মগ্ন।

শ্রীনিত্যানন্দ বহুকষ্টে মাকে আর ভক্তবৃন্দকে সান্ত্বনা দিয়ে ছুটে চললেন কাটোয়ার পথে, প্রভুকে ফিরিয়ে আনতে। তাঁর সঙ্গে গেলেন মুকুন্দ আচার্য্যরত্ন।

মধ্য-লীলা

(১)

মহাপ্রভু ভারতী গোঁসাঞির সঙ্গে কাঞ্চননগরে এসে মিলিত হলেন। সন্ন্যাসে দীক্ষা নিবেন, তাঁর চাঁচর কেশ মুণ্ডিত হবে। সে আর এক করুণ দৃশ্য। গঙ্গার ঘাটে শত শত লোক জমে গেলো। হায় হায় কোন্ মায়ের নয়নের মণি, কোন্ সতীর হৃদয়সর্ব্বস্ব তাদের অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে চলেছে সন্ন্যাসে। তাঁকে ঘরে ফিরে যাবার জন্যে তারা সবাই কেঁদে আকুল হয়ে, কতই না কাকুতি মিনতি করে জানাতে লাগল। যখন তাঁর চাঁচর কেশ মুণ্ডিত হয় তখন সেখানে কান্নার সে কি রোল!

যাক, শেষে তাঁর ইচ্ছারই জয় হলো। তিনি গুরুর কাছে সন্ন্যাস-মন্ত্র নিলেন। সন্ন্যাসাশ্রমের নাম হলো তাঁর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তারপরেই তিনি উন্মাদ হয়ে উঠলেন বৃন্দাবন যাবার জন্যে। 'কোথায় আমার প্রাণবল্লভ' 'কোথায় আমার দয়িত' বলে তিনি বৃন্দাবন-পানে ছুটে চল্লেন। সেই প্রেমোন্মত্ততায় তিনি রাঢ় দেশময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন আর মুকুন্দ খুঁজে খুঁজে এসে তাঁর সন্ধান পেলেন। শুনলেন এক নবীন সন্ন্যাসী প্রেমে পাগল হয়ে ছুটেছেন বৃন্দাবন-পানে। নিত্যানন্দ সে অঞ্চলের সবাইকে, বিশেষ করে বালকদের শিখিয়ে রাখলেন যে, প্রভু যদি কাউকে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করেন তবে যেন তারা তাঁকে গঙ্গাতীরের রাস্তা দেখিয়ে দেয়। তিনি আচার্য্যরত্নকে পাঠিয়ে দিলেন অদ্বৈত-প্রভুর গৃহে তাঁর মন্দিরে শচীমায়ের সঙ্গে নবদ্বীপের ভক্তদের এনে রাখতে, আর মহাপ্রভুকে নিয়ে যাবার জন্যে গঙ্গার ঘাটে একখানি নৌকা রাখতে।

প্রভু শিশুদের কাছে বৃন্দাবনের পথ জান্‌তে চাইলে তারা সবাই গঙ্গাতীরের পথ দেখিয়ে দিল তাঁকে। তারপর নিত্যানন্দ তাঁর কাছে এসে বল্‌লেন যে তিনিও তাঁর সাথে বৃন্দাবন যাবেন। গঙ্গা দেখিয়ে বল্‌লেন প্রভু এই যে যমুনা। প্রভু স্নান করে যমুনার স্তব করলেন, কিন্তু আর ত পরবার কিছু নেই। ঠিক সেই সময়ে অদ্বৈত-প্রভু নৌকা করে কৌপীন আর বহির্ব্বাস নিয়ে উপস্থিত হলেন। এইবার প্রভুর একটু বাহ্যজ্ঞান হলো—তিনি নিত্যানন্দের ছলনা বুঝতে পারলেন। অদ্বৈত-প্রভু তখন বল্‌লেন—

আচার্য্য কহে—তুমি যাঁহা সেই বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে—গঙ্গাতীরে তব আগমন॥

প্রভো! তুমি প্রেমাবেশে তিন দিন ধরে উপবাসী আছ। আমি একমুষ্টি অন্ন পাক করেছি, আজ আমার বাড়ীতে দয়া করে তুমি ভিক্ষা করবে। এই বলে সবাই মিলে নৌকায় অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ী গেলেন। আচার্য্য-পত্নী সীতা ঠাকুরাণী বহু যত্নে কত কিছু রান্না করলেন। শ্রীগৌর নিতাই একসঙ্গে আহারে বসলেন। অদ্বৈত-প্রভু পরিবেষণ করলেন। তারপর আর সব ভক্তদের খাওয়া হলো।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন আরম্ভ হলো। প্রভু প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃত্য করলেন। এইভাবে দশদিন প্রভু অদ্বৈত-গৃহে রইলেন। নবদ্বীপ থেকে শচীমাকে নিয়ে ভক্তেরা এলেন। মা ও ছেলে দুজনে দুজনকে দেখে বিকল হয়ে পড়লেন, দুজনেই কেঁদে বুক ভাসালেন। তারপর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রভু ভক্তদের সম্ভাষণ করলেন। মায়ের ইচ্ছায় প্রভু আরও কয়েকদিন সেখানে থেকে বল্‌লেন যে সন্ন্যাস গ্রহণ করে এভাবে আত্মীয়-বন্ধুদের নিয়ে থাকা অন্যায় ও অশোভন, কাজেই এবার যেতে হবে। মায়ের ইচ্ছা—তিনি নীলাচলে থাকেন, যাতে তাঁর সংবাদ সব সময় পাওয়া যায়। তাই ঠিক হলো।

অদ্বৈত-গৃহে আবার কান্নার রোল পড়ে গেলো। প্রভু মাকে ও আর সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লেন যে, তিনি যখনই গঙ্গাস্নানে আসবেন, তখনই আবার সবার সাথে দেখা হবে। নিত্যানন্দ প্রভু, দামোদর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, আর মুকুন্দ দত্ত চল্‌লেন প্রভুর সঙ্গে। ছত্রভোগের পথে তাঁরা নীলাচলের দিকে এগিয়ে চল্‌লেন।

(২)

চারজন ভক্তের সঙ্গে প্রভু চলেছেন নীলাচলের পথে। যেতে যেতে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন রেমুণায়। সেখানে ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দির। প্রভু গিয়ে শ্রীবিগ্রহের সামনে যেই প্রণাম করলেন অমনি গোপীনাথের মাথার ফুলের চূড়া তাঁর মাথায় খসে পড়ল। প্রভু বহুক্ষণ ধরে প্রেমানন্দে নাচলেন ও গাইলেন। গোপীনাথের সেবকেরা তাঁর প্রভাব দেখে তাঁর বহু সেবা-যত্ন করলেন।

প্রভু ঈশ্বর পুরীর মুখে ক্ষীরচোরা গোপীনাথের কাহিনী শুনেছিলেন, তাই—ভক্ত সঙ্গীদের বল্‌তে লাগলেন :—

প্রভুর গৃহস্থাশ্রমের গুরু ঈশ্বর পুরী, তাঁর গুরু মাধবেন্দ্র পুরী। তিনি ছিলেন প্রেমিক সন্ন্যাসী। তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে একদিন গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে বহুক্ষণ ভ্রমণ করে শেষে এক গাছের তলায় এসে বসলেন ক্লান্ত হয়ে। এমন সময় একটি অতি সুন্দর গোপবালক দুধের ভাণ্ড হাতে করে তাঁর কাছে এসে বলল—আমার এই গ্রামে কেউ উপবাসী থাকে না, তুমি উপবাসী, এই দুধটুকু তুমি খাও। ভাণ্ডটি রেখে বালক চলে গেল। পুরী গোস্বামী দুধ পান করে ভাবতে লাগলেন—এই বালক কে!

সেই রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন—ঐ গোপবালক এসে তাঁকে হাত ধরে এক কুঞ্জের কাছে নিয়ে গিয়ে বলছে—"হে ভক্ত, আমি এই কুঞ্জের ভিতর শ্রীগোপাল রূপে রয়েছি। রোদ বৃষ্টি ঝড়ে খুব কষ্ট পাচ্ছি। তুমি এসে আমায় উদ্ধার করে সেবা করবে, সেই আশায় তোমার পথ চেয়ে ছিলাম। তুমি এসেছ, আমায় তুমি উদ্ধার করে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর স্থাপন কর।"—এই বলে বালক অন্তর্দ্ধান করল।

প্রভাতে উঠে মাধবেন্দ্র পুরী গ্রামবাসীদের ডেকে নিয়ে সেই নিবিড় কুঞ্জে গেলেন। বনজঙ্গল কেটে মৃত্তিকা ও তৃণে আচ্ছাদিত সেই মূর্ত্তিকে উদ্ধার করে মহাসমারোহে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর প্রতিষ্ঠা করা হলো। পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য, গন্ধোদক ইত্যাদিতে পুরী গোসাঞি শ্রীবিগ্রহের অভিষেক করলেন। গ্রামবাসীদের উদ্যোগে দিনের পর দিন সেখানে মহোৎসব ও প্রসাদ বিতরণ চললো।

বৎসর দুই পরে পুরী গোঁসাঞি একদিন শ্রীগোপালের স্বপ্নাদেশ পেলেন—নীলাচল থেকে মলয়জ-চন্দন এনে তাঁর গায়ে মেখে দেবার জন্য, নইলে তাঁর শরীরের তাপ যাচ্ছে না। এই স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি পূর্ব্বদেশের দিকে চল্‌লেন। কিছু দিনে এসে গৌড়দেশে শান্তিপুরে উপস্থিত হলেন—অদ্বৈতাচার্য্যের

বাড়ীতে। তাঁর প্রেমভক্তি দেখে অদ্বৈতাচার্য্য তাঁকে গুরু করে তাঁর কাছ থেকে ইষ্টমন্ত্র নিলেন। তারপর সেখান থেকে পুরী গোসাঞি নীলাচলের উদ্দেশে দক্ষিণ দিকে রওনা হলেন। পথে রেমুণায় শ্রীগোপীনাথ দেখবার জন্য একরাত্রি তিনি রয়ে গেলেন। লোকমুখে শুনেছেন এখানে যে ভোগ হয় অপূর্ব্ব তার আস্বাদ, বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলায় বারোটি মাটির পাত্রে যে ক্ষীর-ভোগ দেওয়া হয় তাহা অমৃততুল্য।

পুরী গোসাঞি মনে মনে ভাবলেন যে, ঐ ক্ষীর প্রসাদের একটু আস্বাদ পেলে সেই রকম ভোগ তিনি গিয়ে শ্রীগোপালকে দিবেন। ক্ষীর প্রসাদ ভোজনের এই ইচ্ছাকে অপরাধ মনে করে ঠাকুরের আরতি শেষে তিনি গিয়ে ঐ গ্রামের শূন্য হাটে বসে মৃদুস্বরে ভগবানের নাম গান করতে লাগলেন।

এদিকে শ্রীগোপীনাথের পূজারীকে রাত্রিতে স্বপ্নযোগে ঠাকুর এসে বললেন— "ওহে পূজারী, তুমি দরজা খুলে আমার ধড়ার আঁচলে ঢাকা ক্ষীরের পাত্রটি নিয়ে হাটে যে মাধবপুরী নামে সন্ন্যাসী বসে আছে, তাকে দিয়ে এসো!" পূজারী ঘুম থেকে উঠে গিয়ে দেখল—ঠাকুরের ধড়ার আঁচলের নীচে সত্যি এক পাত্র রয়েছে! অমনি সে ঐ ক্ষীরভাণ্ড নিয়ে চলে গেলো হাটে, আর মাধবেন্দ্র পুরীকে খুঁজে বের করে তাকে সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলে ক্ষীরভাণ্ডটি তাঁকে দিল। পুরী গোসাঞি প্রসাদ খাবেন কি, ঠাকুরের দয়া ও ভক্তবাৎসল্য মনে করে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিলেন। কিন্তু পাছে লোকমধ্যে তাঁর খ্যাতি হয় এই ভয়ে তিনি সেই রাত্রেই—নীলাচলের দিকে চলে গেলেন। সেই থেকে রেমুণার শ্রীগোপীনাথের নাম হলো ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।

তারপর পুরীধাম থেকে শ্রীজগন্নাথের সেবকদের চেষ্টায় চন্দন কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আসবার সময় রাজপাত্রের আদেশে দুজন লোক তাঁর সঙ্গে গেলো চন্দন কাঠ বয়ে নেবার জন্যে। আবার এসে তিনি রেমুণায় উপস্থিত হলেন। সেখানে গোবর্দ্ধনের শ্রীগোপাল তাঁকে স্বপ্নে জানালেন যে, রেমুণায় শ্রীগোপীনাথের দেহে চন্দন মাখাতেই তাঁর দেহ শীতল হয়েছে। পুরী গোসাঞিকে আর বৃন্দাবন যেতে হবে না।

মহাপ্রভু সঙ্গীদের কাছে এই প্রেমিক সন্ন্যাসীর কাহিনী বলে—"অয়ি দীন দয়ার্দ্র নাথ হে" শ্লোকটি—পড়ে পড়ে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছা গেলেন।—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

একদিন বিরহকাতরা শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর এই বাণী শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর মুখে স্ফুরিত হয়ে উঠেছিল। শেষকালে এই শ্লোক পড়তে পড়তেই তাঁর নিত্য ধাম প্রাপ্তি হয়েছিল।

(৩)

রেমুণা থেকে মহাপ্রভু সঙ্গীদের নিয়ে পুরীধামের দিকে চললেন, যাজপুরের বরাহমন্দির দেখে তাঁরা কটকে গেলেন সাক্ষিগোপাল বিগ্রহ দেখবার জন্যে। নিত্যানন্দ প্রভু পূর্ব্বে একবার এখানে এসে লোকমুখে সাক্ষিগোপালের কাহিনী শুনেছিলেন। মনের আনন্দে তাই মহাপ্রভুর কাছে বলতে লাগলেন—

বিদ্যানগরের দুই ব্রাহ্মণ গিয়েছিলেন শ্রীবৃন্দাবনে তীর্থ করতে। একজন বৃদ্ধ, তিনি হলেন কুলে মানে শ্রেষ্ঠ, আর অপরটি যুবক, বংশমর্য্যাদায় কিছু হীন। তীর্থে গিয়ে যুবক বৃদ্ধকে এমন যত্নে সেবা করলেন যে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হয়ে বল্লেন, তাকে নিজের কন্যা দান করবেন। কিন্তু যুবকটি বললো যে সে হতেই পারে না। তার মত হীন বংশের ছেলে কুলে মানে শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মেয়েকে কিছুতেই বিয়ে করতে পারে না। কন্যার আত্মীয়-স্বজনও তা স্বীকার করবে না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিন্তু তাঁর কথায় অটল। শেষে তিনি যুবকটিকে নিয়ে শ্রীগোপাল বিগ্রহের সামনে কন্যাদানের প্রতিজ্ঞা করলেন। তাঁরা দুজনে পরে দেশে চলে এলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতিশ্রুতির কথা শুনে ত' তাঁর স্ত্রীপুত্র সব রেগে আগুন। ঐ হীন বংশের যুবকের সঙ্গে কিছুতেই এই মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অগত্যা চুপ ক'রে রইলেন।

কিছুদিন পরে ঐ ব্রাহ্মণ যুবক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিল। শুনেই ত বৃদ্ধের ছেলেরা এলো তাকে মারতে। কাজেই যুবক নিরুপায় হয়ে সব গ্রামবাসীদের ডেকে জড়ো করল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সকলে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন যে তাঁর কিছু মনে নেই। তবে যুবক যে বল্‌ছে শ্রীগোপালের সমক্ষে এই কথা হয়েছিল—তিনি স্বয়ং এসে যদি সাক্ষ্য দেন, তবে আর যুবককে কন্যা দিতে কোন আপত্তি থাকবে না।

যুবক এবার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আর তাঁর ছেলেদের আবার প্রতিজ্ঞা করিয়ে চলে গেলো সোজা বৃন্দাবনে। গিয়ে সে শ্রীগোপালের মন্দিরের সামনে হত্যা দিয়ে রইল ঠাকুরের প্রত্যাদেশ পাওয়ার জন্যে। তার কাতর প্রার্থনায় ঠাকুর শেষে কথা বলে উঠলেন। যুবকের কাছে শেষ পর্য্যন্ত তিনি স্বীকার করলেন যে ঐ প্রতিমা রূপেই তিনি বিদ্যানগরে যাবেন যুবকের পিছনে পিছনে। কিন্তু তাঁর দিকে ফিরে চাইলে আর তিনি যাবেন না, সেখানেই অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বেন। যুবক তাই মেনে নিয়ে চললো দেশের দিকে।

মনের আনন্দে যুবক যাচ্ছে, আর শুনছে শ্রীগোপালের চরণের মধুর নূপুর-ধ্বনি। কিন্তু গ্রামের কাছাকাছি এসে যুবকের ইচ্ছা হলো একবার শ্রীগোপালের দিকে ফিরে চাইতে। যেই চাওয়া অমনি শ্রীগোপাল অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। যুবক গিয়ে সব গ্রামবাসীদের ডেকে আনলো। সাক্ষি-গোপালের সাক্ষ্যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মনের আনন্দে যুবককে কন্যাদান করলেন। সাক্ষিগোপাল সেই দুই ভক্ত ব্রাহ্মণের আগ্রহে রয়ে গেলেন সেখানে।

উৎকলের রাজা পুরুষোত্তম দেব সেই স্থান জয় করে ভক্তিভরে শ্রীগোপাল বিগ্রহ নিয়ে এলেন কটকে। মহাসমারোহে শ্রীগোপালের সেবা চলতে লাগলো। একদিন রাজমহিষীর ইচ্ছা হলো বিগ্রহের নাসিকায় মুক্তা পরাতে। রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, গোপাল বল্‌ছেন—ছেলেবেলায় মা আমার নাকে ছিদ্র করে মুক্তা পরিয়েছিলেন। তুমিও তাতে মুক্তা পরাতে পার। রাণী স্বপ্নাদেশ পেয়ে মহাসমারোহ করে শ্রীগোপালের নাসিকায় মুক্তা পরিয়ে দিলেন।

সাক্ষিগোপাল দেখে মহাপ্রভু আবার পুরীধামের দিকে চল্‌লেন সঙ্গীদের নিয়ে। পথে নিত্যানন্দ তাঁর দণ্ডটি ভেঙ্গে জলে ভাসিয়ে দিলেন, তার কারণ আর কিছুই নয়—সন্ন্যাসাশ্রমে নিম্নস্তরের সন্ন্যাসীদেরই দণ্ড রাখতে হয়, হংস বা পরমহংস হয়ে গেলে দণ্ডত্যাগ করতে হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের এই হীনাধিকার শ্রীপাদ নিত্যানন্দের ভাল লাগেনি বলেই দণ্ডটি তিনি ভেঙ্গে ফেল্‌লেন। আঠারনালার কাছে গিয়ে প্রভু জানলেন যে তাঁর দণ্ডটি ভেঙ্গে গেছে। তাই রাগ করে তিনি সমস্ত সঙ্গীদের ছেড়ে একা চল্‌লেন জগন্নাথের শ্রীমন্দিরের দিকে।

(৪)

মহাপ্রেমাবেশে প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে গেলেন। গিয়ে শ্রীমূর্ত্তি দেখে তিনি ছুটে গেলেন তাঁকে আলিঙ্গন করতে। যেতে যেতে প্রেমের বিকারে তিনি ঢলে পড়লেন মূর্চ্ছিত হয়ে। সেখানে ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম। তিনি প্রভুর এই প্রেমভাব দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। লোকজন দিয়ে তিনি প্রভুকে নিয়ে গেলেন নিজ বাড়ীতে। কিছুক্ষণ পরে নিত্যানন্দ প্রভৃতি সঙ্গীরা শ্রীমন্দিরের দ্বারে এসে শুনলেন প্রভুর কথা, আর তখনই দেখা হলো তাঁদের সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে। তিনি মহাপ্রভুর তত্ত্ব জানতেন। মুকুন্দের সঙ্গে তাঁর আগে হতেই পরিচয় ছিল। তাঁরা সকলে মিলে সার্ব্বভৌমের বাড়ী চলে গেলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হলে পর প্রভুর চেতনা ফিরে এলো। সার্ব্বভৌম সযত্নে সবাইকে মহা-প্রসাদ সেবা করিয়ে তাঁর মাসীর বাড়ীতে তাঁদের সবাইকে বাসা ঠিক করে দিলেন। এদিকে গোপীনাথ আচার্য্য বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে সব সময়ই বলতে লাগলেন যে মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীভগবান্। এ নিয়ে সার্ব্বভৌম আর তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে গোপীনাথের মহাতর্ক বেধে গেলো। গোপীনাথ বললেন যে, তর্কে ভগবানকে জানা যায় না, শুধু তাঁর কৃপাতেই তাঁকে জানা যায়। যাক্, সে সকল কথা মহাপ্রভুর কাণে গেলে তিনি বললেন যে সার্ব্বভৌম তাঁর গুরুস্থানীয়, তিনি যা বলেন তা তাঁর পক্ষে মঙ্গলজনক।

আর একদিন সার্ব্বভৌমের সঙ্গে মহাপ্রভুর দেখা হলে তিনি প্রভুকে তাঁর টোলে বসে বেদান্ত-ব্যাখ্যা শুনতে বললেন। কারণ সন্ন্যাসীর পক্ষে বেদান্তপাঠ ও শ্রবণ একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁর কথায় মহাপ্রভু সাত দিন ধরে সার্ব্বভৌমের বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনলেন। কিন্তু তিনি কোন কথা বলেন না দেখে সার্ব্বভৌম তাঁর নীরব থাকার কারণ জানতে চাইলেন। প্রভু বললেন—আপনি আমার পিতৃস্থানীয়; আপনার আদেশেই আমি বেদান্ত শুনছি, কিন্তু ব্যাসদেবের বেদান্তসূত্রগুলি যেমন স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনার ব্যাখ্যা তেমন বুঝতে পারছি না।

এইবার মহাপ্রভুর সঙ্গে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের আরম্ভ হলো বিচার। সার্ব্বভৌমের প্রশ্নে মহাপ্রভু আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করতে লাগলেন। মায়াবাদীর মতে ব্রহ্ম নিরাকার ও শক্তিহীন। কিন্তু মহাপ্রভু দেখিয়ে দিলেন যে বেদ বেদান্তের মতে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্, সচ্চিদানন্দ। আকারও তাঁর রয়েছে। কিন্তু সে আকার, সে মূর্ত্তি প্রাকৃত নয়, অপ্রাকৃত, চিন্ময়। জীব আর ঈশ্বর নিত্য ভিন্ন হয়েও নিত্য অভিন্ন। এই হলো বেদান্তের মুখ্য অর্থ। আর সার্ব্বভৌম যে অর্থ করছেন সে গৌণ অর্থ। ভগবানে ভক্তিই সবচেয়ে বড় বস্তু। আত্মারাম মুনিরাও ভগবানকে ভক্তি করে থাকেন। এই কথায় সার্ব্বভৌম শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই শ্লোকটি তাঁকে ব্যাখ্যা করতে বললেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

কিন্তু প্রভু অনুরোধ জানালেন সার্ব্বভৌমকেই ব্যাখ্যা করবার জন্যে। এইবার সুযোগ পেয়ে সার্ব্বভৌম তাঁর পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে লাগলেন। তিনি নয় রকমে শ্লোকটির ব্যাখ্যা করলেন। বললেন—তার বেশী অর্থ আর স্বয়ং বৃহস্পতিও করতে পারবেন না। তখন প্রভু বললেন যে শ্লোকটির আরও ব্যাখ্যা হতে পারে।

সার্ব্বভৌমের ত বিস্ময়ে একেবারে তাক লেগে গেল। তাঁর এত বড় পাণ্ডিত্যের সবটুকু প্রয়োগ করে তিনি শ্লোকটি থেকে একেবারে নিঙড়ে সব অর্থ বের করেছেন। তারপরেও এর অন্য অর্থ হতে পারে!

প্রভু শ্লোকটির একটি একটি করে অর্থ করে যাচ্ছেন—সার্ব্বভৌমের সেই নয় রকম অর্থ একেবারে বাদ দিয়ে, আর সার্ব্বভৌমের চোখ দুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যাচ্ছে। প্রভু যখন আঠার রকম অর্থ করলেন, আর সব অর্থই করলেন ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে, তখন সার্ব্বভৌম আর স্থির থাকতে পারলেন না। প্রভুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জেনে তাঁর পা দুটি জড়িয়ে ধরলেন। প্রভু তখন তাঁকে প্রথমে নিজের ষড়্ভুজ রূপ, ও পরে নিজের স্বরূপ বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণরূপ দেখালেন। সার্ব্বভৌমের দেহে অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক ইত্যাদি অষ্ট সাত্ত্বিকের উদয় হলো। তাই দেখে গোপীনাথাচার্য্যের আনন্দ আর ধরে না। সার্ব্বভৌম শত শ্লোকে প্রভুর বন্দনা করলেন, আর বললেন—

তর্ক শাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥

বাসুদেব সার্ব্বভৌম এইভাবে মহাপ্রভুর ভক্ত হলেন। একদিন তিনি সকালে উঠেই দেখেন প্রভু স্বয়ং এসেছেন জগন্নাথের মহাপ্রসাদ নিয়ে। অমনি তিনি ভক্তিভরে সেই প্রসাদ খেলেন। তিনি বেদবিধি ছেড়ে দিয়ে একমাত্র ভক্তিকেই জীবনের সার করে নিলেন। এমন কি তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকের "মুক্তিপদে" শব্দের স্থানে "ভক্তিপদে" শব্দ বসিয়ে মহাপ্রভুর কাছে তা পড়লেন। মুক্তি কথা যে বড় ভয়ানক, ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া; যে নিজেই ভগবান্ হয়ে যেতে চায়, তার ভগবানে ভক্তি থাকবে কি করে?

(৫)

কিছুকাল নীলাচলে থাকার পর প্রভু যেতে চাইলেন দক্ষিণ ভারতে—কাউকে সঙ্গে না নিয়ে। কিন্তু তা কি হয়, নিত্যানন্দ সঙ্গে যেতে চাইলেন। শেষে প্রভুকে মত করানো হলো যে, তাঁর কৌপীন, বহির্বাস আর জলপাত্র নিয়ে যাবার জন্য সঙ্গে যাবেন কৃষ্ণদাস নামে ব্রাহ্মণ। জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করে তাঁর আজ্ঞামালা পেয়ে প্রভু সমুদ্রতীর ধরে আলালনাথের পথে চল্‌লেন। যাবার আগে সার্ব্বভৌম তাঁকে বলে দিলেন, গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগরের শাসনকর্ত্তা রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করে যেতে। তিনি একজন পরম বৈষ্ণব ও রসিক ভক্ত।

ভক্তদের কাঁদিয়ে প্রভু দাক্ষিণাত্যের পথে চলেছেন, সঙ্গে কৃষ্ণদাস। তিনি নাম-সংকীর্ত্তন করতে করতে চলেছেন। পথের লোক সব তাঁকে দেখে ও তাঁর নাম সংকীর্ত্তন শুনে সবাই হরি হরি বলে নাচতে লাগলো। এইভাবে সব দাক্ষিণাত্যবাসীকে হরিভক্ত করে এগিয়ে চল্‌লেন প্রভু। কূর্ম্মস্থানে গিয়ে কূর্ম্ম-বিগ্রহ দেখে প্রেমে বহুক্ষণ নৃত্যগীত করলেন।

কূর্ম্ম-নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রভুকে বহু সেবা-যত্ন করে ভিক্ষা করালেন। তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে ঘরে থেকেই কৃষ্ণনাম জপ করবার উপদেশ দিয়ে এগিয়ে চল্‌লেন তাঁর যাত্রাপথে। বাসুদেব নামে আর এক ব্রাহ্মণ কূর্ম্মের বাড়ীতে এলেন প্রভুকে দেখতে। তাঁর সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ। প্রভু চলে গেছেন শুনে তিনি মাটিতে আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। সহসা প্রভু সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আর অমনি কোথায় গেল তাঁর সেই গলিত কুষ্ঠ! প্রভু তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করতে

বলে সহসা অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। কূর্ম্ম আর বাসুদেব দুজনে দুজনের গলা জড়িয়ে "হা প্রভু" বলে কাঁদতে লাগলেন।

(৬)

কিছুদিনে প্রভু জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে গেলেন, আর প্রেমাবেশে শ্রীবিগ্রহের স্তুতি বন্দনা করলেন। তারপরে ক্রমে প্রভু গোদাবরী-তীরে এলেন। ঘাটে স্নান করে কিছুদূরে বসে তিনি কৃষ্ণনাম গান করছেন, এমন সময় দোলায় চড়ে রামানন্দ রায় এলেন গোদাবরী-স্নানে। প্রভু জানলেন যে ইনিই রামানন্দ রায়, তবু বসে রইলেন সেখানে। স্নানান্তে রামানন্দ সেই অপরূপ গৌরকান্তি নবীন সন্ন্যাসীকে দেখে ভক্তিতে গদগদ হয়ে তাঁকে গিয়ে প্রণাম করলেন। প্রভুও তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দুজনের হৃদয়ে ও দেহে ভাবের তরঙ্গ উঠলো।

একটু সুস্থ হয়ে দুজনে বসলেন। প্রভু বললেন যে তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কাছে তাঁর কথা শুনে এসেছেন। রামানন্দ রায় দৈন্য প্রকাশ করে বললেন—আমি বিষয়ী রাজসেবী অধম শূদ্র, আর তুমি স্বয়ং ভগবান্ এসেছ আমায় উদ্ধার করতে। কাজেই লোকে তোমায় বলে দয়াময় পতিত-পাবন। এই সময় এক ব্রাহ্মণ এসে প্রভুকে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন। সন্ধ্যাকালে আবার প্রভু ও রামানন্দ রায়ের মিলন হলো। প্রভুর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ হলো সাধ্য-সাধন বিষয়ে, অর্থাৎ সাধনাই বা কেমন আর সাধনার ধনই কেমন—তাই নিয়ে।

রামানন্দের মুখেই প্রভু শুনবেন। প্রভু যে ভক্তবৎসল; তাই ভক্তের মহিমা প্রচারের জন্য তার মধ্যেই নিজের শক্তি সঞ্চারিত করে, তাঁর মুখেই সাধ্য-সাধন তত্ত্ব শুনতে লাগলেন। রামানন্দ ক্রমে স্বধর্ম্মাচরণ, শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মফল সঁপে দেওয়া, স্বধর্ম্মত্যাগ এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বললেন। কিন্তু প্রভু শুধু বল্লেন—এতো বাইরের বস্তু, তার বড় কি বল—"প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।" যখন রামানন্দ জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা বললেন, তখন মহাপ্রভু একটু সমর্থন করলেন। তিনি বললেন—"এহো হয়, আগে কহ আর।"

তারপর রামানন্দ ক্রমে প্রেমভক্তি, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম ও বাৎসল্য-প্রেমের কথা বল্লেন। প্রভু উত্তম বলে সমর্থন করলেন। তারও উপরে মধুর প্রেম, যাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এসে একসঙ্গে মিলেছে। শ্রীকৃষ্ণ এই কান্তাপ্রেমেরই বশ। তার মধ্যে আবার শ্রীরাধার প্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তারপর শ্রীরাধার স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, আরও কত কথাই হলো। শ্রীরাধার গুণের পার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও পান না, সত্যভামা প্রভৃতিও তাঁর সৌভাগ্যের আকাঙ্ক্ষা করেন, লক্ষ্মী এবং পার্ব্বতীও তাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ পাবার জন্য লালায়িত।

সব কথা শুনে প্রভুর মহা আনন্দ। কিন্তু এবার তিনি শুনতে চাইলেন—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত, প্রেমের চরম পরিণতি, অর্থাৎ প্রেমের গাঢ়তায় প্রেমিকা ও প্রেমাস্পদের একাত্মভাব। রামানন্দ নিজের রচিত গান গাইতে লাগলেন—

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গী ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥—ইত্যাদি

প্রভু প্রেমের আবেগে হাতে রামানন্দের মুখ ঢেকে দিলেন। এই ত শ্রেষ্ঠ সাধ্য বস্তু! কিন্তু শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলারস আস্বাদনের অধিকার আছে শুধু সখীদের। তাদের অনুগত হয়ে ভজনা করেই শুধু এই লীলারস আস্বাদনের অধিকার হয়। রাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কল্পলতা, আর সখীরা হলেন তার পুষ্পপল্লব। এই হলো ব্রজের ভাব, বেদধর্ম্ম ছেড়ে রাগানুরাগ মার্গে যে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করে, সেই ব্রজলোকের ভাবযোগ্য দেহ পেয়ে ব্রজে যায় ও ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পায়।

এমনি ভাবে সন্ধ্যাকালে প্রভু আর রামানন্দ মিলে কৃষ্ণকথায় সময় কাটান। একদিন রামানন্দ প্রভুকে বললেন—প্রভো, প্রথমে তোমায় দেখলাম সন্ন্যাসি স্বরূপ, কিন্তু এখন দেখছি শ্যাম-গোপরূপ। দেখছি সোণার পুতলী তোমার সামনে, তাঁর গৌরবর্ণ জ্যোতিতে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। এর অর্থ কি, আমায় বুঝিয়ে দাও! প্রভু হেসে বললেন—প্রেমিক ভক্ত সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ দেখতে পায়। কিন্তু রামানন্দ ভুলবার পাত্র নন। তিনি প্রভুকে চিনে ফেলেছেন। ভক্তের কাছে ভগবান ধরা পড়ে গেছেন, রামানন্দ প্রভুর মধ্যে সেই রসরাজ ও মহাভাব-স্বরূপিণীর মিলিত রূপ দেখে আনন্দে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

এমনি ভাবে দশ দিন থেকে প্রভু বিদায় নিয়ে দক্ষিণ দিকে চললেন। রামানন্দ তাঁর বিরহে কাতর হয়ে পড়লেন। প্রভু যাবার সময় তাঁকে বলে গেলেন পুরুষোত্তমে চলে যাবার জন্য।

(৭)

বিদ্যানগর থেকে মহাপ্রভু নানাতীর্থ দেখে দেখে দক্ষিণ দিকে চললেন। পথে বহুলোক তাঁর ভক্ত হলো। শত শত তীর্থ দেখে সেতুবন্ধে গিয়ে ধনুতীর্থে স্নান করে রামেশ্বর দর্শন করলেন। ফিরবার সময় আবার অন্য পথে আসতেও অনেক তীর্থ দেখা হলো। পথের সব কাহিনী বলে শেষ করা যায় না। যাবার সময়ে পথে বৌদ্ধদের সঙ্গে তাঁর বিচার হলো। তারা তাঁকে নানাভাবে অপদস্থ করার চেষ্টা করে শেষে হার মেনে তাঁর শরণ নিলো। রঙ্গনাথে গিয়ে বেঙ্কট ভট্ট নামক এক বৈষ্ণব ভক্তের গৃহে তিনি চার মাস রয়ে গেলেন। সেখানে বহু লোক তাঁর শিষ্য হলো। এক সরলপ্রাণ নিরক্ষর ব্রাহ্মণ সেখানে দেবালয়ে গিয়ে রোজ গীতা পাঠ করেন, আর চোখের জলে ভাসেন। মহাপ্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন—তিনি গীতার অর্থ বুঝেন না, তবে পড়বার সময় মানসনেত্রে শুধু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মূর্ত্তি দেখতে পান। মহাপ্রভু বললেন যে, এই ভক্তের গীতাপাঠই সার্থক। তারপর পথে প্রভুর পরমানন্দপুরী গোস্বামীর সঙ্গে দেখা হলো।

আসবার সময় পথে ভট্টমারি নামে একদল প্রবঞ্চক সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে ভুলিয়ে নিয়ে গেলো। প্রভু তাকে নিজেই উদ্ধার করে আনলেন। ঐ সন্ন্যাসীরা তাঁর প্রভাব সইতে পারলো না।

পথে মধ্বাচার্য্য-স্থাপিত কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখে প্রভুর মহা আনন্দ হলো। সেখানে তত্ত্ববাদী বৈষ্ণবদের সঙ্গে আলাপপ্রসঙ্গে মহাপ্রভু তাঁদের ভক্তির ও কৃষ্ণসেবার শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়ে দিলেন। তারপর পাণ্ডবপুর নামক স্থানে এসে প্রভু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর দেখা পেলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁর কাছে জানলেন যে দাদা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে শঙ্করারণ্য নাম নিয়েছিলেন। তবে তিনি আর ইহলোকে নেই—তাঁর সিদ্ধি-প্রাপ্তি হয়েছে।

এই ভাবে দক্ষিণদেশ ঘুরে ঘুরে "ব্রহ্মসংহিতা" আর "কৃষ্ণকর্ণামৃত" এই দুইখানি পুঁথি সংগ্রহ করে প্রভু আবার বিদ্যানগরে এলেন। সেখানে সাত দিন থেকে পুরুষোত্তমের দিকে চললেন,

রামানন্দও পিছনে আসছেন। আবার নিত্যানন্দ, সার্ব্বভৌম, গোপীনাথ ইত্যাদির সঙ্গে দেখা হলো। আবার নীলাচলে প্রেমের বন্যা উথলে উঠলো।

(৮)

মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে তখন তাঁর সম্বন্ধে পুরুষোত্তমের রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল সার্ব্বভৌমের। এখন রাজা আকুল হয়ে উঠলেন প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। এই সময়ে নবদ্বীপের পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে কাশীধামে গেলেন, আর স্বরূপ নাম নিয়ে নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণে এসে উপস্থিত হলেন। তার মত রসশাস্ত্রে আর ভক্তিসিদ্ধান্তে পণ্ডিত লোক খুব কম। তিনি সুকণ্ঠ গায়কও ছিলেন. প্রভু তাঁর নাম দিয়েছিলেন স্বরূপ দামোদর। সমুদ্রে যে ভাবে চারিদিক থেকে এসে নদ-নদী মিলিত হয়, তেমনি অসংখ্য ভক্ত এসে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন।

এদিকে সার্ব্বভৌমের চেষ্টা, প্রভুর সঙ্গে রাজা প্রতাপরুদ্রের মিলন ঘটাবেন। তিনি রাজার বহু গুণ ও ভক্তির কথা বললেও প্রভু বিষয়ীর সঙ্গে মিলনে স্বীকৃত হলেন না, যদিও মনে মনে তাঁকে নিজগণ মধ্যে স্বীকার করে নিলেন। এই সময় নবদ্বীপ থেকে অদ্বৈত, হরিদাস ইত্যাদি ভক্তেরা এসে নীলাচলে উপস্থিত হলেন। রাজা তাদের বাসস্থান ও প্রসাদের ব্যবস্থা করলেন। হরিদাসের জন্যও একটি নিভৃত স্থান ঠিক হলো। একদিন মহাপ্রভুর ইচ্ছায় চার সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে ভক্তেরা শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে এক মহাসঙ্কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করলেন। পুরীধাম আনন্দের কলরোলে ভরে গেলো।

রথযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথদেব গুণ্ডিচা মন্দিরে যান সাত দিনের জন্য। মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে সেই গুণ্ডিচা মন্দির ধুয়ে-মুছে এমন পরিষ্কার করলেন যে, যেন মন্দিরটি ঠিক তাঁর নিজের অন্তরের মতই শীতল ও উজ্জ্বল হয়ে শ্রীকৃষ্ণের বসবার ঠিক উপযুক্ত স্থান হয়ে উঠলো। রথযাত্রার দিনে জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা রথে আরোহণ করলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র সোণার ঝাঁটা নিয়ে পথ পরিষ্কার করে যাচ্ছেন, পিছনে পিছনে রথ চলেছে গুণ্ডিচা মন্দিরের দিকে। প্রভু নিজগণকে সাত সম্প্রদায়ে ভাগ করে কীর্ত্তন করতে করতে নেচে নেচে চলেছেন। সবার মনে হলো যেন অচল সচল দুই জগন্নাথ; দু'জনেই এক। প্রভুর দেহে নানা ভাবের বিকার উপস্থিত হলো।

বলগণ্ডিতে ভোগ লাগাবার সময়ে উদ্যানের ভিতরে প্রভু ভাবাবেশে আবিষ্ট আছেন, এমন সময় রাজা প্রতাপরুদ্র দীন বৈষ্ণবের বেশে গিয়ে তাঁর চরণ-সেবা করতে লাগলেন। প্রভুও তাঁকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করলেন। এদিকে ভোগশেষে শ্রীজগন্নাথের রথ অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রৈল। শত চেষ্টায়ও চলে না দেখে প্রভু গিয়ে নিজ মাথায় ঠেলে রথকে চালালেন। গুণ্ডিচার নিকটে আইটোটায় মহাপ্রভুর বাসস্থান হলো। হোরাপঞ্চমীর দিনে মহাপ্রভু নেচে গেয়ে আনন্দ করলেন। স্বরূপের সঙ্গে শ্রীরাধা ও গোপীভাব নিয়ে মহাপ্রভুর অনেক কথা হলো। পুনর্যাত্রার দিনেও নৃত্য-সংকীর্ত্তনাদি হলো।

রথযাত্রার পর আরও কয়েকদিন আনন্দোৎসবে কাটিয়ে নবদ্বীপের ভক্তগণ বিদায় নিলেন। মহাপ্রভু মায়ের জন্যে শ্রীবাসের হাতে প্রসাদ ও বস্ত্রাদি দিয়ে দিলেন। এর পর একদিন সার্ব্বভৌমের গৃহে প্রভুর ভিক্ষার আয়োজন হলো। সার্ব্বভৌম-গৃহিণী মনের আনন্দে রান্না করে প্রভুর ভোগ সাজিয়ে রেখেছেন, প্রভু আহারে বসেছেন, এমন সময় জামাতা অমোঘ এসে সেই ভোগ-পারিপাট্য দেখে বলছে—"কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! এক সন্ন্যাসী দশ বারো জনের অন্ন একাই খেয়ে ফেলছে!" শুনে ত সার্ব্বভৌম অমনি জামাতাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করলেন। অমোঘ পালিয়ে গেল। তাঁরা স্বামি-স্ত্রী

ঢজনে জামাতার অজস্র-নিন্দা করতে লাগলেন, আর মেয়ে ষাঠিকে বললেন স্বামী ত্যাগ করতে। সেই রাত্রে অমোঘের বিসূচিকা রোগ হলো। প্রভু গোপীনাথ আচার্য্যের কাছে শুনলেন যে ভট্টাচার্য্য আর তাঁর পত্নী জামাতার অপরাধের জন্য উপবাস করছেন, আর অমোঘ মরছে বিসূচিকায়। প্রভু অমনি ছুটে গেলেন অমোঘের কাছে; বুকে হাত দিয়ে বললেন—অমোঘ ওঠ, কৃষ্ণনাম লও, শ্রীকৃষ্ণ তোমায় কৃপা করবেন। প্রভুর স্পর্শে অমনি অমোঘ উঠে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নাচতে লাগলো।

(৮)

মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার সঙ্কল্প করলেন। এবারও নবদ্বীপ থেকে ভক্তেরা এলেন, তাঁদের গৃহিণীরাও সঙ্গে এলেন প্রভুর ভোগের জন্য নানা খাদ্যদ্রব্য নিয়ে। চার মাস থেকে তাঁরা দেশে ফিরে গেলেন। বিজয়াদশমী দিনে প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। এবার তাঁর গৌড় দেশ হয়ে জননী শচী দেবীকে ও গঙ্গা দেবীকে বন্দনা করে যাওয়ার ইচ্ছা। সঙ্গে রামানন্দ, গদাধর আদি কয়জন চললেন। শেষে তাঁদের বিদায় করে তিনি নানা জায়গা হয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গেলেন। সেখানে আচার্য্য আর নিজ জননী শচী দেবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তারপর রামকেলিতে গেলে সেখানে শ্রীরূপ ও সনাতনের সঙ্গে তাঁর মিলন হলো। আবার ঘুরে যখন তিনি শান্তিপুরে এলেন, তখন রঘুনাথ দাস এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন।

হিরণ্য মজুমদার ও গোবর্দ্ধন মজুমদার দুইভাই ছিলেন সপ্তগ্রামের জমিদার। বার লক্ষ টাকা দের আয়। রঘুনাথ এই গোবর্দ্ধনের পুত্র। প্রথম বারে প্রভু সন্ন্যাস নিয়ে শান্তিপুরে এলে রঘুনাথও এসে মিলিত হয়েছিলেন। পাছে তিনি গৃহত্যাগ করেন সেই ভয়ে তাঁকে এবার কম পাহারী দিয়ে সব সময় ঘিরে রাখা হয়েছিল। এবারেও রঘুনাথ শান্তিপুরে এলেন প্রভুদর্শনে। প্রভু তাঁকে শিক্ষা দিয়ে বললেন কপট বৈরাগ্য ছেড়ে দিয়ে অনাসক্তভাবে সংসারের কাজকর্ম করতে, আর শ্রীকৃষ্ণভজন করতে। রঘুনাথকে বাড়ী পাঠিয়ে, মা এবং অদ্বৈতাদি ভক্তদের কাছে বিদায় নিয়ে প্রভু আবার ফিরে গেলেন নীলাচলে। ঠিক হলো বর্ষার চার মাস নীলাচলে থেকে বৃন্দাবন যাত্রা করবেন।

শরৎকালে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও আর একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে প্রভু বৃন্দাবনের দিকে চললেন। প্রসিদ্ধ পথ ছেড়ে তিনি বনপথ ধরলেন। তিনি পথে যেতে যেতে, যে সব হিংস্র বন্য পশু গুলোকে দেখতে পেলো তারা সবাই নিজেদের হিংস্র স্বভাব ছেড়ে, বাঘ, হরিণ, সিংহ, হাতী সব একসঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়ে উঠলো—তরুলতা সব প্রফুল্লভাব ধারণ করলো। প্রভু পথে চলেছেন, বলভদ্রের সেবায় তাঁর কোন কষ্ট নেই। এমনি করে তিনি কাশীধামে এসে উপস্থিত হলেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করবার সময় তপনমিশ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। তারপর বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দেখে তাঁরা তপনমিশ্রের বাড়ী গেলেন। সেখানে আবার প্রভুর ভক্ত চন্দ্রশেখর এসে উপস্থিত হলেন। তিনি প্রভুর সেবা করতে লাগলেন।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী নামে এক মায়াবাদী সন্ন্যাসী তখন শিষ্যদের নিয়ে কাশীতে থাকেন। তারা সবাই প্রেমভক্তির বিরোধী। মহাপ্রভুর কথা আর তাঁর ভাবোন্মাদনার কথা শুনে তাঁরা এক মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত ব্রাহ্মণের কাছে মহাপ্রভুর অনেক নিন্দা করলেন। যাক, প্রভু কাশী থেকে প্রয়াগ হয়ে মথুরায় গেলেন। সেখান থেকে গেলেন শ্রীবৃন্দাবনে। যমুনার চব্বিশ ঘাটে স্নান করে তারপর তিনি দ্বাদশ বন ইত্যাদি দেখলেন। সারা বৃন্দাবন আবার যেন ফলে ফুলে পল্লবে নূতন সাজ পরলো।

প্রভুর গা চাটতে চাটতে ধেনু বৎস সব তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চললো। প্রভু হরিণের গলা জড়িয়ে, তরু লতাকে আলিঙ্গন করে কেঁদে ভাসালেন। শুকশারীর মুখে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের গুণগান শুনলেন। প্রভুর প্রেমসিন্ধু উথলে উঠলো।

বৃন্দাবন থেকে আবার প্রভু মথুরায় এলেন। কিছুদিন সেখানে থেকে তিনি প্রয়াগের পথে চললেন। পথে প্রেমাবেশে তিনি মূর্চ্ছা গেলে পাঠান সৈন্যেরা এসে তাঁর সঙ্গীদের বেঁধে ফেললো, ডাকাত মনে করে। প্রভুর মূর্চ্ছাভঙ্গ হলে তাঁর সঙ্গে পাঠানদের অনেক আলাপ-আলোচনা হলো। তাঁরা সব কৃষ্ণভক্ত হয়ে গেল। সেই স্থানের নাম হলো পাঠান-বৈষ্ণবের গ্রাম। সেখান থেকে প্রভু এসে ত্রিবেণীতে পৌছলেন।

(৯)

রূপ-সনাতন দু'ভায়ের প্রভুর সঙ্গে রামকেলিতে দেখা হয়েছিল। তারা পরম ভক্ত, অথচ দু'জনেই গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের প্রধান কর্মচারী ছিলেন—একজনের উপাধি ছিল সাকরমল্লিক, অপরের উপাধি দবীরখাস। সনাতন বড়, রূপ ছোট। তাঁরা কি করে বিষয়-সংসার ছেড়ে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবেন ভাবতে লাগলেন। রূপ গোস্বামী নিজের সঞ্চিত টাকাকড়ি সব নিয়ে নৌকা করে গেলেন বাকলাচন্দ্রদ্বীপে। সেখানে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কুটুম্বদের মধ্যে সব টাকাকড়ি ভাগ করে দিলেন। আর সংবাদ নিতে লাগলেন প্রভু কবে নীলাচল থেকে বৃন্দাবনে যাত্রা করবেন।

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার সংবাদ পেয়ে রূপ আর তার ছোট ভাই অনুপম সংসার ছেড়ে চললেন প্রভু দর্শনে; আর সেই সংবাদ জানিয়ে গেলেন সনাতনকে। এদিকে সনাতন পীড়ার ভাণ করে রাজকার্য থেকে ছুটি নিয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে সব সময় থাকেন ভাগবতাদি আলোচনায়। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ জানতে পেরে তাকে কারাগারে আবদ্ধ করলেন। সেই সময় গৌড়েশ্বরকে উড়িষ্যায় চলে যেতে হলো যুদ্ধ করতে।

রূপ ও অনুপম প্রয়াগে গিয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন, দশদিন রইলেন তাঁর সঙ্গে। সেই সময় মহাপ্রভু সংক্ষেপে রূপকে ভক্তিরসতত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন বৃন্দাবনে, আর বলে দিলেন তাঁকে রসামৃতসিন্ধু রচনা করতে। ভক্তি ও প্রেমের কথা বলতে বলতে প্রভু বললেন—যে প্রকৃত ভক্ত, তার মনে ভগবৎ-সেবা ছাড়া আর কোন কামনা থাকে না, ভোগ বা মুক্তি কিছুই সে চায় না। হৃদয়ে ভক্তিরূপ লতা জন্মিলে শ্রবণ কীর্ত্তন আদি রূপ জলে তাকে সেচন করতে হয়। শুদ্ধভক্তি থেকে হয় প্রেম। প্রেম গাঢ় হলে ক্রমে স্নেহ, মান, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবের উদয় হয়। পাঁচটি প্রধান ভক্তিরস হলো—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্ত ভক্ত স্বর্গ ও মুক্তি এদুটিকে নরক সদৃশ মনে করে। দাস্যে তার চেয়ে বেশী এক বস্তু আছে—সেবা। এই ভাবে পর পর রসে পূর্ব্বরস ত থাকেই তার অধিক ও কিছু থাকে। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেমে কখনও শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হয় না। তাঁকে কেবল নিজের পরম সখা, স্নেহের দুলাল ও প্রেমাস্পদ বলেই মনে হয়।

এইসব তত্ত্বকথা বলে প্রভু রূপকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিয়ে বারাণসী চলে গেলেন। এদিকে গৌড়ের বন্দিশালায় রয়েছেন সনাতন, আর ছটফট করছেন বেরিয়ে গিয়ে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। কারা-রক্ষককে সাত হাজার মুদ্রা দিয়ে বশ করে, তিনি ঈশান ভৃত্যকে সঙ্গে করে গঙ্গা পার হয়ে পালিয়ে গেলেন। ঈশানের সঙ্গে সাতটি স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে জেনে, তিনি তাকে তিরস্কার করলেন,

আর ঘাটোয়ালকে তা দিয়ে দিলেন। নইলে হয়ত ঘাটোয়ালের হাতে দুজনারই প্রাণ যেত। হাজিপুরে তাঁর ভগিনীপতি ছিলেন রাজকর্মচারী, তিনি তাঁকে গঙ্গা পার করে দিলেন।

এই ভাবে পথের নানা দুঃখকষ্ট বরণ করে নিয়ে সনাতন কাশীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন চন্দ্রশেখরের দ্বারে। মহাপ্রভু তাঁর আগমন-সংবাদ পেলেন। তাঁর স্নান ও ক্ষৌর কর্মের ব্যবস্থা হলো, তপন মিশ্র বস্ত্র নিয়ে এলেন, তাতে সনাতন কৌপীন আর বহির্বাস করলেন। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে সনাতন নিজের ভোট কম্বল এক ভিখারীকে দিয়ে তার ছেঁড়া কাঁথা নিজে নিয়ে এলেন। তাঁর এই দৈন্য ও ভোগবিতৃষ্ণা দেখে মহাপ্রভুর মনে আনন্দ আর ধরে না।

মহাপ্রভু সনাতনকে জীব কি, রাধাকৃষ্ণ কি, প্রকৃত ভক্তি, প্রেম ও অনুরাগ কি ইত্যাদি সব বিষয় ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। জীব হলো কৃষ্ণের নিত্য দাস, জীব যখন সেই কথা ভুলে যায়, অমনি পিশাচিনী মায়া তাকে সংসারের আবর্তে ডুবিয়ে দেয়। মহতের কৃপায় ও সৎসঙ্গে মনে ভক্তির উদয় হয়ে থাকে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ, শরণাগতি ইত্যাদিও ভক্তির সহায়ক। ভক্তি দু'রকমের—বৈধী ভক্তিতে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। কিন্তু রাগানুগা ভক্তিতে শাস্ত্রের বিধিনিষেধের অপেক্ষা থাকে না। ব্রজের সখা, মাতাপিতা, আর গোপীগণ হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেছেন, তাকে ভগবান্ বলে নয়, নিজের প্রিয় বলে। এর নাম রাগাত্মিকা ভক্তি, আর তাদের ভাবের অনুগত হয়ে যে ভজনা তারই নাম রাগানুগা ভক্তি।

এই প্রসঙ্গে প্রেম, ভাব, প্রেমিকের লক্ষণ, শৃঙ্গার রস, রাধা, কৃষ্ণ, নিত্যলীলা ইত্যাদি অনেক কথাই সনাতনের সঙ্গে আলোচনা হলো। এই ভাবে দুমাস ধরে প্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিলেন।

(১০)

সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে নিন্দা করে বেড়ান দেখে চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্রের মনে বড়ই দুঃখ। একদিন এক ব্রাহ্মণের ঘরে সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ হলো, মহাপ্রভুকেও সেই ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু মহাপ্রভু গিয়ে একটু নীচু জায়গায় বসলেন। সব সন্ন্যাসী তাঁর অঙ্গ-জ্যোতি দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। প্রকাশানন্দ সসম্মানে প্রভুকে নিয়ে সভাতে বসালেন। তারপর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন তিনি বেদান্ত পাঠ না করে ভাবুকের মত নাচেন, গান করেন। প্রভু উত্তর করলেন "গুরু আমাকে মূর্খ জেনে আমায় শুধু কৃষ্ণনাম জপ করতে ও গান করতে উপদেশ দিয়েছেন, সেই নামেই আমায় এমন পাগল করেছে। তারপর গুরু বলে দিয়েছেন যে কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ। মোক্ষলাভ ইত্যাদি কৃষ্ণপ্রেমের কাছে অতি তুচ্ছ।"

প্রভুর কথায় ক্রমে সন্ন্যাসীদের মন ফিরে যেতে লাগলো। শেষে তাঁরা বললেন—আপনি শ্রীকৃষ্ণনাম গান করেন, তা নয় করলেন, কিন্তু বেদান্ত পাঠ করেন না কেন? তখন মহাপ্রভু বললেন যে, বেদান্তের ভাষ্যই হলো শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ। ব্রহ্মসূত্রে সংক্ষেপে যা রয়েছে, তাই বিস্তারিত করা হয়েছে ভাগবতে। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর যে বেদান্ত ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তার মুখ্য অর্থ ঢেকে দিয়ে গৌণ অর্থ করা হয়েছে। এই সব কথা সব শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়ে যখন তিনি সন্ন্যাসীদের বুঝিয়ে দিলেন, অমনি তাঁদের সবার মন ফিরে গেলো। তাঁরা সবাই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে উন্মাদ হয়ে উঠলেন। সারা কাশীধামেও প্রেমের বন্যা বয়ে গেল।

এই ভাবে বারাণসীতে প্রভু তাঁর নাম প্রেম প্রচার করে সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিয়ে

আবার ফিরে এলেন নীলাচলে।. নীলাচলের ভক্তবৃন্দ আবার তাঁকে পেয়ে আনন্দের সাগরে ভাসলো। নীলাচলবাসী সবাই তাঁকে নিয়ে আনন্দে মাতলো।

চৈতন্যলীলামৃতপুর কৃষ্ণলীলা সুকপূর
দুই মিলি হয় যে মাধুর্য্য।
সাধুগুরু প্রসাদে তাহা যেই আস্বাদে
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য॥

অন্ত্যলীলা।

(১)

মহাপ্রভু নীলাচলে এসেছেন শুনে গৌড়ের ভক্তেরা সব এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। এদিকে বৃন্দাবনধাম থেকে রূপ গোস্বামীও নীলাচলে এলেন। তিনি রইলেন হরিদাসের এখানে। একদিন হরিদাসের বাসায় মহাপ্রভু, রায় রামানন্দ এবং সার্ব্বভৌমাদি ভক্তের সঙ্গে রূপ গোস্বামীর নবরচিত দুখানি নাটক ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব শুনলেন। সবাই দেখলেন যে এ অতি উৎকৃষ্ট নাটক হয়েছে। গৌড়ীয় ভক্তগণ চারমাস পুরীধামে থেকে আবার গৌড়ে ফিরে গেলেন। রূপ পুরীধামেই রয়ে গেলেন।

মহাপ্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন করতেন, কিন্তু পালন করতেন সন্ন্যাসীর কঠোর ধর্ম্ম। একদিন ছোট হরিদাস শিখি মাইতির বোন মাধবী-দাসীর কাছ থেকে চাল ভিক্ষা করে আনায় তিনি তাঁকে জন্মের মত ত্যাগ করলেন, কারণ বৈরাগী হয়ে নারী সম্ভাষণের মত অপরাধ আর নেই। হরিদাস প্রয়াগে গিয়ে ত্রিবেণীতে জলে ডুবে দেহত্যাগ করলেন।

একদিন মহাপ্রভু ভক্ত হরিদাসের সঙ্গে কিছুক্ষণ উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য ও কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গের পর ভক্তদের কাছে হরিদাস-চরিত বলতে লাগলেন। যবন হরিদাস গৃহত্যাগ করে বেনাপোলের বনে গিয়ে রয়েছেন, আর সাধন ভজন করছেন। ওখানকার লোক তাঁকে সাধু মহাপুরুষ বলে চিনে ফেললো। কিন্তু পাষণ্ড জমিদার রামচন্দ্র খান এক বেশ্যা পাঠালেন তাঁকে পরীক্ষা করতে। কিন্তু ক্রমে তিন দিন হরিদাসের মুখে 'হরিনাম' গান শুনে তার মতি ফিরে গেলো। সে তার টাকাকড়ি গয়না সব বিলিয়ে দিয়ে সাধন ভজনে নিজের জীবন সঁপে দিলো। সেখান থেকে হরিদাস চাঁদপুরে গেলেন বলরাম আচার্য্যের বাড়ী। গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে নামতত্ত্ব নিয়ে তাঁর কথা হয়। ঐ ব্রাহ্মণ তাঁকে অপমান করে। সেই পাপের ফলে তার কুষ্ঠ রোগ হয়।

চাঁদপুর থেকে হরিদাস শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে মায়াদেবী তাঁকে ছলনা করতে এসে পরাস্ত হলেন—পরন্তু স্বয়ং কৃষ্ণনাম প্রাপ্ত হলেন। মহাপ্রভু ভক্ত হরিদাসের এই সকল মাহাত্ম্য সঙ্গীদের কাছে বললেন।

এই সময় বৃন্দাবন থেকে সনাতন এলেন পুরীধামে। পথে জল-দোষে তাঁর গায়ে খোস কণ্ডু ইত্যাদিতে ভরে গিয়েছিল। সনাতন ভাবলেন প্রভুর সেবার অযোগ্য এই অপবিত্র দেহ তিনি জগন্নাথের রথের চাকার তলায় বিসর্জ্জন দিবেন। কিন্তু মহাপ্রভু একদিন সনাতনকে বললেন যে, তাঁর দেহে আর তাঁর অধিকার নেই, আগেই তিনি উহা সঁপে দিয়েছেন। তা ছাড়া দেহত্যাগ তমোধর্ম্ম, কাজেই দেহত্যাগ বুদ্ধি তাঁকে ছাড়তে হবে। একদিন সনাতন তাঁর অপবিত্র দেহ জগন্নাথ-সেবকদের

গায়ে লাগবে ভয়ে, সমুদ্রতীরের তপ্ত বালুকাময় পথে প্রভুর কাছে এলেন। প্রভু তাই শুনে সনাতনের এই দৈন্য দেখে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে তাঁর দেহের কণ্ডু-রসা ইত্যাদি সব দূর হয়ে গেলো। প্রভুর কথায় সনাতন একবৎসর শ্রীক্ষেত্রে থেকে বৃন্দাবনে চলে গেলেন। ছোট ভাই রূপ দেশে গিয়ে বিষয়-আশয়, ধনসম্পদ্ যা ছিল সব বিলিয়ে দিয়ে, বৃন্দাবনে গিয়ে অগ্রজের সাথে মিলিত হলেন। এঁরা দুভাই বৈষ্ণবের যত ভক্তিসিদ্ধান্ত-গ্রন্থ ও রসশাস্ত্র-প্রণয়ন করলেন।

(২)

এই সময় রঘুনাথ দাস এসে পৌঁছালেন মহাপ্রভুর কাছে। শান্তিপুরে তিনি রঘুনাথকে ঘরে গিয়ে আসক্তিশূন্য হয়ে সংসারধর্ম করতে বলেছিলেন, আর বলেছিলেন সুযোগমত নীলাচলে যেতে। এর মধ্যে সপ্তগ্রামের মুসলমান জমিদার নানা ফন্দি করে হিরণ্যদাসের জমিদারী কেড়ে নেবার জন্যে গৌড় থেকে উজীর আনালেন। হিরণ্যদাস পালিয়ে গেলেন, আর রঘুনাথ কারারুদ্ধ হলেন। কিন্তু রঘুনাথের মিষ্ট কথায় জমিদারের মন গলে গেল, উজীরকে ব'লে তিনি রঘুনাথকে কারামুক্ত করলেন। রঘুনাথের মধ্যস্থতায় সেই মুসলমান জমিদারের সঙ্গে হিরণ্যদাসের আপোশ হয়ে গেলো।

রঘুনাথের বৈরাগ্য দিন দিন বাড়তে লাগলো। সুন্দরী স্ত্রী, অতুল ঐশ্বর্য্য কিছুতেই তার মনকে বাঁধতে পারলো না। একদিন তিনি পানিহাটিতে গিয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে মিলিত হ'লেন। প্রভুর ইচ্ছায় রঘুনাথ সেখানে এক বিরাট চিড়া-মহোৎসব করে তাঁর জনগণকে আর সকল আগন্তুককে পরিতৃপ্ত করলেন। নিত্যানন্দ প্রভু পরদিন আশীর্ব্বাদ করে বললেন যে শীঘ্রই রঘুনাথ শ্রীচৈতন্য চরণে আশ্রয় পাবেন। এর পর একদিন রঘুনাথ দেবীমণ্ডপে ঘুমিয়ে আছেন, শেষরাত্রিতে জেগে দেখেন তাঁদের কুলগুরু ও পুরোহিত যদুনন্দনাচার্য্য আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছেন। প্রহরীরা সব ঘুমে অচেতন। রঘুনাথ বেরিয়ে এলেন তাঁর সঙ্গে, তাঁর বাড়ীর দিকে চললেন ঠাকুরের পূজারীকে সেধে আনবার জন্য। পূজারী যদুনন্দনেরই শিষ্য, কোন কারণে তিনি ঠাকুরের সেবা ছেড়ে দিয়েছেন।

রঘুনাথ যদুনন্দনাচার্য্যের পিছনে পিছনে তাঁর বাড়ীর দিকে যেতে যেতে হঠাৎ গোপনে পূর্ব্বদিকে সরে পড়লেন। আচার্য্য পিছনে চেয়ে দেখেন রঘুনাথ সঙ্গে নেই। সকাল বেলায় চারিদিকে সোরগোল পড়ে গেল---রঘুনাথ পালিয়েছেন। বহু খোঁজাখুঁজিতেও তাঁকে পাওয়া গেল না। বার দিনে তিনি গিয়ে পুরুষোত্তমে উপস্থিত হলেন। প্রভু প্রেমভরে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। আর স্বরূপের হাতে তাঁকে সঁপে দিলেন।

রঘুনাথ কঠোর বৈরাগ্য সাধন আরম্ভ করলেন। প্রথমে তিনি সারাদিন কৃষ্ণনাম করে শ্রীমন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আর অযাচিত ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করতেন। কিন্তু শেষে তাও ছেড়ে দিলেন। জগন্নাথ-মন্দিরের সামনে দোকানদারেরা প্রসাদান্ন বিক্রয় করে। দু তিন দিনের বাসি উদ্বৃত্ত প্রসাদান্ন তারা গোরুকে খেতে দেয়। তার দুর্গন্ধে গোরুও সব খেতে না পেরে ফেলে চলে যায়। রঘুনাথ সেই অন্ন এনে ধুয়ে খান—বৈরাগীর যে সব রকমের লোভ আর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বাদ দিয়ে থাকতে হবে। একদিন স্বরূপ গিয়ে তাই দেখে রঘুনাথের হাত থেকে কেড়ে সেই অন্ন খেতে লাগলেন—

স্বরূপ কহে ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।
আমা সবায় নাহি দেহ কি তোমার প্রকৃতি॥

মহাপ্রভুও সেই কথা শুনে একদিন গিয়ে রঘুনাথের হাত থেকে তাঁর খাদ্য কেড়ে খেলেন—

প্রভু বলে—নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই॥

ধন্য রঘুনাথ! ধন্য তাঁর বৈরাগ্য! তাঁতেই সার্থক হয়ে উঠেছে মহাপ্রভুর শিক্ষা—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥
গ্রাম্য-কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥

(৩)

একদিন মহাপ্রভুর নিকট মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য রামচন্দ্রপুরী এসে উপস্থিত হলেন। মাধবেন্দ্রপুরী একদিন 'হা কৃষ্ণ, হে মথুরানাথ' বলে কেঁদে আকুল হয়েছেন, সেই সময় শিষ্য রামচন্দ্রপুরী তাঁকে বল্লেন—"প্রভু, আপনি নিজে ব্রহ্মানন্দ ও ব্রহ্মবিদ্ হয়ে এমন ক'রে কাঁদেন কেন?" এই কথা শুনেই মাধবেন্দ্রপুরী তাঁকে পরিত্যাগ করলেন, আর গুরু পরিত্যক্ত হয়ে সে-দিন থেকে তার কাজ হলো সবাইকে নিন্দা ক'রে বেড়ান। মহাপ্রভুর তিনি দোষ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

একদিন তিনি বল্লেন—"শুনেছি চৈতন্য আর তার ভক্তেরা প্রচুর আহার করে, এ তো সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নয়। সন্ন্যাসীকে সামান্যমাত্র আহার করে প্রাণ ধারণ করতে হবে। বেশী খেলে আর জিহ্বার তৃপ্তি সাধন করলে, ইন্দ্রিয়গুলিকে কিছুতেই বশে রাখা যায় না।" মহাপ্রভু এই কথা শুনেই নিজের আহার কমিয়ে ফেল্লেন, আর তাঁর ভক্তেরা তাই দেখে হায় হায় করতে লাগলেন। অবশ্য পরে রামচন্দ্রপুরী পুরীধাম থেকে চ'লে গেলে মহাপ্রভু ভক্তদের আকুলতা দেখে আবার ভিক্ষার সঙ্কোচ ছাড়লেন।

সে বছরও গৌড়ের ভক্তগণ মহাপ্রভুর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। তারপর চার মাস কাটিয়ে বিদায় নিলেন। মহাপ্রভু দিনে নৃত্য ও নামসঙ্কীর্ত্তনে কাটিয়ে রাত্রিকালে রামানন্দ আর স্বরূপের সঙ্গে বসে কৃষ্ণলীলারস আস্বাদন করেন। কৃষ্ণ-বিরহে তাঁর দেহে নানা বিকার দেখা দেয়।

ভক্ত হরিদাস বৃদ্ধ হয়েছেন, তার বড় দুঃখ আর তিনি দিনের সংখ্যানাম জপ ক'রে শেষ করতে পারেন না। প্রভু তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে, তিনি সিদ্ধ পুরুষ, আর তার সাধনের প্রয়োজন নেই। হরিদাস এবার আবেগভরে বলতে লাগলেন—"প্রভু হে! আমি হীন জাতি, অথচ তুমি আমায় নিজজন ব'লে গ্রহণ করলে, অদ্বৈত প্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধপাত্র আমায় দেওয়ালে। এত দয়া এই হীন অধমের উপর তোমার! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তুমি শীঘ্রই লীলা সংবরণ করবে। হে প্রভু! সেই লীলা আমাকে যেন দেখতে না হয়। তোমার চরণ-কমল হৃদয়ে ধরে, তোমার এই চাঁদবদনখানিতে আমার দুটি চোখ রেখে মুখে "কৃষ্ণচৈতন্য" নাম উচ্চারণ করতে করতে যেন আমার এই দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যায়।"

পরদিন প্রভু ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে এসে হরিদাসের অঙ্গনে সংকীর্ত্তন করতে করতে হরিদাসের গুণ বর্ণনা করতে লাগলেন। সকল ভক্ত হরিদাসের চরণ বন্দনা করলেন। হরিদাস প্রভুর চরণ হৃদয়ে ধরে প্রভুর চাঁদবদন দেখতে দেখতে নয়নজলে ভাসতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করতে করতে

তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল দেহ থেকে। মহাপ্রভু সেই ভক্তদেহ কোলে করে বহুক্ষণ প্রেমাবেশে সবার সঙ্গে নৃত্য করলেন আর নাম সঙ্কীর্ত্তন করলেন।

তারপর সবে মিলে সেই ভক্তদেহ সমুদ্রতীরে নিয়ে গিয়ে হরিনাম কীর্তন করতে করতে বালুকার নীচে সমাহিত করলেন। ফিরে এসে মহাপ্রভু সিংহদ্বারে বহির্বাস পেতে পসারীদের কাছে ভিক্ষা ক'রে ভক্তদের নিয়ে হরিদাসের বিরহ-মহোৎসব করলেন। উৎসবান্তে তিনি হৃদে বিষাদে বিশ্রাম করলেন।

গৌড় হতে আবার ভক্তেরা এলেন প্রভুর দর্শনে। জগদানন্দের সব সময় ইচ্ছা তিনি প্রভুকে ভাল খাওয়ান পরান। তিনি প্রভুর মাথায় দেওয়ার জন্য এক কলসী সুগন্ধি তেল নিয়ে এসেছেন, কিন্তু প্রভু সন্ন্যাসী হয়ে তা কি করে মাথায় দিবেন! জগদানন্দ ক্ষোভে দুঃখে কলসীটি ভেঙে ফেলে দুদিন উপোস করে কাটালেন। শেষে প্রভু নিজে যেচে তাঁর হাতে ভিক্ষা করলেন। জগদানন্দ নিজে বেঁধে প্রভুকে আহার করিয়ে তবে শান্ত হলেন। দ্বারকার অভিমানিনী সত্যভামাই যে জগদানন্দরূপে এসেছেন সেবা করতে। তাই তাঁর এত অভিমান, তাই তিনি চান প্রভুকে বিষয় ভোগ করাতে। তিনি প্রভুর শয়নের জন্য লেপ বালিশ তৈরি করে দিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তা গ্রহণ করলেন না। জগদানন্দ তারপর প্রভুর আজ্ঞা নিয়ে একবার গিয়ে বৃন্দাবন ঘুরে এলেন। এই সময় কাশী থেকে তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য এসে প্রভুর চরণে আত্মনিবেদন করলেন। প্রভুর কাছে আট মাস থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি আবার কাশীতে ফিরে গিয়ে মাতাপিতার সেবা করতে লাগলেন। তাদের দেহান্তে আবার এসে তিনি মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করলেন। মহাপ্রভু তাঁকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বৃন্দাবন ধামে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি এসে রূপ ও সনাতনের সঙ্গে মিলিত হ'লেন।

(৪)

মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত প্রেমোন্মাদ দিনে দিনে উৎকট হয়ে উঠতে লাগলো। তিনি স্বরূপ ও রাম রায়ের সাথে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে থাকেন আর এক একবার বিরহের আর্ত্তিতে আকুল হয়ে ওঠেন। একদিন তিনি গরুড়স্তম্ভের পাশে দাড়িয়ে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ দেখছেন, এমন সময় এক উড়ে রমণী তাঁর কাঁধে পা রেখে উঠে শ্রীমূর্ত্তি দেখছে। ভৃত্য গোবিন্দ তাকে তিরস্কার ক'রে নামিয়ে দিল, কিন্তু প্রভু তার তন্ময়তা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

একদিন রাত্রিতে ভৃত্য গোবিন্দ উঠে দেখেন প্রভু শয্যায় নাই—স্বরূপের সঙ্গে খুজে খুজে তাকে সিংহদ্বারের পাশে ধূলায় লুণ্ঠিত অবস্থায় দেখতে পেলেন,- তাঁর অস্থি সন্ধি পর্য্যন্ত সব শিথিল হয়ে পড়েছে। একদিন উপবন দেখে তার বৃন্দাবন বলে ভ্রম হলো, আর একদিন তিনি ভাবের নয়নে দেখছেন—চটক পর্ব্বতই যেন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত। একদিন তিনি ভাবাবেশে দেখলেন—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা আর গোপীদের নিয়ে রাসলীলা করছেন। সংজ্ঞালাভ করে স্বরূপাদির কাছে তাই বর্ণনা করলেন।

আর একদিন মহাপ্রভু ঘরে নেই অথচ দ্বার বন্ধ দেখে ভৃত্য গোবিন্দ খুঁজে খুঁজে গিয়ে দেখেন—তিনি গাভীদের মাঝখানে পড়ে আছেন, তাঁর সংজ্ঞা নেই, দেহ তাঁর সংকুচিত হয়ে কচ্ছপের মত হয়ে গেছে। একদিন শরৎকালে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে নীল সমুদ্র দেখে কালিন্দীর কালোজল মনে করে

তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর ঢেউয়ে ঢেউয়ে চলে গেলেন কোণার্কের দিকে। ভাবাবেশে তিনি ব্রজ-গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি দেখছেন। এম্নিভাবে এক জেলের জালে বদ্ধ হয়ে তিনি উঠলেন। জেলে ত তাঁকে দেখেই অবাক্। তারপর তাঁকে জাল থেকে বের করতে গিয়ে যেই তাঁর দেহ স্পর্শ করলো, অমনি তার দেহে নানা ভাবের বিকার দেখা যেতে লাগলো। সে 'হরি হরি' বলে নাচতে আর কাঁদতে লাগলো।

এদিকে স্বরূপাদি ভক্তগণ প্রভুকে দেখতে না পেয়ে চারদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করলেন। তাঁদের একদল প্রভুকে খুঁজে খুঁজে পূর্ব্বদিকে এগুতে লাগলেন। তাঁরা দেখেন এক জেলে হেসে কেঁদে নেচে "হরি হরি" বল্‌তে বল্‌তে আসছে। স্বরূপ গোস্বামী তাকে গিয়ে তার এই উন্মত্ততার কারণ জিজ্ঞেস করলে, সে বল্‌লো যে এক সোণার বরণ দীর্ঘাকার মৃত দেহ তার জালে উঠেছে, সেই দেহ ভূতাশ্রিত, সেই দেহ ছুঁয়েই তার এমন দশা হয়েছে; সে যাচ্ছে ওঝার কাছে ভূত ছাড়াতে।

স্বরূপ গোস্বামী বললেন—"ওগো জেলে, তোমার জালে উঠেছেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য ভগবান, প্রেমাবেশে তিনি সমুদ্রের জলে ডুবেছিলেন।" তখন সাহস পেয়ে জেলে তাঁদের নিয়ে গেল প্রভুর পাশে। তাঁদের সংকীর্ত্তনে প্রভুর চেতনা ফিরে এলো। অর্দ্ধ-বাহ্য দশায় তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের জলক্রীড়া বর্ণনা করতে লাগলেন। তারপর যখন বাহ্য-দশা ফিরে এলো তখন স্বরূপের কাছে শুনলেন যে তিনি প্রেমাবেশে সমুদ্রের জলে পড়েছিলেন।

(৫)

কৃষ্ণপ্রেমাবেশে এমনি করে প্রলাপে বিলাপে প্রভুর সময় কাটছে। প্রভু একদিন জগদানন্দকে নদীয়ায় পাঠালেন তাঁর বিচ্ছেদদুঃখিতা জননীকে সান্ত্বনা দিতে। তিনি নিত্য গিয়ে মায়ের চরণ বন্দনা করেন, আর মা যেদিন ভোজন করাতে চান সেদিন গিয়ে সকলের অজ্ঞাতে ভোজন করে আসেন, একথাও বলে দিলেন। প্রসাদ ও প্রসাদী বস্ত্র নিয়ে জগদানন্দ চলে গেলেন। একমাস থেকে আবার চলে এলেন। আসবার সময় অদ্বৈত প্রভু তাঁকে হেঁয়ালী করে কি যেন কি বলে দিলেন। প্রভুকে এসে তা জানালে, স্বরূপাদি ভক্তগণ সেই হেঁয়ালীর অর্থ বুঝতে চাইলেন। কিন্তু প্রভু প্রকাশ করে কিছু বল্‌লেন না।

সেই দিন থেকে প্রভুর মনে সব সময় শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ-জনিত আকুলতা ক্রমে বাড়তে লাগলো। স্বরূপ আর রাম রায়ের কণ্ঠ ধরে তিনি কেঁদে বল্‌তে লাগলেন—হায় ললিতা, হায় বিশাখা, আর কি আমি সেই শিখিপুচ্ছধারী আমার প্রাণবঁধুকে দেখতে পাবো না, রাসে যে তিনি আমার কণ্ঠ ধরে নেচেছিলেন, সে সৌভাগ্য কি আর আমার হবে? হায় দত্তাপহারী বিধি! তোর কি অনিষ্ট আমি করেছিলাম যে সেই অমূল্য নিধি আমাকে দিয়ে আবার হরণ করে নিয়ে গেলি—

অরে বিধি অকরুণ দেখাইয়া কৃষ্ণানন
নেত্র মন লোভাইলি আমার।
ক্ষণেক করিতে পান কাড়ি নিলি অন্যস্থান
পাপ কৈলি দত্ত অপহার॥

রামরায় ও স্বরূপের যত্নে ও গানে প্রভুর মন একটু স্থির হলো। তাঁরা প্রভুকে শুয়ে দিলেন, গোবিন্দ আর স্বরূপ গম্ভীরার দ্বারে শুয়ে রইলেন। প্রভু রাত্রিতে উঠে প্রেমাবেশে দেয়ালে মুখ ঘষতে

লাগলেন। নাকে মুখে ক্ষত হয়ে গেলো। গোবিন্দ আর স্বরূপ এসে তাঁকে শান্ত করে শুইয়ে রাখেন। আবার প্রভু উঠেন। তার পর থেকে শঙ্কর পণ্ডিত নিযুক্ত হলেন রাত্রিকালে তাঁর পদ-সেবায়।

ভক্তদের নিয়ে বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রিতে জগন্নাথবল্লভ নামক উদ্যানের ভিতর গিয়ে, আর জয়দেবের "ললিতলবঙ্গলতা" গান শুনে প্রভুর মনে বৃন্দাবন-স্ফূর্তি হলো। অশোক গাছের তলায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তাঁকে ছুটে ধরতে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ পালিয়ে যাওয়ায় তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। শেষে আবার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ পেয়ে তার আস্বাদনের জন্য পাগল হয়ে উঠলেন।

এমনি ভাবে প্রভু ভাবাবেশে থাকেন, স্বরূপ আর রামরায়ের সঙ্গে কৃষ্ণকথা বলেন, আর মাঝে মাঝে নিজের রচিত শ্লোক বলেন। নাম সংকীর্ত্তনের মহিমা, সংকীর্ত্তন যে করবে তার লক্ষণ ও গুণ, শ্রীভগবানের চরণে ভক্তিকামনা, দাস্যভক্তি, গোবিন্দবিরহে প্রেমিকের অবস্থা, প্রেমিকের কাছে শ্রীকৃষ্ণ যে সব সময়েই সব রকম দুঃখযাতনা দিয়েও প্রিয়তম হন—এই সব বিষয় হলো মহাপ্রভুর রচিত শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য। আটটি শ্লোকে প্রভু এ সব বিষয় বর্ণনা করেছেন। এগুলির নাম প্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোক। যথা—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥ ১

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ২

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৩

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ ৪

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥ ৫

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥ ৬

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥ ৭

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটঃ মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ ৮

(৭)

১৫৩৭ শাকে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। কিন্তু তিনি পরম ভক্ত বৈষ্ণব হয়ে—কোন্ প্রাণে মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার কথা বর্ণনা করবেন! কাজেই তাঁর শিক্ষাষ্টক শ্লোক বলেই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করেছেন। সেই পাষাণভেদী লীলার বর্ণনা আর তিনি করলেন না। কেউ বলেন—মহাপ্রভু "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলে একদিন সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। কেউ বলেন—একদিন তিনি ভাবাবেশে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহকে আলিঙ্গন করতে মন্দিরের ভিতর যেই ছুটে গেলেন, অমনি কবাট বন্ধ হয়ে গেলো, যখন কবাট আবার খুললো, তখন দেখা গেলো—প্রভু শ্রীবিগ্রহের সাথে মিলিয়ে গেছেন। আর একটি জনশ্রুতি আছে যে পুরীধামের সমুদ্রতীরবর্তী শ্রীগদাধর পণ্ডিত-সেবিত টোটা গোপীনাথ বিগ্রহের সাথে প্রভু মিশে গেছেন।

এই কলিযুগ ধন্য, যেহেতু শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হয়েছেন কলিতে। জীবকে দিয়ে গেছেন তিনি চির-অনর্পিত নামপ্রেম, আর দেখিয়ে গেছেন প্রেমভক্তির চরম।

যদি গৌর না হইত কেমন হইত
কেমনে ধরিতাম দে'।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে'॥

———

আকর-গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে সমস্ত গ্রন্থ ইত্যাদি হইতে প্রমাণ-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক, (২) অমরকোষ, (৩) অনাদিব্যবহারসিদ্ধ প্রাচীন বাক্য, (৪) আদিপুরাণ, (৫) আর্য্যাশতক, (৬) উজ্জ্বলনীলমণি, (৭) উত্তরচরিত, (৮) উদ্বাহতত্ত্ব, (৯) উপপুরাণ, (১০) একাদশীতত্ত্ব, (১১) কাত্যায়নসংহিতা, (১২) কাব্যপ্রকাশ, (১৩) কূর্ম্মপুরাণ, (১৪) কৃষ্ণকর্ণামৃত, (১৫) গরুড়-পুরাণ, (১৬) গীতগোবিন্দ, (১৭) গোপীপ্রেমামৃত, (১৮) গোবিন্দলীলামৃত, (১৯) গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু, (২০) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, (২১) জগন্নাথবল্লভ নাটক, (২২) দানকেলি-কৌমুদী, (২৩) দিগ্বিজয়ি বাক্য, (২৪) নাটকচন্দ্রিকা, (২৫) নাম-কৌমুদী, (২৬) নারদপঞ্চরাত্র, (২৭) নৃসিংহপুরাণ, (২৮) নৈষধীয়, (২৯) ন্যায়শাস্ত্র, (৩০) পঞ্চদশী, (৩১) পদ্যাবলী, (৩২) পদ্মপুরাণ, (৩৩) পাণিনি, (৩৪) বঙ্গদেশীয় বিপ্র রচিত কাব্য, (৩৫) বাসনা ভাষ্য, (৩৬) বিদগ্ধমাধব নাটক, (৩৭) বিশ্বপ্রকাশ, (৩৮) বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, (৩৯) বিষ্ণুপুরাণ, (৪০) বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র, (৪১) বৃহন্নারদীয় পুরাণ, (৪২) বৈষ্ণবতোষণী, (৪৩) ব্রহ্মসূত্র, (৪৪) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, (৪৫) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, (৪৬) ব্রহ্মসংহিতা, (৪৭) ভরতমুনিবাক্য, (৪৮) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, (৪৯) ভাগবত-সন্দর্ভ, (৫০) ভাবার্থ দীপিকা, (৫১) ভারবি, (৫২) মনুসংহিতা, (৫৩) মহাপ্রভুবাক্য, (৫৪) মহাভারত, (৫৫) মহোপনিষৎ, (৫৬) মুকুন্দমালা, (৫৭) যমুনাচার্য্যকৃত শ্লোক, (৫৮) যামলতন্ত্র, (৫৯) রঘুবংশ, (৬০) লঘুভাগবতামৃত, (৬১) ললিতমাধব নাটক, (৬২) শিক্ষাষ্টক-শ্লোক, (৬৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (৬৪) শ্রীমদ্ভাগবত, (৬৫) শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্য, (৬৬) শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চা, (৬৭) স্কন্দপুরাণ, (৬৮) স্তবমালা, (৬৯) স্তবাবলী, (৭০) স্তোত্ররত্ন, (৭১) সাহিত্য তন্ত্র, (৭২) সামুদ্রিকশাস্ত্র, (৭৩) সাহিত্যদর্পণ, (৭৪) সিদ্ধান্তকৌমুদী, (৭৫) হরিভক্তিবিলাস, (৭৬) হরিভক্তিসুধোদয়।

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী

দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
অনূদিত ও সম্পাদিত

ঈশ, কেন, কঠ

প্রশ্ন মণ্ডুক মাণ্ডুক্য

তৈত্তিরীয়
১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ

ঐতরেয়

কালীবর বেদান্তবাগীশ অনূদিত

বেদান্তদর্শন
(চারি ভাগে সম্পূর্ণ)
১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ, ৪র্থ ভাগ

ছান্দোগ্য
(দুই ভাগে সম্পূর্ণ)
১ম ভাগ ও ২য় ভাগ

বৃহদারণ্যক
চারি ভাগে সম্পূর্ণ

পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী সম্পাদিত

উপদেশ-সহস্রী

সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত সারসংগ্রহ

বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

কাশীদাসী
মহাভারত
রাজ সং সাধারণ সং সুলভ সং

কৃত্তিবাসী
রামায়ণ
রাজ সং সাধারণ সং সুলভ সং

শ্রীমদ্ভাগবত
রাজ সং সাধারণ সং সুলভ সং

চৈতন্যচরিতামৃত
রাজ সং সুলভ সং

গণ
সং

প্রমথনাথ তর্কভূষণ সম্পাদিত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার ও
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বোর্ড বাঁধাই)
শ্রীশ্রীচণ্ডী (ঐ)
গীতা পদ্য ছন্দে

আশুতোষ দাশ সম্পাদিত

গীতা-মধুকরী
ছোট বড়

পণ্ডিত রামদেব স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিত
ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি
বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি
বিশুদ্ধ আহ্নিক-কৃত্যম্

আশুতোষ মজুমদার প্রণীত
মেয়েদের
ব্রতকথা